

କାଳିକାପୁରାଣମ୍

ମହର୍ଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ-କଥିତମ୍

(ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଓ ବଙ୍ଗାନୁବାଦ ସମେତ)

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଽପଞ୍ଚାନନ ଡକ୍ଟର-ସମ୍ପାଦିତ-କାଳିକାପୁରାଣମବଳୀ

ନବଭାରତ



ପାବଲିଶାସ

୧୨ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୋଡ ॥ କଲିକାତା-୧

প্রথম সংস্করণ
কাণ্ডিক, ১৩৬৬

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাক্ষর : আর. সাহা, প্যারিট প্রেস : ৭৬/২ বিধান সরণী, (ব্রহ্ম কে ওয়ান) কলিকাতা-৬

ভূমিকা

পুরাণ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিষদগণ বহুবিধ মত পোষণ করেন। পুরাণের মধ্যে বহু পাঠভেদ দেখিয়া তাহারা পুরাণের প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ঐ সন্দেহ নিরাকরণের উপায় নির্ধারণ করিতে হইলে, পূর্ব-সুরিগণ যে যে পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান সময়ে তাহাই প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। কারণ কেবলমাত্র সংশয়াক্রম হইয়া থাকিলে—‘সংশয়াত্মা বিনশ্যতি’ এই পর্যায়ে পড়িতে হইবে। বহু অতীত কালের লিখিত গ্রন্থের প্রকৃত সর্ববাদি-সম্মত নিঃসংশয় স্বরূপ নির্ধারণ এখন আর সম্ভবপর নহে। এজন্য ‘শিষ্টপরিগৃহীত’ গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। পুরাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বহুবিধ বহুমূল্য সম্পদ নিহিত আছে। কালিকাপুরাণ সেইরূপ একখানি পুরাণ—যাহার প্রয়োজন বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অপরিহার্য।

[কালিকাপুরাণের বৈশিষ্ট্য]

ইহাতে পৌরাণিক উপাখ্যান—যাহা অল্প পুরাণেও পাওয়া যায় তাহা ব্যতীত—মন্তোপদেশ (৫২ অঃ), মণ্ডল নির্মাণ (৫৩ অঃ), পূজাপরিপাতি (৫৪ অঃ), বলিদান (৫৫ অঃ), কালীকবচ (৫৬ অঃ), দেবীতন্ত্র (৫৮ অঃ), কাভ্যায়নীর আবির্ভাব (৬০ অঃ) এবং রাম রাবণের যুদ্ধ শ্রীদুর্গার প্রবর্তনা, দেবীপূজার কর্তব্যতা (৬১ অঃ), কামাখ্যা বিবরণ (৬২ অঃ), কামাখ্যা পূজা ও ত্রিপুরাতন্ত্র (৬৩ অঃ), কামেশ্বরীতন্ত্র (৬১ অঃ), শারদাতন্ত্র (৬৫ অঃ), নমস্কার ও মুদ্রা-কথন (৬৬ অঃ), ত্রিপুরামন্ত্র-রহস্য (৭৫ অঃ) প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সম্মিলিত আছে।

[কালিকাপুরাণের প্রামাণিকত্ব]

কালিকাপুরাণ উপপুরাণ মধ্যে গণিত। স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাসভক্তে কুর্মপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ—উপপুরাণের তালিকামধ্যে ‘কালিকা-হ্রস্বমেব চ’ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ উপপুরাণ হইলেও ভারতীয় পূজাপদ্ধতির অনুষ্ঠানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

শ্রীদুর্গাপূজা তিনটি ধারায় প্রবাহিত। (১) বৃহন্নন্দিকেশ্বর, (২) দেবী-পুরাণ ও (৩) কালিকাপুরাণ—এই তিনটি পুরাণ অনুসারে শ্রীদুর্গাপূজা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

১। কুর্মপুরাণে ১৮ খানি উপপুরাণের তালিকায় কালিকাপুরাণের সংখ্যা—ষাদশ।

২। নিত্যোচ্চার পদ্ধতিতেও কালিকাপুরাণের সংখ্যা—ষাদশ।

৩। কুর্মপুরাণের প্রমাণ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য উক্ত—কালিকাপুরাণ-সংখ্যা—ষাদশ।

৪। কুর্মপুরাণের প্রমাণ মিত্রমিশ্র সঙ্কলিত বীর মিত্রোদয়ে কালিকাপুরাণ সংখ্যা—ষাদশ।

- ৫। কূর্মপুরাণ হেমাঙ্গির চতুর্কর্গচিন্তামণিতে (প্রথম খণ্ড) উল্লিখিত কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ ।
 - ৬। কূর্মপুরাণ হেমাঙ্গির চতুর্কর্গচিন্তামণির দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ ।
 - ৭। কূর্মপুরাণ শব্দবজ্রক্রমে উল্লিখিত কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ ।
 - ৮। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সৌর সংহিতায় উপপুরাণ তালিকা মধ্যে দ্বাদশ সংখ্যায় কালিকাপুরাণ উল্লিখিত ।
 - ৯। স্কন্দপুরাণ রেবা খণ্ডে উল্লিখিত উপপুরাণ সংখ্যা মধ্যে কালিকাপুরাণ—দ্বাদশ ।
 - ১০। স্কন্দপুরাণে রেবা মাহাত্ম্যে উপপুরাণ সংখ্যা মধ্যে কালিকাপুরাণ—দ্বাদশ ।
 - ১১। স্কন্দপুরাণ প্রভাস খণ্ডে উল্লিখিত উপপুরাণ সংখ্যায় কালিকাপুরাণ—দ্বাদশ ।
 - ১২। স্কন্দপুরাণ (সূত-সংহিতায়, শিবমাহাত্ম্য খণ্ডে) কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ ।
 - ১৩। গরুড়পুরাণে উল্লিখিত উপপুরাণ তালিকায় কালিকাপুরাণ—দ্বাদশ ।
 - ১৪। পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ডে) উপপুরাণ তালিকায় কালিকাপুরাণ—দ্বাদশ ।
 - ১৫। দেবীভাগবতে ঐ তালিকায় কালিকাপুরাণ—দশম ।
 - ১৬। বৃহদ্রমপুরাণে ঐ তালিকায় কালিকাপুরাণ—নবম ।
 - ১৭। পরাশর উপপুরাণে ঐ তালিকায় কালিকাপুরাণ—দ্বাদশ ।
 - ১৮। বিষ্ণু মাহাত্ম্য (বৃহৎ ঔশনস উপপুরাণ) মধ্যে কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দশম ।
 - ১৯। বীর মিত্রোদয়ে উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে কালিকাপুরাণ সংখ্যা—একাদশ ।
 - ২০। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মধ্যে (গোপালদাস উদ্ধৃত) কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ ।
 - ২১। মধুসূদন সরস্বতীর প্রস্থানভেদ গ্রন্থে পদ্মাকারে উপপুরাণ তালিকা মধ্যে কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ ।
 - ২২। একান্তপুরাণ মধ্যে উল্লিখিত উক্ত তালিকা মধ্যে কালিকাপুরাণ সংখ্যা—নবম ।
 - ২৩। বারুণোপপুরাণে উল্লিখিত দ্বাদশ সংখ্যক কালিকাপুরাণ ।
- (ড: আর. সি. হাজরা এম. এ. মহোদয় কৃত 'Studies in the Upapuranas' গ্রন্থে হইতে সংকলিত ।)

[কালিকাপুরাণের কাল বিচার]

হেমাঙ্গির সময় হইতে বসুন্ধর পর্য্যন্ত ভারতের নিবন্ধকারগণ কালিকা-পুরাণকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন মহাপুরাণে ও উপ-পুরাণে কালিকাপুরাণ অগতম উপপুরাণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে । উপরি লিখিত তালিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কালিকাপুরাণ উপপুরাণ হইলেও

মহাপুরাণ দ্বারা এবং নিবন্ধকারগণের দ্বারা পরিগৃহীত। ইহাই কালিকা-পুরাণের প্রামাণিকতার নিদর্শন।

ভারতে প্রচলিত স্মৃতিনিবন্ধ যত আছে—তাহার আকর স্থান হেমাদ্রি; হেমাদ্রি কালিকাপুরাণের বহুবচন উদ্ধৃত করায় এবং তাহার উল্লিখিত উপ-পুরাণ মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে কালিকাপুরাণের স্থান নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহা যে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিশেষতঃ এই পুরাণের বচনানুসারে শিষ্ট সমাজে বহু পূজাদির অনুষ্ঠান বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং কালিকাপুরাণ শিষ্টসমাজে পরিগৃহীত হওয়ায় ইহার প্রামাণ্য অব্যাহত। কতিপয় মহাপুরাণের মধ্যে কালিকাপুরাণের নাম উল্লিখিত হওয়ায় ইহা যে মহাপুরাণের মতই প্রামাণিক এবং মহাপুরাণের কাল সহ সমকালীন ইহাও বলিতে পারা যায়।

[কালিকাপুরাণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য]

বঙ্গদেশে শ্রীদুর্গার ধ্যানমন্ত্র যাহা প্রচলিত আছে—তাহা কালিকাপুরাণের (৫৯ তম অধ্যায়ে—‘অটাজুট-সমায়ুক্তামক্লেদুকৃতেশখরাম্’ ইত্যাদি অঙ্গ কিছু পাঠভেদ সহিত সমগ্র মন্ত্র উল্লিখিত আছে। এই পুরাণানুসারে যে বোজ মন্ত্রে পূজা করা হয়, তাহাও বিপরীত দিক্ হইতে মন্ত্রটি বর্ণিত হইয়াছে। (৬১ অঃ ১৪১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

[লঙ্কায় শ্রীদুর্গাপূজা]

এই পুরাণের ষষ্ঠিতম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, লঙ্কায় রাম রাবণের যুদ্ধের প্রবর্তনা শ্রীদুর্গা অন্তর্হিতা থাকিয়া প্রদান করিয়াছিলেন।

রামস্তানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ ।

রাজীবৈব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা ॥

ততস্তু ভ্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্রিনে সিতে ।

জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা ।

তত্র তত্র মহাদেবী তদা ভৌ রামরাবণৌ ।

যুদ্ধে নিযোজয়ামাস স্বয়মন্তর্হিতাশ্চিকা ।

রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ জঙ্ঘা সা মাংসশোণিতে ।

রামরাবণয়োর্মুদ্রং সপ্তাহং সা শুষোজয়ৎ ॥ (২৪-৩০ শ্লোক)

* * * *

ভাবন্তু সপ্তরাজানি সৈব দেবৈঃ সুপূজিতা ।

নিহতে রাবণে বীরে নবমাং সকলৈঃ সুরৈঃ ।

বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ।

ততঃ সম্প্রযিতা দেবী দশমাং শাবরোৎসবৈঃ ॥ (৩১-৩২)

পূর্বে রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাজিকালে (দক্ষিণায়ন দেবদেবীগণের রাজি) এই মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাদেবী জাগরিতা হইয়া রাবণের বাসভূমি লঙ্কায় যেখানে রাম অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। সেখানে গমন করিয়া অশ্বিকা স্বয়ং অন্তর্হিতা থাকিয়া রাম ও রাবণকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন।

ঐ যুদ্ধে রাক্ষস ও বানরগণের মাংস ও শোণিত ভক্ষণ করিয়া রাম রাবণের যুদ্ধ সমাপ্তকাল স্থায়ী করিয়াছিলেন। * * * * সেই সমুদয় দেবগণ তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। রাবণ নিহত হইলে নবমীতে শিতামহ ব্রহ্মা নিখিল দেবগণের সহিত দেবীর বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন। তাহার পর দশমীতে সেই দেবী ভগবতী শারবোৎসবের সহিত বিসর্জিতা হইয়াছিলেন।

এই প্রমাণানুসারে এখনও ভারতের বহুস্থানে শ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসব প্রকরণে কালিকাপুরাণের বহুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে,—বালাকি রামায়ণে দুর্গাপূজার কোনও উল্লেখ না থাকায় কালিকাপুরাণে পরবর্ত্তিকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মদীয় পূজ্য-পাদ পিতৃদেব মহাশয় এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে বালাকি রামায়ণের লক্ষ্যাকাণ্ডে (৮৩ ও ৮৪)—

স সম্প্রভৃক্ষা ধনুষ্পাণির্মায়ায়োগমারিন্দমঃ ।

তস্যৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং বহুনন্দনঃ ॥

মায়া শব্দে দুর্গা এবং ব্রহ্মবিধানের কথা উল্লেখ থাকায় কালিকাপুরাণের বচনের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। বালাকি রামায়ণ অতি প্রাচীন এবং স্লোকটি যথার্থ ব্যাখ্যা না হওয়ায় লোকের অজ্ঞাত হইয়াই আছে। এই স্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয় দীর্ঘনিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমার ভূমিকা লিখনবিষয়ে মদীয় কনিষ্ঠাভ্রজ শ্রীমান কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য্য এম এ, অকুণ্ঠচিত্তে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন। আমার অশীতিপর এই বৃদ্ধাবস্থায় সহায়তা না পাইলে কার্য্য সুসম্পন্ন করা অশেষ কষ্টকর হইত। এজন্য শ্রীমানকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

এই গ্রন্থের প্রকৃৎ দেখা এবং আবশ্যক ত্রুটি সংশোধনের কার্য্যে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিজনবিহারী গোস্বামী এম-এ, কাব্য-বাকরণ-বৈষ্ণব-দর্শন-বেদান্ততীর্থ-ভাগবতশাস্ত্রী যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন; তজ্জগ্য তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যাহা হউক, কালিকাপুরাণ শ্রীজগদম্বার কুপায় প্রকাশিত হইতে চলিল। আজ বঙ্গদেশের সৌভাগ্য যে, নবভারত পাবলিশার্স এই বৃংং কার্য্য হাতে লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীভগবতীর অমোঘ করুণায় এই প্রকাশনার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।

শ্রীশ্রীজীব নায়ডীর্থ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অঃ। কামদেবের জন্ম	১
২ অঃ। কাম বিক্রম	৮
৩ অঃ। রতিপরিণয়	১৫
৪ অঃ। মহাদেবকে কামবশ করিতে ব্রহ্মার উদ্যোগ	২১
৫ অঃ। ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার স্তব	২৬
৬ অঃ। দেবীর আশ্বাস প্রদান	৩৭
৭ অঃ। ব্রহ্মা ও কামের কথোপকথন	৪৩
৮ অঃ। দক্ষের প্রতি দেবীর বরদান	৪৭
৯ অঃ। দাক্ষায়ণীর ব্রত	৫৬
১০ অঃ। দাক্ষায়ণীকে শিবের বরপ্রদান	৬৩
১১ অঃ। শিব-বিবাহ	৭১
১২ অঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ	৭৮
১৩ অঃ। ধ্যানযোগে মহাদেবের বিশ্বদর্শন	৮৬
১৪ অঃ। শিব-বিহার	৯২
১৫ অঃ। শিব-চূর্ণার হিমালয় পর্বতে বাস করিবার প্রস্তাব	৯৯
১৬ অঃ। দক্ষ-যজ্ঞ	১০৫
১৭ অঃ। দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংস	১১৩
১৮ অঃ। শিবস্তব	১১৯
১৯ অঃ। শিপ্রা নদীর উৎপত্তি-বিবরণ	১৩৩
২০ অঃ। অরুন্ধতী-উপাখ্যান	১৪৩
২১ অঃ। চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ-মুক্তি	১৬১
২২ অঃ। অরুন্ধতীর জন্ম	১৭৪
২৩ অঃ। অরুন্ধতী-বিবাহ	১৮৭
২৪ অঃ। শিবের অন্তর হৃদে মায়ার অপসারণ ও শিবের তপস্কা	২০৩
২৫ অঃ। সৃষ্টি-কথন	২১৬
২৬ অঃ। প্রতিসর্গ বর্ণন	২২৪
২৭ অঃ। দৈনন্দিন প্রলয় কথন	২২৭
২৮ অঃ। জগতের অসারত্ব কীর্তন	২৩৩
২৯ অঃ। বরাহের ক্রীড়া-বর্ণন	২৩৫
৩০ অঃ। বরাহ-শরভ-সংগ্রাম	২৪০
৩১ অঃ। বরাহের যজ্ঞরূপত্ব কীর্তন	২৬১
৩২ অঃ। মনু-কপিল-সংবাদ-প্রলয় কীর্তন	২৬৬
৩৩ অঃ। মনু-মীন-সংবাদ	২৭৩
৩৪ অঃ। সৃষ্টিবিস্তার	২৮০
৩৫ অঃ। শরভের দেহত্যাগ	২৯১
৩৬ অঃ। নরকাসুরের উপাখ্যান	২৯৪

৩৭ অঃ।	নরকাসুরের উৎপত্তি	৩০০
৩৮ অঃ।	নরকের পিতৃদর্শন	৩০৭
৩৯ অঃ।	নরকের চরিত্র	৩২৬
৪০ অঃ।	নরকের পুত্রোৎপত্তি	৩৩৮
৪১ অঃ।	পার্বত্যের জন্ম	৩৫৩
৪২ অঃ।	মদন-ভঙ্গ	৩৬৩
৪৩ অঃ।	শিবের প্রসন্নতা	৩৮৩
৪৪ অঃ।	শিব-বিবাহ	৩৯৭
৪৫ অঃ।	কালীর গৌরীমূর্তি ও শিবের অর্দ্ধাক্রান্তাপ্রাপ্তি	৪০৪
৪৬ অঃ।	বেতাল-ভৈরবের উপাখ্যান	৪২৫
৪৭ অঃ।	ভৃঙ্গী ও মহাকালের শাপ-বিবরণ	৪৩৬
৪৮ অঃ।	চন্দ্রশেখরের বিবাহ	৪৪৬
৪৯ অঃ।	ঋষি-দর্শন	৪৫৫
৫০ অঃ।	নারদের উপদেশে চন্দ্রশেখরের আত্মসাক্ষাৎকার	৪৬৪
৫১ অঃ।	বেতাল-ভৈরবের গণাধ্যক্ষতা	৪৮১
৫২ অঃ।	মন্ত্রোপদেশ আরম্ভ	৫০৪
৫৩ অঃ।	মন্ত্রল-নির্ণাণাদি	৫০৮
৫৪ অঃ।	পূজা-পারিপাট্য	৫১২
৫৫ অঃ।	বলিদান	৫১৭
৫৬ অঃ।	মন্ত্র-কবচ	৫২৮
৫৭ অঃ।	অঙ্গ-মন্ত্র কথন	৫৩৭
৫৮ অঃ।	দেবী-ভক্ত	৫৫৮
৫৯ অঃ।	অঙ্গমন্ত্রের বিশেষ বিবরণ	৫৬৬
৬০ অঃ।	কাত্যায়নীর আবির্ভাব	৫৭৬
৬১ অঃ।	দেবী-পূজার কর্তব্যতা	৫৮৪
৬২ অঃ।	কামাখ্যা-বিবরণ	৬০৬
৬৩ অঃ।	পূজাপ্রকরণ-ত্রিপুরাতন্ত্র	৬২২
৬৪ অঃ।	কামেশ্বরী তন্ত্র	৬৪৩
৬৫ অঃ।	শারদা-তন্ত্র	৬৫১
৬৬ অঃ।	নমস্কার ও মুদ্রাকথন	৬৫৮
৬৭ অঃ।	বলিদান-বিধি	৬৭১
৬৮ অঃ।	ষোড়শোপচার-আসনাদি উপচারমটক-বিধান	৬৯২
৬৯ অঃ।	বস্ত্রাদি উপচারামটক	৭০০
৭০ অঃ।	নৈবেদ্য	৭১৬
৭১ অঃ।	নমস্কার	৭২২
৭২ অঃ।	কামাখ্যা-কবচ	৭২৫
৭৩ অঃ।	মাতৃকা-ন্যাস	৭৩৫
৭৪ অঃ।	অষ্টবিধ যোনিমুদ্রা ও মন্ত্ররহস্য	৭৩৯
৭৫ অঃ।	ত্রিপুরার মন্ত্ররহস্য	৭৬৬
৭৬ অঃ।	বেতাল-ভৈরবের সিদ্ধিলাভ	৭৭১

৭৭ অঃ ।	কায়রূপ প্রদর্শন—ভক্তীশলিহ যাদ্যা	৭৮৪
৭৮ অঃ ।	নৈক্যাদিভাষের নির্ণয়	৭৮৭
৭৯ অঃ ।	ভীৰ্ঘ-প্রসঙ্গ	৭৯৯
৮০ অঃ ।	নদী-বিবরণের উপসংহার	৮১৮
৮১ অঃ ।	বসিষ্ঠ-জাপ	৮৩৮
৮২ অঃ ।	ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি বিবরণ	৮৪২
৮৩ অঃ ।	পদ্মসুন্দরীর উপাখ্যান	৮৫২
৮৪ অঃ ।	রাজনীতি	৮৫৬
৮৫ অঃ ।	বিশেষ বিশেষ সমাচার কথন	৮৭২
৮৬ অঃ ।	পুণ্ড-স্থানাদি	৮৭৯
৮৭ অঃ ।	শত্ৰুদেহান	৮৯৩
৮৮ অঃ ।	বিষ্ণুযজ্ঞ	৮৯৯
৮৯ অঃ ।	বেতাল-ভৈরব-কংশকৌন্তন	৯০৭
৯০ অঃ ।	সমাপ্তি	৯২৩

কালিকাপুরাণম্

প্রথমোহধ্যায়ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্কেব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীষ্কেব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ষদযোগিভির্ভবভয়াত্তিবিনাশযোগ্য-
মাসাদ্য বন্দিতমতৌববিবিক্তচিত্তৈঃ ।
ততঃ পুনাতু হরিপাদসরোজযুগ্ম-
মাবিভবৎক্রমবিলজ্জিতভূর্ভবঃ ॥ ১
সাপাতু বঃ সকলযোগিজনস্য চিত্তে-
হবিদ্যাতমিস্রতরণির্য়তিমুক্তিহেতুঃ ।
যাচাস্য জন্তুনিবহস্য বিমোহিনীতি
মায়া বিভোজ্জানুসি শুদ্ধকুবুদ্বিহরী ॥ ২
ঈশ্বরং জগতামাদ্যং প্রণম্য পুরুষোত্তমম্ ।
নিত্যজ্ঞানময়ং বক্ষ্যে পুরাণং কালিকাস্বয়ম্ ॥ ৩
মার্কণ্ডেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠং স্থিতং হিমধবাশ্রিতকৈ ।
মুনয়ঃ পরিপ্রচ্ছুঃ প্রণম্য কমঠাদয়ঃ ॥ ৪

নারায়ণ ও নর (বদরিকাশ্রমের দুই ঋষি) এবং নরোত্তম (বিষ্ণু) দেবী ও
সবস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় (সংসার জয়কারী পুরাণাদি) গ্রন্থ পাঠ করিবে ।

কামদেবের জন্ম ।

অতীত পবিত্রচিত্ত যোগিগণ ভবভয় ও ভববোগ বিনাশের যোগ্য যাহাকে
অবলম্বন করিয়া বন্দনা করেন, যিনি পদবিক্ষেপে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ
এই তিনলোক অধিকার করিয়াছিলেন, সেই হরিপাদপদযুগল আবির্ভূত
হইয়া তোমাদিগকে পবিত্র করুন । ১

যিনি সকল যোগিজনের চিত্তস্থিত অবিদ্যা-তিমির-বিনাশে সূর্য্য-
রূপিনী ও যতিগণের মুক্তির হেতু হইয়া থাকেন, যিনি নিখিল জীবকে মোহিত
করেন বলিয়া বিষ্ণুমায়া নামে প্রসিদ্ধ এবং যিনি জন্মে শুদ্ধ (মানবগণের)
কুমতি দূর করেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ২

নিত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, জগতের আদি সেই পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া
কালিকা (নামক) পুরাণ বলিতেছি । ৩

(একদা) কমঠাদি মুনিগণ হিমালয় সন্নিধানে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে
প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । ৪

ভগবন্ সম্যাগাখ্যাভং সৰ্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বতঃ ।
 বেদান্ সৰ্বাংস্তথা সাজ্জান্ সারভূতং প্রমথ্য চ ॥ ৫
 সৰ্ববেদেষু শাস্ত্রেষু যো যো নঃ সংশয়োহভবৎ ।
 স স চ্ছিন্নভ্রুয়া ব্রহ্মান্ সবিত্রেব তমশ্চয়ঃ ॥ ৬
 জৈবাতুকাগ্র্য ভবতঃ প্রসাদাদ্বিজসত্তম ।
 নিঃসংশয়া বয়ং জাতা বেদে শাস্ত্রে চ সৰ্বশঃ ॥ ৭
 কৃতকৃত্যা বয়ং ব্রহ্মংস্ততোহধীত্য সমন্ততঃ ।
 সরহস্যং ধৰ্মশাস্ত্রং যদবাদি স্বহৃদুবা ॥ ৮
 ভূয়স্তচ্ছোভুমিচ্ছামো হরং কালী পুরা কথম্ ।
 মোহয়ামাস যতিনং সতীরূপেণ চেশ্বরম্ ॥ ৯
 সৰ্বদা ধ্যাননিলয়ং যমিনং যতিনাং ববম্ ।
 সজ্জোভয়ামাস কথং সংসারবিমুখং হরম্ ॥ ১০
 সতী বা কথমুৎপন্ন্য দক্ষদারেষু শোভনা ।
 কথং হরো মনশ্চক্রে দারগ্রহণকৰ্ম্মণি ॥ ১১
 কথং বা দক্ষকোপেণ ত্যক্তদেহা সতী পুবা ।
 হিমবত্ননয়া জাতা ভূয়ো বা কথমাগতা ॥ ১২
 কথং দক্ষশরীরং সাহরং স্মররিপোঃ পুনঃ ।
 এতৎ সৰ্বং সমাচক্ষু বিস্তরেণ দ্বিজোত্তম ॥ ১৩
 নাশ্চোহস্তি সংশয়চ্ছেদ্য তৎসমো ন ভবিষ্যতি ।
 যথা জানীম বিপ্রেজ্ঞ তৎ কুরুষেতদাঘ্যাবৎ ॥ ১৪

ভগবন্ ! আপনি সৰ্বশাস্ত্রের তত্ত্ব সম্যকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ষড়ঙ্গের
 সহিত সমস্ত বেদ মন্বন কবিতা তাহার সারাংশ উত্তমরূপে বাখ্যা করিয়াছেন ;
 সমস্ত বেদে ও (অগ্ন্য) শাস্ত্রে আমাদের যে যে সংশয় ছিল, হে ব্রহ্মণ ! সূর্য্য
 যেমন তমোজাল বিদূরিত করেন, সেইরূপ আপনি আমাদের সেই সেই সন্দেহ
 দূর করিয়াছেন । ৫-৬

হে চিরজীবী দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনার প্রসাদে আমরা বেদে ও সকল শাস্ত্রে
 নিঃসংশয় হইয়াছি । ৭

হে ব্রহ্মণ ! ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত সেই ধৰ্মশাস্ত্র, রহস্য (গূঢ়তত্ত্ব) সহিত
 আদ্যেপান্ত আপনার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া আমবা চরিতার্থ হইয়াছি । ৮

পুনরায় আপনার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, পূবাকালে কালী
 সংযমী মহেশ্বর শিবকে কিরূপে সতীরূপে মোহিত করিয়াছিলেন ? যিনি
 সৰ্বদা ধ্যাননিষ্ঠ সংসার বিমুখ সংযত সেই যতিবর হরকে কিরূপে বিচলিত
 করিয়াছিলেন ? সুশোভনা সতী দক্ষপত্নীতে কিরূপে উৎপন্ন হইলেন এবং
 কেমন করিয়া শিব তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ? পুরাকালে
 সতীই বা কি হেতু দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন এবং
 হিমালয়ের কন্ধ্যা হইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলেন কেন ? এবং পুনরায়
 কামরূপ শিবের অর্দ্ধশরীরভাগিনী হইলেন কেন ? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত
 বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করুন । আপনার মত সংশয় দূর করিতে অগ্ন্য কেহ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃগুধ্বং মুনয়ঃ সর্বৈঃ শুভাদ্ শুভতরং মম ।
 পুণ্যং শুভকরং সম্যগ্ জ্ঞানসং কামদং পরম্ ॥ ১৫
 এতদ্ব্রহ্মা পুরোবাচ নারদায় মহাত্মনে ।
 পৃষ্ঠস্তেন ততঃ সোহপি বালখিল্যোভ্য উক্তবান্ ॥ ১৬
 বালখিল্য মহাত্মানন্তত অচক্ষিরে পুনঃ ।
 যবক্রীতায় মুনয়ে স প্রোবাচ সিতায় চ ॥ ১৭
 অসিতো মে সমাচক্ষ্য এতদ্বিস্তরতো দ্বিজাঃ ।
 অহং বঃ কথয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্ ॥ ১৮
 প্রণম্য পরমাত্মানং চক্রপাণি জগৎপতিম্ ।
 ব্যক্তাব্যক্তধরুণায় সদসদ্ব্যক্তিরূপিণে ।
 স্থূলায় সূক্ষ্মরূপায় বিশ্বরূপায় বেদসে ॥ ১৯
 নিত্যায় নিত্যজ্ঞানায় নির্বিকারায় তেজসে ।
 বিদ্যাবিদ্যায়রূপায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥ ২০
 নির্মলায়োগ্মিষট্কাদিরহিতায় বিরাগিণে ।
 বাপিণে বিশ্বরূপায় সৃষ্টিস্থিতি-লকারিণে ॥ ২১
 যোগিভিশ্চিস্ত্যতে যোহসে বেনাস্তাস্তগচ্ছতৈকৈঃ ।
 অন্তরন্তঃ পরং জ্যোতিঃস্বরূপং প্রণয়ামি তম্ ॥ ২২

নাই এবং কেহ হইবেনও না। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় যাহাতে আমরা জানিতে পারি, হে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্রেষ্ট, আপনি তাহা করুন।* ৯-১৪

মার্কণ্ডেয় কহিলেন;—সেই সাতিশয় গোপনীয়, বাহ্যকল্পতরু, জ্ঞানজনক পরম পবিত্র মঙ্গলকর আখ্যান আজ মুনিমণ্ডলী সকলে শ্রবণ করুন। ১৫

পূর্বের ব্রহ্মা, মহাত্মা নারদকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট ইহা প্রকাশ করেন। অনন্তর, সেই নারদও বালখিল্যাগনসকাশে তৎসমস্ত কীর্তন করেন। ১৬

তৎপরে বালখিল্য মুনিগণ, আবার যবক্রীত মুনিকে বলেন। তিনি আবার তাসিত ঋষির নিকটে ব্যক্ত করেন। ১৭

হে দ্বিজগণ! অসিত ঋষি আমাকে ইহা বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। পরমাখ্যা জগদীশ্বর চক্রপাণিকে প্রণাম করিয়া এই পুৰাতন উপাখ্যান আমি তোমাদিগের নিকট বলিতেছি। ২০

যিনি ব্যক্ত অব্যক্ত সৎ অসৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও জ্ঞান অজ্ঞানরূপে বিরাজমান, যিনি নিতা, নিত্যজ্ঞানরূপী, নির্বিকার, চৈতন্যময়, কাম-ক্রোধ-লাভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ছয়টি ভীষণ তরঙ্গ যাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারী হইয়াও উদাসীন; সেই কালরূপী সর্বব্যাপক জগন্নিবাস বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম। ১৯-২১

বেদবেদাঙ্গ বেত্তা যোগিগণ যাহাকে চিত্তা করেন; সেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত পরম জ্যোতির্ময়কে প্রণাম করি। ২২

* “তৎ-ব্রহ্ম সদাৰ্থবৎ” এইরূপ পাঠও আছে। তাহার অর্থ—আমরা যাহাতে তাৎপর্যসমেত ইহা বুঝিতে পারি, আপনি সকল তাহা করুন।” “তৎব্রহ্মবেত্তায়াবিৎ” এই পাঠানুসারে অনুবাদ করিয়াছি।

তমেবারাধ্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 প্রজাঃ সসর্জ স্কলাঃ সুরাসুরনরাদিকাঃ ॥ ২৩
 সৃষ্টা প্রজাপতীন্ দক্ষপ্রমুখান্ স যথাবিধি ।
 মরীচিমত্রিং পুলহং তথৈবাক্ষিরসং ক্রতুন্ম্ ॥ ২৪
 পুলস্ত্যঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চ নারদঞ্চ প্রচেতসম্ ।
 ভৃগুঞ্চ মানসান্ পুত্রান্ যদা দশ সসর্জ নঃ ।
 তদা তন্মনসো জাতা চারুৰূপা বরাক্ষরা ।
 নাম্না সঙ্কোতি বিখ্যাতা সায়াং সঙ্ক্যাং যজন্তি যাম্ ॥ ২৫
 ন তাদৃশা দেবলোকে ন মর্ত্যে ন রসাতলে ।
 কালত্রেয়েহপি ভবিতা সম্পূর্ণগুণশালিনী ॥ ২৬
 নিসর্গচারুনীলেন কচভারেন রাজতে ।
 ময়ুবীব বিচিত্রেন বর্ষাসু দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৭
 আবক্তগৌরমলিনমাকর্ণান্তং তথালকৈঃ ।
 রেজে সুরাধিপধনু-শচারুবালেন্দুসন্নিভম্ ॥ ২৮
 প্রফুল্লনীলনলিন-শ্যামলং নয়নদ্বয়ম্ ।
 চকাশে চকিতায়াস্ত কুরঙ্গ্যাঃ সদৃশং চলম্ ॥ ২৯
 নিসর্গচকলং চারু ক্ষয়ুগাং শ্রবণায়তম্ ।
 মীনাক্কোদগুসমং নীলং তম্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩০

ভগবান্ লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার আরাধনাকালেই সুরাসুর-নর-প্রভৃতি
 যাবতীয় প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন । ২৩

বিধাতা, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া যখন, মরীচি, অত্রি,
 অক্ষিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন মানব পুত্র সৃষ্টি
 করেন, তখন তাঁহার মন হইতে, এক পরম রূপবতী উত্তম রমণী আবির্ভূত
 হন । তিনি সঙ্ক্যা নামে বিখ্যাত । এই সঙ্ক্যাই সায়াংকালে অর্চিত হইয়া
 থাকেন । ২৪-২৫

তাদৃশ সম্পূর্ণ-গুণ-শালিনী রমণী, তৎকালে স্বর্গ-মর্ত্য পাতালে ছিল না,
 তৎপূর্বে বা পরেও হয় নাই, হইবেও না । ২৬

হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই সঙ্ক্যা স্বভাব সুন্দর সুনীল কুন্তলভাবে বর্ষাকালীন
 ময়ুবীর গ্রায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । ২৭

ইহার আকর্ণবিলম্বী অলকগুচ্ছ-শোভিত আঁপাটল ললাটদেশ, ইন্দ্রধনু বা
 নবীন শশধরের গ্রায় শোভা পাইল । ২৮

চকিত হরিণীনয়নবৎ চকল, প্রফুল্ল-নীল-কমল-সন্নিভ তদীয় নয়নযুগল বড়ই
 শোভা পাইল । ২৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তাঁহার স্বভাব-চপল আকর্ণবিস্তৃত পরম রমণীয় ভ্রমরকৃষ্ণ
 ক্ষয়ুগল মদনশরাসনের সদৃশ । ৩০

* ১। “সায়াংসঙ্ক্যাং যজন্তি যাম্” ।

২। “সায়াংসঙ্ক্যা জযন্তিকা” ।

৩। “সায়াংসঙ্ক্যা ববাক্ষকা” এই তিন প্রকার পাঠ আছে । আমরা মূলে প্রথমোক্ত
 পাঠের ব্যাখ্যা করিয়াছি । “ইনি সর্কোৎকৃষ্টা সায়াংসঙ্ক্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী” ইহা ২ পাঠের অর্থ ।
 “এই সঙ্ক্যা দক্ষ প্রভৃতির জ্যেষ্ঠা ভগিনী তুল্য” ইহা ৩ পাঠের অর্থ ।

ক্রমধাধোনিম্নভাগাদায়তপ্রাংস্তনাসিকা ।
 লাবণ্যানি ব্রবন্তাব ললাটাস্তিসপুষ্পবৎ ॥ ৩১
 তদ্রক্তং শোণপদ্মভ-পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্ ।
 বিশ্বাধরারুণিম্মাভিরেজে রাগি মনোহরম্ ॥ ৩২
 সৌন্দর্য্যলাবণ্যগুণৈরাপূর্ণং বদনং পুনঃ ।
 অভিতশ্চিবুকং যাতুমদ্যতাবিব তৎকুচো ।
 রাজীবকুড্-মলাকারৌ পীনোত্তনুঙ্গৌ নিরন্তরৌ ।
 শ্যামাস্যৌ তৎকুচৌ বিপ্রা মুন'নামপি মোহনৌ ॥ ৩৩
 বলিভাজি ক্ষীণমধ্য-মুক্তিগ্রাহমিবাংগুকম্ ।
 তন্মধ্যং দদৃশুঃ সর্ব্বৈ শক্তিভূলাং মনোভুবঃ ॥ ৩৪
 তস্যাশ্চোক্রয়ুগং রেজে স্তূলোদ্ধং করভায়তম্ ।
 আনমদ্বারগকরপ্রতিমং মৃদুমম্বরম্ ॥ ৩৫
 স্তূলাস্তুজারুণং পাদযুগ্মং সংপাফিবাজিতম্ ।
 অঙ্কলীদলসঙ্ক'র্ণং কুসুমায়ুধবাণবৎ ॥ ৩৬
 তাং চাকদর্শনাং তন্নাং তনুবোমাবলীভূতাম্ ।
 সস্বেদবদনাং দীর্ঘনয়নাং চাকহাসিনীম্ ॥ ৩৭
 চাককর্ণযুগ্মং কাশ্চাং ত্রিগভীবাং ষড়্ভুজতাম্ ।
 দৃষ্টৌ ধাতা সমুখায় চিন্তয়ামায় হৃদগতম্ ॥ ৩৮
 দক্ষাদয়ন্তে প্রস্টাবৌ মবীচ্যাঢ্যাস্তু মানসাঃ ।
 দধ্বাঃ সমুৎসুকাঃ সর্ব্বৈ তাং দৃষ্টৌ ববর্ণিনীম্ ॥ ৩৯

তিলকুসুম-সদৃশ তদীয় নাসিকা ক্রমধোর অধোদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে
 আয়ত ও উন্নত । বুঝি ললাটের লাবণ্যই আধিক্যবশতঃ তথা হইতে বিগলিত
 হইয়া নাসিকা রূপে পরিণত হইয়াছিল । ৩১

কোকনদপ্রভ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কামিজন-মনোহর তদীয় বদনমণ্ডল বিশ্বফলসম
 অধঃবোঠের অরুণকান্তিযোগে নিরতিশয় শোভা পাইতেছিল । ৩২

যাহার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যগুণে বদনমণ্ডলের পরিপূর্ণতা,—চিবুকের নিকট
 আসিবার জন্যই যেন তদীয় স্তনযুগলের উদ্যম । হে বিপ্রগণ! তাঁহার সেই
 কমলকলিকাকৃতি, উত্তনুঙ্গ পীবর পরস্পরসংসক্ত শ্যামাগ্র স্তনযুগল দেখিলে
 মুনিরাও মোহিত হইতেন । ৩৩

তাঁহার ত্রিবলি-শোভিত ক্ষীণ কটিদেশ, বসনের ন্যায় মুক্তি-গ্রাহ । তাঁহার
 কটিদেশকে সকলেই কামদেবের শক্তি বলিয়া মনে কবিয়াছিল । ৩৪

করভ-কর-প্রমাণ আনত করিকর-সদৃশ স্তূল-মূল মম্বরগমনোপযোগী তদীয়
 সুকোমল উরুযুগল পীপ্তি পাইয়াছিল । ৩৫

ফুল্লকমলারূপ সুন্দরপাশি-বিরাজিত তদীয় চরণদ্বয় কুসুম-শর-শরনিকর-
 সদৃশ অঙ্কলীদলে সমধিক শোভমান হইয়াছিল । ৩৬

সেই চাকদর্শন তনুলোমাবলি বিরাজিতা কুশাজী স্নেহবদনা বিশালনয়না
 চাকহাসিনী, রমণীয় ক্রতিপুটশালিনী সুলক্ষণ সুন্দরাকে দেখিয়া বিধাতা মনে
 মনে ভাবিতে লাগিলেন । ৩৭-৩৮

সেই ববর্ণিনীকে দেখিয়া দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মরীচি
 প্রভৃতি মানস পুঞ্জগণ সকলেই নিভান্ত ওৎসুক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । ৩৯

কিং কৰ্মাস্যা ভবেৎ সৃষ্টৌ কস্য বা বরবর্ষিনী ।
 ভবিষ্যতীতি তে সৰ্বে চিন্তয়ামাসুৰুংসুকাঃ ॥ ৪০
 এবং চিন্তয়তন্তস্য ব্রহ্মণো মুনিসন্তমাঃ ।
 মনসঃ পুরুষো বজ্ররাবিভূতো বিনিঃসৃতঃ ॥ ৪১
 কাঞ্চনীচূর্ণপীতভঃ পীনোরঙ্কঃ সুনাসিকঃ ।
 সুবৃত্তোরুকটাজ্জবো নীলবেষ্টিতকেশরঃ ।
 লগ্নজয়ুগলো লোলঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ॥ ৪২
 কপাটবিন্ধীর্ণহৃদি রোমরাজিবিরাজিতঃ ।
 শুভ্রমাতঙ্গকরবৎ পীননিস্তলবাহকঃ ।
 আরক্তপাণিনয়ন-মুখপাদকরোদ্ভবঃ ॥ ৪৩
 ক্ষীণমধ্যশ্চারুদন্তঃ প্রমত্তগজবন্ধনঃ ।
 প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষঃ কেশবঘ্রাণতর্পণঃ ।
 কল্পগ্রীবো মীনকেতুঃ প্রাণ্ডমর্করবাহনঃ ॥ ৪৪
 পঞ্চপুষ্পায়ুধো বেগী পুষ্পকোদণ্ডমণ্ডিতঃ ।
 কান্তঃ কটাক্ষপাতেন ভ্রাময়ন্নয়নদ্বয়ম্ ॥ ৪৫
 সুগন্ধিমরুতা ভাস্তং শৃঙ্গাররসসেবিতম্ ।
 তং বীক্ষ্য তাদৃশং দক্ষপ্রমুখা মানসাস্ত তে ॥ ৪৬
 মরীচ্যাঢ্যা দশ ততো বিশ্বয়াবিষ্টচেতসঃ ।
 ঔৎসুক্যং পরমং জগ্নুবাপূর্বৈক্যারিকং মনঃ ॥ ৪৭
 স চাপি বেধসং বীক্ষ্য শ্রষ্টারং জগতাং পতিম্ ।
 প্রণম্য পুরুষঃ প্রাহ বিনয়ানতকঙ্করঃ ॥ ৪৮

এই বরবর্ষিনী সৃষ্টিমধো কি করিবেন ; কাহারই বা হইবেন, ইহাই তাঁহারা সকলে ঔৎসুক্যসহকারে ভাবিয়াছিলেন । ৪০

হে মুনিবরগণ ! ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে কাঞ্চন-চূর্ণবৎ-পীতবর্ণ এক মনোহর চঞ্চল পুরুষ তাঁহার মন হইতে আবির্ভূত হইয়া নিঃসৃত হইলেন । ৪১

তাঁহার বক্ষঃস্থল পীবব, নাসিকা সূচরু, উক কটি ও জজ্বা স্ফুট, কুণ্ডলবর নীল কুঞ্চিত, জয়ুগল পবম্পর সংলগ্ন । মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ । ৪২

তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থল লামাবলিশোভিত ; বাহুযুগল ঐরাবতকরবৎ পীবর ও স্ফুট ; করতল, চক্ষু, মুখ, পদতল ও নখরশ্রেণী আরক্তবর্ণ । ৪৩

তাঁহার ক্ষীণ কটিদেশ, মনোহর দন্তপংক্তি, মত্তহস্তীর শ্রায় গমন, প্রফুল্ল কমলবৎ লোচন, বকুলপুষ্পের শ্রায় গাত্র-সৌভ । তিনি কল্পগ্রীব, উন্নতকায়, মীনকেতু, মকর-বাহন । ৪৪

পুষ্পময় পঞ্চশরে ও কুসুমকার্ষ্মদুকে শোভিত সেই কমনীয় পুরুষ স্বীয় নয়ন-যুগল খুরাইতেছিলেন । ৪৫

দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মবীচি প্রভৃতি দশজন মানসপুত্র বিন্মিতচিত্তে সেই সুগন্ধ-পবন-সহচর শৃঙ্গাবরস সম্বিত তথাবিধ পুরুষকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও মনোবিকার প্রাপ্ত হইলেন । ৪৬-৪৭

সেই পুরুষও সৃষ্টিকর্তা জগৎপতি বিধাতাকে দেখিয়া প্রণামপূর্বক বিনয়-নম্র

পুরুষ উবাচ—

কিং করিষ্যাম্যহং কৰ্ম ব্রহ্মস্তুত্ৰ নিযোজয় ।
মাং শ্যাম্যে পুরুষো যস্মাদ্ভুচিতে শোভতে বিধে ॥ ৪৯
অভিধানঞ্চ যদ্যোগ্যং স্থানং পত্নী চ যা মম ।
তন্মে কুরুষ্ব লোকেশ ত্বং ব্রহ্মা জগতাং যতঃ ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষস্য মহাত্মনঃ ।
ক্ষণং ন কিঞ্চিং প্রোবাচ স্বসৃষ্টাবপি বিস্মিতঃ ॥ ৫১
ততো মনঃ সুসংযম্য সমাশুৎসৃজ্য বিস্ময়ম্ ।
উবাচ পুরুষং ব্রহ্মা তৎকৰ্ম্মোদ্দেশ্যমাবহন ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ—

অনেন চাকরূপেণ পুষ্পবাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ ।
মোহয়ন পুরুষাংশ্চৈব কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্ ॥ ৫৩
ন দেবো ন চ গন্ধৰ্ব্বো ন কিন্নর-মহোরগাঃ ।
নামুবো ন চ দৈত্যো বা ন বিদ্যাধর-রাক্ষসাঃ ॥ ৫৪
ন যক্ষা ন পিশাচাশ্চ ন ভূতা ন বিনায়কাঃ ।
ন গুহ্যকা ন বা সিদ্ধা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ ॥ ৫৫
পশাবে ন মৃগাঃ কীট-পতঙ্গা জলজাশ্চ য়ে ।
ন তে সৰ্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন লক্ষ্যা য়ে শরশ্চ তে ॥ ৫৬
অহং বা বাসুদেবো বা স্থানুর্বা পুরুষোত্তম ।
ভবিষ্যামস্তব বশে কিমগ্নৌঃ প্রাণধারিভিঃ ॥ ৫৭

ভাবে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমি কোন্ কার্য্য করিব? আমি যখন পুরুষ,
তখন কার্য্য করাই আমার পক্ষে উচিত, অতএব হে বিধাতঃ আমাকে প্রশস্ত
গাথা কৰ্ম্মে নিযুক্ত করন । ৪৮-৪৯

হে লোকেশ! আমার অনুকম্প নাম ধাম ও পত্নী করিয়া দিন । যেহেতু
আপনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা । ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—ব্রহ্মা, সেই মহাত্মা পুরুষের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ
করিয়াও ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন । সৃষ্টি তাঁহার নিজকৃত হইলেও তিনি
তাঁহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন । ৫১

অনন্তর ব্রহ্মা, সম্পূর্ণরূপে বিস্ময় পবিত্যাগপূর্ব্বক চিত্ত সুস্থির করিয়া সেই
পুরুষকে তাঁহার কর্ত্তব্য উপদেশ করত বলিলেন । ৫২

তুমি তোমার এই মনোমোহন মূর্ত্তি ও পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্রী-পুরুষদিগকে
মোহিত করত চিরস্থায়িনী সৃষ্টির প্রবর্ত্তক হও । ৫৩

দেব, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, সৰ্প, দৈত্য, দানব, বিদ্যাধর, রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ,
ভূত, বিনায়ক, গুহ্যক, সিদ্ধ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগ, কীট, পতঙ্গ এবং জলজ
প্রাণিগণ, সকলেই তোমার শরব্য হইবে । ৫৪ ৫৬

হে পুরুষপ্রবর! অগ্ন প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহেশ্বর
আমরাও তোমার বশবর্ত্তী হইব । ৫৭

প্রচ্ছন্নরূপী জন্তুনাং প্রবিশন্ হৃদয়ং সদা ।
 সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা বুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্ ॥ ৫৮
 ভৃংপুষ্পবাণস্য সদা মুখাং লক্ষ্যং মনোহন্ত চ ।
 সর্বেষাং প্রাণিনাং নিতাং মদমোদকরো ভবান্ ॥ ৫৯
 ইতি তে কৰ্ম্ম কথিতং সৃষ্টিপ্রাবর্তকং পুনঃ ।
 নামাপি চ গদিষ্যামি যন্তে যোগাং ভবিষ্যতি ॥ ৬০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠো মানসানাং মুখানি চ ।
 আলোক্য স্বাসনে পদ্মে স্পৰ্শিতোহিবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৬১
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কামপ্রাহর্য্যবো নাম
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তে মুনয়ঃ সর্বৈ তদভিপ্রায়বেদিনঃ ।
 চক্রশ্চুদ্রুচিভং নাম মবীচ ত্রিমুখাস্তদা ॥ ১
 মুখাবলোকনাদেব জ্ঞাত্বা বৃত্তাস্তমগ্নাতঃ ।
 দক্ষাদয়স্তু স্রষ্টারঃ স্থানং পত্নীঞ্চ তে দদুঃ ॥ ২

তুমি স্বয়ং প্রচ্ছন্নরূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করত সতত সুখজনক হইয়া
 সনাতন সৃষ্টির প্রবর্তক হও । ৫৮

সকল প্রাণীর মনই, তোমার পুষ্পবাণের প্রধান লক্ষ্য হইবে। তুমি
 উহাদিগের সতত মত্ততা ও আনন্দ সম্পাদন করিবে। ৫৯

আমি তোমার এই সৃষ্টিপ্রবর্তনোপযোগী কৰ্ম্ম নির্দেশ করিয়া দিলাম,
 যাহা অনুরূপ হয়, তোমার তাদৃশ নামকীৰ্ত্তনও করিব। ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুরজ্যেষ্ঠ বিধাতা এই কথা বলিয়া মানস পুত্রদিগের
 মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ক্ষণমধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৬১

কালিকাপুরাণে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাম-বিক্রম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, মরীচি অত্রি প্রভৃতি সেই মুনিগণ, ব্রহ্মার
 অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই পুরুষের অনুরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। ১

আর সেই দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, ব্রহ্মা মুখের দিকে চাহিলেন দেখিয়াই
 বৃত্তাস্ত বুঝিয়া তাঁহার উপযুক্ত স্থান নির্দেশ ও পত্নী দান করিয়াছিলেন। ২

ততো নিশ্চিত্য নামানি মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ ।
উচুঃ সঙ্গতমেতন্মৈ পুরুষায় দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩

ঋষয় উচুঃ—

যস্মাৎ প্রমথ্য চেতন্ত্বং জাতোহস্ম্যাকং তথা বিধেঃ ।
তস্মান্মান্মথনান্না ত্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি ॥ ৪
জগৎসু কামরূপস্ত্বং ত্বংসমো ন তি বিদ্যতে ।
অতন্ত্বং কামনান্মাপি খ্যাতো ভব মনোভব ॥ ৫
মদনান্মদনাখ্যাত্বং শঙ্কোদর্পাচ্চ দর্পকঃ ।
তথা কন্দর্পনান্মাপি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি ॥ ৬
ত্বদান্তুগানান্ যদবৌধ্যানং তদ্বৌধ্যানং ন ভবিষ্যতি ।
বৈষ্ণবানান্ রৌদ্রাণান্ ব্রহ্মান্ত্রাণান্ তাদৃশম্ ॥ ৭
স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে ব্রহ্মলোকে সনাতনে ।
তব স্থানানি সর্বানি সর্বব্যাপী ভবান্ যতঃ ।
কিং বাচ্যতিবিশেষণ সামাগ্রে নাস্তি তে সমঃ ॥ ৮
যত্র যত্র ভবেৎ প্রাণী শাদ্বলাস্তরবোহথবা ।
তত্র তত্র তব স্থানমস্ত্রাব্রহ্মসদোদয়ম্ ॥ ৯
দক্ষোহয়ং ভবতঃ পত্নীং স্বয়ং দায়াতি শোভনাম্ ।
আদ্যঃ প্রজাপতির্যো হি যথেষ্টং পুরুষোত্তম ॥ ১০
এষা চ কণ্ঠকা চারুরূপা ব্রহ্মমনোভবা ।
সঙ্খ্যা নামেতি বিখ্যাতা সর্বৈ লোকে ভবিষ্যতি ॥ ১১

হে দ্বিজোত্তমগণ ! মরীচি প্রভৃতি বিপ্রমণ্ডলী, নিশ্চয় করিয়া এই পুরুষের
নিকট সঙ্গতভাবে তদীয় নাম কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন । ৩

যেহেতু তুমি আমাদিগের এবং বিধাতার চিত্র মথিত করিয়া উৎপন্ন
হইয়াছ, এইজন্য লোকে তুমি মন্থ্য নামে অভিহিত হইবে । ৪

তুমি জগতেব অসাধারণ কামরূপী, তোমার সৃষ্ণ কেহ নাই । অতএব
হে মনোভব ! তুমি কাম নামে বিখ্যাত হও । ৫

লোকে মত্ত কর বলিয়া তোমার নাম মদন, আর তুমি মহাদেবের দর্প-
নাশ সমর্থ বলিয়া দর্পক এবং কন্দর্প নামে জগতে বিখ্যাত হইবে । ৬

তোমার পঞ্চশরের যেকোন পরাক্রম ; বৈষ্ণবান্, রৌদ্রান্ এবং ব্রহ্মান্ত্রেরও
তাদৃশ পরাক্রম নহে । ৭

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল বা সনাতন ব্রহ্মলোক—সকল স্থানেই তুমি থাকিবে ;
যেহেতু তুমি সর্বব্যাপী । অধিক বলিয়া কি হইবে ? ফল কথা এই যে,
তোমার সমান কেহ নাই । ৮

তৃণ হউক আর বনস্পতিই হউক, প্রাণী যে যে স্থানে থাকিবে, ব্রহ্মসভা
হইতে তন্ত্বে সমুদয় স্থানই তোমার হইবে । ৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই আদি প্রজাপতি স্বয়ং দক্ষই তোমার ইচ্ছামত শোভনা
পড়া প্রদান করিবেন । ১০

আর ব্রহ্মার মানসজাতা এই সুন্দরী কণ্ঠা ত্রিভুবনে সঙ্খ্যা নামে বিখ্যাতা
হইবেন । ১১

ব্রহ্মণো ধ্যায়তো যস্মাৎ সমাগজ্জাতা বরাজ্জনা ।

অতঃ সন্ধ্যোতি লোকেহশ্মিন্নগ্ন্যাঃ খ্যাতি ভবিষ্যতি ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা মুনয়ঃ সর্বৈ তৃষ্ণাং তন্তুর্দ্বিজোক্তমাঃ ।

অবেক্ষ্য ব্রহ্মবদনং বিনয়াবনতাঃ পুৰঃ ॥ ১৩

ততঃ কামোহপি কোদণ্ডমাদায় কুসুমোস্তবম্ ।

উন্মাদনেতি বিখ্যাতং কান্তাক্রতুলাবেল্লিতম্ ॥ ১৪

কৌসুমানি তথাস্ত্রাণি পঞ্চাদায় দ্বিজোক্তমাঃ ।

হর্ষণং বোচনাখ্যঞ্চ মোহনং শোষণং তথা ॥ ১৫

মারণঞ্চোতি সংজ্ঞাভি-মূর্নিমোহকরাণ্যপি ।

প্রচ্ছন্নরূপী তত্রৈব চিন্তয়ামাস নিশ্চয়ম্ ॥ ১৬

ব্রহ্মণা মম যৎকার্যং সমুদ্ভিষ্টং সদাতনম্ ।

তদিহৈব করিষ্যামি মুনোনাং সন্নিধৌ বিধেঃ ॥ ১৭

তিষ্ঠন্তি মুনয়শ্চাত্র স্বয়ঞ্চাপি প্রজাপতিঃ ।

এষা সঙ্ঘা ববস্ত্রা চ দক্ষোহপ্যত্র প্রজাপতিঃ ॥ ১৮

এতে শরবাত্ত্বা মে ভবিষ্যন্ত্যদ্য নিশ্চয়ম্ ।

সঙ্ঘ্যাপি ব্রহ্মণা প্রোক্তমিদানীমেব যদ্বচঃ ॥ ১৯

অহং বিষ্ণুর্হরশ্চাপি তবাস্তবশবর্তিনঃ ।

কিমনৈর্জন্তুভিবিতি তৎস্বার্থং কববাণ্যহম্ ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সন্ধিস্থামনসা নিশ্চিত্য চ মনোভবঃ ।

পুষ্পজ্যাং পুষ্পচাপস্য যোজয়ামাস মার্গণৈঃ ॥ ২১

যেহেতু এই বরবর্ণিনী ব্রহ্মার সম্পূর্ণ ধ্যানসমন্বয়ে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেইজন্য জগতে ইহার ‘সঙ্ঘা’ বলিয়া প্রসিদ্ধি হইবে । ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে দ্বিজবরগণ ! সেই মুনিগণ, এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার মুখাবলোকনপূর্বক তাঁহার সম্মুখে বিনয়-নম্রভাবে মৌনী হইয় রহিলেন । ১৩

হে দ্বিজোক্তমগণ ! অনন্তর কামদেব,—রমণী ভ্র-সদৃশ বক্র, উন্মাদননামক কুসুমনির্মিত শরাসন এবং হর্ষণ, বোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ নামে প্রসিদ্ধ, মূর্নিদিগেরও জ্ঞাননাশক, পুষ্পময় পঞ্চশব গ্রহণ করিয়া সেইখানেই প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করা কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১৪-১৬

ব্রহ্মা আমার যে নিক্যকর্ম স্থিৰ করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা এই-খানে মুনিগণ সন্নিধানেই এই ব্রহ্মার উপরেই করিয়া দেখি । ১৭

এখানে মুনিগণ আছেন ; দক্ষ প্রজাপতি আছেন ; স্বয়ং ব্রহ্মাও আছেন । আর এই বরাজ্জনা সঙ্ঘাও এখানে অবস্থিত । ১৮

এই সকল পুরুষ এবং সঙ্ঘাও আজ আমার শরব্য হইবেন । ১৯

“অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহাদেবও তোমার অস্ত্রের বশবর্তী” ব্রহ্মা এখনই এই কথা বলিয়াছেন । আমি আজি তাহা সার্থক করিব । ২০

আলৌচস্থানমাসাদ্ধনুরাক্ষ্য যত্নতঃ ।

চকার বলয়াকারং কামো ধম্বিবরসুদা ॥ ২২

সংহিতে তেন কোদণ্ডে মারুতাশ্চ সুগন্ধয়ঃ ।

ববুসুত্ৰ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সমাগাংলাদকারিণঃ ॥ ২৩

ততস্তানথ ধাত্ৰাদীন সৰ্বানেন চ মানসান্ ।

পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পশরৈর্মোহয়ামাস মোহনঃ ॥ ২৪

ততস্তে মুনয়ঃ সৰ্বৈ মোহিতাশ্চতুরাননঃ ।

মোহিতো মনসা কিঞ্চিদ্ধিকারং প্রাপুরাদিতঃ ॥ ২৫

সঙ্ঘাৎ সৰ্বৈ নিবীক্লন্তঃ সবিকারা মুহুম্বুহুঃ ।

আসন্ প্রবন্ধমদনাঃ স্ত্রী যশ্মান্দবন্ধিনী ॥ ২৬

ততঃ সৰ্বান্ স মদনো মোহয়িত্বা পুনঃপুনঃ ।

যথেন্দ্রিয়বিকারাংস্তে প্রাপুস্তানকরোক্তথা ॥ ২৭

উদীৰিতেল্লিযো দাতা বক্ষাক্ষক্রে মদাত তাম্ ।

তদৈব হৃদপক্ষাশ্চাতাভাঃ শরীবহঃ ॥ ২৮

বিকোকাদাস্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিকলাস্তথা ।

কন্দর্পশরবিন্ধ্যাঃ সঙ্ঘায়া অভবন্ দ্বিজাঃ ॥ ২৯

সাপি তৈবরীক্ষ্যমাণাথ কন্দর্পশরপাতজান্ ।

চক্রে মুগুর্মুহূর্ত্তাবান্ কটাক্ষাবরণাদিকান্ ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, — কামদেব ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন । অনন্তর, তিনি কুসুমশরাসনেব কুসুমগুণে শবযোজনা করিলেন । ২১

তখন ধনুর্ধরপ্রধান কামদেব আলৌচ-প্রণালী-অনুসারে উপবেশন করত যত্নপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া বলয়াকার করিলেন । ২২

হে মুনিবরগণ ! তিনি কার্শ্মুকে শরসঙ্কান করিলে, তথায় পরমানন্দকারী সুগন্ধ অনিল বহিতে লাগিল । ২৩

অনন্তর, মদন, ব্রহ্মা দক্ষাদি-প্রজাপতি ও ব্রহ্মার সমস্ত মানস পুত্রগণকে পৃথক্ পৃথক্ কুসুমশরপ্রহারে মোহিত করিলেন । অনন্তর, শরপীড়িত সেই সমস্ত মুনি এবং ব্রহ্মা মোহিত হইয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিকার প্রাপ্ত হইলেন । ২৪-২৫

তাহারা সকলে বিকাব প্রাপ্ত হইয়া বারংবার সঙ্ঘার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল । কেননা, রমণী হইতেই কামবৃদ্ধি হইয়া থাকে । ২৬

তখন সেই দুই মদন তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ মোহিত করিয়া, যাহাতে তাঁহাদিগের বহিরিল্লিষের বিকার হয়, তাহা করিল । ২৭

অনন্তর যখন ব্রহ্মা, উদগতেল্লিষ হইয়া সঙ্ঘাকে দেখিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে একোন-পক্ষাশং সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইল । ২৮

হে দ্বিজগণ ! আব কামশরবিন্ধ্যা সঙ্ঘা হইতে বিকোকাদি হাবসকল এবং চতুঃষষ্টি কলা উৎপন্ন হইল । ২৯

তাহারা সঙ্ঘার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে সঙ্ঘাও বারংবার কটাক্ষ-পাত ও কটাক্ষসঙ্কোচ প্রভৃতি মদন-শরপাত-সম্ভূত বিবিধ ভাবপ্রকাশ করিতে লাগিলেন । ৩০

নিসর্গসুন্দরী সন্ধ্যা তান্ ভাবান্ মদনোন্তবান্ ।
 কুব্ধন্ত্যতিভরাং রেজে স্বর্ণদীব তনুশ্চিভিঃ ॥ ৩১
 অথ ভাবযুতাং সন্ধ্যাং বীক্ষমাণঃ প্রজ্ঞাপতিঃ ।
 ঘৰ্ম্মাস্তঃপূরিততনু-রভিলাষমথাকরোং ॥ ৩২
 তন্ত্বে মুনয়ঃ সৰ্বে মরীচ্যজ্জিহ্মা অপি ।
 দক্ষাদ্যাশ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপূৰ্বেকাবিকেলিয়ম্ ॥ ৩৩
 দৃষ্ট্বা তথাবিধান্ দক্ষ-মরীচিপ্রমুখান্ বিধিম্ ।
 সন্ধ্যাক্ষ কৰ্ম্মণি নিজে শ্রদ্ধাধে মদনস্তদা ॥ ৩৪
 যদিদং ব্রহ্মণা কৰ্ম্ম মমোদ্দীক্ষ্যং ময়াপি তং ।
 কর্ত্তুং শক্যমিতি ব্রহ্মাভাবিতাস্তাভবত্তদা ॥ ৩৫
 ততো বিয়দগতঃ শঙ্কুবিব্রিং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্ ।
 সদক্ষান্মানসান্ বাপি জ্ঞাসোপজ্ঞাস চ ॥ ৩৬
 সসাদ্বাদং তান্ সৰ্ব্বান্ বিহ্য চ পুনঃপুনঃ ।
 উবাচেনং দ্বিজশ্রেষ্ঠা লজ্জয়ন্তান্ বৃষধ্বজঃ ॥ ৩৭

ঈশ্বর উবাচ—

অহো ব্রহ্মংস্তব কথং কামভাবঃ সমুদগতঃ ।
 দৃষ্ট্বা স্বতনয়াং নৈতদ্ যোগাং বেদানুসারিণাম্ ॥ ৩৮
 যথা মাতা তথা জামিষথা জামিস্তথা সূতা ।
 এষ নৈ বেদমার্গস্য নিশ্চয়তুম্মুখোস্থিতঃ ।
 কথন্তু কামমাত্রেন তত্তে বিস্মারিতং বিধে ॥ ৩৯

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তবঙ্গ উঠিলে, মন্দাকিনীও যেমন শোভা হয়, তদ্রূপ স্বভাবসুন্দরী সন্ধ্যাদেবীও মদন-বিকার-জনিত সেই সেই ভাব প্রকাশ করত অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন । ৩১

অনন্তর বিধাতা সেই ভাববন্তী সন্ধ্যাকে অবলোকন করিতে করিতে বিধাতার শরীরে স্বেদজলধারা বহিতে লাগিল ; তিনি সন্ধ্যার প্রতি অভিলাষী হইলেন । ৩২

অনন্তর মরীচি, অজি প্রভৃতি সেই সমস্ত মুনি ও দক্ষ-প্রমুখ মুনিবরগণও ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইলেন । ৩৩

তখন মদন, বিধাতাকে, দক্ষ-মরীচি-প্রমুখ মুনিগণকে এবং সন্ধ্যাকে তথা-বিধ বিকারপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া আপনার কৰ্ম্মপটুতার উপবিশ্বাস স্থাপন করিলেন । ৩৪

ব্রহ্মা আমার যে কৰ্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা করিতে পারিব, তাঁহাব এই আত্মাদববর্জক বিশ্বাস জন্মিয়াছিল । ৩৫

ইত্যবসরে, আকাশচারী মহাদেব ব্রহ্মাকে এবং দক্ষ-সম্মত মানস পুত্র-গণকে তাদৃশ বিকারপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া তাহা উপহাস করিলেন । ৩৬

হে দ্বিজবরগণ ! বৃষধ্বজ তাঁহাদিগকে বিকার প্রদানপূর্বক পুনঃপুনঃ হাস্য করত লজ্জিত করিয়া এই কথা বলিলেন,—অহে ব্রহ্মা ! নিজের তনয়াকে দেখিয়া তোমার কি না কামভাব উপস্থিত হইল ॥ ছিঃ ! যাহারা বেদানুসারে চলে, এ কাজ তাহাদিগের যোগ্য নহে । ৩৭-৩৮

ধৈর্যো জগদিদং ব্রহ্মান্ সমস্তং চতুরানন ।
 কথং ক্ষুদ্রেণ কামেন তন্তে বিবটিতং বিধে ॥ ৪০
 একান্তযোগিনস্তস্ম্যং সর্বদা দিব্যদর্শনাঃ ।
 কথং দক্ষমরীচ্যাঢা লোলুপাঃ স্ত্রীষু মানসাঃ ॥ ৪১
 কথং কামোহপি মন্দাত্মা প্রাপ্তকর্মাধুনৈব তু ।
 যুগ্মান্ শরব্যান্ কৃতবানকালজোহল্লচেতনঃ ॥ ৪২
 ধিগন্ত তং মুনিশ্রেষ্ঠ যস্য কাস্তাজনো হঠাৎ ।
 ধৈর্যমাকৃশ্য লোলৌষু মজ্জয়তাপি তন্নানঃ ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা লোকেশো গিরিশস্য চ ।
 স্ত্রীড়য়া দ্বিগুণীভূতস্বৈদার্দো হুবভৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৪
 ততো নিগৃহ্মৈল্লিয়কবিকারং চতুরাননঃ ।
 জিঘৃক্ষুরপি তত্যাঙ্ক তাং সন্ধ্যাং কামরূপিণাম্ ॥ ৪৫
 তচ্ছরীরাত্ত্ব ঘর্ষাস্তো যৎ পপাত্ত্বা দ্বিজোত্তমা ।
 অগ্নিহ্বাতা বহিষদো জাতাঃ পিতৃগণাস্ততঃ ॥ ৪৬
 ভিন্নাঞ্জননিভাঃ সর্বো ফুল্লরাজীবলোচনাঃ ।
 নিতাস্তযতয়ঃ পুণ্যাঃ সংসারবিমুখাঃ পরাঃ ॥ ৪৭
 সহস্রাণাং চতুঃষষ্টিরগ্নিহ্বাতাঃ প্রকীর্ণিতাঃ ।
 ষড়শোতিসহস্রাণি তথা বহিষদো দ্বিজাঃ ॥ ৪৮

পুত্রবধু ও কন্যা মাততুল্য ; ইহা বেদের সিদ্ধান্ত । তুমিই এই সিদ্ধান্তের প্রকাশক । বিধি ! তুমি সামান্য কামের প্রভাবে তাহা বিস্মৃত হইসে কিরূপে ? ৩৯

হে চতুরানন ! ধৈর্য তোমার মনকে সর্বদা সতর্ক করিয়া রাখে । বিধি ! তথাপি ক্ষুদ্রকাম কি না তোমার সে মন বিগড়াইয়া দিল । ৪০

হে একান্তযোগী, সর্বদা দিব্যদর্শী দক্ষ মরীচি প্রভৃতি মানস পুঞ্জগণ । কি তোমরা বমনীলোলুপ হইলে ! ৪১

ছিঃ ! আজ কি না মন্দবুদ্ধি কামের বাসনা পূর্ণ হইল ! অবসবানভিজ্ঞ স্বল্পবুদ্ধি কাম তোমাদিগকে শবব্য করিল ! ৪২

হে মুনিবরগণ ! কামিনী হঠাৎ যাহার ধৈর্য লোপ করিয়া চিত্ত চঞ্চল করে, তাহাকে ধিক্ । ৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেবের এই কথা শুনিয়া লজ্জাবশে ব্রহ্মাবক্ষণমধ্যে দ্বিগুণ ঘর্ম্ম হইতে লাগিল । ৪৪

চতুরানন সেই কামরূপিণী সন্ধ্যাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেও অতঃপর ইল্লিয়ারবিকার সহরণ করিলেন, তাহাকে আর গ্রহণ করিলেন না । ৪৫

হে দ্বিজবরগণ ! তাহার শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল পাতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অগ্নিহ্বাত ও বহিষদ্ পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন । ৪৬

তাঁহাদিগের সকলের বর্ণ দলিতাঞ্জন-সদৃশ ; নয়ন ফুল্ল-কমল-সন্নিভ । তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত যতি, পরম পবিত্র এবং সংসার পরাধীন । ৪৭

হে দ্বিজগণ ! কথিত আছে, অগ্নিহ্বাতগণ চতুঃষষ্টি সহস্র ; বহিষদগণ ষড়শোতি সহস্র । ৪৮

বর্ষান্তঃ পতিতং ভূমৌ যদক্ষস্য শরীরতঃ ।
 সমস্তগুণসম্পন্নো ভূম্যাজ্জাতা বরাদ্ধনা ॥ ৪৯
 তদ্বক্ষী তনুমধ্যা চ তনুরোমাবলী শুভা ।
 যুগ্মঙ্গী চারুদশনা তপ্তকাক্ষনসুপ্রভা ॥ ৫০
 মরীচিপ্রমুখৈঃ ষড়্ভিনির্গৃহীভেম্রিয়ক্রিয়া ।
 ঋতে ক্রতুং বসিষ্ঠঞ্চ পুলস্ত্যাজ্জিহ্বাসৌ ভদা ॥ ৫১
 ক্রতাদীনাং চতুর্গাঞ্চ যো ভূমৌ নিপপাত হ ।
 ততঃ পিতৃগণা জাতা অপরে দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৫২
 সোমপা আজ্যপা নান্য ভৈষ্যব্যাং সুকালিনঃ ।
 হবির্ভূজন্ত তে সর্বৈ কবাবাহাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫৩
 ক্রতোস্ত সোমপাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্য সুকালিনঃ ।
 আজ্যপাখ্যাঃ পুলস্ত্যস্য হবিষ্মন্তোহঙ্গিরঃসূতাঃ ॥ ৫৪
 জাতেষু তেষু বিপ্রেষু অগ্নিষাত্তাদিকেঋত ।
 লোকানাং পিতৃবর্গেষু কবাবাহাঃ সমস্ততঃ ॥ ৫৫
 সর্বষামেব ভূতানাং ব্রহ্মা ভূতঃ পিতামহঃ ।
 সক্ষ্যা পিতৃপ্রসূর্তা তদুদ্দেশাদয়তোহভবৎ ॥ ৫৬
 অথ শঙ্করবাক্যেন লজ্জিতঃ স পিতামহঃ ।
 কন্দর্পায় চুকোপাশু জকুটীকুটিলাননঃ ॥ ৫৭
 পুঠৈব তদভিপ্রায়ং বিদিত্বা সোহপি মন্থতঃ ।
 স্ববাণান্ সজ্জহারাসু ভীতঃ পশুপতেবির্ধেঃ ॥ ৫৮

দক্ষ-শরীর হইতে যে বর্ষাজল ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিখিল গুণশালিনী এক কোমল-কৃশাঙ্গী বরবর্ণিনী উৎপন্ন হইলেন । ৪৯

তাহার মধ্য ক্ষীণ ; লোমাবলি স্বল্প ; দশনপংক্তি মনোহর ; এবং বর্ণ তপ্ত-কাক্ষনবৎ সুচারু । ৫০

ক্রতু, বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য এবং অঙ্গিরাস ব্যতীত মরীচি প্রভৃতি অপর ছয় জন ঋষি, ইন্দ্রিয়বিকার-নিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন । ৫১

হে দ্বিজগণ ! ক্রতু প্রভৃতি বারজন ঋষির যে বর্ষাজল ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অপব পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন । ৫২

তাহারা সোমপ, আজ্যপ, সুকালিন্ এবং হবির্ভূজ, (হবিষ্মন্ত) নামে বিখ্যাত, তাহারা সকলেই কবাবাহী । ৫৩

সোমপগণ ক্রতুর পুত্র ; সুকালিনগণ বসিষ্ঠের পুত্র ; আজ্যপগণ পুলস্ত্যের পুত্র ; এবং হবিষ্মন্তগণ অঙ্গিরাসের পুত্র । ৫৪

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! অগ্নিষাত্ত প্রভৃতি সেই কবাবাহী লোক-পিতৃগণ চারিদিকে উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা সর্বভূতেরই পিতামহ হইলেন । আর সক্ষ্যা পিতৃগণের জননী হইলেন । কেননা সক্ষ্যা তাহাদিগের গর্ভধারিণী না হইলেও উপাস্তির নিদান বটে । ৫৫-৫৬

অনন্তর পিতামহ, শঙ্করের কথায় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্দর্পের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন । ক্রোধে তাহার বদনমণ্ডল জকুটীভীষণ হইল । ৫৭

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
যচ্চকার দ্বিজেন্দ্রাস্তক্ষুণ্ণং সুসমাহিতাঃ ॥ ৫৯
ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ কোপসমাবিষ্টঃ পদ্মযোনির্জগৎপতিঃ ।
প্রজজ্ঞালাতিবলবদ্বিধক্ষুরিব পাবকঃ ॥ ১
উবাচ চেশ্বরং কামো ভবতঃ পুরতো যতঃ ।
পুষ্পেযুভির্মামভজৎ তৎফলমাপ্নুয়াদ্বর ॥ ২
তব নেত্রাগ্নিনির্দম্বঃ কন্দর্পো দর্পমোহিতঃ ।
ভবিষ্যতি মহাদেব কৃড়া কৰ্ম্মাতিদুষ্করম্ ॥ ৩
ইতি বেধাঃ স্বয়ং কামং শশাপ দ্বিজসত্তমাঃ ।
সমক্ষং ব্যোমকেশস্য মুনীনাক্ষ যতাত্মনাম্ ॥ ৪
অথ ভোতো রতিপতিস্তৎক্ষণাত্ত্যক্তমার্গণঃ ।
প্রাচুর্ভূত্ব প্রত্যক্ষং শপং ত্রত্বাতিদারুণম্ ॥ ৫

সেই অপরাধী মন্থতও প্রথম হইতেই ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার ও মহাদেবের ভয়ে সত্বর শরাসন গোপন করিল । * ৫৮

২. দ্বিজবরণ ! অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহা করিলেন, একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ কর । ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২

তৃতীয় অধ্যায়

বতিপরিণয়

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—অনন্তর পূর্ণ রোষাবিষ্ট জগৎপতি ব্রহ্মা, দিধক্ষু অনলের ন্যায় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । ১

ঈশ্বরকে বলিতে লাগিলেন; হে শিব ! কাম যেমন আপনার সম্মুখে আমাকে শরাঘাত করিল, সেইরূপ ফল পাইবে । ২

হে দেবাদিদেব ! এই কন্দর্প অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অতি দুষ্কর কৰ্ম্ম সাধন-পূর্বক আপনার নয়নানলে ভস্মীভূত হইবে । ৩

হে দ্বিজসত্তমগণ ! ব্যোমকেশ ও সংযতচিত্ত মুনিগণের সমক্ষে স্বয়ং বিধাতা এইরূপে কামকে শাপ দিয়াছিলেন । ৪

* “শরান্ ন সঞ্জহ যন্তু” এই পাঠ থাকিলে তাহার অর্থ “তিনি বোজিত শর পরিত্যাগ করিলেন না” এইরূপ হইবে ।

উবাচ চৈদং ব্রহ্মাণং সদক্ষং সমরীচিকম্ ।

তথ্যঞ্চ গদগদং ভীত্যা ভীতিহি গুণহানিকৃৎ ॥ ৬

মন্মথ উবাচ—

ব্রহ্মন্ কিমর্থং ভবতা শপ্তোহহমতিদারুণম্ ।

অনাগাস্তব লোকেশ ন্যায়মার্গানুসারিণঃ ॥ ৭

ত্বয়ৈবোক্তস্ত তৎকৰ্ম্ম যত্ত্ব কুর্য্যামহং বিভো ।

তত্র যোগো ন শাপো মে যতো নাগ্নান্ময়া কৃতম্ ॥ ৮

অহং বিন্মুস্তথা শঙ্কুঃ সৰ্ব্বৈঃ তুচ্ছরগোচরাঃ ।

ইতি যন্তবতা প্রোক্তং তন্নয়্যপি পরীক্ষিতম্ ॥ ৯

নাপরাধো মমাস্তাত্ত ব্রহ্মন্ ময়ি নিরাগসি ।

দারুণং শময়ত্বৈনং শাপং মম জগৎপতে ॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্মৈ বচং শ্রুত্বা বিধাতা জগতাং পতিঃ ।

প্রত্যাচ যতান্মানং মদনং সদস্মৎ মুহুঃ ॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ—

আত্মজ্ঞা মম সঙ্কোচং যস্মাদেতৎসকাশতঃ ।

লক্ষীকৃতোহহং ভবতা ততঃ শাপো ময়া কৃতঃ ॥ ১২

অধুনা শাস্তরোষোহহং ত্বাং বদামি মনোভব ।

ভবতঃ শাপশমনং ভবিষ্যতি যথা তথা ॥ ১৩

অনন্তর রতিপতি নিদারুণ শাপশ্রবণে ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রাহুর্ভূত হইলেন । ৫

দক্ষ মবঁচি প্রভৃতি ঋষিগণসমক্ষে ব্রহ্মাকে যথার্থ কথা বলিতেও তাঁহার কণ্ঠস্বর ভয়ে জড়িত হইতে লাগিল । ভয় হইলে কাহারও ধৈর্য্য ও সাহসাদি গুণ থাকে না । ৬

মন্মথ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি ন্যায়পথানুবর্তী নিরপরাধ, হে লোকেশ ! তবে আমাকে কি জন্য অতি দারুণ শাপ দিলেন ? ৭

আপনি আমাকে যে কার্য্য কবিত্তে বলিয়াছেন, প্রভো ! আমি তাহাই করিয়াছি ; অন্য কিছু করি নাই ; তাহাতে আমাকে শাপ দেওয়া আপনাব অনুচিত হইয়াছে । ৮

আপনি যে বলিয়াছিলেন, “আমি, বিন্মুঃ এবং মহেশ্বর আমার সকলেই তোমার বশবর্তী,” আমি তাহারই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি মাত্র । ৯

হে ব্রহ্মন্ ! এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই । হে জগৎপতে ! নিরপরাধে আমার প্রতি প্রদত্ত এই নিদারুণ শাপ মোচন করুন । ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার এই কথা শুনিয়া জগৎপতি বিধাতা সেই সংযত-চিত্ত মদনকে অত্যন্ত আনন্দিত করত উত্তর প্রদান করিলেন । ১১

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই সঙ্ক্কা আমার কথা, তুমি আমাকে ইহার প্রতি কামভাবাপন্ন করিতে লক্ষ্য করিয়াছিলে বলিয়া আমি তোমাকে শাপ দিয়াছি । ১২

ত্বং ভস্ম ভূত্বা মদনং ভৰ্গলোচনবহিনী ।
তশ্চৈবানুগ্রহাৎ পশ্চাচ্ছরীরং সমবাপ্যসি ॥ ১৪
যদা হরো মহাদেবঃ কুর্যাদ্ভারপরিগ্রহম্ ।
তদা স এব ভবতঃ শরীরং প্রাপন্নিশ্চতি ॥ ১৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বাথ মদনং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
অন্তর্দধে মুনীন্দ্রাণাং মানসানাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ১৬
তস্মিন্নন্তহিতে শম্ভুঃ সর্বেষাঞ্চ বিধাতরি ।
যথেষ্টদেহং গতবান্ ব্রহ্মান্ মারুতরংহসাম্ ॥ ১৭
বেদযন্তহিতে তস্মিন্ গতে শম্ভো নিজাম্পদম্ ।
দক্ষঃ প্রাহাথ কন্দর্পং পত্নীং তস্য নিদেশয়ন্ ॥ ১৮

দক্ষ উবাচ—

মদেহজেয়ং কন্দর্প মদ্রপগুণসংযুতা ।
এনাং গৃহীষ্ট ভাৰ্য্যার্থং ভবতঃ সদৃশীং গুণৈঃ ॥ ১৯
এষা তব মহাতেজাঃ সর্বদা সহচারিণী ।
ভবিষ্যতি যথাকামঃ ধর্মতো বশবত্তিনী ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা প্রদেবং দক্ষো দেহস্বৈদাম্মসম্ভবাম্ ।
কন্দর্পায়াগ্রতঃ কৃত্বা নাম কৃত্বা রতীতি তাম্ ॥ ২১

এখন আমার ক্রোধ-শান্তি হইয়াছে। মনোভব! যেক্রমে শাপ মোচন হইবে, তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। ১৩

মদন! তুমি মহাদেবের নয়ন'নলে ভস্মীভূত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহার অনুগ্রহে আবার শরীর পাইবে। ১৪

যখন, দেবাদিদেব মহাদেব শাপপরিগ্রহ করিবেন; তখন তিনিই তোমাকে শরীবী করিবেন। ১৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মদনকে এই কথা বলিয়া মানস-সমুত্ত মুনিবরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ১৬

সর্ববিধাতা ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, মহাদেব, বায়ুবৎ শীঘ্রগামী বৃহভে আরোহণপূর্বক অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। ১৭

বিধাতা অন্তর্হিত হইলে এবং মহাদেব নিজালায় গমন কবিলে, দক্ষ মদনের পত্নী নির্দেশ করিলেন। ১৮

দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন,—কন্দর্প! এই আমার দেহজাত কন্যা; আমার রূপ গুণ ইহাতে বিদ্যমান; ইনি গুণে তোমার অনুরূপা বটে; ইহাকে বিবাহ কর। ১৯

এই মহাতেজস্বিনী রমণী তোমার সতত সহচারিণী এবং তোমার ইচ্ছানু-সারে ধর্মতঃ বশবত্তিনী হইবেন। ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দক্ষ এই কথা বলিবার পর নিজ শরীরের স্বৈদজল-

তাং বৌক্ষ্য মদনো রামাং রত্যাখ্যাং সুমনোহরাম্ ।
 আখ্যাতগেন বিদ্বোহসৌ মুমোহ রতিরজিতঃ ॥ ২২
 ক্ষণপ্রভাবদেকান্তগৌরী যুগদৃশী সদা ।
 লোলাপাক্ষাথ তৈম্বব যুগীব সদৃশী বভৌ ॥ ২৩
 তস্যা ক্রয়ুগলং বৌক্ষ্য সংশয়ং মদনোহকরোৎ ।
 উন্মাদকৃন্নে কোদণ্ডঃ কিং ধাত্ৰ্যাস্যামিবেশিতম্ ॥ ২৪
 কটাক্ষাণামাশুগতিং দৃষ্ট্বা তস্যা দ্বিজোত্তমাঃ ।
 আশুগতং নিজান্ত্রাণাং শ্রদ্ধধে ন চ চাকৃতাম্ ॥ ২৫
 তস্যাঃ স্বভাবসুবভিং ধীরং শ্বাসানিলং তথা ।
 আশ্রায় মদনঃ শ্রদ্ধান্তং ত্যক্তবান্ মলয়ানিলে ॥ ২৬
 পূর্ণেন্দ্রসদৃশং বস্ত্রং দৃষ্ট্বা ক্রলক্ষ্মলক্ষিতম্ ।
 ন নিশ্চিকায় মদনো ভেদং তন্মুখচন্দ্রয়োঃ ॥ ২৭
 সুবর্ণপদ্মকলিকাতুল্যং তস্যাঃ কুচদ্বয়ম্ ।
 রেজে চুচুকযুগ্মেন ভ্রমরেণেব সেবিতম্ ॥ ২৮
 দৃঢ়পীনোন্নতঘন-স্তনমধ্যাদ্বিলম্বিনীম্ ।
 অা নাভিভৌ রোমরাজীং তন্নীং চার্বাযতাং শুভাম্ ॥ ২৯
 জ্যাং পুষ্পধনুষঃ কামঃ ষট্পদাবলিসমুদ্ভূতাম্ ।
 বিসম্মার চ যস্মাতাং বিগৃহ্যেনাং নিরীক্ষতে ॥ ৩০
 গম্ভীরনাভিবক্রান্ত-শ্চতুষ্পার্শ্বভগাবৃতাম্ ।
 আননাজ্যেক্ষণদ্বন্দ্ব-মারক্তকমলং যথা ॥ ৩১

সম্ভূত কন্যাকে সম্মুখে করিয়া তাহাকে রতি নামে অভিহিত করত কন্দর্পের হস্তে
 সম্প্রদান করিলেন । ২১

মদন, সেই রতি-নায়ী মনোহরা রমণীকে নিরীক্ষণ করিষামাত্র নিজ শরে
 বিদ্ধ হইয়া রতি-অনুরাগে মুগ্ধ হইলেন । ২২

সৌদামিনীর গায় অতিশয় গোদ্রবর্ণা সেই চঞ্চলাপাক্ষী যুগনয়না রমণী
 তাঁহারই অনুরূপ ভাষা হইয়া বড় শোভা পাইলেন । ২৩

মদন তাঁহার ক্রয়ুগল দেখিয়া সংশয় করিয়াছিলেন যে, বিধাতা কি আমার
 উন্মাদন নামক শরাসন এই রমণীতে নিবেশিত করিয়াছেন ? ২৪

হে দ্বিজবরগণ ! মদন, তদীয় কটাক্ষের আশুগামিতা দেখিয়া স্বীয় অস্ত্র-
 গণের আশুগতা বা চাক্রতার উপর বাঁত-শ্রদ্ধ হইলেন । ২৫

মদন, তাঁহার স্বভাব সুগন্ধ মৃদু নিশ্বাসবায়ু আশ্রাণ করিয়া মলয় পবনে
 শ্রদ্ধাহীন হইলেন । ২৬

মদন, ভ্রুরেখা-লাঙ্ঘিত পূর্ণচন্দ্রনিভ তদীয় বদন অবলোকন করিয়া সেই মুখ
 ও প্রকৃত চন্দ্রের পার্থক্য নির্দ্ধাবণে সমর্থ হইলেন না । ২৭

ভ্রমরসেবিত সুবর্ণকমলকলিকাকার তদীয় কুচদ্বয়, চুচুকযুগলযোগে শোভা
 পাইয়াছিল । ২৮

তাঁহার দৃঢ় পীবর সমুন্নত পরস্পরসংলগ্ন স্তনযুগলের মধ্য হইতে নাভিপর্য্যন্ত
 লম্বমান, বিরল দীর্ঘ কমনীয় লোমাবলী দেখিয়া বোধ হয়, কাম নিজ কুসুম
 শরাসনের ভ্রমরপূর্ণ মৌকী ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; নতুবা সেই মৌকী ত্যাগ
 করিয়া ইহা দেখিতে এত ব্যগ্র হইবেন কেন ? ২৯-৩০

ক্ষীণা মধোন বপুশা নিসর্গাক্ষিপদপ্রভা ।
 রত্নবেদী বদনশ্রেণী কামেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩২
 রম্যাস্তম্ভায়তস্নিগ্ধং তদুরুযুগলং যুগ্ম ।
 নিজশস্তিসমং কামো বীক্ষ্যাক্ষত্রে মনোহরম্ ॥ ৩৩
 আরম্ভপাঞ্চিপাদাগ্র-প্রান্তভাগং পদদ্বয়ম্ ।
 অনুরাগময়ং চিত্রং স্থিতং তস্যাঃ মনোভবঃ ॥ ৩৪
 তস্যাঃ করযুগলং রক্ত-নখরৈঃ কিংকণ্যকপমৈঃ ।
 বৃত্তাভিরঙ্গুলীভিষ্চ সূক্ষ্মাগ্রাভির্মনোহরম্ ॥ ৩৫
 ইতি দৃষ্ট্বা স্মরো যেনে মমাত্মৈদ্বিগুণীকৃতৈঃ ।
 মাং মোহয়িতুমুদ্বাজ্ঞা কিমেবা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৬
 তদ্বাল্লুগলং কান্তং যুগলযুগলায়তম্ ।
 যুগ্মস্নিগ্ধং ররাজ্যতি-কান্তি তোয়প্রবাহবৎ ॥ ৩৭
 নীলনীরদসঙ্কাশঃ কেশপাংশো মনোহরঃ ।
 চমরীবাণভরবদ্বিভাতি স্ম স্মরপ্রিয়ঃ ॥ ৩৮
 তাং বীক্ষ্য মদনো দেবীং রতীমতিমনোহরাম্ ।
 কান্তিতোয়োধসম্পূর্ণাং কুচবস্ত্রাজ্জকুণ্ডলাম্ ॥ ৩৯

তদীয় গম্ভীর নাভিবন্ধ মধ্যস্থলে, চারিপাশের চর্ম দ্বারা সংবৃত রক্ত মুখ ক্ষুদ্রায়তন ; তাঁহার মুখ ও নয়নযুগল আরম্ভ-কমল-সন্নিভ । ৩২

একে তাঁহার বর্ণ স্বভাবতঃ সুবর্ণসদৃশ, তাহাতে আবাব মধ্যদেশে ক্ষীণ ; হে দ্বিজবরগণ । কাজেই কাম তাঁহাকে স্বর্ণবেদীর ন্যায় * দেখিতে লাগিলেন । ৩২

কাম, কদলীস্তম্ভবৎ আয়ত ও স্নিগ্ধ কমলীয় কোমল উরুযুগল, নিজ শক্তি বোধে দেখিতে লাগিলেন । ৩৩

তাঁহার বিচিত্র পদদ্বয়ের পাঞ্চি, পদাগ্র ও প্রান্তভাগ সকলই আবস্ত । মদন, সেই রক্তিমাকে আপনার প্রতি রতির অনুরাগ বোধ করিয়াছিলেন । ৩৪*

হে দ্বিজসত্তমগণ ! কিংকণ-কুণ্ডল-সদৃশ নখর-কিকরে ও সূক্ষ্মাগ্র নিস্তল অঙ্গুলাযোগে মনোহর রক্তবর্ণ তদীয় কর-যুগল দেখিয়া মদন ভাবিলেন,—বতি কি আমার অন্তই দ্বিগুণ করিয়া তদ্বারা আমাকে মোহিত করিতে উদ্ভোগ করিয়াছেন । ৩৫-৩৬

কাম ভাবিলেন :—বুঝি লাবণ্য জল প্রবাহই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ইহার যুগলযুগলসদৃশ স্নিগ্ধ কোমল আয়ত কমলীয় বাহুযুগলসদৃশ আসিতেছে । তাঁহার নীলনীরদ-সন্নিভ মদনমোহন মনোহর কেশপাণ, চমরী যুগীর পুচ্ছস্থিত কেশগুচ্ছের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে । ৩৭

মদন, সেই ষাভজন-মনোহারিণী রতি দেবীকে দেখিয়া—মহাদেব যেমন গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন । ৩৮

রতিদেবীও সাক্ষাৎ গঙ্গা ; কেননা গঙ্গার সকল চিহ্নই তাঁহাতে বর্তমান,

* অথর্ববেদিগণ যজ্ঞীয় বেদীর মধ্যস্থল ক্ষীণ করিয়া থাকেন ।

* ১ “অনুরাগময়ং চিত্রম্” এই পাঠানুসারে ব্যাখ্যা করা হইল ।

২ । “অনুরাগময়ং মিত্রং” এই পাঠও আছে—তাহার অর্থ “অনুরাগরূপী বন্ধু” এ পাঠ অপেক্ষা প্রথমোক্ত পাঠ ক্ষুদ্রাঙ্গুষ্ঠ ।

বস্ত্রপদ্মাং চারুবাহু-মৃণালীশকলাব্রিতাম্ ।
 জয়গুণবিভ্রমত্রাত-তনুগ্নিপরিরাজিতাম্ ॥ ৪০
 কটাক্ষপাতভ্রুকোষাং নেত্রীলোৎপলাব্রিতাম্ ।
 তনুলোমালিশৈবালাং মনোক্রমবিশাতিনীম্ ॥ ৪১
 নিয়নাভিহৃদাং দক্ষ-প্রালেয়াস্ত্রিসমুত্ত্ববাম্ ।
 গজ্জামিব মহাদেবো জগ্রাহোংফুল্ললোচনঃ ॥ ৪২
 উবাচ চ তদা দক্ষং কামো মোদভরান্বিতঃ ।
 বিস্মৃত্য শাপঞ্চ তদা বিধিদত্তং সুদারুণম্ ॥ ৪৩

মদন উবাচ—

অনয়া সহচারিণ্যা সম্যক্ সুন্দররূপয়া ।
 সমর্থো মোহিতুং শত্ৰুং কিমগৈর্জন্তুভিবিভো ॥ ৪৪
 যত্র যত্র ময়া লক্ষ্যং ক্রিয়তে ধনুষোহনঘ ।
 তত্রায়নাপি চেফ্যবাং মায়য়া রমণাহুয়া ॥ ৪৫
 যদা দেবালয়ং যামি পৃথিবীং বা রসাতলম্ ।
 তদৈষাপ্যস্ত সত্রীচী সর্বদা চারুহাসিনী ॥ ৪৬
 যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোর্জলদানাং যথা তডিং ।
 তথা মমৈষা ভবিতা প্রজাধাক্ষ-সত্যায়িনী ॥ ৪৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা মদনো দেবীং রতীং জগ্রাহ সোৎসুকঃ ।
 সাগরাহুখিতাং লক্ষ্মীং হৃষীকেশ ইবোত্তমাম্ ॥ ৪৮
 ররাজ স তয়া সাক্ষিং ভিন্নপীতপ্রভঃ স্মরং ।
 জীমূত ইব সঙ্কায়্যাং সৌদামিন্যা মনোজয়া ॥ ৪৯

তিনি কাস্তিরূপ জলপ্রবাহে পূর্ণ ; তাঁহার কুচাগ্রযুগল কমল-কলিকা ; বদন-
 মণ্ডল প্রফুল্লকমল ; সুন্দর বাহু মৃণালবণ্ড . জ্রভঙ্গী তাঁহার ক্ষুদ্র তরঙ্গ ; কটাক্ষ-
 পাত উত্তরুঙ্গলহরী ; নয়নযুগল নীলোৎপল ; ক্ষীণ লোমাবলী তাঁহার শৈবাল ;
 নিয়নাভি তাঁহার আবর্ত ; লোকের চিত্তরূপ বক্ষ আশ্রসাং করিতেও তিনি
 সুপটু ; আর দক্ষ-প্রজাপতিস্বরূপ হিমালয় গিরি হইতে তাঁহার উৎপত্তি ।
 ৩৯-৪২

কাম তখন সাতিশয় প্রমোদ বশত সেই ব্রহ্মদত্ত নিদারুণ শাপ বিস্মৃত
 হইয়া দক্ষকে বলিলেন ;—প্রভে ! এই সম্পূর্ণ সুন্দর-রূপশালিনী রমণী আমার
 সহচারিণী হইলে আমি এখন মহাদেবকে মোহিত করিতে পারিব, অন্ম প্রাণীর
 কথা কি বলিব কি ? ৪৩-৪৪

হে অনঘ ! আমি যে যে স্থান লক্ষ্য করিয়া শরাসন ধরিব, তথায় তথায়
 ইহাঁকেও রঘণ-মায়াযোগে আমার অনুকূলে চেফ্য কবিতে হইবে । ৪৫

আমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের মধ্যে যখন যেখানে যাইব, এই সতত-চারু-
 হাসিনী তখনই আমার সহগামিনী হইবেন । ৪৬

হে প্রজাপতি ! নারায়ণের যেমন লক্ষ্মী, জলদজালের যেমন সৌদামিনী,
 তদ্রূপ ইনিও যেন সর্বদা আমার সহচারিণী হন । ৪৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মদন এই কথা বলিয়া নারায়ণ যেমন সাগরোচ্ছিতা

ইতি রতিপতিরূঢ়ৈর্মোদযুক্তো রতীং তাং
হৃদি পরিজগৃহে যাং যোগদর্শীং বিদ্যাম্ ।
রতিরপি পতিমগ্র্যং প্রাপ্য তোষক লেভে ।
হারমিব কমলোৎখা পূর্ণচন্দ্রোপমায়া ॥ ৫০
ইতি শ্রীকালিকাপুবাণে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ প্রভৃতি ধাতাপি যদৈবান্তর্হিতং পুরা ।
চিন্তয়ামাস সততং শম্ভুবাকাবিষাদ্বিতঃ ॥ ১
কান্তাভিলাষমাত্রং মে দৃষ্টা শম্ভুবগর্হয়ৎ ।
মুণীনাং পুৰতঃ কস্মাৎ স দারান্ স গ্রহীয়াতি ॥ ২
কা বা ভবিত্বী তজ্জায়া কঃ চ তন্মনসি স্থিতা ।
যোগমার্গমবজ্ঞাপ্য তস্য মোহং করিয়াতি ॥ ৩

লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উত্তমা রমণী রতিদেবীকে ঔৎসুক্য সহকারে গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে যেঘ যেমন মনোহর সৌদামিনীসহ শোভা পায়, ফুট গৌরবর্ণ কামদেব রতিসহ সেইরূপ শোভা পাইলেন। ৪৮-৪৯

এইরূপে সাতিশয় আনন্দযুক্ত বতিপতি,—যোগী যেমন বিদ্যাকে (তত্ত্বজ্ঞান) হৃদয়ে ধারণ (চিন্তা) করেন, তদ্রূপ সেই রতিদেবীকে হৃদয়ে (বক্ষঃস্থলে) ধারণ করিলেন। জলধিনন্দিনী হরিকে পতিরূপে পাইয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্রবদনা রতিদেবীও শ্রেষ্ঠ স্বামী পাইয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। ১০

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায়

মহাদেবকে কামবশ করিতে ব্রহ্মার উদ্যোগ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইতিপূর্বে বিধাতা মহাদেবের বাক্য অবমানিত হইয়া যখন অন্তর্হিত হন, তদবধি চিন্তা কবিত্তে লাগিলেন ;—রমণীতে অভিলাষ মাত্র দেখিয়া মহাদেব আমাকে নিন্দা করিলেন, তিনি নিজে মুনিগণের সমক্ষে দারপরিগ্রহ করিবেন কিরূপে ? ১-২

আর তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী যিনি, তাঁহার হৃদয়স্থিত যোগমার্গে অনাস্থা জন্মাইয়া তাঁহাকে ভ্রুলাইতে পারিবেন, এমন রমণীই বা কে, যে তাঁহার জ্ঞায়া হইবেন ? ৩

মদ্বাথোহপি সমর্থো মো ভবিষ্যত্যস্ত মোহনে ।
 নিভাস্তযোগী রামাণাং নামাপি সহতে ন সঃ ॥ ৪
 অগৃহীতেষু দারেষু হরেণ কথমাদিতঃ ।
 মধ্যো চৈব ভবেৎ সৃষ্টিস্তদ্বশো নাশ্চকারিতঃ ॥ ৫
 কেচিস্তবিষ্ণুভি ভুবি ময়া বধ্যা মহাবলাঃ ।
 কেচিদ্ধিক্ষোৰ্কধনীয়াঃ কেচিচ্ছোভোরূপায়তঃ ॥ ৬
 সংসারবিমুখে শম্ভৌ তথৈকান্তবিরাগিনি ।
 অস্মাদুতে ন কৰ্ম্মাশুৎ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭
 চিন্তয়ন্নিতি লোকেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 পুনর্দর্শ ভূমিষ্ঠান্ দক্ষাদীন বিয়তি স্থিতঃ ॥ ৮
 রতিদ্বিতীয়ং মদনং মোদযুক্তং নিরীক্ষ্য চ ।
 পুনস্তত্র গতঃ প্রাহ সাত্ত্বয়ন্ পুষ্পসায়কম্ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ—

অনয়া সহচারিণ্যা রাজসে ত্বং মনোভব ।
 এষা চ ভবতা পত্যা যুক্তা সংশোভতে ভূশম্ ॥ ১০
 যথা শ্রিয়া হৃষীকেশো যথা তেন হরিপ্রিয়া ।
 ক্ষণদা বিধ্বনা যুক্তা তয়া যুক্তো যথা বিধুঃ ॥ ১১
 তথৈব যুবয়োঃ শোভা দাম্পত্যঞ্চ পুরস্কৃতম্ ।
 অতস্ত্বং জগতঃ কেতুর্হিষ্যকেতুর্ভবিষ্যসি ॥ ১২

কামও তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি অত্যন্ত যোগাসক্ত, ক্রীলোকের নামও ভালবাসেন না। ৪

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে আদি, মধ্য ও অন্তে সৃষ্টি হইবে কিরূপে ? তাহা হইলে সৃষ্টিলোপ-নিবারণও অপরের সাধ্যাতীত। ৫

কোন কোন মহাবীর ভূতলে জন্মিবে, তাহাদের কাহারা উপায়তঃ আমার বধ্য ; কাহারাও উপায়তঃ বিধুর বধ্য, কাহারাও বা উপায়তঃ মহাদেবের বধ্য। ৬

শত্ৰু একান্ত বৈরাগ্যসম্পন্ন ও সংসারপরাঙ্কুহ হইলে সৃষ্টি চলিবে কিরূপে ? ইনি ভিন্ন অপরে ইহাঁর কৰ্ম্ম করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। ৭

লোক-পিতামহ লোকেশ ব্রহ্মা ইহা চিন্তা করত গগনমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া পুনরায় ভূতলস্থিত দক্ষাদিকে অবলোকন করিলেন। ৮

তিনি মদনকে রতিসহচর ও আনন্দযুক্ত দেখিয়া পুনর্বার তথায় গমনপূর্বক পুষ্পশরকে সাত্ত্বনা করত বলিলেন। ৯

হে মনোভব। এই রমণীকে সহচারিণী পাইয়া তোমার শোভা হইয়াছে ; আর এই রমণীও তোমাকে পতিরূপে পাইয়া যোগ্যসমাগম প্রযুক্ত অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। ১০

যেমন লক্ষ্মীযোগে নারায়ণ ও নারায়ণযোগে লক্ষ্মী, যেমন শশি-যোগে নিশা ও নিশা-যোগে শশী—সেইরূপ তোমরা উভয়েই পরস্পরে শোভিত এবং উৎকৃষ্ট দাম্পত্যভাবে অনুপ্রাণিত। অতএব তুমি জগতের কেতু (শ্রেষ্ঠ) এই জগৎ তুমি বিশ্বকেতু নামে বিখ্যাত হইবে। ১১-১২

জগদ্ধিতায় বৎস ত্বং মোহয়স্ব পিনাকিনম্ ।
 যথা সুখমনাঃ শঙ্কুঃ কুর্যাদ্ভারপরিগ্রহম্ ॥ ১৩
 বিজনে স্নিগ্ধদেশে চ পৰ্বতেষু সরিংসু চ ॥ ১৪
 যত্র তত্র প্রয়াতীশস্তত্র তত্নানয়া সহ ।
 মোহয়স্ব যত্নান্বানং বনিতাবিমুখং হরম্ ॥ ১৫
 ভূতে বিদতে নান্যঃ কশিদেশ্য বিমোহকঃ ॥ ১৬
 ভূতে হরে সানুরাগে ভবতোহপি মনোভব ।
 শাপোপশান্তিৰ্ভবিতা তস্মাদাশ্রহিতং কুরু ॥ ১৭
 সানুরাগো বরারোহাং যদীচ্ছতি মনোভব ।
 তদা তবোপভোগায় স ত্বাং সম্ভাবয়িষ্যতি ॥ ১৮
 তস্মাজ্জগদ্ধিতায় ত্বং যতস্ব হরমোহনে ।
 শিবস্য ভব কেতুস্ত্বং মোহয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
 উবাচ মন্থথস্তথাং ব্রহ্মাণং জগতো হিতম্ ॥ ২০

মন্থথ উবাচ—

করিষ্যেহং তব বিভো বচনাচ্ছ্রুতমোহনম্ ।
 কিন্তু যোষিষ্মহাস্ত্রং মে তত্র কান্তাং প্রভো সৃজ ॥ ২১
 ময়া সম্মোহিতে শস্ত্রো যয়া তস্মানুমোহনম্ ।
 কার্য্যং মনোরমাং রামাং তাং নিদেশয় লোকভূং ॥ ২২

হে বৎস । তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভূলাও ; তিনি যেন প্রীত-মনে দাবপরিগ্রহ করেন । ১৩

নির্জনে স্নিগ্ধ প্রদেশেই হউক, পৰ্বতেই হউক, আর নদীতেই হউক, ঈশ্বর যেখানে যেখানে যাইবেন তুমি এই রতিদেবী সহিত তথায় তথায় গিয়া সেই বনিতা-পরাস্থখ সংযতচিত্ত হরকে ভূলাইবে । ১৪-১৫

তুমি ভিন্ন তাঁহাকে ভূলাইতে পারে, এমন লোক কেহ নাই । ১৬

হে মনোভব ! মহাদেবের রমণী-অনুরাগ সঞ্চার হইলে তোমারও শাপ-মোচন হইবে । অতএব এই আশ্রহিতকর কার্য্য করিতে বিমুখ হইও না । ১৭

যদি মহেশ্বর অনুরাগ সহকারে কোন করভোক্তা রমণীর প্রতি স্পৃহা করেন, তাহা হইলে তখন তিনি তাৎকালিক ভাবের উপযোগী বলিয়া ভোমাকে সম্মানিত করিবেন । ১৮

অতএব তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভূলাইতে যত্ন কর । আর তাঁহাকে ভূলাইয়া তুমি বিশ্বকেতু হও । ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মন্থথ পরামাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া জগতের হিতজনক যথার্থ কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ;—প্রভো ! আমি আপনাব বচনানুসারে মহাদেবকে ভূলাইব । কিন্তু আমার প্রধান অন্ত্র রমণী ; আপনি নির্জনে সৃজন করুন । ২০-২১

হে বিধাতা ! আমি শঙ্কুকে ভূলাইলে পর যিনি তাহার পরেও তাঁহাকে ভূলাইয়া রাখিতে পারিবেন, এইরূপ মনোরমা রমণী আমাকে বলিয়া দিন ২২

তামহং নহি পশ্যামি যস্মা তস্মান্মোহনম্ ।
 কর্তব্যমধুনা ধাতস্ত্রোপায়ং তথা কুরু ॥ ২৩
 এবংবাদিনি কন্দর্পে ধাতা লোকপিতামহঃ ।
 কুর্যাং সম্মোহনীং যোষান্নিতি চিন্তাং জগাম হ ॥ ২৪
 চিন্তাবিহীন্য তস্যাত নিঃস্বাসো যো বিনিঃসৃতঃ ।
 তস্মাদ্বসন্তঃ সন্তাতঃ পুষ্পত্রাতবিভূষিতঃ ॥ ২৫
 চুতাস্কুরান্ মুকুলিতান্ বিভ্রদ্রমরসংহতিম্ ।
 কিংগুকান্ সারসান্ রেজে প্রফুল্ল ইব পাদপঃ ॥ ২৬
 শোণরাজীবসঙ্কাশঃ ফুল্লতামরসেক্ষণঃ ।
 সঙ্কোদিতাখণ্ডশশি-প্রতিমাশ্চ সূনাসিবঃ ॥ ২৭
 শঙ্খবচ্ছবণাবর্তঃ শ্যামকুক্ষিতমৃদুজঃ ।
 সঙ্খ্যাংগুমালিসদৃশ-কুণ্ডলদ্বয়মণ্ডিতঃ ॥ ২৮
 প্রমত্তমাতঙ্গগতিবিস্তীর্ণহৃদয়স্থলঃ ।
 পীনস্থলায়তভূজঃ কঠোবকবয়ুগাকঃ ॥ ২৯
 সুবৃত্তোরুকটীজজ্যঃ কল্পগ্রীবোন্নতাংসকঃ ।
 গৃঢ়জক্রঃ পীনবক্ষাঃ সম্পূর্ণঃ সর্বলক্ষণৈঃ ॥ ৩০
 তাদৃশেহথ সমুৎপন্নে সম্পূর্ণে কুসুমাকরে ।
 বরো বায়ুঃ স সুরভিঃ পাদপা অপি পুষ্পিতাঃ ॥ ৩১
 পিকাশ্চ নেহুঃ শতশঃ পঞ্চমং মধুরস্বরাঃ ।
 প্রকুল্পদয়া অভবন্ সরশাঃ পুষ্পপুষ্পরাঃ ॥ ৩২

যিনি তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, বর্তমান সময়ে এরূপ রমণী
 আমি ত দেখিতে পাই না ; অতএব আপনি তদ্বিষয়ে উপায় করুন । ২৩
 কন্দর্প এই কথা বলিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন, কোন
 রমণী মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবেন ? ২৪

অনন্তর চিন্তাকুল বিধাতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল ; তাহা হইতে কুসুমসংহতি-
 ভূষিত বসন্ত উৎপন্ন হইলেন । ২৫

বসন্ত অলিকুলসঙ্কুল মুকুলিত চুতাস্কুর, কিংগুক কুসুম ও কমলশ্রেণী ধারণ
 করত ফুল্লকুসুমিত তরুবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ২৬

তাঁহার রক্তকমল সদৃশ বর্ণ, নলিনাভ লোচনযুগল, সম্মাফালীন পূর্ণ
 শশধরের ন্যায় মুখমণ্ডল, তাঁহার সুন্দর নাসিকা, শঙ্খসদৃশ চরণাবর্ত, কুণ্ডলজাল
 নীলকুক্ষিত । তিনি অন্ত গমনোগ্রন্থ দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ কুণ্ডল-
 যুগলে ভূষিত । ২৭-২৮

তাঁহার গতি মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ; তাঁহার নিস্তল পীবর
 দীর্ঘ ভূজযুগল, অকর্ম্ম কঠিন করতলদ্বয় ; তাঁহার উরু, কটি ও জজ্বা সুবৃত্ত,
 গ্রীবা কল্পসমিভ, স্কন্ধ উন্নত, জক্রদেশ গৃঢ় এবং মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ । ২৯-৩০

সেই সর্ববসুলক্ষণাক্রান্ত পূর্ণাবয়ব কুসুমাকর উৎপন্ন হইলে উত্তম সদগন্ধপূর্ণ
 বায়ু বহিতে লাগিল এবং তরুনিকর পুষ্পিত হইল । ৩১

মধুরস্বর কোকিলকুল শতশতবার পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিল । আর
 সুনিশ্চল সরসীসলিলে কমলরাজি বিকশিত হইল । ৩২

তমুৎপন্নমবেক্ষ্যাথ তথা ভূশমুশস্তমম্ ।
হিরণ্যগর্ভো মদনং জগাদ মধুরং বচঃ ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ—

এষ মন্থত তে মিত্রং সদা সহচরো ভবেৎ ।
আনুকূল্যং তব কৃত্যে সর্বদৈব করিষ্যতি ॥ ৩৪
যথাগ্নেঃ শ্বসনো মিত্রং সর্বত্রোপকরোতি চ ।
তথাযং ভবতো মিত্রং সদা ত্বামনুযায়তি ॥ ৩৫
বসন্তেরন্তুহেতুত্বাদ্ বসন্তাখ্যো ভবত্বয়ম্ ।
তবানুগমনং কৰ্ম্ম তথা লোকানুরঞ্জনম্ ॥ ৩৬
অসৌ বসন্তে শৃঙ্গারো বসন্তে মলয়ানিলঃ ।
ভবন্তু সুহৃদো ভাবাঃ সদা ত্বদ্বন্দ্ববর্ত্তিনঃ ॥ ৩৭
বিবেকাকাদ্যাস্তথা হাবাশ্চতুষ্টিকলাস্তথা ।
কুৰ্ব্বন্ত রত্যাঃ সৌহৃদ্যং সুহৃদস্তে যথা তব ॥ ৩৮
এতিঃ সহচরৈঃ কাম বসন্তপ্রমুখৈর্ভবান্ ।
অনয়া সহচারিণ্যা ত্বং যুক্তঃ পরিবারয়া ॥ ৩৯
মোহয়স্ব মহাদেবং কুরু সৃষ্টিং সনাতনাম্ ।
যথেষ্টদেশং গচ্ছ ত্বং সর্বৈঃ সহচরৈর্বৃতঃ ।
অহং তাং ভাবয়িষ্যামি যা হরং মোহয়িষ্যতি ॥ ৪০
এবমুক্তোহথ মদনঃ সুরজ্যোষ্ঠেন হসিতঃ ।
জগাম সগগন্তত্র সপত্ন্যানুচরস্তদা ॥ ৪১

সেই সুলক্ষণপূর্ণ বসন্ত সেইরূপে উৎপন্ন হইলেন দেখিয়া হিরণ্যগর্ভ মদনকে মধুর বচনে বলিলেন,—মন্থত । এই ব্যক্তি তোমার পরম মিত্র ও সত্য সহচর হইবে, আর তোমার কার্য্যে সর্বদাই আনুকূল্য করিবে । ৩৩-৩৪

বায়ু যেমন অগ্নিব মিত্র বলিয়া সর্বত্র তাঁহার উপকার করেন, সেইরূপ এই তোমার বন্ধু সর্বদা তোমার অনুগমন করিবেন । ৩৫

বসন্তির অন্ত হেতু বলিয়া অর্থাৎ প্রবাসীকে প্রবাসে থাকিতে দেন না বলিয়া ইহার নাম হউক “বসন্ত” । তোমার অনুগমন এবং লোকরঞ্জনই ইহার কৰ্ম্ম । ৩৬

বসন্তেই শৃঙ্গার এবং মলয় পবন বসন্তেরই উপকরণ । সমস্ত ভাব তোমার সত্য বশবর্ত্তী সুহৃদ হউক । ৩৭

আব এই সকল সুহৃদগণের সহিত তোমাব যেমন সৌহার্দ, সেইরূপ বিবেকাদি হাব এবং চতুষ্টিকি কলা রত্নির সহিত সৌহার্দ স্থাপন করুন । ৩৮

কাম তুমি বসন্ত প্রভৃতি এই সকল সহচর ও কথিত পরিজন-পরিবৃত্তা সহচরী এই বতি দেবীর সহিত মিলিত হও । ৩৯

মহাদেবকে মোহিত কর ; এই সৃষ্টিকে চিরস্থায়িনী কর । তুমি সকল সহচরে পরিবৃত্ত হইয়া ইচ্ছামত প্রদেশে গমন কর । আর যিনি হরকে ভুলাইতে পারিবেন, এইরূপ রমণী, যাহাতে হয়, আমি তাহা করিতেছি । ৪০

সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে মদন আনন্দিত হইয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন । ৪১

দক্ষং প্রণম্য তান্ সৰ্বান্ মানসানভিবাদ্য চ ।

যত্রাস্তি শঙ্কুৰ্গতবাংস্তংস্থানং মন্থথস্তদা ॥ ৪২

তস্মিন্ গতে সানুচরেহথ মন্থথে

শৃঙ্গারভাবাদিয়ুতে দ্বিজোত্তমাঃ ।

প্রোবাচ দক্ষং মধুরং পিতামহঃ

সার্কং মবীচাত্ৰিমুখৈর্মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মা তদোবাচ দক্ষায় সুমহাশ্রমে ।

মরীচিপ্রমুখেভ শ্চ বচনক্লেদমঞ্জসা ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

ভবিত্বী শঙ্কুপত্নী কা কা তং সম্মোহয়িষ্যতি ।

ইতি সন্ধিস্তয়ন কাস্তাং ন স্থিবীকর্তৃমুৎসহে ॥ ২

বিষ্ণুমায়াযুতে দক্ষ মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।

নাগ্না তন্মোহকত্রী স্যাৎ সঙ্ক্যাসাবিত্র্যমাযুতে ॥ ৩

তস্মাদহং বিষ্ণুমায়াং যোগনিদ্রাং জগৎপ্রভুম্ ।

শৌমি সা চারুরূপেণ শঙ্করং মোহয়িষ্যতি ॥ ৪

তখন মন্থথ, যেখানে শিব ছিলেন, দক্ষকে এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মার মানস পুত্রদিগকে অভিবাदन করিয়া তথায় গমন করিলেন । ৪২

হে দ্বিজবরগণ ! সেই মন্থথ, অগ্ন্যাগ্ন অনুচর ও শৃঙ্গারাদি ভাবগণ সমভি-
বাহারে গমন করিলে পিতামহ দক্ষ ও মরীচি অত্রিপ্রভৃতি মুনিবরগণকে মধুর
বচনে বলিয়াছিলেন । ৪৩

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মাকর্তৃক মহামায়ার স্তব ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তব ব্রহ্মা, তখন মহাত্মা দক্ষকে এবং মরীচি
প্রভৃতিতে এই কথা বলিলেন । ১

ব্রহ্মা বলিলেন,—কোন্ বমণী শঙ্কুর পত্নী হইবেন ? কোন্ রমণী তাঁহাকে
ভুলাইতে পারিবেন ? এইরূপ চিন্তা করিতেছি । কিন্তু কাহাকেও শিবপত্নী
বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না । ২

দক্ষ ! সঙ্ক্যা ও সাবিত্রীর আরাধ্য দেবতা জগন্ময়ী মহামায়া বিষ্ণুমায়া
ব্যতীত শিবকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী কেহ নাই । ৩

ভবাংস্ত দক্ষ ভামেব যজতাং বিশ্বরূপিনীম্ ।
যথা তব সূতা ভূতা হরজায়া ভবিষ্যতি ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বচনমাকর্ণ্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
উবাচ দক্ষঃ শ্রুত্বা মরীচাদিভিরীরিতঃ ॥ ৬

দক্ষ উবাচ—

যথাথ ভগবৎস্তথ্যং ত্বং লোকেশ জগদ্ধিতম্ ।
তৎকরিষ্যামিহে সমাগ্ যথা স্ম্যাক্তন্মনোহরা ॥ ৭
তথা তথা যন্নিষ্যামি যথা মম সূতা স্বয়ম্ ।
বিষ্ণুমায়া ভবেৎ পত্নী ভূতা শস্তোর্মহাত্মনঃ ॥ ৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমেবেতি তৈরুক্তং মবাচিপ্রমুখৈস্তদা ।
যক্ষুং দক্ষঃ সমাবেভে মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥ ৯
ক্ষীরোদোত্তবতীরস্থতাং কৃত্বা হৃদয়স্থিতাম্ ।
তপস্তপ্তুং সমাবেভে দ্রক্ষুং প্রত্যক্ষতোহম্বিকাম্ ॥ ১০
দিবাবর্ষণে দক্ষোহপি সহস্রাণাং ত্রয়ং সমাঃ ।
তপস্শচাব নিয়তঃ সংযতাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১১
মারুতাশী নিরাশাবো জলাহাবী চ পর্ণভূক ।
এবং নিনায় তৎকালং চিন্তয়ংস্তাং জগন্ময়ীম্ ॥ ১২

অতএব আমি জগজ্জননী যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়াকে স্তব কবি, তিনি সুন্দর
রূপে তাঁহাকে মোহিত করিবেন । ৪

দক্ষ । তুমিও সেই বিশ্বময়ীরই পূজা কর, তিনি যেন তোমার কন্যাকপে
জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া দক্ষ, মরীচিপ্রভৃতি
বচনানুসারে সেই সৃষ্টিকর্তাকে বলিলেন । ৬

দক্ষ বলিলেন,—ভগবন্ ! আপনি জগত্তেব হিতজনক যে যথাথ কথা
বলিয়াছেন, হে লোকেশ ! আমরা তদনুসারে কার্য্য করিব । ৭

বিষ্ণুমায়া বাতীত শিবের মনোহরণ করিতে অপর কেহ পারিবে ন', ইহা
স্থির বটে । স্বয়ং বিষ্ণুমায়া যাহাতে আমার কন্যা হইয়া মহাত্মা শিবের পত্নী
হন, আমি তদনুরূপ চেষ্টা করিব । ৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, “এই’ই বটে” বলিলে,
দক্ষ, জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে পূজা করিতে আবদ্ধ করিলেন । ৯

দক্ষ, ক্ষীরোদ-সাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত হইয়া জগদম্বাকে হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপনপূর্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করাই
তপস্যার উদ্দেশ্য । ১০

দৃঢ়ব্রত দক্ষ সংযতচিত্ত হইয়া নিয়ম সহকারে তিন সহস্র দিবা বৎসর তপস্যা
করিয়াছিলেন । ১১

বায়ু-ভক্ষণ, অনশন, জলমাত্র পান অথবা বৃক্ষের গলিত পত্র ভোজন

গতে দক্ষ তপঃ কর্তুং ব্রহ্মা সৰ্বজগৎপতিঃ ।
 জগাম মন্দরাভ্যাসং পুণ্য্যং পুণ্যতরং বরম্ ॥ ১৩
 তত্র তত্র জগদ্ধাত্ৰীং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্ ।
 তুষ্ঠাব বাগ্ভিরখ্যাভিরেকতানং শতং সমাঃ ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ—

বিদ্যাবিদ্যাভিক্যং শুদ্ধাং নিরালম্বাং নিরাকুলাম্ ।
 স্তৌমি দেবীং জগদ্ধাত্ৰীং স্থলানীঃস্বরূপিণীম্ ॥ ১৫
 যস্যা উদেতি চ জগৎপ্রধানাখ্যাং জগৎপরম্ ।
 যস্যাস্তদংশভূতং তাং স্তৌমি নিদ্রাং সনাতনীম্ ॥ ১৬
 ত্বং চিতিঃ পরমানন্দ-পরমাশ্বরূপিণী ।
 শক্তিস্ত্বং সৰ্বভূতানাং ত্বং সৰ্বেষাঞ্চ পাবিনী ॥ ১৭
 ত্বং সাবিত্রী জগদ্ধাত্ৰী ত্বং সন্ধ্যা ত্বং রতিধৃতিঃ ।
 ত্বং হি জ্যোতিঃস্বরূপেণ সংসারস্য প্রকাশিনী ॥ ১৮
 তথা তমঃস্বরূপেণ চ্ছাদয়ন্তী সদা জগৎ ।
 তুম্বেব সৃষ্টিক্রূপেণ সংসারপরিপূরণী ॥ ১৯
 স্থিতিক্রূপেণ চ হরেজগতাঞ্চ হিতৈষিনী ।
 তথৈবাস্তস্বরূপেণ জগতামস্তকারিণী ॥ ২০
 ত্বং মেধা ত্বং মহামায়া ত্বং স্বধা পিতৃমোদিনী ।
 ত্বং স্বাহা ত্বং নমস্কার-বষট্কারৌ তথা স্মৃতিঃ ॥ ২১

করিয়া জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে চিন্তা কবত সেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া ছিলেন । ১২

দক্ষ, তপস্যা করিতে গেলে, সৰ্বজগৎপতি ব্রহ্মা, পরম পবিত্র পুণ্যজনক মন্দরগিৰিসমীপে গমন কবিলেন । ব্রহ্মা মন্দরগিৰিব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুণ্য ক্ষেত্রে জগজ্জননী জগদ্ধাত্ৰী বিষ্ণুমায়াকে তদগত একাগ্রচিত্তে অৰ্খপূর্ণ রচনাবলী দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন । ১৩-১৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি অবিদ্যা, বিদ্যা ও স্থল সূক্ষ্ম-স্বরূপা, নিরাধারা নিরাকুলা এবং বিমুক্তা, সেই জগদ্ধাত্ৰী দেবীকে স্তব কবি । ১৫

জগতের উপাদান কারণ জগদভীত প্রকৃতি যাহা হইতে উদ্ভূত, সেই পরমাশ্রয় অবয়বরূপিণী সনাতনী নিদ্রাকে স্তব করি । ১৬

তুমিই চিৎশক্তি, তুমিই পরমানন্দরূপা পরমাশ্রা, তুমি সৰ্বভূতের শক্তি এবং তুমিই পবিত্রতাবিধায়িনী । ১৭

তুমি সাবিত্রী, তুমি জগদ্ধাত্ৰী, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রতি, তুমি ধৃতি ; আর জ্যোতিঃস্বরূপে তুমিই সংসারের প্রকাশিকা । ১৮

তমোরূপে তুমি জগৎকে আবরণে রাখ । তুমিই সৃষ্টিক্রূপে ইহাকে পূর্ণ কর । ১৯

তুমি বৈষ্ণবীকূপে জগতের স্থিতিকারিণী, হিতৈষিনী আবার তুমিই অন্তরূপে জগতের প্রলয় করিয়া থাক । ২০

তুমি মেধা ; তুমি মহামায়া ; তুমিই পিতৃলোকের আনন্দদায়িনী স্বধা । তুমি স্বাহা, তুমিই নমঃশব্দ, বষট্কার এবং স্মৃতিরূপা । ২১

ত্বং পুষ্টিত্বং ধৃতিমৈত্রী করুণা মুদিতা তথা ।
 তমেব লজ্জা ত্বং শাস্তিত্বং কান্তির্জগদীশ্বরী ॥ ২২
 মহামায়া ত্বক্ স্বাহা স্বধা চ পিতৃদেবতা ।
 যা সৃষ্টিশক্তিরস্মাকং স্থিতিশক্তিঃ যা হরেঃ ॥ ২৩
 অন্তশক্তিস্তথৈশানী সা ত্বং শক্তিঃ সনাতনি ॥ ২৪
 একা ত্বং দ্বিবিধা ভূত্বা মোক্ষসংসারকারিণী ।
 বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপেণ স্বপ্রকাশাপ্রকাশতঃ ॥ ২৫
 ত্বং লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং ত্বং ছায়া ত্বং সরস্বতী ।
 ত্রয়োময়ী ত্রিমাাত্রা ত্বং সর্বভূতস্বরূপিণী ॥ ২৬
 উদগীতিঃ সামবেদস্তা যা পিতৃগণরঞ্জনী ।
 ত্বং বেদিঃ সর্বযজ্ঞানাং সামধেনী তথা হবিঃ ॥ ২৭
 যদব্যক্তমনির্দেশ্যং নিষ্কলং পরমাত্মনঃ ।
 রূপং তবৈব তন্মাত্রং সকলঞ্চ জগন্ময়ম্ ॥ ২৮
 যা মূর্ত্তিবিভতা সর্বধারিত্রী বিভতী ক্ষিতিম্ ।
 সা ত্বং বিশ্বস্তরে লোকে শাক্তভূতিপ্রদা সদা ॥ ২৯
 ত্বং লক্ষ্মীশ্চেতনা কান্তিত্বং পুষ্টিত্বং সনাতনী ।
 ত্বং কালরাজিত্বং মুক্তিঃ শাস্তিঃ প্রজ্ঞা তথা স্মৃতিঃ ॥ ৩০
 সংসারসাগরোত্তার-তরণিঃ সুখমোক্ষদে ।
 প্রসীদ সর্বজগতাং ত্বং গতিত্বং মতিঃ সদা ॥ ৩১

তুমি পুষ্টি, ধৃতি, মৈত্রী ; তুমি করুণা, তুমি মুদিতা, তুমিই লজ্জা ; তুমি শাস্তি, তুমি কান্তি, তুমিই জগতের ঈশ্বরী । ২২

আবার বলি, তুমি মৈত্রী, তুমি মহামায়া, তুমি পিতৃদেবতা স্বধা । হে নিত্যশক্তি-স্বরূপে ! আমার সৃষ্টিশক্তি, বিশ্বের স্থিতিশক্তি এবং রুদ্রের বিনাশ-শক্তি—এই সমস্ত শক্তিও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে । ২৩

একা তুমিই আত্মপ্রকাশক তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মগোপক অজ্ঞানরূপ দ্বিবিধভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক কাহারও মুক্তি এবং কাহারও সংসারবন্ধন সাধন করিতেছ । ২৪

তুমি সর্বভূতের লক্ষ্মী, তুমি ছায়া, তুমি সরস্বতী ; তুমি ঋগ্-যজুঃ সাম-বেদরূপিণী, তুমি ত্রিমাাত্রা (ধ্বতরূপা) এবং সর্বভূত-স্বরূপা । ২৬

তুমি পিতৃগণমনোরঞ্জনী সামগীতি, তুমি সকল যজ্ঞেরই বেদি, সামধেনী এবং হবিঃ । ২৭

পরমাত্মার নিষ্কল অব্যক্ত অনির্দেশ্য রূপ এবং সমস্ত জগৎ—এই সূক্ষ্ম সূচক সকল রূপই তোমার । ২৮

বিশ্বস্তরে । যে সর্বাধারভূত বিশাল মূর্ত্তি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখি-
 য়াছে, জগতে মঙ্গলদায়িনী শাক্তরূপা তুমিই সেই মূর্ত্তি * । ২৯

তুমি লক্ষ্মী, চেতনা, কান্তি, তুমি পুষ্টি, তুমি নিত্যা, তুমি কালরাজি, তুমি মুক্তি, শাস্তি, প্রজ্ঞা এবং স্মৃতি । ৩০

* যা মূর্ত্তিঃ বিভক্তাং সর্বধারিত্রী বিভতী ক্ষিতিঃ ইহা পাঠান্তর । যে সর্বাধারভূতা পৃথিবী বিস্তৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন, তুমিই সেই পৃথিবীস্বরূপা । উক্ত পাঠের এইরূপ অর্থ হয় ।

ত্বং নিত্যা ভূমিনিত্যা চ ত্বং চরাচরমোহিনী ।
 ত্বং সন্ধিনী সর্বযোগ-সাক্ষোপাঙ্গবিভাবিনী ॥ ৫২
 চিন্তা কৌণ্ঠিৰ্যতীনাং ত্বং ত্বং তদষ্টাঙ্গসংযুতা ।
 ত্বং খড়্গিনী শূলিনী চ চক্রিণী ঘোররূপিণী ॥ ৩৩
 ভূমীশ্বরী জনানাং ত্বং সর্বানুগ্রহকারিণী ।
 বিশ্বাদিস্ত্রয়নাদিস্ত্রং বিশ্বযোনিরযোনিজা ।
 অনন্তা সর্বজগতস্ত্রমেবৈকান্তকারিণী ॥ ৫৪
 নীতান্তনির্মলা ত্বং হি তামসীতি চ গীয়সে ।
 ত্বং হিংসা ভূমহিংসা চ ত্বং কালী চতুরাননা ॥ ৫৫
 ত্বং পরা সর্বজননী দমনী দামিনী তথা ।
 ত্র্যেব লীয়াত বিশ্বং ভাতি তন্তদ্বিভক্তি চ ॥ ৩৬
 ত্বং সৃষ্টিহীনা ত্বং সৃষ্টিস্ত্রমকর্ণাপি সঞ্চারিতঃ ।
 তরঙ্গিনী পাণিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা ॥ ৩৭
 ত্বং দ্যৌস্ত্রমাপস্ত্রং জ্যোতির্কায়ুস্ত্রঞ্চ নভো মনঃ ।
 অহঙ্কারোহপি জগতামষ্টধা প্রকৃতিঃ কৃতিঃ ॥ ৩৮
 জগন্নাভির্মেকরূপধারিণী নালিকাপরা ।
 পরাপরাঙ্কিকা শুক্লা মায়া মোহাতিকারিণী ॥ ৩৯

হে সুখভোগপ্রদায়িনি । তুমিই ভবসাগর পার তরগিরূপিণী ; মাগো !
 প্রসন্ন হও ; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেব তুমিই গতি , তুমিই মতি । ৩১

তুমি নিত্য আবার তুমিই অনিত্যা ! তুমি এই স্বাবর-জঙ্গমময় নিখিল
 জগন্মোহিনী : তুমি সঙ্গতিবিধায়িনী এবং সাক্ষোপাঙ্গ-সকলযোগ-মার্গ-
 প্রবর্তিনী । ৩২

তুমি যতিগণের ধ্যান, যতিগণের কীৰ্ত্তি ; যোগের অষ্টাঙ্গ তোমাতে
 বিদ্যমান ; তুমি খড়্গ, শূল এবং চক্র ধারণ করিয়া থাক ; তুমি ঘোররূপা । ৩৩

তুমি ঈশ্বরী, জনগণের প্রতি সর্ববিধ অনুগ্রহ করিতে সমর্থ ; তুমি জগতের
 আদি অথচ তোমার আদি নাই ; তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি, অথচ
 তোমার উৎপত্তি নাই । ৩৪

এক তুমি প্রলয়কালে জগন্মণ্ডল সংহার করিয়া থাক : অথচ তোমার নাশ
 নাই । এক তুমিই গুপ্তসত্ত্বধরূপা এবং তামসী বলিয়া বর্ণিত আছ : এক তুমিই
 হিংসা এবং অহিংসা ; তুমিই কালী এবং চতুরাননা । ৩৫

তুমি পবাংপবা ও সকলের জননী ; তুমি আনন্দময়ী এবং আনন্দদায়িনী ।
 এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই বিলীন হয় এবং তুমি ইহা রক্ষণ ও ধারণ
 করিতেছ । ৩৬

তুমি দৃষ্টিহীনা অথচ তোমার দৃষ্টি অতি উত্তম ; তুমি কর্ণহীনা অথচ
 তোমার শ্রবণযুগল পরম রমণীয় । তোমার হস্ত পদ নাই, অথচ তোমার
 গমনবেগ ও গ্রহণ-পাটব অত্যন্ত প্রবল । ৩৭

তুমি স্বর্গ, তুমি জল, তুমি জ্যোতিঃ, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি মন
 এবং অহঙ্কারও তুমি—অধিক কি এই জগতের যে আট প্রকার প্রকৃতি (কারণ
 —প্রকৃতি মহত্ত্ব প্রভৃতি) আছে, তৎসমুদায়ই তুমি, আবার তুমিই
 যত্নধরূপা । ৩৮

কারণং কার্যভূতঞ্চ সত্যং শাস্তং শিবাংশবে ।
 রূপাণি তব বিশ্বার্থে রাগবৃক্ষফলানি চ ॥ ৪০
 নিতান্তদ্বন্দ্বা দীর্ঘা চ নিতান্তানুবৃত্তনুঃ ।
 সূক্ষ্মাণ্যখিললোকস্য ব্যাপিনী ত্বং জগন্ময়ী ॥ ৪১
 মানহীনা বিমানাতি-বিমানোন্মানসম্ভবা ।
 যদষ্টিব্যক্তিসম্ভোগ-রাগাদিগলিতাশয়া ।
 তন্তে মহিষ্যি তদ্রূপং তব ভ্রান্তাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪২
 ইষ্টানিষ্টবিপাকজ্ঞা যথেষ্টানিষ্টকারণম্ ।
 সর্গাদিমধ্যান্তময়ং নিয়ং রূপং তথৈব চ ॥ ৪৩
 বিচারাস্তাঙ্গযোগেন সম্পাদ্যৈবং মুহুম্মুহুঃ ।
 যৎ স্থিরীক্রিয়তে তত্ত্বং তন্তে রূপং সনাতনম্ ॥ ৪৪
 বাহ্যবাহ্যে সুখং হৃৎখং জ্ঞানাজ্ঞানে লয়ালয়ো ।
 উপতাপস্তথা শাস্তিভূতিস্ত্বং জগতঃ পতেঃ ॥ ৪৫
 যস্য প্রভাবং নো বক্তৃং শক্রেতি ভুবনত্রয়ে ।
 তস্যৈবং সম্মোহকরী সা ত্বং কিং স্ত্বয়সে ময়া ॥ ৪৬
 যোগনিদ্রা মহানিদ্রা মোহনিদ্রা জগন্ময়ী ।
 বিষ্ণুমায়া চ প্রকৃতিঃ কস্তাং স্তব্য্য বিভাবয়েৎ ॥ ৪৭
 মম বিষ্ণোঃ শঙ্করস্য যা বপূর্ব্বহনাস্মিকা ।
 তস্যাঃ প্রভাবং কো বক্তৃং গুণান্ বেত্তৃঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৪৮

তুমি মেরুরূপে জগতের নাভি এবং পরম নালিকা-স্বরূপা । তুমিই শুদ্ধ সত্ত্বময়ী পরাংপরী, আবার তুমিই মোহপ্রদায়িনী মহামায়া । ৩১

জগতের জন্ম তোমাকে কারণ, কার্য্য, সত্য, শাস্ত, মঙ্গলময় এবং অমঙ্গলময় নানারূপ ধারণ করিতে হইয়াছে । সেই সমস্ত রূপ উপাসকবৃন্দের ভক্তিবৃক্ষের ফলস্বরূপ । ৪০

তুমি অতি হ্রস্ব, অতিদীর্ঘ ; তুমি অতি ক্ষুদ্র, অতি বৃহৎ ; তুমি অতি সূক্ষ্ম অথচ নিখিল লোকব্যাপিনী জগন্ময়ী । ৪১

তুমি মানহীনা অথচ তোমার অত্যন্ত মান ; তুমি অপরিমেয়া এবং উন্নত-কায় গিরিরাজের দ্বিহিতা । তোমার জগদ্রাপী রূপরাজি সমবেত ও পৃথক্ ভাবে সেবা-ভক্তি করিলে সমুদয় সংসার-ভ্রান্তি দূর হয় । ৪২

তুমি ইষ্টানিষ্ট-পরিণামজ্ঞানসম্পন্না এবং লোকেব ইষ্টানিষ্ট তোমাব দ্বারাই হইয়া থাকে । আর তোমার নিখিল রূপই সৃষ্টি ত্রিতি সংহারময় । ৪৩

অষ্টাঙ্গযোগ বলে বারংবার বিচার করিয়া যে তত্ত্ব স্থিরীকৃত হয়, সেই নিত্যরূপ তোমার । ৪৪

তুমি বাহ্য অন্তর ; তুমি সুখ হৃৎখ ; তুমি জ্ঞান অজ্ঞান, তুমি জীবন মরণ ; তুমি শাস্তি অশাস্তি ; তুমিই জগদীশ্বরের ঐশী শক্তি । ৪৫

ত্রিভুবনে যাঁহার প্রভাব বর্ণন করিতে কেহ সমর্থ হয় না, তুমি সেই জগদীশ্বরেরও মোহকারিণী ; আমি আর তোমাকে স্তব করিব কি ? ৪৬

তুমি যোগনিদ্রা ও মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা ; তুমি জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়া ; তুমিই প্রকৃতি ; তোমাকে স্তব করিয়া উঠিতে পারে কে ? ৪৭

প্রকাশকরণজ্যোতিঃস্বরূপান্তরগোচরা ।
 ত্রমেব জঙ্গমস্থৈয়রূপৈক্য বাহুগোচরা ॥ ৪৯
 প্রসীদ সর্বজগতাং জননী স্ত্রীস্বরূপিণী ।
 বিশ্বরূপিণি বিশ্বেশে প্রসীদ ত্বং সনাতনি ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং সংস্কৃতমানা সা যোগনিদ্রা বিরিক্খিনা ।
 আবির্ভাব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ পরমাশ্রয়ঃ ।
 স্নিগ্ধাজনন্যাতিশ্যারু-রূপোত্ত্বঙ্গা চতুর্ভুজা ।
 সিংহস্থা খড়্গানীলাঙ্ক-হস্তা মুক্তকচোংকবা ॥ ৫১
 সমক্ষমথ তাং বীক্ষ্য শ্রদ্ধা সর্বজগদগুরুঃ ।
 ভক্ত্যা বিনম্রতুঙ্গাংস-স্তুত্বা চ ননাম চ ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ—

নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপে স্থিতিসর্গরূপে ।
 চরাচরাণাং ভবতী চ শক্তিঃ, সনাতনী সর্ববিমোহনোতি ॥ ৫৩
 যা শ্রীঃ সদা কেশবমুত্তমায়া, বিশ্বন্তরা যা সকলং বিভত্তি ।
 হ্রীর্যোগিনী যা মহিতা মনোজ্ঞা, সা ত্বং নমস্তে পরমাশ্রয়ারে ॥ ৫৪
 যমাদিপূতে হৃদি যোগিনো যাং, বিভাবয়ন্তি প্রমিতিপ্রভাতাম্ ।
 প্রকাশশুদ্ধাদিযুতাং বিরাগাং, সা ত্বং হি বিদ্যা বিবিধাবলম্বা ॥ ৫৫

আমি, বিষ্ণু এবং শিব আমাদের শরীর গ্রহণ, যাচা হইতে হইয়াছে,
 তাঁহার প্রভাব ও গুণাবলী বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? ৪৮

তুমি প্রকাশ করিয়া থাক বলিয়া; অধ্যন্তরচাবিণী জ্যোতিঃস্বরূপিণী;
 আবার তুমিই বহিষ্ঠারিণী স্বাবর জঙ্গমস্বরূপা । ৪৯

প্রসন্ন হও মা! তুমি নিখিল জগতের জননী লক্ষ্মীকপিণী; হে বিশ্বময়ি!
 বিশ্বেশ্বর! হে সনাতনি! প্রসন্ন হও । ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে, যোগনিদ্রা,
 স্নিগ্ধাজন-সমপ্রভা, মনোহর রূপবতী চতুর্ভুজা বজ্র-খড়্গধারিণী সিংহবাহিনী
 মুক্তকেশীরূপে সেই পরমাশ্রয় ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন । ৫১

নিখিল জগদগুরু বিধাতা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া ভক্তি
 নম্র মস্তকে স্তব করিতে লাগিলেন । ৫২

হে জগতের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি রূপিণি! সৃষ্টিস্থিতিস্বরূপে! তোমাকে বার
 বার নমস্কার । আপনি চরাচরের শক্তিরূপা অখিলবিমোহিনী সনাতনী । ৫৩

কেশবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী লক্ষ্মী, সর্বাধারভূতা পৃথিবী, যোগিজনপূজিতা
 মনোহারিণী দেবী লজ্জা—এ সকলই তুমি; হে পরমাশ্রয়ারে! তোমাকে
 নমস্কার । ৫৪

যোগিগণ, শ্রবণ-মননদ্বারা অবগত হইয়া সমাধিপূত-হৃদয়ে যে স্বপ্রকাশ
 সত্ত্বময় বিশুদ্ধ বিদ্যা ভাবনা করেন, তুমিই সেই বিবিধ বিষয়াবলম্বিনী মহা-
 বিদ্যা । ৫৫

কুটস্থমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং, ত্বং বিভ্রতী কালময়ং জগন্তি ।
বিকারবীজং প্রকরোষি নিভাং, প্রভ্রানি ন্যাত্ত্যগ্ধ মধ্যমানি ॥ ৫৬
সত্ত্বং রজোহথো তম ইত্যমীষাং, বিকারহীনো সমবস্থিতীৰ্ষা ।
সো ত্বং গুণানাং জগদেকহেতু-ক্বাহ্যাস্তরাং ভবতীব য়াতি ॥ ৫৭
অশেষজগতাং বীজে জ্ঞেয়জ্ঞানস্বরূপিণি ।
জগদ্ধিতায় জগতাং বিশ্বমায়ে নমোহস্ত তে ॥ ৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য কালী লোকবিমোহিনী ।
ব্রহ্মাণমুচে জগতাং স্রষ্টারং ঘনশব্দবৎ ॥ ৫৯

দেবুবাচ—

ব্রহ্মন্ কিমর্থং ভবতা স্তুতাহমবধারয় ।
উচ্যতাং যদধৃশ্বোহস্তি তচ্ছীঘ্রং পুরতো মম ॥ ৬০
প্রত্যক্ষং ময়ি জাতায়াং সিদ্ধিঃ কার্যস্য নিশ্চিতা ।
তস্মান্তে বাঞ্ছিতং ক্রহি যৎ করিষ্যামি ভাবিতা ॥ ৬১

ব্রহ্মোবাচ—

একশরতি ভূতেশো ন দ্বিতীয়াং সমীহতে ।
তং মোহয় যথা দারান্ স্বয়ং স চ জিঘৃক্ষতি ॥ ৬২
ভূদুতে তস্য নো কাচিদ্ ভবিষ্যতি মনোহরা ।
তস্মাত্ত্বমেকরূপেণ ভবস্য ভব মোহিনী ॥ ৬৩

জগৎ-পরিবর্তনহেতু কালস্বরূপ কুটস্থ (পরিবর্তনশূন্য) অব্যক্ত অচিন্তনীয় রূপ ধারণ করত তুমি জগতকে সতত পুরাতন নূতন ও মধ্যাবস্থাপন্ন করিতেছ । ৫৬

তুমি সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা—জগতের একমাত্র হেতু প্রকৃতি ; এই প্রকৃতিই পুরুষের বাহু ও আভ্যন্তরীণ বস্তুতে আসক্তি নিবৃত্তি করিয়া স্বয়ং অপসৃত হইয়া থাকেন । ৫৭

হে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডজননি ! জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপে ! জগতের হিতের জন্য যত্ন করুন ; হে বিশ্বমায়ে ! তোমাকে নমস্কার । ৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—ত্রিলোকবিমোহিনী মহামায়া কালী বিশ্ব-ধাতার এই কথা শুনিয়া মেঘগন্তীর-স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ;—হে ব্রহ্মন্ ! কি জন্য তুমি আমাকে স্তব করিতেছ ? আর শুন, কাহার উপরে তোমার ক্ষমতা খাটিতেছে না, আমার নিকট শীঘ্র বল । ৫৯-৬০

প্রত্যক্ষগোচর হইলে নিশ্চয় কার্য্য সিদ্ধ হয় । অতএব তুমি নিজ অভিলাষ ব্যক্ত কর ; আমি আগ্রহ সহকারে তাহা করিব । ৬১

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভূতপতি মহাদেব, একাকী বিচরণ করিতেছেন ; সহ-চারিণী করিতে ইচ্ছা কবেন না । অতএব তুমি তাঁহাকে মোহিত কর, তিনি যেন স্বয়ং দারগ্রহণে আভিলাষী হন । ৬২

তোমা ভিন্ন আর কোন রমণীই তাঁহার মনোহারিণী হইবে না, অতএব তুমিই একরূপে শিবমোহিনী হও । ৬৩

যথা ধৃতশরীরা ত্বং লক্ষ্মীরূপেণ বেষবম্ ।
 আমোদয়সি বিশ্বস্য হিতায়ৈতং তথা কুরু ॥ ৬৪
 কাশ্চাভিলাষমাত্ৰং মে নিনিন্দ বৃষভবজঃ ।
 কথং পুনঃ স বনিতাং স্বেচ্ছয়া সংগ্রহীয়তি ॥ ৬৫
 হরেঃগৃহীতকাস্তে তু কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ।
 আদ্যন্তমধ্যাহ্নেতৌ চ তস্মিন্হস্তৌ বিরাগিণি ॥ ৬৬
 ইতি চিন্তাপরো নাহং তদন্তং শরণস্তিহ ।
 লক্ষবাংস্তেন বিশ্বস্য হিতায়ৈতং কুরুষ মে ॥ ৬৭
 ন বিষ্ণুরস্য মোহায় ন লক্ষ্মীর্ন মনোভবঃ ।
 ন চাপ্যহং জগন্মাতস্তস্মাৎ ত্বং মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৮
 কীৰ্ত্তিস্ত সৰ্বভূতানাং যথা ত্বং হ্রীর্যতাত্মনাম্ ।
 যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়ৈকা ত্বং তথা সম্মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য কালী যোগময়ী পুনঃ ।
 যদুবাচ মহাভাগাস্তচ্ছ্রুত্ব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭০
 ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

তুমি জগতের হিতের জন্ত লক্ষ্মীরূপ ধারণ করত, নারায়ণকে যেমন অ'ন-
 দিত করিতেছ, এই মহাদেবকেও সেইরূপ আনন্দিত কর । ৬৪

আমার রমণীর প্রতি, মাত্র ইচ্ছা হইয়াছিল, বৃষভবজ তাহারই নিন্দা
 করিয়াছেন । তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কখনই দার পরিগ্রহ করিবেন না । ৬৫

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে প্রলয় হেতু সেই রুদ্র, বৈরাগ্যবশে দারপরিগ্রহ
 না করিলে সৃষ্টিচক্র চলিবে কিরূপে ? ৬৬

আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমারই শরণাগত হইয়াছি । এ বিপদে
 তোমা ভিন্ন আর কেহ রক্ষক নাই ; জগতের হিতের জন্ত তুমি আমার এই
 কার্য্যটি সাধন কর । ৬৭

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাম বা আমি—আমরা কেহই সেই ঈশ্বরকে ভুলাইতে
 পারিব না । অতএব হে জগন্মাতঃ ! তুমি তাঁহাকে মোহিত কর । ৬৮

যেমন একা তুমি সৰ্বভূতের কীৰ্ত্তি, সংযতচিত্ত ব্যক্তিদিগের লজ্জা এবং
 বিষ্ণুর প্রেমসী ; (এইরূপ নানা মূৰ্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছ) সেইরূপ আর এক মূৰ্ত্তি
 ধরিয়া ঈশ্বরকেও মোহিত কর । ৬৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর যোগময়ী কালী ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া
 যাহা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তাহা শ্রবণ করুন । ৭০

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

দেব্যাবাচ—

যদ্বজ্ঞং ভবতা ব্রহ্মন্ সমস্তং সত্যমেব তৎ ।
মদৃতে মোহয়িত্বাহ শঙ্করশ্চ ন বিদ্যতে ॥ ১
হরেংগৃহীতদারে তু সৃষ্টির্নৈষা সনাতনী ।
ভবিষ্যতীতি তৎ সত্যং ভবতা প্রতিপাদিতম্ ॥ ২
মমাপি চ মহান্ যত্তো বিদ্যতেহস্ম জগৎপতেঃ ।
ত্বদ্বাক্যাদ্বিগুণো মেহদ্য প্রযত্তোহভূৎ সুনির্ভরঃ ॥ ৩
অহং তথা যতিষ্যামি যথা দারপরিগ্রহম্ ।
হরঃ করিষ্যত্যবশঃ স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪
চাকৰীং মূৰ্ত্তিমহং ধৃতা তস্মৈব বশবর্তিনী ।
ভবিষ্যামি মহাভাগ যথা বিফোহঁরিপ্রিয়া ॥ ৫
তথা সোহপি মমৈবেহ বশবর্তী সন্ ভবেৎ ।
তথা চাহং করিষ্যামি যথেষ্টরজনং হরম্ ॥ ৬
প্রতিসর্গাদিমধ্যং তমহং শব্দং নিরাকুলম্ ।
স্ত্রীরূপেণানুযাশ্যামি বিশেষণাক্রান্তো বিধে ॥ ৭
উৎপন্ন্য দক্ষজায়ায়াং চারুৰূপেণ শঙ্করম্ ।
অহং সভাজয়িষ্যামি প্রতিসর্গং পিতামহ ॥ ৮
ততস্ত্ব যোগনিদ্রাং মাং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্ ।
শঙ্করীতি বদিস্যন্তি রুদ্রাণীতি দিবৌকসঃ ॥ ৯

দেবীর আশ্বাস প্রদান

দেবী বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য । এজগতে আমি ভিন্ন শঙ্করকে মোহিত করিতে পারে, এরূপ কেহ নাই । ১

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে সনাতন সৃষ্টি-চক্র চলিবে না, এতৎসমস্তও তুমি প্রতিপাদন করিয়াছ । ২

এই জগৎপতি মহাদেবকে ভুলাইতে আমারও স্বাভাবিক যত্ন আছে । আজ আমার তোমার কথায় তাহা দ্বিগুণতর প্রগাঢ় হইল । ৩

হর যাহাতে বিমোহিত হইয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় আপনা হইতেই দার পরিগ্রহ করেন, আমি তদ্বিশেষে যত্ন করিব । ৪

মহাভাগ ! লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর বশবর্তিনী, তদ্রূপ আমিও সুচারু মূৰ্ত্তি ধারণ করত তাঁহারই বশীভূতা হইব । ৫

আর সেই প্রিয় মহাদেব, যাহাতে আমার বশবর্তী হন, তাহাও করিব । অধিক কি, মহাদেবকে আমি সামান্য-সংসারীর ন্যায় করিয়া ফেলিব । ৬

হে বিধাতাঃ ! আমি কল্পান্তরেও প্রতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে আকুলতাপূর্ণ মহেশ্বরের রমণীরূপে অনুসরণ করিব । ৭

হে পিতামহ ! আমি প্রতি সৃষ্টিতেই দক্ষপত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মনোহররূপে শঙ্করের সহিত মিলিত হইব । ৮

উৎপন্নমাত্রং সততং মোহয়ে প্রাণিনং যথা ।
 তথা সম্মোহয়িষ্যামি শঙ্করং প্রমথার্থিপম্ ॥ ১০
 যথান্নজন্তুরবনৌ বর্ততে বনিতাবশে ।
 ততোহপ্যতি হরৌ বামাবশবর্তী ভবিষ্যতি ॥ ১১
 বিভিদ্ভ ভুবনাধীনাং লীনাং স্বহৃদয়াস্তরে ।
 মাং বিদ্যাক্ষ মহাদেবো মোহাৎ প্রতিগ্রহীষ্যতি ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্মৈ সমাভাষ্য ব্রহ্মণে দ্বিজসন্তমাঃ ।
 বীক্ষ্যমাণা জগৎস্রষ্টা তত্রৈবাস্তদ্বশে ততঃ ॥ ১৩
 তস্ম্যামন্তুহিতায়াস্ত ষাভা লোকপিতামহঃ ।
 জগাম তত্র ভগবান্ স্থিতো যত্র মনোভবঃ ॥ ১৪
 মুদিতোহতর্কমভবন্থামায়াবচঃ স্মরন্ ।
 কৃতকৃতাং তদায়াং মেনে চ মুনিপুঞ্জবাঃ ॥ ১৫
 অথ দৃষ্ট্বা মহায়াং বিরিক্ষং মদনস্তথা ।
 গচ্ছন্তং হংসযানেন চাভ্যুত্তমৌ ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৬
 আসন্নং তমথাসাদ্য হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ ।
 ববন্দে সর্বলোকেশং মোদয়ুজ্ঞং মনোভবঃ ॥ ১৭
 অথাহ ভগবান্ ষাভা প্রীত্যা মধুরগদগদম্ ।
 মদনং মোদয়ন্ সূক্তং যদ্ দেব্যা বিষ্ণুমায়ায়া ॥ ১৮

তাহাতেই দেবগণ, বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রাকপিণী আমাদের শঙ্করী এবং ক্রদ্রাণী বলিয়া স্তব করিবে । ৯

জন্মিবামাত্র জীবকে আমি যেমন মোহিত করিয়া থাকি, প্রমথপতি শঙ্করকেও তদ্রূপ মোহিত করিব । ১০

পৃথিবীতে যেমন সাধারণ প্রাণী, রমণীর বশে থাকে, শঙ্করা ততোধিক স্ত্রীর বশতাপন্ন হইবেন । ১১

তিনি হৃদয়মন্দিরে সমাধিলীলা ভঙ্গ করিয়া মুগ্ধ হইবাব জন্যই আমাদের বিদ্যাক্ষে গ্রহণ করিবেন । ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবতী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন । ১৩

তিনি অন্তর্হিত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, যথায় কামদেব অনুচরগণেব সহিত অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন । ১৪

হে মুনিপুঞ্জবগণ! তিনি মহামায়ার বাক্য স্মরণ করত অতিশয় আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং তখন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন । ১৫

অনন্তর মদন, মহায়া বিরিক্ষকে হংসযানে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গ্যস্ততার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন । ১৬

মনোভব, হৃষ্টচিত্ত সর্বলোক-বিধাতাকে আসনে বসাইয়া হর্ষোৎফুল্লনয়নে বন্দনা করিলেন । ১৭

অনন্তর ভগবান্ বিধাতা, বিষ্ণুমায়া যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথা মদনকে আনন্দিত করত, হর্ষ-বিজড়িত-মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন । ১৮

ব্রহ্মোবাচ—

যদাহ বৎস শৰ্ব্বস্য মোহনে ত্বং পুরা বচঃ ।
 অনুমোহনকর্জী যা তাং সৃজতি মনোভব ॥ ১৯
 তদর্থং সংস্তুতা দেবী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী ।
 একতানেন মনসা ময়া মন্দরকন্দরে ॥ ২০
 স্বয়মেব তয়া বৎস প্রত্যক্ষাভূতয়া মম ।
 ভূষ্ঠয়াঙ্গীকৃতং শঙ্কুর্যোহনীয়ো ময়েতি বৈ ॥ ২১
 তয়া চ দক্ষভবনে স সমুৎপন্নয়া হরঃ ।
 মোহনীয়স্ত ন চিরাদিতি সত্যং মনোভব ॥ ২২

মদন উবাচ—

ব্রহ্মন্ কা যোগনিদ্রেতি বিখ্যাতা যা জগন্ময়ী ।
 কথং তয়া হরো বশ্যঃ কার্যাস্তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩
 কিম্ভাবাথ সা দেবী কা বা সা কুত্র সংস্থিতা ।
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বন্তো লোকপিতামহ ॥ ২৪
 যস্য তাক্তসমাধেস্ত ন ক্ষণং দৃষ্টিগোচরে ।
 শঙ্কুর্মোহপি বয়ং স্বাতুং তং কস্মাৎ সা বিমোহয়েৎ ॥ ২৫
 জলদগ্নিপ্ৰকাশাক্ষং জটারাঞ্জিকরালিতম্ ।
 শূলিনং বীক্ষ্য কঃ স্বাতুং ব্রহ্মন্ শক্নোতি তংপুরঃ ॥ ২৬
 তস্য তাদৃক্য়রূপস্য সম্যগ্মোহনবাঙ্কয়া ।
 ময়াভূপেতং তাং শ্রোতুমহিমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২৭

বৎস মনোভব ! পূর্বের আমি মহাদেবকে মোহিত করিতে প্রস্তাব করিলে তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে, “বরাবর মোহিত কবিয়া রাখিতে পারে, এমন এক জন রমণী সৃজন করুন”, আমি তদনুসাবে কার্য্যাসিদ্ধির জন্ত মন্দরপর্ব্বতের গুহামধ্যে একাগ্রচিত্তে জগন্ময়ী যোগনিদ্রা দেবীর স্তব করি। ১৯-২০

বৎস ! তখন তিনি আপনিই সন্তোষসহকারে আমার প্রত্যক্ষগোচর স্বীকার করেন ‘আমি শঙ্কুকে মোহিত কবিব’। ২১

মনোভব ! তিনি অচিরকালমধ্যেই দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যই শঙ্করকে মোহিত করিবেন। ২২

মদন বলিলেন,—ব্রহ্মণ্ ! জগন্ময়ী বা যোগনিদ্রা কাহার নাম ? তপোনিষ্ঠ মহাদেবকে কেমন করিয়া তিনি বশীভূত কবিবেন ? ২৩

সেই দেবীর প্রভাব কিরূপ ? তিনি কে ? তাঁহার অবস্থিতিই বা কোথায় ? হে লোক-পিতামহ ! এই সকল কথা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ২৪

সমাধিত্যাগ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলে যাহার দৃষ্টিগোচরে আমরাও ক্ষণকাল থাকিতে পারি না, সেই মহাদেবকে তিনি কেমন করিয়া মোহিত করিবেন ? ২৫

ব্রহ্মন্ ! জলন্ত অনল-সন্নিভ নয়নদ্বয় ও বিকট জটাজুটে ঘোরদর্শন শূলপাণিকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে কে থাকিতে পারে ? ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মনোভবস্য বচনং শ্রুত্বাথ চতুরাননঃ ।
 বিবক্ষুরপি ভবাক্যং শ্রুত্বানুংসাহকারকম্ ॥ ২৮
 শৰ্ব্বস্য মোহনে ব্রজা চিন্তাবিষ্টোহভবন্নহি ।
 সমর্থো মোহিতুমিতি নিশ্বাস মুহম্মুহঃ ॥ ২৯
 নিশ্বাসমারুতান্তস্য নানারূপা মহাবলঃ ।
 জাতা গণা লোলজিহ্বা লোলাশ্চাতিভয়ঙ্করাঃ ॥ ৩০
 তুরঙ্গবদনাঃ কেচিং কেচিদগজমুখাস্তথা ।
 সিংহব্যাঘ্রমুখাশ্চাত্ত্য শ্ববরাহখরাননাঃ ॥ ৩১
 স্বক্ষমার্জ্জারবদনাঃ শরভাশ্চাঃ শুকাননাঃ ।
 প্লবগোমায়ুবন্তাশ্চ সরীসৃপমুখাঃ পরে ॥ ৩২
 গোরূপা গোমুখাঃ কেচিত্তথা পক্ষিমুখাঃ পরে ।
 মহাদীৰ্ঘা মহাতৃষা মহাস্থলা মহাকৃশাঃ ॥ ৩৩
 পিঙ্গাক্ষা বিরলাক্ষাশ্চ ত্রাক্ষকাক্ষা মহোদরাঃ ।
 এককর্ণাস্ত্রিকর্ণাশ্চ চতুষ্কর্ণাস্তথা পরে ॥ ৩৪
 স্থূলকর্ণা মহাকর্ণা বহুকর্ণা বিকর্ণকাঃ ।
 দীর্ঘাক্ষাঃ স্থূলনেত্রাশ্চ সূক্ষ্মনেত্রা বিদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৫
 চতুষ্পাদাঃ পঞ্চপাদাস্ত্রিপাদৈকপদাস্তথা ।
 ত্রয়পাদা দীর্ঘপাদাঃ স্থূলপাদা মহাপদাঃ ॥ ৩৬
 একহস্তাশ্চতুর্হস্তা দ্বিহস্তাস্ত্রিশয়াস্তথা ।
 বিহস্তাশ্চ বিরূপাক্ষা গোম্বিকাকৃতয়ঃ পরে ॥ ৩৭

এবংবিধ শূলপাণিকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত করিতে অভিলাষিনী হইয়া যিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাব তত্ত্ব শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—চতুরানন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেও, শিবকে মোহিত করা সম্বন্ধে মনোভবের সেই অনুংসাহাঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া “কাম মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবে না”, এই ভাবিতে ভাবিতে বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ২৮-২৯

নানারূপধারী, মহাবল-পবাক্রান্ত, লোলজিহ্বা, ভীষণাকৃতি চঞ্চলস্বভাব “গণ”—তাঁহার নিশ্বাসবায়ু হইতে উৎপন্ন হইল। ৩০

তাঁহাদিগের কেহ তুরঙ্গানন, কেহ কেহ গজানন, কতিপয় ব্যক্তি সিংহ-ব্যাঘ্রানন; কাহারও মুখ কুকুরের ন্যায়, কাহারও বরাহের ন্যায়, কাহারও বা গর্দভের ন্যায় মুখ, কেহ ভল্লুকানন, কেহ বিড়ালানন, কেহ শরভানন, কেহ শুকানন, কাহারও কাহারও বদন বানরের ন্যায়, কাহারও শৃগালের ন্যায়; কোন কোন ব্যক্তির মুখ সপের ন্যায়, কতকগুলি ব্যক্তির আকৃতি গোরুর ন্যায়, কাহারও কাহারও মুখ গোরুর ন্যায়, কাহারও বা মুখ পক্ষীর ন্যায়। ৩১-৩৩

অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি, অতি খর্ব্বাকৃতি, অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত কৃশ, পিঙ্গল-লোচন, নির্মল নেত্র, ত্রিনয়ন, একনয়ন, স্থূলোদর, এককর্ণ, ত্রিকর্ণ, চতুষ্কর্ণ, স্থূলকর্ণ, মহাকর্ণ, বিস্তৃতকর্ণ, কর্ণহীন, দীর্ঘনয়ন, স্থূলনয়ন, সূক্ষ্মনেত্র, দৃষ্টিহীন, চতুষ্পদ, পঞ্চপদ, ত্রিপদ, একপদ, ত্রয়পদ, দীর্ঘপদ, স্থূলপদ, মহাপদ, একহস্ত,

মনুষ্যকৃত্যঃ কেচিচ্ছিমারমুখাস্থথা ।
 ক্রৌঞ্চাকারা বকাকারা হংসসারসকুপিণঃ ।
 তথৈব মদগুকুরর-কঙ্কাকাকমুখাস্থথা ॥ ৩৮
 অর্জনৌলা অর্দ্ধরক্তাঃ কপিলাঃ পিঙ্গলাস্থথা ।
 নীলাঃ শুক্লাস্থথা পীতা হরিতাশ্চিত্রকুপিণঃ ॥ ৩৯
 অবাদয়ন্ত তে শঙ্খান্ পটহান্ পরিবাদিনঃ ।
 যুদঙ্গান্ ডিম্ভিমাংশৈশ্চ গোমুখান্ পণবাংস্থথা ॥ ৪০
 সর্বে জটাভিঃ পিঙ্গাভিস্তঙ্গাভিষ্চ করালিতাঃ ।
 নিরস্তরাভির্বিপ্রেস্তা গণাঃ স্যন্দনগামিনঃ ॥ ৪১
 শূলহস্তাঃ পাশহস্তাঃ খড়্গহস্তা ধনুর্ধরাঃ ।
 শক্ত্যঙ্কুশগদাবাণ-পট্টিশপ্রাসপাণয়ঃ ॥ ৪২
 নানামুখা মহানাদং কুর্ক্বন্তস্তে বহাবলাঃ ।
 মারয় ছেদয়েত্যুর্ত্রাঙ্গণঃ পুরতো গতঃ ॥ ৪৩
 তেষাস্ত বদতাং তত্র মারয় ছেদয়েতুত ।
 যোগনিদ্রাপ্রভাবান্ স বিধির্বক্তৃং প্রচক্রে ॥ ৪৪
 অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য তান্ দৃষ্ট্বা মদনো গগান্ ।
 উবাচ বারয়ন্ বক্তৃং গণানামগ্রতঃ স্মর ॥ ৪৫

মদন উবাচ—

কিং কশ্মৈতে করিষ্যন্তি কুত্র স্থাস্যন্তি বা বিধে ।
 কিন্নামধেয়া এতে বা তত্রৈতান্ বিনিয়োজয় ॥
 নিয়োজ্যৈতান্নিজে কৃত্যে স্থানং দত্ত্বা চ নাম চ ।
 কৃত্বা পশ্চাৎ মহামায়াপ্রভাবং কথয়স্ব মে ॥ ৪৬

চতুর্হস্ত, দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, হস্তহীন, রিকুপাক্ষ, গোধাকার, মনুষ্যাকার, শিশু-
 মাঝানন, ক্রৌঞ্চাকৃতি, বকাকার, হংসকপী, সারসকুপী, মদগু-মুখ, কুররাস্থ,
 কঙ্ক-বদন, কাকানন, অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্দ্ধরক্ত, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, নীলবর্ণ,
 শুক্লবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিদ্রবর্ণ এবং বিচিত্রবর্ণ এইরূপ নানা দলে বিভক্ত সেই
 “গণ” শঙ্খ, পট্ট, যুদঙ্গ, ডিম্ভিম, গোমুখ এবং পণবাদি বাদ্য বাজাইতে
 লাগিল । ৩৪-৪০

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! তাহারা সকলেই উন্নত নিবিড় পিঙ্গল জটাজুটে ভীষণ-
 তব ; সকলেই রথারোহী । ৪১

তাহাদিগের হস্তে শূল, পাশ, খড়্গ, ধনু, শক্তি, অঙ্কুশ, গদা, বাণ, পট্টিশ
 এবং প্রাস । ৪২

নানা প্রহরণধারী মহাবলসম্পন্ন সেই “গণ” ঘোরতর শব্দ করত ব্রহ্মার
 সম্মুখে ‘মার কাট’ বলিতে লাগিল । ৪৩

তাহারা তথায় “মার কাট” ইত্যাদি শব্দ করিতে থাক্ ; বিধাতা সেদিকে
 দৃষ্টপাত না করিয়া যোগনিদ্রার প্রভাব কৌর্ভন করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৪

অনন্তর, মদন, সেই “গণ” দর্শনে ব্রহ্মার কথায় বাধা দিয়া তাহাকে
 সম্বোধনপূর্বক গণগণসম্মুখেই বলিতে লাগিলেন,—প্রভো ! ইহারা কি কার্য্য
 কবিবে ? থাকিবে কোথায় ? ইহাদিগের নামই বা কি ? ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সৰ্বলোকপিতামহঃ ।

গণান্ সমদনানাহ তেষাং কৰ্ম্মাদিকং দিশন্ ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ—

এত উৎপন্নমাত্রা হি মারয়েত্যবদন্তরাম্ ।

মুহুর্শুহুরতোহমীষাং নাম মারেতি জায়তাম্ ॥ ৪৮

মারাত্মকত্বাদপোতে মারাঃ সন্ত চ নামতঃ ।

সদা বিদ্বং করিষ্যন্তি জন্তুনাঞ্চ বিনার্চনম্ ॥ ৪৯

তবানুগমনং কৰ্ম্ম মুখ্যমেষাং মনোভব ।

যত্র যত্র ভবান্ যাতা স্বকৰ্ম্মার্থং যদা যদা ।

গন্তারন্তত্র তত্রৈতে সাহায্যায় তদা তদা ॥ ৫০

চিত্তোদ্ভাস্তি করিষ্যন্তি তদন্তবশবন্তিনাম্ ।

জ্ঞানিনাং জ্ঞানমার্গঞ্চ বিদ্বয়িষ্যন্তি সৰ্বদা ॥ ৫১

যথা সাংসারিকং কৰ্ম্ম সৰ্ব্বৈ কুৰ্ব্বন্তি জন্তবঃ ।

তথা চৈতে করিষ্যন্তি সবিন্মমপি সৰ্ব্বতঃ ॥ ৫২

ইমে স্থাস্ত্যন্তি সৰ্ব্বত্র বেগিনঃ কামরূপিনঃ ।

ত্বমেবৈষাং গণাধ্যক্ষঃ পঞ্চযজ্ঞাংশভোগিনঃ ।

নিতাক্রিয়াবতাং তোয়-ভোগিনো বৈ ভবন্ত্বিতি ॥ ৫৩

যাহা ইহাদিগের প্রকৃত কার্য্য ; যথায় ইহারা থাকিবে, এবং ইহাদিগের যে নাম, তৎসমুদায় স্থির করিয়া দিয়া পরে আমার নিকট মহামায়ার প্রভাব কীর্ত্তন করিবেন । ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সৰ্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা মদনের এই কথা শ্রবণে তাহার সহিত পরামৰ্শ করিয়া গণদিগের কৰ্ম্মাদি নির্দেশ করত তাহাদিগকে বলিলেন,—ইহারা জন্মিবামাত্র স্পষ্টভাবে বারংবার ‘মার মার’ বলিয়াছিল এইজন্ত ইহাদিগের নাম হউক ‘মার’ । ৪৭-৪৮

আর মারাত্মক অর্থাৎ কামের অধীন বা সাংঘাতিক বলিয়াও ইহারা ‘মাব’ নামে অভিহিত হউক । ইহারা অব্যবহিতভাবে সকল প্রাণীরই বিদ্ব সাধন করিবে । ৪৯

হে মনোভব ! তোমার অনুগমন করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য হইবে । তুমি যখন যখন নিজ কার্য্য সাধনোদ্দেশে যথায় যথায় গমন করিবে, তখন তখন ইহারাও তোমার সাহায্যার্থ তথায় তথায় যাইবে । ৫০

তুমি যাহাদিগের প্রতি অন্ত্র নিক্ষেপ করিবে, ইহারা তাহাদিগের মন উচ্চাটন করিবে ; জ্ঞানীদিগের জ্ঞানপথেও সৰ্বদা বিদ্ব করিবে । ৫১

সকল প্রাণিগণ যাহাতে সংসার বন্ধনের অনুকূল কার্য্য করে, বিদ্ব থাকিলেও ইহারা সৰ্ব্বতোভাবে তাহা করিবে । ৫২

ইহারা বেগশালী ও কামরূপী হইয়া সৰ্ব্বত্র থাকিতে পারিবে । তুমি এই গণের অধিনায়ক হইবে । আর ইহারা নিত্যকৰ্ম্মাদিগের পঞ্চযজ্ঞাংশ-ভোগী ও উদকশায়ী হইবে । ৫৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তু তে সৰ্বে মদনং সবিশিং ততঃ ।
 পরিবার্য যথাকামাং তস্তুঃ শ্রুত্বা নিজাং গতিম্ ॥ ৫৪
 তেষাং বর্ণয়িতুং শক্যো ভুবি কিং মুনিসত্তমাঃ ।
 মাহাত্ম্যঞ্চ প্রভাবঞ্চ তে তপঃশালিনো যতঃ ॥ ৫৫
 নৈষাং জায়া ন তনয়া নিঃসমীহাঃ সদৈব হি ।
 আসিনোহপি মহাত্মানঃ সৰ্বে তে উর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৫৬
 অতো ব্রহ্মা প্রসন্নঃ স মাহাত্ম্যং মদনায় চ ।
 গদিতুং যোগনিদ্রায়াঃ সম্যক সমুপচক্রে ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ—

অব্যক্তব্যক্তরূপেণ রজঃসত্ত্বতমোগুলৈঃ ।
 বিভজ্য যার্থং কুরুতে বিদ্যুন্মায়েতি সোচ্যতে ॥ ৫৮
 যা নিম্নাস্তস্থলাস্তস্থা জগদণ্ডকপালতঃ ।
 বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে ॥ ৫৯
 মন্ত্রান্তর্ভাবনপবা পরমানন্দরূপিণী ।
 যোগিনাং সত্ত্ববিদ্যাস্তঃ স্যাদিগদ্য জগন্ময়ী ॥ ৬০
 গর্ভাস্তজ্ঞানসম্পন্নং প্রেবিতং সূতিমাক্রুতৈঃ ।
 উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যানিরন্তবম্ ॥ ৬১
 পূর্বাতিপূর্বং সঙ্কাতুং সংস্কারেণ নিম্নোজ্য চ ।
 আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্ ॥ ৬২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর তাহারা সকলে অভীলাষ অনুসারে কাৰ্য্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা ও মদনের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান বহিল । ৫৪

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! পৃথিবীতে কেহই তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বর্ণন করিতে পারে না, যেহেতু তাঁহাবা বিশেষ তপোনিষ্ঠ । ৫৫

তাঁহাদিগের স্ত্রী পুত্র নাই, তাঁহারা সকলেই মাহাত্ম্য সন্ন্যাসী, সতত নিষ্পৃহ এবং উর্দ্ধরেতা । ৫৬

অনন্তর ব্রহ্মা মদনের নিকট পুনরায় যোগনিদ্রার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে বর্ণন কবিত্তে আরম্ভ করিলেন । ৫৭

যিনি অব্যক্তকে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনভাবে ব্যক্তরূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করেন, তাঁহার নাম বিদ্যুন্মায়া । ৫৮

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, অন্তর এবং অধোদেশে অবস্থিত হইয়া পুরুষকে তাহা হইতে পৃথক করিবার পর স্বয়ং অপসৃত হন, তাঁহাই নাম যোগনিদ্রা । ৫৯

যিনি যোগিগণের মন্ত্র-মন্ত্রোদ্ঘাটনে তৎপর, পবমানন্দস্বরূপা সত্ত্ববিদ্যা, তাঁহাকেই জগন্ময়ী বলা যায় । ৬০

গর্ভমধ্যে জীবের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলেও সে সূতিপবনে প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে যিনি তত্ত্বজ্ঞানশূন্য করেন, আর পূর্বপূর্ব জন্মের সংস্কার বলে আহারাদিকার্য্যে সতত প্রবৃত্ত করিয়া মোহ, মমতা ও সংশয় উৎপাদন করিয়া থাকেন । ৬১-৬২

ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্তা ক্ষিপ্তা পুনঃপুনঃ ।
 পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যাত্ত চিন্তায়ুক্তমহনিশম্ ॥ ৬৩
 আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা ।
 মহামায়েতি সা প্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥ ৬৪
 অহঙ্কারাদিসংস্কৃতসৃষ্টিপ্রভবভাবিনী ।
 উৎপত্তিরিতি লোকৈকঃ সা কথ্যতেহনন্তরূপিণী ॥ ৬৫
 উৎপন্নমঙ্কুরং বীজাদ্ যথাপো মেঘসম্ভবাঃ ।
 প্ররোহয়তি সা জন্তুংস্তথোৎপন্নান্ প্ররোহয়েৎ ।
 সা শক্তিঃ সৃষ্টিরূপা চ সর্বেষাং খ্যাতিরীশ্বরী ॥ ৬৬
 ক্ষমা ক্ষমাবতাং নিত্যং করুণা সা দয়াবতাম্ ।
 নিত্য্য সা নিত্যরূপেণ জগদগর্ভে প্রকাশতে ॥ ৬৭
 জ্যোতিঃস্বরূপেণ পরা ব্যক্তাব্যক্তপ্রকাশিনী ।
 সা যোগিনাং মুক্তিহেতুর্বিদ্যারূপেণ বৈষ্ণবী ॥ ৬৮
 সংসারিকাণাং সংসার-বন্ধহেতুর্বিপর্যয়া ।
 লক্ষ্মীরূপেণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া সূমনোহরা ।
 ত্রয়ীরূপেণ কণ্ঠস্থা সদা মম মনোভব ॥ ৬৯
 সর্বত্রস্থা সর্বগা দিব্যমূর্তি-
 নিত্য্য দেবী সর্বরূপা পরাখ্যা ।
 কৃষ্ণাদীনাং সর্বদা মোহমিত্রী
 সা স্ত্রীরূপৈঃ সর্বজন্তোঃ সমস্তাং ॥ ৭০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

যিনি জীবকে পুনঃপুনঃ ক্রোধ লোভ মোহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যেই
 চিন্তাকুল জীবকে নিরন্তর কামসাগরে নিক্ষেপ করত আমোদযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত
 করেন, তাঁহারই নাম মহামায়া । সেই শক্তিবলেই তিনি জগদীশ্বরী । ৬৩-৬৪
 মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টিকারণ বস্তুর উৎপত্তি-হেতু বলিয়া জগতে
 তাঁহাকে অনন্তরূপিণী উৎপত্তি শক্তি বলিয়া থাকে । ৬৫

যেমন বীজনিঃসৃত অঙ্কুরের ক্রমবিকাশ মেঘের জলে হয়, সেইরূপ তিনি
 উৎপন্ন জীবের ক্রম পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন । সেই সর্বসৃষ্টিকরাই সৃষ্টি-
 শক্তি ; তিনিই খ্যাতি, তিনিই ঈশ্বরী । ৬৬

তিনি ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের নিত্য ক্ষমা, তিনি দয়ালুদিগের দয়া ; সেই
 নিত্যদেবী জগতের অভ্যন্তরে নিত্যরূপে প্রকাশমান । ৬৭

সেই পরাংপর দেবী, জ্যোতিঃস্বরূপে ব্যক্ত-অব্যক্ত প্রকাশ করিতেছেন ;
 সেই বৈষ্ণবীই বিদ্যারূপে যোগিগণকে মুক্তি দিতেছেন । ৬৮

তিনিই আবার অবিদ্যারূপে সাংসারিকদিগকে সংসারবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ
 করিতেছেন, তিনিই লক্ষ্মীরূপে কৃষ্ণের সহচারিণী ইইয়া তাঁহার মনোহরণ
 করিতেছেন । হে মনোভব ! আমার কণ্ঠে তিনিই ত্রয়ীরূপে সতত অবস্থিত ।

৬৯

সেই দিব্য মূর্তি পরাংপর, সর্বত্রস্থায়িনী সর্বত্রগামিনী এবং সর্বময়ী,

সপ্তমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মা মহামায়া-স্বরূপং প্রতিপাদ্য চ ।
মদনায় পুনঃ প্রাহ যুক্তাসৌ হরমোহনে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

বিষ্ণুমায়া মহাদেবো যথা দারপরিগ্রহম্ ।
করিষ্যতি তথা কর্তুমঙ্গীকারং পুরাকরোং ॥ ২
সাবশ্যং দক্ষতনয়া ভূত্বা শস্তোর্মহাঘ্ননঃ ।
ভবিষ্যতি দ্বিতীয়েতি স্বয়মেবাবদং স্মর ॥ ৩
ত্বমেভিঃ স্বর্ণাণৈঃ সার্কিং রত্যাং চ মধুন্য সহ ।
যথেষ্টতি তথা দাবান্ গ্রহীত্বং কুরু শঙ্করঃ ॥ ৪
শস্তো গৃহীতদারে তু কৃতকৃত্য বয়ং স্মর ।
অবিচ্ছিন্না সৃষ্টিরিয়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তথাব্রবীদ্বিজশ্রেষ্ঠা লোকেশায় মনোভবঃ ।
মধুরং যৎ কৃতং তেন মহাদেবস্য মোহনে ॥ ৬

তিনি স্ত্রীরূপে নিখিল প্রাণীকেই সর্বতোভাবে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন,
অধিক কি তাঁহার প্রভাবে নারায়ণ প্রভৃতিও সর্বদা বিমোহিত । ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬

সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মা ও কামের কথোপকথন

শিবকে মোহিত করিতে প্রযত্নসম্পন্ন ব্রহ্মা এইরূপে মহামায়া-স্বরূপ বর্ণন
করিয়া মদনকে পুনরায় বলিলেন,—ইতিপূর্বে বিষ্ণুমায়া, মহাদেব যাহাতে
দারপরিগ্রহ করেন, তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছেন । ১-২

স্মর ! তিনি নিশ্চয়ই দাক্ষায়ণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাত্মা শঙ্কর সহ-
চারিণী হইবেন, একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন । ৩

শঙ্কর, যাহাতে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হন, এই নিজদলবল, রতি
এবং বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া তুমিও তাহা করিতে থাক । ৪

মদন ! শিব দারপরিগ্রহ করিলে আমরা কৃতকার্য হই, কেননা, তাহা
হইলে এই সৃষ্টি নিশ্চয়ই অবিচ্ছিন্নভাবে চলে । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর, মনোভব, মহাদেবকে
মোহিত করিতে তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা ব্রহ্মার নিকট
বলিতে লাগিলেন । ৬

মদন উবাচ—

শৃণু ব্রহ্মন্ যথাস্মাভিঃ ক্রিয়তে হরমোহনে ।
 প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বা তস্য তদগদতো মম ॥ ৭
 যদা সমাধিমাত্রিত্য স্থিতঃ শঙ্কুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 তদা সুগন্ধিবাতেন শীতলেন বিবেগিনা ॥ ৮
 তং বীজয়ামি লোকেশ নিতাং মোহনকারিণা ॥ ৮
 স্বসায়কাংস্তথা পঞ্চ সমাদায় শরাসনম্ ।
 ভ্রমামি তস্য সবিধে মোহয়ন্তুদগগনহম্ ॥ ৯
 সিদ্ধদ্বন্দ্বানহং তত্র রময়ামি দিবানিশম্ ।
 ভাবা হাবাশ্চ তে সর্বৈ প্রবিশন্তি চ তেহু বৈ ॥ ১০
 ময়ি প্রবিষ্টে সবিধে শম্ভোঃ প্রাণী পিতামহ !
 কো বা ন কুরুতে দ্বন্দ্ব-ভাবং তত্র মুহুর্মুহুঃ ॥ ১১
 মম প্রবেশমাত্রেণ তথা স্যুঃ সর্বজন্তবঃ ।
 ন শঙ্কুর্ন বৃষস্তস্য মানসীং বিক্রিয়াং গতৌ ॥ ১২
 যদা হি ভবতঃ প্রস্থং স যাতি প্রমথাদিপঃ ।
 তত্র গন্তা তদৈবাহং সরতিঃ সমধুর্বিবধে ॥ ১৩
 যদা মেরুং প্রযাত্যেষ যদা বা নাটকেশ্বরম্ ।
 কৈলাসং বা যদা যাতি তত্র গচ্ছামাহং তদা ॥ ১৪
 যদা ত্যক্তসমাধিস্তু হবন্তিষ্ঠতি বৈ ক্ষণম্ ।
 ততস্তস্য পুরশ্চক্রমিথুনং যোজয়াম্যহম্ ॥ ১৫

ব্রহ্মন্ ! আমরা শিবকে মোহিত করিতে তাঁহার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে
 যে সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা বলি, শ্রবণ করুন । ৭

যখন শিব সংযতচিত্তে সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, হে লোকেশ !
 তখন আমি মোহকের মৃদুমন্দ সুগন্ধ শীতল পবন দ্বারা তাঁহাকে নিরন্তর বীজন
 করি । ৮

আমি স্থায় পঞ্চবাণ এবং শরাসন গ্রহণ করিয়া তদীয়গণকে মোহিত করত
 তাঁহার সমীপ ভ্রমণ করি । ৯

তথায় আমি নিরন্তর, সিদ্ধমিথুনগণকে সুবত কার্য্যে ব্যাপৃত করিতেছি,
 সেই সমস্ত হাবভাবগণ, ক্রমে সেই সিদ্ধনরনারীগণে প্রবেশ করিতেছে । ১০

হে পিতামহ ! আমি শিবসমীপে গমন করিলে তত্রত্য কোন্ প্রাণী, বারং-
 বার মিথুনভাব না করিয়া থাকিতে পারে ? ১১

আমি প্রবিষ্ট হইবামাত্র তথাকার সকল প্রাণিবৃন্দই মুগ্ধ হইয়া থাকে,
 কেবল মহাদেব ও তাঁহার বৃষ মনোবিকার প্রাপ্ত হন না । ১২

যখন প্রমথপতি, হিমালয়প্রস্থে গমন করেন, বিধাতঃ । তখন আমিও রতি
 এবং বসন্ত সমভিব্যাহারে তথায় গমন করি । ১৩

যখন তিনি সুমেরু পর্বতে মন্দরপ্রস্থে বা কৈলাস পর্বতে গমন করেন,
 আমিও তখন তথায় গমন করি । ১৪

যখন শিব, ক্ষণকালের জন্য সমাধি ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন, তখন
 আমি তাঁহার সম্মুখে চক্রবাক-মিথুনকে মোহিত করি । ১৫

তচ্চক্রমুগলং ব্রহ্মন্ হাবভাবযুতং মুহুঃ ।
 নানাভাবেন কুরুতে দাম্পত্যং ক্রমমুক্তমম্ ॥ ১৬
 নীলকষ্ঠানপি মুহুঃ সজ্জায়ানপি তৎপুরঃ ।
 সম্মোহয়ামি সবিধে যুগানন্তাংশ্চ পক্ষিণঃ ॥ ১৭
 বিচিত্রভাবমাসাদ্য যদা প্রকুরুতে রতিম্ ।
 ময়ুরমিথুনং বীক্ষ্য তত্তদা বো ন চোৎসুকঃ ॥ ১৮
 যুগাশ্চ তৎপুরস্থাশ্চ স্বজায়াভিস্ত সোৎসুকাঃ ।
 অকুব্বন্ রুচিরং ভাবং তস্য পার্শ্বে পুরস্তদা ॥ ১৯
 অপশ্যন্ বিবরং নাশ্চ কদাচিদপি মচ্ছরঃ ।
 নিপাতাঃ স যদা দেহে তন্ময়া সর্বলোককৃৎ ॥ ২০
 বহুধা নিশ্চিতং জ্ঞাতং রামাসঙ্গাদৃতে হরম্ ।
 অলঙ্ক সম্মোহয়িতুং সমহায়েহপি নিম্ললম্ ॥ ২১
 মধুশ্চ কুরুতে কৰ্ম্ম যদ্যন্ত ঐ বিমোহনে ।
 তচ্ছগুণ মহাভাগ নিত্যং তস্যোচিতং পুনঃ ॥ ২২
 চম্পকান্ কেশরানাত্মান্ বরুণান্ পাটলাংস্তথা ।
 নাগকেশরপুন্নাগান্ কিংগুকান্ কেতকান্ ধবান্ ॥ ২৩
 মাধবীর্মল্লিকাঃ পর্ণধারান্ কুরুবকাংস্তথা ।
 উৎফুল্লয়তি তত্তস্য যত্র তিষ্ঠতি বৈ হরঃ ॥ ২৪
 সরাংস্যাৎফুল্লপদ্মানি বীজয়ন্ মলয়ানিলৈঃ ।
 সুগন্ধীকৃতবান্ যত্নাদতীৰ শঙ্করাশ্রমম্ ॥ ২৫

ব্রহ্মন্! সেই চক্রবাক-মিথুন, হাবভাব-সম্পন্ন হইয়া অনবরত নানারঙ্গে
 উত্তম দাম্পত্যপরিপাটি কবিত্তে থাকে । ১৬

হে বিধাতাঃ! আমি ময়ূব-ময়ুবীন্দ এবং অশ্বাশ্ব সস্ত্রীক পক্ষীদিগকেও
 তাঁহাব সম্মুখে সম্মোহিত করিয়া থাকি । ১৭

যখন ময়ুরমিথুন, বিচিত্রভাবে ক্রোড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা দেখিয়া
 কাহার মনে না উৎকণ্ঠা জন্মে ?

তখন তাহার সম্মুখবর্তী যুগগণ তাঁহাব পার্শ্বে ও সম্মুখে উৎসুক ভাবে স্ব স্ব
 রমণীসহ উপযুক্ত ভাব প্রকাশ করিতে থাকে । ১৮

হে সর্বলোককৃৎ! কিন্তু তাঁহার এমন হিদ্ৰ আমি কখন দেখিতে পাই না
 যে, তদীয় শরীবে শরক্ষিপ করিব । ২০

আমি অনেক দেগিয়া স্থির কবিয়াছি; রমণীসঙ্গ ব্যতীত মহাদেবকে
 মোহিত করিতে সমহায়ে চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হইব না । ২১

হে মহাভাগ! আবার বসন্ত তাঁহাকে মোহিত করিবার জন্ত আপনাব
 অনুরূপ যে কার্য্য নিতা করিতেছেন অত্চ ফলদায়ক হইতেছে না; তাহা শ্রবণ
 করুন ! ২২

যেখানে মহাদেব অবস্থিতি করেন, বসন্ত,—তথাকার চম্পক, বকুল, আত্ম,
 বরুণ, পাটল, নাগকেশর, পুন্নাগ, কেতক, কিংগুক, বক, মল্লিকা, মাধবী,
 পর্ণধারা ও কুরুবকশ্রেণীকে প্রফুল্ল কুসুমে ভূষিত করেন । ২৩-২৪

ফুল্লকমলময় সরোবরে মলয় পবন বহাইয়া শঙ্করনিকেতন যত্নসহকায়ে
 অতিশয় সদগন্ধযুক্ত করিয়া থাকেন । ২৫

লতাঃ সৰ্ব্বাঃ সুমনসঃ ফুল্পপাদপসঙ্কয়ান্ ।
 বৃক্ষান্ কুচিরভাবেন বেষ্ঠয়ন্তি স্ম তত্র চ ॥ ২৬
 তান্ বৃক্ষাংশ্চাক্রপুষ্পোঘাংশ্চৈব সুগন্ধিসমীরণৈঃ ।
 দৃষ্ট্বা কামবশং যাতো ন তত্র মুনিরপ্যত ॥ ২৭
 তদগণা অপি লোকেশ নানাভাবৈঃ সুশোভনৈঃ ।
 বসন্তি স্ম সুরা সিদ্ধা যে যে চাতিতপোধনাঃ ॥ ২৮
 ন তস্য পুনরস্মাভির্দৃষ্টং মোহস্য কারণম্ ।
 ভাবমাত্রং ন কুরুতে কামোৎসাহমপি শঙ্করঃ ॥ ২৯
 ইতি সৰ্ব্বমহং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা চ হরভাবনম্ ।
 বিমুখোহহং শঙ্কুমোহান্নিয়তং বা যয়া বিনা ॥ ৩০
 ইদানীং তদ্বচঃ শ্রুত্বা যোগনিদ্রোদিতং পুনঃ ।
 তস্যাঃ প্রভাবং শ্রুত্বাথ গগান্ দৃষ্ট্বা সহায়কান্ ॥ ৩১
 ভবানপি ত্রিলোকেশ যোগনিদ্রা শ্রুতং পুনঃ ।
 ভবেদ্যথা শঙ্কুজায়া তথৈব বিদধাত্মিয়ম্ ॥ ৩২
 যমানাং নিয়মানাক প্রাণায়ামস্য নিত্যশঃ ।
 আসনস্য মহেশস্য প্রত্যাহারস্য গোচরে ॥ ৩৩
 ধ্যানস্য ধারণায়াশ্চ সমাধিবিষয়সম্ভবম্ ।
 মন্ত্রে কর্তুং ন শক্যং স্যাৎপি মারশতৈরপি ॥ ৩৪

তথায় লতা সকল ফুল্লকুসুমশালিনী ও নবদলাক্ষুরে মগ্নিত হইয়া মনোহর-
 ভাবে তরুগণকে বেষ্ঠন করিয়া থাকে । ২৬

সেই সুগন্ধ সমীরণ বিকস্পিত সুন্দর-কুসুমময় পাদপবৃন্দ অবলোকন করিয়া
 কামবশ হয় নাই, এমন মুনিও তথায় নাই । ২৭

হে লোকেশ ! মহাদেবের গণ (দলবল), অমরবৃন্দ, সিদ্ধসঙ্ঘ, এবং
 যাহারা অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ, তাঁহারাও নানাভাবে সুশোভন ক্রীড়া করিতে
 থাকেন । ২৮

কিন্তু শঙ্করের মোহকাণ্ডে আমরা কিছুমাত্র দেখি নাই । অণুমাত্র কাম-
 ভাবও তাঁহার হয় না । ২৯

আমি এই সব দেখিয়া এবং শিবের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া মায়া ব্যতীত তাঁহাকে
 মোহিত করিবার চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছি । ৩০

আমি এখন আবার আপনার মুখে যোগনিদ্রার উক্তি ও তাঁহার প্রভাব
 শ্রবণ করিয়া এবং এই সকল গণ দর্শন করিয়া বোধ করিতেছি, সহায়সম্পন্ন
 হইলাম । আমি শঙ্কুকে মোহিত করিতে আবার উদ্যম করিতেছি । ৩১

হে ত্রিলোকনাথ ! যোগনিদ্রা যাহাতে শীঘ্র শিবের পত্নী হন, আপনি
 তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ যত্ন করুন । ৩২

মহেশ্বরের নিত্যসঙ্গী যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান,
 ধারণা, সমাধির বিষয়, এইরূপ শত শত মারগণ দ্বারাও হইবে না, ইহা আমি
 বুঝি । ৩৩-৩৪

তথাপ্যয়ং মারগণং করোতু, হরন্ত যোগাঙ্গবিকারবিঘ্নম্ ।
যদেব শক্যং কিম্ব বা সমর্থঃ; সমক্ষমন্ত্য ন কৰ্ত্তুমোজঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭

অষ্টমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাপি মদনম্বাচেদং বচঃ পুনঃ ।
নিশ্চিত্য যোগনিদ্রায়াঃ স্মৃজ্য বাক্যং তপোধনাঃ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

অবশ্যং শঙ্কুপত্নী সা যোগনিদ্রা ভবিষ্যতি ।
যথাশক্তি ভবাংস্তত্র করোত্বয়াঃ সহায়তাম্ ॥ ২
গচ্ছ ভুং স্বর্ণাণেঃ সার্কং যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ।
দ্রুতং মনোভব ত্বকু তৎ স্থানং মধুনা সহ ॥ ৩
রাত্রিন্দিবস্য তুর্যাংশং জগন্মোহয় নিত্যশঃ ।
ভাগত্রয়ং শঙ্কুপার্শ্বে তিষ্ঠ সার্কং গণৈঃ সদা ॥ ৪

তথাপি এই মারগণ যতটুকুই পারে, ততটুকু মহাদেবের যোগাঙ্গ বিঘ্ন সম্পাদন করুক্ । অপরের সমক্ষে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারুক না পারুক তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই । ৩৫

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়

দক্ষের প্রতি দেবীর বরদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে তপোধনগণ! অনন্তর ব্রহ্মাও যোগনিদ্রার কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়পূর্বক মদনকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—সেই যোগ-নিদ্রা অবশ্যই শিব-পত্নী হইবে। তুমিও তাঁহার যথাশক্তি সাহায্য কর । ১-২

হে মনোভব! শঙ্কর, যেখানে আছেন; তুমি নিজগণ ও বসন্তের সহিত সত্বর সেইখানে গমন কর । ৩

এখন প্রতি দিন দিবারাত্রের চারিভাগের একভাগ মাত্র জগৎ মোহিত করিতে থাক, আর অবশিষ্ট তিনভাগ সর্বদা সগণে শিব-সমীপে থাক । ৪

* “সমক্ষমন্ত্য ন কৰ্ত্তুমোজঃ” এই পাঠ বহুসম্মত । মূল্যের অনুবাদ এতদনুসারে হইয়াছে ।
“সমক্ষমন্ত্য” এই পাঠের অনুবাদ,—“অথবা ইহাঁর সমক্ষে ইহার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে না” ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তা সৰ্বলোকেশস্তত্ৰৈবান্তরধীয়ত ।
 শম্ভোঃ সকাশং মদনো গন্তবান্ সগণস্তদা ॥ ৫
 এতস্মিন্নন্তরে দক্ষশ্চিরং কালং তপোরতঃ ।
 নিয়মৈর্বহুভির্দেীমাবাধয়ত সুব্রতঃ ॥ ৬
 ততো নিয়মযুক্তস্য দক্ষস্য মুনিসত্তমাঃ ।
 যোগনিদ্রাং পূজয়তঃ প্রত্যক্ষমভবচ্ছিবা ॥ ৭
 ততঃ প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্ ।
 কৃতকৃত্যমথাগ্নানং মেনে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৮
 সিংহস্থাং কালিকাং কৃষ্ণাং পীনোতুঙ্গপয়োধবাম্ ।
 চতুর্ভুজাং চারুবক্ত্রাং নীলোংপলধরাং শুভাম্ ॥ ৯
 বরদাভয়দাং খড়্গহস্তাং সৰ্বগুণাৱিতাম্ ।
 আরক্তনয়নাং চাকমুস্তকেশাং মনোহরাম্ ॥ ১০
 দৃষ্ট্বা দক্ষোহথ তুষ্টাব মহামায়াং প্রজাপতিঃ ।
 প্রীত্য পরময়া যুক্তো বিনয়ানতকঙ্করঃ ॥ ১১

দক্ষ উবাচ—

আনন্দরূপিণীং দেবীং জগদানন্দকারিণীম্ ।
 সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপাং তাং সৌমি লক্ষ্মীং হরেঃ শুভাম্ ॥ ১২
 সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশেন যজ্জ্যোতিস্তত্ত্বমুত্তমম্ ।
 স্বপ্রকাশং জগদ্ধাম তত্ত্ববাংশং মহেশ্বরী ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সৰ্বলোক-পতি ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া সেইখানেই
 অন্তহিত হইলেন । তখন মদন নিজগণ সমভিব্যাহারে শস্ত্রসমিধানে গমন
 করিলেন । ৫

এদিকে সেই সময়ে সুব্রত দক্ষ, বহুকাল তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া বহু
 নিম্নমে দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন । ৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! দক্ষ নিয়মযোগে যোগনিদ্রার অর্চনা করিতে থাকিলে
 সেই সৰ্বমঙ্গলা তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন । ৭

অনন্তর, দক্ষপ্রজাপতি, জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনাকে
 কৃতার্থ বোধ করিলেন । ৮

সেই সিংহবাহিনী, ঘনঘটা-শ্যামলা সু-উচ্চ-পীন-পয়োধরা নীলোংপলধারিণী
 বরাভয়-দায়িনী চারু-বদনা চতুর্ভুজা খড়্গধারিণী সৰ্বগুণ-শালিনী আরক্তনয়না
 আলুলায়িত-রুচির-কুণ্ডলা মনোহারিণী সৰ্বমঙ্গলা মহামায়াকে দেখিয়া প্রজা-
 পতি দক্ষ বিনয়নস্ত্র-কঙ্করে পরম প্রীতিসহকারে তাঁহার স্তব কবিত্তে লাগিলেন ।
 ৯-১১

তুমি জগতের আনন্দকারিণী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপা আনন্দময়ী দেবী ; তুমি
 মঙ্গলময়ী, নারায়ণের লক্ষ্মী, তোমাকে স্তব করি । ১২

জগতের আশ্রয়, স্বপ্রকাশ সত্ত্বময় জ্যোতিঃস্বরূপ যে পরম তত্ত্ব, হে মহেশ্বরী !
 তাহা তোমারই অংশ । ১৩

রজোগুণাতিরেকেন যৎ কামম্ভ প্রকাশনম্ ।
 রাগম্বরূপং মধ্যস্থং তত্ত্ববাংশাংশং জগন্ময়ি ।
 তমোগুণাতিরেকেন যদ্যন্যোহপ্রকাশনম্ ।
 আচ্ছাদনং চেতনানাং তন্তে চাংশাংশগোচরম্ ॥ ১৪
 পরা পরাশ্রিকা শুদ্ধা নির্মলা লোকমোহিনী ।
 ত্বং ত্রিরূপা ত্রয়ী কীৰ্ত্তিবীৰ্ত্তাশ্চ জগতো গতিঃ ॥ ১৫
 বিভক্তি মাধবো ধাত্রীং যয়া মূর্ত্ত্য। নিজোৎসয়া ।
 সা মূর্ত্তিস্তব সৰ্ব্বেষাং জগতামুপকারিণী ॥ ১৬
 মহানুভাবা ত্বং বিশ্বশক্তিঃ সৃষ্টাপরাজিতা ।
 যদুজ্জ্বলানিরোধেন ব্যজ্যতে পবনৈঃ পরম্ ॥ ১৭
 তজ্জ্যোতিস্তব মাত্রার্থে সাত্ত্বিকং ভাবসম্মতম্ ।
 যদ্যোগিনো নিরালম্বং নিষ্কলং নির্মলং পরম্ ॥ ১৮
 আলম্বয়ন্তি তত্ত্বং ব্রহ্মসর্গাচরন্ত তৎ ।
 যা প্রসিদ্ধা চ কুটস্থা সূপ্রসিদ্ধাতিনির্মলা ।
 সা জ্ঞপ্তিস্তুম্ভিপ্রপঞ্চা প্রপঞ্চাপি প্রকাশিকা ॥ ১৯
 ত্বং বিদ্যা তুমবিদ্যা চ তুমালম্বা নিরাশ্রয়া ।
 প্রপঞ্চরূপা জগতামাশিস্তুম্ভীশ্বরী ॥ ২০
 ব্রহ্মকণ্ঠালয়া শুদ্ধা বায়ানী যা প্রণীয়তে ।
 বেদ-প্রকাশনপরা সা ত্বং বিশ্বপ্রকাশিনী ॥ ২১

হে জগন্ময়ি ! রজোগুণের আধিক্যে যে কামপ্রকাশক, মধ্যাবস্থিত রাগ উপপন্ন হয়, তাহা তোমার অংশাংশ । তমোগুণের আধিক্যে চেতনগুণের আবরণ-কারক যে মোহের আবির্ভাব হয়, তাহাও তোমার অংশাংশ-সম্ভূত । ১৪

তুমি লোক-মোহিনী নির্মলা বিশুদ্ধরূপা পরাংপরা ; তুমি ত্রিরূপা অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা বা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর-স্বরূপা, স্বয়ং যজুঃ সামবেদ তোমার মূর্ত্তি, তুমি এ বিপন্ন জগতের একমাত্র গতি । ১৫

মাধব যে নিজ মূর্ত্তি দ্বাবা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সর্বজগতের উপকার-কারিণী সেই মূর্ত্তি তোমারই । তুমি সৃষ্টা অপরাজিতা মহাপ্রভাবশালিনী বিশ্বশক্তি, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধ ও অধোভাগ আবরণ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই বিশ্বমধ্যে বায়ু বহিয়া থাকে । ১৬-১৭

হে পরম-মাত্রাক্রপণি ! নিখিল পদার্থের উপপত্তি হেতু সত্ত্বময় নিরালম্ব নিষ্কল নির্মল যে পরম জ্যোতিকে যোগিগণ চিন্তা করেন, সেই তত্ত্বও তোমার অন্তর্গোচর । ১৮

বুদ্ধি, প্রসিদ্ধও বটে, অপ্রসিদ্ধও বটে । কার্য্য দেখিয়া বুদ্ধিব অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাই প্রসিদ্ধ ; সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা যায় না, তাই অপ্রসিদ্ধ ; বুদ্ধি যোগহৃদয়ে প্রপঞ্চ-শূন্য, আর সংসারহৃদয়ে প্রপঞ্চবর্তী অর্থাৎ তুমি বহুশাখাবিত্তা প্রসিদ্ধা অপ্রসিদ্ধা প্রপঞ্চশূন্যা প্রপঞ্চবর্তী বজ্রগ্রাহিণী জনগণের হৃদয়মধ্যে অবস্থিতা নির্মল-স্বরূপা বুদ্ধি । ১৯

তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সাবলম্বা, তুমিই নিরবলম্ব, তুমি জগৎ-প্রপঞ্চময়ী আদ্যাশক্তি তুমিই জগদীশ্বরী । ২০

তুমিস্ত্বং তথা স্বাহা ত্বং স্বধা পিতৃভিঃ সহ ।
 ত্বং নভস্ত্বং কালরূপা ত্বং কাষ্ঠা ত্বং বহিষ্কৃতা ॥ ২২
 তুমচিস্ত্যা তুমব্যাক্তা তথানির্দেশরূপিণী ।
 ত্বং কালরাত্রিস্ত্বং শাস্তা ত্বমেব প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩
 যন্ত্যাঃ সংসারলোকানাং পরিত্রাণায় যত্নহিঃ ।
 রূপং জ্ঞানন্তি ধাত্রাদ্যাস্তদ্ব্যং জ্ঞাস্যন্তি কে পরাম্ ॥ ২৪
 প্রসীদ ভগবত্যস্ব প্রসীদ যোগরূপিণি ।
 প্রসীদ ঘোররূপে ত্বং জগন্ময়ি নমোহস্ত তে ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতা মহামায়া দক্ষং প্রযতাম্মনা ।
 উবাচ দক্ষং জ্ঞাত্বাপি স্বয়ং তস্মৈক্ষি তং দ্বিজাঃ ॥ ২৬

ভগবতুবাচ—

তুষ্ঠাহং দক্ষ ভবতো মন্তুক্তা হনয়া ভূশম্ ।
 ববং বৃণীষ চাভীষ্টং তন্তে দাস্যামি তং স্বয়ম্ ॥ ২৭
 নিয়মেন তপোভিচ্চ স্তুতিভিস্তে প্রজাপতে ।
 অত এব তুষ্ঠা দাস্যেহং বরং বরয় বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮

দক্ষ উবাচ—

জগন্ময়ি মহামায়ে যদি ত্বং বরদা মম ।
 স্তদা মম সূতা ভূত্বা হবজায়া ভবাধুনা ॥ ২৯

যিনি সরস্বতী নামে আখ্যাত হন, তুমি সেই বিরিক্তিকণ্ঠবাসিনী বেদ-
 প্রকাশিনী ব্রহ্মাণ্ডোন্মাসিনী বাণী । ২১

তুমি অগ্নি, তুমি স্বাহা ; তুমি পিতৃগণ, তুমি স্বধা , তুমি আকাশ, তুমি
 কাল, তুমি দিক্, তুমিই বাহুবিশয় । ২২

তুমি অচিন্ত্যা, তুমি অব্যাক্তা, তুমি অনির্দেশরূপা, তুমি কালরাত্রি, তুমি
 শাস্তা, তুমিই পরমা প্রকৃতি । ২৩

সংসারস্থ জীবগণের পরিত্রাণের জন্ম তুমি যে বাহুরূপ ধারণ করিয়াছ,
 তাহাই ব্রহ্মা প্রভৃতি অবগত আছেন, কিন্তু পবাপররূপিণী তোমাকে কে
 জানিতে পারে ? ২৪

মা ভগবতি ! প্রসন্ন হও ; হে সৌম্যরূপে ! প্রসন্ন হও ; হে ঘোররূপিণি !
 প্রসন্ন হও ; হে জগন্ময়ি ! তোমাকে নমস্কার । ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে দ্বিজগণ ! মহাত্মা দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে,
 মহামায়া, তাঁহার অভিসন্ধি স্বয়ং অবগত থাকিয়াও তাঁহাকে বলিলেন,—দক্ষ
 তোমার এই পরমভক্তি দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি । তুমি অভিলষিত
 বর প্রার্থনা কর,—আমি স্বয়ং তাহা দিতেছি । ২৬-২৭

প্রজাপতে ! তোমার নিয়ম, তপস্যা ও স্তবের দ্বারা আমি অতীব সন্তুষ্ট
 হইয়াছি । তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,—আমি প্রদান করিব । ২৮

দক্ষ বলিলেন,—হে জগন্ময়ি ! হে মহামায়ে ! যদি আমাকে বর প্রদান

মমৈষ ন বরো দেবি কেবলং জগতামপি ।
লোকেশস্য তথা বিষ্ণোঃ শিবস্ত্যাপি প্রজেশ্বরী ॥ ৩০

দেব্যাবাচ—

অহং তব সূতা ভূতা ভুজ্জায়ায়াং সমুদ্ভবা ।
হরজায়া ভবিষ্যামি ন চিরাত্তু প্রজাপতে ॥ ৩১
যদা ভবান্ময়ি পুনর্ভবেন্দ্রান্দাদরস্তদা ।
দেহং ত্যক্ষ্যামি সপদি সুখিতপাথ বেতরা ॥ ৩২
এষ দত্তস্তব বরঃ প্রতিসর্গং প্রজাপতে ।
অহং তব সূতা ভূতা ভবিষ্যামি হরপ্রিয়া ॥ ৩৩
তথা সম্মোহয়িত্বামি মহাদেবং প্রজাপতে ।
প্রতিসঙ্গং যথা মোহং সম্প্রাপ্সাতি নিরাকুলম্ ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা মহামায়া দক্ষং মুখ্যং প্রজাপতিম্ ।
অন্তর্দধে ততো দেবী সমাগ্ দক্ষস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৫
অন্তর্হিতায়াং মায়ায়াং দক্ষোহপি নিজমাশ্রমম্ ।
জগাম লেভে চ মুদং ভবিষ্যতি সূতেতি সা ॥ ৩৬
তত্র চক্রে প্রজোৎপাদং বিনা স্ত্রীসঙ্গমেন চ ।
সঙ্কল্লাবির্ভবাভ্যাস্ত মনসা চিন্তনেন চ ॥ ৩৭

করা হয়, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যে, তুমি অবিলম্বে আমার কন্যা হইয়া শিবপত্নী হইবে। ২৯

হে দেবী! প্রজেশ্বরী! এই বর কেবল একা আমার পক্ষে নহে, কিন্তু এই জগতের—অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও পক্ষে জানিবে। ৩০

দেবী বলিলেন,—হে প্রজাপতে! আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহধর্মিণী হইব। ৩১

যখন তুমি আমার প্রতি শিখিন্দ্রাদর হইবে, তখন আমি তৎক্ষণাৎ দেহ-ত্যাগ করিব; আর যদি আদর শৈথিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিন সুখে থাকিব। ৩২

হে প্রজাপতে! আমি প্রতি সৃষ্টিতেই তোমার কন্যা হইয়া মহাদেবের প্রিয়সী হইব, এই বর তোমাকে দিলাম। ৩৩

প্রজাপতে! আকুলতা-শূন্য মহাদেব, বাহাতে যতবার মিলন হইবে, তত-বারই মোহিত হন তাহা করিব।* ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহামায়া প্রজাপতি প্রধান দক্ষকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৫

মহামায়া অন্তর্হিতা হইলে দক্ষও আপন আশ্রমে গমন করিলেন, আর মহামায়া কন্যা হইবেন মনে করিয়া বড়ই আত্মাদিত হইলেন। অনন্তর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেই সঙ্কল্প, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। ৩৬-৩৭

* “প্রতিসঙ্গং” এই পাঠ বহুসম্মত। এই পাঠের অর্থ উপরে লিখিত হইল। “প্রতিসর্গং” পাঠের অর্থ—“মহাদেব বাহাতে প্রতি সৃষ্টিতেই মোহিত হন।”

তত্র যে তনয়া জাতা বহশো দ্বিজসত্তমাঃ ।
 তে নারদোপদেশেন ভ্রমন্তি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩৮
 পুনঃপুনঃ সূতা যে যে তস্য জাতাঃ সহস্রশঃ ।
 তে সৰ্কে ভ্রাতৃপদবীং যযূর্নারদবাক্যতঃ ॥ ৩৯
 পৃথিব্যাং সৃষ্টিকর্তারঃ সৰ্কে যুয়ং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 পশুধ্বং পৃথিবীং কৃৎস্নামুপাস্তপ্রান্তমায়তাম্ ॥ ৪০
 ইতি নারদবাক্যেন নোদিতা দক্ষপুত্রকাঃ ।
 অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে ভ্রমন্তঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৪১
 ততঃ সমুপাদয়িতুং প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ ।
 উপযেমে বীরণস্য তনয়াম্ দক্ষঈপ্সিতাম্ ॥ ৪২
 বীরিণী নাম তস্মাস্তু অসক্ৰীত্যপি সত্তমাঃ ।
 তস্যাং প্রথমসঙ্কল্পো যদা ভূতঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৪৩
 সদ্যো জাতা মহামায়া তদা তস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 তস্যাং তু জাতমাত্রায়াং সুপ্রীতোহভূৎ প্রজাপতিঃ ।
 সৈবৈষেতি তদা মেনে তাং দৃষ্ট্বা তেজসোজ্জ্বলাম্ ॥ ৪৪
 বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মেঘাশ্চ বরষ্বর্জ্জলম্ ।
 দিশঃ শাস্তাস্তদা তস্যাং জাতায়াঞ্চ সমুদগতাঃ ॥ ৪৫
 অবাদয়ন্তুস্তদিশাঃ শুভবাদ্যং বিদ্যদগতাঃ ।
 জঙ্ঘলুশ্চাগ্নয়ঃ শাস্তাস্তস্যাং সত্যং নরোত্তমাঃ ॥ ৪৬
 বীরণ্যালক্ষিতো দক্ষস্তাং দৃষ্ট্বা জগদীশ্বরীম্ ।
 বিষ্ণুমায়াং মহামায়াং তোষয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! এরূপে তাঁহার যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহারা নারদের উপদেশ ক্রমে এই পৃথিবী পর্য্যটন কবিত্তে লাগিল । ৩৮

দক্ষের পুনঃপুনঃ সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইতে লাগিল ; তাহারা সকলেই নারদের বাক্যে পূর্বজাত ভ্রাতৃগণের পদবী অনুসরণ করিল । ৩৯

হে দ্বিজোত্তমগণ ! তোমরা সকলেই ভূমণ্ডলের এক এক জন সৃষ্টিকর্তা ; অতএব এই বিস্তৃত ভূভাগের উপাস্তপ্রান্ত একবার সম্পূর্ণরূপে দেখ । ৪০

দক্ষতনয়গণ নারদের এই কথায় প্রেরিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন, আজিও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না । ৪১

অনন্তর, দক্ষ, মৈথুনধর্ম্মে প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপা বীরণতনয়াকে বিবাহ করিলেন । ৪২

হে সাধু-প্রধানগণ ! তাহার নাম বীরিণী এবং অসিক্ৰী, হে দ্বিজোত্তমগণ ! দক্ষ প্রজাপতির তাঁহাতে প্রথম সঙ্কল্প হইল ; অর্থাৎ ইহাঁর গর্ভে সন্তান হউক, এই প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাঁহার গর্ভে সদ্য মহামায়া উৎপন্ন হইলেন । তিনি উৎপন্ন হইবামাত্র প্রজাপতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সেই দৃহিতার উজ্জ্বল তেজ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই মহামায়া । ৪৩-৪৪

তিনি উৎপন্ন হইলে, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; মেঘমালা বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল ; দিগ্ভাণ্ডল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল । ৪৫

দেবগণ, নভস্তলে অবস্থিত হইয়া মঙ্গল বাদ্য বাজাইলেন । হে নরোত্তম-গণ ! তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে নির্বাণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল । ৪৬-৪৭

দক্ষ উবাচ—

শিবা শান্তা মহামায়ী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী ।
 যা প্রোচ্যতে বিষ্ণুমায়ী তাং নমামি সনাতনীম্ ॥ ৪৮
 যয়া ধাতা জগৎসৃষ্টৌ নিযুক্তস্তাং পুরাকরোং ।
 স্থিতিক বিষ্ণুরকরোদ্ যন্নিয়োগাজ্জগৎপতিঃ ।
 শত্ভুরন্তং ততো দেবীং ত্বাং নমামি মহীয়সীম্ ॥ ৪৯
 বিকাররহিতাং শুদ্ধামপ্রমেয়াং প্রভাবতীম্ ।
 প্রমাণমানমেয়াখ্যাং প্রণমামি সুখাঙ্ঘিকাম্ ॥ ৫০
 যন্ত্ৰাং বিচিন্তয়েদেবীং বিদ্যাবিদ্যাঙ্ঘিকাং পরাম্ ।
 তস্য ভোগ্যঞ্চ মুক্তিঞ্চ সদা করতলে স্থিতা ॥ ৫১
 যন্ত্ৰাং প্রত্যক্ষতো দেবীং সৰ্ব্বং পশ্যতি পাবনীম্ ।
 তদ্যাবশ্যং ভবেদ্ব্যক্তি-বিদ্যাবিদ্যাপ্রকাশিকাম্ ॥ ৫২
 যোগনিদ্রে মহামায়ে বিষ্ণুমায়ৈ জগন্ময়ি ।
 যা প্রমাণার্থসম্পন্না চেতনা সা তব্যাঙ্ঘিকা ॥ ৫৩
 যে স্তবস্তি জগন্মাতর্ভবতীমগ্নিকেতি চ ।
 জগন্ময়ীতি মায়েতি সর্বং তেষাং ভবিষ্যতি ॥ ৫৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতা জগন্মাতা দক্ষেণ সুমহাশ্রনা ।
 তথোবাচ তদা দক্ষং যথা মাতা শ্লোতি ন ॥ ৫৫

দক্ষ সেই মহামায়া জগদীশ্বরী বিষ্ণুমায়াকে দেখিয়া বীরিশীর অলক্ষ্যে
 যথাশক্তি তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে যত্নশীল হইলেন । ৪৭

দক্ষ বলিলেন,—বিষ্ণু যাঁহাকে শিবা, শান্তা, যোগনিদ্রা এবং জগন্ময়ী
 বলেন, সেই নিত্যরূপাকে প্রণাম করি । ৪৮

বিধাতা যাঁহার নিয়োগে জগৎ সৃষ্টি কবিয়াছেন, জগৎপতি বিষ্ণু যাঁহার
 আদেশ পালন করিতে তৎপর, যাঁহাব অজ্ঞায় রুদ্র সংহারকারী, সেই মহীয়সী
 দেবীকে নমস্কার করি । ৪৯

নির্বিকারা, নির্খলা, অপ্রমেয়া, প্রমা-প্রমাণ-প্রমেয়রূপিণী প্রমাবতী
 সুখাঙ্ঘিকা দেবীকে প্রণাম করি । ৫০

যে ব্যক্তি বিদ্যা-অবিদ্যারূপিণী পরাংপরী ভোমাকে ধ্যান করে, ভোগ ও
 মুক্তি তাঁহার করতলস্থ । ৫১

যে ব্যক্তি, বিদ্যা-অবিদ্যা-প্রকাশিনী পবিত্রতা-কারিণী ভোমাকে একবারও
 প্রত্যক্ষ অবলোকন করে অবশ্য তাহার মুক্তি হয় । ৫২

হে যোগনিদ্রে ! মহামায়ে ! হে জগন্ময়ি ! বিষ্ণুমায়ৈ ! প্রমাণ-প্রমেয়-বতী
 চিৎশক্তিমাত্রেই ভোমার অংশ । ৫৩

জগদম্বৈ । যাহারা আপনাকে অঙ্ঘিকা, জগন্ময়ী এবং মায়ী বলিয়া স্তব
 করে, তাহাদিগের সকলই হয় । ৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাশ্রা দক্ষ, জগদম্বার এইরূপ স্তব করিলে, মা
 যাহাতে শুনিতে না পান এইরূপ ভাবে তিনি দক্ষকে বলিতে লাগিলেন । ৫৫

সম্মোহ সর্বং তদ্রস্থং যথা দক্ষঃ শৃণোতি তৎ ।
নাশ্চঃ শৃণোতি চ তথা মায়ায়াহ তদাশ্বিকা ॥ ৫৬

দেব্যাবাচ—

অহমারাধিতা পূর্বং যদর্থং মুনিসত্তম ।
ঈপ্সিতং তব সিদ্ধং তদবধারয় সাম্প্রতম্ ॥ ৫৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা তদা দেবী দক্ষঞ্চ নিজমায়ায়া ।
আস্থায় শৈশবং ভাবং জনন্যঙ্কে রুরোদ সা ॥ ৫৮
ততস্তাং বীবিণী যত্নাং সুসংস্কৃত্য যথোচিতম্ ।
শিশুপালেন বিধিনা তস্মৈ স্তন্যাদিকং দদৌ ॥ ৫৯
পালিতা সাথ বীরিণ্যা দক্ষেন সুমহাঅনা ।
ববুধে গুরুপক্ষ্য নিশানাথো যথারহম্ ॥ ৬০
তস্মাস্ত সদ্গুণাঃ সর্বৈ বিবিশুর্দ্বিজসত্তমাঃ ।
শৈশবেহপি যথা চন্দ্ৰে কলাঃ সর্বা মনোহরাঃ ॥ ৬১
রেমে সা নিজভাবেন সখীমধ্যগতা যদা ।
তদা লিখতি ভর্গস্য প্রতিমামবহং মুহুঃ ॥ ৬২
যদা গায়তি গীতানি তদা বাল্যোচিতানি সা ।
উগ্রং স্থাণুং হরং রুদ্রং সস্মার স্মরমানসা ॥ ৬৩
তস্যাশ্চক্রে নাম দক্ষঃ সতীতি দ্বিজসত্তমাঃ ।
প্রশস্তায়াঃ সর্বগুণৈঃ সত্বাদপি নয়াদপি ॥ ৬৪

তখন অশ্বিকা, কেবল দক্ষ শুনিতে পান ও অপরে শুনিতে না পায় এইরূপ ভাবে তদ্রস্থ জনগণকে মোহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—হে মুনিবর ! তুমি পূর্বে যে কার্যের জন্য আমাকে আরাধনা করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিলষিত কার্য সিদ্ধ হইয়াছে ; এখন সময় মত অবধাবণ কর । ৫৬-৫৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন দেবী এই কথা বলিয়া দক্ষকেও নিজ মায়ায় আচ্ছন্ন করিলেন ; আপনি শৈশবভাব অবস্থান করিয়া জননী-পার্শ্বে রোদন করিতে লাগিলেন । ৫৮

অনন্তর, বীবিণী, সযত্নে যথোচিত ভাবে মুখ চক্ষু প্রভৃতি মার্জনা করিয়া দিয়া শিশুপালন-বিধি-অনুসারে তাঁহাকে স্তন্যপানাদি করাইতে লাগিলেন । ৫৯

তিনি বীরিণী ও মহাআ দক্ষকর্তৃক পালিত হইয়া গুরুপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ৬০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! যেমন সমস্ত মনোহর কলা চন্দ্ৰে প্রবেশ করে, সেইরূপ তদীয় গুণাবলী শৈশবেই তাঁহাতে দেখা দিল । ৬১

যখন তিনি, সখীমধ্যে নিজ ভাবে ক্রোড়া করিতেন, তখনই নিরন্তর মহাদেবের প্রতিমূর্তি লিখিতেন । ৬২

যখন তিনি বাল্যোচিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন অশ্ব কথার পরিবর্তে উগ্র, স্থাণু, হর, রুদ্র, স্মরশাসন—এই সকল কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে আসিত । ৬৩

ববুধে দক্ষবীরিণোঃ প্রভাহং করুণাতুলা ।
 তস্যাং বালোহপি ভক্তাস্যাং তয়োনিত্যং মুহুর্নুহঃ ॥ ৬৫
 সর্বকান্তগুণাক্রান্তা সদা সা নয়শালিনী ।
 তোষস্নানাস পিতরৌ নিত্যং নিত্যং নরোত্তমাঃ ॥ ৬৬
 অথৈকদা পিতৃঃপার্শ্বে তিষ্ঠন্তীং তাং সতীং বিধিঃ ।
 নারদশচ দদর্শাথ রত্নভূতাং ক্ষিতৌ শুভাম্ ॥ ৬৭
 সাপি তো বীক্ষ্য মুদিতা বিনয়াবনতা তদা ।
 প্রণনাম সতী দেবং ব্রহ্মাণমথ নারদম্ ॥ ৬৮
 প্রণামান্তে সতীং বীক্ষ্য বিনয়াবনতাং বিধিঃ ।
 নারদশচ তথৈবাতীর্কবাদমেতমুবাচ হ ।
 ভ্রামেব যঃ কাময়তে যং ত্বং কাময়সে পতিম্ ।
 তমাপ্নুহি পতিং দেবং সর্বজ্ঞং জগদীশ্বরম্ ॥ ৬৯
 যো নাগাং জগৃহে নাপি গৃহ্নাতি ন গ্রহাচ্ছতি ।
 জায়াং স তে পতিভূঁয়াদনন্তসদৃশঃ শুভে ॥ ৭০
 ইতুক্ত্বা সুচিরং ভৌ তু স্থিত্বা দক্ষাশ্রমে পুনঃ ।
 বিসৃষ্টৌ তেন সংযাতৌ স্বস্থানং দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেহষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮

হে দ্বিজববগণ ! সর্বগুণে গুণবতী প্রশংসাপাত্রী সেই দুহিতার সত্তা অর্থাৎ সাধুতা ও নীতিপরায়ণতা দেখিয়া দক্ষ 'সতী' নাম রাখিলেন । ৬৪

বাংলাকালেও নিত্য-ভক্তিমতী সেই দুহিতার প্রতি, দক্ষ এবং বীরিণীর অনু-
 পম বাৎসল্য প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বাড়িতে লাগিল । ৬৫

হে দ্বিজোত্তমগণ ! শৈশবোচিত সকল গুণে গুণবতী সতত নীতিপরায়ণা
 সেই দুহিতা, মাতাপিতাকে নিয়ত সন্তুষ্ট করিতেন । ৬৬

অনন্তর একদা তিনি পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা ও
 নারদ ভূমণ্ডলের রত্নভূতা সেই কণাটিকে দেখিতে আসিলেন । ৬৭

সতীও,—ব্রহ্মা এবং নারদকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সবিনয়ে প্রণাম করিলেন ।
 ৬৮

বিধি-নারদ, প্রণামের পর বিনয়াবনতা সতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত এই
 আশীর্বাদ করিলেন,—যিনি তোমাকে কামনা করিতেছেন, আর তুমি যাহাকে
 পতি করিতে অভিলাষিনী ; সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর তোমার পতি হউন । ৬৯

হে কল্যাণি ! যিনি তোমা ব্যতীত অপব রমণী গ্রহণ করেন নাই, করেন
 না এবং করিবেন না, তোমার সেই অনন্তসদৃশ পতি-লাভ হউক । ৭০

হে দ্বিজববগণ ! তাঁহারা এই কথা বলিয়া অনেকক্ষণ দক্ষালয়ে অবস্থিতি
 করিলেন, তৎপরে দক্ষের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন । ৭১

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

নবমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বালাং বভীত্যা সা প্রাপ যৌবনং শোভনং ততঃ ।
 অতীব রূপেণাজ্জেন সৰ্ব্বাঙ্গসুমনোহরা ॥ ১
 তাং বীক্ষ্য দক্ষো লোকেশঃ প্রোক্তিমান্তৰ্কষঃ-স্থিতাম্ ।
 চিন্তয়ামাস ভৰ্গায় কথং দাস্ত ইমাং সূতাম্ ॥ ২
 অথ সাপি স্বয়ং ভৰ্গং প্রাপ্তুমৈচ্ছত্তদাম্বহম্ ।
 আরাধয়ামাস চ তং গৃহে মাতুরনুজ্ঞয়া ॥ ৩
 আশ্বিনে নন্দকান্যায়ং লবণৈঃ সপ্তডোদনৈঃ ।
 পূজয়িত্বা হরং পশ্চাদ্ববন্দে সা নিনায় তং ॥ ৪
 কাৰ্ত্তিকস্য চতুৰ্দশ্যাং সাপুটৈঃ পায়সৈর্হরম্ ।
 সমাকীৰ্ণৈঃ সমারাম্য সন্মার পরমেশ্বরম্ ॥ ৫
 কৃষ্ণাষ্টম্যাং মার্গশীর্ষে সতিলৈঃ সহবোদনৈঃ ।
 পূজয়িত্বা হরং নৌলৈর্নিনায় দিবসং পুনঃ ॥ ৬
 পৌষে তু কৃষ্ণসপ্তম্যাং কৃত্বা জাগরণং নিশি ।
 অপূজয়চ্ছিবং প্রাতঃ কুসরান্নেন সা সতী ॥ ৭
 মাঘস্য পৌর্ণমাস্যাস্ত কৃত্বা জাগরণং নিশি ।
 আর্দ্রবস্ত্রা নদীতীরে হৃকরোদ্ধরপূজনম্ ॥ ৮

দাক্ষায়ণীর ব্রত

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর সতী, শৈশব অতিক্রম করিয়া শোভন যৌবনে পদার্পণ করিলেন । ১

তখন সেই সহজ-সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী'র অঙ্গে রূপবাশি দ্বিগুণ উথলিয়া পড়িল । প্রজাপতি দক্ষ দুহিতাকে প্রাকৃত-যৌবনা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,— এই কন্যাকে মহাদেবের হস্তে সম্প্রদান করিব কিরূপে ? ২

অনন্তর, সতী আপনিও, মহাদেবকে পাইবার আশয়ে, মাতৃ-আদেশে গৃহস্থিত চিত্রিত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন । ৩

আশ্বিন মাসের নন্দকান্যায়ী অষ্টমীতে গুড়োদন ও লবণদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া বন্দনা করিতে লাগিলেন, এইরূপে সেইদিন অতিবাহিত করিলেন । ৪

কার্ত্তিক মাসের চতুৰ্দশীতে বিবিধ পায়স পিষ্টক দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । ৫

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে যবোদন ও তিল দ্বারা দেবাদি-দেবের আরাধনা করিয়া সেইদিন অতিবাহিত করিলেন । ৬

সেই সতী, পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীনিশাতে জাগরণাদি করিয়া প্রাতঃকালে কুসরান্ন (তিল-মুগা-সিদ্ধ ওদন) দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন । ৭

তিনি মাঘমাসের পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মজাগরণ করিয়া নদীতীরে আর্দ্র-বসনে শিবপূজা করিলেন । ৮

নানাবিধৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈঃ সম্যক্ তৎকালসম্ভবৈঃ ।
 চকার নিয়তাহারং তং মাসং হরমনসা ॥ ৯
 চতুর্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে তপস্যশ্চ বিশেষতঃ ।
 কৃত্বা জাগরণং দেবং বিদ্বপত্রৈরপূজয়েৎ ॥ ১০
 চৈত্রে শুক্লচতুর্দশ্যাং পালাশৈঃ কুসুমৈঃ শিবম্ ।
 অপূজয়দ্দিবা রাত্রৌ তং স্মরন্তা নিনায় তম্ ॥ ১১
 বৈশাখ্য তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং সযবোদনৈঃ ।
 পূজয়িত্বা হরং দেবং হবৈর্মাসং চরন্তান্ ।
 নিনায় সা নিরাহারা স্মরন্তী বৃষবাহনম্ ॥ ১২
 জ্যৈষ্ঠ্য পূর্ণিমারাত্রৌ সম্পূজ্য বৃষবাহনম্ ।
 বসনৈর্বৃহতীপুষ্পৈর্নিরাহারা নিনায় তাম্ ॥ ১৩
 আষাঢ়্য চতুর্দশ্যাং শুক্লায়াং কৃন্তিবাসসঃ ।
 বৃহতীকুসুমৈঃ পূজ্য দেবশ্যাকারি বৈ তস্মা ॥ ১৪
 শ্রাবণ্য সিতাষ্টিম্যাং চতুর্দশ্যাঞ্চ সা শিবম্ ।
 যজ্ঞোপবাতৈর্বাসোভিঃ পবিত্রৈরপ্যপূজয়েৎ ॥ ১৫
 ভাদ্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং পুষ্পৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ ।
 সম্পূজ্যাত্ চতুর্দশ্যাং চকার জলভোজনম্ ॥ ১৬
 ইতি ব্রতং যদারকং পূবা সত্যো তদৈব তু ।
 সাবিজ্রীসহিতো ব্রহ্মা জগামাশ্চ হরাস্তিকম্ ॥ ১৭
 বাসুদেবোহপি ভগবান্ সহ লক্ষ্মী তদন্তিকম্ ।
 প্রস্থং হিমবতঃ শব্দুঃ স্থিতো যত্র গণৈঃ সহ ॥ ১৮

আর সম্পূর্ণ মাঘমাসে তৎকালসম্ভূত বিবিধ পুষ্প ফল দ্বারা শিবপূজা-নিরন্ত হইয়া সংযতাহারে থাকিলেন ॥ ৯

ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে রাত্রিজাগরণ করিয়া বিদ্বপত্র দ্বারা বিশেষরূপে শিবপূজা করিলেন ॥ ১০

সতী চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতে দিবসে ও রাত্রিতে পালাশ কুসুম-দ্বারা শিবপূজা করিলেন এবং শিবকে স্মরণ করত সেই দিবারাত্রি অতিবাহিত করিলেন ॥ ১১

তিনি বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে যবোদন দ্বারা শিবপূজা করিলেন, সম্পূর্ণ বৈশাখমাস ঘৃত ভোজন কবিয়া রহিলেন এবং মহাদেবকে স্মরণ করত নিরাহারে সেই দিন যাপন কবিলেন ॥ ১২

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমানিশাতে বসন ও বৃহতী পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া নিরাহারে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৩

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতে বৃহতীকুসুম দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন ॥ ১৪

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র এবং কুশ দ্বারা শিবপূজা করিলেন ॥ ১৫

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে নানাবিধ পুষ্প ও ফল দ্বারা শিব-পূজা করিয়া পরদিন চতুর্দশীতে জল পান করিয়া থাকিলেন ॥ ১৬

যখন সতী এই ব্রতারম্ভ করেন, তখনই সাবিজ্রী সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা, লক্ষ্মী

তো তু দৃষ্ট্বা ব্রহ্মকৃষ্ণো সন্তীকো সঙ্গতো হরঃ ।
 যথোচিতং সমাভাষ্য পপ্রচ্ছাগমনং তয়োঃ ॥ ১৯
 তথাবিধাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা দাম্পত্যভাবসংযুতান্ ।
 কাঞ্চিদীহাঞ্চ মনসা চক্রে দারপরিগ্রহে ॥ ২০
 অথাগমনহেতুং ন কথয়ধ্বঞ্চ তত্ত্বতঃ ।
 কিমর্থমাগতা যুয়ং কিং কার্য্যং বোহত্র বিদ্যতে ॥ ২১
 ইতি পৃষ্ঠিত্ত্যাম্বকেণ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 উবাচ চ মহাদেবং বিষ্ণুনা পরিচোদিতঃ ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ—

যদর্থমাগতাবাবাং তচ্ছৃণু ত্রিলোচন ।
 বিশেষতশ্চ দেবার্থং বিশ্বার্থঞ্চ বুধধ্বজ ॥ ২৩
 অহং সৃষ্টিরতঃ শস্তো স্থিতিহেতুস্তথা হরিঃ ।
 অন্তহেতুর্ভবানম্য জগতঃ প্রতিসর্গকম্ ॥ ২৪
 তৎকর্ম্মণি সদৈবাহং ভবন্ত্যাং সহিতো হ্বলম্ ।
 হরিঃ স্থিতাবপি তথা ময়্যালং ভবতা সহ ।
 ত্তমন্তকরণে শস্তো বিনা নাবাং ভবিষ্যসি ॥ ২৫
 তস্মাদগ্নোক্তকৃত্যেষু সর্কেষাং বুধতধ্বজ ।
 সাহায্যং নঃ সদা যোগামমুখা ন জগন্তবেৎ ॥ ২৬
 কেচিদ্ভবিষ্যন্তাসুরা মম বধ্যা মহেশ্বর ।
 অপরে তু হবের্বধ্যা ভবতোহপি তথাপরে ॥ ২৭

সমভিব্যাহারে ভগবান্ বাসুদেব--যথায় গণপবিরূত মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, সেই হিমালয় প্রান্তে তদীয় সঙ্গীপে গমন কবিয়াছিলেন । ১৭-১৮

মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সন্তীক সমাগত দেখিয়া যথোচিত সম্ভাষণপূর্বক তাঁহাদিগের আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা কবিলেন । ১৯

মহাদেব তাঁহাদিগকে দাম্পত্যপ্রেমে আবদ্ধ দেখিয়া দারপরিগ্রহ কবিত্তে মনে মনে কিঞ্চিং অভিলাষ কবিলেন । ২০

অনন্তর “তোমাদিগের আগমন প্রয়োজন যথার্থরূপে বল ; তোমরা কিজন্ম আসিয়াছ ? এখানে তোমাদিগের কি প্রয়োজন আছে ?” ২১

মহাদেব এই কথা জিজ্ঞাসা কবিলে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুকর্ত্তক প্রণোদিত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন,—ও ত্রিলোচন ! আমরা যে জন্ম আসিয়াছি তাহা শ্রবণ কব ; হে বুধধ্বজ ! দেবতাদের জন্ম, বিশেষতঃ সৃষ্টি-রক্ষার জন্মই আমরা আসিয়াছি । ২২-২৩

শঙ্কু ! আমি প্রতিবারেই এই জগৎ সৃষ্টি করি, বিষ্ণু পালন করেন, তুমি সংহার করিয়া থাক । ২৪

তোমাদিগের উভয়ের সাহায্যে আমি আমার কর্তব্যকার্য্য করিতে সমর্থ , বিষ্ণু, তোমার ও আমার সাহায্যে পালনকার্য্যে সমর্থ হন ; তুমিও আমাদিগের উভয়ের সাহায্য ব্যতীত সংহার করিতে সমর্থ হও না । ২৫

অতএব হে বুধধ্বজ ! আমাদিগের পরস্পরের কার্য্যে পরস্পরের সাহায্য করা উচিত ; নতুবা জগৎ থাকে না । ২৬

কেচিৎস্বরীয়াজাতস্য কেচিন্মেহংশভবস্য বৈ ।
 মায়ায়াঃ কেচিদপরে বংশাঃ স্যাদেববৈরিণঃ ॥ ২৮
 যোগযুক্তো ভুবি সদা রাগদ্বৈষাদিবর্জিতো ।
 দয়ামাত্রৈকনিরতে ন বশা অসুহাস্তব ॥ ২৯
 অবাসিতেষু তেদ্বীশ কথং সৃষ্টিস্থিতা স্থিতিঃ ।
 অন্তশ্চ ভবিতা যুক্তং নিত্যং নিত্যং বৃষধ্বজ ॥ ৩০
 সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ণাণি ন কার্য্যাণি যদা হব ।
 শরীরভেদমস্মাকং মায়ায়াশ্চ ন যুক্ত্যতে ॥ ৩১
 একস্বরূপা হি বয়ং ভিন্নাঃ কার্য্যস্য ভেদতঃ ।
 কার্য্যভেদো ন সিদ্ধশ্চৈক্যপভেদোহপ্রয়োজনঃ ॥ ৩২
 এক এব ত্রিধা ভূত্বা বয়ং ভিন্নস্বরূপিণঃ ।
 ভূতা মহেশ্বর ইতি তত্ত্বং বিদ্বি সনাতনম্ ॥ ৩৩
 মায়াপি ভিন্নরূপেণ কমলাখ্যা সরস্বতী ।
 সাবিদ্রী চাখ সন্ধ্যা চ ভূতা কার্য্যস্য ভেদতঃ ॥ ৩৪
 প্রবৃন্তেরনুরাগস্য নারী মূলং মহেশ্বর ।
 রামাপরিগ্রহাৎ পশ্চাৎ কামক্রোধাদিকৌন্তবঃ ॥ ৩৫
 অনুরাগে তু সঞ্জাতে কামক্রোধাদিকারণে ।
 বিরাগহেতুং যভ্জেন সান্তুষ্ট্যন্তীহ জন্তবঃ ॥ ৩৬
 সঙ্গঃ প্রথম এব স্যাদ্ভাগবৃক্ষাৎ ফলং মহৎ ।
 তস্মাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধস্ততো ভবেৎ ॥ ৩৭

হে মহেশ্বর ! কোন কোন অসুর আমার বধা হইবে ; কোন কোন অসুব
 নারায়ণের বধ্য হইবে ; কোন কোন অসুব তোমারও বধ্য হইবে । ২৭

কতকগুলি সুরবৈরী তোমার পুত্রের বধ্য ; কতকগুলি আমার আত্মজ-
 দিগের বধ্য ; কতকগুলি বা মায়ার বধ্য হইবে । ২৮

তুমি সর্বদা যোগরত, রাগদ্বৈষাদি-শূন্য ও দয়া-মাত্রসার হইলে তোমার
 বধ্য অসুরসকলের আর বধ হইবে না । ২৯

হে ঈশ ! হে বৃষধ্বজ ! অথচ তাহাদিগের বধ না হইলে শারে বারে
 উপযুক্তমত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ই হইবে না । ৩০

হে হর ! যদি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় না করা গেল, তাহা হইলে আমাদিগের
 মায়ার শরীর ভেদ হওয়ার আবশ্যকতা নাই । ৩১

আমরা সকলেই এক ; কেবল কার্য্যভেদে রূপভেদ হইয়াছে ; সেই কার্য্য-
 ভেদই যদি সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে রূপভেদের প্রয়োজন কি ? ৩২

আমরা একই ; ত্রিবিধ হইয়া বিভিন্নস্বরূপ হইয়াছি । মহেশ্বর ! এই
 সনাতনতত্ত্ব জানিও । ৩৩

মায়াও কার্য্যভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে—কমলা, সরস্বতী, সাবিদ্রী ও
 সন্ধ্যা হইয়াছেন । ৩৪

হে মহেশ্বর ! নারীই প্রবৃত্তি ও অনুরাগের মূল । জ্ঞাপরিগ্রহের পর, কাম-
 ক্রোধাদির উৎপত্তি হয় । ৩৫

কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি হেতু অনুরাগ উৎপন্ন হইলে, প্রাণিগণ যতপূর্ব্বক
 বৈরাগ্য হেতুকে পরিত্যাগ করে । ৩৬

বৈরাগ্যঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শোকাৎ স্বাভাবিকাদপি ।
 সংসারবিমুখে হেতুরসঙ্গচ্চ সদাতনঃ ॥ ৩৮
 দয়া তত্র ভবেন্নিত্যং শান্তিঞ্চাপি মহেশ্বর ।
 অহিংসা চ তপঃ শান্তির্জ্ঞানমার্গানুসাধনম্ ॥ ৩৯
 ত্বয়ি তাবন্তপোনিষ্ঠে বিসঙ্গিনি দয়াযুতে ।
 অহিংসা চ তথা শান্তিঃ সদা তব ভবিষ্কতি ॥ ৪০
 ততোহসুরবধে যত্নস্তব কস্মাস্তুবিষ্কতি ।
 অকৃতে দূষণং যদ্ ভক্তং সর্বং কথিতং তব ॥ ৪১
 তস্মাদ্বিশ্বহিতায় ত্বং দেবানাঞ্চ জগৎপতে ।
 পরিগৃহীষ ভাৰ্য্যার্থে বামামেকং সুশোভনাম্ ॥ ৪২
 যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোঃ সাবিত্রী চ যথা মম ।
 তথা সহচরী শস্তোৰ্যা স্যাত্তাং গৃহু সম্প্রতি ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পুৰতো হরেঃ ।
 তদা জগাদ লোকেশং স্মিতোদিতমুখো হরঃ ॥ ৪৪

ঈশ্বর উবাচ—

এবমেব যথাথ ত্বং ব্রহ্মন্ বিশ্বনিমিত্ততঃ ।
 ন স্বার্থতঃ প্রবৃত্তির্মে সমাগ্ ব্রহ্ম-বিচিন্তনাৎ ॥ ৪৫
 তথাপি যৎ করিষ্যামি তত্তে বক্ষ্যে জগদ্ধিতম্ ।
 তচ্ছৃণু মহাভাগ যুক্তমেব বচো মম ॥ ৪৬

সঙ্গই, অনুরাগবৃক্ষের মহৎ ও প্রথম ফল । সঙ্গ হইতে কাম ;—কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি । ৩৭

বৈরাগ্য এবং নিবৃত্তি শোকবশতও হয়, স্বভাববলেও হয় ; সংসারপরায়ণ ব্যক্তির কদাপি সঙ্গ হয় না । ৩৮

তাহা হইলেই, হে মহেশ্বর ! তাহাব দয়া ও শান্তি উপস্থিত হয় । তখন অহিংসা, ক্ষমা এবং জ্ঞানমার্গের অনুসরণে প্রবৃত্তি হয় । ৩৯

তুমি তপোনিষ্ঠ সঙ্গ-হীন এবং সতত দয়াযুক্ত হইলে তোমার অহিংসা ও সতত শান্তি হইবে । ৪০

তাহা হইলে তোমার অসুর-বধে প্রযত্ন হইবে কিরূপে ?—দারপরিগ্রহ না করিলে যে যে দোষ, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম । ৪১

অতএব হে জগদীশ্বর ! শুধু দেবগণের নহে,—জগতের হিতার্থে, তুমি এক সুশোভনা রমণীর পাণিগ্রহণ কর । ৪২

বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী, আমাব যেমন সাবিত্রী সেইরূপ তোমার যিনি সহচরী হইবেন, হে শঙ্ক ! এখন তুমি তাঁহার পাণিগ্রহণ কর । ৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মহাদেব, ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাস্য করত নারায়ণ সমীপে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । ৪৪

ঈশ্বর বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! জগতের জন্ত তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচিন্তাই আমার স্বার্থ । সেই স্বার্থব্যাঘাত-ভয়েই জগতের হিতকর কার্য্যও আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না । ৪৫

যা মে তেজঃ সমৰ্থা স্যাদ্গ্ৰহীতুমিহ ভাগশঃ ।
 তাং নিদেশয় ভার্য্যার্থে যোগিনীং কামরূপিণীম্ ॥ ৪৭
 যোগযুক্তে ময়ি তথা যোগিশ্চৈব ভবিষ্যতি ।
 কামাসক্তে ময়ি পুনর্মোহিশ্চৈব ভবিষ্যতি ।
 তাঃ মে নিদেশয় ব্রহ্মন্ ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীম্ ॥ ৪৮
 যদক্ষরং বেদবিদো নিগদন্তি মনীর্ষিণঃ ।
 জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং চিন্তয়িষ্যে সনাতনম্ ॥ ৪৯
 তচ্চিন্তায়াং সদা শক্তো ব্রহ্মন্ গচ্ছামি ভাবনাম্ ।
 তত্র যা বিদ্বজ্জননী ন ভবিত্রীহ সাস্তু মে ॥ ৫০
 ত্বং বা বিষ্ণুরহং বাপি পরব্রহ্মস্বরূপিণঃ ।
 অঙ্গভূতা মহাভাগ যোগ্যং তদনুচিন্তনম্ ॥ ৫১
 তচ্চিন্তয়া ত্ৰিনা নাহং স্থাশ্চামি কমলাসন ।
 তস্মাজ্জায়াং প্রাশিশ্ব মৎবর্মানুগতাং সদা ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা সর্বজগৎপতিঃ ।
 সস্মিতুং মোদিতমনা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৩

ব্রহ্মোবাচ—

অস্তীদৃশী মহাদেব মাগিতা যাদৃশী ত্বয়া ॥ ৫৪
 দক্ষস্য তনয়া যাভূৎ সতীনায়াী সুশোভনা ।
 সৈবেদৃশী ভবন্তার্য্যা ভবিষ্যতি সুধীমতী ॥ ৫৫

তথাপি আমি যেরূপ জগতের হিতানুষ্ঠান করিতে পারি তাহা বলিতেছি ;
 হে মহাভাগ ! আমার উচিত কথা শ্রবণ কর । ৫৬

যিনি ভাগে ভাগে আমার তেজ গ্ৰহণে সমৰ্থা হইবেন, আমার ভার্য্যা
 করিবার জন্ত তাদৃশ কামরূপিণী যোগিনী রমণী নির্দেশ কর । ৪৭

আমি যোগযুক্ত হইলে যোগযুক্ত হইবে, আমি কামাসক্ত হইলে মোহিনী
 হইবে ;—হে ব্রহ্মন্ ! এইরূপ বরবর্ণিনী রমণী কে বলিয়া দাও ? ৪৮

আমি ভার্য্যা করিতে প্রস্তুত আছি । বেদবিৎ পণ্ডিতগণ যাহাকে “অক্ষয়”
 (অবিনাশী) বলিয়া থাকেন, সেই সনাতন পবন জ্যোতিকে চিন্তা করিব । ৪৯

তদীয় চিন্তায় আসক্ত হইয়া গাঢ় সমাধিস্থ হইব, যে রমণী তাহাতে বিদ্ব
 না করিবে, সে-ই আমার ভার্য্যা হইতে পারিবে । ৫০

তুমি, আমি বা বিষ্ণু—আমরা সকলেই পরম ব্রহ্মের অংশ ; হে মহাভাগ !
 তাহার চিন্তা কর। আমাদিগের উচিত । ৫১

হে কমলাসন ! তদীয় চিন্তা ব্যতীত আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না ।
 অতএব বলিয়া দাও, কে সতত আমার কন্ঠের অনুগামিনী রমণী ;—আমি
 তাহাকে বিবাহ করিতে পারি । ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্বজগৎপতি ব্রহ্মা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া
 স্মিতমুখে হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন । ৫৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাদেব ! তুমি যেরূপ চাহিতেছ, সেরূপ রমণী
 আছে । ৫৪

তাং তদৰ্থে তপস্বন্তীং ত্বংপ্রাপ্তিং প্রতি কামিনীম্ ।
বিন্ধি ত্বং দেবদেবেশ সৰ্ব্বেষাংসু বৰ্তসে ॥ ৫৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মবচঃশেষে ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
যত্নস্তং ব্রহ্মণা সৰ্ব্বং তৎকুরুষ্বেতুবাচ সঃ ॥ ৫৭
করিষ্য ইতি তেনোক্তে য়েষ্টং দেশং প্রজগ্মতুঃ ।
হরিব্রহ্মা চ মুদিতৌ সাবিত্রীকমলাযুতৌ ॥ ৫৮
কামোহপি বাক্যানি হরস্য ঞ্জিত্বা
চামোদয়ুস্তে রতিনা সমিত্রঃ ।
শম্ভুং সমাসাদ্য বিবিস্তরুপী
তস্থৌ বসন্তং বিনিযোজ্য শম্ভুং ॥ ৫০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯

সতীনাম্নী শুভাননা দক্ষতনয়া তোমার প্রার্থনানুরূপ রমণী, সেই বুদ্ধি-
শালিনীই তোমার ভার্য্যা হইবেন । ৫৫

তিনি তোমাকে পাইতে অভিলাষিণী হইয়া তোমার প্রীতি-সাধনোদ্দেশে
তপস্যা করিতেছেন জানিও ; হে দেবদেবেশ ! তুমি সৰ্ব্বান্তর্যামী—সকলই
জানিতেছ । ৫৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মার বাক্য শেষ হইলে ভগবান্ মধুসূদন
বলিলেন,—ব্রহ্মা যাহা বলিলেন, তাহা তুমি কর । ৫৭

শিব “করিব” বলিলে ব্রহ্মা-সাবিত্রী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে
গমন করিলেন । ৫৮

শিবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া মদন, রতি এবং মদনের বন্ধুবর্গ বিশেষ
হর্ষযুক্ত হইলেন । অনন্তর মদন, শিব-সমীপে গমমপূর্বক বসন্তকে সতত নিযুক্ত
রাখিয়া প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৫৯

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯

দশমোহিত্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সত্য্য পুনঃ শুক্লপক্ষেহৃষ্টম্যামুপোষিতা ।
 আশ্বিনে মাসি দেবেশং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১
 ইতি নন্দাব্রতে পূর্ণে নবম্যাং দিনভাগতঃ ।
 তস্মাস্তু ভক্তিনস্ত্রায়াঃ প্রত্যক্ষমবদধ্বকঃ ॥ ২
 প্রত্যক্ষতো হরং বীক্ষ্য সামোদহৃদয়া সতী ।
 নবন্দে চরণৌ তস্মৈ লজ্জয়াবনতা নতঃ ॥ ৩
 অথ প্রাহ মহাদেবঃ সতীঃ তদব্রতধারিণীম্ ।
 তামিচ্ছন্নপি ভাৰ্য্যার্থে তস্মাচ্চৰ্য্যাক্ষণপ্রদঃ ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ—

অনেন তদব্রতেনাহং প্রীতোহস্মি দক্ষনন্দিনি ॥ ৫
 বরং বব প্রদাশ্যামি যন্তুবাভিমতো ভবেৎ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জানন্নপীহ তস্তাবং মহাদেবো জগৎপতিঃ ।
 উচেৎথ বরয়স্বৈতি তদ্বাক্যশ্রবণেচ্ছয়া ॥ ৭
 সাপি ত্রপাসমাবিষ্টা নো বক্তুং হৃদয়ে স্থিতম্ ।
 শশাক বালাভীক্ষং যল্লজ্জয়াচ্ছাদিতং যতঃ ॥ ৮
 এতস্মিন্নন্তরে কামঃ সাভিপ্রায়ং হবং তদা ।
 বামাপরিগ্রহে নেত্রে বক্তুং ব্যাপাবলিঙ্গিতম্ ।
 সম্প্রাপ্য বিববক্ষ্যায়ং সন্দর্শে পুষ্পহেতিনা ॥ ৯

দাক্ষায়ণীকে শিবেব বব প্রদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, সতী, পুনরায় আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে উপবাস করিয়া দেব-দেব মহাদেবকে ভক্তিভাবে পূজা করিলেন । ১

এই নন্দাব্রত পরিপূর্ণ হইলে নবমীতিথিতে দিনমানে, মহাদেব, সেই ভক্তিনস্ত্রা সতীর প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন । ২

সতী মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে অথচ লজ্জাবনত বদনে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন । ৩

সতীর তপস্যা-ফলদানে উদাত্ত মহাদেব, তাকে ভাৰ্য্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেও সেই নন্দাব্রতধারিণী সতীকে বলিলেন,—দক্ষনন্দিনী! তোমার এই ব্রত দ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি, নিজ অভিমত বর যাচা হয় প্রার্থনা কর, তাহা আমি দিব । ৪-৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জগৎপতি মহাদেব; তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়াও কেবল তাঁহার নিকটে সেই কথাটি শুনিবার জন্মই বলিলেন, “বর প্রার্থনা কর” । ৭

সতীও তখন লজ্জাবশতঃ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না । কেননা, বালিকার মনোরথ, লজ্জার ঘন-আবরণে আবৃত । ৮

হর্ষণেনাথ বাণেন বিব্যাধ হৃদয়ে হরম্ ।
 ততোহসৌ হৃষিতঃ শঙ্কুবীক্ষাক্ষত্রে সতীং মুহুঃ ।
 বিস্মৃত্য চ পরং ব্রহ্মচিন্তনং পরমেশ্বরঃ ॥ ১০
 ততঃ পুনর্মোহনেন বাণেনৈনং মনোভবঃ ।
 বিব্যাধ হৃষিতঃ শঙ্কুর্মোহিতশ্চ তদা ভূশম্ ॥ ১১
 ততো যদাসৌ মোহস্য হর্ষস্য চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ভাবং ব্যাক্তীচকারৈষ মায়ায়াপি বিমোহিতঃ ॥ ১২
 অথ ত্রপাং স্মাং সংস্তুভ্য যদা প্রাহ হরং সতী ।
 মমেষ্টং দেহি বরদ ববমিত্যর্থকারকম্ ॥ ১৩
 তদা বাক্যাস্তাবসানমনপেক্ষ্য বৃষধ্বজঃ ।
 ভবস্ব মম ভার্য্যোতি প্রাহ দাক্ষায়ণীং মুহুঃ ॥ ১৪
 এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সাভীষ্টফলভাবনম্ ।
 তুষ্টীং তস্মৈ প্রমুদিতা ববং প্রাপ্য মনোগতম্ ॥ ১৫
 সকামস্য হরস্যাগ্রে তত্র সা চারুহাসিনী ।
 অকরোন্নিজভাবাংশ্চ হাবানপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৬
 স্ম্য হাবান্ সমাদায় শৃঙ্গারার্থো রসস্তুদা ।
 তয়োবিশেষ বিপ্রেক্ষাঃ কলহাবা যথোচিতম্ ॥ ১৭
 হরস্য পুৰতো রেজে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনপ্রভা ।
 চন্দ্রাভ্যাসেহঙ্কলেখের স্ফটিকোজ্জ্বলবস্মণঃ ॥ ১৮

এই সময়ে কাম, মহাদেবের চক্ষু ও মুখেব ভঙ্গী দর্শনে তাঁহাকে স্ত্রী পরি-
 গ্রাহে অভিলাষী বুঝিয়া অতি গোপনে শরাসনে কুসুমশর সন্ধান কবিলেন । ৯

অনন্তর “হর্ষণ” বাণ দ্বারা মহাদেবের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন । তখন
 হর্ষাঘ্রিত পরমেশ্বর শঙ্কু, পরম ব্রহ্মচিন্তা ভুলিয়া বারবার সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিতে লাগিলেন । ১০

অনন্তর মনোভব মোহবাণ দ্বারা শিবকে বিদ্ধ করিলেন । তখন হর্ষযুক্ত
 সেই মহাদেব অত্যন্ত মোহিত হইলেন । ১১

হে দ্বিজোত্তমগণ ! তিনি তখন শুধু কামবাণে নহে, মায়া-প্রভাবেও
 মোহিত হইয়া হর্ষ ও মোহেব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ১২

অনন্তর, সতী কথঞ্চিৎ নিজ লজ্জা সংযত করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,
 ‘আমার অভিলষিত বরদান কর’ । ১৩

তখন সেই কথা শেষ না হইতে হইতেই বৃষধ্বজ, সেই বাক্যের প্রতিধ্বনির
 দ্বারা দাক্ষায়ণীকে বারবার বলিলেন ‘তুমি আমার ভার্য্যা হও’ । ১৪

সতী, নিজ অভীষ্ট ফল-সাধন এই শিববাক্য শ্রবণ করত মনোমত বর
 লাভে আনন্দিত হইয়া মৌনভাবে রহিলেন । ১৫

হে দ্বিজোত্তমগণ ! চারুহাসিনী সতী, কামভাবাপন্ন শিবের সম্মুখে নিজ
 হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ১৬

হে বিপ্রেক্ষগণ ! তখন শৃঙ্গার রস স্নায়ুভাব সমুদায় গ্রহণপূর্বক তাঁহাদিগের
 উভয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল । কলা এবং হাব ইহারাও উপযুক্ত মত
 প্রবিষ্ট হইল । ১৭

স্ফটিকোজ্জ্বল মহাদেবের সমীপে সেই স্নিগ্ধ দলিতাঞ্জন-সমপ্রভা দাক্ষায়ণী

অথ সা তমুবাচেনং হরং দাক্ষায়ণী মুহুঃ ।
 পিতৃর্মে গোচরীকৃত্য মাং গৃহীষ জগৎপতে ॥ ১৯
 এবং স্মিতং বচো দেবী যদোবাচ সতী তদা ।
 মম ভার্যা ভবেত্যাচে পুনঃ কামেন মোহিতঃ ॥ ২০
 অথৈতদ্বীক্ষা মদনঃ সরতিঃ সসখো মুদা ।
 মুক্তো বভূব শঙ্কচ আত্মানঞ্চাভ্যানন্দয়ন্ ॥ ২১
 অথ দাক্ষায়ণী শঙ্কুং সমাস্রাশ্ব দ্বিজোত্তমাঃ ।
 জগাম মাতুরভ্যাসং হর্ষমোহসমম্বিতা ॥ ২২
 হরোহপি হিমবৎপ্রস্থং প্রবিশ্য চ নিজাশ্রয়ম্ ।
 দাক্ষায়ণীবিপ্রলম্ব-দুঃখাচ্ছানপরোহভবৎ ॥ ২৩
 বিপ্রলম্বোহপি ভূতেশো ব্রহ্মবাক্যমথাস্মরৎ ।
 জয়াপরিগ্রহস্থার্থে যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥ ২৪
 স্মৃত্যৈব ব্রহ্মবাক্যম্ পুনা বিশ্বাসতঃ পরম্ ।
 চিন্তয়ামাস মনসা ব্রহ্মাণং বৃষভধ্বজঃ ॥ ২৫
 অথ সঞ্চিন্ত্যমানোহসৌ পরমেষ্ঠী ত্রিশূলিনঃ ।
 পুস্তাং প্রাবিশত্বর্ণমিষ্টসিদ্ধিপ্রচোদিতঃ ॥ ২৬
 যত্রায়ং হিমবৎপ্রস্থে বিপ্রলম্বো হরঃ স্থিতঃ ।
 সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা তত্রৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ২৭
 অথ তং বীক্ষ্য ধাতারং সাবিত্রীসহিতং হরঃ ।
 সোৎসুকো বিপ্রলম্বচ সত্যার্থে তমুবাচ হ ॥ ২৮

চন্দ্রমধ্যে কলঙ্করেখার গায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর দাক্ষায়ণী মহাদেবকে বার বার এই বলিতে লাগিলেন যে, হে জগদীশ্বর! আমার পিতাকে জানাইয়া আমাকে গ্রহণ কর। ১৮-১৯

দেবী সতী অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে সেই ঐ কথা বলিলেন, কামমোহিত মহাদেবও তখনই “আমার ভার্যা হও” বলিতে লাগিলেন। ২০

অনন্তর রতি-বসন্ত-সহ মদন এই ব্যাপার দেখিয়া শিবকে হস্তগত করিতে সতত যত্নশীল থাকিলেন এবং আপনাকে আপনি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ২১

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর দাক্ষায়ণী, শঙ্কুকে আশ্বাস দিয়া হর্ষ-মোহা-ক্রান্তভাবে মাতৃসমীপে গমন করিলেন। ২২

মহাদেবও হিমালয় প্রস্থে আপনার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দাক্ষায়ণী-বিরহ-দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ২৩

দারপরিগ্রহ করিবার জগু পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, ভূতপতি, বিরহদুঃখে কাতর হইয়াও তাহা স্মরণ করিলেন। ২৪

কেবল জগতের উপকারার্থে ব্রহ্মা যাহা পূর্বক বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া বৃষভধ্বজ, এখন ব্রহ্মাকে চিন্তা করিলেন। ২৫

মহাদেব স্মরণ করিবারাত্র, পরমেষ্ঠী, ইষ্ট-সিদ্ধি-আহ্লাদে আহ্লাদিত হইয়া সেই ত্রিশূলীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ২৬

বিরহকাতর মহেশ্বর, হিমালয়-প্রস্থে যেখানে অবস্থিত ছিলেন, সাবিত্রীসহ ব্রহ্মাও তথায় উপস্থিত হইলেন। ২৭

অনন্তর সাবিত্রীসহ ব্রহ্মাকে দেখিয়া সতী-বিরহ-কাতর উৎকণ্ঠিতচিত্ত

ঈশ্বৰ উবাচ—

ব্রহ্মন্ বিশ্বার্থতো দারপরিগ্রহকৃতো চ যৎ ।
 তুমাখ তৎস্বার্থমিব প্রতিভাতি মমাধুনা ॥ ২৯
 অহমারাধিতো ভক্ত্যা দাক্ষায়ণ্যাতিভক্তিতঃ ।
 তস্যা বরমহং দাতুং যদায়াতঃ প্রপূজিতঃ ।
 তৎসকাশে তদা কামো মাং বিব্যাধ মহেশ্বভিঃ ॥ ৩০
 মায়ায়া মোহিতস্তাহং তৎপ্রতীকারমঙ্গসা ।
 ন শক্তঃ কর্তৃমভিতঃ পুরাহং কমলাসন ॥ ৩১
 তস্যাশ্চ বাক্তিতং ব্রহ্মেন্নেতদেব ময়েক্ষিতম্ ।
 যদহং স্যাং বিভো ভর্তা ব্রতভক্তিমুদা যুতঃ ॥ ৩২
 তস্মাত্ত্বং কুরু বিশ্বার্থে মদার্থে চ প্রজাপতে ।
 দক্ষো যথা মামামন্ত্য সূতাং দাতা তথা ক্রতম্ ॥ ৩৩
 গচ্ছ ত্বং দক্ষভবনং কথয়স্ব বচো মম ।
 যথা সতীবিয়োগস্য ভঙ্গঃ স্যাৎ ত্বং তথা কুরু ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতাদীৰ্য্য মহাদেবঃ সকাশেহস্ম্য প্রজাপতেঃ ।
 সাবিদ্রীং বীক্ষ্য সত্যাস্তু বিপ্রযোগো বাবদ্রত ॥ ৩৫
 তং সমাভাষ্য লোকেশঃ কৃতকৃত্যো মুদান্বিতঃ ।
 ইদং জগাদ জগতাং হিতং পথ্যঞ্চ ধূর্জটে ॥ ৩৬

মহেশ্বৰ, তাঁহাকে বলিলেন;—ব্রহ্মন্ ! তুমি যে পূৰ্বে জগতের উপকারার্থ আমাকে দারপরিগ্রহ করিতে বলিয়াছিলে, তাহা এখন আমার স্বার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে । ২৮-২৯

দাক্ষায়ণী সতী অতি ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করে ; তৎকর্তৃক প্রপূজিত হইয়া আমি যখন তাহাকে বর দিতে যাইলাম, তখন মদন, সতী-সমীপে মহাশরনিকর দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করে । ৩০

হে কমলাসন ! আমি মায়ামোহিত হওয়াতে তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হই নাই । ৩১

ব্রহ্মন্ ! আমি দেখিলাম, সতীরও ইহাই অভিলাষ যে, আমি তাহার ব্রত ও ভক্তিবশে প্রীত হইয়া তাহার ভর্তা হই । ৩২

অতএব হে প্রজাপতে ! তুমি জগতের হিতের জন্য এবং আমার জন্য যত্ন কর ; দক্ষ যাহাতে আমাকে আহ্বানপূৰ্বক কন্যা দান করে, তাহা কর । ৩৩

দক্ষের গৃহে যাও, আমার কথা তাহাকে বল গিয়া ; যাহাতে আমার সতীবিরহ দূর হয়, তাহা কর । ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, প্রজাপতিসমীপে এই কথা বলিলেন । তখন সাবিদ্রীকে দেখিয়া শিবের সতীবিরহ দ্বঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছিল । ৩৫

ব্রহ্মা কৃতকার্য্য ও আনন্দিত হইয়া শিবকে সম্বোধনপূৰ্বক জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন । ৩৬

ব্রহ্মোবাচ—

যদাথ ভগবহুস্তো ভবিস্বার্থং সুনিশ্চিতম্ ।
নাস্ত্যেব ভবতঃ স্বার্থো মমাপি বৃষভধ্বজ ॥ ৩৭
সূতাকু তুভ্যং দক্ষন্ত বয়মেব প্রদাস্যতি ।
অহঙ্কাপি বদিস্যামি ত্ব্যাক্যং তৎসমক্ষতঃ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতুাদীর্য মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
জগাম দক্ষনিলয়ং স্যন্দনেনাতিবেগিনা ॥ ৩৯
অথ দক্ষোহপি বৃত্তান্তং সর্বং ব্রূতা সতীমুখাৎ ।
চিন্তয়ামাস দেয়েয়ং মৎসুতা শব্দবে কথম্ ॥ ৪০
আগতোহপি মহাদেবঃ প্রসন্নঃ সজ্জগাম হ ।
পুনরেব কথং সোহপি সূতার্থেইত্যর্থমীপ্সিতঃ ॥ ৪১
প্রস্থাপ্যো বা ময়া তস্য দূতে নিকটমজ্জসা ।
নৈতদযোগ্যং ন গৃহীয়াদ্ যদ্যেনাং বিজুরাশ্বনে ॥ ৪২
অথবা পূজয়িষ্যামি তমেব বৃষভধ্বজম্ ।
মদীয়তনয়াভর্তা বয়মেব যথা ভবেৎ ॥ ৪৩
তথৈব পূজিতঃ সোহপি বাহুত্যাতি প্রযত্নতঃ ।
শত্ৰুর্ভবতু মন্তুর্ভেত্যেবং দন্তক তেন তৎ ॥ ৪৪
ইতি চিন্তয়তন্তস্য দক্ষস্য পুরতো বিধিঃ ।
উপস্থিতো হংসরথঃ সাবিজ্রীসহিতস্তদা ॥ ৪৫
তং দৃষ্ট্বা বেধসং দক্ষঃ প্রণম্যাবনতঃ স্থিতঃ ।
আসনঞ্চ দদৌ তশ্চৈ সমাভাষ্য যথোচিতম্ ॥ ৪৬

ভগবন্ । মহাদেব । তুমি যাহা বলিলে তাহা নিশ্চয়ই জগতের জন্ম ; হে বৃষধ্বজ । তোমার বা আমার স্বার্থ একেবারেই নাই । ৩৭

দক্ষ নিজেই তাহার কথাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবে । আমিও তোমার কথা দক্ষসমীপে বলিব । ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহাদেবকে এই কথা বলিয়া শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্বক দক্ষভবনে গমন করিলেন । ৩৯

এদিকে দক্ষও সতী-প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—আমি কি উপায়ে মহাদেবকে কণ্ডা দান করিব, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন আর যে তিনি নিজে আমার কণ্ডা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন, এমন ত বোধ হয় না । ৪০-৪১

তবে কি তাহার নিকটে সত্তর আমি দূত পাঠাইব ? না—ইহাও ভাল হয় না : কেননা, যদি তিনি অবজ্ঞা করেন ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না । ৪২

কিংবা বৃষধ্বজ আপনিই আমার কণ্ডার স্বামী হউন—মনে করিয়া তাহাকেই পূজা করি । ৪৩

আমার কণ্ডাও, ‘শিব আমার স্বামী হউন’—কামনা করিয়া ভক্তিভাবে তাহার পূজা করিয়াছিলাম, তাহাতে শিব তাহাকে বর দিয়াছেন । ৪৪

দক্ষ এইরূপ চিন্তিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে বিধাতা সাবিজ্রী-সমভি-
শাহারে হংসবিমানে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৪৫

ততস্তং সৰ্বলোকেশং তত্রাগমনকারণম্ ।

দক্ষঃ পপ্রচ্ছ বিপ্রেক্ষাশ্চিহ্নাবিকৌহপি হৰ্ষিতঃ ॥ ৪৭

দক্ষ উবাচ—

তবাত্রাগমনে হেতুং কথয়স্ব জগদ্গুরো ।

পুত্রস্নেহাৎ কার্যাবশাদথবাশ্রমমাগতঃ ॥ ৪৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃষ্ঠঃ সুরশ্রেষ্ঠো দক্ষোঃ সুমহাশ্রমো ।

প্রহসন্তব্রবীদ্ধাক্যং মোদয়ংস্তং প্রজাপতিম্ ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু দক্ষ যদর্থং তে সমীপমহমাগতঃ ।

তল্লোকস্য হিতং পথ্যং ভবতোহপি তদীপ্সিতম্ ॥ ৫০

তব পুত্র্যা সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপতিম্ ।

যো বরঃ প্রার্থিতঃ সোহন্য স্বয়মেবাংগতো গৃহম্ ॥ ৫১

শঙ্কুনা তব পুত্রার্থে তৎসকামহং পুনঃ ।

প্রস্থাপিতোহস্মি যৎ কৃত্যং শ্রেয়স্তুদবধায় ॥ ৫২

বরং দাতুং যদায়াতস্তাবৎ প্রভৃতি শঙ্করঃ ।

তৎসূতাবিপ্রয়োগেণ ন শৰ্ম্ম লভতেহঞ্জসো ॥ ৫৩

লক্খিচ্ছ্রোহপি মদনো নিচখান তদা ভৃশম্ ।

সৰ্বৈঃ পুষ্পকরৈর্বানৈরেকদৈব জগৎপ্রভুম্ ॥ ৫৪

দক্ষ বিধাতাকে দেখিবামাত্র প্রণাম ও যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন ; আর স্বয়ং বিনয়নম্রভাবে তথায় অবস্থিত রহিলেন । ৪৬

হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! অনন্তর দক্ষ, চিন্তিত থাকিলেও তৎকালে আনন্দিত হইয়া সৰ্ব্ব-লোকপতি ব্রহ্মাকে তথায় তাঁহার আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে জগদ্গুরো ! কি উদ্দেশে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন বলুন ; কেবল পুত্রস্নেহবশতঃ—বা কোন্ কার্যোপলক্ষে আপনি এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন ? ৪৭-৪৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুমহাশ্রম দক্ষ, ব্রহ্মাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে আনন্দিত করত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দক্ষ আমি যেজন্ম তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা শুন,—সে কার্য জগতের হিতকর, তোমারও অভিলষিত । ৪৯-৫০

তোমার কন্যা, জগৎপতি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া যে বর প্রার্থনা করে, তাহা প্রদান করিতে স্বয়ং শঙ্কুই তোমার গৃহে আসিয়াছিলেন । ৫১

এখন শঙ্কু আবার তোমার কন্যার জন্ম আমাকে পাঠাইয়াছেন ; এখন যাহা ভাল হয়, বিবেচনা কর । ৫২

শঙ্কর, বর দিতে আসা অবধি তোমার কন্যা বিহনে ক্ষণকালের তরেও স্বস্তি পাইতেছেন না । ৫৩

মদনও ছিদ্র পাইয়া সেই জগদীশকে সকল পুষ্প-শর দ্বারা বিশেষরূপে যুগপৎ বিদ্রুপ করিয়াছে । ৫৪

স বাণবিদ্ধঃ কামেন পরিভ্যাজ্যচ্চিন্তনম্ ।
 সতীং বিচিন্তয়ন্ত্যন্তে ব্যাকুলঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ৫৫
 বিস্মৃতা প্রস্তুতাং বাণীং গণাগ্রে বিপ্রয়োগতঃ ।
 ক সতীতোব গিরিশো ভাষতেহশ্রুতাবপি ॥ ৫৬
 মম্বা যদ্বাহিতং পূর্বং ত্বয়া চ মদনে চ ।
 মরীচ্যাদৈমুনিবরৈস্ত্বং সিদ্ধমধুনা সুত ॥ ৫৭
 ত্বৎপুত্র্যারামিতঃ শত্ৰুঃ সোহপি তস্যা বিচিন্তনাং ।
 অনুমোদয়িত্বং প্রেক্ষদ্বর্কভূতে হিমবদ্গিরৌ ॥ ৫৮
 যথা নানাবিধৈর্ভাবৈঃ সত্যা নন্দাব্রতেন চ ।
 শত্ৰুরারামিতস্তেন তথৈবারাধ্যতে সতী ॥ ৫৯
 তস্মাত্ত্বং দক্ষ তনয়াং শত্ৰুর্থে পরিকল্পিতাম্ ।
 তস্মৈ দেহবিলম্বেন তেন তে কৃতকৃত্যতা ॥ ৬০
 অহং তমানয়িষ্যামি নারদেন ভুদালয়ম্ ।
 তস্মৈ ত্বমেনাং সংযচ্ছ তদর্থং পরিকল্পিতাম্ ॥ ৬১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমেবেতি দক্ষস্তমুবাচ পরমেষ্ঠিনম্ ।
 বিশিষ্ট গুণবাংস্তত্র গিরিশো যত্র সংস্থিতঃ ॥ ৬২
 গতে ব্রহ্মণি দক্ষোহপি সদারতনয়ো মুদা ।
 অভবৎ পূর্ণদেহস্ত পায়ুষৈরিব পূরিতঃ ॥ ৬৩
 অথ ব্রহ্মাপি মোদেন প্রসন্নঃ কমলাসনঃ ।
 আসসাদ মহাদেবং হিমবদ্গিরিসংস্থিতম্ ॥ ৬৪

তিনি কামবাণে বিদ্ধ হইয়া আশ্রয়চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন, এখন কেবল সতীকে চিন্তা করত সামান্য লোকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। ৫৫

গিরিশ, এখন সতীবিরহে কাঁচাশুর প্রসঙ্গেও কথা কহিতে কহিতে তাহা ভুলিয়া গিয়া, নিজ পারিষদগণসমীপেই ‘কোথায় সতী’ বলিয়া ফেলেন। ৫৬

বৎস! আমি, তুমি, মদন এবং মরীচি প্রভৃতি মুনিবরগণ—আমরা পূর্ব হইতে যাহা ইচ্ছা করিতেছি এখন তাহা সিদ্ধ হইল। ৫৭

তোমার কন্যা শিবের আরাধনা করিয়াছেন, এখন শিবও তাঁহাকে ধ্যান-বলে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়া হিমালয় পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। ৫৮

যেমন সতী নানাবিধ ভাবে এবং নন্দা-ব্রতদ্বারা শত্ৰুর আরাধনা করিয়াছেন এখন শত্ৰুও আবার সেইরূপ সতীর আরাধনা করিতেছেন। ৫৯

অতএব হে দক্ষ! মহাদেবের জগৎ কল্পিত নিজতনয়াকে অবিলম্বে মহাদেবকে দান কর; শিবের ধন শিবকে দিয়া মধ্যে থেকে তুমিই চরিতার্থ হও। ৬০

আমি নারদকে লইয়া তাঁহাকে তোমার গৃহে আনিতেছি, তাঁহার জগৎ-কল্পিত এই সতীকে তাঁহাকে দিও। ৬১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দক্ষ, ব্রহ্মাকে “যে আজ্ঞা” বলিলে ব্রহ্মা, শিবসমীপে গমন করিলেন। ৬২

ব্রহ্মা গমন করিলে দক্ষ, দক্ষপত্নী ও দক্ষতনয়া সকলেই অমৃতান্বিতের ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইলেন। ৬৩

তং বীক্ষ্য লোকপ্রমোদমায়া স্তং বৃষধ্বজঃ ।
মনসা সংশয়ং চক্রে সতীপ্রাপ্তো মুহূৰ্দ্ধ্বজঃ ॥ ৬৫
অথ দুর্গান্নাদেবো লোকেশং সামসংযুতম্ ।
উবাচ মদনোন্মাদী বিধিং সম্মরমানসঃ ॥ ৬৬

ঈশ্বর উবাচ—

কিমবোচং সুরশ্রেষ্ঠ সত্যার্থে তৎসূতঃ স্বয়ম্ ।
কথয়স্ব যথাস্তাস্তং মন্থথেন ন দীর্ঘাতে ॥ ৬৭
ধাবমানো বিপ্রয়োগো যাম্বেব চ সতীম্বতে ।
অভিহন্তি সুরশ্রেষ্ঠ ত্যক্তদাম্ভান্ প্রাণধারিণঃ ॥ ৬৮
সতীতি সততং বেদ্যি ব্রহ্মন্ কার্যাস্তরেহপ্যহম্ ।
সা যথা হি ময়া প্রাপ্যা তদ্বিধংস্ব তথা ক্রতম্ ॥ ৬৯

ব্রহ্মোবাচ—

সত্যার্থে যন্মম সুতো বদতি স্ম বৃষধ্বজ ।
তচ্ছ্রুণু নিজং সাধ্যং সিদ্ধমিত্যবধারণ ॥ ৭০
দেয়া তস্মৈ ময়া পুত্রী তদার্থে পরিকল্পিতা ।
মমাপীষ্টমিদং কৰ্ম্ম ভুজ্যাক্যাদধিকং পুনঃ ॥ ৭১
মৎপুত্র্যারাদিতঃ শত্বুরেতদার্থে স্বয়ং পুনঃ ।
সোহপ্যরিচ্ছতি তাং যস্মাত্তস্মাদ্বেয়া ময়া হরে ॥ ৭২

এদিকে কমলাসন ব্রহ্মা আনন্দ-প্রসন্নচিত্তে হিমালয়পর্বতস্থ মহাদেবের নিকটবর্তী হইলেন । ৬৪

বৃষধ্বজ, সেই বিশ্বপ্রমোদকে আসিতে দেখিয়া সতীপ্রাপ্তিবিষয়ে মনে মনে বার বার সন্দেহ করিতে লাগিলেন । ৬৫

অনন্তর, স্মরশাসন মহাদেব, মদনপাড়নে অবশ হইয়া দূর হইতেই ব্রহ্মাকে শাস্তভাবে বলিতে লাগিলেন । ৬৬

ঈশ্বর বলিলেন,—হে সুরজ্যোষ্ঠ ! তোমার পুত্র আমাকে সতী-সম্বন্ধে কি বলিলেন, বল ; দেখ যেন আমার হৃদয় মদন-শরে বিদীর্ণ না হয় । ৬৭

সুরজ্যোষ্ঠ ! বিরহ, সমস্ত প্রাণীকে পরিত্যাগপূর্বক সতীবিনা আমার প্রতিই ধাবমান হইয়া আমাকেই ব্যথিত করিতেছে । ৬৮

ব্রহ্মন্ ! আমি অগ্নি কার্য্য করিবার সময়েও সতত “সতী সতী” চিন্তা করি । সেই সতীকে আমি যাহাতে প্রাপ্ত হই, তুমি শীঘ্র তাহার উপায় কর । ৬৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃষধ্বজ ! আমার পুত্র দক্ষ, সতী সম্বন্ধে যাহা বলেন—তাহা শুন, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে স্থির কর । ৭০

আমার পুত্র আমাকে বলিলেন,—আমার কন্যা সতী মহাদেবের জগ্নাই কল্পিত, অতএব তাঁহাকেই ত দেয় । এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ ; বিশেষ আপনি বলিতেছেন । ৭১

আমার কন্যা এই জগ্নাই স্বয়ং মহাদেবের আরাধনা করেন । মহাদেবও যতপূর্বক তাঁহার অরেষণ করিতেছেন, অতএব আমি মহাদেবকেই কন্যাদান করিব । ৭২

ভূতে লগ্নে মূহূর্তে চ সমাগচ্ছতু মেহন্তিকম্ ।
তদা দাশ্যামি তনয়াং ভিক্ষার্থং শত্বে বিধে ॥ ৭৩
ইত্যবোচশ্রুদা দক্ষস্তম্বাঙ্কঃ বৃষধ্বজ ।
ভূতে মূহূর্তে তদ্বেশ্য গচ্ছ তামনুযাচিতুম্ ॥ ৭৪

ঈশ্বর উবাচ—

গমিষ্যে ভবতা সার্কং নারদেন মহাত্মনা ।
দ্রুতমেব জগৎপূজ্য তস্মাত্ত্বম্মারদং স্মর ॥ ৭৫
মরীচাদীন্ দশ তথা মানসানপি সংস্মর ।
তৈঃ সার্কং দক্ষনিলয়ং গমিষ্যেহহং গণৈঃ সহ ॥ ৭৬
ততঃ স্মৃতাশ্চে কমলাসনেন, সনারদা ব্রহ্মসূতা মনোজবাঃ ।
সমাগতা যত্র হরৌ বিশিষ্ট, তত্রাগতাঃ কামমবেত্য চিন্তাম্ ॥ ৭৭
ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০

একাদশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সমাগতাঃ সর্বৈ মানসাস্ত সনারদাঃ ।
বিধেঃ স্মরণমাত্রেণ বাতেনেব বিনোদিতাঃ ॥ ১
তৈঃ সার্কং ব্রহ্মণা শত্ভুঃ সগণো দক্ষমন্দিরম্ ।
জগাম মোদযুক্তোহিথ কালে তৎকর্ম্মযোগিনি ॥ ২

বিধাতঃ! শত্ভু, শুভলগ্নে শুভমূহূর্তে আমার নিকট আগমন করুন, আমি তখন আমার কণ্ঠ্যকে ভিক্ষা-স্বরূপে তাঁহাকে সম্প্রদান করিব। ৭৩

দক্ষ, আনন্দ সহকারে ইহা বলিয়াছেন; অতএব হে বৃষধ্বজ! তুমি সতীকে পাইবার জন্ম শুভমূহূর্তে তদীয় নিকেতনে গমন কর। ৭৪

ঈশ্বর বলিলেন,—আমি তোমাকে এবং মহাত্মা নারদকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিব। অতএব হে জগৎপূজ্য! সত্বর নারদকে স্মরণ কর। ৭৫

মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণকেও স্মরণ কর; আমি যখন দক্ষগৃহে গমন করিব, তখন তাঁহাদিগকে এবং প্রমথগণকেও সঙ্গে লইব। ৭৬

অনন্তর ব্রহ্মা, স্মরণ করিবারাত্র নারদ ও অনাগ্র ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ, যথায় ব্রহ্মা ও মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, তথায় সমাগত হইলেন এবং কাম-প্রভাব দর্শনে চিন্তাকুল হইলেন। ৭৭

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

একাদশ অধ্যায়

শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মা স্মরণ করিবারাত্র নারদ এবং ব্রহ্মার অনাগ্র সমুদয় মানস পুত্রগণ যেন বায়ুচালিত হইয়া সমাগত হইলেন। ১

তখন মহাদেব,—সেই ঋষিবৃন্দ, ব্রহ্মা এবং প্রমথগণ সমভিব্যাহারে বিবাহের উপস্থিত সময়ে সানন্দে দক্ষালয়ে যাত্রা করিলেন। ২

গণাঃ শঙ্খাংশ পটহান্ ডিগ্ভিমাং তূর্য্যবংশকান্ ।
 বাদয়ন্তো মুদা যুক্তা অনুগচ্ছন্তি শঙ্করম্ ॥ ৩
 কেচিদ্ভালং করতলৈঃ কুর্ক্বন্তো হি জ্বিতলয়নম্ ।
 বিমানৈরতিবেগৈঃ স্বৈরনুযান্তি বৃষধ্বজম্ ॥ ৪
 কোলাহলং প্রকুর্ক্বন্তুস্তথা নানাবিধান্ রবান্ ।
 গণা অনেকাকৃতয়ঃ শব্দযোগেন নির্যমুঃ ॥ ৫
 ততো দেবা মুদা যুক্তা গন্ধর্বা প্সরসো গণাঃ ।
 বাদ্যৈর্মোদৈস্তথা নৃত্তৈরব্রীযুর্বৃষভধ্বজম্ ॥ ৬
 তেষাং শব্দেন বিপ্রেস্তা গন্ধর্বাণাং গরীয়সাম্ ।
 গণানাঞ্চ দিশঃ সর্বাঃ পুরিতা চ বসুন্ধরা ॥ ৭
 কামোহপি সগণং শব্দং সশৃঙ্গাররসাদিভিঃ ।
 মোদয়ন্ মোহয়ন্ কামমন্নিয়াং স সমক্ষতঃ ॥ ৮
 হরে গচ্ছতি ভাৰ্য্যার্থে তদানীং সকলাঃ সুরাঃ ।
 ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বয়মেবাণ্ড বাদ্যং চকুর্মনোহরম্ ॥ ৯
 দিশঃ সর্বাঃ সুপ্রসঙ্গা বভূবুর্জিজসত্তমাঃ ।
 জজ্ঞলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ পুষ্পবৃষ্টিরজায়ত ॥ ১০
 ববুর্বাভাঃ সুরভয়ো বৃক্ষাশ্চাপি সুপুষ্পিতাঃ ।
 বভূবুঃ প্রাণিনঃ স্বস্থা অস্বস্থা যেহপি কেচন ॥ ১১
 হংসসারসকাদম্বা নীলকণ্ঠা চাতকাঃ ।
 চকুর্ভূমধুরান্ শবান্ প্রেরয়ন্ত ইবেশ্বরম্ ॥ ১২

প্রমথগণ আনন্দভরে শঙ্খ, পটহ, ডিগ্ভিম, তূর্য্য ও বংশ প্রভৃতি বাদ্য
 বাজাইতে বাজাইতে শঙ্করের অনুগমন করিতে লাগিল । ৩

কতকগুলি প্রমথ, কবতলে তালবাদ্য কবিয়া পদধ্বনি করত অতিবেগে
 বিমানারোহণে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল । ৪

বিবিধাকার প্রমথগণ বাদ্যশব্দ শুনিয়া নানাবিধ শব্দে কোলাহল করত
 নির্গত হইল । ৫

অনন্তর, দেব, গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ—নৃত্য-গীত-বাদ্য ও আমোদ প্রমোদ
 করত সানন্দে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিলেন । ৬

হে বিপ্রেষ্ঠগণ ! সেই তরুণতর গন্ধর্ব ও প্রমথগণের শব্দে সমস্ত দিগ্ভণ্ডল
 ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল । ৭

নিজগণ-পরিবৃত্ত কামদেবও মহাদেবকে অত্যন্ত হর্ষিত ও মোহিত করত
 শৃঙ্গাররসাদি সম্ভিবিয়াহারে তাঁহার সমক্ষেই তাঁহার অনুগমন করিতে
 লাগিলেন । ৮

মহেশ্বর, বিবাহ করিতে গমন করিলে ব্রহ্মাদি সমুদায় দেববৃন্দ, স্বেচ্ছা-
 ক্রমেই মনোহর বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিলেন । ৯

হে দ্বিজোত্তমগণ ! তখন দিগ্ভণ্ডল সুপ্রসঙ্গ হইল ; অগ্নিত্রয় প্রশান্তভাবে
 প্রজ্বলিত হইতে লাগিল ; পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল । ১০

সুগন্ধ পবন বহিতে লাগিল ; বৃক্ষসকল কুসুমিত হইল ; অসুস্থ প্রাণীরাও
 সুস্থতাব ধারণ করিল । ১১

ভুজঙ্গো ব্যাঘ্রকৃতিশ্চ জটা চম্পকলা তথা ।
 অগাম ভূষণভূষণ তেনাপি পরিদীপিতঃ ॥ ১৩
 ততঃ ক্ষণেন বলিনা বলীবর্দেন বেগিনা ।
 সত্রঙ্গনারদাদ্যৈশ্চ প্রাপ দক্ষালয়ং হরঃ ॥ ১৪
 ততো দক্ষো মহাতেজা অভ্যুত্থায় স্বয়ং হরম্ ।
 ব্রহ্মাদীংশ্চাদদৌ তেষামাসনানি যথোচিতম্ ॥ ১৫
 কৃত্বা যথোচিতাং তেষাং পূজাং পাদ্যাদিভিস্তথা ।
 চকার সংবিদং দক্ষো মুনিভির্মানসৈঃ পুনঃ ॥ ১৬
 ততঃ শুভে মুহূর্ত্তে তু লগ্নে চ দ্বিজসত্তমাঃ ।
 সত্যৌ নিজসুতাং দক্ষো দদৌ হর্ষণে শম্ভবে ॥ ১৭
 উদ্রাহবিধিনা সোহপি পাণি জগ্রাহ হর্ষিতঃ ।
 দাক্ষায়ণ্যা বরতনোত্তদানীং বৃষভধ্বজঃ ॥ ১৮
 ব্রহ্মাথ নারদাদ্যৈশ্চ মুনয়ঃ সামগীতিভিঃ ।
 ঋচা যজুর্ভিঃ সুশ্রাব্যৈশ্চোষয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥ ১৯
 বাদ্যং চক্রুর্গণাঃ সর্বৈ নন্দুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
 পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ সসৃজুর্মেষা গগনসঙ্গতাঃ ॥ ২০
 অথ শম্ভুযুগপত্য গরুড়েনাতিবেগিনা ।
 সার্কিং কমলয়া চেন্দ্রম্বাচ গরুডধ্বজঃ ॥ ২১

হংস, সারস, কলহংস, ময়ূর ও চাতকবৃন্দ—যেন মহাদেবকে প্রেরণ করিবার জন্যই সুমধুর শব্দ করিতে লাগিল । ১২

ভুজঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, জটাজুট এবং শশিকলাই তাঁহার বর-ভূষণ হইল ; সেই ভূষণেই তিনি সান্তিগয় শোভা পাইতে লাগিলেন । ১৩

অনন্তর, মহেশ্বর শৌভ্রগামী বেগশালী বলীবর্দ আবোহণে ব্রহ্মা ও নারদাদি সমভিব্যাহারে ক্ষণমধ্যে দক্ষালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন । ১৪

অনন্তর, মহাতেজা দক্ষ,—মহাদেব এবং ব্রহ্মাদিকে আশ্রিতে দেখিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্ত্রীযোগা আসন প্রদান করিলেন । ১৫

দক্ষ পাদ্যাদিদ্বারা তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা করিয়া মানস মুনিবৃন্দের সহিত সম্ভাষণ করিলেন । ১৬

হে দ্বিজোত্তমগণ ! অনন্তর দক্ষ, শুভমুহূর্ত্তে শুভলগ্নে নিজ দুহিতা সতীকে সহর্ষে শিবের হস্তে সম্প্রদান করিলেন । ১৭

তখন বৃষধ্বজ, আনন্দ সহকারে বৈবাহিক-বিধি অনুসারে বরতনু দাক্ষায়ণীর পাণিগ্রহণ করিলেন । ১৮

ব্রহ্মা এবং নারদাদি মুনিগণ, সুশ্রাব্য ঋগ্-যজুঃ-সাম গানদ্বারা মহেশ্বরের সম্ভোষ সাধন করিলেন । ১৯

কতকগুলি প্রমথ বাদ্য করিতে লাগিল ; অপর কতকগুলি নৃত্য করিতে লাগিল ; মেঘদল, গগনতলে সমবেত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিল । ২০

অনন্তর গরুডধ্বজ, অতিবেগসম্পন্ন গরুড়ে আরোহণ করিয়া কমলা সমভি-
 ব্যাহারে শম্ভু সমীপে আগমনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন । ২১

শ্রীভগবান্বাচ—

স্নিগ্ধনীলাঞ্জনশ্যামশোভয়া শোভসে হর ।
 দাক্ষায়ণ্যা যথা চাহং প্রাতিলোম্যেন পদ্ময়া ॥ ২২
 কুরু ত্বমনয়া সার্কিং রক্ষাং দেবয়া বা নৃণাম্ ॥ ২৩
 অনয়া সহ সংসারসারিণাং মঙ্গলং সদা ।
 কুরু দস্যুন্ যথায়োগ্যং হনিষ্যসি চ শঙ্কর ॥ ২৪
 য এবৈনাং সাভিলাষো দৃষ্ট্ৱা ক্রত্বাথবা ভবেৎ ।
 তং হনিষ্যসি ভূতেশ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্তিতি সর্বজ্ঞঃ প্রোবাচ পরমেশ্বরম্ ।
 প্রহৃষ্টমানসং প্রীত্যা প্রসন্নবদনো দ্বিজাঃ ॥ ২৬
 অথ ব্রহ্মা তদা দৃষ্ট্ৱা দক্ষজাং চারুহাসিনীম্ ।
 স্মরাবিষ্টমনা বস্ত্রং বীক্ষ্যাক্রে তদীয়কম্ ॥ ২৭
 মুহুর্শ্বহন্তদা ব্রহ্মা পশ্যতি স্ম সতীমুখম্ ।
 তদেন্দ্রিয়বিকারক প্রাপ্তবানবশঃ পুনঃ ॥ ২৮
 তথ তস্য পপাতাশু তেজো ভূমৌ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 তজ্জলদ্বহনভাসং মুনীনাং পুরতন্তদা ॥ ২৯
 ততস্তস্মাৎ সমভবন্তোয়দাঃ শব্দসংযুতাঃ ।
 সম্বর্তশ্চ তথাবর্তঃ পুঙ্করো দ্রোণ এব চ ।
 গর্জন্তশ্চাত্ত মুগ্ধস্তস্তোয়ানি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩০

ভগবান বলিলেন,—মহেশ্বর ! বর্ণ-বৈপরীত্যে আমি যেমন কমলাযোগে শোভা পাইতেছি, সেইরূপ তুমিও এই স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যামলা দাক্ষায়ণীর সংসর্গে শোভা পাইতেছ । ২২-২৩

তুমি ইঁহার সহকারিতায় দেবগণ ও মনুষ্যগণকে রক্ষা কর, তুমি ইঁহার সহযোগে সংসারীদিগের সতত মঙ্গলসাধন কর ; হে শঙ্কর ! তুমি ইঁহার সাহায্যে যথায়োগ্যরূপে দস্যুগণকে সংহাব করিবে । ২৪

যে ব্যক্তি ইঁহাকে দেখিয়া বা ইঁহাব রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া ইঁহার প্রতি সাভিলাষ হইবে, হে ভূতনাথ ! তুমি তাহাকে বধ করিবে ; এ বিষয়ে বিচার-বিতর্ক করিতে হইবে না । ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজগণ ! সর্বজ্ঞ মহাদেব, হৃষ্টচিত্ত পরমেশ্বর নারায়ণকে প্রীতিভরে “তাহাই হইবে” বলিলেন । ২৬

অনন্তর ব্রহ্মা, চারুহাসিনী দক্ষনন্দিনীকে দেখিয়া কামাবিষ্টচিত্তে তাঁহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন । ২৭

ব্রহ্মা বারবার সতীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিতে লাগিলেন । তখন তিনি অবশ হইয়া আবার ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইলেন । ২৮

হে দ্বিজোত্তমগণ ! তখন উজ্জ্বল দহনসম্মিত ব্রহ্মবীৰ্য্য, মুনিগণের সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল । ২৯

হে দ্বিজবরগণ ! অনন্তর সেই বীৰ্য্য হইতে—সম্বর্ত, আবর্ত, পুঙ্কর এবং দ্রোণ-নামে নির্ধোষকারী মেঘচতুষ্টয় গর্জ্জন ও বারিধারা বর্ষণ করত উৎপন্ন হইল । ৩০

তৈত্ত্ব সঙ্গাদিতে ব্যোয়ি তেব্ব গৰ্জ্জৎসু শঙ্করঃ ।
 পশ্চন্ দাক্ষায়ণীং দেবীং ভুলং কামেন মোহিতঃ ॥ ৩১
 মোহিতোহপাথ কামেন তদা বিষ্ণুৰচঃ স্মরন্ ।
 ইষেব হস্তং ব্রহ্মাণং শূলমুদ্যম্য শঙ্করঃ ॥ ৩২
 শঙ্কুনোদ্যমিতে শূলে বিধিং হস্তং স্খিজোত্তমাঃ ।
 মরীচিনারদাদ্যন্তে চক্রূর্হাহাকৃতিং তদা ॥ ৩৩
 দক্ষো মৈবং মৈবমিতি পাণিমুদ্যম্য শঙ্কিতঃ ।
 বারয়ামাস ভূতেশং ক্ষিপ্ৰমেব পুরোগতঃ ॥ ৩৪
 অথাগ্রে মিলিতং বীক্ষ্য তদা দক্ষং মহেশ্বরঃ ।
 প্রত্যাবাচাপ্রিয়মিদং স্মারয়ন্ বৈষ্ণবীং গিরম্ ॥ ৩৫

ঈশ্বর উবাচ—

নারায়ণেন বিপ্রেন্দ্র যদিদানীমুদীরিতম্ ।
 ময়াপ্যঙ্গীকৃতং কর্ত্ব্যং তদিহৈব প্রজাপতে ॥ ৩৬
 এনাং যঃ সাভিলাষঃ সন্ বীক্ষাতে তং হনিষ্যসি ।
 ইতি বাচস্ত সফলামেবং ব্রহ্মা করোম্যহম্ ॥ ৩৭
 সাভিলাষঃ কথং ব্রহ্মা সত্যৌ সমবলোকয়ৎ ।
 অভবন্ত্যুক্ততেজাস্ত ততো হস্মি কৃতাগসম্ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তমেবংবাদিনং বিষ্ণুঃ ক্ষিপ্ৰং ভূত্বা পুরঃসরঃ ।
 ইদমুচে বারয়ন্তং হস্তং সৰ্ব্বজগৎপ্রভুঃ ॥ ৩৯

সেই মেঘদল গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে এবং ঘোরতর গৰ্জ্জন করিতে থাকিলে মহাদেব, দাক্ষায়ণীদেবীকে দেখিয়া অত্যন্ত কামমোহিত হইলেন । ৩১
 তখন শঙ্কর, কামমোহিত হইলেও নারায়ণের বাক্যস্মরণে শূল উদ্যত করিয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন । ৩২

ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য শঙ্কু শূল উদ্যত করিলে মরীচি, নারদ প্রভৃতি স্খিবরগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন । ৩৩

দক্ষও শঙ্কিতচিত্তে সত্ত্বর সম্মুখে আসিয়া, হস্ত উত্তোলনপূর্বক “মৈবং মৈবং” (এরূপ করিবেন না, এরূপ করিবেন না) বলিয়া ভূতনাথকে নিষেধ করিতে লাগিলেন । ৩৪

অনন্তর মহেশ্বর, দক্ষকে সম্মুখবর্তী দেখিয়া নারায়ণ-বাক্য স্মরণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন,—হে বিপ্রবর প্রজাপতে! নারায়ণ এইমাত্র এইখানেই যাহা বলিলেন, আমিও তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছি । ৩৫-৩৬

“যে ব্যক্তি এই রমণীকে সকামচিত্তে দর্শন করিবে, তুমি তাহাকে বধ করিবে”—বিষ্ণুর এই বাক্য ব্রহ্মাকে বধ করিয়া সফল করিবে । ৩৭

ব্রহ্মা, সকাম হইয়া এই সত্যকে দর্শন করত স্থলিতবীৰ্য্য হইল কেন? যখন অপরাধ করিয়াছে, তখন অবশ্যই ইহাকে বধ করিবে । ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব এই সব কথা বলিতেছিলেন, ইত্যবসরে সৰ্ব্বজগৎ-প্রভু বিষ্ণু শীঘ্র তাঁহার সম্মুখবর্তী হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবধ করিতে

শ্রীভগবান্‌বাচ—

ন হনিষ্যসি ভূতেশ স্রষ্টারং জগতাং বরম্ ।
 অনেনৈব সতী ভাৰ্য্যা ভবদৰ্থে প্রকল্পিতা ॥ ৪০
 প্রজাঃ সৃষ্টুময়ং শঙ্কো প্রাহুর্ভূতশ্চতুর্ভুজঃ ।
 অস্মিন্ হতে জগৎস্রষ্টা নাস্ত্যন্তঃ প্রাকৃতোহধুনা ॥ ৪১
 সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৰ্ম্মাণি করিষ্যামঃ কথং পুনঃ ।
 অনেনাপি মন্বা চৈব ভবতা চ সমস্তসম্ ॥ ৪২
 একস্মিন্নিহতেহমীষু কস্তং কৰ্ম্ম করিষ্যতি ।
 তন্মাত্ন বধ্যো ভবতা বিধাতা বৃষভধ্বজ ॥ ৪৩

ঈশ্বর উবাচ—

প্রতিজ্ঞাং পুরয়িষ্যামি হৈত্বে চতুরাননম্ ।
 অহমেব প্রজাঃ স্রক্ষ্যে স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৪৪
 অগ্নং স্রক্ষ্যে বিধাতারমথবাং যতেজসা ।
 স এব সৃষ্টিকর্তা স্যাৎ সৰ্ব্বদা মদনুজয়া ॥ ৪৫
 হৈত্বেনং বিধিমেবাহং প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্‌ বিভো ।
 স্রষ্টারমেকং স্রক্ষ্যামি ন বারয় চতুর্ভুজ ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গিবিশ্য চতুর্ভুজঃ ।
 স্মিতপ্রসন্নবদনঃ পুনর্নৈবমিতীরয়ন্‌ ॥ ৪৭

নিষেধ করত বলিলেন,—হে ভূতনাথ ! এই জগৎস্রষ্টা জগৎপূজ্য ব্রহ্মাকে বধ করিও না । ইনিই সতীকে তোমার ভাৰ্য্যা করিয়া দিয়াছেন । ৩৯-৪০

শঙ্কো । এই চতুরানন, প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্যই প্রাহুর্ভূত হইয়াছেন ; ইনি বিনষ্ট হইলে জগৎসৃষ্টি করিতে পারে, এমন প্রাকৃত-পুরুষ এখন আর নাই । ৪১

আমরা তিন জনেই পুনঃপুনঃ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করি ; তন্মধ্যে সামঞ্জস্য মত কোন কার্য্য এই ব্রহ্মা করেন, কোন কার্য্য আমি করি, কোনটী বা তুমি কর । ৪২

এই তিন জনের মধ্যে একজন বিনষ্ট হইলে তাঁহার কার্য্য করিবে কে ? অতএব হে বৃষধ্বজ । তুমি বিধাতাকে বধ করিও না । ৪৩

ঈশ্বর বলিলেন ; আমি এই চতুরাননকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব ; সৃষ্টিকর্তার অভাব হয়, আমিই স্থাবর-জঙ্গম প্রজা সৃষ্টি করিব । ৪৪

অথবা আমি নিজ তেজঃপ্রভাবে অগ্নি বিধাতা সৃষ্টি করিব ; তিনিই আমার আদেশে সৰ্ব্বদা সৃষ্টি করিবেন । ৪৫

প্রভো ! আমি এই বিধাতাকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করত এক জন সৃষ্টিকর্তা সৃজন করিব ; হে চতুর্ভুজ । এ কার্য্য করিতে আমাকে বারণ করিও না । ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—চতুর্ভুজ,—গিরিশের এই কথা শুনিয়া প্রমত্ত মুখে ঈষৎ হাস্য করত পুনরায় বলিলেন, এ কাজ করিও না । ৪৭

প্রতিজ্ঞাপূরণং কর্ত্ত্বং যোগ্যমাত্মনি নো ভবেৎ ।
ইত্বাচাচাভিবদনমীশ্বরস্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৮
উতঃ পুনঃ শঙ্করুচে কথমায়া বিধির্মম ।
লক্ষ্যতে ভিন্ন এবায়ং প্রত্যক্ষণাগ্রতঃ স্থিভঃ ।
অথ প্রহস্য ভগবান্ মুনীনাং পুরতন্তদা ।
ইদমুচে মহাদেবং তোষয়ন্ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫০

✓ শ্রীভগবানুবাচ—

ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নো ন শঙ্করাক্ষণস্তথা ।
ন চাহং যুবয়োভিন্নোহভিন্নত্বং সদাতনম্ ॥ ৫১
প্রধানশ্যাপ্রধানস্য ভাগাভাগস্বরূপিণঃ ।
জ্যোতির্ময়স্য ভাগো মে যুবামেকোহহমংশকঃ ॥ ৫২
কল্পং কোহহং কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ ।
অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ৫৩
চিন্তয়স্মাত্মনাআনং সংস্তুবং কুরু চাত্মনি ।
একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠ-শঙ্কুনাং হৃদগতং কুরু ॥ ৫৪
শিরোগ্রীবাদিভেদেন যথৈকসৈব ধর্ম্মিণঃ ।
অঙ্গানি মে তথৈকস্য ভাগত্রয়মিদং হর ॥ ৫৫
যজ্জ্যোতিরগ্র্যং স্বপরপ্রকাশং
কূটস্থমব্যাক্তমনন্তরূপম্ ।
নিত্যঞ্চ দীর্ঘাদিবিশেষণাদৌ-
হীনং পরং তচ্চ বয়ং ন ভিন্নাঃ ॥ ৫৬

হে দ্বিজোত্তমগণ। তিনি ঈশ্বরকে বলিলেন ; নিজের উপর ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা উচিত হয় না । ৪৮

অনন্তর, শঙ্কু পুনরায় বলিলেন ; বিধাতা আমার আত্মা কিরূপে ? এই অগ্রবর্তী বিধাতা প্রত্যক্ষতই ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে । ৪৯

তখন ভগবান্ গরুড়ধ্বজ—মহাদেবের সন্তোষ সাধন করত মুনিগণসম্মুখে হাস্য করিয়া বলিলেন ; ব্রহ্মা তোমা হইতে ভিন্ন নহেন ; তুমি ব্রহ্মা হইতে বিভিন্ন নহ ; আমিও তোমাদিগের উভয় হইতে ভিন্ন নহি ; আমাদিগের আত্মা চিরদিন অভিন্ন । ৫০-৫১

প্রধান অপ্রধান, খণ্ড অখণ্ড ও সাকার জ্যোতির্ময় (নিরাকার) স্বরূপে অবস্থিত আমারই দুই-ভাগ তোমরা দুইজন ; আব আমি এক ভাগ । ৫২

তুমিই বা কে ? আমিই বা কে ? আর ব্রহ্মাই বা কে ?—পরমাত্মস্বরূপী আমারই এই বিভিন্ন তিন অংশ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ । ৫৩

তুমি আপন মনে আত্মচিন্তা কর,—মনে কর জগন্মণ্ডল আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত ; আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নভাবে হৃদয়ে গাঢ়-প্রবিষ্ট কর । ৫৪

হে হর ! যেমন এক ব্যক্তিরই মস্তক ও গ্রীবাদি ভেদে অনেক অঙ্গ ; সেই রূপ আমারও তিন অংশ । ৫৫

সেই যে আত্মপরপ্রকাশ, কূটস্থ, অব্যাক্ত, অনন্ত, নিত্য, দীর্ঘত্বাদি বিশেষণ বর্জিত পরাংপর পরমজ্যোতি—তাহাই আমরা,—ভিন্ন নহি । ৫৬ /

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছূড়া বচন্তস্য মহাদেবো বিমোহিতঃ ।
 জানন্ স চাপ্যভিন্নতং সঙ্খ্যন্ত্যাগ্ৰচিন্তনাং ॥ ৫৭
 পুনঃ পপ্রচ্ছ গোবিন্দমনন্তত্বং ত্রিভেদিনাম্ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুত্রায়াকানামেকস্য চ বিশেষকম্ ॥ ৫৮
 ততো নারায়ণঃ পৃষ্ঠঃ কথয়ামাস শম্ভবে ।
 অনন্তত্বং ত্রিদেবানামেকত্বঞ্চ ব্যদর্শয়ৎ ॥ ৫৯
 অতঃ ততো বিষ্ণুমুখাজ্জকোশা-দনন্ততা বিষ্ণুবিদীশতস্তে ।
 দৃষ্ট্বা স্বরূপঞ্চ জঘান নৈনং, বিধিং মৃড়ঃ পুষ্পমধুপ্রকাশম্ ॥ ৬০
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

অনন্তত্বং ত্রিদেবানাং যজ্ঞগাদ জনার্দনঃ ।
 শম্ভবে তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো দ্বিজসত্তম ॥ ১
 একত্বং দর্শয়ামাস কথং বা গরুড়ধ্বজঃ ।
 তৎ সমাচক্ষু, বিপ্রেন্দ্র পরং কৌতুহলং হি নঃ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহাদেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া বিমোহিত হইলেন ; তিনি এই অভিন্নতা অবগত থাকিলেও অগ্ৰচিন্তায় তাহা বিস্মৃত হওয়াতে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নতা এবং একরূপ দেবত্বের বিশেষণভেদের কথা গোবিন্দকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন । ৫৭-৫৮

অনন্তর, নারায়ণ শিব-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবত্বের অভিন্নতা-কীর্তন ও একত্ব প্রদর্শন করিলেন । ৫৯

তখন মহাদেব, নারায়ণের মুখ-কমল-কোষ হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নরূপতা শ্রবণ ও স্বরূপ দর্শন করিয়া কুসুম-মধু-সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিধাতাকে আর বধ করিলেন না । ৬০

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ

ঋষিগণ বলিলেন,—হে দ্বিজপুঞ্জব ! জনার্দন, শিবের নিকট ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের যে অভিন্নতা কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি । ১

বিপ্রবর ! গরুড়ধ্বজ কিরূপেই বা ত্রিদেবের একত্ব প্রদর্শন করিলেন, তাহা বলুন । আমরা গিরের অভ্যন্তর কৌতুহল জন্মিতেছে । ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃগধ্বং মুনয়ো গুহ্যং পরমং প্রযতং পরম্ ।
ত্রিদেবানামনন্তত্বং তথৈবৈকত্বদর্শনম্ ॥ ৩
হরেণ পৃষ্ঠো গোবিন্দস্তং সমাভাষা সাদরম্ ।
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠা অভিন্নপ্রতিপাদকম্ ॥ ৪

✓ শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং তমোময়ং সর্বমাসীদু বনবর্জিতম্ ।
অপ্রজাতমলক্ষ্যঞ্চ প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥ ৫
ন দিব্যরাত্রিভাগোহত্র নাকাশং ন চ কাশ্যপী ।
ন জ্যোতির্ন জলং বায়ুর্নালং কিঞ্চন সংস্থিতম্ ॥ ৬
একমাসীৎ পরং ব্রহ্ম সূক্ষ্মং নিত্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
অব্যক্তং জ্ঞানরূপেণ বৈতহীনবিশেষণম্ ॥ ৭
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যৌ সৌ সর্বসংহিতৌ ।
স্থিতঃ কালোহপি ভূতেশ জগৎকারণমেককম্ ॥ ৮
যদেকং পরমব্রহ্ম তৎস্বরূপাপরং হর ।
রূপত্রয়মিদং নিত্যং তস্মৈব জগতঃ পতেঃ ॥ ৯
কালো নামাপরং রূপমনাদ্যং তত্ত্ব কারণম্ ।
সর্বেষামেব ভূতানামবচ্ছেদেন সঙ্গতঃ ॥ ১০
ততস্তৎ স্বপ্রকাশেন ভাস্বরূপং প্রকাশতে ।
পুরা সৃষ্টার্থমতুলং ক্ষোভয়ন্ প্রকৃতিং স্বয়ম্ ॥ ১১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবত্রয়ের অভেদ প্রতিপাদন ও একত্ব প্রদর্শন-বিবরণ
পরমপবিত্র, পরম গোপনীয়,—মুনিমণ্ডলী তাহা শ্রবণ করুন । ৩

হে মুনিবরগণ! গোবিন্দ, শিবকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সাদরে তাঁহাকে
সম্বোধনপূর্বক দেবত্রয়ের অভেদ কীর্তন করিতে লাগিলেন । ৪

✓ পূর্বে জগৎ ছিল না, এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই, প্রসুপ্তের তায় তমোময়ের
দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল । ৫

তখন দিবা-রাত্রি ছিল না ; পৃথিবী ছিল না ; জ্যোতিঃ ছিল না ; আকাশ
ছিল না ; জল ছিল না ; বায়ু ছিল না ; অধিক কি অল্প কিছুই ছিল না । ৬

থাকিবার মধ্যে—সূক্ষ্ম নিত্য অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত, অবিশেষণ, অদ্বয় জ্ঞানময়,
এক পরম ব্রহ্ম ছিলেন । ৭

হে ভূতনাথ! আর ছিলেন—সর্বগত সনাতন প্রকৃতি-পুরুষ ও জগৎকারণ
অখণ্ড কাল । ৮

হে মহেশ্বর! সেই যে এক পরম ব্রহ্ম, আমাদের এই রূপত্রয় তাঁহারই
অর্থাৎ তিনিই এই তিনরূপে বিভক্ত ; সেই জগদীশ্বরেরই কাল নামে আর
একটি নিত্যরূপ আছে ; তাহা অনাদি অনন্ত এবং নিজের কোন না কোন
অংশবিশেষে জনকতা-সম্বন্ধ-সত্তা প্রযুক্ত সর্বভূতেরই কারণ অর্থাৎ দণ্ড ক্ষণ
মূহূর্তাদি-কালের অংশ ; যে দণ্ড ক্ষণ বা মূহূর্তাদিতে সে বস্তুর উৎপত্তি, সেই
দণ্ডাদি সেই বস্তুর কারণ ; এইরূপে কালের অংশ কারণ হয় বলিয়া অংশী
অখণ্ডকালও কারণ-পদ-বাচ্য । :-১০

সংক্ষুকারান্ত প্রকৃতি মহত্ত্বমজায়ত ।
 মহত্ত্বাত্ততঃ পশ্চাদহঙ্কারস্তিথাভবৎ ॥ ১২
 অহঙ্কারে তু সজ্জাতে শব্দতন্মাত্রতন্ততঃ ।
 আকাশমসৃজদ্বিধ্বননন্তং মূর্ত্তিবজ্জিতম্ ॥ ১৩
 ততন্ত রসতন্মাত্রাদপঃ সৃষ্টা মহেশ্বরঃ ।
 নিরাধারঃ স্বয়ং দধ্রে তাস্তদা নিজমায়য়া ॥ ১৪
 ততস্ত্রিগুণসাম্যেন সংস্থিতাং প্রকৃতিং প্রভুঃ ।
 পুনঃ সঙ্ক্লেভয়ামাস স্ফাৰ্থং পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫
 ততঃ সা প্রকৃতিস্তাসু বীজং ত্রিগুণভাগবৎ ।
 অঙ্গং সংসর্জয়ামাস জগদ্বীজং নিরাকুলম্ ॥ ১৬
 তদ্বি বৃদ্ধং ক্রমেণৈব হৈমমণ্ডমভূনহৎ ।
 জগ্রাহাপঃ সমস্তান্তা গৰ্ভ এব তদণ্ডকম্ ॥ ১৭
 অঙ্গং স্থিতাসু হৈমাণ্ডগর্ভে বিদ্বস্তদণ্ডকম্ ।
 তয়ৈব মায়য়া দধ্রে ব্রহ্মাণ্ডমতুলং পুনঃ ॥ ১৮
 বারিণা বহিভিশ্চৈব বায়ুভিন্ভসাতথা ।
 বাহিস্তদণ্ডকং ছন্নং সৰ্ব্বপার্শ্বে সমন্ততঃ ॥ ১৯
 সপ্তসাগরমানেন তথা নদাদিমানতঃ ।
 ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তোয়ং তদন্তত্ বহির্গতম্ ॥ ২০

অনন্তর স্বয়ং ব্রহ্ম, সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করিয়া
 স্বপ্রকাশক শক্তিবলে নিরুপম ভাষার রূপে প্রকাশিত হন । ১১

প্রকৃতি সংক্ষুদ্র হইলে মহত্ত্ব উৎপন্ন হইল, পশ্চাদ মহত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ
 (সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক) অহঙ্কারের উৎপত্তি । ১২

অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র; সৰ্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর শব্দতন্মাত্র হইতে মূর্ত্তি-
 হীন আকাশ সৃষ্টি করেন । ১৩

হে মহেশ্বর ! অনন্তর তিনি রসতন্মাত্র হইতে জল সৃজন করিলেন, নিরাধার
 সেই জলরাশিকে নিজ মায়াবলে স্বয়ং ধারণ করিলেন । ১৪

অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর, সমভাবাপন্ন গুণত্রয়-স্বরূপে অবস্থিত প্রকৃতিকে
 সৃষ্টির জন্ত বিক্ষোভিত করিলেন । ১৫

অনন্তর প্রকৃতি, সেই কারণ-জলে ত্রিগুণময় জগদ্বীজ অব্যগ্রভাবে স্থাপিত
 করিলেন । ১৬

সেই বীজ ক্রমে রুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সুবিশাল সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত
 হইল । অনন্তর, সেই অণ্ড, বিশাল জলরাশিকে নিজ গৰ্ভমধ্যস্থ করিল । ১৭

জলরাশি সেই স্বর্ণময় অণ্ডের গর্ভে অবস্থিত হইলে পরমেশ্বর, সেই
 জলধারণী মায়াবলেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে ধারণ করিলেন । ১৮

সেই অণ্ডের বাহিরের সকল ভাগই জল, বহি, বায়ু এবং আকাশ দ্বারা
 ক্রমে ক্রমে আবৃত । ১৯

জলরাশি—সপ্তসমুদ্র, নদী, সরোবর এবং দীর্ঘিকাদি পরিমাণেই ব্রহ্মাণ্ডের
 অভ্যন্তরে অবস্থিত; অণ্ড জল ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ছিল । ২০

তদন্তঃ স্বয়মেবাসৌ বিষ্ণুত্রাস্বরূপধৃক্ ।
 দৈবং বর্ষমুষ্টিভৈব প্রবিভেদ তদণ্ডকম্ ॥ ২১
 তন্মাং সমভবন্থরূরূপমোহিনিন্ মহেশ্বর ।
 জরায়ুঃ পর্বতা জাতা সমুদ্রাঃ সপ্ত তজ্জলাং ॥ ২২
 তন্মাধ্যে গন্ধতন্মাত্রা পৃথিবী সমজায়ত ।
 ঈশ্বরেণ প্রকৃত্যা চ যোজিতা ত্রিগুণাশ্রিকা ॥ ২৩
 প্রাগেব পর্বতাদিভাঃ সমুৎপন্না বসুন্ধরা ।
 ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাদৃঢ়া ভূতা তু সা ভূমম্ ॥ ২৪
 তস্মাৎমেব স্থিতো ব্রহ্মা সর্বলোকগুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫
 যদা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থো ব্রহ্মা ব্যক্তো ন চাভবৎ ।
 তদৈব রূপতন্মাত্রান্তেজঃ সমাগজায়ত ॥ ২৬
 বায়ুস্ত স্পর্শতন্মাত্রাং প্রকৃত্যা বিনিয়োজিতাং ।
 বভূব সর্বভূতানাং প্রাণভূতঃ সমন্ততঃ ॥ ২৭
 অন্তিস্তেজোভিরতুলৈর্বাযুভিন্নভসা তথা ।
 অন্তর্বহিস্তদণ্ডস্য ব্যাপ্তমশ্রুতুর্গর্ভগম্ ॥ ২৮
 ততো ব্রহ্মশরীরস্ত ত্রিধা চক্রে মহেশ্বরঃ ।
 প্রধানেচ্ছাবশাচ্ছ্রোত্রা ত্রিগুণত্রিগুণীকৃতম্ ॥ ২৯
 তদুর্দ্ধভাগঃ সজ্জাতচতুর্ভুক্তচতুর্ভুজঃ ।
 পদ্মাকেশবগৌরাজ্জ-কায়ো ব্রাহ্মো মহেশ্বর ॥ ৩০

স্বয়ং পরমেশ্বর, ব্রহ্মা-স্বরূপে এই অণ্ড মধ্যে এক দৈব-বর্ষ বাস করিয়া সেই অণ্ড ভেদ করিলেন । ২১

হে মহেশ্বর ! তৎপরে তাহাতে জরায়ুরূপ সুমেরু ও অন্যান্য পর্বত সকলের অভ্যন্তরস্থ জলরাশি হইতে সপ্তসমুদ্র উৎপন্ন হইল । ২২

সেই সপ্তসমুদ্রমধ্যে ত্রিগুণময়ী পৃথিবী—ঈশ্বর প্রকৃতির নিয়োজিত গন্ধ-তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইল । ২৩

পর্বতাদি উৎপত্তির পূর্বে পৃথিবী উৎপত্তি হয় । ব্রহ্মাণ্ডপণ্ডের বিচিত্র-সংযোগে পৃথিবী অত্যন্ত কঠিনাকৃতি । ২৪

সর্বলোকগুরু ব্রহ্মা সেই পৃথিবীতে অবস্থিত । ২৫

যখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ ব্রহ্মা ব্যক্ত হন নাই—তখন, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ উৎপন্ন হয় । ২৬

সর্বভূতের জীবন সর্বত্রগ পবন, প্রকৃতির নিয়োজিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ২৭

সেই অণ্ডের ভিতর বাহিরে অতুলনীয় জন, তেজ, বায়ু এবং আকাশদ্বারা ব্যাপ্ত ছিল । আর সকল বস্তুই কেবল অণ্ডগর্ভে ছিল । ২৮

হে মহেশ্বর ! অনন্তর ব্রহ্মা প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণময় নিজ শরীরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন ; হে শান্তো ! এই বিভক্ত শরীরত্রয় ত্রিগুণময় হইল । ২৯

হে মহেশ্বর ! সেই অখণ্ড শরীরের উর্দ্ধভাগ চতুর্শৃংখ চতুর্ভুজ কমল-কেশর-সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিরিকিশরীরে পরিণত হইল । ৩০

তন্মধ্যভাগে নীলাঙ্গ একবক্তৃ চতুর্ভুজঃ ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণিঃ কায়ঃ সর্বৈক্ষণঃ ॥ ৩১
 অভবত্তদধোভাগঃ পঞ্চবক্তৃ চতুর্ভুজঃ ।
 স্মটিকাত্রিসমঃ গুরুঃ সকায়াশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৩২
 ইতস্ততো ব্রহ্মকায়ে সৃষ্টিশক্তিং শ্রয়োজয়ৎ ।
 স্বয়মেবাভবৎ স্রষ্টা ব্রহ্মরূপেণ লোকভূৎ ॥ ৩৩
 স্থিতিশক্তিং নিজাং মায়াং প্রকৃতাখ্যাং শ্রয়োজয়ৎ ।
 মহেশো বৈক্ষণে কায়ো জ্ঞানশক্তিং নিজাং তথা ॥ ৩৪
 স্থিতিকর্তাভবদ্বিম্বুরহমেব মহেশ্বরঃ ।
 সর্বশক্তিনিয়োগেন সদা তদ্রূপতা মম ।
 অন্তশক্তিং তথা কায়ো শাস্তবে স শ্রয়োজয়ৎ ॥ ৩৫
 অন্তকর্তাভবচ্ছ্রুঃ স এব পরমেশ্বরঃ ।
 ততস্তিস্ম শরীরেষু স্বয়মেব প্রকাশতে ॥ ৩৬
 জ্ঞানরূপং পরং জ্যোতি-রনাদিভগবান্ প্রভুঃ ।
 সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদেক এব মহেশ্বরঃ ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি সংজ্ঞামাপ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৭
 অতস্তুঞ্চ বিধাতা চ তথাহমপি ন পৃথক্ ।
 এবং শরীরং রূপঞ্চ জ্ঞানমশ্মাকমন্তরম্ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
 হর্ষোৎফুল্লমুখঃ প্রোচে পুনরেব জনার্দনম্ ॥ ৩৯

তাহার মধ্যভাগে একমুখ, শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুশরীর । ৩১

আর অধোভাগে পঞ্চানন চতুর্ভুজ স্মটিকবৎ গুরুবর্ণ শিবদেহ হইল । ৩২

অনন্তর, জগৎপালক পরমেশ্বর, ব্রহ্মার শরীরে সৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত করিয়া আপনাই ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিকর্তা হইলেন । ৩৩

হে মহেশ্বর ! তিনি বিষ্ণুশরীরে স্থিতি শক্তি নিজ মায়া প্রকৃতি ও নিজ জ্ঞানশক্তি নিয়োজিত করিলেন । ৩৪

হে মহেশ্বর ! এইরূপে পরমেশ্বর মন্ত্রপে স্থিতিকর্তা হইলেন । আমাতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে আমি সর্বদা তৎস্বরূপে বিরাজমান । ৩৫

তখন পরমেশ্বর, শঙ্খশরীরে প্রলয়কারিণী শক্তি নিয়োজিত করিলেন ; সেই পরমেশ্বরই ষড়্ভূরূপে প্রলয়কর্তা হইলেন । ৩৬

অতএব পরম জ্যোতির্গুণ জ্ঞানস্বরূপ সেই অনাদি প্রভু ভগবানই—এই তিন শরীরে স্বয়ং বিরাজমান । এক পরমেশ্বরই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় এই তিন কার্য্য করাত্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৩৭

অতএব তুমি, আমি এবং বিধাতা অংমরা বস্তুত পৃথক্ নহি । পূর্বোক্ত-রূপেই আমরাদিগের শরীর, রূপ ও জ্ঞান বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে । ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, অমিততেজা বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া হর্ষ-প্রফুল্ল-বদনে পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন । ৩৯

ঈশ্বর উবাচ—

এক এব মহেশশচ জ্যোতীরূপো নিরঞ্জনঃ ।
কা বা মায়াথ কঃ কালঃ কা বা প্রকৃতিরূচ্যতে ॥ ৪০
কে পুমাংসন্ততো ভিন্না ভিন্নাশ্চেৎ কথমেকতা ।
তন্মে বদস্ব গোবিন্দ তৎপ্রভাবং যথাগতম্ ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বমেব পশ্যসি সদা ধ্যানস্থঃ পরমেশ্বরম্ ।
আত্মগতাত্মরূপং তজ্জ্যোতীরূপং সদক্ষরম্ ॥ ৪২
মায়াঞ্চ প্রকৃতিং কালং পুরুষঞ্চ স্বয়ং বিভো ।
জ্ঞাতা ত্বং ধ্যানযোগেন তস্মাদ্ভ্যানপরো ভব ॥ ৪৩
মায়ায়া মোহিতো যস্মাদধুনা তস্মদীয়মা ।
ততো বিশ্বাত্মা পরমং জ্যোতির্হি বনিতারতঃ ॥ ৪৪
অধুনা কোপযুক্তস্ত্বং বিশ্বাত্মানমাশ্রয়ানি ।
মাং পৃচ্ছসি প্রকৃত্যাদিরূপাণি প্রমথামিহি ॥ ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তত্র মহাদেবঃ জ্ঞাত্বা বাক্যং সুনিশ্চিতম্ ।
মুনীনাম্ পশ্যতাং যোগযুক্তো ধ্যানপরোহভবৎ ॥ ৪৬
আসাদ্য বন্ধং পর্যাক্ষং নির্নিমলিতলোচনঃ ।
আত্মানক্লিস্তয়ামাস তদাত্মনি মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭
পরং চিন্তয়তস্তস্য শরীরং বিভবৌ শুভম্ ।
তেজোভিরুজ্জ্বলং দ্রষ্টুং ন শেকুর্মুনয়স্তদা ॥ ৪৮

ঈশ্বর বলিলেন,—জ্যোতির্ময়, নির্লেপ, পরমেশ্বর যদি এক অর্থাৎ আদ্বতীয় হইলেন, তাহা হইলে আবার মায়া কে? কাল কে? প্রকৃতি কে? ৪০

পুরুষই (জীবাত্মা) বা কাহা? ইহারা কি পরমেশ্বর হইতে পৃথক? —যদি পৃথক হন তাহা হইলে, পরমেশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বয় হইলেন কিরূপে? হে গোবিন্দ! তৎসমস্ত এবং পরমেশ্বরের প্রভাব যথাস্থরূপে আমার নিকট কীর্তন কর । ৪১

ভগবান্ বলিলেন,—তুমিই ধ্যানস্থ হইয়া জ্যোতির্ময় নিত্য অক্ষয় আত্মরূপ পরমেশ্বরকে আত্মাতে অবলোকন করিহা থাক । ৪২

প্রভো! তুমিই স্বয়ং ধ্যানযোগে মায়া, প্রকৃতি, কাল ও পুরুষ (জীবাত্মা) সমূহ অবগত হইয়া থাক, অতএব তুমি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হও । ৪৩

এখন তুমি আমার মায়ায় মোহিত হওয়াতে, সেই পরম-জ্যোতিঃ বিশ্বাত হইয়া বনিতা-রত হইয়াছ । ৪৪

হে প্রমথনাথ! এখন আবার তুমি বোধাবেশে আপনি আপনা ভুলিয়া আমাকে প্রকৃতি প্রভৃতির স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ । ৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব, তাঁহার সুনিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মূনিগণসমন্বয়ে যোগাবলম্বনপূর্বক ধ্যানস্থ হইলেন । ৪৬

মহেশ্বর, বন্ধপর্যাক্ষানে মুদ্রিত নয়নে আত্মাতে আত্ম-চিন্তা করিতে আগিলেন । ৪৭

তৎক্ষণাদ্ভানযুক্তশ্চ শব্দঃ স বিষ্ণুমায়ায়া ।
 পরিত্যক্তোহতি বিবভৌ তপন্তেজোভিরুজ্জ্বলম্ ॥ ৪৯
 যে যে গণাস্তদা তত্বঃ সেবয়া শঙ্করাভিকে ।
 ন তেহপি বাক্ষিত্বং শেকুঃ শঙ্করং বা দিবাকরম্ ॥ ৫০
 স্বয়মেব তদা বিষ্ণুঃ সমাধিমনসো ভূশম্ ।
 প্রবিবেশ শরীরান্তর্জ্যোতীরূপেণ ধূর্জটেঃ ॥ ৫১
 প্রবিষ্ট তস্য জঠরে যথা সৃষ্টিক্রমঃ পুরা ।
 তথৈব দর্শয়ামাস স্বয়ং নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ৫২
 ন স্থলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ ন বিশেষণগোচরম্ ।
 নিত্যানন্দং নিরানন্দমেকং শুদ্ধমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫৩
 অদৃশ্যং সর্বদ্রষ্টারং নিগুণং পরমং পদম্ ।
 পরমাত্মানমানন্দং জগৎকারণকারণম্ ॥ ৫৪
 প্রথমং দদৃশে শব্দরাত্মানং তৎস্বরূপিণম্ ।
 তত্র প্রবিষ্টমনসা বহির্জ্ঞানবিবজ্জিতঃ ॥ ৫৫
 তস্মৈব রূপং প্রকৃতিং সৃষ্ট্যর্থৈ ভিন্নতাং গতাম্ ।
 দদর্শ তস্মৈবাভ্যাসে পৃথগ্ভূতামিবৈকিকাম্ ॥ ৫৬
 পুরুষাংশ্চ দদর্শাসৌ যথৈব বসতস্ততঃ ।
 অগ্নেরিব কণাং স্থলাদজস্রং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৭

এইরূপে পরব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শুভ শরীর, অদ্ভুততেজঃ-সমুজ্জ্বল হইয়া অতিশয় দীপ্তি পাইল। তখন মুনিগণ সেই শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না ৪৮

শব্দ ধ্যানযুক্ত হইলে, বিষ্ণুমায়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধূর্জট তপন্তেজঃসমুজ্জ্বল হইয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ৪৯

যে সকল প্রমথগণ, সেবা করিবার জগ্ন শিবসমীপে অবস্থিত ছিল, তাঁহারা “ইনি শঙ্কর কি সূর্য্য” ইহা বিচার করিয়া স্থির করিতে পারিল না। ৫০

তখন স্বয়ং বিষ্ণুই গাঢ়সমাধিমগ্নচিত্ত ধূর্জটের শরীরাভ্যন্তরে জ্যোতীরূপে প্রবেশ করিলেন। ৫১

অব্যয় নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার জঠরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত সৃষ্টিক্রম প্রদর্শন করিলেন। ৫২

শব্দ—প্রথমেই স্থল-সূক্ষ্ম-ভাব-বর্জিত বিশেষণহীন নিত্যানন্দময় অথচ আনন্দশূণ্য অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় নির্মল। ৫৩

সকলের অদৃশ্য অথচ সর্বদ্রষ্টা জগতের মূল কারণ আনন্দময় পরমবস্তুর পরমাত্মাকে এবং আত্মাকেও তৎস্বরূপে দর্শন করিলেন। ৫৪

বাহ্যজ্ঞানশূণ্য মহেশ্বর, ওদগতচিত্তে দেখিলেন,—প্রকৃতি তাঁহারই স্বরূপ, কেবল সৃষ্টির জগ্ন ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৫

দেখিলেন ;—প্রকৃতি এক,—পরমেশ্বরের সমীপে বিভিন্নবৎ রহিয়াছেন। আর দেখিলেন, প্রকৃতি-নিরত পুরুষ সমূহ ; ইহারাও প্রকৃতির শ্রায়্য কেবল সৃষ্টির জগ্নই ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৬

হে দ্বিজসত্তমগণ ! যেমন অজস্র ফুলিঙ্গ বহুবিস্তৃত পাবকে, অংশ, সেইরূপ এই পুরুষসমূহও পরমেশ্বরের অংশ। ৫৭

তদেব কালরূপেণাভাসতে চ মুহুর্দ্মুহঃ ।
 (সৃষ্টিস্থিতাস্থযোগানামবচ্ছেদেন কারণম্ ॥ ৫৮
 প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালোহপি চ মুহুর্দ্মুহঃ ।
 অভিন্নান্ ভাষমাণাংশ্চ সর্গার্থে ভিন্নতাং গতান্ ॥ ৫৯
 পৃথগ্ভূতানভিন্নাংশ্চ দদৃশু চেন্দ্রশেখরঃ ।
 একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৬০
 সপ্রধানস্বরূপেণ কালরূপেণ ভাসতে ।
 তথা পুরুষরূপেণ সংসারার্থং প্রবর্ততে ॥ ৬১
 ভোগার্থং প্রাণিনাং শম্বচ্ছরীরে চ প্রবর্ততে ।
 সৈব মায়া যা প্রকৃতিঃ সা মোহয়তি শঙ্করম্ ॥ ৬২
 হরিং তথা বিবিক্ষিষ্ণু তথৈবাশ্রয়তুর্ভবান্ ।
 মায়াখ্যা প্রকৃতিজ্ঞাতা জন্তুঃ সম্মোহয়তাপি ॥ ৬৩
 সা স্ত্রীরূপেণ চ সদা লক্ষ্মীভূতা হরেঃ প্রিয়া ।
 সা সাবিত্রী রতিঃ সন্ধ্যা সা সতী দৈব বীরিনী ॥ ৬৪
 বুদ্ধিকপা স্বয়ং দেবী চণ্ডিকেন্দি চ গীয়তে ।
 ইতি স্বয়ং দদর্শাশু ধ্যানমার্গগতো হবঃ ॥ ৬৫
 মহাদাদিভেদেন তথা সৃষ্টিক্রমং স্বয়ম্ ।
 দর্শয়িত্বা হরিঃ কালং প্রকৃতিং পুরুষাংস্তথা ।
 তথাস্তদদর্শয়ামাস তচ্ছরীরং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাদশোহ্যায়ঃ ॥ ১২

সেই পরম জ্যোতিই নিবন্তর কালরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই কালেরই অংশ-বিশেষ—সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কাবণ। ৫৮

চন্দ্রশেখর দেখিলেন;—প্রকৃতি, পুরুষ, কাল সকলই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন; তবে সৃষ্টির জগৎ ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এইমাত্র। ৫৯

আবার পৃথগ্ভূত সেই সকল বস্তুকে অভিন্ন দেখিলেন। তখন দেখিলেন; “একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন ইহ জগতে দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। ৬০

শিব দেখিলেন; সেই ব্রহ্মই প্রকৃতি ও কালরূপে প্রকাশ পান; তিনিই পুরুষরূপে সংসারে প্রবৃত্ত হন। ৬১

ভোগ করিবার জগৎ প্রাণিগণের শবীবে অধিষ্ঠান করেন। শঙ্কর দেখিলেন, —সেই প্রকৃতিই মায়াৰূপে হরি হব বিবিক্ষিক এবং অগাধ প্রাণিসকলকে মোহিত করে। মায়াবান্ প্রকৃতিই স্ত্রীরূপে প্রাণিগণকে সতত সম্মোহিত করেন। ৬২-৬৩

তিনিই হরি-প্রিয়া লক্ষ্মী; তিনি সাবিত্রী; রতি, সন্ধ্যা; তিনিই সতী; তিনিই সতী-জননী বীৰিনী। ৬৪

সেই স্বয়ং প্রকৃতি বুদ্ধিকপিনী; তাঁহাকেই লোকে চণ্ডিকাদেবী বলিয়া থাকে। স্বয়ং মহেশ্বর ধ্যানমার্গ-রত হইয়া অবিলম্বে এই সমস্ত দর্শন করিলেন। ৬৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! স্বয়ং নারায়ণ, মহেশ্বরকে মহাদাদিভেদে সৃষ্টি-পরিপাটী,

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং দর্শয়ামাস শম্ভবে ।
ববুধে তোয়রাশিস্বং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ যথা পুরা ॥ ১
তন্মধ্যে পদ্মগর্ভাভং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ জগৎপতিম্ ।
জ্যোতীরূপং প্রকাশার্থং সৃষ্টার্থঞ্চ পৃথগ্গতম্ ॥ ২
শরীরিণঞ্চ দদৃশে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতং মুহুঃ ।
চতুর্ভুজং প্রকাশস্তং জ্যোতির্ভিঃ কমলাসনম্ ॥ ৩
তত্রৈব চ ত্রিধাভূতং বপুর্ব্রাহ্মাং দদর্শ সঃ ।
উর্দ্ধমধ্যান্তভাগৈশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঙ্কম্ ॥ ৪
যথোর্দ্ধভাগো বপুষো ব্রহ্মত্বমগমন্তদা ।
মধ্যং যথাবিষ্ণুভূতং দদর্শান্তস্য শঙ্কুতাম্ ॥ ৫
একমেব শরীরস্ত ত্রিধাভূতং মুহূর্শ্বহঃ ॥ ৬
হরো দদর্শ স্বে গর্ভে তথা সর্বমিদং জগৎ ।
কদাচিদ্দৈক্ষ্যং কাযং ব্রাহ্মে কায়ে লয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭

কাল, প্রকৃতি ও পুরুষবৃন্দ প্রদর্শন করিয়া আর আর যাহা দেখাইলেন, তাহা
শ্রবণ কর । ৬৬

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

খানায়োগে মহাদেবের বিশ্বদর্শন

অনন্তর, নারায়ণ মহেশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডসংস্থান দেখাইলেন ;—জলরাশিস্থিত
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-সময়ের ন্যায় বুদ্ধি পাইতে লাগিল । ১

মহেশ্বর, সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশকারী কমলোদরসন্নিভ আরক্ত-বর্ণ
জ্যোতির্ময় জগৎপতি ব্রহ্মাকে দেখিলেন । ২

আবার সৃষ্টির জন্ম পৃথগ্ভূত শরীরী জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল কমলাসন চতুর্ভুজ
ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে মুহূর্শ্বহঃ দেখিলেন । ৩

মহাদেব দেখিলেন ;—সেই ব্রহ্মমুক্তি সেইখানেই তিনভাগে বিভক্ত হইল ;
তাহার উর্দ্ধভাগে ব্রহ্মা, মধ্যভাগে বিষ্ণু ও অন্তভাগে শিব হইলেন । ৪

আবার দেখিলেন, পূর্ব্বমুক্তি ; আবার তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইল ;
উর্দ্ধভাগ ব্রহ্মাকারে, মধ্যভাগ নারায়ণাকারে ও শেষভাগ শিবাকারে পরিণত
হইল । ৫

এইরূপ সেই শরীর বারংবার ত্রিধা-বিভক্ত হইতে লাগিল-দেখিলেন । ৬

মহেশ্বর, এই সম্পূর্ণ জগন্মণ্ডলকে স্বীয় গর্ভে অবলোকন করিলেন । তিনি
দেখিতে লাগিলেন ;—কখন বিষ্ণুদেহ ব্রহ্মদেহে লীন হইল । ৭

ব্রাহ্মং তথা বৈষ্ণবে চ শাস্ত্ৰে বৈষ্ণবং তথা ।
 শাস্ত্ৰং বৈষ্ণবে কাস্মৈ ব্রাহ্মং বাপ্যথ শাস্ত্ৰে ॥ ৮
 গচ্ছন্তং লীনতাং শঙ্করেকতাক্ষ মুহূৰ্দ্ধনঃ ।
 দদর্শ বামদেবোহপি ভিন্নক্কাপ্যপুথগ্গতম্ ॥ ৯
 পরমাত্মনি গচ্ছন্তং লীনতাং তদ্বপুঃ স্বয়ম্ ॥ ১০
 তন্মধ্যে পৃথিবীং শঙ্করদর্শ বিততাং জলে ।
 মহাপর্বতসঙ্ঘাতৈবিরলং স্থগিতান্নতঃ ।
 পুনর্দর্শ ব্রাহ্মাণং কুর্ক্বেন্তং স্বর্গমাদিতঃ ।
 আত্মানঞ্চ পৃথগ্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ গরুডাসনম্ ॥ ১১
 দক্ষং প্রজাপতিং তত্র তথৈব চ নিজান্ গগান্ ।
 মরীচাদীন্ দশ তথা বীরিলীঞ্চ তথা সতীম্ ॥ ১২
 সঙ্ক্যাং রতিকঞ্চ কন্দর্পং শৃঙ্গারং সবসন্তকম্ ।
 হাবান্ ভাবাংস্তথা মাণান্ ঋষীন্ দেবান্ মরুদগগান্ ॥ ১৩
 মেঘাংশ্চ চন্দ্রং সূর্য্যঞ্চ বৃক্ষান্ বল্লীকৃগানি চ ।
 সিদ্ধান্ বিদ্যাধবান্ যক্ষান্ রাক্ষসান্ কিম্বরাংস্তথা ॥ ১৪
 মানুযাংশ্চ ভুজঙ্গাংশ্চ গ্রাহ্মাংস্তথা কচ্ছপান্ ।
 উল্লানির্ধাতকেতুঃশ্চ কৃমিকটপতঙ্গকান্ ॥ ১৫
 কাঞ্চিদদর্শ বনিতাং দ্বন্দ্বভাবং প্রকুর্ক্বতম্ ।
 উৎপন্নমুৎপদান্তঞ্চ বিপদান্তঞ্চ নক্ষত্রম্ ॥ ১৬

কখন ব্রহ্মদেহ বিষ্ণুদেহে লয় পাইল ; কখন শঙ্করদেহ বিষ্ণুদেহে মিশাইয়া গেল ; কখন বিষ্ণুদেহ শঙ্করদেহে বিলীন হইল ; কখন বা শঙ্করদেহ ব্রহ্মদেহে মিলাইল । ৮

এইরূপ বারম্বার পরস্পরের দেহে লয় পাইতে লাগিল এবং তিনজনেই একীভূত হইতে লাগিলেন । বামদেব আবার দেখিলেন ; সেই অভিন্ন দেহ বিভিন্ন হইল । ৯

আবার সেই দেহ পরমাত্মাতে বিলীন হইল । ১০

শঙ্কর, তন্মধ্যে দেখিলেন, বৃহৎ-বৃহৎ-পর্বতসমূহে বিরলসংবৃত্তা অনন্ত জলশায়িনী পৃথিবী । পুনরায় দেখিলেন, যেন সৃষ্টিকাল, ব্রাহ্মা সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন ; আপনি শিব, গরুডাসন বিষ্ণু এবং ব্রাহ্মা সকলেই পৃথক হইয়াছেন । ১১

তখন দেখিলেন ; দক্ষ প্রজাপতি, নিজ প্রমথগণ, মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ, বীরিলী এবং সতী । ১২

দেখিলেন, সঙ্ক্যা, রতি, কাম, শৃঙ্গার, বসন্ত, হাব, ভাব, মায়াগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, মরুদগণ । ১৩

দেখিলেন ;—ঘনঘটা, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস, কিম্বর, মানুঃ, ভুজঙ্গ, নক্স, মৎস্য, কচ্ছপ । দেখিলেন,—উল্লা, নির্ধাত, ধূমকেতু, কৃমি, কটী, পতঙ্গ । ১৪-১৫

ধূজ্জটী দেখিলেন ;—কতকগুলি ব্যক্তি রমণীসহ মৈথুনভাবে প্রবৃত্ত ; কেহ উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ উৎপন্নপ্রায় ; কেহ বা আসন্ন-মৃত্যু । ১৬

হসতো রমতঃ কাংশ্চিৎ কাশ্চিদ্বিলপতন্তথা ।
 ধাবতশ্চাপরাঙ্কুর্দদর্শ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৭
 দিব্যালঙ্কারসংছন্না মালা চন্দনচর্চিতাঃ ।
 বীক্ষাঞ্চ চক্রিরে কেচিচ্ছত্ৰুনা ক্রীড়িতা মুহুঃ ॥ ১৮
 স্তবস্তঃ প্রস্তবস্তশ্চ শঙ্কুং বিষ্ণুং তথা বিষ্ণুং ।
 কেচিদ্ভূশিরে তেন মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১৯
 তপাংসি চরতঃ কেচিন্দীতীরে তপোবনে ।
 স্বাধায়বেদনিরতাঃ পাঠয়ন্তশ্চ কেচন ॥ ২০
 তথৈব সাগরাঃ সপ্ত নদ্যো দেবসরাংসি চ ।
 তথৈব পর্বতস্থোহসৌ দদৃশে শঙ্কুনা স্বয়ম্ ॥ ২১
 মায়ালক্ষ্মীস্বরূপেণ হরিং সম্মোহয়ৎ পরম্ ।
 সতীকৃপা তথাত্মানং মোহয়ন্তীতি শঙ্করঃ ॥ ২২
 সত্যো সার্কং স্বয়ং রেমে কৈলাসে মেরুপর্বতে ।
 মন্দরে দেববিপিনে শৃঙ্গাররসসেবিতো ॥ ২৩
 সতীদেহং তথা ত্যক্ত্বা জাতা হিমবতঃ সূতা ।
 যথা প্রাপ পুনস্তান্ত যথা চৈবান্নকো হতঃ ॥ ২৪
 কান্তিকেষয়ঃ সমুৎপন্নো যথাহংস্তারকাস্বরম্ ।
 তৎসর্বং বিস্তরাৎ সমাগ্ দদর্শ বৃষভবজ্রঃ ॥ ২৫
 হিরণ্যকশিপুর্জগ্নে নরসিংহস্বরূপিণা ।
 যথা হতঃ কালানিমিহিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ ॥ ২৬

পরমেশ্বর শঙ্কু দেখিলেন;—কতকগুলি ব্যক্তি হাসিতেছে; কতকগুলি ক্রীড়া করিতেছে; কতকগুলি বিলাপ করিতেছে; কতকগুলি বা দৌড়িতেছে । ১৭
 মহাদেব দেখিলেন;—কতিপয় ব্যক্তি দিব্যালঙ্কারভূষিত মালাচন্দন-চর্চিত হইয়া নিরন্তর ক্রীড়া কবিতোছে । ১৮

দেখিলেন;—কতিপয় তপোধন মুনি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নামাদি কীর্তন ও তাঁহাদিগের স্তব করিতেছেন । ১৯

দেখিলেন;—কেহ কেহ নদীতীরে তপোবনে তপস্যা করিতেছেন; কেহ কেহ স্বাধায়—বেদ অধ্যয়নে বা বেদাধ্যাপনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন । ২০

তখন শিব, সপ্তসাগর নদী ও দেব-সরোবর সকল দেখিতে পাইলেন । আর তিনি আপনাকে পর্বতারুঢ় দেখিলেন । ২১

আর দেখিলেন;—মায়া লক্ষ্মীরূপে নারায়ণকে আর সতীকৃপে শঙ্কররূপে আপনাকে অতীব মোহিত করিতেছেন । ২২

দেখিতে লাগিলেন; তিনি যেন সতীব সহিত কৈলাস, মেরু ও মন্দর পর্বতে এবং শৃঙ্গার-রসপূর্ণ দেবোদ্যানে বিহার করিতেছেন । ২৩

যেভাবে সতী, সেই দেহত্যাগ কবিন্না হিমালয়নন্দিনী হইলেন, আপনি আবার তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন, যেভাবে অন্ধকাসুর নিহত হইল, যেভাবে কান্তিকেষয় উৎপন্ন হইলেন এবং তিনি যেভাবে তারকাসুরকে বধ করিলেন, তাৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলোও বৃষভবজ্র, তৎসমস্তই বিস্তারিতরূপে দেখিতে পাইলেন । ২৪-২৫

বিষ্ণু, নরসিংহরূপে যে প্রকারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন, কালানিমি ও

বিষ্ণুনা যাদৃশং যুক্তং দানবৌষেঃ পুরা কৃতম্ ।
যথা যে যে চ নিহতাস্তং সর্বং দৃষ্টবান্ হরঃ ॥ ২৭
জগৎপ্রপঞ্চান্ ব্রহ্মাদীমক্ষত্রগ্রহমানুষান্ ।
সিদ্ধবিদ্যাধরাদীংশ্চ দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮
আত্মানং তান্ সংহরন্তং দদৃশে শঙ্করীশ্বরঃ ।
সংহারান্তে দদর্শাসৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥ ২৯
শৃণুং সমভবৎ সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩০
শৃণুে জগতি সর্বস্মিন্ ব্রহ্মাবিশ্বশরীরগঃ ।
লানঃ শঙ্কুশ্চ তস্যৈব শরীরং প্রবিবেশ হ ॥ ৩১
একমেব দদর্শাসৌ বিষ্ণুমব্যাক্তরূপিণম্ ।
নাগুৎ কিঞ্চিদদর্শাসৌ তদা বিষ্ণুম্মতে হরঃ ॥ ৩২
অথ বিষ্ণুশ্চ দদৃশে লয়ত্বং পরমাত্মনি ।
ভাসমানং পরং তত্ত্বে জ্যোতীরূপে সনাতনে ॥ ৩৩
ততো জ্ঞানময়ং নিত্যমানন্দং ব্রহ্মণঃ পরম্ ।
কেবলং জ্ঞানগম্যঞ্চ দদর্শান্মন কিল্বন ॥ ৩৪
একত্বঞ্চ পৃথক্‌ত্বঞ্চ জগতঃ পরমাত্মনি ।
দদর্শ স্বশরীরান্তঃ সর্গস্থিত্যন্তসংযমান্ ॥ ৩৫
প্রকাশং পরমাত্মানং শান্তং নিত্যমভাল্লিয়ম্ ।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম দদর্শান্মন কিল্বন ॥ ৩৬

হিরণ্যাক্ষ তৎকর্তৃক যেক্রূপে নিহত হয়, তিনি পূর্বে দানবগণের সহিত যেক্রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং যেক্রূপে যে যে দৈত্য বিনাশ কবিয়াছিলেন, তৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেও দেবাদিদেব তৎসমস্তই দেখিতে পাইলেন । ২৬-২৭

মহাদেব, ব্রহ্মা হইতে সিদ্ধ-বিদ্যাধর-মনুষ্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চই পৃথক্ পৃথক্ক্রূপে দেখিয়া অবশেষে দেখিলেন ; তিনি যেন তৎসমস্ত সংহার করিতেছেন । ২৮

সংহাৰ শেষে দেখিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজনমাত্র অবস্থিত ; এই চরাচর জগৎ শৃণু । ২৯-৩০

শৃণুতার আবাসভূমি এই নিখিল জগন্মণ্ডলে অবশিষ্ট তিনজনের একজন ব্রহ্মা, বিষ্ণুশরীরে লীন হইলেন ; আর একজন শিব, তিনিও বিষ্ণু শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৩১

তখন রুদ্রদেব, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র অব্যাক্তরূপী বিষ্ণুকেই দেখিতে পাইলেন ; তন্ত্ৰিগ্ন আব কিছুরি দেখিতে পাইলেন না । ৩২

অনন্তর দেখিলেন ;—বিষ্ণুও অত্যন্ত উদ্ভাসমান জ্যোতির্ময় নীত্যতত্ত্ব পরমাত্মাতে বিলীন হইলেন । ৩৩

অনন্তর দেখিলেন ;—কেবল নীত্য জ্ঞানময়, আনন্দময়, জ্ঞানগম্য অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্ম, আর কিছুরি পাইলেন না । ৩৪

শঙ্কু, নিজ শরীর মধ্যেই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব ও পৃথক্‌ত্ব আর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় দেখিতে পাইলেন । ৩৫

তখন শঙ্কু, স্বপ্রকাশ শান্ত নীত্য অভাল্লিয় একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম পরমাত্মাকেই দেখিতে পাইলেন, আর কিছুরি দেখিতে পাইলেন না । ৩৬

কো বা বিষ্ণুর্ইরঃ কো বা ব্রহ্মা কিমিদং জগৎ ।
 ইতি ভেদো ন জগৃহে শঙ্কুনা পরমাশ্রয়া ॥ ৩৭
 এবং সম্প্রশ্য তন্তস্য শবীরাভাস্তরাহিঃ ।
 নিঃসসারাম মায়াপি প্রবিবেশ বৃষধ্বজম্ ॥ ৩৮
 অনন্যত্বং পৃথক্ত্বঞ্চ দর্শয়িত্বা জনার্দনঃ ।
 শঙ্কবে তচ্ছরীরাত্ত্ব বহির্ভূতস্ততো দ্রুতম্ ॥ ৩৯
 অথ ত্যক্তসমাধেষু হরস্য চলিতাশ্রয়ঃ ।
 সতীং মনো জগামান্ত মোহিতস্য চ মায়ায়া ॥ ৪০
 ততো মুহূর্ত্তরো বক্ত্বং দাক্ষায়ণ্যা মনোহরম্ ।
 প্রবুদ্ধকমলাকাবং বীক্ষাক্ষক্রে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১
 ততো দক্ষমরীচাদীন্থ গগনান্ কমলাসনম্ ।
 বিষ্ণুঞ্চ তত্র সংবীক্ষ্য শঙ্করো বিস্মিতোহভবৎ ॥ ৪২
 অথ তং বিস্ময়াবিষ্টং মহাদেবং বৃষধ্বজম্ ।
 স্মিতপ্রফুল্লবদনং হবমাহ জনার্দনঃ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ—

যদ্ যৎ পৃষ্ঠং ত্ব্যৈকত্বে ভিন্নতায়াক্ষ শঙ্কর ।
 ত্রয়াণামথ দেবানাং তজ্জাতমধুনা ত্বয়া ॥ ৪৪
 প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালো মায়া নিজাস্তবে ।
 ত্বয়া জাতা মহাদেব কীদৃশাস্তে চ কে পুনঃ ॥ ৪৫
 একং ব্রহ্ম সদা শাস্তং নিত্যঞ্চ পরমং মহৎ ।
 তৎ কথং ভিন্নতাং জাতং দৃষ্টং তৎ কীদৃশং ত্বয়া ॥ ৪৬

তখন শিব,—কে ব্রহ্মা, কে বিষ্ণু, কে শিব, আব কিই বা জগৎ—পরমাশ্রা হইতে এ সকলের ভেদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না । ৩৭

শিব এইরূপ দেখিতেছেন, ইত্যবসরে হবি তদীয় শরীর মধ্যে হইতে নির্গত হইলেন । তখন মায়াও বৃষধ্বজশবীরে প্রবেশ করিলেন । ৩৮

জনার্দন, শঙ্কুর নিকটে দেবত্রয়েব অভিন্নতা ও পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক তদীয় শরীর হইতে সত্ত্ব বহির্গত হইলেন । ৩৯

সংযতচিত্ত মহাদেব সমাধি ত্যাগ করিলে মায়ামোহিত সেই দেবাধিদেবের মন সতীর প্রতি ধাবিত হইল । ৪০

হে দ্বিজোত্তমগণ ! অনন্তর, মহেশ্বর, দাক্ষায়ণীর প্রফুল্ল-কমল-সন্নিভ-মনোহর বদনমণ্ডলের দিকে বাব বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ৪১

অনন্তর, শঙ্কর—দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ নিজ প্রমথগণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইহাদিগকে তথায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । ৪২

তখন জনার্দন, বৃষধ্বজ মহাদেবকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া প্রসন্নবদনে ঈষৎ হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন ;—শঙ্কর ! তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্ব ও অনেকত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখন তাহা তুমি বেশ বুঝিয়াছ ত ? ৪৩-৪৪

হে মহাদেব ! প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং মায়া, ইহারা—কে এবং কিরূপে, তাহা তুমি নিজ শরীরাভাস্তরেই দেখিতে পাইয়াছ । ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পুরো ভগবতা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।

জগাদ হরয়ে তথ্যমেতন্মাক্যং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭

ঈশ্বর উবাচ—

একং শিবং শান্তমনস্তমচ্যুতং

ব্রহ্মাস্তি তস্মান্নহি কিঞ্চিদীদৃশম্ ।

তস্মাদভিন্নং সকলং জগদ্ধরেঃ

কালাদিরূপাণি চ সৃষ্টিহেতুঃ ॥ ৪৮

সমস্তভূতপ্রভবং নিরঞ্জনং

বয়ঞ্চ তস্মৈব সদাংশরূপিণঃ ।

সৃষ্টিস্থিতিং সংযমনং তদীরিতং

রূপত্রয়ং তস্য বিভাতি ভেদতঃ ॥ ৪৯

নাহং ন চ ত্বং হিরণ্যগর্ভো

ন কালরূপং প্রকৃতিং ন চাশম্ ।

তৎ প্রেরণাং কর্তৃমূলঞ্চ কিঞ্চি-

দ্বিনাপি রূপং সদপীহ তস্য ॥ ৫০

শ্রীভগবানুবাচ—

ইতি তত্ত্বং ত্বয়া প্রোক্তং জ্ঞানঞ্চ বৃষভধ্বজ ।

তদংশভূতাস্ত বয়ং ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনঃ ॥ ৫১

তস্মাৎ ত্বয়া ন বধ্যোহয়ং বিরিক্তস্তব চেষ্টাবেৎ ।

একতা বিদিতা শম্ভো ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনাম্ ॥ ৫২

সদা শান্ত পরম মহৎ এক ব্রহ্ম কিরূপ? এবং তিনি নানারূপ হইলেন কিরূপে? ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান্ বৃষভধ্বজ, ভগবান্ মধু-সূদন কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া এই যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৪৭

পরম মঙ্গল-স্বরূপ শান্ত অনন্ত অচ্যুত একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান; তন্নিম্ন আর কিছুই নাই; হরে! নিখিল জগৎগুলি তাহা হইতে অভিন্ন; সৃষ্টিকার্যের জগৎই তিনি কাল প্রভৃতি রূপে প্রকাশমান। ৪৮

সেই নিরঞ্জন পরব্রহ্মই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-কারণ, আমরা তিন জন তাঁহারই অংশ; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিবার জগৎ তাঁহারই রূপত্রয় বিভিন্ন-ভাবে বিরাজ করিতেছে। ৪৯

আমি, তুমি, ব্রহ্মা, কাল, প্রকৃতি বা অন্য কেহ—আমরা তাঁহার স্বরূপ হইলেও তদীয় প্রেরণা ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। ৫০

ভগবান্ বলিলেন,—হে বৃষভধ্বজ! তুমি এই সার বুঝিয়াছ, সার সার কথাও বলিলে। ৫১

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—আমরা তিনজন তাঁহারই অংশ। অতএব হে শম্ভো! তুমি যদি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর ব্রহ্মাকে বধ করিতে পারিতেছ না। ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণোরমিতভেজসঃ ।

ন জঘান মহাদেবো বিধিং দৃষ্ট্বাথ চৈকভাম্ ॥

ইতি বঃ কথিতং বিষ্ণুর্যথানশ্রুত্বাদিশং ।

শস্তবে প্রস্তুতং ততঃ কথয়ামি পুনর্বিজাঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জলদেম্বথ গর্জ্জন্ম মহাদেবঃ সতীপতিঃ ।

বিসৃজ্য বিষ্ণুপ্রভৃতিং জগাম হিমবদিগরিম্ ॥ ১

আরোপ্য বৃষভে ত্বেজ সতীমামোদশালিনীম্ ।

জগাম হিমবৎ প্রস্থং রম্যং কুঞ্জসমন্বিতম্ ॥ ২

অথ সা শঙ্করাভ্যাসে সুদতী চারুহাসিনী ।

বিরেজে বৃষভস্থাতি চন্দ্রাস্তে কালিকোপমা ॥ ৩

ব্রহ্মাদয়শ্চ তে সর্বের মরীচ্যাভ্যাস্ত মানসাঃ ।

দক্ষোহপি সর্বের মুদিতা অভবন্ সসুরাসুরাঃ ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, অমিতভেজা বিষ্ণুর এই সকল কথা শুনিয়া এবং দেবত্রয়ের একতা দর্শন কবাত্তে ব্রহ্মাকে আর বধ করিলেন না । ৫৩

বিষ্ণু, যেরূপে শত্ৰুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ বুঝাইয়াছিলেন, তৎ-সমস্তই আমি তোমাদিগকে এই বলিলাম । এক্ষণে প্রস্তুত কথা বলিব, সন্দেহ নাই । ৫৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩

চতুর্দশ অধ্যায়

শিব-বিহার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তব, জলবাবলী গর্জ্জন করিতে থাকিলে সতীপতি মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া হিমালয় পর্বতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শিব, আনন্দ-শালিনী সতীকে উত্তম বৃষভ-পুঠে আরোহণ করাইয়া রমণীয়-নিকুঞ্জ-শোভিত হিমালয় প্রস্থে গমন করিতে লাগিলেন । ২

তখন সেই চারুহাসিনী সুদতী দাক্ষায়ণী, বৃষোপরি শিবসমীপে অবস্থিত হওয়াতে শশধরসমীপে মেঘমালার দ্বারা অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন । ৩

ব্রহ্মাদি প্রধান প্রধান দেবগণ, ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, দক্ষ প্রজাপতি এবং সুরাসুর সকলেই আনন্দিত হইলেন । ৪

কেচিচ্ছ্যান্ বাদয়ন্তঃ কেচিত্তালয়নং গণাঃ ।
 কেচিদ্ধাস্তং প্রকূৰ্ব্বন্তো অনুজগ্মুর্ধ্বধ্বজম্ ॥ ৫
 বিসৃষ্টা অপি ব্রহ্মাদ্যাঃ শঙ্কনা পুনরেব তে ।
 অনুজগ্মুঃ কিয়দ্বদং যুদা পরময়া যুতাঃ ॥ ৬
 ততঃ শঙ্কুং সমাভাষ্য ব্রহ্মাদ্যা মানসাস্ত তে ।
 স্বং স্বং স্থানং তদাজগ্মুঃ স্থান্দনৈরাশুগামিভিঃ ॥ ৭
 দেবাস্ত সর্বে সিদ্ধাস্ত তথৈবাপ্সরসাজ্জনাঃ ।
 যক্ষবিদ্যাধরাদাস্ত যে যে তত্র সমাগতাঃ ॥ ৮
 তে হরেণ বিসৃষ্টাস্ত গতবন্তো নিজাস্পদম্ ।
 বভূবুরামোদযুতাঃ কৃতদারে বৃষধ্বজে ॥ ৯
 ততো হরঃ সযগণঃ সংস্থানং প্রাপ্য মোদনম্ ।
 কৈলাসং তত্র বৃষভাদবতারয়তি প্রিয়াম্ ॥ ১০
 ততো বিরূপাক্ষ ইমাং প্রাপ্য দাক্ষায়ণং গণান্ ।
 স্বীয়ান্ বিসর্জয়ামাস নন্দ্যাাদীন্ গিরিকন্দরাং ॥ ১১
 উবাচ শঙ্কুস্তান্ সর্বাণ্ নন্দ্যাাদনতিসূনুতম্ ॥ ১২
 যদাহং বঃ স্মরাম্যত্র স্মরণাচ্চলমানসঃ ।
 সমাগমিষ্যথ তদা মংপার্ষং ভোক্তুদা তদা ॥ ১৩
 ইত্যুক্তে বামদেবেন তে নন্দিভৈরবাদয়ঃ ।
 মহাকৌষীপ্রপাতায় জগ্মুস্ত হিমবদ্গিরৌ ॥ ১৪

প্রমথগণ—কেহ কেহ শঙ্কধ্বনি কবত, কেহ কেহ করতালি প্রদান করত
 কেহ কেহ বা হাস্য করত, বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল । ৫

শিব ব্রহ্মাদিকে বিদায় দিলেও তাঁহারা পরমানন্দে কিয়দূর পর্য্যন্ত শিবের
 অনুসরণ করিলেন । ৬

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মাব মানস পুত্রগণ শিবের সহিত সন্তোষণ
 করিয়া শীঘ্রগামী রথী আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । ৭

দেবগণ, সিদ্ধগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষগণ ও বিদ্যাধরগণ প্রভৃতি যাহারা
 যাহারা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাবা সকলে শিবের নিকট বিদায়
 লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন । মহাদেব, দার-পরিগ্রহ করিলে তাঁহারা
 সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন । ৮-৯

অনন্তর, মহাদেব, সত্যসহ আমোদজনক অতি প্রিয় স্বস্থান কৈলাসে বৃষ
 হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; সজে সজে তাঁহার প্রমথগণও তথায় উপস্থিত
 হইল । ১০

অনন্তর বিরূপাক্ষ, সেই দক্ষ-নন্দিনীকে পাইয়া নন্দী প্রভৃতি নিজগণকে
 গিরি-গুহা হইতে বিদায় দিলেন । ১১

বিদায় দিবার সময় তাহাদিগের সকলকেই এই সূনুত (সত্যপ্রিয়) কথা
 বলিয়া দিলেন, যখন আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, তখন তোমাদিগের
 চিত্ত চঞ্চল হইবে । হে প্রমথগণ ! চিত্ত চঞ্চল হইলেই তোমারা আমার
 নিকটে সমাগত হইবে । ১২-১৩

নন্দী ভৈরবাদি প্রমথগণ, মহাদেবকর্তৃক এবরূপ কথিত হইয়া হিমালয়-
 পর্ব্বতে মহাকৌষী-নদী-প্রপাত সন্নিধানে গমন করিলেন । ১৪

ঈশ্বরোহপি তয়া সাক্ষং তেহু যাতেষু মোহিতঃ ।
 দাক্ষায়ণ্যা চিরং রেমে রহয়ানুদিনং ভূশম্ ॥ ১৫
 কদাচিদ্ বগ্নপুষ্পানি সমাহৃত্য মনোহরাম্ ।
 মালাং বিধায় সত্যাস্ত হারস্থানে শ্যযোজয়ৎ ॥ ১৬
 কদাচিদ্দর্পণে বক্ত্রং বীক্ষন্তুমাশ্রয়ঃ সতীম্ ।
 অনুগম্য হরো বক্ত্রং স্বীয়মপ্যবলোকয়ৎ ॥ ১৭
 কদাচিৎ কুন্তলাংস্তয়া উল্লাসোল্লাসমাগতঃ ।
 বদ্ধাতি মোচয়তোবং শঙ্খংসম্মার্জয়তাপি ॥ ১৮
 সরাগো চরণাবস্থা যাবকেনোজ্জ্বলেন চ ।
 নিসর্গরক্তো কুরুতে পুরা রাগাদ্ বৃষধ্বজঃ ॥ ১৯
 উচ্চৈরপি যদাখ্যেয়মশেষাং পুরতো মুহঃ ।
 তৎ কর্ণে কথয়ত্যয়া হরো স্প্রষ্টুং তদাননম্ ॥ ২০
 ন দূরমপি গত্বাসৌ সমাগম্য প্রযত্নতঃ ।
 অনুবদ্ধাতি তামস্মি পৃষ্ঠদেশেহেগ্গমানসাম্ ॥ ২১
 অন্তর্হিতস্ত তত্রৈব মায়ায়া বৃষভধ্বজঃ ।
 তামালিলিঙ্গ ভীত্যা সা চকিতা ব্যাকুলাভবৎ ॥ ২২
 সৌবর্ণপদ্মকলিকাতুল্যো তম্যঃ কুচবয়ে ।
 চকার ভ্রমাকারং যুগনাভিবিশেষকম্ ॥ ২৩

তাহারা চলিয়া যাইলে মহাদেব, মোহিত হইয়া বহুদিন সতীসহ নির্জনে নিরন্তর সাতিশয় ক্রীড়াসক্ত হইলেন । ১৫

মহাদেব, কোন দিন, বগ্ন পুষ্প আহরণপূর্বক মনোহর মালা গাঁথিয়া সতীর হারস্থানীয় করিয়া দিলেন । ১৬

কোন দিন, সতী, দর্পণে আপন মুখ দেখিতেছেন, এমন সময় মহাদেব চূপিচূপি পশ্চাতে গিয়া সেই দর্পণে আপনার মুখও দেখাইলেন । ১৭

কোন দিন মহাদেব, সতীর কুন্তলপাশ উন্নমিত করিয়া উল্লাসযুক্ত হইলেন, তখন বার বার সেই কেশরাশি বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন, খুলিতে লাগিলেন, আবার পরিষ্কার করিতে লাগিলেন । ১৮

মহাদেব, সতীর সহজ-রক্ত চরণযুগল অনুরাগবশে উজ্জ্বল-অলক্তকরসে রঞ্জিত করিয়া দিলেন । ১৯

যে সকল কথা অশ্রুর নিকট উচ্চৈঃস্বরে এবং শীঘ্র বলা যায় ; শিব সতীর আনন স্পর্শ করিবার জন্যই সেই সকল কথা তাঁহার কাণে কাণে এবং বিলম্ব করিয়া বলিলেন ।

মহাদেব, অদূরে লুকাইয়া থাকিয়া অশ্রুমনস্ক সতীর পশ্চাভাগে সযত্নে ধীর পদক্ষেপে আগমনপূর্বক ছই হাতে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন । ২১

বৃষধ্বজ, মায়াবলে সেইখানে অন্তর্হিত হইয়াই সতীকে আলিঙ্গন করিলেন ; সতী ভয়চকিতা ও ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন । ২২

মহাদেব সুবর্ণ-কমলকলিকা সদৃশ তদীয় কুচ-যুগলে যুগনাভি দ্বারা ভ্রমরা-কারে তিলক করিয়া দিলেন । ২৩

হারময়াঃ কুচমুগাধিযোজ্যঃ সহসা হরঃ ।
 নিয়োজয়তি তত্রৈব সৰস্পর্শনং মুক্তং ॥ ২৫
 অঙ্গদান্ বলয়ান্ বস্ত্রাং বিল্লোচ্চ চ পুনঃপুনঃ ।
 তৎস্থানাং পুনরৈবাসৌ তৎস্থানে প্রযুযোজ্য চ ॥ ২৫
 কালিকেন্ন সমায়াতি সৰ্বণা তে সখীতি তাম্ ।
 পশ্যেৎ যস্যাস্তথেচ্ছত্যাঃ প্রোক্তা জগ্রাহ তৎকুচৌ ॥ ২৬
 কদাচিন্দনোন্মাদ-চেতনঃ প্রমথাম্বিধঃ ।
 চকার নঃ স্কর্মাণি তয়া হ্রৎপ্রিয়য়া মুখা ॥ ২৭
 আহৃত্য পদ্মপুষ্পাণি বগ্নপুষ্পাণি শঙ্করঃ ।
 পুষ্পাভরণসর্ব্বাঙ্গীং কুরুতে স্ম কদাচন ॥ ২৮
 গিরিকুঞ্জেষু রমোষু তয়া সহ সতীপতিঃ ।
 বিজহার সমন্তেষু বনেষু মুদিতো হরঃ ॥ ২৯
 ন যানে নোপবেশে চ ন স্থিতৌ নারী চেষ্টিতে ।
 তয়া বিনা ক্ষণমপি শর্ম্ম লেভে বৃষধ্বজঃ ॥ ৩০
 বিহৃত্য সুচিরং কালং কৈলাসগিরিকন্দরে ।
 মহাকৌষীপ্রপাতায় জগাম হিমবদ্গিরৌ ॥ ৩১
 তস্মিন্ প্রবিষ্টে হিমবৎপর্ব্বতে বৃষভধ্বজে ।
 কামোহপি সহ মিত্রেণ রত্যা চ প্রজগাম হ ॥ ৩২
 তস্মিন্ প্রবিষ্টে কামে তু বসন্তঃ শঙ্করাস্তিকে ।
 বিততান নিজাঃ ক্রীশ্চ বৃক্ষে তোয়ে তথা ভূবি ॥ ৩৩

মহাদেব, সতীর স্তনমুগল হইতে সহসা হার উন্মোচনপূর্ব্বক বারংবার তাহাতে হাত দিলেন । ২৪

শিব,—কেম্বব, বলয় এবং তবঙ্গ (অলঙ্কার বিশেষ) সেই সেই অলঙ্কার স্থান হইতে বারম্বার খুলিয়া আবার পবাঠিয়া দিলেন । ২৫

দেখ, এই কালিকা (যেষজ্জাল) গমন করিতেছে, এ তোমার সৰ্ব্বণা—সখী ; মহাদেব এই কথা বলিলে সতী যেমন সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সতীর স্তনদ্বয় গ্রহণ কবিলেন । ২৬

কোন সময়ে, প্রমথনাথ, মদনোন্মত্ত মনে সেই হৃদয়বল্লভার সহিত আনন্দে নানাবিধ লীলা করিলেন । ২৭

শঙ্কর, কখন বগ্নপুষ্প ও পদ্মপুষ্প আহরণ করিয়া সতীর সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পাভরণে ভূষিত করিলেন । ২৮

সতীপতি হর, আনন্দিত ও মোহিত হইয়া সকল রমণীয় গিরিকুঞ্জে তাহার সহিত বিহার করিলেন । ২৯

বৃষধ্বজ, শয়নে, উপবেশনে, অবস্থানে এবং গমনাদি চেষ্টাতে ক্ষণকালের জন্যও সতী না থাকিলে স্বস্তি লাভ করেন নাই । ৩০

শিব, বহুকাল কৈলাস গিরিকন্দরে সতীসহ বিহার করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে মহাকৌষী-নদী-প্রপাতের নিকটে গমন করিলেন । ৩১

বৃষধ্বজ, হিমালয় পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইলে কামও রতি-বসন্তের সহিত তথায় গমন করিলেন । ৩২

সর্বৈ সুপুষ্পিতা বৃক্ষা লতাশাখাঃ সুপুষ্পিতাঃ ।
 অস্তাংসি ফুল্লপদ্মানি পদ্মেষু ভ্রমরাসুতথা ॥ ৩৪
 প্রবিষ্টে তত্র সুরভৌ প্রববুর্ফলয়ানিলাঃ ।
 সুগন্ধিপুষ্পগন্ধেন মোহিতাশ্চ পুরঙ্কয়ঃ ॥ ৩৫
 মুনীনাংপি চেতাংসি প্রমথ্য সুরভিস্তদা ।
 স্মরঃ সারং সমুদ্ভ্রে তক্রৌঘাদাজ্যবৎ কৃতী ॥ ৩৬
 সঙ্খ্যাক্ষচন্দ্রসঙ্কশাঃ পলাশাশ্চ বিরেজিরে ।
 কামাক্তবৎসুননসঃ প্রমোদায়াভবৎ সদা ॥ ৩৭
 বভূঃ পঙ্কজপুষ্পাণি সরঃসু সকলং জনান্ ।
 সম্মোহয়িতুমুদ্যুক্তা সুমুখীবান্ভুদেবতা ॥ ৩৮
 নাগকেশরবৃক্ষাশ্চ স্বর্ণবর্ণপ্রসূনকৈঃ ।
 বভূর্মনকেকত্বাভা মনোজাঃ শঙ্করাস্তিকে ॥ ৩৯
 চম্পকাস্তরবো হৈমপুষ্পতং প্রকটং মুহুঃ ।
 কুর্ক্বতঃ প্রচুরৈঃ পুষ্পৈঃ সম্যগ্ৰেজুস্তথাস্থ্যুটৈঃ ॥ ৪০
 প্রফুল্লপাটলাপুষ্পৈর্দিশঃ স্যাঃ পাটলাংশবঃ ।
 যথা তথা পুষ্পিতান্তে পাটলাখ্যা মহীকহাঃ ॥ ৪১
 লবঙ্গবল্লাসুরভিগন্ধেনোদ্রাস্য মারুতম্ ।
 সম্মোহয়তি চেতাংসি ভৃশং কামিজনে পুরা ॥ ৪২

কামদেব, তথাৎ গমন করিলে, বসন্ত—শঙ্করসমীপে বৃক্ষ, জল ও ভূমণ্ডলে নিজ শোভা বিস্তার করিলেন । ৩৩

তখন তরুগণ সুপুষ্পিত হইল, লতাসকল কুসুমিত হইল; সরোবরে পদ্ম ফুটিল, কমলে ভ্রমর বসিল । ৩৪

বসন্ত তথায় প্রবিক্ত হইলে, সুগন্ধি-কুসুম-গন্ধে আর্মোদিত সুগন্ধ মলয়ানিল বহিতে লাগিল । ৩৫

যেমন নিপুণ ব্যক্তি, তক্র (খোল) মন্থন করিয়া তাহা হইতে ঘৃত উত্থাপন করে; সেইরূপ, বসন্ত, মুনগণের চিত্ত মথিত করিয়া কামপ্রবৃত্তিরূপ সার উদ্ধার করিয়া দিলেন । ৩৬

সঙ্খ্যাকালীন অর্ধচন্দ্রের ন্যায় পলাশ-কুসুম-রাশি মদনাক্তের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল । ৩৭

তখন দেবগণ, সদা প্রমোদ-মত্ত হইলেন । তখন সরোবরে কমলবৃন্দ, সকল জনগণকে মোহিত করিতে উদ্যত সুবদনা জলদেবতার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল । ৩৮

স্বর্ণবর্ণ-কুসুমরাজিমণ্ডিত মনোহর নাগকেশর-তরুগণ, কামদেবের রথধ্বজের ন্যায় শঙ্করসমীপে বিরাজ করিতে লাগিল । ৩৯

চম্পকতরুশ্রেণী, বিকসিত-কুসুমসমূহ দ্বারা আপনার 'হৈমপুষ্প' নাম নিরন্তর ব্যক্ত করিতে লাগিল । ৪০

পাটল-বৃক্ষসকল একপভাবে কুসুমিত হইল,—তাহাতে সমস্ত দিগ্বাণুল, প্রফুল্ল পাটলাকুসুমে পাটলবর্ণ হইয়া উঠিল । ৪১

কুসুমিত লবঙ্গলতা নিজ সুগন্ধে মলয়-পবনকে আর্মোদিত করিয়া কামি-জনের চিত্ত অত্যন্ত মোহিত করিতে লাগিল । ৪২

বাসন্তীবাসিতাস্তত্র বনাস্তাঃ কিল রেজিরে ।
 তদগন্ধলুক্কমরা রতিমিশ্রা মনোহরাঃ ॥ ৪৩
 চারুপাবকবর্চস্বি শিখরাশ্চতুর্থাখিনঃ ।
 বভূর্য়দনবাণৌষ-পর্যাক্ষবদনারুতাঃ ॥ ৪৪
 অস্তাংসি মলহীনানি রেজুঃ ফুল্লকুশেশযৈঃ ।
 মুনীনামিব চেতাংসি প্রব্যক্তজ্যোতিরুদগমাৎ ॥ ৪৫
 তুষারাঃ সূর্য্যরশ্মীনাং সঙ্গমাদগমন্ ক্ষয়ম্ ।
 মমত্বানীব বিজ্ঞানশালীনাং হৃদয়াত্তদা ॥ ৪৬
 নিঃশঙ্কাঃ কোকিলাঃ শব্দং তদ্বতে স্ম তদারহম্ ।
 প্রাণিবানপুষ্পেষু পুষ্পজ্যাশবদ ভূশম্ ॥ ৪৭
 চূড়্ভূজমরাস্তত্র বনাস্তর্গতপুষ্পগাঃ ।
 কান্তালীলারুভূক্ষোস্ত স্মরব্যাক্রম্য শব্দবৎ ॥ ৪৮
 চন্দ্রস্তষারবস্তানুর্ন চৈতাঃ সকলাঃ কলাঃ ।
 ক্রমাদভার মোহায় জনানাং কুশল ভূবি ॥ ৪৯
 প্রসন্নাঃ সহ চন্দ্রেণ নিতুষারাস্তদাভবন্ ।
 বিভাবর্যাঃ প্রিয়েণেব কামিণ্যঃ সূমনোহরাঃ ॥ ৫০
 তস্মিন্ কালে মহাদেবঃ সহ সত্য্য ধবোত্তমে ।
 রেমে স সুচিরং ছন্না নিকুণ্ডেষু দরীষু চ ॥ ৫১
 সাপি তেন সমং রেমে তথা দাক্ষায়ণা শুভা ।
 যথা হবঃ ক্ষণমপি শান্তিং নাপ তয়া বিনা ॥ ৫২

মাধবী-কুসুম-সুবাসিত রতিক্রীড়াময় মনোহর বনভূমিসকল মাধবী-কুসুম
 গন্ধ-লুক্ক অলিকুলে সঙ্কল হইয়া বড়ই শোভা পাইল । ৪৩

চূতপাদপনিকবের বিটপাগ্রভাগ সতেজে উদগত ও সুন্দর মুকুলিত হইল ;
 তাহাতে ঐ বৃক্ষশ্রেণী মদন-শর-সমূহ-সংবৃতবৎ শোভা পাইতে লাগিল । ৪৪

পরম জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে মুনিগণেব চিত্ত যেরূপ নির্মল হইয়া বিরাজ
 পায় ; সেইরূপ, সর্বোবরাদির জল ফুল্ল-কমল-পরিবৃত ও নির্মল হইয়া শোভা
 পাইল । ৪৫

যেমন তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয় হইতে মমত্ব দূর হয়, সেইরূপ তুষাররাশি, সূর্য্যরশ্মি
 সম্পর্কে গগনতল হইতে অপসৃত হইল । ৪৬

তথায় কোকিলগণ অতীব নিঃশঙ্কচিত্ত প্রাণীপীড়ক মদনের কুসুম-জ্যা
 শব্দের শ্রায় নিরন্তর শব্দ করিতে লাগিল । ৪৭

তথায় বনমধ্যগত কুসুমমধুপায়ী মধুকরনিকর, মানিনী-মান-বুভুক্ষু স্মর-
 শার্দূলেব গুপ্তাববৎ কূজন কবিত্তে লাগিল । ৪৮

চন্দ্রের সকল কলাই এতদিন শিশিররাশব মধ্যে ডুবিয়াছিল ; এখন চন্দ্র
 পৃথিবীর জনগণকে মোহিত করিবার জন্য কুশলে সেই সকল কলা ক্রমে ধারণ
 করিতে লাগিলেন । ৪৯

তখন পতিসহ রমণীগণের যেমন রমণীয়তা হইল ; সেইরূপ শশধরসহ
 রজনীদেবীও প্রসন্ন এবং তুষারহীন হইলেন । ৫০

সেই সময়ে মহাদেব, গিরিরাজ হিমালয়ের সংবৃত নিকুঞ্জ ও কন্দর মধ্যে
 সতীসহ সুললিত বিহার করিতে লাগিলেন । ৫১

সন্তোষবিষয়ে দেবী সতী তস্য মনঃপ্রিয়া ।
 বিশতীৰ হরম্যাজে পারম্বতীৰ তত্রসম্ ॥ ৫৩
 তস্তাঃ কুমুমমালাভিভূষয়ন্ সকলাং তনুम् ।
 স্বহস্তরচিতাভিচ্চ বরং নৰ্ম্ম চকার সঃ ॥ ৫৪
 আলাপৈককীৰ্ণগৈর্হাসৈস্তথা সম্ভাষণৈর্হরঃ ।
 তস্তাং বিবেশ গিরিশঃ সংযমীবাণ্ড্যসংবিদম্ ॥ ৫৫
 তদ্বস্ত্র চন্দ্রপৌষপানস্থিরতনূর্হরঃ ।
 নাবাপ শৈষিকীং তরীমবস্থ্যং স কদাচন ॥ ৫৬
 তদ্বস্ত্রাশ্চুজবাসেন তৎসৌন্দর্য্যৈচ্চ নৰ্ম্মভিঃ ।
 গুণৈরিব মহাদন্তী বদ্ধো নাগাদ্বিচেষ্টতে ॥ ৫৭
 ইতি হিমগিরিকুঞ্জে প্রস্থভাগে দরীশু
 প্রতিদিনমভিরেমে দক্ষপুত্রা মহেশঃ ।
 ঋতুভুজপরিমণৈঃ ত্রীড়তস্তস্য জাতা
 নব দশ চ মুনীন্দ্রা বৎসরাঃ পঞ্চ চাত্তে ॥ ৫৮
 ইতি শ্রীকালিকাপুবাণে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪

কল্যাণী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত একপ সুচারু বিহার করিলেন যে,
 তিনি ক্ষণকালও না থাকিলে শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইত । ৫২

সতী দেবী সন্তোষ বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ের অতীব প্রিয় হইলেন । যেন
 সতী, শিবকে সেই মধুর শৃঙ্গাররস পান কবাইতেই শিবের অন্তরে প্রবিষ্ট
 হইলেন । ৫৩

মহাদেব দাক্ষায়ণীর সমগ্র দেহ স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমালা দ্বারা ভূষিত কবিয়া
 নন্দ্রলীলা করিলেন । ৫৪

যেমন সংযমী পুরুষ আত্মজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ মহেশ্বর, আলাপ,
 অবলোকন, হাস্য ও সম্ভাষণ দ্বারা সতীর অন্তরে প্রবেশ করিলেন । ৫৫

সতী-মুখ-চন্দ্রের সুধাপানে মহেশ্বরের শরীর দৃঢ় হইল ; তাই তিনি কখনই
 শেষের সে ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন না । ৫৬

মহাদেব, দাক্ষায়ণীর মুখ কমল সৌরভে, অসামান্য সৌন্দর্য্য ও লীলানৈপুণ্য
 দ্বারা বদ্ধ হইয়া রজ্জুবদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় আর কোনরূপ চেষ্টা কবিলেন না । ৫৭

এইরূপে মহেশ্বর, হিমালয় পর্ব্বতেব নিকুঞ্জ প্রস্থ ও কন্দর মধ্যে সতীসহ
 প্রতিদিন বিহার করিতে লাগিলেন । হে মুনীন্দ্রগণ ! তাঁহার এইরূপ বিহার
 করিতে করিতে দেবপরিমাণে চতুর্বিংশতি বৎসর অতীত হইল । ৫৮

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কদাচিদথ দক্ষস্য তনয়া জলদাগমে ।

জগদাদিত্তেঃ শিখরিণঃ প্রস্থং বৃষভধ্বজম্ ॥ ১

সতুবাচ—

ঘনীগমোহয়ং সম্প্রাপ্তঃ কালঃ পরমদুঃসহঃ ।

অনেকবর্ণমেঘৌঘ-স্থগিতাস্বরদিক্চয়ঃ ॥ ২

বিবাস্তি বাতা হৃদয়ং দারয়ন্তোহতিবেগিনঃ ।

কদম্বরজসাধৌতপাথোলেশাদিবর্ষণঃ ॥ ৩

মেঘানাং গর্জিতৈরুচ্চৈর্দ্বারাসারং বিমুঞ্চতাম্ ।

বিদ্যুৎপতাকিনাস্ত্রৈঃ ক্ষুণ্ণং কস্য ন মানসম্ ॥ ৪

ন সূর্যো দৃশ্যতে নাপি মেঘচ্ছয়ো নিশাপতিঃ ।

দিবাপি রাত্রিবস্তাতি বিরহিবাতায়াকরম্ ॥ ৫

মেঘা নৈকত্র তিষ্ঠন্তো ধ্বনন্তঃ পবনৈরিতাঃ ।

পতন্ত ইব লোকানাং দৃশ্যন্তে মৃদ্ধি শঙ্কর ॥ ৬

বাতাহতা মহাবৃক্ষা নৃত্যন্ত ইব চান্বরে ।

দৃশ্যন্তে হর ভীরুগাং ত্রাসকাঃ কামুকেন্সিতাঃ ॥ ৭

স্নিগ্ধনীলাঞ্জনশ্যাম-মুদিরৌঘশ্চ পৃষ্ঠতঃ ।

বলাকরাজী ভাতুতৈর্চৈর্মুনাঘুক্তফেনবৎ ॥ ৮

শিব-দুর্গার হিমালয় পর্বতে বাস করিবার প্রস্তাব

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; অনন্তর, দক্ষতনয়া কোন সময়ে বর্ষাকালে, পর্বতপ্রস্থে অবস্থিত বৃষধ্বজকে বলিলেন,—এই পরম দুঃসহ বর্ষাকাল উপস্থিত, এখন নানাবর্ণের জলদজাল দিয়াগুল ও গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । ১-২

কদম্ব-কুমুদ-পরাগমিশ্রিত-জলকণাবাহী বেগবান্ প্রভঞ্জন হৃদয় কম্পিত করত বহিতেছে । ৩

বিদ্যুৎ-পতাকাভূষিত আসারবর্ষী জলদাবলীও তীব্রতর ঘোর গর্জনে কাহাব চিত্ত বিক্ষুব্ধ না হয় ? ৪

সূর্যের প্রকাশ নাই ; নিশাকর মেঘগর্ভে লুকাইয়াছে ; এখন দিবা-রাত্রি সমান ; এ কালের দিনও বিরহীদিগের প্রাণান্তকর । ৫

হে শঙ্কর ! মেঘজাল, গর্জন করিতেছে, পবন চালিত হওয়াতে একস্থানে থাকিতে পারিতেছে না, তাহাতে বোধ হইতেছে ইহার যেন লোকের মস্তকে পড়িল । ৬

ভীরু-ভয়াবহ ও কামুকজনের অভিলষিত মহাবৃক্ষসকল পবনচালিত হওয়াতে দেখাইতেছে, যেন উহার গগনমণ্ডলে নাচিতেছে । ৭

স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যামল জলদ-জালের নিয়ে বলাকাবলী যমুনাঙ্গলস্থিত ফেনরাশির হায় সান্তিলয় দীপ্তি পাইতে লাগিল । ৮

ক্ষণং ক্ষণং চক্ৰলেখং দৃশ্যতে কালিকা গতা ।
 অস্থবাবিব সন্দীপ্তঃ পাবকো বড়বামুখঃ ॥ ৯
 প্ররোহন্তি হি শম্পানি মন্দিরপ্রাক্ষণেশপি ।
 কিমশ্রুত্ব বিরূপাক্ষ শম্পোদ্ভৃতিং বদাম্যহম্ ॥ ১০
 শ্যামলৈ রাজতৈঃ কটাক্ষকিশদোহয়ং হিমাচলঃ ।
 মন্দরাশ্রয়বৃক্ষোঘ-পত্রৈর্দৃগ্ভান্বধিযথা ॥ ১১
 কুসুমশ্রীশ্চ কুটজং ভেজে সাস্যাথ কিংগুকান্ ।
 উচ্চাবচাং কলৌ লক্ষ্মীর্যথা সন্তাজ্য সজ্জনান্ ॥ ১২
 ময়ূবাঃ স্তনয়িত্বানাং শব্দেন হৃষিতা মূলঃ ।
 কেকায়ন্তে প্রতিবনে সততং বৃষ্টিসূচকাঃ ॥ ১৩
 মেঘোল্লুখানাং মধুরশ্চাতকানাং স্বনো হর ।
 শ্রুতামতিমত্তানাং বৃষ্টিসম্মিশ্রিসূচকঃ ॥ ১৪
 গগনে শক্রচাপেন কৃতং সাম্প্রতমাস্পদম্ ।
 ধারাসারশরৈস্তাপং ভেদুং প্রতি যথোদগতঃ ॥ ১৫
 মেঘানাং পশ্য ভর্গেহ দুর্নয়ং করকোৎকরৈঃ ।
 যন্তাভয়ন্ত্যনুগতং ময়ূরং চাতকং তথা ॥ ১৬
 শিখিসারঙ্গয়োদৃক্ষ্য মিত্রাদপি পরাভবম্ ।
 হংসা গচ্ছন্তি গিরিশ বিদূরমপি মানসম্ ॥ ১৭

সুনীল-সমুদ্র-সলিলে প্রদীপ্ত বাড়বানলেব ন্যায় এই সৌদামিনী মেঘজালো-
পরি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছে । ৯

এখন গৃহ-প্রাক্ষণেও শম্প-অঙ্কুর দেখা যাইতেছে ;—হে বিরূপাক্ষ ! অশ্রু
স্থলে অর্থাৎ যেখানে সচবাচর শম্প উৎপন্ন হয়, তথায় সে শম্প উৎপন্ন হইতেছে
তাহা আর বলিব কি ? ১০

যেমন ক্ষীরসমুদ্র মন্দর পর্বতস্থিত তরুনিকরের শ্যামল পত্রপুঞ্জ শোভিত
হইয়াছিল, সেইরূপ এই শুভ্রবর্ণ হিমাচল, মেঘ-শ্যামল কক্ষভূমি দ্বারা শোভা
পাইতেছে । ১১

যেমন লক্ষ্মী কলিকালে সজ্জনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে সে লোকের
আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ, পুষ্পশোভা পলাশ কুসুম ভাগ করিয়া কুটজ
পুষ্প ভজনা করিল । ১২

ময়ূরগণ, নিরন্তর মেঘশব্দে আনন্দিত হইয়া বৃষ্টি সূচনা করত বনে বনে
সতত কেকারব করিতেছে । ১৩

মেঘ দর্শনে উৎসুক অতিমত্ত চাতকগণের আসন্নবৃষ্টিসূচক মধুর ধ্বনি শ্রবণ
কর । ১৪

এখন ইন্দ্রধনু, গগনমণ্ডলে দেখা দিয়াছে । বৃষ্টি আসারূপ শর-নিকরদ্বারা
তাপ-শক্রকে বিনাশ কবির জন্মই তাহাব আবির্ভাব । ১৫

দেবাদিদেব ! মেঘগুলির একবার অত্যাচার দেখ ;—বেটার। কিনা
আপনাদিগের অনুগত ময়ূব ও চাতককে উৎকট করকাঘাতে পীড়া
দিতেছে । ১৬

হে গিরিশ ! ময়ূর ও চাতককুলের মিত্রের নিকটেও নিগ্রহ দেখিয়া হংসগণ
দূরবর্তী হইলেও সেই মানস-সরোবরে চলিয়াছে । ১৭

এতস্মিন্ বিষমে কালে নীড়ং কাকাশ্চ কোরকাঃ ।
 কুর্বন্তি ত্বং বিনা গেহাৎ কথং শান্তিমবাশ্চাসি ॥ ১৮
 মহতী বাধতে ভীতির্মাং মেঘোথ্য পিনাকমৃক্ ।
 যতঃ তস্মাদ্বাসায় মা চিরং বচনান্মম ॥ ১৯
 কৈলাসে বা হিমাদ্রৌ বা মহাকৌশ্চামথ ক্ষিতৌ ।
 তবোপযোগ্যং ত্বং বাসং কুরুষ বৃষভধ্বজ ॥ ২০
 এবমুক্তস্তদা শব্দদীক্ষ্যায়ণ্য তয়াসকুং ।
 ঈষজ্জহাস শীর্ষস্থ-চন্দ্ররশ্মিসিতাননঃ ॥ ২১
 অথোবাচ সভাং দেবীং শ্মিতভিম্নোষ্ঠসম্পূটঃ ।
 মহাত্মা সর্বতত্ত্বজ্ঞ-স্তোষয়ন্ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২২

ঈশ্বর উবাচ—

যত্র প্রীত্য ময়া কার্যো বাসস্তব মনোহরে ।
 মেঘাস্তত্র ন গন্তাবঃ কদাচিদপি মৎপ্রিয়ে ॥ ২৩
 মেঘা নিতম্বপর্যাস্তং সঞ্চরন্তি মহীভূতঃ ।
 সদাপ্রালেয়ধামস্ত বর্ষাস্বপি মনোহরে ॥ ২৪
 কৈলাসস্ত তথা দেবী যাবদামেখলং ঘনাঃ ।
 সঞ্চরন্তি ন গচ্ছন্তি তস্মাদৃদ্ধং কদাচন ॥ ২৫
 সুমেরোর্বারিধেঃক্লং ন গচ্ছন্তি বলাহকাঃ ।
 জানুমূলং সমাসাদ্য পুষ্কারাবর্তকাদয়ঃ ॥ ২৬

এই বিষম সময়ে কাক ও চকোরেরাও নীড় নির্মাণ করিতেছে, তুমি গৃহ বিনা সুখে থাকিবে কিরূপে ? ১৮

হে পিনাকপাণি ! আমি মেঘভয়ে বড় কাতর হইয়াছি ; অতএব আমার কথানুসারে অবিলম্বে বাসস্থান করিতে যত্নশীল হও । ১৯

হে বৃষভজ ! তুমি কৈলাসে হিমালয়ে মহাকৌশা-নদীতীরে অথবা পৃথিবীতে যেখানে হয় তোমাব উপযুক্ত বাসস্থান কর । ২০

দাক্ষায়ণী শব্দকে বারংবার এই কথা বলিলে, তিনি মৌলিভূষণ-শশধরের বিশদ-কিবণচ্ছুরিত বদনে ঈষৎ হাস্য করিলেন । ২১

অনন্তর, সর্বতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ঈশ্বর, ঈষৎ-হাস্যে উদ্ভিন্ন-ওষ্ঠাধর হইয়া পরমেশ্বরী সভাদেবীর স্তোষ-বিধান কবিলেন । ২২

ঈশ্বর বলিলেন, হে মনোহরে ! আমি তোমার প্রীতির জন্য যে স্থানে বাস করিব, তথায় আমার পুরাতন কদাচ মেঘ যাইতে পারিবে না । ২৩

হে মনোহারিণি ! মেঘগণ বর্ষাকালেও হিমালয় পর্বতের নিতম্বদেশ পর্যাস্ত সতত বিচরণ করে । ২৪

মহাদেবি ! জলদজাল, কৈলাস পর্বতের মেখলা পর্যাস্ত সঞ্চরণ করে, তাহার উল্কে কদাচ যাইতে পারে না । ২৫

পুষ্কারাবর্তকাদি মেঘগণও সুমেরুপর্বতের জানুমূল পর্যাস্ত যাইতে পারে, তাহার উল্কে পারে না * । ২৬

* “জঘনশ্চেৎকিং” ও “জম্বুমূল সমাসাদ্য” এই পাঠের অনুসৃত অর্থ এই—“জঘন ভাগস্থিত জম্বুতরুমূল পর্যাস্ত গমন করে, জঘনের উল্কে যাইতে পারে না ।”

এভেবু চ গিন্নীশ্রেয় যতোপস্মি ভবেহতে ।

মনঃ প্রিয়ে নিবাসায় তমাচক্ষুঃ ক্রতং মমি ॥ ২৭

স্নেছাবিহারৈস্তব কৌতুকানি

সুবর্ণপক্ষানিলবৃন্দবৃন্দৈঃ ।

শকুন্তবর্গৈর্মধুরস্বনৈস্তে

সদোপদেশানি গিরৌ হিমোথে ॥ ২৮

সিদ্ধাঙ্গনাস্তে সখিতাং সনাতনী-

মিচ্ছন্ত্য এবোপকৃতিং সকৌতুকাম্ ।

স্নেছাবিহারৈর্মণিকুণ্ডিমে গিরৌ

কুর্বন্ত্য এম্বন্তি ফলাদিদানকৈঃ ॥ ২৯

যা দেবকণ্ঠা গিরিকণ্ঠকাম্চ

যা নাগকণ্ঠাশ্চ তুরঙ্গমুখ্যঃ ।

সর্বাস্তু তাস্তে সততং সহায়তাং

সমাচরিস্বস্ত্যনুমোদবিভ্রমৈঃ ॥ ৩০

রূপং তবেদমতুলং বদনং সুচারু

দৃষ্টাঙ্গনা নিজবপুর্নিজকান্তিসম্বন্ধম্ ।

হেলাং নিজে বপুর্মি রূপগুণেষু নিত্যং

কর্ত্তার ইত্যনিমিষেক্ষণচারুরূপাঃ ॥ ৩১

যা মেনকা পর্বতরাজজায়া

রূপৈশ্চৈঃ খ্যাতিবতী ত্রিলোকে ।

স। চাপি তে তত্র মনোহনুমোদং

নিত্যং করিস্বস্ত্যথ সূচনাদৈঃ ॥ ৩২

পুরজ্জিবর্গৈগিরিরাজবন্দ্যৈঃ

প্রীতিং বিতস্তিরুদাররূপাম্ ।

শিক্ষা সদা তে স্বকুলোচিতাপি

কার্য্যাবহং প্রীতিযুতা গুণৌঘৈঃ ॥ ৩৩

প্রিয়ে ! এই সকল গিরিবরের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার মন চাহে, শীঘ্র আমাকে তাহা বল । ২৭

সুবর্ণময় পক্ষের পবনবেগে বিকাম্পিত পল্লব স্নেছাবিহারী মধুর-কুজব বিহঙ্গ-বর্গে তোমার বড় আনন্দ ; এই হিমালয় পর্বতে তাহা সতত মূলভ । ২৮

সিদ্ধাঙ্গনাগণ, তোমার সহিত চিরসখ্য করিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাহারা ফলাদি দান করত তোমার আনন্দ-উপকার করিতে এই স্নেছাবিহার-ভূমি মণিকুণ্ডিমশোভিত গিরিবরে আসিবে । ২৯

দেবকণ্ঠা, নাগকণ্ঠা, গিরিকণ্ঠা ও কিন্নর-কণ্ঠাগণ, সকলেই আনন্দ-প্রমোদ বিলাস-বিভ্রমে সতত তোমার সহায়তা করিবে । ৩০

সুরসুন্দরীগণ, তোমার এই নিরুপম-রূপরাশি ও বদনমণ্ডল আর তাহা-দিগের নিজ নিজ দেহ ও লাভ্যের দিকে চাহিয়া তাহারা আপন আপন শরীর ও রূপ গুণে নিত্য অবহেলা করিবে । ৩১

রূপে-গুণে ত্রিলোক-বিখ্যাতা গিরিরাজ-মহিষী মেনকাও অভ্যর্থনাদি দ্বারা নিত্য তোমার মানসিক আনন্দবিধান করিবেন । ৩২

বিচিত্রকোকিলাপ-মোদকুঞ্জপার্বত্যম্ ।
 সদা বসন্তপ্রভবং গন্ধমিচ্ছসি কিং প্রিয়ে ।
 নানাস্বচ্ছজলপূর্ণ-সরঃশতসমাবৃতম্ ।
 পদ্মিনীশতসংযুক্ত-মচলেচ্ছং হিমালয়ম্ ॥ ৩৪
 সর্বকামপ্রদৈবৃক্ষৈঃ শারদৈঃ কল্পসংজ্ঞকৈঃ ।
 সঙ্কল্পং যস্য কুসুমান্যপয়োক্ষ্যসি তত্র বৈ ॥ ৩৫
 প্রশান্তস্থাপদগগনং মুনিভির্যতিভিবৃ-তম্ ।
 দেবালয়ং মহাভাগে নানামৃগগণৈবৃতম্ ॥ ৩৬
 স্ফটিকসুবর্ণপ্রাদৈঃ রাজতৈশ্চ বিরাজিতম্ ।
 গানসাদিসরোবরৈর্গরভিতঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩৭
 হিরণ্যৈঃ রত্ননালৈঃ পঙ্কজৈর্মূলৈবৃতম্ ॥ ৩৮
 শিশুমাবৈবস্তথা শৈলৈঃ কচ্ছপৈর্মকরৈর্কষৈঃ ।
 নিষেবিতৈর্মজ্জলৈশ্চ তথানীলোৎপলাদিভিঃ ॥ ৩৯
 দেবীশতস্রানসক্ত-সর্বগন্ধৈশ্চ কুঙ্কুমৈঃ ।
 বিচিত্রস্রগন্ধজলৈরাপূর্ণৈঃ স্বচ্ছকাস্তিভিঃ ॥ ৪০
 শাদলৈস্তরুভিস্তজ্জৈস্তীরৈশ্চৈরুপশোভিতৈঃ ।
 নৃত্যান্তিরিব শাখৌঘৈর্বাঞ্জয়ন্তঃ স্বসম্ভবম্ ॥ ৪১
 কাদম্বৈঃ সারসৈর্মত্ত-চক্রাঙ্গগ্রামশোভিতৈঃ ।
 মধুরারাবিভিন্নৈর্মোদকারিভির্ভ্রামরাদিভিঃ ॥ ৪২

গিরিরাজ বংশীয় গুণবতী পূবজীগণ, তোমার সহিত সারল্য-পূর্ণ প্রীতি-
 বিস্তার করিবেন, তাহাতে তোমার প্রীতিসহকারে সতত নিজকুলোচিত
 শিক্ষাও হইবে। ৩৩

গিরিরাজ হিমালয়ে কুঞ্জসকল কোকিলকুলের বিচিত্র-কাকলীরবে আনন্দ-
 ময় ; বসন্ত সতত বিরাজমান ; স্বচ্ছ জলপূর্ণ শত শত সরোবর ; আর কমলপূর্ণ
 পুষ্করিনীও শত শত। তাই বলি প্রিয়ে ! হিমালয়ে থাকিতে ইচ্ছা হয়
 কি ? ৩৪

সর্বকামপ্রদ কল্পপাদপে আচ্ছন্ন হিমালয়ের হরিতবর্ণ তরুরাজির কুসুমচয়
 উপভোগ করিতে পারিবে। ৩৫

হে মহাভাগে ! দেবগণের লীলাভূমি সেই হিমাচল—প্রশান্ত স্থাপদকুল,
 বহুতর মুনি, যতি এবং নানাবিধ মৃগগণে পরিবৃত রহিয়াছে। ৩৬

তথায় মানস প্রভৃতি স্ফটিক-সুবর্ণ-প্রবাল-রজতময় বহুতর সরোবর, সেই
 সকল সরোবর আবার রত্নময় নাল-দণ্ড সুবর্ণময় ফুল্লকমল কমলকুল ও মনোহর
 নীলোৎপলাদি দ্বারা পরিশোভিত। ৩৭-৩৮

শিশুমার ও শঙ্খ-কচ্ছপ-মকরকূলে আবৃত এবং স্নানকালে শত শত সূর-
 রমণীগণের অঙ্গবিধোত বিবিধ গন্ধদ্রব্য, কুঙ্কুম ও পরিভ্রষ্ট বিচিত্রকুসুমমালোর
 সৌরভ-বাসিত স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ। ৩৯-৪০

তাহাদিগের তীরে হরিতবর্ণ উত্তঙ্গ পাদপশ্রেণী ; তদীয় শাখাসকল পবন-
 হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া যেন আপনাদিগের সম্পদের কথা জানাইতেছে। ৪১

ইহাতে সরোবরকুলের বড়ই শোভা। সেই সকল সরোবরে কলহংস,
 সারস, মদণ্ড, চক্রবাক ও মধুমত্ত ভ্রমরকুল, সতত বিরাজমান। ৪২

বাসবস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
 অগ্নেঃ কোণপরাজস্য মারুতস্য হরস্য চ ॥ ৪৩
 পুরীভিঃ শোভিশিখরং মেরুমুচ্চৈঃ সুরালয়ম্ ।
 রম্ভাশচীমেনকাদিরম্ভোরগগণসেবিতম্ ॥ ৪৪
 কিত্বমিচ্ছসি সৰ্বেষাং সারভূতং মহাগিরিম্ ॥ ৪৫
 তব দেবীশতযুতা সাংস্রবোণসেবিতা ।
 নিত্যং চরিত্ত্বাতি শচী তব যোগ্যাং সহায়তাম্ ॥ ৪৬
 অথবা মম কৈলাসমচলেন্দ্রং সদাশ্রয়ম্ ।
 স্থানমিচ্ছসি বিস্তেগপুবীপরিবিরাজিতম্ ॥ ৪৭
 গঙ্গাজলৌঘপ্রযতং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্ ।
 দরীষু সানুযু সদা যক্ষকণ্ঠাভিরীহিতম্ ॥ ৪৮
 নানাযুগগণৈর্জুহুং পদ্মাশ্রয়শতাবৃতম্ ।
 সৰ্বৈশ্চৈশ্চ সদৃশং সুমেরোরিব সুন্দবি ॥ ৪৯
 স্থানেষ্বেত্যু যত্রাস্তি তবাস্তঃকরণস্পৃহা ।
 তদ্রুতং মে সমাচক্ষ বাসং কৰ্ত্তাস্মি তত্র তে ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতীরিতে শঙ্করেণ তদা দাক্ষায়ণী শনৈঃ ।
 ইদমাহ মহাদেবং লক্ষ্যং স্বেচ্ছাপ্রকাশনম্ ॥ ৫১

সত্বাচ—

হিমাদ্রাবেব বসতিমহমিচ্ছ ত্বয়া সহ ।
 নচিরাং কুরু বাসং ত্বং তস্মিন্বেব মহাগিরৌ ॥ ৫২

অথবা ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বসু, কুবের এবং আমি—আমাদিগের পুরীপরিসরে শোভিত শৃঙ্গ, রম্ভা, শচী, মেনকা প্রভৃতি রম্ভোরগগণ-নিষেবিত, দেবগণের আবাসভূমি সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাগিরি উচ্চত্ব সুমেরুপর্বতে বাস করিতে ইচ্ছা কর কি? ৪৩-৪৫

তথায় অঙ্গরোগণসেবিতা ইন্দ্রাণী শত শত দেবীগণ পরিবৃত্তা হইয়া সৰ্ব্বদা তোমার সহায়তা করিবেন । ৪৬

অথবা কুবেরনগর-শোভিত, গঙ্গাজল-প্রবাহ-পুত, পূর্ণচন্দ্রসম-সুভ্রবর্ণ আমার চিরবাস-স্থান গিৰিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে থাকিতে ইচ্ছা হয় কি? ৪৭

ঐ পর্বতের গুহা ও সান্নিদেশে ব্রহ্মকণ্ঠাগণ সদা বিচরণ করে । ৪৮

বিবিধ যুগগণ সেবিত শত শত কমলাকর সরোবরে আবৃত কৈলাসপর্বতে কোন গুণেই সুমেরুর ন্যূন নহে । ৪৯

এই সকল স্থানের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা, তাহা শীঘ্র বল, আমি তোমার সতিত সেইখানেই বাস করিব । ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শঙ্কর, এই কথা বলিলে, দাক্ষায়ণী, নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করত ধীরে ধীরে মধুরভাষে মহাদেবকে বলিলেন,—আমি তোমার সহিত হিমালয় পর্বতেই বাস করিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি অবিলম্বেই এই মহাগিরিতে বাস কর । ৫১-৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য হরঃ পরমমোদিতঃ ।
 হিমাद्रিশিখরং তুঙ্গং দাক্ষায়ণ্য সমং যযৌ ॥ ৫৩
 সিদ্ধাস্তনাগণায়ুক্তমগম্যং মেঘপক্ষিভিঃ ।
 জগাম শিখরং তুঙ্গং মরীচবনরাজিতম্ ॥ ৫৪
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ষোড়শোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বিচিত্রকনকৈ রূপৈঃ শিখরং রত্নকৰ্ণবনম্ ।
 বালার্কসদৃশং তুঙ্গমাসাদ সতীসখাঃ ॥ ১
 স্ফটিকাশ্ময়ে তস্মিন্ শাস্ত্রগদ্রমবাজ্রিতে ।
 বিচিত্রপুষ্পবল্লীভিঃ সরসীভিঃ সংযুতে ।
 প্রফুল্লতরুশাখাগ-গুঞ্জদ্রুমবভূষিতে ॥ ২
 পঙ্করুহৈঃ প্রফুল্লৈশ্চ নীলোৎপলচয়ৈস্তথা ।
 শোভিতে চক্রবাকৌঘৈঃ কাদম্বৈর্হংসমদগুভিঃ ॥ ৩
 প্রমত্তসারসৈঃ ক্রৌঞ্চৈর্নীলকণ্ঠৈশ্চ শকিতে ।
 পুংস্কোকিলকলয়ানৈর্মধুরৈর্মৃগসেবিতৈঃ ॥ ৪
 তুরঙ্গবদনৈঃ সিদ্ধৈরপ্সরোভিঃ সগুহ্যকৈঃ ।
 বিদ্যাধরীভির্দেবীভিঃ কিন্নরীভির্বিহারিতে ।
 পুরঞ্জীভিঃ পার্শ্বভীভিঃ কন্যাভিঃ সমন্বিতে ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব তাঁহার কথা শুনিয়া পরমানন্দে দাক্ষায়ণী সমভিব্যাহারে সিদ্ধবমলীগণ-সেবিত মেঘ ও বিহঙ্গকুলের অগম্য সরোবর-কানন-শোভিত উত্তুঙ্গ হিমালয়শিখরে গমন করিলেন । ৫৩-৫৪

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষোড়শ অধ্যায়

দক্ষ-যজ্ঞ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সতী-সহচর শত্ৰু সুবর্ণ-রজতে বিচিত্র, রত্নকন্দর-শোভিত, বাল-সূর্য্যাসন্নিভ, তুঙ্গশিখরে সমাগত হইলেন । ১

তথায় স্ফটিক-প্রস্তবময়, হবিত-বৃক্ষবাজ্র-শোভিত, বিচিত্র-কুসুমিত লতা ও সরোবরযুক্ত গিরিরাজ নগরী-সন্নিহিত শিখবাংশে বৃষধ্বজ সতীসহ বহুদিন বিহার করিলেন । ২

তথায় কমল বিকসিত, নীলোৎপল প্রস্ফুটিত, ফুল, কুসুমিত দ্রুমদল বিটপে অলিকুল গুঞ্জরিত ; চক্রবাক, কলহংস, হংস, মদগু, মত্ত সারস, বক ও

বিপক্ষীতস্ত্রিকামল্লমুদঙ্গপটহস্থনৈঃ ।
 নৃত্যান্তিরঙ্গরোড়িশ্চ কোড়ুকোষৈঃ সুশোভিতে ॥ ৬
 দৈবৌলতাভিদিব্যার্ভিগঞ্জিনীভিঃ সমাবৃত্তে ।
 উদ্ধৰ্গপ্রফুল্লকুসুমৈনিকুটৈরুপশোভিতে ॥
 শৈলরাজপুরাভ্যাসে শিখরে বৃষভধ্বজঃ ।
 সহ সত্য্য চিরং রেমে এবস্তৃত্তে সুশোভনে ॥ ৮
 তস্মিন্ স্বর্গসমে স্থানে দিব্যমানেন শঙ্কর ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি রেমে সত্য্য সমং যুদা ॥ ৯
 স কদাচিত্তু তৎস্থানাং কৈলাসং যাতি শঙ্করঃ ।
 কদাচিন্মেকুশিখরং দেবদেবৌবৃত্তং পুরা ॥ ১০
 দিক্‌পালানাং তথোদ্যানং বনানি বসুধাতলম্ ।
 গহ্বা গহ্বা পুনস্তত্র রেমে তেভ্যঃ সতীসখঃ ॥ ১১
 ন জজ্ঞে স দিব্যরাজং ন ব্রহ্ম ন তপঃ শমম্ ।
 সত্য্যাহিতমনাঃ শঙ্কুঃ প্রীতিমেব চকার হ ॥ ১২
 একং মহাদেবমুখং সতী পশ্যতি সর্ববশঃ ।
 মহাদেবোহপি সর্বত্র সদাদ্রাক্ষীং সতীমুখম্ ॥ ১৩
 এবমন্তোদ্যমং সর্গাদনুরাগমহীকুহম্ ।
 বর্জয়ামাসতুঃ শঙ্কুসত্য্যো ভাবাস্থসেচনৈঃ ॥ ১৪
 এতস্মিন্মন্তরে দক্ষো জগতাং হিতকারকঃ ।
 মহাযজ্ঞং সমারেভে যচ্চৈবৈ সর্বজীবনম্ ॥ ১৫

ময়ূরগণের শব্দ ও পুংস্কোকিল-কুলের মধুর কলস্বনে সতত শব্দময়,—মৃগগণ-
 সেবিত, কিল্লর, কিল্লরী, সিদ্ধ, অঙ্গরা, যক্ষ, বিদ্যাহরী ও দেবগণের বিহার-ভূমি,
 পার্বত্যীয় কণ্ঠা ও পূরজিবর্গে পবিত্র সেই শিখরদেশে বীণাতন্ত্রী মৃদুমধুর-
 বন্ধার-মিশ্রিত মৃদঙ্গ পটহ শব্দের সঙ্গে অঙ্গরাগণের সকৌতুক নৃত্য, সুগন্ধবতী
 অপার্থিব লতা এবং উদ্ধৰ্গ-ফুল কুসুমরাজি-সংবৃত্ত নিকুঞ্জাবলী ;—শোভার এক
 শেষ । ৩-৮

এই সুশোভন স্বর্গতুলা স্থানে শঙ্কর, দিব-মানের দশ সহস্র বৎসর সতীসহ
 সানন্দে বিহার করিলেন । ৯

শঙ্কর কখন কৈলাসে যাইলেন, কখন দেবদেবীপরিবৃত্ত সুমেকু-শিখরে
 যাইলেন । ১০

কখন দিক্‌পালগণের উদ্যান-কাননে গমন করিলেন, কখন বা পৃথিবীতলে
 যাইলেন ; এইরূপ নানাস্থানে গিয়া তথায় তথায় সতীসহ অত্যন্ত বিহার
 করিলেন । ১১

সতীগত-চিত্ত মহাদেবের দিব্য বাস্তি জ্ঞান হয় নাই ; বেদ তপস্যা ও শম-
 দমাদি মনে পড়ে নাই , কেবল সতীর প্রীতিবিধানই তাঁহার কর্তব্য কার্য্য
 হইল । ১২

সতী, সকল স্থানে সকল সময়ে একমাত্র শিবমুখই দেখিতে লাগিলেন ;
 মহাদেবও সর্বদা সর্বত্র কেবল দাক্ষায়ণীর বদনমণ্ডলই দেখিতে লাগিলেন । ১৩

শিব-দাক্ষায়ণী এইরূপ পরস্পর সংসর্গে ভাব-জলসেচন দ্বারা পরস্পরের
 অনুরাগ-বৃক্ষ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন । ১৪

অষ্টাশীতিসহস্রাণি যত্র জুহোতি ঋত্বিজঃ ।
 উদগাতারশ্চতুঃষষ্টিসহস্রাণি সুরধ্বয়ঃ ।
 অধ্বৰ্য্যাবোহিৎ হোতারস্তাবন্তো নারদাদয়ঃ ॥ ১৬
 অধিষ্ঠাতা স্বয়ং বিষ্ণুঃ সহ সৰ্ব্বমরুদগণৈঃ ।
 স্বয়ং তত্রাভবদ্ ব্রহ্মা ত্রয়ীবিধিনিদর্শকঃ ॥ ১৭
 তথৈব সৰ্বদিক্‌পালা দ্বারপালাশ্চ রক্ষকাঃ ।
 উপত্যস্তে স্বয়ং যজ্ঞঃ স্বয়ং বেদী ধরাভবৎ ॥ ১৮
 তনুনপাদপি নিজং চক্রে রূপং সহস্রশঃ ।
 হবিষাং গ্রহণায়াক্ত তস্মিন্ যজ্ঞমহোৎসবে ॥ ১৯
 আমন্ত্র্যাক্ত মরীচ্যাঢ্যঃ পবিত্রৈকৈকধারিণঃ ।
 সৰ্বত্র সামিষেছো তজ্জালয়ামাসুরচ্চিষম্ ॥ ২০
 সপ্তধ্বয়ঃ সামগাথা কুর্ক্বন্তি স্ম পৃথক্ পৃথক্ ।
 গান্ধিশো বিদিশঃ ঋক্ পূজয়ন্তঃ ত্রুত্বিস্বরৈঃ ॥ ২১
 ন বৃত্তান্তত্র যাগেষু দক্ষিণ সূমহাত্মনা ॥ ২২
 ন কেচিদৃষ্যো দেবা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ ।
 নোন্তিদো ন তৃণং বাপি পশবো ন যুগান্তথা ॥ ২৩
 গন্ধৰ্ববিদ্যাধরসিদ্ধসজ্জা-নাদিত্যাসাধারিণগান্ সম্যকান্ ।
 সন্তাবরান্নাগবরান্ সমস্তান্, বজ্রে স দক্ষঃ সূমহাধ্বরেষু ॥ ২৪
 কল্পময়ন্তরযুগ-বর্ষমাসদিবানিশাঃ ।
 কলাকাষ্ঠানিমেষাদা বৃতাঃ সৰ্ব্বৈ সমাগতাঃ ॥ ২৫

এই সময়ে ত্রিভুবনহিত-কারী দক্ষ, সৰ্ব্ব-জীবন মহায়জ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন । ১৫

সেই যজ্ঞে অষ্টাশীতি সহস্র ঋত্বিক্‌ হোতৃকার্য্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদগাতা, নারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অধ্বর্য্যু এবং হোতা । ১৬

সৰ্বদেবগণসহ স্বয়ং বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ; স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার বেদ-বিধিপ্রদর্শক । ১৭

এই যজ্ঞে সকল সকল দিক্‌পালগণ, দ্বারপাল ও রক্ষক । তথায় মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত হন, ধরামণ্ডল যজ্ঞবেদী হইলেন । ১৮

সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে শত্রু শত্রু রাশি রাশি হবি গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং অগ্নি সহস্র সহস্র নিজ দেহ প্রকাশ করেন । ১৯

একৈক-পবিত্র-পাণি মবীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এই কার্য্যের প্রধান সহায় হন । তাঁহারা সামধেনী মন্ত্র (অগ্নিপ্রজ্বালন মন্ত্র) দ্বারা সৰ্বত্র অগ্নি প্রজ্বালিত করেন । সপ্তধ্বিগণ, দিক্‌, বিদিক্‌, ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল ত্রুতি-স্বরে পূর্ণ করত সামগান করেন । ২০-২১

সূ-মহাত্মা-দক্ষ, সেই যজ্ঞে বরণ করেন নাই ;—এইরূপ কেহ ছিল না । ২২

দেবতা, দেবর্ষি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, তৃণ, সিদ্ধ, সাধা, বিদ্যাধর, গন্ধৰ্ব, যক্ষ, নাগ, আদিত্য, ঋষি, স্থাবরমণ্ডল—দক্ষ, সেই মহায়জ্ঞে সকলকে বরণ করেন । ২৩-২৪

কল্প, মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ও নিমেষাদি সকলেই দক্ষকর্তৃক বৃত্ত হইয়া তথায় সমাগত হন । ২৫

মহর্ষিরাজর্ষিসুরর্ষিসজ্জা, নৃপাঃ সপুত্রাঃ সসিঁটৈঃ সসৈশ্চৈঃ
 বসুপ্রমুখ্যা গণদেবতা যাঃ, সর্বা বৃতান্তেন গতা যথং তম্ ॥ ২৬
 কীটাঃ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্বে, সবানরাঃ স্থাপদবিঘ্নঘোরাঃ ।
 মেঘাঃ শৈলাঃ সনদীসমুদ্রাঃ, সরাংসি বাপাশ্চ গতা বৃতান্তে ॥ ২৭
 সর্বে স্বভাগং হবিষাং জিঘৃক্ষবঃ, ক্রতুং প্রজগ্মুর্দৃঢ়যজ্ঞিনস্তে ।
 পাতালবাসা অসুরাঃ সমাগতা, নাগস্ত্রিয়ো দেবসমাঃ সমস্তাঃ ॥ ২৮
 জগদ্বর্ত্তাস্তি যৎকিঞ্চিচ্চেতনাচেতনং পুনঃ ।
 সর্বং বৃত্তা সমারেভে যজ্ঞং সর্বস্বদক্ষিণম্ ॥ ২৯
 তস্মিন্ যজ্ঞে বৃতঃ শঙ্কুর্ন দক্ষিণ মহাশ্বনা ।
 কপালীতি বিনিশ্চিত্য তস্য যজ্ঞার্থতা ন হি ॥ ৩০
 কপালিভার্যোতি সতী দয়িতাপি সূতা নিজা ।
 নানুভা যজ্ঞবিষয়ে দক্ষিণ দোষদর্শিনা ॥ ৩১
 শ্রুত্বা সতী তথা যজ্ঞং তাতেনারকমুত্তমম্ ।
 কপালিভার্যোতি বৃহা নাহমিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৩২
 উচ্চৈশ্চক্ৰকোপ দক্ষায় রক্তনেত্রাননা তদা ।
 শাপেন দক্ষং দগ্ধদ্বন্দ্ব মনশ্চক্রে তদা সতী ॥ ৩৩
 কোপাবিষ্টাপি সা পূর্বসময়ং স্মৃতবত্যমুম্ ।
 মনসেতি বিনিশ্চিত্য নঃ শশাপ তদা সতী ॥ ৩৪
 অলং শাপেন মে পূর্বং সুদৃঢ়ঃ সময়ঃ কৃতঃ ।
 অস্ত্যতি ময্যবজ্জায়াং প্রাণান্ মোক্ষ্যে ক্রবং পুনঃ ॥ ৩৫

মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, পুত্রামাতাসৈশ্চ সমভিব্যাহারে, নৃপতি এবং বসু-
 প্রমুখ গণ-দেবতা—সকলেই দক্ষকর্তৃক বৃত্ত হইয়া যজ্ঞে গমন করেন । ২৬
 কীট, পতঙ্গ, জলজপ্রাণী, বানর, ঘোরবিঘ্নকব, স্থাপদ, মেঘ, পর্বত, নদী,
 সমুদ্র, সরোবর ও দৌধিকা—সকলেই বৃত্ত হইয়া তথায় গমন করেন । ২৭
 পাতালবাসী অসুর এবং দেবতুল্য সমস্ত বমণীগণও তথায় গমন করিলেন ।
 তাঁহারা সকলেই সেই যাজ্ঞক দক্ষের যজ্ঞে স্ব স্ব হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য
 তথায় গমন করেন । ২৮

মুনি দক্ষ, স্বাবরজঙ্গমাশ্রক সমুদায় জগৎ অর্চনাপূর্বক বরণ করিয়া সর্বস্ব-
 দক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ করেন । ২৯

মহাশ্বা দক্ষ, “মহাদেব কপালী, অতএব তিনি যজ্ঞার্থ নহেন” বিবেচনা
 করিয়া সে যজ্ঞে তাঁহাকে বরণ করেন নাই । ৩০

সতী আপনার প্রিয়তনয়া হইলেও, কপালীর ভার্য্য বলিয়া সে যজ্ঞে—
 দোষদর্শী দক্ষ, তাঁহাকে আহ্বান করেন নাই । ৩১

পিতা তাদৃশ উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আমি কপালীর ভার্য্য্য
 বলিয়া আমাকে আহ্বান করেন নাই, ইহা তত্ত্বানুসন্ধানপূর্বক শ্রবণ করিয়া
 সতী দক্ষের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন । তখন সতী,—আরক্ত-নয়না ও
 আরক্তবদনা হইয়া দক্ষকে শাপদগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন । ৩২-৩৩

তিনি কোপাবিষ্ট হইলেও তৎক্ষণাৎ পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মৃতিপথাক্রম হওয়াতে
 তখন আর দক্ষকে শাপ দিলেন না, মনে মনে ইহা স্থির করিলেন;—শাপ
 দিবার আবশ্যকতা নাই, আমি পূর্বেই দক্ষকে দৃঢ়নিয়ম-বদ্ধ করিয়া দিয়াছি

যদা স্তুতাহং দক্ষেন সুচিরং তনয়ার্থিনা ।
 তদৈব সময়ো মেহয়ং শাপে নালঙ্করোমি তম্ ॥ ৩৬
 ইতি সঙ্কল্প্য সা দেবী নিভারূপমথাস্তনঃ ।
 সম্মারাতুলমত্যাগ্ৰং নিষ্কলং চ জগন্ময়ম্ ॥ ৩৭
 পূর্বরূপং স্মরন্তী সা যোগনিদ্রাহবয়ং হরেঃ ।
 এবং সঙ্কল্যামাস মনসা দক্ষজা তদা ॥ ৩৮
 ব্রহ্মণোদিভদক্ষেন যদর্থমহমীভিতা ।
 তৎকিঞ্চিদপি নো জাতং শঙ্কবোহপি ন পুত্রবান্ ॥ ৩৯
 ইদানীমেকমেবাভূৎ কার্য্যং দেবগণশ্চ চ ।
 যচ্ছঙ্করঃ সানুরাগো মৎকৃতেহভূচ্চ যোষিতি ॥ ৪০
 মন্তো নাগ্যা পুনঃ শম্ভো রাগং বর্দ্ধয়িতুং পুনঃ ।
 শক্তা ন কাপি ভবিতা স নাগ্যাং সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৪১
 তথাগাহং তনুস্তাক্ষে সময়ং পূর্বযোজিতাং ।
 হিতায় জগতাং কুর্যাং প্রাতর্ভাবং পুনর্গিরৌ ॥ ৪২
 পুরা হিমবতঃ প্রেস্থে বম্যো দেবগৃহোপমে ।
 শম্ভুঃ সার্কং ময়া রস্তং সুচিরং প্রাতঃসংযুতঃ ॥ ৪৩
 তত্র যা মেনকা দেবী চার্কক্সী চরিতব্রতা ।
 সুশীলা সা পুরস্তীণামুত্তমা পার্কতীগণে ॥ ৪৪
 সা মাং মাতৃবদাচষ্ট সর্বকর্মসু নশ্বকম্ ।
 তস্যাং মেহতানুবাগোহভূৎ সা মে মাতা ভবিষ্যতি ॥ ৪৫

যে, আমার প্রতি তোমার অবজ্ঞা উপস্থিত হইলেই আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব । ৩৬-৩৫

যখন আমাকে কণ্ঠ্যরূপে প্রার্থনা কবত বহুকাল আমার স্তব করে, তখন আমি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছি ; শাপে কাজ নাই, আমি সেই নিয়ম পালন করিব । ৩৬

সতী দেবী ইহা চিন্তা করিয়া জগন্ময় নিকাম ঘোরতর নিজ নিক্রপম নিত্য-রূপ স্মরণ করিলেন । ৩৭

তখন দাক্ষায়ণী শ্রীহরির যোগনিদ্রাস্বরূপ নিজ রূপ স্মরণ করত মনে মনে চিন্তা করিলেন ; ব্রহ্মার কথামত দক্ষ যে জন্ম আমাকে স্তব করিয়াছিল ; তাহার কিছুই হইল না, শঙ্কর এখনও অপুত্রক । ৩৮-৩৯

এখন দেবগণের কেবল একটী কার্য্য হইয়াছে, শঙ্কর আমার জন্মই রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন । ৪০

আমি ভিন্ন আর কোন রমণীই শঙ্করের অনুরাগবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে না ; অতএব শিব অগ্ন রমণীকে গ্রহণ করিবেন না । ৪১

তথাপি আমি পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞাবশতঃ এই দেহত্যাগ করিব ; তৎপরে ত্রিভুবনেব হিতার্থ আমি পুনরায় এই হিমালয়ে প্রাতর্ভূত হইব । ৪২

পূর্ব হইতেই শম্ভু, সুরগৃহসদৃশ রমণীয় হিমালয়প্রস্থে আমার সহিত বহুকাল বিহার করিতে প্রীতিযুক্ত আছেন । ৪৩

তথায় চার্কক্সী ব্রতচারিণী মেনকাদেবী, পর্বতবংশীয়াদিগের মধ্যে সুশীলা এবং পুরস্তীবর্ণের প্রধান । ৪৪

কন্যাভিঃ পার্শ্বভীতিশ্চ বালাক্ৰীড়ামহং চিরম্ ।
 কৃতা কৃতা মেনকায়াঃ করিষ্যে মোদয়ন্তমম্ ॥ ৪৭
 পুনশ্চাহং ভবিষ্যামি শম্ভোজীয়াতিবল্লভা ।
 করিষ্যে দেবকার্যাণি তদুপায়াদসংশয়ম্ ॥ ৪৭
 ইতি সন্ধিস্থয়ন্তী সা পুনঃ কোপসমাবৃত্তা ।
 জজ্ঞাল দক্ষতনয়া দক্ষদারুণকৰ্ম্মণা ॥ ৪৮
 ক্রোধরক্তেক্ষণা তত্র তনুষ্টেস্তদা সতী ।
 শ্ফোটককার দ্বারাণি সৰ্ব্বাণ্যাবৃত্তা যোগতঃ ॥ ৪৯
 তেন শ্ফোটেন মহতা উদ্যাস্ত প্রাণবায়বঃ ।
 নির্ভীদ্য দশমদ্বারমাশ্রয়নস্তে বহির্ষসুঃ ॥ ৫০
 ত্যক্তপ্রাণাস্ত তাত্ দৃষ্ট্য়া দেবাঃ সর্বেহন্তরিক্ষণাঃ ।
 হাহাকারং তদা চক্রুঃ শোকব্যাকুলিতেক্ষণাঃ ॥ ৫১
 ততস্ত সত্যা ভগিনীসূতা তাত্ ব্রহ্মদুঃখাগতা ।
 চুক্রোশ শোকাঘ্রিজয়া মৃত্যুং দৃষ্ট্য়া সতীঃ মুহঃ ॥ ৫২
 হা সতী ক্ৰ গতাসীতি হা সতী তব কিং হ্রিদম্ ।
 হা মাতৃস্মরিত্যুচ্চৈস্তদা শব্দো মহানভুং ॥ ৫৩
 বিপ্রিয়শ্রবণাদেব প্রাণান্ত্যক্তান্ত্রয়া সতি ।
 অহং কথন্ত জীবামি দৃষ্টেদুর্ঘাপ্রিয়ং দৃঢ়ম্ ॥ ৫৪
 পাণিনা বদনং সত্যা মার্জয়ন্তী মুহূৰ্দ্ধহঃ ।
 করুণং বিলপন্তা স্ম মুখং জিহ্বতি সা তদা ॥ ৫৫

তিনি আমাকে মা'র ন্যায় সামঞ্জস্যভাবে সকল কার্য্য করিতে বলেন ;
 তাঁহার উপর আমার বড় অনুরাগ হইয়াছে , তিনিই আমার মা হইবেন । ৪৫

আমি পৰ্ব্বতবংশীয়া কন্যাগণের সহিত বহুকাল বাল্যক্ৰীড়া করত মেনকা-
 দেবীর পরমানন্দ সম্পাদন করিব । ৪৬

তৎপরে আমি পুনরায় শিবের অতি প্রিয়তমা ভার্য্যা হইব ; তখন আমি
 উপায় দ্বারা নিশ্চয়ই দেবকার্য্যসকল সাধন করিব । ৪৭

দক্ষনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত দক্ষেব নিদারুণকৰ্ম্ম স্মরণমাত্রে ঘোর রোমা-
 বেশে জ্বলিয়া উঠিলেন । ৪৮

তখন কোপরক্ত-নয়না সতী, যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া
 কুন্তক করিলেন । সেই মহাকুন্তকে তদীয় প্রাণ-বায়ু ব্রহ্মরক্ত ভেদ করিয়া নির্গত
 হইল । ৪৯-৫০

অন্তরীক্ষস্থিত দেবতাসকল তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া শোকাশ্র-
 পূর্ণনয়নে হাহাকার করিতে লাগিলেন । ৫১

অনন্তর সতীর ভগিনী-তনয়া বিজয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ;
 তিনি সতীকে মৃত দেখিয়া শোকাবেগে মুহূৰ্দ্ধহঃ আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ।
 ৫২

হায় সতি ! কোথায় গেলে ; হায় ! সতি ! তোমার একি হইল ! ! হায়
 মাসি ! তখন এইরূপ উচ্চতর আৰ্ত্তনাদ হইতে লাগিল । ৫৩

সতি ! তুমি অপ্রিয় শ্রবণেই প্রাণত্যাগ করিলে, আর আমি ঈদৃশ ঘোর
 অপ্রিয় স্বচক্ষে দেখিয়া জীবনধারণ করিব কিরূপে ? ৫৪

সিঞ্চন্তী নেত্রজ্যেষ্ঠোমৈঃ সন্ত্যাঃ সা হৃদয়ং মুখম্ ।
 কেশানুজাস্য পানিভ্যাং বীক্ষন্তী বদনং মুহুঃ ॥ ৫৬
 উজ্জ্বাঃকম্পিতশিরাঃ শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়া ।
 হৃদয়ং পঞ্চশাখাভ্যাং বিনিহন্তী তথা শিরঃ ॥ ৫৭
 ইদঞ্চ বচনং সাশ্রুকণ্ঠা সা বিজয়াব্রবীৎ ।
 শ্রুত্বা তে মরণং মাতা বীরিণী শোককষিঁতা ।
 ধারয়ন্তী কথং প্রাণান্ সদ্যস্ত্যাক্ৰান্তি জীবিতম্ ॥ ৫৮
 স তথা নিরনুক্ৰোশঃ ক্রুরকৰ্ম্মা পিতা তব ।
 প্রমুতাং ভবতীং শ্রুত্বা কথং ধাস্যতি জীবিতম্ ॥ ৫৯
 বিচিন্ত্য নুনং কৰ্ম্মাণি ধীয়ানি ভবতীং প্রতি ।
 কৃতানি স নৃশংসানি দক্ষঃ শোকাবুলস্তদা ॥ ৬০
 যজ্ঞা স চ জ্ঞানহীনঃ কথং যজ্ঞে প্রবৰ্ত্ততে ।
 নিঃশ্রদ্ধস্ত্যক্তবুদ্ধিষ্চ কথং বা স ভবেৎ ক্রতো ॥ ৬১
 হা মাতর্দেহি বচনং রুদন্ত্যা বালবয়ম্ ।
 ভবত্যা নির্দয়া শোকাদ্ প্রিয়ে শল্যসমানসূন্ ॥ ৬২
 ত্বং কিং স্মরসি মে শস্ত্রোর্বিহিতস্য কদাচন ।
 তেনামর্মবশং প্রাপ্তা মাতর্মাং কিম্ন ভাষসে ॥ ৬৩
 তদেব বচনং চক্ষুর্মুখং সা নাসিকা তব ।
 এতেষাং ক্র গতাঃ সর্বৈ বিভ্রম্য হসিতং ক্র চ ॥ ৬৪

বিজয়া করতল দ্বারা বাবংবার সতীব মুখমার্জনা এবং এইরূপ সক্রুণ
 বিলাপ করত তাহার মুখ আশ্রয় করিতে লাগিলেন । ৫৫

নয়নজলে সতীর রক্ষঃস্থল ও বদনমণ্ডল অভিষিক্ত করত করযুগল দ্বারা
 তদীয় কেশপাশ উত্তোলিত করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।
 ৫৬

শোকাবুলিতেন্দ্রিয় বিজয়া মস্তক উন্নমিত ও অবনমিত করত মস্তকে ও
 বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন । ৫৭

গ্রার অশ্রুপূর্ণকণ্ঠা বিজয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন ;—তোমার জননী
 বীরিণী, তোমার এই মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া শোকাবেগে জীবনধারণ করিবেন
 কিরূপে ? দেখিতেছি, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন । ৫৮

তোমার পিতা তাদৃশ নির্দয় এবং ক্রুরকৰ্ম্মা হইলেও তোমার মরণ-সংবাদ
 শুনিয়া প্রাণধারণ করিবেন কিরূপে ? ৫৯

দক্ষ, তোমার প্রতি নিভৃকৃত নৃশংস ব্যবহার স্মরণ করিয়াই বিশেষ শোকা-
 বুল হইবেন । ৬০

দক্ষ, যাজ্ঞিক হইয়াও যজ্ঞবিষয়ে মূর্থ ; তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন ?
 তিনি শ্রদ্ধাশূন্য ও বুদ্ধিহীন ; যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন বা কিরূপে ? ৬১

আমি অভ্যস্ত রোদন করিতেছি, হায় মা ! আমাকে উত্তর দাও ; নির্দয়
 আমি তোমার শোকে প্রাণকেও শল্যসম বোধ করিতেছি । ৬২

তুমি কি কখন শিবকৃত কোন অপ্রিয় কার্য্য স্মরণ করিতেছ ; তাই রোষা-
 বেশে আমার সহিত কথা কহিতেছ না । ৬৩

ননু তেন বিভ্রমৈহীনং নেত্রযুগ্মং সুনাসিকম্ ।
 স্মিতহীনঞ্চ বদনং দৃষ্ট্য সোঢ়া কথং হরঃ ॥ ৬৫
 কা সুধাসম্মিতং বাক্যং হরাশ্রমসমাগতাম্ ।
 স্নতং ভ্রাম্যতে মাতৃবদিস্থতি মুহমুহঃ ॥ ৬৬
 শ্রদ্ধাবতী বান্ধবেষু পতুর্ভাববশানুগা ।
 সর্বলক্ষণসম্পূর্ণা ত্বৎসমা যা ভবিষ্যতি ॥ ৬৭
 তদুতে দেবি দেবেশঃ শোকাপহতচেতনঃ ॥
 দ্বঃখিতাত্মা নিকৎসাহো নিশ্চেষ্টশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৬৮
 এবং লপন্তা ভূশদ্বঃখিতা সতীং
 মৃতং সমীক্ষ্যাতিশয়ং শুচাততা ।
 পপাত ভুলো বিজয়া নিবাবং
 বিতম্বতী চার্কভুজা প্রবেপতী ॥ ৬৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সতীদেহত্যাগো নাম
 ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬

সেই চক্ষু, সেই বচন-চাতুর্যময় বদন, সেই তোমার নাসিকা ;—ইহাদিগের
 বিভ্রম কোথায় গেল ? তোমার হাস্য কোথায় গেল ? ৬৫

তোমার বিভ্রম-হীন নয়নযুগল, নাসিকা এবং ঈষৎ-হাস্য-হীন মুখ দেখিয়া
 মহাদেব সহিয়া থাকিবেন কিরূপে ? ৬৬

আমি এই শিবের আশ্রমে আসিলে, কে আর মা ! হাসিতে হাসিতে বার
 বার সুমধুর সত্য কথা বলিবে ? ৬৭

মা ! তোমার ন্যায় বন্ধু-বান্ধবে স্নেহবতী পতি-চিত্তানুসারিণী সর্বলক্ষণা-
 ক্রান্তা আর কোন্ রমণা হইবে ? ৬৮

দেবি ! দেবদেব মহাদেব, তোমার বিবহে শোকাকুল-চিত্ত, দ্বঃখিত,
 নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন । ৬৯

সতীকে মৃত দেখিয়া অতি দ্বঃখিত-হৃদয়া ও শোকাকুলা বিজয়া এইরূপ
 বিলাপ করত, কাঁপিতে কাঁপিতে উর্দ্ধভুজে চীৎকার শব্দে ভূতলে পতিত
 হইলেন । ৭০

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতশ্মিন্নন্তরে শব্দঃ শোভনে মানসে ব্রুদে ।
সমাপ্য সঙ্খ্যামায়াভঃ স্বমাশ্রমপদং প্রতি ॥ ১
অংগচ্ছল্লেব সংরাবং বিজয়ায়া বৃষধ্বজঃ ।
শুশ্রাব দারুণং ভীত্ব চকিতশ্চ ততোহিভবৎ ॥ ২
তত উক্লুণ্ণা বলবতা মনোমারুতরংহসা ।
স্বমাশ্রমপদং শৰ্ব্ব আসসাদ ত্বরাস্থিতঃ ॥ ৩
আসাদ্য দেবীং দয়িতাং তদা দাক্ষায়ণীং হরঃ ।
মৃত্যুং দৃষ্ট্বাপি ন জহৌ মৃত্যেহিতিপ্রিয়ভাবতঃ ॥ ৪
ততো নিরীক্ষ্য বদনমামৃজ্য চ পুনঃপুনঃ ।
পপ্রচ্ছ কস্মাৎ সুপ্তাসৌত্যোবং দাক্ষায়ণীং মূঢ়ঃ ॥ ৫
ততো ভগবচঃ শ্রুত্বা তদা তন্তুগিনীসূতা :
বিজয়া প্রাহ নিধনং দাক্ষায়ণ্যা যথা তথা ॥ ৬

বিজয়োবাচ—

দক্ষঃ কৰ্ত্তুং ক্রতুং শস্তো দেবান্ সৰ্ব্বান্ সবাসবান্^১ ।
আজুহাব তথা দৈত্যান্ বাক্সান্ সিদ্ধগুহকান্ ॥ ৭
ব্রহ্মাণমথ গোবিন্দমিস্রাদীনপি দিক্পতীন্ ।
দেবযোনিংস্তথা সৰ্ব্বান্ সাধ্যাবিদ্যাধরাদিকান্ ॥ ৮
নানুতানি ক্রতো তেন যানি সত্ত্বানি শঙ্কর ।
তানি দক্ষেণ নো সন্তি সমস্তভুবনেষপি । ৯

দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইত্যবসরে শিব, শোভন মানস-সরোবরে সঙ্খ্যা সমাপন করিয়া নিজ আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন । ১

বৃষধ্বজ আসিতে আসিতেই বিজয়ার নিদারুণ ভীত আৰ্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভয়-চকিত হইলেন । ২

অনন্তর, শিব, মন এবং পবনের ন্যায় শীঘ্রগামী বলবান্ বৃষারোহণে সত্তর নিজ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৩

তখন মহাদেব প্রিয়তমা দেবী দাক্ষায়ণীর নিকট অংগমনান্তর তাঁহাকে মৃত দেখিয়াও প্রেমবশত মৃতবোধ না হওয়াতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না । ৪

অনন্তর বৃষধ্বজ, সতীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণপূর্বক মুখ মুছাইতে মুছাইতে সতীকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“দাক্ষায়ণি ! ঘুমাইতেছ কেন ?” ৫

তখন শিবের কথা শুনিয়া সতীর ভগিনী-তনয়া বিজয়া দাক্ষায়ণীর মৃত্যু-বিবরণ বলিতে লাগিলেন । ৬

বিজয়া বলিলেন,—শস্তো ! দক্ষ, যজ্ঞ করিবার জগু সবারূপে সুরাসুর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর, যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদয় দেবযোনি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল সকলকেই আহ্বান করেন । ৭-৮

১। সবাক্সবান্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবং প্রবিততঃ^১ যজ্ঞং ক্রতৈশ্চা বচনাম্ ।
 বিমৃশ্যবত্যানাহ্বানে হেতুং শস্তোরথাহ্বনঃ ॥ ১০
 চিন্তয়ানঃ^২ তথাহং তাং সতীং জ্ঞাত্বা যথাক্রতম্ ।
 উক্তবত্যাম্মি ভূতেশ যজ্ঞানাহ্বানকারণম্ ॥ ১১
 শঙ্কুঃ কপালীতি জায়া তৎসংসর্গাশ্বিগহিতা ।
 অতঃ শঙ্কুঃ সতী চাপি নাধ্বরে মে মিলিষ্ঠতঃ ॥ ১২
 ইত্যনাহ্বানহেতুর্মে ক্রতপূর্ব্বঃ পুরা মুখাৎ ।
 দক্ষস্য বীরিণীং স্নান্ধাং গদভৃশস্য মন্দিরে । ১৩
 এতচ্ছ্রীত্বা মম বচঃ সা বিবর্ণমুখী ক্ষিতৌ ।
 উপবিষ্টা ন মাং কিঞ্চিদুক্ত্বা কোপপরায়ণা ॥ ১৪
 বভূব বদনং তস্মাস্তৎক্ষণাৎ সক্রমং হর ।
 ক্রকুটীকুটিলং শ্যামং যথা খং ধূমকেতুনা ॥ ১৫
 সা মুহূর্ত্তমিব ধাত্বা ক্ষেপাটেন মহত্যা ততঃ ।
 প্রাণান্দসৃজচ্চৈষা ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানমাহ্বনঃ ॥ ১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ক্রত্বা বচস্তস্যা বিজয়ায়া বৃষধ্বজঃ ।
 অতীব কোপাতুতঃস্বী দিধক্ষুবিব পাবকঃ ।
 তস্যা কোপপরীতস্য কর্ণনাসাক্ষিবক্তৃতঃ ।
 ঘোরা জলন্তাঃ কণিকাঃ সৃজন্ত্যাহগ্নের্হহারবম্ ।
 উদ্ধা বিনিঃসৃত্য বহ্নাঃ কল্লাস্তাদিত্যবর্চসঃ ॥ ১৭

দক্ষ, সে যজ্ঞে যাহাকে আহ্বান করেন নাই এমন প্রাণী ত্রিভুবন খুঁজিলেও পাওয়া যায় না । ৯

সতী, পিতার এইরূপ যজ্ঞ আরক হইয়াছে, আমার মুখে শুনিয়া তিনি তাঁহার নিজের এবং আপনার আহ্বান না হওয়ার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১০

হে ভূতনাথ ! সতীকে তাদৃশ চিন্তিত দেখিয়া আমি যেমন শুনিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাদিগের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না হইবার কারণ কীর্ত্তন করিলাম । ১১

আমার পিতা শুনিতে পান,—“শিব কপালী, সতী তাঁহার পত্নী, অতএব তাঁহার সংসর্গে দৃষিতা ; সূতরাং জামাতা শিব বা কণা সতী আমার যজ্ঞে আসিবে না ।” দক্ষ নিজ গৃহে বীরিণীকে সুমিষ্টভাবে ইহা বুঝাইতেছিলেন, ইহাই নিমন্ত্রণ না হওয়ার কারণ । ১২-১৩

আমার এই কথা শ্রবণে সতী আমাকে কিছু না বলিয়া শোকাকুল-ভাবে বিবর্ণবদনে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন । ১৪

হে মহেশ্বর ! তাঁহার শ্যামবর্ণ বদনমণ্ডল তৎক্ষণাৎ ক্রোধে ক্রকুটীভীষণ ও ধূমকেতুর উদয়ে গগনতলের গায় কঠোরভাবাপন্ন হইল । ১৫

অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবিয়া মহাকুন্তকে নিজ ব্রহ্মরজ্জ ভেদ করত প্রাণত্যাগ করিলেন । ১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রোম-পূর্ণ মহাক্রান্তের, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখকুহর

১। প্রবৃত্তং তৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। চিন্তয়াম্যসাহং তাং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অথ তত্র জগামাসু দক্ষো যত্র মহাতপাঃ ।
 যজ্ঞক্ষেত্রে হরৌ গত্বা যজ্ঞবাটাস্থিঃস্থিতঃ ॥ ১৮
 তং যজ্ঞং দদৃশে ভর্গঃ কোপেন মহতাবৃতঃ ।
 মহাধনসমাপন্নং পাত্ৰাজুহ্বাদিভিবৃত্তম্ ॥ ১৯
 হৃতাজ্যাহুতিসংবৃদ্ধং দীপ্তবহ্নিবিরাজিতম্ ।
 যথাস্থানস্থিতান্ সৰ্বান্ দিক্‌পালান্ সান্নিধ্যধ্বজান্ ॥ ২০
 বিধাতারং তথা বিশ্বং যজ্ঞমধো ব্যবস্থিতম্ ।
 দদর্শ কুপিতঃ শত্ৰুস্তান্ দৃষ্ট্বাতীব কোপিতঃ ॥ ২১
 ভগং সূর্য্যং তথা সোমং ভাৰ্য্যাভিঃ সহ সংবৃতম্ ।
 সহস্রাক্ষং গৌতমঞ্চ পূৰ্বে ভাগে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২২
 সনৎকুমারমাত্রেয়ং ভার্গবং বিনতাসুতম্ ।
 মরুদগণাংস্তথা সাধ্যানাংগ্নেয়ং জাতবেদসম্ ॥ ২৩
 কাশং স চিত্রগুপ্তঞ্চ কুন্ত্যোনিং সগালবম্ ।
 বিশ্বদেবাংস্তথা সৰ্বান্ কবাবাহাদিকান্ পিতৃন ॥ ২৪
 অগ্নিধাতাদিকান্ সৰ্বান্ ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ।
 ভৌমং প্রেতগণান্ সিদ্ধান্ দক্ষিণাশাং ব্যবস্থিতান্ ॥ ২৫
 রক্ষাসি চ পিশাচাংশ্চ ভূতানি যুগপক্ষিণঃ ।
 ক্রব্যাদান্ ক্ষুদ্রজন্তুংশ্চ তথা পুণ্যজনেশ্বরম্ ॥ ২৬
 মহর্ষিঃ মৌদগলং রাহুং নৈঋতাং কিন্নরাংস্তথা ।
 মহোরগাংস্তথা নক্রান্ মংস্তান্ গ্রাহাংশ্চ কচ্ছপান্ ।
 সমুদ্রান্ সপ্তসিদ্ধাংশ্চ নদাংস্তীর্থানি গুহ্যকান্ ॥ ২৭

হইতে অগ্নিকণোদগারী প্রলয়-সূর্য্য-সন্নিভ ভৈরবনাদী বহুতর ভয়াবহ জ্বলন্ত
 উল্লা নির্গত হইতে লাগিল । ১৭

অনন্তর, মহাতপা দক্ষ, যথায় যজ্ঞ করিতেছিলেন,—রুদ্রদেব, তথায় গমন
 করিয়া যজ্ঞস্থানের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন । ১৮

কপদ্বী মহাকোপে, বহুমূলা-পাণ্ড-শোভিত যজ্ঞাদি-পরিবৃত সেই যজ্ঞ দর্শন
 করিলেন । ১৯

দেখিলেন, আজ্য-হোম-প্রদীপ্ত হুতাশন চতুর্দিকে প্রজ্বলিত, অস্ত্রধ্বজ সহ
 দিক্‌পালগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থিত, বিধাতা এবং বিশ্ব যজ্ঞস্থলের
 মধ্যস্থানে,—বোষাবিষ্ট ধূর্জটী ইহা দেখিয়া দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন । ২০-২১

ইন্দ্র, ভগ, সূর্য্য, ভাৰ্য্যাগণপরিবৃত চন্দ্র এবং মহর্ষি গৌতম, ইহাদিগকে
 পূর্বভাগে অবস্থিত দেখিলেন । ২২

অগ্নি, মরুদগণ, সাধ্যগণ, গরুড, সনৎকুমার, আত্রেয় এবং ভার্গব,—
 ইহাদিগকে অগ্নিকোণে অবস্থিত দেখিলেন । ২৩

যম, চিত্রগুপ্ত, বিশ্বদেব, অগ্নিধাতাদি ও কবাবাহাদি সমস্ত পিতৃগণ, চতুর্বিধ
 জুতসমূহ, মঙ্গলগ্রহ, সিদ্ধ, প্রেত, মহর্ষি, অগস্তা এবং গালব,—ইহাদিগকে দক্ষিণ
 দিকে অবস্থিত দেখিলেন । ২৪-২৫

নৈঋতরাজ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, মাংসাশী পশু-পক্ষি, ক্ষুদ্রজন্তু, কিন্নর,
 মহর্ষি মৌদগল এবং রাহু, ইহাদিগকে নৈঋত কোণে অবস্থিত দেখিলেন ।
 সানুচর, বরুণ, কামদেব, বসন্ত, শনিগ্রহ, গুহ্যক, মহাসর্প, গ্রাহ, নক্র, মংস্ত,

মানসাদি হ্রদান্ সৰ্বান্ গঙ্গাজম্বনদাংস্তথা ।
 কামং মধুং বসন্তঞ্চ বরুণঞ্চ সহানুগম্ ॥ ২৮
 শনৈশ্চরং গিরীন্ সৰ্বান্ পশ্চিমাশাব্যবস্থিতান্ ॥ ২৯
 প্রাণাদিপঞ্চবায়ুংচ সগণঞ্চ সমীরণম্ ।
 কল্পক্রমান্ হিমাদ্রিঞ্চ কণ্ঠপঞ্চ মহামুনিম্ ॥ ৩০
 বায়ব্যং কমলাব্রাতং ফলানি চ কলানিধিম্ ।
 নানারত্নানি হৈমানি মনুষ্যান্ পৰ্বতাংস্তথা ॥ ৩১
 হিমাদ্রিমুখ্যা যক্ষাশ্চ স্কলকর্ণাদয়ো বৃধাঃ ।
 নলকুব্বরেণ সহিতৌ যক্ষরান্নরবাহনঃ ॥ ৩২
 ঋবো ধরশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোহনলঃ ।
 প্রভাষশ্চ প্রভাতশ্চ কৌবেরীং সংস্থিতানিমান্ ॥ ৩৩
 বৃষধ্বজং বিনা সৰ্বান্ রুদ্রান্ জীবং মনুংস্তথা ।
 বিবিধান্ বাহুজান্ বৈশ্বাঙ্কদ্রানপি সমন্ততঃ ॥ ৩৪
 ঐশান্যং বিবিধান্নানি ব্রীহীনপি তিলা অপি ।
 ঐশানীপূৰ্ব্বয়োৰ্মধ্যে ব্রহ্মস্বীন্ সংশিতব্রতান্ ॥ ৩৫
 মহর্ষীশ্চতুরো বেদান্ বেদাঙ্গানি তথৈব ঘট-
 নৈৰ্দ্ধাতাপশ্চিমাংস্তস্থমনন্তং শ্বেতপৰ্বতম্ ॥ ৩৬
 কাদ্রবেয়সহস্রৈশ্চ সহিতা সপ্তভোগিনঃ ।
 কেতুং তত্রৈব কুশ্মাণ্ডং ডাকিনীগণসংযুতম্ ॥ ৩৭
 তথা জলধরানশ্যান্নানাবর্ণান্ সবিদ্যুতান্ ।
 দিগ্গজানপি তত্রস্থানৈরাবতমুখান্ হরঃ ।
 যথাস্থানস্থিতান্ সৰ্বান্ দিক্‌কর্ণিণী চ সংযুতান্ ॥ ৩৮
 তমেবং দূরতো দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং মহাধনম্ ।
 বীরভদ্রাহ্বয়ং তুৰ্ণং প্রেষয়ামাস তং প্রতি ॥ ৩৯

কচ্ছপ, সপ্তসমুদ্র, নদ-নদী, তীর্থ, মানসাদি সমুদয় হ্রদ, গঙ্গা, জম্বনদী এবং
 কাম, মধু, বসন্ত, অনুচরের সহিত বরুণ, শনৈশ্চর ও সমস্ত পৰ্ব্বত—ইহাদিগকে
 পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেখিলেন । ২৬-২৯

সানুচর বায়ু, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, কল্পবৃক্ষ, হিমালয় এবং মহর্ষি কণ্ঠপ ইহা-
 দিগকে বায়ুকোণে অবস্থিত দেখিলেন । ৩০

নলকুবরসহ যক্ষরাজ কুবের, স্কলকর্ণাদি সুপণ্ডিত যক্ষ, সুমেরু প্রভৃতি পৰ্ব্বত,
 কমলবৃন্দ, বহুতর ফল, চতুঃষট্‌কলা, পদ্মাদিনিধি, বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, মনুষ্য, ঋব
 যজ্ঞ, সোম, বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, প্রভাষ এবং প্রভাত—ইহাদিগকে উত্তরদিকে
 অবস্থিত দেখিলেন । ৩১-৩৩

বৃষধ্বজ ব্যাতীত সকল রুদ্র, বীজ, মন্ত্র, বিবিধ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, বিবিধ অন্ন,
 ব্রীহি এবং তিল—এতৎসমুদায়কে ঐশানকোণে অবস্থিত দেখিলেন । ঐশান-
 কোণে পূৰ্ব্বদিকের মধ্যস্থলে কঠোর ব্রতচারী ব্রহ্মর্ষি দেখিলেন । ৩৪-৩৫

মহর্ষি, চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ দেখিলেন । শিব নৈৰ্দ্ধাত কোণ ও পশ্চিম
 দিকের মধ্যস্থলে শ্বেতপৰ্ব্বত, সহস্রনাগ-পরিবৃত অনন্ত, কুশ্মাণ্ড, ডাকিনীগণ-
 বেষ্টিত সপ্তভোগী কেতু, সোদামিনী-বিজড়িত নানাবর্ণ জলদাবলী এবং কর্ণিণী
 সহিত ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্গজবৃন্দ রহিয়াছে দেখিলেন । ৩৬-৩৮

বীরভদ্রোহপি বহুভিঃ সংবৃতো বিবিধৈর্গণৈঃ ।
 ব্যধ্বংসযন্ততো যজ্ঞং দক্ষস্য সুমহাশ্রয়ঃ ॥ ৪০
 বিকূর্বন্তং মহাযজ্ঞং বীরভদ্রং সমীক্ষ্য বৈ ।
 বারিষ্যামাস বৈকুণ্ঠঃ সৰ্বদেবগণাবৃতঃ ॥ ৪১
 তং বারিষ্যমাণং দৃষ্ট্ৱৈব ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
 স্বয়ং বিবেশ তং যজ্ঞং ধ্বংসয়ামাস চেশ্বরঃ ॥ ৪২
 বিশস্তমেব তং যজ্ঞে প্রথমং পুরতো ভগঃ ।
 বাহু বিতত্য ভূতেশমাসাদ ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪৩
 তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য ভর্গোহপি ভূশরোষিতঃ ।
 অঙ্গুল্যগ্রপ্রহারেণ তস্য নেত্রে জঘান হ ॥ ৪৪
 হীননেত্রং ভগং দৃষ্ট্ৱা বিরূপাক্ষং দিবাকরঃ ।
 স্পর্ধমানস্ততঃ শৰ্ব্বমাসাদ ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪৫
 ততঃ সূর্য্যং মহাদেবঃ পাণৌ ধৃত্বা করেণ চ ।
 দূরীকৃত্যাতিকুপিতো যজ্ঞমেবাভাধাবত ॥ ৪৬
 মার্ত্তণ্ডশ্চ হসন্ বেগান্বিতত্য বিপুলো ভূজো ।
 এহি যোৎসে ত্বয়েভ্যুজ্জ্বল্য তমগ্রে প্রত্যবারয়ং ॥ ৪৭
 হসতস্তস্য সূর্য্যস্য ক্রোধেন বৃষভধ্বজঃ ।
 দন্তান্ করপ্রহারেণ শাতয়ামাস বজ্র তঃ ॥ ৪৮

মহারুদ্র দূর হইতে সেই মহাসমুদ্রসমুজ্জ্বল যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া
 সত্তর বীরভদ্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন । ৩৯

অনন্তর, বীরভদ্র, বহু-গণ-পরিবৃত হইয়া মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ-ধ্বংস করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন । ৪০

বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিতেছেন দেখিয়া সৰ্বদেবগণ-পরিবৃত বিষ্ণু তাঁহাকে
 নিবারণ করিলেন । ৪১

বীরভদ্র নিবারিত হইতেছেন দেখিয়া মহেশ্বর, রোষ-রক্ত-নয়নে স্বয়ং যজ্ঞ-
 স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞধ্বংস করিতে লাগিলেন । ৪২

তাঁহাকে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথমেই ভগ * (সূর্য্যবিশেষ)
 ত্বর সহকারে বাহুযুগল বিস্তৃত করিয়া রুদ্রদেবের সম্মুখীন হইলেন । ৪৩

তখন বৃষধ্বজও তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ
 প্রহারে তাঁহার নয়নযুগল বিনষ্ট করিয়া দিলেন । ৪৪

অনন্তর, দিবাকর (আর একজন সূর্য্য) † ভগসূর্য্যকে নেত্রহীন দেখিয়া
 স্পর্ধা-সহকারে সত্তর বিরূপাক্ষ রুদ্রদেবের সম্মুখীন হইলেন । ৪৫

অনন্তর, মহাদেব নিজ হস্তদ্বারা সেই সূর্য্যের হস্তধারণপূর্ব্বক দূর করিয়া
 দিয়া অতিরোষভরে যজ্ঞভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । ৪৬

তৎপরে মার্ত্তণ্ড বিশাল ভূজযুগল বিস্তার করিয়া হাশ্য করত আগমনপূর্ব্বক
 বলিলেন,—এস আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব ; বলিয়াই তাঁহার সম্মুখীন
 হইলেন । ৪৭

* ভৃগু (মুনিবিশেষ) পুণ্ড্রকাক্ষের পাত।

† সূর্য্য ষাটশতী ।

বিদম্ভং মিহিরং দৃষ্ট্ৱা হীননেত্রং ভগং তথা ।
 সর্কে দেবাশ্চ ঋষয়ো যে চাশ্চে তত্র হৃদ্রবুঃ ॥ ৪৯
 বিদ্রাব্য সর্বান্ দেবাদীন্ হরঃ পরমকোপনঃ ।
 মূপরূপেণাপযান্তং যজ্ঞমেবান্বপদ্যত ॥ ৫০
 যজ্ঞোহপ্যাকাশমার্গেণ ব্রহ্মস্থানং বিবেশ হ ।
 বৃষধ্বজোহপি কুপিতো ব্রহ্মস্থানং জগাম হ ॥ ৫১
 ব্রহ্মণঃ সদনাদ্ যজ্ঞো ভীতো ভর্গাদবাতরং ।
 অতবীর্য্য সতীদেহং প্রবিবেশ স্বমায়য়া । ৫২
 ভর্গোহপি দক্ষদুহিতুম্ তায়্য নিকটং গতঃ ।
 অরুণচ্ছত্ৰদা যজ্ঞং দদর্শ চ সতীশবম্ ॥ ৫৩
 মৃত্যং দৃষ্ট্ৱা তদা দেবীং হরো দাক্ষায়ণীং সতীম্ ।
 বিস্মৃত্য যজ্ঞং তৎপ্রান্তে স্থিতো বাঢ়ং শুশোচ তাম্ ॥ ৫৪
 বহুবিশগুণবন্দং চিন্তয়ন্ত্বলপানি-
 ললিতদশনপংক্তিং বক্তৃ মজ্ঞপ্রকাশম্ ।
 অরুণদশনবস্ত্রং জয়গুং বীক্ষ্য তম্য্যঃ
 খরভরপৃথুশোকব্যাকুলোহসৌ রুরোদ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭

মার্ত্তণ্ড হাশ্ব্য করিতেছিলেন—সময় বুঝিয়া বৃষধ্বজ অতিশয় কোপাবেগে চপেটাঘাত দ্বারা তাঁহার মুখ হইতে দন্তপংক্তি নিপাত্তিত করিলেন । ৪৮

যে যে দেবতা ও ঋষি তথায় ছিলেন, মার্ত্তণ্ডকে দন্তহীন এবং ভগসূর্য্যাকে নেত্রহীন দেখিয়া তাঁহারা সকলেই পলায়ন-পর হইলেন । ৪৯

মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধে সমুদায় দেবাদিকে তাড়াইয়া দিয়া মূগরূপে পলায়ন-পর যজ্ঞের অনুসরণ করিতে লাগিলেন । ৫০

যজ্ঞ, আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইলেন ; ক্রুদ্ধ বৃষধ্বজও তথায় প্রবেশ করিলেন । ৫১

ক্রুদ্ধ-ভীত যজ্ঞ, ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিজ মায়াবলে সতী-শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৫২

তখন যজ্ঞানুগামী ক্রুদ্ধ, মৃত সতীর সমীপে গিয়া তাঁহার মৃত-শরীর দেখিতে পাইলেন । ৫৩

তখন, মহাদেব, দক্ষ-দুহিতা সতীকে মৃত দেখিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গেলেন ; শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া সতীর জন্য অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন । ৫৪

শূলপানি, সতীদেবীর বহুবিশ গুণাবলী চিন্তা করিয়া তাঁহার দশন-পংক্তি-শোভিত কমলসন্নিভ মুখমণ্ডল, অরুণাঞ্চল-বসন ও জয়গল দর্শন করিয়া অত্যন্ত শোকে ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন । ৫৫

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

দাক্ষায়ণীগুণগগান্ গগয়ন্ গোরথস্তদা^১ ।
 বিললাপাতিদুঃখার্ভো মনুজঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ১
 বিলপন্তং তদা ভৰ্গং বিজ্ঞায় মকরধ্বজঃ ।
 রতীবসন্তসহিত আসসাদ মহেশ্ববম্ ॥ ২
 তং শুচাতিপরিভ্রষ্টং যুগপৎ স রতিপতিঃ ।
 জঘান পঞ্চভির্বানৈ রুদন্তং ভ্রষ্টচেতনম্ ॥ ৩
 শোকাভিহতচিত্তোহপি স্মরবাণসমাকুলঃ ।
 সঙ্কীর্ণভাবমাপন্নঃ শুশোচ মুমোহ চ ॥ ৪
 ক্ষণং ভূমৌ নিপতিতি ক্ষণমুত্থায় ধাবতি ।
 ক্ষণং ভ্রমতি তত্রৈব নিমীলতি বিড়ুঃ পুনঃ ॥ ৫
 ধায়ন্ দাক্ষায়ণীং দেবীং হসমানঃ কদাচন ।
 পরিষজ্জতি ভূমিষ্ঠাং বসভাবৈরিব স্থিতাম্ ॥ ৬
 সতী সতীতি সততং নাম ব্যাহতাতা শঙ্করঃ ।
 মানং তাজ্জ বৃথেষ্যেবমুজ্জ্বলা স্পৃশতি পাণিনা ॥ ৭
 পাণিনা পরিমার্জ্যানামলঙ্কারান্ যথাস্থিতান্ ।
 তস্যা বিল্লিঙ্গ্য চ পুনস্তত্রৈবানুযুযোজ্য চ ॥ ৮
 এবং কুৰ্ব্বতি ভূতেশে মৃত্যু নোবাচ কিঞ্চন ।
 যদা সতী তদা ভৰ্গঃ শোকাদৃগাঢ়ং রুরোদ হ ॥ ৯

শিবস্তব ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন, বৃষধ্বজ, দক্ষ-নন্দিনীর গুণাবলী গণনা করত,
 দুঃখার্ভ হইয়া সামান্য মনুষ্যেব গায় বিলাপ করিতে লাগিলেন । ১

মহাদেব, বিলাপ করিতেছেন জানিয়া, কাম, রতি বসন্ত-সমভিব্যাহারে
 তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন । ২

মহাদেব শোকাকুল হইলেও দৃষ্ট রতিপতি, ভ্রষ্টচিত্ত রোরুদ্রমান সেই দেব-
 দেবকে একেবারে পঞ্চশর প্রহার করিলেন । ৩

শিব, শোকোপহত-চিত্ত হইলেও কাম-বাণে আকুল হইয়া মিশ্র ভাব প্রাপ্তি
 বশতঃ শোক কবিত্তেও লাগিলেন, মুগ্ধ হইতেও লাগিলেন । ৪

প্রভু শিব, তখন কখন ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, কখন উঠিয়া
 দৌড়িতে থাকিলেন, কখন সেইখানেই ঘুরিতে লাগিলেন, কখন বা দাক্ষায়ণী
 দেবীকে স্মরণ করত নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, কখন বা তিনি ভূতলবিলুপ্তিত
 মৃত সতীকে বসভাবাবেশে অবস্থিত ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিতে
 লাগিলেন । ৫-৬

শঙ্কর, বারংবার “সতী সতী” নাম উচ্চারণপূর্বক “বৃথা মান ত্যাগ কর”
 বলিয়া গা ঠেলিতে লাগিলেন । ৭

সতীর গাত্র হস্তদ্বারা পরিষ্কার করিয়া শরীরের যথাস্থানে অবস্থিত অলঙ্কার-
 গুলিকে উন্মোচনপূর্বক পুনরায় সেই সেই স্থানে পরাইয়া দিলেন । ৮

রুদভস্তস্য পততো বাস্পান্ বীক্ষ্য তদা সুরাঃ ।
 ব্রহ্মাদয়ঃ পরাং চিন্তাং জগদুচ্চিন্তাপরায়ণাঃ ॥ ১০
 বাস্পাঃ পতন্তো ভূমৌ চৈন্দ্রহেয়ুঃ পৃথিবীমিমাম্ ।
 উপায়স্তত্র কঃ কার্য্য ইতি হাহেতি চুক্রুস্তঃ ॥ ১১
 ততো বিমুশ্য তে দেবা ব্রহ্মাদ্যাস্ত শনৈশ্চরম্ ।
 তুষ্ণ্বীবৃষ্ণ্ণভগ্নস্য বাস্পধারণকারণাৎ ॥ ১২

দেবা উচুঃ—

শনৈশ্চর মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক ।
 মূলশক্তিসমুদ্ভূত নমস্তে সূর্য্যাস্তব ॥ ১৩
 নমস্তে শূলহস্তায় পাশহস্তায় ধ্বনিনে ।
 তথা বরদহস্তায় নমঃস্রাজ্যাজ্জায় তে ॥ ১৪
 নীলমেঘ-প্রতীকাশ ভিন্নাজনচয়োপম ।
 নমস্তে সর্বলোকানাং প্রাণধারণহেতবে ॥ ১৫
 গৃধ্রধ্বজ নমস্তেহস্ত প্রসীদ ভগবন্ দৃঢ়ম্ ।
 বাস্পেভ্যঃ শোকজেভ্যশ্চ পাতি ভগ্নস্য নঃ ক্ষিতিম্ ॥ ১৬
 যথা পুরা শতং বর্ষানবজগ্রাহ বর্ষনম্ ।
 ভবানেব তু মেঘেভ্যস্তথা কুরু হরাস্বনি ॥ ১৭
 তব চাপাং গ্রহং^১ দৃষ্ট্বা মেঘান্তে পুঙ্করাদয়ঃ ।
 মুমূচুঃ সততং বর্ষং মহেন্দ্রস্য কিলাজ্জয়া ॥ ১৮

ভূতনাথ, এইরূপ করিতে থাকিলেও মৃত সতী যখন কিছুই বলিলেন না, তখন মহাদেব, শোকাবেগে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন । ৯

রোদনপরায়ণ মহাদেবের নয়নজল পতিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন । ১০

শিবের নয়নজল যদি ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডল দক্ষ করিগা ফেলিবে ; এখন এ বিষয়ে কি উপায় করা যায়, এইরূপ চিন্তাবিষ্ট দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন । ১১

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ বিবেচনা করিয়া মৃত্যুভাব প্রাপ্ত মহাদেবের নয়নজল নিবারণের জন্য শনিকে স্তব করিতে লাগিলেন । ১২

দেবতারা বলিলেন,—হে ত্রিলোকানুগ্রহ-কারক মহাভাগ শনৈশ্চর ! হে মূলশক্তি-সমুদ্ভূত সূর্য্য-পুত্র ! তোমাকে নমস্কার । ১৩

শূল, পাশ, শরাসন এবং বর—তোমার হস্তে বিরাজমান ; তুমি ছায়া-গর্ভ-সমুদ্ভূত ; তোমাকে নমস্কার । ১৪

হে নীল-জলদশামল ! হে দলিতাজন-পূজ-সন্নিভ ! তুমি সকল প্রাণীরই প্রাণ ধারণের হেতু ; তোমাকে নমস্কার ১৫

হে গৃধ্রধ্বজ ! তোমাকে নমস্কার ; ভগবন্ ! সুপ্রসন্ন হও ; শিবের শোক-সমুদ্ভূত নয়নজল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা কর । ১৬

যেমন তুমি পূর্বে একশতবর্ষ—মেঘের জল গ্রহণ করিয়া অনাবৃষ্টি করিয়া-ছিলে, সেইরূপ শিবের নয়নজলও গ্রহণ কর । ১৭

আকাশ এব বর্ষান্তন্তংসর্বং ভবতা পুরা
বিনাশিতং যথা বাষ্পং তথা নাশয় শূলিনঃ ॥ ১৯
ন ত্বামুতেহন্ত্যঃ শক্তোহস্তি হরবাষ্পনিবারণে ॥ ২০
দহেৎ সদেবগন্ধর্বব্রহ্মলোকান্ সপর্বতান্ ।
পৃথিবীং পতিতো বাষ্পস্তস্মাদ্ধারয় মায়ায়া ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবম্ভাষমাণেষু দেবেষু মিহিরাশ্রজঃ ।
প্রতুবাচ স তান্ দেবান্নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ২৩

শনৈশ্চর উবাচ—

করিষ্যে ভবতাং কৰ্ম্ম যথাশক্তি সুরোত্তমাঃ ।
তথা কিন্তু বিদম্^১ হি ন মাং বেত্তি যথা হরঃ ॥ ২৩
দ্বঃখশোকাকুলস্মাৎ সমীপে বাষ্পধারিণঃ ।
কোপান্নশেচ্ছরীরং মে নিম্নতং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪
তস্মাদ্ যথা মাং ভূতেশো ন জানাতি সতীপতিঃ ।
তথা কুরুধ্বং নেত্রেভ্যো হরলোত কধারিণম্ ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাদযো দেবাস্তে সৰ্ব্বে শঙ্করাস্তিকম্ ।
গত্বা হরং সম্মুখঃ সাংসার্যা যোগমায়ায়া ॥ ২৬
শনৈশ্চরোহপি ভূতেশমাঙ্গান্নাত্তিহিতস্তদা ।
বাষ্পবৃষ্টিং দ্বাধর্ম্যমবজ্জগ্রাহ মায়ায়া ॥ ২৭

তুমি জল গ্রহণ করিতেছ দেখিয়া, পুঙ্করাদি মেঘদল, ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে
সতত বৃষ্টি করিয়াছিল । ১৮

সেই সমস্ত বৃষ্টিজল তুমি আকাশেই বিনষ্ট করিয়াছিলে ; সেইরূপ এখন
শূলপাণির বাষ্প নাশ কর । ১৯

তুমি ভিন্ন শিবের নয়নজল নিবারণ করিতে পাবে এমন কেহ নাই । ২০

সে অশ্রু পতিত হইলে দেবলোক, গন্ধর্বলোক, ব্রহ্মলোক এবং পর্বত সহ
পৃথিবী দগ্ধ করিবে ; অতএব তুমি নিজ মায়াবলে ধারণ কর । ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, শনৈশ্চর, অনতি-
হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন । ২২

শনৈশ্চর বলিলেন,—হে সুরসত্তমগণ ! আমি যথাশক্তি তোমাদিগের
কার্য্য করিব ; কিন্তু মহাদেব, যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন, তাহা
তোমাদিগকে করিতে হইবে । ২৩

আমি সমীপে থাকিয়া দ্বঃখশোকাকুল এই মহাদেবের নয়নজল ধারণ করিলে,
তাঁহার কোপে নিশ্চয়ই আমার শরীর বিনষ্ট হইবে , এবিষয়ে সন্দেহ নাই । ২৪

আমি সমীপে থাকিয়া ভূতনাথের নয়নজল গ্রহণ করিব, কিন্তু তিনি
যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন—তোমরা তাহা কর । ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে, শঙ্করসমীপে গমন
করিয়া যোগমায়াবলে তাঁহাকে সম্মোহিত করিলেন । ২৬

যদা স নাশকদ্বাপ্পান্ সঙ্কারয়িতুমর্কজঃ ।
 তদা মহাগিরৌ ক্ষিপ্তা বাষ্পান্তে জলধারকে ॥ ২৮
 লোকালোকস্য নিকটে জলধারাহ্রয়ো গিরিঃ ।
 পুষ্করদ্বীপপৃষ্ঠস্থস্তোয়সাগরপশ্চিমে ॥ ২৯
 স তু সর্বপ্রমাণেন মেরুপর্বতসন্নিভঃ ।
 তস্মিন্ বিগন্তবান্ বাষ্পাংস্তদাশঙ্কঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৩০
 স পর্বতোহপি তান্ বাষ্পান্ন ধৰ্ত্তুং ক্ষম ইশিতুঃ ।
 বিদীর্ণস্তৈস্ত বাষ্পোবৈৰ্ভগ্নমধোহভবদ্ ভ্রতম্ ॥ ৩১
 তে বাষ্পাঃ পর্বতং ভিত্তা বিবিণ্ডস্তোয়সাগরম্ ।
 সাগরোহপি গ্রহাভুং তান্ন শশাক খরানতি ॥ ৩২
 ততস্ত সাগরং মধ্যে ভিত্তা বাষ্পাঃ সমাগতাঃ ।
 তোয়ধেঃ প্রাগ্ভবাং বেলাং স্পর্শমাত্রাদ্বিভেদ তাম্ ॥ ৩৩
 বিভিদ্ভ বেলাং তে বাষ্পাঃ পুষ্করদ্বীপমধ্যগাঃ ।
 নদী ভূক্তা বৈতবণী পূর্বসাগরগাভবৎ ॥ ৩৪
 জলধারস্য ভেদেন সংসর্গাৎ সাগরস্য চ ।
 অবাপ্য সৌম্যতাং কিঞ্চিদ্বাপ্পান্তে নাভিদ্ স্মৃতিম্ ॥ ৩৫
 বৈবস্বতপুরদ্বারে যোজনদ্বয়বিস্তৃতা ।
 অদ্যপি তিষ্ঠতাপগা হবলোতকসম্ভবা ॥ ৩৬
 অথ শোকবিমূঢ়ায়া বিলপন্ রুষভধ্বজঃ ।
 জগাম প্রাচ্যদেশাংস্ত স্কন্ধে কৃতা সতীশবম্ ॥ ৩৭

তখন, শনিও ভূতনাথের সমীপবর্তী হইয়া তাঁহার দ্বারধর্ম অশ্রুবৃষ্টি মান্যাবলে গ্রহণ করিলেন । ২৭

যখন সূর্য্যপুত্র শনি তদীয় অশ্রু ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি জলধার নামক মহাগিৰিতে তাহা নিক্ষেপ করিলেন । ২৮

জলধারগিরি, লোকালোক পর্বতের নিকটে, পুষ্কর দ্বীপের পশ্চাত্তাগে এবং জলসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত । ২৯

সেই গিরি সর্বতোভাবে সুমেরু-পর্বত-সদৃশ । শনৈশ্চর, শিবের বাষ্পবৃষ্টি ধারণে অসমর্থ হইয়া সেই পর্বতে তাহা স্থাপন করেন । ৩০

গিরিবরও ঈশ্বরের সেই অশ্রু-জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন এবং তাঁহার তেজে গিরির মধ্যভাগ অবিলম্বে বিদীর্ণ হইল । ৩১

অনন্তর, সেই নয়নাশ্রু, গিৰিভেদ করিয়া জলসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল । সমুদ্রও সেই প্রথর জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন । অনন্তর তাহা সাগর-মধ্য ভেদ করিয়া সাগরের পূর্বকূলে সমাগত হইল । ৩২-৩৩

স্পর্শমাত্রে তাহা ভেদ করিয়া ফেলিল । সেই পুষ্করদ্বীপ-মধ্য-গত অশ্রুজল বৈতবণী নদী হইয়া পূর্বসাগর-মুখে গমন করিল । ৩৪

সেই নয়নজল, জলধার গিরি ভেদ এবং সাগরসংসর্গ-বশতঃ কিঞ্চিৎ সৌম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবী ভেদ করিতে পারে নাই । ৩৫

শিবের নয়ন-জল-সদৃশ তাই সেই নদীর বিস্তার দুই যোজন, তাহা যম-পুর-দ্বারে বর্ত্তমান রহিয়াছে । অনন্তর শোক-বিমূঢ়-চিত্ত রুষধ্বজ, সতীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া বিলাপ করত পূর্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । ৩৬-৩৭

উন্মত্তবদগচ্ছতোহস্য দৃষ্ট্য ভাবং দিবৌকসঃ ।
 ব্রহ্মাদ্যাচ্চিস্ত্র্যামাসুঃ শবভ্রংশনকর্ষণি ॥ ৩৮
 হরগাত্রস্য সংস্পর্শাচ্ছবো নাস্তং বিশীর্ণতাং ।
 গমিষ্যতি কথং তস্মাদস্য ভ্রংশো ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
 ইতি সন্ধিস্তয়ন্তস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুশনৈশ্চরাঃ ।
 সতীশবাস্তববিষ্ণুরদৃষ্টা যোগমায়য়া ॥ ৪০
 প্রবিষ্টাথ শবং দেবাঃ খণ্ডশস্ত্রে সতীশবম্ ।
 ভূতলে পাতয়ামাসুঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ ॥ ৪১
 দেবীকুটে পাদযুগ্মং প্রথমং শ্যপতৎ ক্ষিতৌ ।
 উড্ডীয়ানে চোক্ষুগুণং হিতার জগতাং ততঃ ॥ ৪২
 কামরূপে কামগিরৌ শ্যপতৎ যোনিমণ্ডলম্ ।
 তত্রৈব শ্যপতন্তুমৌ পূর্বতো^১ নাভিমণ্ডলম্ ॥ ৪৩
 জালঙ্কারে স্তনযুগং স্বর্ণহারবিভূষিতম্ ।
 অংশগ্রীবাং পূর্ণগিরৌ কামরূপান্ততঃ শিবঃ ॥ ৪৪
 যাবন্তুবং গতৌ ভগ্নঃ সমাদায় সতীশবম্ ।
 প্রাচ্যেস্থ যাজ্ঞিকো দেশস্তাবদেব প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪৫
 অগ্নে শরীরাবয়বা লবণঃ খণ্ডিতাঃ সুরৈঃ ।
 আকাশগঙ্গামগমন্ পবনেন সমীরিতাঃ ॥ ৪৬
 যত্র যত্রাপ্তন্ সত্যাস্তদা পাদাদয়ো দ্বিজাঃ ।
 তত্র তত্র মহাদেবঃ স্বয়ং লিঙ্গস্বরূপধৃক্ ।
 তস্থৌ মোহসমায়ুক্তঃ সতীস্নেহবশানুগঃ ॥ ৪৭

গমন-পরায়ণ মহাদেবের উন্মত্তের মায় ভাব দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, সতীর শবদেহ বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৩৮

শিব-গাত্র-স্পর্শবশতঃ এই শবশরীর পচিয়া গলিয়াও পড়িলে না । তবে ইহা বিচ্যুত হইবে কিরূপে ? ৩৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি, ইহা চিন্তা করত, যোগমায়াবলে অদৃশ্য হইয়া সতীর শবদেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৪০

সেই দেবগণ, সতীর শব-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করত পুণ্যতীর্থ করিবার উদ্দেশে ভূতলের স্থানে স্থানে ফেলিয়া দিলেন । ৪১

প্রথমে পৃথিবীতে দেবীকুটনামক স্থানে সতীর পদযুগল নিপতিত হইল । জগন্মণ্ডলের হিতের জন্য উড্ডীয়ান-নামক স্থানে তাঁহার উরুযুগল পতিত হইল । ৪২

কামপর্বতের কামরূপে তাঁহার যোনিমণ্ডল পড়িল । সেই স্থানেই পূর্ব-ভাগে নাভিমণ্ডল পড়িল । সুবর্ণ-হার শোভিত স্তনযুগল জলঙ্কারে পড়িল । ক্লক ও গ্রীবা পূর্ণগিরিতে, আর মস্তক কামরূপের শেষভাগে পড়িল । ৪৩-৪৪

মহাদেব, সতীর শবদেহ লইয়া যতদূর গমন করিয়াছিলেন, পূর্বদেশের মধ্যে ততদূর পর্য্যন্তই যাজ্ঞিক দেশ বলিয়া কথিত । ৪৫

সতী-শরীরের অগ্ন অবয়বসকল দেবগণকর্তৃক তিল তিল খণ্ডিত হইয়া পবনবেগে আকাশ-গঙ্গাতে গমন করিল । ৪৬

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শনিশ্চাপি সৰ্বে দেবগণাস্তথা ।

পূজয়াৎকুরুীশস্য প্রীত্যা সত্যাঃ পদাদিকম্ ॥ ৪৮

দেবীকূটে মহাদেবী মহাভাগেতি গীয়তে ।

সতীপাদযুগে ল'না যোগনিদ্রা জগৎপ্রভুঃ ॥ ৪৯

কাভ্যায়নী চোড্ডায়ানে কামাখ্যা কামরূপিণী ।

পূর্ণেশ্বরী পূর্ণগিরৌ চণ্ডী জালঙ্করে গিরৌ ॥ ৫০

পূর্বাস্তে কামরূপস্য দেবী দিক্করবাসিনী ।

তথা ললিতকাস্তেতি যোগনিদ্রা প্রগীয়তে ॥ ৫১

যাত্রৈব পতিতং সত্যাঃ শিরস্ত্রয় বৃষধ্বজঃ ।

উপবিষ্টঃ শিরো বীক্ষ্য স্বসংক্রোকপরায়ণঃ ॥ ৫২

উপবিষ্টে হরে তত্র ব্রহ্মাদ্যাস্তে দিবৌকসঃ ।

সমীপমগমংস্তস্য দূরতঃ সাস্তুয়ন্ হরম্ ॥ ৫৩

দেবানাংগচ্ছতো দৃষ্ট্য শোকলজ্জাসমম্মিতঃ ।

গত্বা শিলাভং তত্রৈব লিঙ্গভং গতবান্ হরঃ ॥ ৫৪

হরে লিঙ্গত্বমাপ্নে ব্রহ্মাদ্যাস্তে দিবৌকসঃ ।

তুযুব্রহ্মাশ্বকং তত্র লিঙ্গরূপং জগদগুরুম্ ॥ ৫৫

দেবা উচুঃ—

মহাদেবং শিবং স্থাপুগুগ্ৰং ক্রত্বং বৃষধ্বজম্ ।

শ্মশানবাসিনং ভগং সৰ্ব্বাস্তকরণং পরম্ ॥ ৫৬

হে দ্বিজগণ । তখন যেখানে যেখানে সতীর পদাদি অঙ্গ পতিত হইল, তথায় তথায় মহাদেব, সতী-স্নেহ-বশে বিমূঢ় হইয়া স্বয়ং লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইলেন । ৪৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শনি এবং অগাধ্য সকল দেবগণই প্রীতি সহকারে সতীর পাদাদি অঙ্গ পূজা করিলেন । ৪৮

দেবীকূটে সতীর পদযুগে অধিষ্ঠিত জগদম্বা মহাদেবী যোগনিদ্রা “মহাভাগা” নামে অভিহিত । উড্ডায়ানে কাভ্যায়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণগিরিতে পূর্ণেশ্বরী এবং জালঙ্করে “চণ্ডী” বলিয়া কথিত । ৪৯-৫০

কামরূপের পূর্বভাগে অবয়বাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম “দিক্কর-বাসিনী” আর শেষভাগে অঙ্গাধিষ্ঠাত্রী যোগনিদ্রার নাম “ললিতকাস্তা” । ৫১

যেখানে সতীর মস্তক নিপতিত হয়, তথায় বৃষধ্বজ, তদীয় মস্তক দর্শনে অত্যন্ত শোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত উপবিষ্ট হইলেন । ৫২

শিব তথায় উপবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ দূর হইতেই তাঁহাকে সাস্তুনা করত তদীয় নিকটে উপস্থিত হইলেন । ৫৩

শিব দেবগণকে আসিতে দেখিয়া শোকে ও লজ্জাতে তথায় প্রস্তর হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তি হইলেন । ৫৪

মহেশ্বর, লিঙ্গরূপী হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ, তথায় লিঙ্গরূপী জগৎ-প্রভু ত্রিলোচনকে স্তব করিতে লাগিলেন । ৫৫

দেবতারা বলিতে লাগিলেন,—তুমি মহাদেব, শিব, ক্রত্ব, উগ্র, স্থাপু, বৃষ-ধ্বজ ; তুমি শ্মশানবাসী, সৃষ্টিসংহারকারী পরাংপর শঙ্কর । ৫৬

জ্ঞাং নমামো বয়ং ভক্ত্যা শঙ্করং নীললোহিতম্ ।
 গিরীশং বরদং দেবং ভূতভাবনমব্যয়ম্ ॥ ৫৭
 অনাদিমধ্যসংসারযোগবিদ্যায় শান্তবে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৫৮
 জটিলায় গিরিশায় বিদ্যাশক্তিধরায় তে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৫৯
 জ্ঞানামৃতাত্তসম্পূর্ণভুক্তদেহান্তরায় চ ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬০
 আদিমধ্যান্তভূতায় স্বভাবানলদীপ্তয়ে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬১
 প্রলয়ার্ণবসংস্থায় প্রলয়স্থিতিহেতবে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬২
 যঃ পরেভাঃ পরশুম্নাং পরায় পরমাত্মনে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৩
 জ্বালামালারূতাঙ্গায় নমস্তে বিশ্বরূপিণে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৪
 ওঁ নমঃ পরমার্থায় জ্ঞানদীপায় বেধাস ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৫
 নমো দাক্ষায়ণীকান্ত মৃড় শৰ্ব্ব মহেশ্বর ।
 নমস্তে সৰ্ব্বভূতেশ প্রসাদ ভগবন্তি ॥ ৬৬

নীললোহিত ভগ্ন ; তুমি দেব ! ভূত-ভাবন, অব্যয়, বরদ, গিরিশ ; আমরা ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করি । ৫৭

যাহার মূল-প্রকৃতি-সহ সংসার অনাদি ; সেই যোগবেদ্য লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শব্দ শিবকে নমস্কার । ৫৮

তুমি জটাজুটধারী বিদ্যা-শক্তি সম্পন্ন গিরিশ ; তুমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব তোমাকে নমস্কার । ৫৯

তোমার অন্তরে জ্ঞানামৃত, তাহাতে তোমার দেহ এবং মন সম্পূর্ণ বিগুহ ; তুমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব ; তোমাকে নমস্কার । ৬০

জগতের আদি-মধ্য-অন্তস্বরূপ স্বভাবতঃ অনল-সদৃশ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তি-ময় শিবকে নমস্কার । ৬১

“প্রলয়-পয়োধি-জলে” অবস্থিত, স্থিতিসংহারকারণ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬২

পর্যাপ্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় পরমাত্মা শিবকে নমস্কার । ৬৩

জ্বালাজাল-সংবৃত্তাঙ্গ, জ্বলন্ত অনলস্বরূপ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬৪

জ্ঞানদীপ বিধাতা প্রণব-বাচ্য পরম পদার্থকে নমস্কার । লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬৫

দাক্ষায়ণীপতে ! মৃড় ! হে শৰ্ব্ব ! হে মহেশ্বর ! তোমাকে নমস্কার ; হে ভগবন্ ! সৰ্ব্বভূতেশ ! শিব ! প্রসন্ন হও । ৬৬

সশোকে হ্রয় লোকেশে চেষ্ট্যমানে মহেশ্বর ।

সুরাঃ সমাকুলাঃ সর্বৈঃ তস্ম্যাচ্ছোকং পরিত্যজ ॥ ৬৭

নমো নমস্তে ভূতেশ সর্ব কারণকারণ ।

প্রসাদ রক্ষ নঃ সর্বাংস্ত্যজ শোকং নমোহিস্ত তে ॥ ৬৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সংস্কৃত্যমানস্ত মহাদেবো জগৎপতিঃ ।

নিজং রূপং সমাস্থায় প্রাহুর্ভূতঃ শুচাহতঃ ॥ ৬৯

তৎ শুচা বিহ্বলং দৃষ্ট্বা প্রাহুর্ভূতং বিচেতসম্ ।

শোকাপহং বিধিঃ সায়্য তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্ ॥ ৭০

ব্রহ্মোবাচ—

হিরণ্যবাহো ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং জগতঃ পতিঃ ।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং হে তুস্ত্বং কেবলং হর ॥ ৭১

ভ্রমমুত্তিভিঃ সর্বং জগদব্যাপা চরাচরম্ ।

উৎপাদকঃ স্থাপকশ্চ নাশকশ্চাপি বিশ্বকৃৎ ॥ ৭২

ভোমারাদ্য মহাদেব মুক্তিং যাতা মুমুক্ষবঃ ।

রাগদ্বेषাদিভিস্ত্যক্তাঃ সংসারবিমুখা বুধাঃ ॥ ৭৩

বিভিন্নবায়ুগ্নিজলৌঘবজ্জিতং

ন দূরসংস্থং রবিচন্দ্রসংযুতম্ ।

ত্রিমার্গমধ্যস্থমনুপ্রকাশকং

তত্ত্বং পরং শুদ্ধময়ং মহেশ্বর ॥ ৭৪

যদমুখাখসা তরোঃ প্রসূনং

চিদম্বররূপস্য সমীপজস্য ।

তপশ্ছদঃসংস্থগিতস্য পীনং

সৃষ্টোপগং তে বশদং সদৈব ॥ ৭৫

হে লোকনাথ মহেশ্বর ! তুমি শোকাকুল হইয়া বেড়াইলে, সকল দেবগণই ব্যাকুল হন, অতএব শোক পরিত্যাগ কর । ৬৭

হে ভূতনাথ ! হে সর্বকারণ-কারণ ! তোমাকে নমস্কার ; প্রসন্ন হও ; আমাদের সকলকে রক্ষা কর ; শোক ত্যাগ কর, তোমাকে নমস্কার । ৬৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবগণ, জগৎপতি মহাদেবকে এইরূপ স্তুত করিলে, সেই শোকাকুল দেব, নিজরূপ ধারণপূর্বক প্রাহুর্ভূত হইলেন । ৬৯

প্রাহুর্ভূত মহাদেবকে শোকে বিহ্বল এবং চৈতন্য-হীন দেখিয়া বিধি, সান্ত্বনা পূর্বক শোকনাশন বাক্য দ্বারা বৃষভধ্বজের স্তুত করিতে লাগিলেন । ৭০

হে হিরণ্যবাহো ! তুমি ব্রহ্মা, তুমিই জগৎপতি বিষ্ণু । হে হর ! একমাত্র তুমিই সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের কারণ । ৭১

তুমিই অমৃতমুক্তি দ্বারা চরাচর সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত । হে বিশ্বকৃৎ । তুমিই উৎপাদক, স্থাপক এবং নাশক । ৭২

হে মহাদেব ! তোমাকে আরাধনা করিয়া রাগদ্বেষাদিভিস্ত্যক্ত সংসারবিমুখ তত্ত্বজ্ঞানী মুমুক্ষুগণ মুক্তি লাভ করে । ৭৩

হে মহেশ্বর ! বায়ু, অগ্নি, জল এই সকল বস্তুদ্বারা বদ্ধিত চন্দ্র-সূর্য্য-সমন্বিত নাভীজয়-মধ্যস্থিত পরমতত্ত্ব তোমারই বশবর্তী । ৭৪

অধঃ সমাধায় সমীরণস্থলং
 নিকৃদ্য চোদ্ধং নিশি হংসমধ্যতঃ ।
 হংসপদ্মমধ্যে সুমুখীকৃতং, রজঃ
 পরন্তু তেজস্তব সর্বদেক্ষ্যতাম্ ॥ ৬৬ ॥
 প্রাণায়ামৈঃ পুরকৈঃ স্তম্ভকৈর্বা
 রিতৈশ্চিচ্চৈশ্চোদনং যং পরাখ্যাম্ ।
 দৃশ্যাদৃশ্যং যোগিভিস্তে প্রপঞ্চাঃ
 শুদ্ধং বৃদ্ধং তত্ত্বতন্ত্বেহস্তি লব্ধম্ ॥ ৬৭ ॥
 সূক্ষ্মং জগদ্ব্যাপি গুণৌঘপ নং
 যুগ্যবুদ্ধেঃ সাধনসাধারুপম্ ।
 চৌরৈরক্ষণীপ্লুতং নৈব নোতং
 বিত্তং তবাস্ত্যর্থহানং মহেশ ॥ ৬৮ ॥

ন কোপেন ন শোকেন ন মানেন ন দম্বতঃ ॥ ৭৯
 উপযোজ্য তু তদ্বিপ্রমণ্ডলৈব বিবর্জিতে ॥ ৮০
 মায়ায়া মোহিতঃ শব্দো বিস্মৃতঃ তে হৃদি স্থিতম্ ॥ ৮১
 মায়াং ভিন্নং পরিজ্ঞায় ধারয়ানমানমান ॥ ৮২
 মায়াশ্রাব্যভিঃ স্তুতা পূর্বং জগদর্থং মহেশ্বর ।
 তয়া ধ্যানগতং চিত্তং বহুযত্নৈঃ প্রসাধিতম্ ॥ ৮৩
 শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামো মোহঃ পরাভ্যতা ।
 ঈর্ষ্যামানো বিচিকিৎসা কৃপাসূয়া জুগুপ্সতা ॥ ৮৪

জ্ঞান-সলিল-প্রবৃদ্ধ অষ্ট-শাখ প্রকৃতিতরুর সমীপসেবা তপস্যাপত্র-পুঞ্জ-
 সমাচ্ছাদিত সু-সূক্ষ্ম কোমল পুষ্প,—সতত তোমারই আয়ত্ত । ৭৫

মুলাধার চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত সমস্ত বায়ু অনাহত চক্রে রোধ
 করিয়া হংসপদ্মমধ্যে যে রজোস্তমোগুণাতীত প্রসন্ন তেজ অবলোকন কর, হে
 শিব ! তুমিই তৎস্বরূপ । ৭৬

পুরক-কুস্তক-রেচক এই প্রাণায়াম-বলে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্বক যোগি-
 গণ যে প্রপঞ্চাতীত পরম শুদ্ধ সমুজ্জ্বল তেজ অবলোকন করেন, তাহা তোমা
 হইতেই আগত । ৭৭

হে মহেশ ! তত্ত্বজ্ঞানিগণের অন্বেষণীয় সাধাসাধন-রূপী গুণ-গণ-বর্জিত
 ইন্দ্রিয়রূপ চোরদিগের অনপহার্য—অমূল্য ধন তোমারই আছে । ৭৮

সে ধন,—ক্রোধ, শোক, মান বা দম্ববলে উপভোগ্য নহে, কিন্তু ক্রোধাদি-
 ত্যাগ করিলেই তাহার বৃদ্ধি হয় । হে শঙ্কর ! তুমি মায়া দ্বারা মোহিত
 হইয়াছ । তুমি হৃদ-স্থিত পরম বস্তু বিস্মৃত হইয়াছ । ৭৯-৮১

এখন মায়াকে পৃথক ভাবিয়া আত্ম-সাহায্যেই আপনাকে ধৈর্য্যাবিত কর ।
 ৮২

হে মহেশ্বর ! পূর্বে আমরাই জগতের জগু মায়াকে স্তব করি, তিনিই
 তোমার ধ্যান-গত চিত্তকে বহু যত্নে নিজায়ত্ত করেন । ৮৩

শোক, ক্রোধ, মোহ, কাম, মন, পরাধীনতা, ঈর্ষ্যা, মান, সন্দেহ, দয়া,
 অসূয়া এবং নিন্দা এই দ্বাদশপ্রকার চিত্ত-মল—ইহারা বুদ্ধিনাশের হেতু । ৮৪

১। বিজীগিষা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

দ্বাদশৈতে বুদ্ধিনাশহেতবো মনসো মলাঃ ।

ন ত্বাদৃশৈনিষেব্যন্তে শোকং ত্যজ্য ততো হর ॥ ৮৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শায়া স্ততঃ শঙ্কুঃ সংসৃত্যাপি স্ববাহ্নিতম্ ।

নাবদ্রে তদাশ্বানং শোকাৎ সত্যা বিনাকৃতঃ ॥ ৮৬

অধোমুখঃ স্থিতো বীক্ষ্য ব্রহ্মাণং স শনৈরিদম্ ।

প্রাহ ব্রহ্মনায়তিগং বদ কিং করবাণ্যহম্ ॥ ৮৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যাক্ষো বামদেবেন বিধাতা সর্বদৈবতৈঃ ।

ইদমাহ তদেশস্য শোকবিশ্বংসকং বচঃ ॥ ৮৮

ব্রহ্মোবাচ—

ত্যজ্য শোকং মহাদেব সংসৃত্যশ্বানমাশ্বনা ।

ন ত্বং শোকস্য সদনং পরং শোকাত্তবাস্তুরম্ ॥ ৮৯

সশোকে ত্বয়ি ভূতেশ দেবা ভূতাঃ সসাম্বসমাঃ ।

ব্রংশয়েজ্জগতীং কোপঃ শোকঃ সর্বাংশঃ শোষয়েৎ ॥ ৯০

ত্বদ্বাপ্যব্যাকুলা পৃথ্বী বিদীর্ণা স্যান্ন চোচ্ছনিঃ ।

অবজগ্রাহ তে বাস্পঃ সোহপি কৃষ্ণোহভবন্ধঠাৎ ॥ ৯১

যত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সদা ক্রীড়ন্তি সোংসূকাঃ ।

সুমেধসদৃশো যোহসৌ মানতঃ পর্বতোত্তমঃ ॥ ৯২

যস্মিন্ প্রবিশ্ব সুগিবো^১ পদ্মনালনিভে ঘনাঃ ।

উৎপিবন্তি স্ম তোয়ানি পুষ্কবাবর্তকাদয়ঃ ॥ ৯৩

এই সকল চিত্ত-মল-সেবন ভবাদৃশ লোকের অকর্তব্য; অতএব হে হর! শোক পরিত্যাগ কর । ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শঙ্কু, এইরূপ সান্ত্বভাবে স্তত হইয়া আপনার কর্তব্য স্মরণ করিয়াও সতী বিরহে শোকে আপনার ধৈর্য্যসম্পাদন করিতে পারিলেন না। শিব অধোমুখে থাকিয়া ব্রহ্মার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, ব্রহ্মন! অতঃপর কি করিব বল । ৮৬-৮৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলে তিনি সকল দেবগণ সমভিব্যাহারে মহাদেবের শোক-নাশন বাক্য বলিতে লাগিলেন;—মহাদেব! আপনি আপনাকে মনে করিয়া শোক পরিত্যাগ কর । ৮৮

তুমি শোকের পাত্র নহ; তোমার চিত্তে কিছুমাত্র শোক থাকিতে পারে না । ৮৯

দেবদেব! তুমি শোকাগ্নিত হইলে, দেবগণও ভীত হন। তোমার ক্রোধ, জগৎকে বিশ্বস্ত করিতে পারে এবং শোক সকলকেই শোকাগ্নিত করে । ৯০

শনি, যদি তোমার অশ্রদ্ধার! গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী তোমার অশ্রদ্ধাজলে আকুল হইয়া বিদীর্ণ হইত। তাহা গ্রহণ করাতে শনিও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন । ৯১

মহাদেব! যেখানে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ ঔৎসুক্য সহকারে সর্বদা ক্রীড়া করেন, যে পর্বত শ্রেষ্ঠ, পরিমাণে সুমেধ-সদৃশ । ৯২

মন্দরাং সততং যত্র কুন্ত্যোনির্মহামুনিঃ ।
 গঙ্গা গঙ্গা তপশ্চেষে হিতার জগতো হর ॥ ৯৪
 যস্মিন্ স্থিতা গিরৌ পূর্বমগন্ত্যন্তোয়সাগরম্ ।
 যযৌ তমোবলাং কৃতা করমধ্যগতং কিল ॥ ৯৫
 শনৈশ্চরেণ তে বোচান্ সমর্থেন লোতকৈঃ ।
 ক্ষিপ্তৈবিদারিতশ্চৈসৌ জলধারাহরয়ো গিরিঃ ॥ ৯৬
 বিভিদ্ধ্য পর্বতং শঙ্কো বাম্পাস্তে সাগরং যযুঃ ।
 ভিত্ত্বা তু সাগরং শীঘ্রং প্রমীতান্তসঙ্কলম্ ॥ ৯৭
 জগ্মুস্তে পূর্বপুলিনং তস্য তদ্বিভিদ্ভুচ্ তে ।
 ভিত্ত্বা বেলাং ততঃ পৃথ্বাং বিভিদ্ধ্যন্ত তরঙ্গিনীম্ ॥ ৯৮
 চক্রুর্বেতরগীং নান্যা পূর্বসাগরগামিনীম্ ॥ ৯৯
 ন নাবা ন বিমানেন দ্রোণ্যা শৃন্দনেন চ ।
 তৰ্ভুং শক্যা সা তু নদী তপ্ততোয়াতিভীষণা ॥ ১০০
 দুঃখেন তন্ত পৃথিবী বিভক্তি মহতাপুনা ॥ ১০১
 সদা চোৰ্দ্ধগতৈর্বাষ্টৈপবিক্ষিপন্তী নভশ্চরান্ ।
 তস্মাৎসুপরি নো যাতি দেবা অপি ভয়াতুরাঃ ॥ ১০২
 যমদ্বারং পরাবৃত্য যোজনদ্বয়বিস্তৃতা ।
 নিয়া বহতি সম্পূর্ণা ভীষয়ন্তী জগদ্রয়ম্ ॥ ১০৩

পুষ্করাবর্তক প্রভৃতি মেঘগণ, যাহার পদ্ম নাল সদৃশ বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া জলপান করে । ১৩

মহামুনি অগন্ত্য জগতের হিতার্থ মন্দরগিরি হইতে সদা সর্বদা যেখানে গিয়া তপস্যা করেন । ৯৪

প্রবাদ আছে—পূর্বে অগন্ত্য, যে পর্বতে থাকিয়া তপোবলে জল-সমুদ্রকে করতলে স্থাপনপূর্বক পান করিয়াছিলেন ; শনৈশ্চর, তোমার অশ্রু জল বহনে অসমর্থ হইয়া সেই জলধারনামক পর্বতে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সেই পর্বত বিদীর্ণ হইয়াছে । ৯৫-৯৬

শঙ্কো ! সেই নয়নজল, পর্বত ভেদ করিয়া সাগরে পতিত হয় ; তৎক্ষণাৎ সাগর-গর্ভস্থ মীনাদি মরিয়া যাইল । তাহা আবার মৃত মীনাদি সঙ্কল সেই সাগর ভেদ করিয়া সত্তর পূর্বতীরে আসিল । ৯৭-৯৮

সেই অশ্রুজলভেজে সমুদ্র বেলাও বিদীর্ণ হইল । তোমার অশ্রুজল, বেলা ভেদ করিয়া পৃথিবীর কিয়দংশ ভেদ করিয়া পূর্বসাগর-গামিনী বৈতরনী নদী-রূপে পরিণত হইয়াছে । ৯৯

নৌকাস্রোণী, রথ বা বিমান—কোন যান দ্বারাই সেই প্রতপ্ত-জলপূর্ণা অতি-ভীষণা নদা পার হওয়া যায় না । ১০০

পৃথিবী এখন মহাকষ্টে তাহাকে ধারণ করিতেছেন । সেই নদী উৰ্দ্ধগামী বাষ্প দ্বারা আকাশচারী প্রাণীদিগকে সর্বদাই অপসৃত করিতেছে । মহেশ্বর ! ভয়ে সেই নদীর উপর দিয়া কোন দেবতাও গমনাগমন করিতে পারে না । ১০১-১০২

১১ পপৌ তপোবলাং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

তুমিঃস্বাসমরুজ্জাতৈর্বাস্তাঃ পৰ্বতকাননাঃ ।
 সমাকুলদ্বীপিনাগা নাদ্যপি প্রতিশেরতে ॥ ১০৪
 তব নিঃস্বাসজো বায়ুঃ পীড়য়ন্ জগতঃ সুখম্ ।
 নাদ্যপি প্রশমং যাত বাধাহীনঃ সনাতনঃ ॥ ১০৫
 সতীশবং তে বহতঃ শীৰ্ষমাণা পদে পদে ।
 নাদ্যপি ব্যাকুলা পৃথ্বী ব্যাকুলত্বং বিমুক্তি ॥ ১০৬
 ন স্বর্গে ন চ পাতালে তৎসমুৎ বিদ্যতেহধুনা ।
 যন্তে ক্রোধেন শোকেন নাকুলং বৃষভধ্বজ ॥ ১০৭
 তস্মাক্ষোকমমর্ষঞ্চ ত্যক্ত্বা শান্তিং প্রযচ্ছ নঃ ।
 আত্মানঞ্চাত্মনা বেথ ধারয়াত্মানমাত্মনা ॥ ১০৮
 সতী চ দিব্যমানেন ব্যতীতে শরদাং শতে ।
 সা চ ত্রেতাযুগস্তাদৌ ভার্যা তব ভবিষ্যতি ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতুজ্ঞো বেধসা শঙ্কুস্তৃক্ষাং ধ্যানপরায়ণঃ^১ ।
 অধোমুখস্তদা প্রাহ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ॥ ১১০

ঈশ্বর উবাচ—

যাবদব্রহ্মল্লং শোকাহুত্তরামি সত্যকৃতাং ।
 তাবদ্ব্যম সখা ভূড়া কুরু শোকাপনোদনম্ ॥ ১১১

সেই নদী দুই যোজন বিস্তৃত, গভীর এবং জলপূর্ণ। উহা ত্রিভুবন, ভীত করত যমদ্বার বেষ্টিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ১০৩

তোমার নিঃস্বাস-পবনজালে পৰ্বত, কানন, দ্বীপ এবং বৃক্ষসকল বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অদ্যপি পূর্ববৎ অবস্থিত হয় নাই। ১০৪

বাধাহীন সনাতন ভবদীয় নিঃস্বাস বায়ু, একেবারে সমস্ত জগৎ পীড়িত করিতেছে, আজও প্রশান্ত হইতেছে না। ১০৫

তুমি সতীর মৃতদেহ বহন করত ভ্রমণ করিতেছিলে, পৃথিবী তখন তোমার প্রতি-পদক্ষেপে বিশীর্ণ ও ব্যাকুল হয়, আজও সে—ব্যাকুলতা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ১০৬

হে বৃষধ্বজ! তোমার ক্রোধ ও শোকে ব্যাকুল হয় নাই—এখন স্বর্গ মর্ত্য পাতালে এমন প্রাণী নাই। ১০৭

অতএব তুমি শোক ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শান্তি প্রদান কর। আপনা হইতেই আপনাকে বুঝিয়া লও, আত্মসাহায্যেই আপনি ধৈর্য্য-সম্পন্ন হও। ১০৮

আর দিব্য শতবর্ষ অতীত হইলে সেই সতীও ত্রেতাযুগের প্রথমে তোমার ভার্যা হইবেন। ১০৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, চিন্তাপরায়ণ মৌনভাবে অধোমুখে উপবিষ্ট শিবকে ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, তিনি অমিত-ভেজা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি যত দিন সতীশোক-সাগর উত্তীর্ণ না হই,—ততদিন আমার সহচর হইয়া শোকাপনোদন কর। ১১০-১১১

^১। ধ্যানপরঃ কণম্—ইতি পাঠান্তরম্।

‘ভস্মিগ্নবসরে যত্র যত্র গচ্ছাম্যহং বিধে ।

‘তত্র তত্র ভবান্ গত্বা শোকহানিং করোতু মে ॥ ১১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্ত্বিতি লোকেশ প্রোক্ত্বা বৃষভবাহনম্ ।

হরেশ সার্কিং কৈলাসং গত্বং চক্রে মনস্ততঃ ॥ ১১৩

ব্রহ্মণা সহিতং শঙ্কুং কৈলাসগমনোৎসুকম্ ।

সমাসেদ্বর্গণা দৃষ্ট্বা নন্দিভৃঙ্গিমুখাশ্চ যে ॥ ১১৪

ততঃ পর্বতসঙ্কাশো বৃষভঃ পুরতো বিধেঃ ।

উপতস্থে সিতাব্রহ্ম সদৃশো গৈরিকো যথা ॥ ১১৫

বাসুক্যানাশ্চ যে সর্পা যথাস্থানঞ্চ তে হরম্ ।

ভূষ্মাকঙ্করুদাম্য শিরোবাহ্বাদিম্বু ক্রতম্ ॥ ১১৬

ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ মহাদেবঃ সতীপতিঃ ।

সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্কিং জগ্মুঃ প্রালেয়পর্বতম্ ॥ ১১৭

ততস্তানৌষধিপ্রস্থান্ নিঃসৃত্য নগরাঙ্গিরিঃ ।

সর্বৈরমাত্যৈঃ সহিত উপতস্থে সুরোত্তমান্ ॥ ১১৮

ততঃ সম্পূজিতাস্তেন সুরৌঘা গিরিণা সহ ।

সচিবৈঃ পৌরবর্গৈশ্চ মুমুহুস্তে সুরবর্ভাঃ ॥ ১১৯

ততো দদর্শ তত্রৈব গিরীলয় পুরে হরঃ ।

বিজয়ামৌষধিপ্রস্থে সখ্যভিগৌতমাশ্রয়াম্ ॥ ১২০

সাপি সর্বান্ সুরবরান্ প্রণম্য হরমুখাকান্ ।

চুক্ৰোশ মাতৃভগিনীং পৃচ্ছন্তী গিরিশং সতীম্ ॥ ১২১

বিধাতঃ! এই সময়ে আমি যেখানে যেখানে গমন করিব, তুমিও তথায় তথায় যাইয়া আমার শোক নাশ করিতে থাক । ১১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোকনাথ ব্রহ্মা, মহাদেবকে “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহার সহিত কৈলাস পর্বতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন । ১১৩

ব্রহ্মার সহিত মহেশ্বরকে কৈলাস গমনে উদ্যোগী দেখিয়া নন্দিভৃঙ্গি প্রমুখ সমস্তগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । ১১৪

অনন্তর, শারদ জলদবৎ শুক্লবর্ণ পর্বতোপম বৃষ, গৈরিকসম্মিত ব্রহ্মার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল । ১১৫

বাসুকি প্রভৃতি অষ্টনাগ, সত্তর নানাস্থানে উঠিয়া শাস্ত্র হরের মস্তক বাহু প্রভৃতি ভূষিত করিল । ১১৬

অনন্তর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সতীপতি মহাদেব নিখিল দেবগণ সমভিব্যাহারে হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন । ১১৭

অনন্তর পর্বতরাজ হিমালয়, সচিবগণ সমভিব্যাহারে নিজ নগর ওষধি-প্রস্থ হইতে নিগত হইয়া সেই সকল সুরজ্যেষ্ঠকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন । ১১৮

অমাত্যগণ ও পৌরবর্গ সমভিব্যাহারে গিরিরাজ, পূজা করিলে সেই—সুরবর সকল সাতিশয় আনন্দিত হইলেন । ১১৯

অনন্তর, মহেশ্বর—সেই গিরিরাজ-নগর ওষধিপ্রস্থে সখীগণ-পরিবৃত্তা গৌতমতনয়া বিজয়াকে দেখিতে পাইলেন । ১২০

ক সতী তে মহাদেব শোভসে ন ভয়া বিনা ।
 বিন্মুতাপি ভয়া ভাত মদ্ধদো নাপসর্পতি ॥ ১২২
 মমাগ্রে সা পুরা প্রাণান্ যদা ভ্যজতি কোপতঃ ।
 তদৈবাহং শোকশল্যবিদ্ধা নাপ্রোমি বৈ সুখম্ ॥ ১২৩
 ইত্যুক্তা বদনং বস্ত্রপ্রান্তেনাচ্ছাদ সা ভূশম্ ।
 রুদন্তী প্রাপতভূমৌ? কশ্মলকাবিশন্তদা ॥ ১২৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮

তখন বিজয়াও মহেশ্বরপ্রমুখ সমস্ত সুরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিয়া শিবের নিকটে মাতৃস্বসা সতীর কথা জিজ্ঞাসা করত রোদন করিতে লাগিলেন । বলিতে লাগিলেন ; মহাদেব ! তোমার সতী কোথায় ? তিনি বিনা তোমার শোভা হইতেছেন না । পিতঃ ! তুমি তাঁহাকে ডুলিয়া গেলেও আমার হৃদয় হইতে আর তিনি অপসৃত হইতেছেন না । ১২১-১২২

যখন, সতী, রোষভরে আমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন, আমি তখন হইতেই শোকশল্যে বিদ্ধ হইয়া আছি, কোনমতেই সুখলাভ করিতে পারিতেছি না । ১২৩

এই বলিয়া বিজয়া বসনাঞ্চলে বদন ঢাকিয়া অত্যন্ত রোদন করত ভূমিতে পতিত এবং মুচ্ছিত হইলেন । ১২৪

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮

১। সাপতদ্ ভূমৌ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

একোনবিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা তদা দাক্ষায়ণীং স্মরন্ ।
ন শশাক হরঃ সোঢ়ং শোকমুদ্বেষসম্ভবম্ ॥ ১
ব্রহ্মৈশ্বর্যাস্ততঃ শঙ্করীষ্মণ্যাকুললোচনঃ ।
পশ্চাৎ সর্বদেবানাং চিন্তাধ্যানপরোহভবৎ ॥ ২
অথাস্মাচ্চ তদা ধাতা বিজয়াং শোককর্ণিভাম্ ।
হরমাস্বাসয়ন্ সান্ত্বপূর্বমেতদুবাচ হ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

পুরাণযোগিন্ ভগবন্ শোকস্তব যুজ্যতে ।
পরধাম্নি তব ধ্যানমাসীৎ কস্মাৎ স্ত্রিয়ামিহ ॥ ৪
প্রভবিষ্ণুঃ পরঃ শান্তঃ সূক্ষ্মঃ স্থূলতরঃ সদা ।
তব স্বভাবশ্চ কথং শোকেন বহুধাকৃতঃ ॥ ৫
নিরঞ্জনং ধ্যানগমাং যতীনাং
পবাংপরং নির্মলং সর্বগামি ।
মলৈহীনং রাগলোভাদিভির্ঘৎ
তৎ তে রূপং ব্রহ্মতং গুরু বুদ্ধ্যা ॥ ৬
শোকো লোভঃ ক্রোধমোহৌ চ হিংসা
মানো দম্ভো মদমোহপ্রমোদাঃ ।
ঈর্ষ্যাসূয়াঙ্কান্ধিরসত্যতা চ
চতুর্দশ জ্ঞাননাশা হি দোষাঃ ॥ ৭

শিপ্রানদীর উৎপত্তি-বিবরণ ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; তখন মহাদেব, বিজয়াকে পতিত দেখিয়া দক্ষতনয়াকে
স্মরণ করত শোকজনিত উদ্বেগভার বহনে অসমর্থ হইলেন । ১

তখন শিব, সকল দেবতার সমক্ষেই ধৈর্য্য-চ্যুত ও বাষ্পাকুল লোচন হইয়া
গাঢ় চিন্তাবিষ্ট হইলেন । ২

তখন ব্রহ্মা, শোককাতরা বিজয়াকে আশ্বাসিত করিয়া মহেশ্বরকে আশ্বাস
প্রদান করত সান্ত্বনাপূর্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন । ৩

ভগবন্ ! পুরাণ-যোগিন্ ! শোক করা তোমার অনুপযুক্ত, পরমজ্যোতিই
তোমার একমাত্র ধ্যেয় বস্তু ছিলেন ; প্রভো ! এখন একি ? রমণী-ধানে
নিযুক্ত হইলেন কেন ? ৪

তোমার স্বভাব, প্রভবিষ্ণু পরম শান্ত এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-বহির্ভূত ; শোকে
তাহা বিক্ষিপ্ত হইতেছে কেন ? ৫

যতিগণের ধ্যেয়, পরাংপর নিরঞ্জন নির্মল, সর্বত্রগ, রাগদ্বेषাদি-গুণবর্জিত
যে রূপ তোমার ঋতি-সিদ্ধ, তাহা একবার বুদ্ধি-সাহায্যে গ্রহণ কর । ৬

শোক, লোভ, ক্রোধ, মোহ, হিংসা, মান, দম্ভ, মদ, আমোদ, ব্যসনাসক্তি,
ঈর্ষা, অস্মা, অসহিষ্ণুতা এবং অসত্যভাষণ এই চতুর্দশ দোষ জ্ঞাননাশক । ৭

ধ্যানেন ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি
 ত্বং বিশ্বরূপী^১ জগতাং বিধাতা ।
 যা তে মহামোহকরী সতীতি
 তথৈব সা লোকমোহায় মায়া ॥ ৮
 যা সর্বলোকাঞ্জননেত্ৰ গৰ্ভে
 বিমোহয়ন্তী পূৰ্ব্বেদেহস্য বুদ্ধিম্ ।
 বিনাশ্য বালাং কুরুতে হি জ্ঞো-
 বিমোহয়ত্যাদ্য সা ত্বাং সশোকম্ ॥ ৯
 সতীসহস্রাণি পুরোজ্জিতানি
 ত্বয়া মৃতানি প্রতিকল্পমেবম্ ।
 হিতায় লোকস্য চরাচরস্য
 পুনর্গৃহীতা চ তথা ত্বয়েয়ম্ ॥ ১০
 ভবান্তরে ধ্যানযোগেন পশ্য
 সতীসহস্রাণি মৃতানি যানি ।
 যথা তথা ত্বং পরিবৰ্জিতশ্চ
 যথাস্তি সা বা বৃষবাজকেতো ॥ ১১
 যতঃ সমুৎপদ্য মুহুৰ্ভবন্ত
 সা প্রাপ্যাতীশ ত্রিদশৈর্দূরাগম্ ।
 পুনশ্চ জায়া যাদৃশী তে ভবিতৌ
 তন্তং সৰ্বং ধ্যানযোগেন পশ্য ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বহুবিধং ব্রহ্মা বাহরং সাম শঙ্করম্ ।

গিরিরাজপুৰ্ব্বাত্তন্দ্রাদগময়ামাস নির্জ্জনম্ ॥ ১৩

যোগিগণ, ধ্যান যোগদ্বারা তোমার চিন্তা করেন ; তুমি বিশ্বরূপী এবং তুমিই এ ভুবনের বিধাতা । এখন, যিনি সতীনাশী হইয়া তোমার মোহবিধান করিতেছেন, তিনি শোক-মোহ-কারিণী তোমারই মায়া । ৮

যিনি সকল লোককে বিমোহিত করত গর্তাবস্থান-পর্যন্ত স্থিত তাহাদিগের পূৰ্ব-জন্ম-জ্ঞান জন্মকালে বিলুপ্ত করিয়া, অন্য জ্ঞান জন্মাইয়া দেন ; আজ তিনিই শোকাতুর তোমাকে বিমোহিত করিতেছেন । ৯

পূৰ্বকাল হইতে প্রতিকল্পেই এরূপ হইয়া আসিতেছে ; তুমি সহস্র সহস্র সতী বিসর্জন দিয়াছ ; সহস্র সহস্র সতী মরিয়াছেন, আবার চরাচর জগতের হিতের জন্য পুনরায় তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছ । ১০

যত সহস্র সতী মরিয়াছেন, যত বার তুমি তাঁহার বিরহ বেদনা পাইয়াছ এবং যেক্রমে তিনি আছেন—হে বৃষধ্বজ ! তাহা একবার ধ্যানযোগে অবলোকন কর । ১১

হে ঈশ । তিনি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সুরগণেরও ওর্লভ বস্তু তোমাকে প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার পক্ষে তিনি যাদৃশী হইবেন তৎসমস্তই তুমি ধ্যান-যোগে অবলোকন কর । ১২

১ । বিশ্বরূপী—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ততো হিমবতঃ প্রস্থে প্রতীচ্যাং তৎপূরস্ত চ ।
 সিপ্রং নাম সরঃ পূর্ণং দদৃশুর্জাহিণাদয়ঃ ॥ ১৪
 তদ্রহস্থানমাসাদ্য ব্রহ্মশক্রাদয়ঃ সুরাঃ ।
 উপবিষ্টা যথান্যায়ং পুরস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৫
 তং শিপ্রসংজ্ঞং কাসারং মনোজ্ঞং সর্বদেহিনাম্ ।
 শীতামলজলং সর্কৈবশ্চৈর্ম্যানসসন্নিভম্ ।
 দৃষ্ট্বা ক্ষণং হরন্তশ্বিন্ সোৎসুকোহভূদবেক্ষণে ॥ ১৬
 শিপ্রাং নাম নদীং তস্মাচ্ছিসৃত্যং দক্ষিণোদধিম্ ।
 গজ্জন্তীক দদর্শাসৌ পাবয়ন্তৌ জগজ্জনান্ ॥ ১৭
 তৎসরঃ পূর্ণমাসাদ্য চরতঃ শকুনান্ বহূন্ ।
 নানাদেশাগতাঙ্কুরবীক্ষাক্ষক্রে মনোরমান্ ॥ ১৮
 গভীরপবনোদ্রুতি^১ সম্প্রমেয়ু বিরাজতঃ ।
 কোকমুদ্রাংস্তবজ্জেষু দদর্শ নৃতাতো যথা ॥ ১৯
 মদগুচক্ষুষু সম্প্রজ্ঞাংস্তরঙ্গান্ স পৃথক্ পৃথক্ ।
 বীক্ষাক্ষক্রে যথা তোয়াদ্রুপতৎপতগান্ মুহুঃ ॥ ২০
 কাদৈষৈঃ সারসৈর্হংসৈঃ শ্রেণীভূতৈস্তটে তটে ।
 ভঙ্গীকৃতৈর্যথা শঙ্খৈঃ সাগরস্তাদৃশং সরঃ ॥ ২১
 মহামীনীহতিক্রমৈকৈস্তোযশকোৎসাধসৈঃ^২ ।
 পক্ষিভির্বিহিতৈঃ শব্দৈস্তত্র তত্র মনোহরম্ ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা শঙ্করকে এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সেই গিরিরাজ নগরী হইতে নির্জ্ঞান স্থানে লইয়া গেলেন । ১৩

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ হিমালয়-প্রস্থে এবং হিমালয় নগর ওষধি-প্রস্থের পশ্চিমে শিপ্রনামক জলপূর্ণ সরোবর দেখিতে পাইলেন । ১৪

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথাকার নির্জ্ঞান স্থানে, মহাদেবকে অগ্রে কবিতা যথারীতি উপবেশন করিলেন । ১৫

সকল প্রাণীদিগের মনোহর নির্মল-শীতল-সলিলপূর্ণ সর্বগুণে মানসসরোবর-সদৃশ সেই সরোবর দেখিয়া মহাদেব তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ক্ষণকাল উৎসুক হইলেন । তিনি দেখিলেন ; জগজ্জনতৃপ্তি-বিধায়িনী শিপ্রা নামে নদী সেই সরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিলেন । ১৬-১৭

শিব দেখিলেন, নানা দেশাগত বহুবিধ মনোহর বিহঙ্গকুল সেই জলপূর্ণ সরোবরে বিচরণ করিতেছে । ১৮

তিনি দেখিলেন ; অনতি-প্রবল-পবনবেগ-সম্ভূত তরঙ্গমালার উপরে বিরাজমান কতিপয় চক্রবাকযুগল যেন নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে । ১৯

শিব দেখিলেন ; কোন কোন স্থানে সমস্ত পক্ষীদিগের চঞ্চু পুটে তরঙ্গ লাগিতেছে ; কোন স্থলে বা বিহঙ্গকুল, তরঙ্গাঘাতে জল হইতে উড্ডীন হইতেছে । ২০

সেই সরোবরতীরে শ্রেণী-বদ্ধ হংস কলহংস ও সারসবৃন্দ থাকিতে, তীরে তীরে তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত-শশ্বমণ্ডলী-সজ্জিত সাগরের দ্বায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । ২১

১। গভীরপবনোদ্রুতি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। মহামীনীরতীকৈশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রফুল্লৈঃ পঙ্কজৈশ্চৈব কচিচ্ছালৈর্মনোহরৈঃ ।
 সরো রেজে যথা স্বর্গো নক্ষত্রৈঃ স্থূলসূক্ষ্মকৈঃ ॥ ২৩
 মহোৎপলানাং মধোস্থ বিরলং নীলমুৎপলম্ ।
 রেজে নক্ষত্রমধোস্থ নীলনীরদগণ্ডবৎ ॥ ২৪
 পদ্মসজ্জাতমধ্যস্থা হংসাঃ কৈশ্লিন সংস্রুতাঃ ।
 প্রফুল্লপঙ্কজভ্রাস্ত্যা নিশ্চলাঃ স্বর্গবাসিভিঃ ॥ ২৫
 দ্বিধা দৃষ্টা শোণভক্রে পদ্মে ফুল্লৈ বিধিঃ স্বকৈ ।
 কায়েহরুণভং ফুল্লভং স্বাসনাজে নিনিদ্ চ ॥ ২৬
 ফুল্লং মহোৎপলং বীক্ষ্য সরসস্ত্য শঙ্করঃ ।
 মৌলীন্দুকাস্তিমলিনং হস্তস্থং নোৎপলং মমে ॥ ২৭
 হরিঃ স্বচক্রসূর্য্যাংশুফুল্লং হস্তগতান্বজম্ ।
 সরঃ পদ্মঞ্চ সদৃশং মেনে বীক্ষ্য সমস্ততঃ ॥ ২৮
 তৎসরো বীক্ষ্য সম্পূর্ণং নানাপক্ষিসমাকুলম্ ।
 পদ্মিনীশতসঙ্ঘং নীলোৎপলচয়ৈর্মূর্তম্ ॥ ২৯
 দেবদারুতরুণাঞ্চ তটস্থানাং প্রসূনজৈঃ ।
 পরাগৈর্বাসিতজলং হৃদয়ানন্দকারকম্ ॥ ৩০
 তীরে তীরে মহাবৃক্ষৈঃ শাধলৈঃ পরিবারিতম্ ।
 দৃষ্টা শঙ্কুঃ ক্ষণং তত্র সোৎসুকঃ শোকবর্জিতঃ ॥ ৩১

দেখিলেন ; বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যকুলের আঘাত-বিক্ষুব্ধ-সলিল-শব্দে বিভ্রাসিত
 বিহঙ্গগণ ভয়সূচক শব্দ করিয়া সরোবরের স্থানে স্থানে মনোহরতার পূর্ণাবয়বতা
 করিতেছে । ২২

দেখিলেন ; সেই সরোবর ফুল্ল-কমল ও কমল-কলিকা-যোগে স্থূল-বৃহৎ-ক্ষুদ্র
 তারকা-খচিত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে । ২৩

শ্বেত-শতদল-বনমধ্যে এক-আধটী নীলোৎপল ; নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে নীলজলদ-
 খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে । ২৪

স্বর্গবাসিগণ, কমল-বন-মধ্যে নিষ্পন্দভাবে অবস্থিত কতিপয় তংসকে,
 প্রফুল্ল-কমল-ভ্রম হওয়াতে হংস বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই । ২৫

বিধাতা, তথায় রক্ত ও শুক্ল এই দ্বিবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত দেখিয়া নিজ দেহের
 অরুণতা এবং আসনের প্রফুল্লতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । ২৬

শঙ্কর, সেই সরোবরের প্রফুল্ল শতদল অবলোকন করিয়া নিজ শিরোভূষণ
 শশধরের কিরণ-সম্পর্কে মলিন ভাবাপন্ন হস্তস্থিত কমলের আর তাহার সজ্জিত
 তুলনা করিলেন না । ২৭

বিষ্ণু চারিদিক দেখিয়া নিজ চক্ররূপী সূর্যের কিরণজালে প্রফুল্ল আপনার
 হস্তস্থিত কমল উভয়কেই সদৃশ বোধ করিলেন । ২৮

বিবিধ বিহঙ্গম কূলে পরিব্যাপ্ত, শত শত কমলিনী এবং নীল কমলচয়ে
 সংবৃত সেই হৃদয়মোহন পূর্ণসরোবরের বিমল জলরাগিণী তীরস্থিত দেবদারুতরু-
 নিকবের পুষ্পপরাগে সুবাসিত, আর তাহার তীরে তীরে হরিত বর্ণ বৃহৎ বৃহৎ
 বনস্পতি,—শিব ওৎসুক্যসহকারে ইহা দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য শোকহীন
 হইলেন । ২৯-৩১

শিপ্রামালোকয়ামাস নিঃসৃতং সরসন্ততঃ ।
যথেন্দুমণ্ডলাদ্ গঙ্গা মেরোজ্জ্বনদী যথা ।
তথা দৃষ্টা মহেশেন শিপ্রা শিপ্রাধিনিঃসৃতা ॥ ৩২

ঋষয় উচুঃ—

শিপ্রাহ্রয়ঃ কঃ কাসারঃ কথং শিপ্রা ততঃ সৃতা ।
কীদৃশোহস্য প্রভাবশ্চ তৎ সমাচক্ষ বিস্তরাৎ ॥ ৩৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুস্ত মুনয়ঃ সৰ্ব্বে যথা শিপ্রা নদী সৃতা ।
শিপ্রস্য চ মহাভাগাঃ প্রভাবং গদতো মম ॥ ৩৪
বসিষ্ঠেন যদা দেবী পরিণীতা ত্বরুদ্ধতী ।
তদা বৈবাহিকৈস্তোয়ৈঃ শিপ্রা সিঙ্করভৃদ্ধিজাঃ ॥ ৩৫
সা সমাগত্য পতিতা শিপ্রে সরসি শাসনাৎ ।
যথা মন্দাকিনী বিষ্ণুপাদাদকৌ শিবোদকা ॥ ৩৬
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবৈস্তোয়ং সিন্ধুং তয়োঃ পুরা ।
বিবাহে শান্তিবিহিতং গায়ত্রীক্রপদাদিভিঃ ॥ ৩৭
একীভূতস্ত তন্তোয়ং মানসালকন্দরাৎ ।
তৎ সৰ্ব্বং পতিতং শিপ্রে কাসাবে সাগরোপমে ॥ ৩৮
দেবানামুপভোগার্থং পুরা ষাড্রা বিনিশ্চিতম্ ।
সর শিপ্রাহ্রয়ং সানৌ প্রালেয়স্য গিরের্মহৎ ॥ ৩৯
তদ্রাদ্যাপি সুনাসীরঃ সহিতশ্চাপ্সরোগণৈঃ ।
শচীসহায়ো রমতে প্রসঙ্গে সলিলে শুভে ॥ ৪০

শিব, যেমন চন্দ্রমণ্ডল হইতে গঙ্গা, সুমেরু হইতে জম্বুনদী, সেইরূপ শিপ্র সরোবর হইতে বিনিঃসৃত শিপ্রানদী অবলোকন করিলেন । ৩২

ঋষিগণ বলিলেন, শিপ্র সরোবর কোথা হইতে হইল ? শিপ্রানদীই বা তাহা হইতে নিঃসৃত হইল কিরূপে ? এই সরোবরের কিরূপ প্রভাব ? বিস্তৃত-রূপে তৎসমস্ত কীর্তন করুন । ৩৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; মহাভাগ মুনিগণ সকলে শ্রবণ করুন, আমি শিপ্রা-নদীর নিঃসরণবৃত্তান্ত ও শিপ্র-সরোবরের প্রভাবাদি কীর্তন করিতেছি । ৩৪

হে দ্বিজগণ ! যখন বসিষ্ঠ অরুদ্ধতী দেবীকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বৈবাহিক জলে শিপ্রানদীর উৎপত্তি হয় । ৩৫

যেমন বিষ্ণুপাদপ্রসূতা প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা গঙ্গা সাগরে পতিত হইয়াছেন, সেইরূপ শিপ্রানদীও বিধিনিয়োগে শিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হয় । ৩৬

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অরুদ্ধতী ও বসিষ্ঠের বিবাহকালে গায়ত্রী ও “ক্রপদা-দিব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক যে জলদ্বারা শান্তি করেন, তৎসমস্ত মিলিত হইয়া মানসপর্বতের গুহা হইতে সাগর-সদৃশ শিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হইতেছে । ৩৭-৩৮

পূর্বের বিধাতাই দেবগণের উপভোগার্থ হিমালয়পর্বতে শিপ্রনামে মহা-সরোবর সৃজন করেন । ৩৯

ইন্দ্র, আজিও অপ্সরোগণসহ শচী সমভিব্যাহারে, শিপ্রসরোবরের প্রসন্ন পুণ্য সলিলে বিহার করেন । ৪০

তদেবৈঃ সৰ্বদা যত্নান্ধ্যাত্তেহন্যাপি রত্নবৎ ।
 ন তত্র মানুষ্যঃ কশ্চিদযাতুং শক্লোতি যোহমুনিঃ ॥ ৪১
 তপঃপ্রভাবান্মুনয়ঃ প্রযান্তি সরসীং শুভাম্ ।
 শিপ্রাখ্যাস্ত মহাযত্নাং স্নাতুং পাতুঞ্চ তজ্জলম্ ॥ ৪২
 তত্র স্নাতা চ পীত্বা চ মনুষ্যা দৈবযোগতঃ ।
 অবশ্যমমরত্বায় গচ্ছন্তাবিকলেজ্জিহ্বাঃ ॥ ৪৩
 বৃদ্ধিং গচ্ছতি বর্ষাসু সর্বো নৈতদ্বিজোত্তমাঃ ।
 ন গ্রীষ্মে শোষতাং যাতি সৰ্বদা তদযথা তথা ॥ ৪৪
 তত্র তৎ পতিতং ত্যোয়ং বসিষ্ঠোঽহসম্ভবম্ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবকবপদ্বৈরুদীরিতম্ ॥ ৪৫
 ববৃধে শিপ্রগৰ্ভস্থমবহং বিজসন্তমাঃ ।
 তত্র বৃদ্ধস্ত ততোয়ঞ্চক্রেণ চ হরিঃ পুরা ॥ ৪৬
 গিবেঃ শৃঙ্গং বিনির্ভিদ্য লোকানাং হিতকামায়া ।
 পৃথিবীং প্রেবয়ামাস কৃত্বা পুণ্যতমাং নদীম্ ॥ ৪৭
 পরিবৃত্বা মহেন্দ্রং সা পুনানী স্নানকারিণঃ ।
 দক্ষিণং সাগরং যাতা ফলদা জাহবী সমা ॥ ৪৮
 শিপ্রাখ্যাং সরসৌ যস্মান্নিঃসূতা সা মহানদী ।
 অতঃ শিপ্রেতি তল্লাম পূরৈব ব্রহ্মণা কৃতম্ ॥ ৪৯
 কান্তিক্যাং পৌর্ণমাस्याং তু তস্যাং যঃ স্নাতি মানবঃ ।
 স যাতি বিষ্ণুসদনং বিমানেনাতিদীপাতা ॥ ৫০

আজিও দেবগণ, সেই সরোবরকে রত্নের মত রক্ষা করেন। মুনি ব্যতীত
 অন্য কোন মনুষ্য তথায় যাইতে পারে না। ৪১

মুনিগণ তপঃপ্রভাবে মহাযত্নে সেই শিপ্রানামক শুভ সরোবরে গমন, তদীয়
 জলপান এবং তথায় স্নান করিতে পারেন। ৪২

মনুষ্যগণ, দৈবযোগে কোন রকমে তথায় স্নান ও সেই জল পান করিলে
 চিরকাল সবলেন্দ্রিয় থাকে এবং নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৩

হে দ্বিজোত্তমগণ। এই সরোবর বর্ষাকালে বাড়ে না, গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয়
 না, সৰ্বদা একভাব। ৪৪

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কর-কমল-নির্গত বসিষ্ঠ-বিবাহের যে শান্তি-জল
 তথায় পতিত হয়, হে দ্বিজসন্তমগণ! শিপ্রসরোবরগৰ্ভস্থ সেই জল প্রত্যহ
 বাড়িতে লাগিল। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদনপূর্বক লোকহিতাভি-
 লাষে সেই প্রবৃদ্ধ জলবাশিকে পুণ্যতমা নদী করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।
 ৪৫-৪৭

সেই নদী মহেন্দ্র পর্বত ঘুরিয়া দক্ষিণসাগরে প্রবিক্ত হইয়াছে। এই শিপ্রা
 নদী গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী এবং স্নানকারীদিগের পবিত্রতাবিধায়িনী। ৪৮

সেই মহানদী শিপ্রসরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম
 “শিপ্রা”; ব্রহ্মা পূর্বেই এই নামকরণ করিয়াছেন। ৪৯

যে মানব, কার্ত্তিকপূর্ণিমাতে তথায় স্নান করেন, তিনি অতি সমুজ্জ্বল
 বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ৫০

কাৰ্ত্তিকং সকলং মাসং স্নাত্বা শিপ্ৰাজলে নরঃ ।
প্রযাতি ব্রহ্মসদনং পশ্চাৎকামবাগ্নুয়াং ॥ ৫১

ঋষয় উচুঃ—

বসিষ্ঠেন কথং দেবী পরিণীতা ত্বরুদ্ধতী ।
কস্য সা তনয়া ব্রহ্মসুতংপন্ন৷ বা বদস্ব নঃ ॥ ৫২
পতিব্রতাসু প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু যা বরা ।
ভৰ্ত্তৃপাদৌ বিনামৃত্র যা ন চক্ষুঃ প্রবাস্যতিঃ ॥ ৫৩
যশ্যাঃ স্মৃত্বা কথামাত্রং মাহাত্ম্যাসহিতং স্ত্রিয়ঃ ।
শ্রেতোহ চ সতীত্বং বৈ প্রাপ্নুবন্ত্যজ্ঞানি ॥ ৫৪
আসন্নকালধর্মো যাং ন পশ্যতি তথা শুচিঃ ।
পুরুষঃ পাপকারী চ তস্যা জন্ম বদস্ব নঃ ॥ ৫৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শুগুধ্বং সা যথা জাতা যস্য বা তনয়া শুভা ।
যথাবাপ বসিষ্ঠং সা যথাভূতা পতিব্রতা ॥ ৫৬
যা সা সন্ধ্যা ব্রহ্মসুতা মনোজাতা পুরাভবৎ ।
তপস্তপ্তা তনুং তাক্তা সৈব ভূতা ত্বরুদ্ধতী ॥ ৫৭
মেধাতিথেঃ সুতা ভূত্বা মুনিশ্রেষ্ঠস্য সা সতী ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং বচনাচ্চরিতব্রতা ।
বভ্রে পতিং মহাত্মানং বসিষ্ঠং সংশিতব্রতম্ ॥ ৫৮

ঋষয় উচুঃ—

কথং তয়া তপস্তপ্তং কিমর্থং কৃত্র সন্ধ্যায়া ॥ ৫৯

মনুস্ত সম্পূর্ণ কাৰ্ত্তিকমাস শিপ্ৰাজলে স্নান করিলে, প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করে, পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ৫১

ঋষিগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! বসিষ্ঠ অরুদ্ধতী দেবীকে বিবাহ করেন কেন ? আর অরুদ্ধতী কাহার কন্যা তাহা আমাদিগকে বলুন । ৫২

যিনি শ্রেষ্ঠপতিব্রতা বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাতা, ভৰ্ত্তৃচরণযুগল ব্যতীত যিনি অন্তের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না । স্ত্রীলোকে যাহার মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিলে ইহজন্মে ও পরজন্মে পতিব্রত্যা লাভ করে । ৫৩-৫৪

আর আসন্ন-মৃত্যু অন্তচি এবং পাপিষ্ঠ পুরুষ যাহাকে (যাহার নক্ষত্র-মুক্তিকে) দেখিতে পায় না, আমাদিগের নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বলুন । ৫৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তিনি যেরূপে যাহার তনয়া হইয়া উৎপন্ন হন, যেরূপে তিনি বসিষ্ঠকে প্রাপ্ত হন, যেরূপে তিনি পতিব্রতা হন—তৎসমস্ত শ্রবণ কর । ৫৬

সেই যে সন্ধ্যা, পূর্বে ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন, তিনিই তপস্যা দ্বারা দেহত্যাগ করিয়া মুনিবর মেধাতিথির গুহ্যে জন্মগ্রহণপূর্বক অরুদ্ধতী হন । ৫৭

সেই ব্রতচারিণী সতী অরুদ্ধতী, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বাক্যে সংশিত ব্রত মহাত্মা বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন । ৫৮

ঋষিগণ বলিলেন,—সন্ধ্যা, কোথায় কিজন্য কিরূপ তপস্যা করিয়া-হিলেন ? ৫৯

কথং শরীরং সা ত্যজ্জা ভূতা মেধাতিথেঃ সূতা ।
 কথং বা গদিতং দেবৈব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ পতিম্ ।
 বসিষ্ঠং মুমহাশ্রয়ানং সা বস্ত্রে সংশিতব্রতম্ ॥ ৬০
 তন্নঃ সর্বং সমাচক্ষ বিস্তুরেণ দ্বিজোত্তম ॥ ৬১
 এতন্নঃ শ্রোতৃমাণানাং চরিতং দ্বিজসত্তম ।
 অরুন্ধত্যা মহাসত্যাঃ পরং কৌতূহলং মহৎ ॥ ৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ব্রহ্মাপি তনয়াং সঙ্ক্যাং দৃষ্ট্বা পূর্বমথ্যাশ্রয়নঃ ।
 ক্রামায় মানসঞ্চক্রে ত্যজ্জা সা চ সুতেতি বৈ ॥ ৬৩
 ভয়াক্ষ চলিতং চিত্তং কামবাণবিলোড়িতম্ ।
 ঋষীগাং প্রেক্ষতাং তেষাং মানসানাং মহাশ্রয়ানাম্ ॥ ৬৪
 ভগ্না বচনং শ্রুত্বা সোপহাসবিধিং প্রতি ।
 আশ্রয়নশ্চলচিত্তত্বমর্থ্যাদয়শ্চান্ প্রতি ॥ ৬৫
 কামস্য তাদৃশং ভাবং মুনিমোহকরং মুহুঃ ।
 দৃষ্ট্বা সঙ্ক্যা স্বয়ং তত্র ত্রপামায়াতি দ্বেষিতা ॥ ৬৬
 ততস্তত্ত্ব ব্রহ্মণা শপ্তে মদনে তদনন্তরম্ ।
 অন্তর্ভূতে বিধৌ শস্তৌ গতে চাপি নিজ্জাম্পদম্ ॥ ৬৭
 অমর্যবণমাপন্না সঙ্ক্যা ধ্যানপদ্মাভবৎ ।
 ধ্যায়ন্তী ক্রমেবাপ্ত পূর্ববৃত্তং মনস্বিনী ॥ ৬৮
 ইদং বিমম্বশে সঙ্ক্যা তস্মিন্ কালে যথোচিতম্ ।
 উপপন্নমাত্রাং মাং দৃষ্ট্বা যুবতীং মদনেরিতঃ ॥ ৬৯
 অকারণীং সানুরাগোহয়মভিলাষং পিতামহঃ ॥ ৭০

কেনই বা তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া মেধাতিথির কন্যা হন ? কিরূপে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথিত কঠোর ব্রতানুষ্ঠানী মহাত্মা-বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন । ৬০

হে দ্বিজোত্তম ! বিস্তারিতরূপে তৎসমস্ত আমাদিগকে বলুন । ৬১

হে দ্বিজসত্তম ! মহাসতী অরুন্ধতীর চরিত্র শ্রবণ করিবার জন্ত আমাদিগের অভ্যন্ত কৌতূহল হইতেছে । ৬২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পূর্বে ব্রহ্মা নিজ তনয়া সঙ্ক্যাকে দেখিয়া সকামচিত্ত হন । পরে কন্যা বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন । ৬৩

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে সঙ্ক্যারও স্মরণ-শর-বিলোড়িত চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল । ৬৪

তৎপরে বিধাতার প্রতি শিবের সোপহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্ক্যা বুঝিলেন, তাঁহার নিজের চিত্তও ঋষিগণের জন্ত অশ্রায় চঞ্চল হইয়াছে । ৬৫

সঙ্ক্যা, তখন বারম্বার কামের তাদৃশ মুনিমোহকর ভাব অবলোকন করিয়া অভ্যন্ত দ্বেষিতা ও লজ্জিতা হইলেন । ৬৬

অনন্তর, ব্রহ্মা মদনকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলে এবং শিব নিজালয়ে গমন করিলে, সঙ্ক্যা রোমাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৬৭

তখন মনস্বিনী সঙ্ক্যা, ক্ষণকাল ধ্যান করিবামাত্র এইরূপ যথার্থ পূর্ব-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন । ৬৮

সৰ্বেষাং মানসানাঞ্চ মুনীনাং ভাবিতাজ্জনাং ।
 দৃষ্টৌব মানমর্যাদং সকামমভবন্ মনঃ ।
 মমাপি মথিতং চিত্তং মদনেন দুরাত্মনা ॥ ৭১
 যেন দৃষ্টৌ মুনীন্ সৰ্বান্ চলিতং মে মনোভুশম্ ।
 ফলম্ভেতস্য পাপস্য মদনঃ স্বয়মাশুবান্ ॥ ৭২
 স্বয়ং শশাপ কুপিতঃ শস্তোরগ্রে পিতামহঃ ।
 মমোচিতং ফলং সৰ্বং প্রাপ্তুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৭৩
 যস্মাং পিতা ভ্রাতরশ্চ সকামামপরোক্ষতঃ ।
 দৃষ্টৌ চক্ৰুঃ স্পৃহাং তস্মান্ন মন্তঃ কোহপি পাপকৃৎ ॥ ৭৪
 মমাপি কামভাবাহভূদমর্যাদং সমীক্ষ্য তান্ ।
 পত্যাবিব স্বকে তাতে সৰ্বেষু সহজেষপি ॥ ৭৫
 করিষ্যাম্যস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমহং স্বয়ম্ ।
 আত্মানমগ্নৌ হোষ্যামি বেদমার্গানুসারতঃ ॥ ৭৬
 কিস্ত্বেকাং স্থাপয়িষ্যামি মর্যাদামিহ ভূতলে ।
 উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকামাঃ স্যুঃ শরীরিণঃ ॥ ৭৭
 এতদর্থমহং কৃত্বা তপঃ পরমদারুণম্ ।
 মর্যাদাং স্থাপয়িত্বৈব পশ্চাত্তাক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ৭৮
 যান্শত্ৰুরীরে পিত্রা মে হ্যভিলাষঃ স্বয়ং ততঃ ।
 ভ্রাতৃভিস্তেন কায়েন কিঞ্চিন্নাস্তি প্রয়োজনম্ ॥ ৭৯

তিনি জন্মগ্রহণ করিবারাত্র ব্রহ্মা তাঁহাকে কামবশে সানুরাগে যুবতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিলাষ করেন । ৬৯-৭০

আর তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিতাত্মা সকল মানসমুনিগণেরই চিত্ত অগ্নায়রূপে সকাম হইয়া উঠে । দুরাত্মা মদন, তাঁহার নিজের চিত্তও মথিত করে । ৭১

এইজন্য সেই সকল ঋষিবৃন্দকে দেখিয়া তাঁহার মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয় । স্বয়ং মদন এই পাপের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে । ৭২

কেননা ব্রহ্মা, শিবের সাক্ষাতে তাহাকে শাপ দিয়াছেন । সন্ধ্যা তখন বিবেচনা করিলেন ; আমি এখন আমার উচিত ফল পাইতে ইচ্ছা করি । ৭৩

যখন পিতা ও ভ্রাতৃগণ, কামবশে আমাকে দেখিয়া অভিলাষ করিয়াছেন, অথচ তাহা আমার অসাক্ষাতে নহে ; তখন আমি অপেক্ষা পাপচারিণী আর কেহই নাই । ৭৪

আপনার পিতা ও ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া স্বামীর প্রাপ্ত যেরূপ হয় সেইরূপ অগ্নায় কামভাব আমারও উপস্থিত হইয়াছিল । ৭৫

আমি স্বয়ংই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব । বেদবিধি অনুসারে আমি নিজদেহ অনলে আহুতি দিব । ৭৬

এই ভূতলে এক নিয়ম স্থাপন করিয়া যাইব;—প্রাণিগণ জন্মিবামাত্র যাহাতে কামবশ না হয় । ৭৭

এই জন্য আমি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া এই নিয়ম স্থাপন করিব, পরে প্রাণত্যাগ করিব । ৭৮

আমার যে শরীরে পিতা ও ভ্রাতৃগণ কামভাবে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । ৭৯

যেন স্নেন শরীরেণ তাতে চ সহজে স্বকে ।

উদ্ভাবিতঃ কামভাবো ন তৎসুকৃতসাধকম্ ॥ ৮০

ইতি সন্ধিস্ত্য মনসা সন্ধ্যা শৈলবরং ততঃ ।

জগাম চন্দ্রভাগাখ্যং চন্দ্রভাগা যতঃ সূতা ॥ ৮১

তয়া স শৈলঃ সমাধিষ্ঠিতঃ সদা

সুবর্ণগৌর্যা সুসমপ্রভাভূতা

সোমেন সন্ধ্যাসমযোদিতেন

যথোদয়াদ্রিবিবিররাজ শশ্বৎ ॥ ৮২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯

আমার যে শরীরে নিজ জনক ও ভ্রাতার প্রতি কামভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পুণ্য-সাধন নহে । ৮০

সন্ধ্যা, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া চন্দ্রভাগা নদীর উৎপাদক চন্দ্রভাগ নামক গিরিবরে গমন করিলেন । ৮১

পর্বতরাজ চন্দ্রভাগ, উত্তম প্রভাশালিনী স্বর্ণবর্ণা সন্ধ্যার অধিষ্ঠানে, সন্ধ্যা-কালীন শশধরের উদয়ে উদয়-পর্বতের ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইয়া-ছিলেন । ৮২

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯

বিশ্বশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তত্র গতং দৃষ্ট্বা সঙ্ক্যাং গিরিবরং প্রতি ।
তপসে নিয়তাত্মানং ব্রহ্মা প্রাহ স্বকং সূতম্ ॥ ১
বসিষ্ঠং সংশিতাত্মানং সর্বজ্ঞং জ্ঞানিয়োগিনম্ ।
সমীপে সুসমাসীনং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ—

বসিষ্ঠ গচ্ছ যত্রৈষা সঙ্ক্যা যাতা মনস্বিনী ।
তপসে ধৃতকামা সা দীক্ষস্বৈনাং যথাবিধি ॥ ৩
মন্দাক্ষমভবং তস্যাঃ পুরা দৃষ্টেহ কামুকান্ ।
যুস্মান্ মাক্ষ তথাহ্মানং সকামান্ মুনিসত্তম ॥ ৪
অযুক্তরূপং তৎকৰ্ম পূৰ্ব্ববৃত্তং বিষৃশ্ব সা ।
অস্মাকমাত্মানশ্চাপি প্রাণান্ সন্ত্যক্তুমিচ্ছতি ॥ ৫
অমর্যাদেষু মর্যাদাং তপসা স্থাপয়িষ্যতি ।
তপঃ কৰ্ত্ত্বং গতা সাধ্বী চন্দ্রভাগায় সাম্প্রতম্ ॥ ৬
ন ভাবং তপসস্তাত সা তু জ্ঞানান্তি কক্ষন ।
তস্মাদযথোপদেশং সা প্রাপ্নোতি ত্বং তথা কুরু ॥ ৭
ইদং রূপং পরিত্যজ্য রূপান্তরং পরং ভবান্ ।
পরিগৃহ্যন্তিকে তস্মাস্তপশ্চর্য্যান্নিদেশতু ॥ ৮
ইদং স্বরূপং ভবতো দৃষ্ট্বা পূৰ্ব্বং যথা ত্রপাম্ ।
তথা প্রাপ্য ন কিঞ্চিং সা তদগ্রে ব্যাহরিষ্যতি ॥ ৯

অরুন্ধতী-উপাখ্যান

অনন্তর, তপস্যা করিবার জগ্ন একাগ্রচিত্ত সঙ্ক্যাকে চন্দ্রভাগ পৰ্ব্বতে গমন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা, নিজ পুত্রকে বলিলেন । ১

ব্রহ্মা নিজ সমীপে আসান, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ কঠোর ব্রতধারী জ্ঞান-যোগী সর্বজ্ঞ স্বীয় পুত্র বসিষ্ঠকে বলিলেন । ২

বসিষ্ঠ ! এই মনস্বিনী সঙ্ক্যা তপস্যা করিতে অভিলାষিনী হইয়া যথায় গমন করেন, তুমি তথায় গমন কর এবং ইহাকে যথাবিধি দীক্ষিত কর । ৩

মুনিবর ! পূৰ্ব্বে এই সঙ্ক্যা আমাদের তোমাদিগকে এবং আমাদের কাম-পরতন্ত্র দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছিলেন । ৪

ইনি আমাদের এবং নিজের সেই পূৰ্ব্বতন কার্য্য অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া এখন প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । ৫

নিয়মশূন্য জগতে ইনি তপঃপ্রভাবে নিয়ম স্থাপন করিবেন । এখন সেই সাধ্বী—তপস্যা করিতে চন্দ্রভাগ পৰ্ব্বতে গমন করিয়াছেন । ৬

বৎস ! সঙ্ক্যা, তপস্যার ভাব কিছুই জানেন না ; অতএব যাহাতে তিনি এ বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা কর । ৭

তুমি এই রূপ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক রূপান্তর ধারণ করিয়া সঙ্ক্যাসমীপে গমন করত তপস্যা করিবার নিয়ম শিক্ষা দেও । ৮

পরিত্যজ্য স্বকং রূপং রূপান্তরধরো ভবান্ ।
তস্ম্যাং সন্ধ্যাং মহাভাগামুপদেশ্যেং প্রগচ্ছতু ॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ —

তথৈত্যুক্ত্য বসিষ্ঠোহপি বর্ণী ভূত্বা জটাম্বরঃ ।
তরুণশ্চন্দ্রভাগায় যযৌ সন্ধ্যান্তিকং মুনিঃ ॥ ১১
তত্র দেবসরঃ পূর্ণং গুণৈর্মানসসম্মিতম্ ।
দদর্শ স বসিষ্ঠোহথ সন্ধ্যাং তন্তীরগামিনীম্ ॥ ১২
তীরস্থয়া তয়া রেজে তৎসরঃ কমলোজ্জ্বলম্ ।
উদয়িন্দুসনক্ষত্রং প্রদোষে গগনং যথা ॥ ১৩
তাং তত্র দৃষ্ট্বাথ মুনিঃ সমাভাষ্য সকৌতুকঃ ।
বীক্ষাক্ষত্রে সরন্তত্র বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকম্ ॥ ১৪
চন্দ্রভাগা নদী তস্ম্যাং কাসারান্দক্ষিণাশ্রুযিম্ ।
যান্তী নির্ভিদ্য দদৃশে তেন সানুংগরের্মহং ॥ ১৫
নির্ভিদ্য পশ্চিমং সানুং চন্দ্রভাগস্য সা নদী ।
যথা হিমবতো গঙ্গা তথা গচ্ছতি সাগরম্ ॥ ১৬

ঋষয় উচুঃ—

চন্দ্রভাগা কথং সিদ্ধুস্তত্রোৎপন্ন। মহাগিরৌ ।
কৌদুকসরন্তদ্বিপ্রেন্দ্র বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকম্ ॥ ১৭
কথং স পর্বতশ্রেষ্ঠচন্দ্রভাগাহ্রয়োহভবৎ ।
চন্দ্রভাগাহ্রয়া কস্মান্নদী জাতা বৃষোদকা ॥ ১৮

তোমার এই রূপ দেখিলে সন্ধ্যা পূর্বের ন্যায় এখনও লজ্জা পাইবেন ;
সুতরাং তোমার সম্মুখে কিছুই বলিবেন না । ৯

এই জন্মই বলিতেছি,—তুমি নিজরূপ পরিত্যাগপূর্বক রূপান্তর অবলম্বন
করিয়া মহাভাগা সন্ধ্যাকে উপদেশ দিবার জন্য গমন কর । ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন বসিষ্ঠ-ঋষিও “যে আজ্ঞা” বলিয়া জটাম্বরী
তরুণ ব্রহ্মচারী বেশে চন্দ্রভাগ পর্বতে সন্ধ্যাসমীপে গমন করিলেন । ১১

অনন্তর, বসিষ্ঠ, তথায় দেখিলেন ; মানস-সরোবর সদৃশ গুণসম্পন্ন এক
জলপূর্ণ দেবসরোবর এবং তাহার তীরে সন্ধ্যা । ১২

প্রদোষকালে তারকা-খচিত গগনমণ্ডলে চন্দ্র উদয় হইলে গগনের যেমন
শোভা হয় ফুল্ল-কমল-কুলশোভিত সেই সরোবরের তীরে সন্ধ্যা বর্তমান
থাকাতে সরোবরেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল । ১৩

ঋষি বসিষ্ঠ, তথায় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন ।
অনন্তর সকৌতুকে লোহিতনামক সেই বৃহৎ সরোবর দেখিতে লাগিলেন । ১৪

বসিষ্ঠ দেখিলেন, সেই সরোবর হইতে চন্দ্রভাগা নদী বিশাল গিরিসানু
ভেদ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র উদ্দেশে গমন করিতেছেন । ১৫

হিমালয়-সানু ভেদ করিয়া গঙ্গা যেমন সাগরে গমন করিতেছেন, সেইরূপ
চন্দ্রভাগা নদীও চন্দ্রভাগ পর্বতের পশ্চিম সানু ভেদ করিয়া সাগরাভিমুখে
প্রবাহিত । ১৬

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বিপ্রবর ! সেই মহাগিরিতে চন্দ্রভাগা নদীর
উৎপত্তি হইল কিরূপে ? লোহিত নামক সেই বৃহৎ সরোবর কিরূপ ? ১৭

এতন্নঃ শ্রোয়মাণানাং জায়তে কৌতুকং মহৎ ।
মাহাত্ম্যং চন্দ্রভাগায়াঃ কাসারস্য গিরেস্তুথা ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অন্নতাক্ষচন্দ্রভাগায়া উৎপত্তিৰ্মুনিসত্তমাঃ ।
মুগ্ধাভিশ্চন্দ্রভাগস্য মাহাত্ম্যং নামকারণম্ ॥ ২০
হিমবদিগরিসংসক্তঃ শতযোজনবিস্তৃতঃ ।
যোজনত্রিংশদায়ামঃ কুন্দেন্দুধবলো গিরিঃ ॥ ২১
তস্মিন্ গিরৌ পুরা বেষাশ্চন্দ্রং শুদ্ধং সুধানিধিम् ।
বিভজ্য কল্পয়ামাস দেবান্নং স পিতামহঃ ॥ ২২
পিত্রর্থকং তথা তস্য তিথিবুদ্ধিক্ষয়াক্রমম্ ।
কল্পয়ামাস জগতাং হিতায় কমলাসনঃ ॥ ২৩
বিভক্তশ্চন্দ্রমাস্তস্মিন্ জীমূতে দ্বিজসত্তমাঃ ।
অতো দেবশ্চন্দ্রভাগং নায়্য চক্রুঃ পুরা গিরিম্ ॥ ২৪

ঋষয়ঃ উবাচ—

যজ্ঞভাগেয়ু তিষ্ঠৎসু তা ক্ষীরোদজৈহ্মতে ।
কিমর্থমকরোচ্চন্দ্রং দেবার্থং কমলাসনঃ ॥ ২৫
তথ' কব্যে স্থিতে কস্মাৎ পিত্রর্থং সমকল্পয়ৎ ।
তিথিক্ষয়ে তথা বৃদ্ধৌ কথমিন্দুরভূদ্ গুরো ॥ ২৬
এতন্নঃ সংশয়ং ব্রহ্মহ্মিদ্ধি সূর্য্যো যথা তমঃ ।
নাশ্চোহস্তি সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ত্ততো দ্বিজোত্তম ॥ ২৭

সেই পর্বত-শ্রেষ্ঠের নাম চন্দ্রভাগ। হইল কেন? আর সেই পূণ্য-সলিলা নদীর নামই বা 'চন্দ্রভাগ' হইল কেন? ১৮

এই সকল কথা এবং চন্দ্রভাগা নদা, লোহিত সরোবর ও চন্দ্রভাগ পর্বতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অত্যন্ত কুতূহল জন্মিতেছে। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মুনিবরগণ! চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি বিবরণ, চন্দ্রভাগ পর্বতের মাহাত্ম্য এবং চন্দ্রভাগ নাম হইবার কারণ ইত্যাদি তোমাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল শ্রবণ কর। ২০

হিমালয় পর্বতের সহিত মিলিত শত-যোজন-বিস্তৃত ত্রিশ-যোজন উচ্চ এক পর্বত আছে; তাহার বর্ণ কুন্দ বা চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র। ২১

পূর্বকালে কমলাসন পিতামহ ব্রহ্মা, জগতের হিতের জন্য সেই পর্বতে সুধানিধি নির্মল চন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেবভোজ্য এবং পিতৃভোজ্য করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২২-২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই পর্বতে চন্দ্র বিভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব দেবগণ—সেই পর্বতের চন্দ্রভাগ নাম রাখেন। ২৪

ঋষিগণ বলিলেন,—যজ্ঞভাগ এবং ক্ষীরোদ-সাগর-সম্ভূত অমৃত বর্তমান থাকিতে কমলাসন, চন্দ্রকে দেবভোজ্য করিলেন কেন? ২৫

আর কব্য বর্তমান থাকিতে তাহাকে পিতৃভোজ্য করিলেনই বা কেন? গুরো! তিথি-ক্ষয়-বৃদ্ধিকালে চন্দ্র কিরূপ অবস্থাপন্ন হন? ২৬

১। যস্মাৎ তস্মিন্ জীমূতসত্তমঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুরা দক্ষঃ স্বতনয়া অগ্নিস্তাদা মনোরমাঃ ।
 যডি শতিং তথৈকাক্ষ সোমায়াদাং প্রজাপতিঃ ॥ ২৮
 সমস্তান্ততঃ সোম উপযেমে যথাবিধি ।
 নিনায় চ স্বকং স্থানং দক্ষস্তান্মতে তদা ॥ ২৯
 অথ চন্দ্রঃ সমস্তাসু তাসু কন্যাসু রাগতঃ ।
 রোহিণ্য। সার্কমবসদ্রতোংসবকলাদিভিঃ ॥ ৩০
 রোহিণীমেব ভজতে রোহিণা। সহ মোদতে ।
 নিনেন্দু রোহিণীং শান্তিং ন কাঙ্ক্ষিভতে পুরা ॥ ৩১
 রোহিণীতংপরং চন্দ্রং বৌক্ষ্য তাঃ সর্বকন্যকাঃ ।
 উপচারৈর্বহুবিধৈর্ভেজুশ্চন্দ্রমসং প্রতি ॥ ৩২
 নিষেব্যমাণোহনুদিনং যদা নৈবাকরোদ্বিধুঃ ।
 তাসু ভাবং তদা সর্বা অমর্ষবশমাগতাঃ ॥ ৩৩
 অথোত্তরাফাঙ্গনীতি নায়্যা যা ভরণী তথা ।
 কৃত্তিকার্দ্রা মঘা চৈব বিশাখোত্তরভাদ্রপৎ ॥ ৩৪
 তথা জ্যৈষ্ঠোত্তরাষাঢ়ে নৈবতাঃ কুপিতা ভূশম্ ।
 হিমাংগমুপসঙ্গম্য পরিবক্রঃ সমস্ততঃ ॥ ৩৫
 পরিবার্য নিশ্বানাথং দদৃশু রোহিণীং ততঃ ।
 বামাক্ষস্থাং তস্য তেন রমমাণাং স্বমণ্ডলে ॥ ৩৬

ব্রহ্মন্ ! সূর্য্য যেমন তিমিররাশি বিনষ্ট করেন, আপনিও সেইরূপ আমা-
 দিগের এই সংশয় দূর করুন । হে দ্বিজোত্তম ! আপনি ভিন্ন এ সংশয় ছেদন
 করে এমন কেহ নাই । ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—পূর্ব্বকালে দক্ষপ্রজাপতি, অগ্নিনী প্রভৃতি সাতাইশটি
 পরম রমণীয়া নিজ হুহিতা চন্দ্রকে প্রদান করেন । ২৮

অনন্তর শশধর, তাঁহাদিগের সকলকেই যথাবিধি বিবাহ করিয়া দক্ষের
 অনুমতিক্রমে স্বস্থানে লইয়া গেলেন । ২৯

অনন্তর, চন্দ্র, সেই সকল দক্ষতনয়ার মধ্যে একমাত্র রোহিণীর প্রতিই
 সাতিশয় অনুরাগ বশতঃ সুরত মহোৎসব-কেলিকলা-কৌতুকে তাঁহারই সহিত
 সহবাস করিতেন । ৩০

চন্দ্র, রোহিণীকেই ভজনা করিতেন ; রোহিণীর সহিত আমোদ করিতেন ;
 রোহিণী ব্যতীত অণুমাত্র সুখ লাভ করিতেন না । ৩১

অগ্ন্যাগ্ন দক্ষ তনয়াগণ, চন্দ্রকে একমাত্র রোহিণীর প্রতি আসক্ত দেখিয়া
 বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন । ৩২

যখন, তাঁহারা প্রতিদিন সেবা করিয়াও চন্দ্রের অনুরাগ-ভাজন হইতে
 পারিলেন না, তখন সকলেই কুপিত হইলেন । ৩৩

অনন্তর, উত্তরফাঙ্গনী, ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, বিশাখা, উত্তরভাদ্র-
 পদ, জ্যৈষ্ঠা এবং উত্তরাষাঢ়—এই নয়জন অত্যন্ত কুপিতা হইয়া শশধরসমীপে
 গমনপূর্ব্বক চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন । ৩৪-৩৫

চন্দ্রকে ঘিরিয়া তাঁহারা চন্দ্রের বামাক্ষস্থানী উত্তমালঙ্কার ভূষিত।

তাং বীক্ষ্য তাদৃশীং সৰ্ব্বা রোহিণীং বরবর্ণিনীম্ ।
 জঙ্ঘলুচ্চাতিকোপেন হবিষেব হতশনঃ ॥ ৩৭
 ততো মঘাত্রিপূৰ্ব্বাশ্চ ভরণী কৃত্তিকা তথা ।
 চন্দ্রাঙ্কস্থানং মহাভাগাং রোহিণীং জগৃহুর্হঠাং ॥ ৩৮
 উচুশ্চাতীৰ কুপিতাঃ পরুষং রোহিণীং প্রতি ।
 জীবন্তাং ত্বয়ি হৃদ্প্রাঞ্জে নান্মানিন্দুস্ত ভাবভাক্ ॥ ৩৯
 সমুপৈষ্যতি কস্মিংশ্চিৎ সময়ে সুরতোংসুকঃ ।
 বহুনাং ক্ষেমবুদ্ধার্থং ত্বাং হনিষ্যাম হৃদ্মতিম্ ॥ ৪০
 ন ত্বাং হত্বা ভবেৎ পাপমস্মাকমপি কিঞ্চন ।
 প্রজনয়ীং বহুজ্ঞীণামনৃতৌ পাপকারিণীম্ ॥ ৪১
 যস্মিন্নর্থে পুরা ব্রহ্মা ব্যাজহার সূতং প্রতি ।
 নীতিশাস্ত্রোপদেশায় ভন্নঃ সংশ্রুতযস্তু বৈ ॥ ৪২
 একস্য যত্র নিধনে প্রবৃন্তে দুষ্ককারিণঃ ।
 বহুনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৪৩
 ব্রহ্মস্তুয়ী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুভজগঃ ।
 আত্মানং ঘাতয়েদ্ যন্ত তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তাসাং তাদৃগভিপ্রায়ং বুদ্ধা দৃষ্ট্বা চ কৰ্ম্ম চ ।
 ভীতাক্ষ রোহিণীং দৃষ্ট্বা প্রিয়ামতিমনোরমাম্ ॥ ৪৫

রোহিনীকে দেখিলেন ; দেখিলেন—চন্দ্র, তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া
 আছেন । ৩৬

তাঁহারা সকলে বরবর্ণিনী রোহিণীকে তাদৃশ-সৌভাগ্যশালিনী দেখিয়া
 ঘৃতাভিহারা অনলের স্থায় অতিরোষে জ্বলিয়া উঠিলেন । ৩৭

অনন্তর, মঘা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাম্বাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী এবং কৃত্তিকা
 —শশধর ক্রোড়-স্থিতা মহাভাগা রোহিণীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন । ৩৮

তাঁহারা অভ্যন্ত কোপ সহকারে রোহিণীকে রুঢ় কথা বলিতে লাগিলেন ;
 —অরে দুর্ব্বদৃষ্টি । তুই বাঁচিয়া থাকিতে চন্দ্র আমাদিগের প্রতি অনুরাগী
 হইবেন না । অতএব আমাদিগের অনেকের মঙ্গলার্থে হৃদ্মতিশালিনী তোকে
 বধ করিব । ৩৯-৪০

যখন তুই ঋতুমতী না থাকিস্, তখনও অন্য বহুতর ঋতুমতী রমণীকে স্বামী
 সহবাসে বঞ্চিত করত তাঁহাদিগের গর্ভধারণের প্রতিবন্ধক হইয়া মহাপাপ
 সঞ্চয় করিস্ ; অতএব তোকে বধ করিতে আমাদিগের কোন পাপ নাই । ৪১

ব্রহ্মা পূর্ব্বক পুত্রকে নীতিশাস্ত্র উপদেশ দিবার সময়ে এবিষয় যাহা বলিয়া-
 ছেন, তাঁহা আমাদের স্মৃতি আছে । ৪২

যেখানে একজন দুরাচারীর নিধন হইলে বহুলোকের মঙ্গল সাধিত হয় ;
 সেখানে তাকে বধ করিলে পুণ্য হয় । ৪৩

(অশীতি রতির অনুন) সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুভজগামী
 (বিমাতৃগামী বা অগম্যগামী) এবং আত্মঘাতী ইহাদিগকে বধ করিলে পুণ্য
 হয় । ৪৪

আত্মানং চাপরাধক তদসন্তোজং মুহঃ ।
 বিচিন্ত্য রোহিণীং ভীরু তাসাং হস্তাদমোচয়ৎ ॥ ৪৬
 মোচয়িত্বা চ বাহুভ্যাং সম্পরিষৃজ্য রোহিণীম্ ।
 বারয়ামাস তাঃ সর্বাঃ কৃত্তিকাদ্যাঃ স ভামিনীঃ ॥ ৪৭
 তদেন্দ্রং বারয়ন্তাস্তাঃ কৃত্তিকাদা মঘাতকাঃ ।
 সাম্যমুর্চম্নান্নগন্ত্যাং বীক্ষন্ত্যেহথ রোহিণীম্ ॥ ৪৮
 ন তে ত্রপা বা ভীতির্বা পাপতোহস্মান্নিরস্ততঃ ।
 সঞ্জায়তে নিশানাথ প্রাকৃতশ্চৈব বর্ভতঃ ॥ ৪৯
 কথমস্মান্নিরাকৃত্য চারিভ্রতধারিণীঃ ।
 সদা ভক্তিমতীরেকাং মুচুবন্তং নিষেবসে ॥ ৫০
 কিং তে নাবগতো ধর্মো বেদমূলঃ শ্রুতঃ পুরা ।
 যদ্বর্ষহানং কুরুষে কর্ম সন্তুধিগহিতম্ ॥ ৫১
 ধর্মশাস্ত্রার্থং কর্ম চরন্তানাং যথোচিতম্ ।
 কথমুদ্বাহিতানাং ত্বং মুখমাত্রং ন বীক্ষসে ॥ ৫২
 গদতো যচ্ছ্রুতং পূর্বং নারদায় পিতৃমুখ্যং ।
 দক্ষস্য ধর্মশাস্ত্রার্থং তচ্ছ্রুত্ব নিশাপতে ॥ ৫৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; চল, মঘা প্রভৃতির তাদৃশ অভিশ্রায় বুঝিলেন,
 কার্য্যও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন, অতিমনোরম প্রেমসী রোহিণীকে
 ভীতা দেখিলেন । ৪৫

এবং তাঁহাদিগকে সন্তোজ না করাতে আপনারও সতত অপরাধ হইতেছে,
 মনে মনে ভাবিলেন চল, এই সকল বুঝিয়া সুবিধা ভাবিয়া ও চিন্তিয়া ভীতা
 রোহিণীকে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন । ৪৬

চল, রোহিণীকে ছাড়াইয়া বাহুয়ুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক কৃত্তিকা প্রভৃতি
 সেই কুপিত নিজ রমণীমণ্ডলকে নিবারণ করিলেন । ৪৭

তখন কৃত্তিকা, আদ্রা, মঘা, ভরণী—রোহিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
 নিবারণতৎপর চল্লের প্রতি কটুভক্তি করিতে লাগিলেন । ৪৮

নিশানাথ ! এই যে আমাদিগকে নিরস্ত করিতেছ, ইহাতে তোমার লজ্জা
 বা পাপের ভয়ও কি হইতেছে না ? হিঃ । যেন তুমি একেবারে নিতান্ত অধম
 হইয়াছ । ৪৯

আমরা তোমার প্রতি সতত ভক্তিমতী এবং পাতিব্রত্য ব্রতচারিণী ;
 আমাদিগের সকলকে ত্যাগ করিয়া মুক্তের ন্যায় এক জনের প্রতি আসক্ত হইয়া
 রহিয়াছ । ৫০

তুমি কি বেদমূলক ধর্ম অবগত নহ ? না—পূর্বের তাহা একেবারে শ্রবণই
 কর নাহি ? নতুবা একরূপ সজ্জন-বিগহিত অধর্ম কার্য্য করিবে কেন ? ৫১

হে সুধাকর ! আমরা যথোচিতরূপে ধর্মশাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম করিয়া থাকি
 এবং তোমার পরিণীতা রমণী ; আমাদিগের কেবল মুখের দিকেও কি চাহিতে
 নাই ? ৫২

আমাদিগের পিতা দক্ষ, নারদের নিকট ধর্মশাস্ত্রের যে কথা বলিতেছিলেন
 তৎকালেই তাহার প্রমুখ্যং সে কথা আমরা শুনিয়াছি । নিশাপতে । তুমি
 তাহা শ্রবণ কর । ৫৩

বহুদারঃ পুমান্ যন্ত রাগাদেকাং ভজ্ঞে জিয়ম্ ।
 স পাপভাক্ স্ত্রীজিতশ্চ তস্যাসৌচং সনাতনম্ ॥ ৫৪
 যদ্বংখং জায়তে স্ত্রীণাং স্বাম্যাসন্তোগজং বিধো ।
 ন তস্য সদৃশং দ্বংখং কিক্বিদন্যত্র বিদ্যতে ॥ ৫৫
 সতীমৃতুমতীং জায়াং যো নেয়াং পুরুষাধমঃ ।
 ঋতুঘ্নেষু শুদ্ধেষু জগহা স চ জায়তে ॥ ৫৬
 ভার্য্যা স্যাদ্ যাবদাত্রেয়ী তাবৎকালং বিবোধনম্ ।
 তস্মাস্ত সঙ্গমে কিক্বিদ্বিহিতকপি নাচরেৎ ॥ ৫৭
 বহুভার্য্যাসা ভার্য্যাণামৃতুমৈথুননাশনম্ ।
 ন কিক্বিদ্বিদ্যতে কর্ণ শাস্ত্রেণাপি যদীরিতম্ ॥ ৫৮
 তোষায়েৎ সততং ভার্য্যা বিধিবৎপাণিপীড়িতাঃ ।
 তাসাং তুষ্ট্যা তু কল্যাণমকল্যাণমতোহন্থথা ॥ ৫৯
 সন্তুষ্টৌ ভার্য্যা ভর্ত্তা ভত্রা ভার্য্যা তথৈব চ ।
 যস্মিন্নেতৎকুলে নিতাং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৬০
 যয়া বিরুধ্যতে স্বামী সৌভাগ্যমদদৃশুয়া ।
 সপত্নীসঙ্গমং কর্ত্তুং সা স্যাদেষ্ঠা ভবান্তরে ॥ ৬১
 ইহাপি লোকে বাচ্যত্মমর্ষকপি বিন্দতি ।
 ন পিতৃশ্চ কুলং স্বামিকুলং তস্যাঃ প্রমোদতে ॥ ৬২
 বিরুধ্যামানে পতৌ স্বং সপত্ন্যা বা প্রবর্ত্ততে ।
 অতীব দ্বংখং ভবতি তদকল্যাণকৃত্যোঃ ॥ ৬৩

যে পুরুষ, বহু রমণীৰ স্বামী হইয়াও অনুবাগক্রমে একজন মাত্র পত্নীতে আসক্ত ; সেই স্ত্রী পুরুষ অত্যন্ত পাপী এবং তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ অর্থাৎ সে ব্যক্তি বৈদিক কার্য্যে চিরদিন অনধিকারী । ৫৪

স্বামীর সহিত সন্তোগ কবিতে না পাইলে স্ত্রীলোকের যেরূপ কষ্ট হয়, তাহার অনুরূপ কষ্ট আর কিছুই নাই । ৫৫

যে অধম পুরুষ, সতী-ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে বিগত ঋতুদিনে তাহাতে উপগত না হয়, তাহার জগহত্যা পাপ হয় । ৫৬

ভার্য্যা যে পর্য্যন্ত আত্রেয়ী থাকে, ততদিন অর্থাৎ ঋতুর তিন দিন পর্য্যন্ত উপগত হওয়া নিষিদ্ধ ; যদি দৈবাৎ উপগত হয়, তাহা হইলে কোন বিহিত কার্য্যই তাহার অধিকার থাকিবে না । ৫৭

বিগত ঋতুদিনে বহুভার্য্যা পুরুষেব ভার্য্যাসঙ্গমে প্রতিবন্ধক হইতে পারে— এমন কোন কার্য্য শাস্ত্রেও কথিত হয় নাই । ৫৮

পরিণীত ভার্য্যাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে, কেনন', তাহাদিগের সন্তোষে মঙ্গল, আর অসন্তোষে অমঙ্গল হইয়া থাকে । ৫৯

যে ঘরে বা যে বংশে, পত্নী, পতির—এবং পতি, পত্নীর সন্তোষ বিধান করেন, তথায় নিতাই মঙ্গল হইয়া থাকে । ৬০

যে রমণী সৌভাগ্য-মদ-গর্বিতা হইয়া স্বামীকে সপত্নীসঙ্গম করিতে না দেয়, সে জন্মান্তরে বেষ্ঠা হয় । ৬১

এই জন্মেও সে লোক-নিন্দা ও অধর্ম্ম লাভ করে ; আর তাহার পিতৃকুল এবং ভর্ত্তৃকুল স্বর্গভাগী হন না । ৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতোবং ভাষমাণাসু তাসু চাতীৰ নিষ্ঠুরম্ ।
 চূকোপ চন্দ্রমা দৃষ্ট্ৱা মলিনং রোহিণীমুখম্ ॥ ৬৪
 রোহিণী চ তদা তাসামবলোকোগ্রতাং মুহঃ ।
 ন কিঞ্চিৎ সাপি প্রোবাচ ভয়শোকজ্ঞপাকুলা ॥ ৬৫
 অথাপি কুপিতশস্ত্রস্তাঃ শশাপ তদা স্ত্রিয়ঃ ।
 যস্মান্মম পুরশ্চোগ্রাস্তীক্ষ্ণা বাচঃ সমীরিতাঃ ॥ ৬৬
 ভবতীভিষ্চ তিসৃভিঃ^১লৌকেহস্মিন্ কৃত্তিকাদিভিঃ ।
 উগ্রা তীক্ষ্ণা ইতি খ্যাতিঃ প্রাপুৰ্ব্বা ত্রিদশেষপি ॥ ৬৭
 তস্মাদেবংবিধানেন নবৈতাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ ।
 যাত্ৰায়াং নোপযুক্তা হি ভবিষ্যৎ দিনে দিনে ॥ ৬৮
 যুগ্মান্ পশুন্তি দেবাদ্যা মনুষ্যাদ্যশ্চ যে ক্ষিতৌ ।
 যাত্ৰায়াং তেন দোষণে তেষাং যাত্ৰা ন চেষ্টদা ॥ ৬৯
 অথ সৰ্ব্বাস্তদা শাপং তস্মা শ্রুত্বাতিদারুণম্ ।
 চন্দ্রস্য হৃদয়ং জ্ঞাত্বা শাপাচ্চাতীৰ নিষ্ঠুরম্ ॥ ৭০
 জগদ্গুঃ সৰ্ব্বাস্তদা দক্ষ ভবনং প্রত্যমৰিতাঃ ।
 উচুশ্চ দক্ষং পিতরমগ্নিহাদ্যাঃ সগদগদম্ ॥ ৭১
 সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ।
 সেবমানো ন ভজতে সোহস্মান্ পরবধূরিব ॥ ৭২

সপত্নী, পতিকে নিরোধ করিয়া (আটকাইয়া) রাখিলে অত্যাচার সপত্নীর
 যে সাতিশয় দুঃখ হয়, তাহাতে নিরোধকারিণী সপত্নী এবং পতি উভয়েরই
 অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটে । ৬৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তঁাহারা এই সকল অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিলে, চন্দ্র—
 রোহিণীর মলিন মুখ দেখিতে কুপিত হইলেন । ৬৪

রোহিণীও বারংবার তঁাহাদিগের উগ্রতা দর্শনে ভয়, শোক এবং লজ্জা-
 বশতঃ কিছুই বলিলেন না । অনন্তর চন্দ্র, অত্যন্ত রোষভরে সেই পত্নীদিগকে
 অভিসম্পাত প্রদান করিলেন । ৬৫-৬৬

যেহেতু কৃত্তিকা প্রভৃতি তোমরা চারিজন, আমার সম্মুখে উগ্রভাগে তীক্ষ্ণ
 (কটু) বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমরা সুরসমাজেও “উগ্র” এবং
 “তীক্ষ্ণ” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে । ৬৭

এই জন্ম অর্থাৎ আমার সম্মুখে উগ্র-ভাব-প্রদর্শন প্রযুক্ত তোমারা এই
 কৃত্তিকা প্রভৃতি নয়জনই নিজ নিজ ভোগ্য দিনে যাত্ৰার উপযুক্ত হইবে না । ৬৮

দেবতা প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ, এবং মনুষ্য প্রভৃতি ভূতলবাসিগণ তোমাদিগকে
 দেখিয়া যাত্ৰা করিলে সেই দোষেই তাহাদিগের ইচ্ছাসিদ্ধ হইবে না । ৬৯

অনন্তর, তঁাহারা তঁাহার সেই অতি দারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া এবং চন্দ্রের
 শাপ দেওয়া দেখিয়া তঁাহার হৃদয় যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর—ইহা বুঝিয়া ক্রোধবশে
 সকলেই দক্ষ-গৃহে গমন করিলেন । ৭০

অগ্নিনী প্রভৃতি সকলেই পিতা দক্ষকে গদগদস্বরে বলিলেন,—চন্দ্র, আমাদের
 কাছে থাকেন না, কেবল রোহিণীকেই সতত ভজনা করেন । ৭১

১। ভবতীভিঃ-শতভৃতিঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

নাবস্থানে নাবসানে ভোজনে শ্রবণে তথা ।
 বিনেন্দু রোহিণীং শান্তিং লভতে নহি কাঞ্চন ॥ ৭৩
 রোহিণ্যা বসন্তস্তস্য সমীপং বীক্ষ্য তে সুতাঃ ।
 যাতৌঃ সোহুত্র নয়নমাধায় ন হি বীক্ষতে ॥ ৭৪
 মাস্তুল্যঃ স্বামিসস্তাবো মুখমাত্রং ন বীক্ষতে ।
 অগ্নিন্ বস্তুনি যৎ কার্য্যং তদস্মাভিনিগদ্যতাম্ ॥ ৭৫
 অস্মাভিরেতৎসময়েহপ্যতিরুদ্রশ্চ চন্দ্রমাঃ ।
 স তৎকৃতে ততশ্চাস্মচ্ছাপং তীত্রং তদাকরোং ॥ ৭৬
 দারুণাশ্চাত্তীক্ষ্মাশ্চ লোকে বাচ্যত্বমাপ্য চ ।
 অযাত্ৰিকা ভবিষ্যধ্বং যুয়মিত্যুক্তবান্ বিধুঃ ॥ ৭৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রুত্বা বাক্যং স পুত্রীণাং তাভিঃ সার্কং প্রজাপতিঃ ।
 জগাম যত্র সোমোহভূদ্রোহিণ্যা সহিতস্তদা ॥ ৭৮
 দূরাদেব বিধুর্দৃষ্টো দক্ষমাস্তাস্তমাসনাং ।
 উত্তস্থাবন্তিকে প্রাপ্য ববন্দে চ মহামুনিম্ ॥ ৭৯
 অথ দক্ষস্তদোবাচ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
 সামপূর্ব্বং চন্দ্রমসং কৃত-সংবন্দনং তথা ॥ ৮০

দক্ষ উবাচ—

সমং বর্ত্তন্য ভার্য্যাসু বৈষম্যং ত্বং পরিত্যজ ।
 বৈষম্যে বহবো দোষা ব্রহ্মণা পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৮১

আমরা সেবা করিলেও তিনি আমাদের ভজনা করেন না ; যেন আমরা পরস্ত্রী । অবস্থানে, বিরামে, শ্রবণে এবং ভোজনে, চন্দ্র, রোহিণী ব্যতীত কিছুমাত্র সুখলাভ করেন না । ৭২-৭৩

চন্দ্র, রোহিণীর সহিত একত্র আছেন—এমন সময়ে তোমার অন্তঃস্থ তনয়া-গণকে সেইদিকে যাইতে দেখিলে, তিনি অগ্ন দিকে চক্ষু ফিরান, আর ফিরিয়া দেখেন না । ৭৪

স্বামীর কর্তব্য অগ্ন নস্তাব দূবে থাক, তিনি আমাদের মুখও দেখেন না । এখন আমরা করি কি—তাহা বলুন । ৭৫

হাঁ, এই সময়ে আমরা একদিন চন্দ্রকে অনুরোধ করি, তাহাতে চন্দ্র, আমাদের নিদারুণ শাপ দিয়াছেন । ৭৬

তিনি বলিয়াছেন,—তোমরা দারুণ এবং অত্যন্ত-তীক্ষ্ণ-স্বভাব, জগতে এইরূপে নিন্দিত হইবে এবং অযাত্ৰিক হইবে । ৭৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের কথা শুনিয়া যথায় চন্দ্র রোহিণীসহ অবস্থিত ছিলেন, তথায় তাঁহাদিগের সহিত গমন করিলেন । ৭৮

চন্দ্র, দূর হইতেই দক্ষ আসিতেছেন দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন অনন্তর সেই মহামুনি নিকটে আসিলে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন । ৭৯

চন্দ্র, বিধিমত বন্দনা করিলে দক্ষ আসন পরিগ্রহ করিয়া মিষ্টভাবে এই কথা বলিলেন । ৮০

দক্ষ বলিলেন,—সকল ভার্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার কর ; বৈষম্য করিও না ; বৈষম্য করিলে অনেক দোষ ; ব্রহ্মা বলিয়াছেন । ৮১

রতিপুত্রফলা দারাস্তাসু কামানুবন্ধনাং ।
 কামানুবন্ধঃ সংসর্গাৎ সংসর্গঃ সঙ্গমাস্তবেৎ ॥ ৮২
 সঙ্গমশ্চাপ্যভিধানাদ্বীক্ষণাদভিজায়তে ॥ ৮৩
 তস্মাস্তার্থ্যাস্ত্রভিধানং কুরু ত্বং বীক্ষণাদিকম্ ॥ ৮৪
 যদেবং নৈব কুরুষে মদ্বচো ধর্ম্যযন্ত্রিতম্ ।
 তদা লোকবচোদ্বষ্টঃ পাপবাংস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৮৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দক্ষস্য সুমহাশ্রমঃ ।
 এবমস্ত্রিভি চন্দ্রোহপি ন্যগদদক্ষশঙ্কয়ং ॥ ৮৬
 অথানুমন্ত্য তনয়াশ্চন্দ্রং জামাতরং তথা ।
 যযৌ দক্ষো নিজং স্থানং কৃতকৃত্যন্তদা মুনিঃ ॥ ৮৭
 গতে দক্ষে ততশ্চন্দ্রস্তাং সমাসাদ্য রোহিণীম্ ।
 জগ্রাহ পূর্ববস্তাবং তাসু তস্মাক্ষ রাগতঃ ॥ ৮৮
 তত্রৈব রোহিণীং প্রাপ্য ন কাশ্চিদপি বীক্ষতে ।
 রোহিণ্যামেব বসতে ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥ ৮৯
 গত্বা তাঃ পিতরং প্রাহুর্দৌভাগোদ্বিগ্নমানসাঃ ।
 সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ॥ ৯০
 তবাপি নাকরোদ্ধাক্যং তস্মান্নঃ শরণং ভব ॥ ৯১

পত্নীর প্রতি কামানুবন্ধ-বশতই রতি ও পুত্ররূপ ফল—পত্নী হইতে হইয়া থাকে, কামানুবন্ধ সংসর্গাধীন ; সংসর্গ আসক্তি হইতে আর আসক্তি, অভিধান এবং তদ্ব্যলোক নিরীক্ষণাদি হইতে জন্মিয়া থাকে । ৮২-৮৩

অতএব তুমি পত্নীগণের প্রতি অভিধান-সহকারে অবলোকনাদি কর । ৮৪
 যদি আমার এই ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য প্রতিপালন না কব, তাহা হইলে লোকসমাজে নিন্দিত এবং পাপভাগী হইবে । ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুমহাত্মা দক্ষের এই কথা শুনিয়া চন্দ্র, তাঁহার ভয়ে তখন “তাহাই হইবে” বলিলেন । ৮৬

তখন মুনি দক্ষ, কৃতকার্য্য হইয়া জামাতা চন্দ্র এবং কন্যাগণের সহিত সন্তাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন । ৮৭

দক্ষ গমন করিলে পর, চন্দ্র সেই রোহিণীকে লইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ বশতঃ পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিলেন ; আর অগ্ন্যস্ত্র পত্নীদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন । ৮৮

সেই তখনকার ন্যায় এখনও রোহিণীকে পাইয়া আর কাহারও প্রতি চাহিয়া দেখেন না ; কেবল রোহিণীর সহিতই আমোদ-প্রমোদ, কেলি-কৌতুক করেন ; তাহাতে তাঁহার (অগ্ন্যস্ত্র চন্দ্রপত্নীগণ) নিজনিজ হৃর্ভাগ্যদর্শনে উদ্বিগ্নচিত্ত এবং কুপিত হইলেন । ৮৯

তাঁহার পিতৃসম্মিধানে গিয়া কহিলেন ; পিতঃ । চন্দ্র, এখনও আমাদিগের কাছে আসেন না ; সর্ব্বদাই রোহিণীতে আসক্ত । ৯০

তুমি এত বলিলে, তোমারও কথা রাখিল না ; অতএব তুমি এখন আমা-দিগকে রক্ষা কর । ৯১

উদ্বগকোপসংযুক্তঃ উত্তমো তৎক্ষণাচ্ছনিঃ ।
 জগাম মনসা ধ্যায়ন্ কর্তব্যং নিকটং বিধোঃ ॥ ৯২
 উপগম্য তদা প্রাহ বচচ্চন্দ্রং প্রজ্ঞাপতিঃ ।
 সমং বর্ত্তন ভাৰ্য্যাসু বৈষম্যং ত্বং পরিত্যজ ॥ ৯৩
 ন চেদিদং বচোহস্মাকং মৌখ্যাৎ ত্বং নাববুধ্যসে ।
 ধৰ্ম্মশাস্ত্রাতিগায়াহং শম্ভো তুভ্যং নিশাপতে ॥ ৯৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভতো দক্ষভয়াচ্চন্দ্রস্তৎকর্তৃং প্রতি তৎপুরঃ ।
 অঙ্গীচকারাতিশয়াৎ কার্য্যামেবং মুহুত্ত্বিতি ॥ ৯৫
 সমং প্রবর্ত্তনং কর্তৃং ভাৰ্য্যাস্বঙ্গীকৃতে ততঃ ।
 বিধুনা প্রথমৌ দক্ষঃ স্বস্থানং চন্দ্রসম্মতঃ ॥ ৯৬
 গতে দক্ষে নিশানাথো রোহিণ্যাসহিতো ভূশম্ !
 রমমাণো বিসম্মার দক্ষা বচনস্ত সঃ ॥ ৯৭
 সেবমানাশ্চ তাঃ সৰ্ব্বাঃ অশ্বিনীদ্যা মনোরমাঃ ।
 নাভজচ্চন্দ্রমাস্তাসু অবজ্ঞামেব চাকরোৎ ॥ ৯৮
 অবজ্ঞাতাস্ত তাঃ সৰ্ব্বাশ্চন্দ্রেণ পিতুরন্তিকম্ ।
 গভৈবার্ত্তস্বরাশ্চাৰ্ত্তা রুদন্তাশ্চেদমব্রুবন্ ॥ ৯৯
 নাকরোধচনং সোমস্তবাপি মুনিসত্তম ।
 অবজ্ঞাং কুরুতেহস্মাসু পূৰ্ব্বতোহিপাধিকং স চ ॥ ১০০

অনন্তর, মুনি দক্ষ, ঈষৎ কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন এবং মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া চন্দ্রসমীপে গমন করিলেন । ৯১

তখন, প্রজ্ঞাপতি দক্ষ, চন্দ্রকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—“সকল ভাৰ্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার কর ; বৈষম্য করিও না । যদি তুমি মূৰ্খতা-প্রযুক্ত আমার এই কথা না রাখ, তাহা হইলে হে নিশানাথ ! ধৰ্ম্মশাস্ত্র-মৰ্যাদা লঙ্ঘনকারী তোমাকে আমি অভিসম্পাত প্রদান করিব ” । ৯৩-৯৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর চন্দ্র দক্ষের ভয়ে তাঁহার সম্মুখে “আমি ইহা করিব, আমি ইহা করিব” বলিয়া তাহা করিতে আগ্রহ-সহকারে বারবার অঙ্গীকার করিলেন । ৯৫

এইরূপে চন্দ্র, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলে, দক্ষ বিদায় লইয়া চন্দ্রের সম্মতিক্রমে স্বস্থানে গমন করিলেন । ৯৬

দক্ষ চলিয়া গেলে, নিশাপতি রোহিণীর সহিত সাতিশয় বিহার করত দক্ষের কথা ভুলিয়া গেলেন । ৯৭

অশ্বিনী প্রভৃতি সেই সমস্ত মনোরমা রমণীগণ, চন্দ্রের সেবা করিতে থাকিলেও চন্দ্র, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হইলেন ন, প্রত্যুত অবজ্ঞাই করিতে লাগিলেন । ৯৮

চন্দ্র, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে থাকিলে তাঁহারা কাতর হইয়া পিতৃ-সমীপে গমনপূৰ্ব্বক কাতরস্বরে রোদন করত এই কথা কহিলেন । ৯৯

হে মুনিবর ! চন্দ্র, এবারও তোমার কথা রাখিলেন না ; তিনি এখন আমাদের প্রতি পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক অবজ্ঞাই করিতেছেন । ১০০

তস্মাৎ সোমেন নঃ কার্য্যং ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ।
তপস্বিন্যো ভবিষ্যামস্তপশ্চর্য্যং নিদেশয় ॥ ১০১
তপসা শোষিতাশ্বানঃ পরিত্যক্ত্যাম জীবিতম্ ।
কিমস্ম্যাকং জীবিতেন দুর্ভগানাং দ্বিজোত্তম ॥ ১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা তাস্ততঃ সৰ্ব্বা দক্ষজাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ ।
কপোলমালদ্বয় কঠৈররূপোপবিবিভুঃ^১ ক্ষিতৌ ॥ ১০৩
তাস্ত দৃষ্ট্বা তথাভূতা দুঃখব্যাকুলিতেল্লিয়াঃ ।
অতিদীনমুখো দক্ষঃ কোপাজ্জঙ্ঘাল বহিবৎ ॥ ১০৪
অথ কোপপবীতস্য দক্ষস্য সূমহাশ্বানঃ ।
নিশ্চক্রাম তদা যস্মা নাসিকাগ্রাদ্বিভীষণঃ ॥ ১০৫
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ কৃষ্ণাক্ষারসমপ্রভঃ ।
অতিদীর্ঘঃ স্বরূপকেশঃ কৃশো ধমনিসস্ততঃ ॥ ১০৬
অধোমুখো দণ্ডহস্তঃ কাসং বিপ্রমা সন্ততম ।
কুৰ্ব্বাণো নিম্ননেত্রশ্চ যোষাসন্তোগলোলুপঃ ॥ ১০৭
স চোবাচ তদা দক্ষং কপ্তিংস্থাস্থ্যাম্যহং মূনে ।
কিংবা চাহং করিষ্যামি তন্মে বদ মহামতে ॥ ১০৮
ততো দক্ষস্ত তং প্রাহ সোমং যাতু দ্রুতং ভবান্ ।
সোমমন্তু ভবান্নিত্যং সোমে ত্বং তিষ্ঠ স্বেচ্ছয়া ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ক্রুড়া বচস্তস্য দক্ষস্তাথ মহামুনে ।
শনৈঃ শনৈস্ততঃ সোমমাসসাদ গদঃ স চ ॥ ১১০

অতএব আমরাদিগের আর চন্দ্রে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এখন আমরা তপস্বিনী হইব ; তপস্যা করিবার নিয়ম বলিয়া দাও । ১০১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমরা তপস্যা দ্বারা শরীর শোষিত করিয়া জীবনত্যাগ করিব ; আমরা বড় দুর্ভগা, আমরাদিগের জীবনে কাজ কি ? ১০২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কৃত্তিকা অশ্বিনী প্রভৃতি দক্ষতনয়াগণ, এই কথা বলিয়া করতলে কপোল স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরে, নিকট নিকট ভূতলে বসিয়া পড়িলেন । তাঁহাদিগকে তাদৃশ দুঃখবিহ্বলেল্লিয়া ও মলিনবদনা দেখিয়া দক্ষ রোষাবেশে অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন । ১০৫-১০৮

অনন্তর কোপপূর্ণ মহায়া দক্ষের নাসিকাগ্র হইতে রমণীসন্তোগলোলুপ, অধোমুখ, নিম্নদৃষ্টি, জগতের কাসোৎপাদক—ভীষণ যস্মা রোগ উৎপন্ন হইল । তাহার দংষ্ট্রাভীষণ, বর্ণ অঙ্গারবৎ কৃষ্ণ, কেশ স্বরূপ, আকৃতি অতিদীর্ঘ কৃশ, এবং শিরা-পরিবাপ্ত, হস্তে একগাছি দণ্ড । ১০৫-১০৭

যস্মা, দক্ষকে বলিল,—হে মূনে ! আমি কোথায় থাকিব ? আমি কিই বা করিব ? হে মহামতে ! তাহা আমাকে বলিয়া দিন । ১০৮

অনন্তর দক্ষ তাহাকে বলিলেন,—তুমি সত্বর চন্দ্রশরীরে গমন কর ; তুমি চন্দ্রকে গ্রাস করিবার জন্ত স্বেচ্ছামত তথায় বাস কর । ১০৯

আসাদ্য স তদা সোমং বক্ষীকং পন্নগো যথা ।
 প্রবিবেশেন্দ্রহৃদয়ং ছিদ্ৰং প্রাপ্য মহাগদঃ ॥ ১১১
 তস্মিন্ প্রবিষ্টে হৃদয়ে দারুণে রাজযক্ষ্মনি ।
 মুমোহ চক্ষুস্তল্লাক বিষমাং প্রাপ্তবাংশ সঃ ॥ ১১২
 উৎপদ্য প্রথমং যক্ষ্মাঙ্গীনো রাজ্যাসৌ গদঃ ।
 রাজযক্ষ্মেতি লোকেহস্মিন্নস্থ খ্যাতিরভূদ্বিজাঃ ॥ ১১৩
 ততস্তেনাভিভূতঃ স যক্ষ্মণা রোহিণীপতিঃ ।
 ক্ষয়ং জগামানুদিনং গ্রীষ্মে ক্ষুদ্রনদী যথা ॥ ১১৪
 অথ চল্লৈ ক্ষীয়মাণে সর্বৌষধো গতাঃ ক্ষয়ম্ ।
 ক্ষয়ং যাত্যৌষধীষু ন যজ্ঞঃ সমবর্তত ॥ ১১৫
 যজ্ঞাভাবাত্ দেবানামগ্নং সর্বং ক্ষয়ং গতম্ ।
 পৰ্জ্জয়াশ্চ ততো নষ্টান্ততো বৃষ্টির্ন চাভবৎ ॥ ১১৬
 বৃষ্টিভাবে তু লোকানামাহারাঃ ক্ষীণতাং গতাঃ ॥ ১১৭
 দুর্ভিক্ষবাসনোপেতে সর্বলোকে দ্বিজোত্তমাঃ ।
 দানধর্মাদিকং কিঞ্চিন্ন লোকস্য প্রবর্ততে ॥ ১১৮
 সত্ত্বহীনাঃ প্রজাঃ সর্বা লোভেনোপহতেন্দ্রিয়াঃ ।
 পাপমেব তদা চক্রুঃ কুর্কশ্বরতয়শ্চ তাঃ ॥ ১১৯
 এতান্ দৃষ্ট্বা তদা ভাবান দিক্‌পালাঃ সপুবন্দরাঃ ।
 জগদ্ভ্যঃ ক্ষোভং পরং দেবাঃ সাগরাশ্চ গ্রহাস্তথা ॥ ১২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,— হা আ দক্ষের এই কথা শুনিয়া সেই রোগ ধীরে ধীরে
 চন্দ্রের সমীপবর্তী হইল । ১১০

চন্দ্রের সমীপবর্তী হইয়াই—সর্প যেমন বক্ষীকত্বপে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ
 ছিদ্ৰ পাইয়া সেই মহারোগ চন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিল । ১১১

সেই নিদারুণ রাজযক্ষ্মা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে চন্দ্র, মোহ যাইলেন ও নিজের
 সতত বিষম দৌর্বল্য অনুভব করিতে লাগিলেন । ১১২

হে দ্বিজগণ ! সেই রোগ, উৎপন্ন হইয়া প্রথমেই রাজ্যেতে অর্থাৎ চল্লৈ লীন
 হইয়াছিল বলিয়া তাহা জগতে “রাজযক্ষ্মা” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ১১৩

অনন্তর, সেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত চন্দ্র গ্রীষ্মকালে স্বল্পসলিলা নদীর শ্যায়
 প্রত্যহ ক্ষয় পাইতে লাগিলেন । ১১৪

চন্দ্র, ক্ষয় পাইতে লাগিলে ওষধি সকল (খাদ্য প্রভৃতি) ক্ষয় পাইল ;
 ওষধি ক্ষয় হওয়াতে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না । ১১৫

যজ্ঞ অভাবে দেবগণের অগ্নি মারা গেল । জলদাবলী বিনষ্ট হইল, সূতরাং
 বৃষ্টি হওয়াও বন্ধ হইল । ১১৬

বৃষ্টি অভাবে সকল লোকের অন্নভাব হইল হইল । ১১৭

হে দ্বিজবরগণ ! সমস্ত লোক দুর্ভিক্ষ-বিপদে বাতর হইলে দানধর্মাদি
 আর কিছুই রহিল না । ১১৮

তখন প্রজাগণ সকলেই দুর্বল, সার-হীন, লোলুপেন্দ্রিয় এবং কু-কর্শ্বরত
 হইয়া পাপ কার্য্যই করিতে লাগিল । ১১৯

এইরূপ ভাব দেখিয়া ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ, নবগ্রহ অশ্বাশ্ব দেবগণ এবং সপ্ত
 সমুদ্র—সকলেই অত্যন্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন । ১২০

ততো দৃষ্ট্বা জগৎ সর্বং ব্যাকুলং দম্যপীড়িতম্ ।
 ব্রহ্মাণমগমন্ দেবাঃ সর্বৈঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ১২১
 উপসঙ্গম্য দেবেশং ব্রহ্মারং জগতাং পতিম্ ।
 প্রণম্যাত যথাযোগ্যমুপবিষ্টান্তদা সুরাঃ ॥ ১২২
 তান্ শ্রান্বদনান্ সর্বান্ বীক্ষ্য লোকপিতামহঃ ।
 অভিভূতান্ পরেণেব হৃতশ্ববিষয়ানিব ।
 পপ্রচ্ছ সম্মুখীকৃত্য গুরুমিস্রং হতাশনম্ ॥ ১২৩

ব্রহ্মোবাচ—

স্বাগতং ভো সুরগণাঃ কিমর্থং যুয়মাগতাঃ ।
 দ্বঃখোপহতদেহাংশ্চ যুয়ান্ শ্রানাংশ্চ লক্ষয়ে ॥ ১২৪
 নিরাবাধাম্নিরাতঙ্কান্ যুয়ান্ সর্বাংশ্চ কামগান্ ।
 কুত্বা স্ববিষয়ে শ্রুতান্ কথং পশ্যামি দ্বঃখিতান্ ॥ ১২৫
 যদ্বোহভবদ্দ্বঃখবীজং যুয়ান্ বা যন্ত বাধতে ।
 তৎকথ্যাতামশেষেণ সিদ্ধক্লাপাবধারণ্যাতাম্ ॥ ১২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো বৃদ্ধশ্রবা জীবঃ কৃষ্ণবস্মা চ লোকভৃৎ ।
 উবাচাম্রভুবে তস্মৈ সুরাণাং দ্বঃখকারণম্ ॥ ১২৭
 শৃণু সর্বজগৎকর্তৃত্বাং যেন বয়মাগতাঃ ।
 যদ্বাস্মাকং দ্বঃখবীজং যতো শ্রান্বিত্রয়ো বয়ম্ ॥ ১২৮

ক্রমে সমস্ত জগৎকে ব্যাকুল এবং দম্যপীড়িত দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন । ১২১

তাহারা, জগৎপতি, সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণামপূর্বক যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন । ১২২

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, পর-পরিভূতের ন্যায়, হৃতবিষয়ের ন্যায় তাহাদিগের শ্রান্বদন দর্শনে বৃহস্পতি, ইন্দ্র এবং অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । ১২৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—অহে দেবগণ ! আসিতে ত কোন ক্রেশ হয় নাই ? এখন জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য তোমরা আসিয়াছ ? তোমাদিগের দ্বঃখ-পীড়িত-দেহ ও শ্রান্বদন দেখিতেছি ? ১২৪

তোমাদিগকে বিদ্ব-বাধাশূন্য, নির্ভয় এবং কামচারী করিয়া স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত করিয়াছি ; এখন আবার দ্বঃখিত দেখিতে পাই কেন ? ১২৫

যাহা তোমাদিগের দ্বঃখেব কাবণ, বা যে তোমাদিগকে দ্বঃখিত করিয়া তুলিয়াছে—সম্পূর্ণরূপে তাহা কীর্ত্তন কর এবং মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অবধারণ কর । ১২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, লোকপালক ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং অগ্নি, স্বয়ভুর নিকটে দেবগণের দ্বঃখকারণ বলিতে লাগিলেন । ১২৭

হে বিধাতা ! আমরা যে জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, যাহা আমাদের দ্বঃখের কারণ এবং যাহাতে আমাদের জীবন হইয়াছে তৎসমস্ত শ্রবণ করুন । ১২৮

ন কচিং সম্প্রবর্তন্তে যজ্ঞা লোকে পিতামহ ।
 নিরাধারা নিরাতঙ্কাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ ক্ষয়ং গত্যাঃ ॥ ১২৯
 ন চ দানাদিধর্মশ্চ ন তপ্যাসি ক্ষিতৌ কচিং ।
 নৈব বর্ষতি পর্জন্ত্যঃ ক্ষীণতোয়্যভবৎ ক্ষিতিঃ ॥ ১৩০
 ক্ষীণাঃ সর্বাস্তথৌষধাঃ শস্য্য লোকাঃ সমাকুলাঃ ।
 দম্যুভিঃ পীড়িতা বিপ্রা বেদবাদং ন কুর্বতে ॥ ১৩১
 অগ্নবৈকল্যামাসাদ্য ত্রিয়ন্তে বহবঃ প্রজাঃ ।
 ক্ষীণেষু যজ্ঞভাগেষু ভোগ্যহীনাস্থা বয়ম্ ॥ ১৩২
 দুর্বলান্তু ত্রিয়া হীনা নৈব শান্তিঃ লভামহে ॥ ১৩৩
 রোহিণ্যা মন্দিরে চন্দ্রো বক্রগত্যা চিরং স্থিতঃ ।
 বুধরানশৌ স চ ক্ষীণো জ্যোৎস্নাহীনশ্চ বর্ততে ॥ ১৩৪
 যদৈবান্ৰিযতে দেবৈশ্চন্দ্রো নৈবাং পুরঃসরঃ ।
 কদাচিদপি দেবানাং সমাজে বাভবান্নধে ॥ ১৩৫
 কদ্যাচিদ্রোহিণীং তন্ত্ৰা নৈব কচন গচ্ছতি ।
 যদাশ্চ কোহপি ন ভবেত্তদা চন্দ্রো বহির্ভবেৎ ॥ ১৩৬
 দৃশ্যতে স কলাহীনঃ কলামাত্রাবশেষকঃ ।
 ইতি সর্বত্র লোকেশ বৃত্তঃ কস্মৈবপর্যায়ঃ ॥ ১৩৭
 তং দৃষ্ট্বাং কান্দিশীকাস্ত বয়ং ত্রাং শরণং গত্যাঃ ॥ ১৩৮
 পাতালাদ্ যাবদুখায় কালকঞ্জাদয়োহসুরাঃ ।
 নান্মান্ লোকেশ বাধন্তে তাবল্লজ্জাহি সাধুসাং ॥ ১৩৯

হে লোক-পিতামহ ! কোন স্থানেই আর যজ্ঞ হয় না ; যাহাদিগের কোন
 বাধা ছিল না—কোন ভয় ছিল না ; সেই সমস্ত প্রজাগণ এখন ক্ষয় পাইয়াছে ।
 ১২৯

পৃথিবীতে এখন দানাদি ধর্ম নাই, তপস্যা নাই ; মেঘে বৃষ্টি করে না,
 ভূমণ্ডল জলহীন হইয়াছে । ১৩০

ওষধি ও শস্য সকল বিনষ্ট ; লোক সমস্ত ব্যাকুল ; বিপ্রগণ দম্যু-পীড়িত ;
 আর তাঁহারা বেদধর্মনি করেন না । ১৩১

অনেক প্রজা অগ্ন্যভাবে মরিতেছে । যজ্ঞভাগ না থাকাতে আমরাও
 অগ্নহীন হইয়াছি । ১৩২

তাহাতেই আমরা দুর্বল ও শ্রীহীন ; কোনরূপেই স্বস্তি লাভ করিতে
 পারিতেছি না । ১৩৩

চন্দ্র, চক্রগতি দ্বারা বহুদিন রোহিণীমন্দিরে বুধরানিতে অবস্থিত আছেন,
 তিনি এখন ক্ষীণ এবং জ্যোৎস্না-হীন । ১৩৪

দেবভারা যখনই অন্বেষণ করেন, তখনই দেখেন,—চন্দ্র, তাঁহাদিগের অগ্রে
 নাই । হে বিধাতা ! তিনি কখনও দেবসভাতে আইসেন না । ১৩৫

রোহিণীকে ত্যাগ করিয়া প্রায় কখনই তিনি কোন স্থানে যান না, তবে
 অন্ত কেহ না থাকে ত একটু আশ্রয় বাহিরে আইসেন । ১৩৬

তখন দেখা যায় তাঁহার সকল কলা গিয়াছে, কেবল একটী কলা অবশিষ্ট
 আছে । হে লোকেশ ! এইরূপ অবস্থা বিপর্যায় সর্বত্রই হইয়াছে । ১৩৭

তদ্বর্ণনে আমরা দিশাহারা হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি । কাল-

অয়ং প্রবর্ত্ততে কস্মাজ্জগতাং বা ব্যতিক্রমঃ ।
ন জানীমন্তু তৎ সৰ্ব্বং বিপ্লবে বাপি কারণম্ ॥ ১৪০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতৎ সুরাণাং বচনং দিব্যদর্শী পিতামহঃ ।
শ্রুত্বা ক্ষণমভিধ্যায়ন্নিজগাদ সুরোত্তমান্ ॥ ১৪১

ব্রহ্মাবাচ—

শৃণু দেবতাঃ সৰ্ব্বা যদর্থং লোকবিপ্লবঃ ।
প্রবর্ত্ততেহধুনা যেন শান্তিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৪২
সোমো দাক্ষায়ণীঃ কশ্যাপঃ সপ্তবংশতিসংখ্যাকাঃ ।
অশ্বিনাদ্যা বরবধূর্ভার্য্যার্থে পরিণীতবান্ ॥ ১৪৩
পরিণীয স তাঃ সৰ্ব্বা রোহিণ্যাং সততং বিধুঃ ।
প্রাবর্ত্ততানুরাগেণ ন সমস্তাসু বর্ত্ততে ॥ ১৪৪
অশ্বিনাদ্যাস্তু তাঃ সৰ্ব্বা দৌর্ভাগ্যজ্বরপীড়িতাঃ ।
যড়্ভুংগশতির্বরারোহাঃ পিতরং প্রস্থিতাঃ স্বকম্ ॥ ১৪৫
প্রবর্ত্ততে নিশানাথো রোহিণ্যাং রাগতো যথা ।
তথা ন তাসু ভজতে তদক্ষায় শ্যবেদয়ন্ ॥ ১৪৬
ততো দক্ষো মহাবুদ্ধিঃ সান্না সংস্কৃত্য বিটপতিম্ ।
বহুসূনৃতমাভাষ্য পুত্রার্থে চারুরোধত ॥ ১৪৭
অনুরুদ্ধো যথাকামং দক্ষেণ সুমহায়না ।
সমং প্রবর্ত্তিতুং তাসু সময়ং কৃতবান্ বিধুঃ ॥ ১৪৮

কজ্জাদি অসুরমণ্ডলী, যাবৎ পাতাল হইতে উঠিয়া আমাদিগকে পীড়া না দেয়,
তন্মধ্যেই আমাদিগকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন । ১৩৮-১৩৯

জগতের এইরূপ ব্যতিক্রম কেন যে হইয়াছে, সেই বিপ্লব কারণ আমরা
অবগত নহি । ১৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দিব্যদর্শী পিতামহ, দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে ক্ষণ-
কাল চিন্তা করত সেই সুরশ্রেষ্ঠদিগকে বলিলেন;—যে কারণে লোকবিপ্লব
হইতেছে এবং যে উপায়ে তাহার শান্তি হইবে—দেবগণ সকলে তাহা শ্রবণ
কর । ১৪১-৪২

চন্দ্র, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশ জন বরাঙ্গনা দক্ষতনয়াকে বিবাহ করেন ।
১৪৩

সকলকে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু অনুরাগবশতঃ সৰ্ব্বদা রোহিণীর
নিকটেই থাকিতেন, অশ্ব কাহারও নিকটেই যাইতেন না । ১৪৪

অনন্তর, অশ্বিনী প্রভৃতি ছাব্বিশজন বরারোহা রমণী সকলেই দৌর্ভাগ্য-জ্বরে
পীড়িত হইয়া স্বয়ংই নিজ নিজ পিতৃ-সম্মিধানে গমন করিলেন । ১৪৫

চন্দ্র, অনুরাগক্রমে রোহিণীর সহিত যেরূপ ভাব করেন, আর তাঁহাদিগের
প্রতি যেরূপ ভাব করেন—তাঁহারা দক্ষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন । ১৪৬

অনন্তর মহাবুদ্ধি দক্ষ, জামাতাকে মিষ্টবাক্যে স্তব করিয়া ও বহুতর সূনৃত
বাক্য বলিয়া কশ্যাপগণের অশ্ব তাঁহাকে অনুরোধ করেন । ১৪৭

সমমঞ্জীকৃতে ভাবং তাসু কর্তুং হিমাংশুনা ।
 স্বং জগাম ততঃ স্থানং দক্ষোহপি মুনিসত্তমঃ ॥ ১৪৯
 গতে দক্ষে মুনিশ্রেষ্ঠে বৈষম্যং তাসু চন্দ্রমাঃ ।
 জহৌ ন ভাবং তাঃ শম্বৎ কুপিতাঃ পিতরং গত্যাঃ ॥ ১৫০
 ততো দক্ষঃ পুনঃচন্দ্রমবরুধ্য সূতান্তরে ।
 সমাং বৃত্তিং প্রতিশ্রাব্য বচনক্ষেদমব্রবীৎ ॥ ১৫১
 ন সমং বর্ততে চন্দ্র সর্বায়াসু ভবান্ যদি ।
 তদা শম্পো ত্বহং তুভাং তস্ম্যাং কুরু সমঞ্জসম্ ॥ ১৫২
 ততো গতে পুনর্দক্ষে ন সমং বর্ততে যদা ।
 তাসু চন্দ্রস্তদা দক্ষং পুনর্গতাক্রবন্ ক্রবা ॥ ১৫৩
 ন তে বচঃ সংকুরুতে নৈবস্মাসু প্রবর্ততে ।
 বয়ং তপশ্চরিত্বামঃ স্থাস্থ্যামশ্চ তবাস্তিকে ॥ ১৫৪
 তাসামিতি বচঃ শ্রুত্বা কুপিতঃ স মহামুনিঃ ।
 ক্ষয়ায় চন্দ্রস্য পুনঃ শাপায়োৎসুকতাং গতঃ ॥ ১৫৫
 শাপায়োদ্যুস্তমসঃ কুপিতস্য মহামুনেঃ ।
 ক্ষয়ো নাম মহারোগো নাসিকাগ্রাদ্বিনির্গতঃ ॥ ১৫৬
 প্রেযিতঃ স চ চন্দ্রায় দক্ষেণ মুনিনা ততঃ ।
 প্রবিষ্টবাংস্তস্য দেহে ক্ষয়িতস্তেন চন্দ্রমাঃ ॥ ১৫৭

সুমহাশ্বা দক্ষ, নিজের ইচ্ছামত চন্দ্রকে অনুরোধ করিলে তিনি সকল পত্নীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করেন । ১৪৮

চন্দ্র, তাঁহাদিগের সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে অঙ্গীকার করিলে মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষ স্বস্থানে গমন করিলেন । ১৪৯

মুনিবর দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র সেই সকল পত্নীর প্রতি বৈষম্য পরিত্যাগ করিলেন না । তাঁহার পত্নীগণ তাহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া পিতৃসমীপে গমন করিলেন । ১৫০

তনুস্তর দক্ষ, তনয়াগণের জন্ত চন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া সকল পত্নীতেই সমান ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন এবং বলিলেন ; চন্দ্র ! যদি তুমি এহ সকলগুলির প্রতিই সমান ব্যবহার না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে শাপ দিব । অতএব অসামঞ্জস্যের কার্য্য করিও না । ১৫১-১৫২

পুনরায় দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র, যখন তাঁহাদিগের প্রতি স্বীকার মত সমান ব্যবহার না করিলেন ; তখন তাঁহারা রোষাবেশে পুনরায় যাইয়া দক্ষকে বলিলেন ; চন্দ্র, তোমার কথা রক্ষা করিলেন না ; তিনি আমাদিগের কাছে আইসেন না ; আমরা তপস্থা করিব ; তোমার নিকটে থাকিব । ১৫৩-১৫৪

মুনি দক্ষ, তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন ; তখন তাঁহার মন চন্দ্রকে ক্ষয়কারক শাপ দিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইল । ১৫৫

কুপিত মহামুনি শাপ দিতে উৎসুকচিত্ত হইলে তাঁহার নাসিকাগ্র হইতে ক্ষয় নামে মহারোগ নির্গত হইল । ১৫৬

সুমহাশ্বা দক্ষ, রোগকে চন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়াছেন ; রোগও চন্দ্র-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ; সেই রোগই চন্দ্রকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে । ১৫৭

ক্ষীণে চন্দ্রে ক্ষয়ং যাতা জ্যোৎস্নাস্তস্য মহাখ্যনঃ ।
 ক্ষীণাসু সর্বজ্যোৎস্নাসু সর্বৌষধ্যঃ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ১৫৮
 ঔষধ্যভাবান্নলোকেহস্মিন্ ন যজ্ঞঃ সম্প্রবর্ততে ।
 যজ্ঞাভাবাদনাবৃতিস্ততঃ সর্বপ্রজাক্ষয়ঃ ॥ ১৫৯
 যজ্ঞভাগোপভোগেন হীনানাং ভবতাং তথা ।
 দুর্বলত্বং সমুৎপন্নং বিকারশ্চ স্বগোচরে ॥ ১৬০
 ইতি বঃ কথিতং সর্বং যথাভুল্লোকবিপ্লবঃ ।
 যেনোপায়েন তচ্ছাস্তিস্তচ্ছৃণু সুরোত্তমাঃ ॥ ১৬১
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০

মহাত্মা চন্দ্র, ক্ষীণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার জ্যোৎস্নাও ক্ষীণ হইয়াছে ;
 জ্যোৎস্না ক্ষীণ হওয়াতে সকল ঔষধি ক্ষয় পাইয়াছে । ১৫৮

ঔষধি অভাবে জগতে আর যজ্ঞ হইতেছে না ; যজ্ঞ অভাবে অনাবৃতি,—
 তাহাতেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইয়াছে । ১৫৯

যজ্ঞভাগ-উপভোগ ব্যতীত তোমাদিগেব সেইরূপ দুর্বলত্ব এবং ব্যতিক্রম
 হইয়াছে । যে জন্ম জগতের ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম ;
 হে দ্বিজোত্তমগণ ! যে উপায়ে ঐ বিপদের শান্তি হইবে তাহা শ্রবণ কর ।
 ১৫০-১৬১

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০

একবিংশোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

গচ্ছন্ত ভোঃ সুরগণা দক্ষস্য সদনং প্রতি ।
প্রসাদয়ত চন্দ্রার্থে স চ পূর্ণো ভবেদ্যথা ॥ ১
পূর্ণে চন্দ্রে জগৎ সর্বং প্রকৃতিস্থং ভবিষ্ণতি ।
যুগ্মাকঞ্চ ভবেচ্ছান্তিরোষধীনাঞ্চ সম্ভবঃ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ শক্রপুৰোগম্যঃ ।
প্রযযুর্হৃষ্টমনসস্তদা দক্ষনিবেশনম্ ॥ ৩
যাথাশ্রায়ম্পস্থায় সর্বৈ মুনিবরং সুরাঃ ।
প্রোচুঃ প্রজাপতিং দক্ষং প্রণম্য ব্রহ্মণা গিরা ॥ ৪

দেবা উচুঃ—

প্রসাদ সীদতাং ব্রহ্মলক্ষ্ম্যাকং বহুদুঃখিনাম্ ।
উদ্ধরস্ব মহাবুদ্ধে ত্রাহি নঃ শোকসাগরং ॥ ৫
যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞকং সৃষ্টিকৃৎ পরমায়নং ।
তদংশস্তুং পরং জ্যোতির্বিপ্ররূপ নমো'হস্ত তে ॥ ৬
ব্রহ্মণাং সর্বজগতাং প্রজাপালনকারণাং ।
দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চেতি যোগেশস্তং নুমো বয়ম্ ॥ ৭
দক্ষায় সর্বজগতাং দক্ষায় কুশলায়ানাম্ ।
দক্ষায়াহুহিতায়াস্তু নমস্তুভাং মহাত্মনে ॥ ৮

চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ-মুক্তি ।

ব্রহ্মা কহিলেন ; হে সুরগণ ! তোমরা দক্ষ ভবনে গমন কর ; চন্দ্র যাহাতে পূর্ণ হন, সেই জন্য গিয়া দক্ষকে প্রসন্ন কর । ১

চন্দ্র, পূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ প্রকৃতিস্থ হইবে । তোমাদিগের শান্তি এবং ওষধি সকলেরও পুনরুদ্ভব হইবে । ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে দক্ষালয়ে গমন করিলেন । ৩

সকল দেবগণ, যথাযোগ্য বিনীতভাবে প্রজাপতি দক্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম-পূর্বক মধুরবচনে বলিতে লাগিলেন ; ব্রহ্মন্ ! আমরা বহু দুঃখে অবসন্ন, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ; হে মহামতে ! আমাদিগকে রক্ষা করুন, শোকসাগর হইতে উদ্ধার করুন । ৪-৫

পরমাত্মার ব্রহ্মা নামে যে সৃষ্টিকারক যুগ্ম, বিপ্ররূপী পরম জ্যোতি তাঁহারই অঙ্গস্থিত ; হে জ্যোতিঃ-স্বরূপ-বিপ্র ! আপনাকে নমস্কার । ৬

যিনি সর্ব জগতের রক্ষক বলিয়া “দক্ষ”, আর প্রজাপালক বলিয়া “প্রজাপতি” নামে অভিহিত, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি । ৭

সমস্ত জগতের পাটব-কর্তা কুশলায়াদিগের রক্ষাকর্তা মহাত্মা দক্ষকে সমস্ত আত্মহিতের জন্য নমস্কার করি । ৮

সভতং চিন্ত্যমানস্য যোগিভিনিম্নতেল্লিরৈঃ ।
 সারস্য সারভূতস্ত্বং দক্ষস্য পরমাশ্রমে ॥ ৯
 যোগিবৃত্তিরনাশ্রয়াঃ পারগাণাং পরায়ণঃ ।
 আদ্যন্তমুক্তঃ^১ সহসা তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ১০
 ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা দক্ষো যজ্ঞভুজাং তথা ।
 প্রাহ প্রসন্নবদনঃ শক্রমাভাষ্য মুখ্যতঃ ॥ ১১

দক্ষ উবাচ—

কুতঃ শক্র মহাবাহো ভবতাং দুঃখমাগতম্ ।
 দুঃখহেতুং বদ বিভো শ্রোতুমিচ্ছামাহন্ত তম্ ॥ ১২
 মমাস্তি বা কিং কর্তব্যং ভবতাং দুঃখহানয়ে ।
 তদহং যদি শক্লোমি করিষ্যামি হিতং সমম্ ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্রহ্মসূনোর্মহাশ্রমঃ ।
 জগাদ বাক্পতিঃ শক্লো বীতিহোত্রোহথ তং মুনিম্ ॥ ১৪

ত উচুঃ—

ক্ষয়ী জাতো নিশানাথস্তশ্বিন্ ক্ষীণে ক্ষয়ং গতাঃ ।
 সর্বৌষধ্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদ্ধানিৰ্যজ্ঞহানিকৃৎ ॥ ১৫
 যজ্ঞে বিনষ্টে সকলাঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্রয়কাতরাঃ ।
 বৃষ্ঠাভাবান্নহন্ধুঃখং প্রাপ্য নষ্টাশ্চ কাশচন ॥ ১৬
 ক্ষয়োহয়ং রাত্রিনাথস্য যন্তে কোপাং প্রবর্ততে ।
 স সর্বজগতো ব্রহ্মলভাবার্থমুপস্থিতঃ ॥ ১৭

সংযতেল্লিষ্ম যোগিগণ ঈহাকে সভত চিন্তা করেন, যিনি সেই সারবন্ত
 পরমাশ্রম সারভূত, তুমি সেই দক্ষ । ৯

হে অতি তেজস্বিন্ ! তুমি যোগবৃত্তি অধ্বযুগ্ম এবং পারগামীদিগেরও পরম
 গতি ; তোমাকে বারবার নমস্কার করি । ১০

সেই সকল দেবগণের এই কথা শ্রবণপূর্বক দক্ষ, প্রাধান্য-প্রযুক্ত ইন্দ্রকে
 সম্বোধন করিয়া প্রসন্ন-বদনে বলিতে লাগিলেন ; হে মহাবাহু ইন্দ্র ! কি কারণে
 তোমাদিগের দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ? প্রভো ! দুঃখের কারণ কি বল ; আমি
 তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি । ১১-১২

তোমাদিগের দুঃখ দূর করিতে আমাকেই বা কি করিতে হইবে ? আমার
 সাধ্যাতীত না হইলে আমি তোমাদিগের সম্পূর্ণরূপে হিত করিব । ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহামুনি ব্রহ্ম-তনয় দক্ষের সেই কথা শুনিয়া বৃহস্পতি,
 ইন্দ্র এবং অগ্নি, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । ১৪

হে দ্বিজবর ! শশধর ক্ষীণ হইয়াছেন, তাহাতে সকল ঔষধিই ক্ষয় প্রাপ্ত
 হইয়াছে ; ঔষধি অভাবে এখন আর যজ্ঞ হইতেছে না । ১৫

যজ্ঞ বন্ধ হওয়াতে অনাহুতি হইয়াছে, তাহাতে সকল প্রজাই ক্ষুধার জ্বালায়
 অস্থির, কতকগুলি প্রজা এইরূপ মহাদুঃখ পাইয়া প্রাণত্যাগও করিয়াছে । ১৬

ব্রহ্মন্ ! আপনার ক্রোধে এই যে চন্দ্রের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত
 জগৎ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা । ১৭

নাধুনা তল্লিভুবনে যন্ন ক্ষুৎক্ষণ নু কিঞ্চন ।
 বিপ্লুতং বাস্তি বিপ্রেস্তু স্বাবরাঃ পতগাশ্চ বা ॥ ১৮
 ন যজ্ঞাঃ সন্মপ্রবর্তন্তে ন তপস্শক্তি তাপসাঃ ।
 আহারহঃখান্নিগ্রীকাঃ প্রজাঃ কীণা ভয়াতুরাঃ ॥ ১৯
 এবং প্রবৃত্তে বিপ্রেস্তু বিপ্লবেহস্মাত্সাতলাৎ ।
 দৈত্যা ন যাবদুখায় বাধন্তে তাবদুচ্ছর ॥ ২০
 প্রসীদ দক্ষ চন্দ্রস্য তং পুরয় তপোবলাৎ ।
 পূর্ণে চন্দ্রে জগৎ সর্বং প্রকৃতিস্থং ভবিষ্যতি ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রজাপতিসুতস্তদা ।
 উবাচ তান্ সুরগগান্ হৃদয়াচ্ছল্যামুচ্ছরন্ ॥ ২২

দক্ষ উবাচ—

যন্মে বচো নিশানাথে প্রবৃত্তং শাপকারণম্ ।
 ন কেনাপি নিদানেন মিথ্যা কৰ্ত্ত্বং তদ্বৎসহে ॥ ২৩
 কিন্তু মন্বচনং যস্মান্নৈকান্তেন যুযা ভবেৎ ।
 চন্দ্রোহপি বর্জ্যতে যস্মান্তুহপায়মুদৈক্ষত ॥ ২৪
 তত্রাপ্যয়মুপায়োহস্তু মাসার্দ্ধং যাতু চন্দ্রমাঃ ।
 ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ মাসার্দ্ধং সমং ভার্য্যাসু বৰ্ত্ততাম্ ॥ ২৫
 তস্য তন্বচনং শ্রুত্বা তং প্রসাদ্য প্রজাপতিম্ ।
 সর্বং সুরগগান্তত্র গতা যত্রাস্তি চন্দ্রমাঃ ॥ ২৬

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! সপ্তসমুদ্র—বল, পশু-পক্ষী বল, সুর-মণ্ডলী বল,—অধুনা
 ত্রিজগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা ক্ষুৎ বা বিপ্লু হইয়া নাই । ১৮

এখন আর যজ্ঞ হয় না ; তপস্বী তপস্যা করেন না । প্রজাকুল ক্ষীণ ভয়াতুর
 এবং অন্নকষ্টে হতগ্রী । ১৯

হে বিপ্রবর ! এইরূপ বিপ্লব প্রবৃত্ত হইয়াছে , এখন যাবৎ দৈত্যগণ রসাতল
 হইতে উত্থিত হইয়া আমাদের পিছু না দেয়, তন্মধ্যে উদ্ধার করুন । ২০

দক্ষ ! চন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন, তপোবলে তাঁহাকে পূর্ণ করুন ; চন্দ্র পূর্ণ
 হইলে, সমস্ত জগতই প্রকৃতিস্থ হইবে । ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; তখন ব্রহ্মনন্দন দক্ষ, দেবগণের এই কথা শুনিয়া
 তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে শল্যোদ্ধার করত তাঁহাদিগকে বলিলেন ; চন্দ্রের
 প্রতি আমার যে শাপ-বাক্য নির্গত হইয়াছে, আমি কোন নিদান ধরিয়াই
 তাহা মিথ্যা করিতে পারি না । ২২-২৩

কিন্তু আমার বাক্যও একান্ত মিথ্যা না হয়, অথচ চন্দ্রও বৃদ্ধি পাইতে থাকে
 একরূপ উপায় দেখ । ২৪

তাহাতেও এইমাত্র উপায় আছে ; চন্দ্র, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার
 করুক, তবে একপক্ষ ক্ষয় ও একপক্ষ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । ২৫

হে ত্রিজগৎ ! দক্ষ এই কথা বলিলে, তাঁহার সেই কথা শুনিয়া এবং সেই—
 প্রজাপতি দক্ষকে প্রসন্ন করিয়া সুরগণ, সকলেই চন্দ্রমা যথায় ছিলেন তথায়
 গমন করিলেন । ২৬

এবমুক্তে তু বচনে দক্ষেণ মুনিনা দ্বিজাঃ ।
 অথ চন্দ্রে সমাদায় ভাৰ্য্যাভিঃ সহিতং তদা ।
 জগ্মুস্তে ব্রহ্মভবনং মুদিতাঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ২৭
 তত্র গত্বা মহাভাগা যথা দক্ষেণ ভাষিতম্ ।
 তৎ সৰ্ব্বং কথয়ামাসু ব্রহ্মক্ষে পরমাশ্রমে ॥ ২৮
 ব্রহ্মা দক্ষবচঃ শ্রুত্বা দেবানাং বদনাত্তদা ।
 চন্দ্রভাগং মহাশৈলং জগাম সহিতঃ সুরৈঃ ॥ ২৯
 তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রজানাং হিতকাম্যয়া ।
 স্নাপয়ামাস শুভ্রাংস্তং বৃহল্লোহিতপুষ্করে ॥ ৩০
 ভূতভবাভবজ্জ্ঞানঃ পূৰ্বমেব পিতামহঃ ।
 এতদৰ্থককরাত্র সরঃ পূৰ্ণং জগদুগ্ধম্ ॥ ৩১
 তত্র স্নাত্ব্য জন্তোন্তু নীরোগত্বং প্রজায়তে ।
 চিরায়ুর্দীক্ষ সততং বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে ॥ ৩২
 তত্র স্নাত্ব্য চন্দ্রস্য শরীরাত্তৎক্ষণং গদঃ ।
 রাজযক্ষ্মা নিঃসসার পূৰ্বরূপো যথোদিতঃ ॥ ৩৩
 নিঃসৃত্য রাজযক্ষ্মাপি ব্রহ্মাণঞ্চ জগৎপতিম্ ।
 প্রণম্যাহং কিং করিষ্যে ক গচ্ছাম ত্যুবাচ তম্ ॥ ৩৪
 স্থানং পত্নীঞ্চ লোকেশ কৃতাং মম সনাতনম্ ।
 নিদেশয়ানুরূপং মে শ্রষ্টা ত্বং জগতাং যতঃ ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাপি তং পুষ্টং নিরীক্ষ্যোন্মুং শরীরগৈঃ ।
 অমৃতৈস্তেনাতিভূক্তৈঃ ক্ষীণকাপি নিশাপতিম্ ॥ ৩৬

অনন্তর ভাৰ্য্যাগণ পরিবৃত্ত চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সেই সুরবরসমূহ হৃষ্টচিত্তে
 ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন । ২৭

মহাভাগগণ, তথায় গমন করিয়া দক্ষের কথিত সমস্ত কথাই পরমাশ্রা
 ব্রহ্মার নিকট বলিলেন । ২৮

ব্রহ্মা, দেবগণের প্রমুখাং দক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে
 সুবিস্তৃত চন্দ্রভাগ পৰ্ব্বতে গমন করিলেন । ২৯

সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, তথায় গমন করিয়া প্রজাগণের হিত-কামনায় লোহিত
 নামক বৃহৎসরোবর-জলে চন্দ্রকে স্নান করাইলেন । ৩০

ভূত-ভবিষ্যৎ-বৰ্ত্তমানজ্ঞানসম্পন্ন জগৎপ্রভু পিতামহ, এইজন্মই পূৰ্বে এই
 স্থানে এই জলপূর্ণ সরোবর সৃষ্টি করেন । ৩১

সেই লোহিত নামক বৃহৎ সরোবরে স্নান করিলে, প্রাণী রোগ-শূন্য এবং
 চিরজীবী হয় । ৩২

তথা স্নান করিবামাত্র চন্দ্রের শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ রাজযক্ষ্মা রোগ নির্গত
 হইল ; তখন আবার তাঁহার পূৰ্বেই শরীর রূপ প্রকাশ পাইল । ৩৩

রাজযক্ষ্মা, নিঃসৃত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণামপূৰ্বক বলিল,—আমি
 কি করিব ? কোথায় যাইব ? ৩৪

হে লোকেশ ! আপনি ত্রিজগতের সৃষ্টিকর্তা, অতএব আপনি আমার
 অনুরূপ ভাৰ্য্যা, বাসস্থান এবং চিরন্তন কর্তব্যকার্য্য স্থির করিয়া দিন । ৩৫

দোৰ্ভিঃ স্বয়ং তং গৃহীত্বা গিরৌ নিষ্পিষ্ট্য বৈ মুহুঃ ।
 অমৃতং গালয়ামাস শরীরাদ্রাজ্যক্ষণঃ ॥ ৩৭
 অমৃতানি চ যান্মাস্ত গালিতানি তদা জলে ।
 ক্ষীরোদস্য স চিক্ষেপ মধ্যো রহসি লোকভূং ॥ ৩৮
 তস্মাদস্মামৃতাদিন্দোঃ কলাঃ ক্ষীণাস্ত যঃ পুরা ।
 তাসাং জগ্রাহ লবণশ্চূর্ণান্ ক্ষীরোদসাগরাৎ ॥ ৩৯
 কলামাত্রাবশেষস্য সংসর্গাদ্রাজ্যক্ষণঃ ।
 ক্ষীণাঃ কলাঃ পঞ্চদশ যঃ পূৰ্ব্বমমৃতান্বিতাঃ ॥ ৪০
 তা রাজ্যক্ষণগৰ্ভস্থান্চূর্ণীভূতাস্ত পীড়য়া ।
 তেজোজ্যোৎস্নাসুধাভিস্ত নিবদ্ধং যৎ কলাপতেঃ ॥ ৪১
 শরীরং তদ্বিধা ভূতং গৰ্ভস্থং রাজ্যক্ষণঃ ॥ ৪২
 জ্যোতিশ্চূর্ণমভূৎ জ্যোৎস্না লীনা রাজাদিয়ক্ষণি ।
 ব্রবীতুতাঃ সুধাঃ সৰ্ব্বা গৰ্ভে রোগস্য চ স্থিতাঃ ॥ ৪৩
 যদা নির্গালয়ামাস সুধাং ব্রহ্মা যক্ষ্মাস্তুরাং ।
 তদা জ্যোৎস্নাসুধাজ্যোতিঃ সৰ্ব্বং তস্মাদহির্গতম্ ॥ ৪৪
 ক্ষীরোদসাগরে ক্ষিপ্তং তৎসৰ্বং বিধিনা তদা ।
 দেবান্ গিরৌ পরিত্যজ্য স্বয়ং গত্বা ক্রতং ততঃ ॥ ৪৫
 ততোহমৃতানি প্রক্ষালা কলাচূর্ণানি বারিভিঃ ।
 জ্যোৎস্নাক্ষাপ্যাজগামাস্ত গৃহীত্বা তদ্রয়ং গিরিমে ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, ব্রহ্মা, রাজ্যক্ষ্মাকে চন্দ্রের শরীর-স্থিত অমৃতপানে পরিপুষ্ট এবং চন্দ্রকে ক্ষীণ দেখিলেন । ৩৬

বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে ধারণপূর্বক বারংবার পর্বতে নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই রাজ্যক্ষ্মার দেহ হইতে অমৃত বাহির করিয়া লইলেন । ৩৭

লোকপালক ব্রহ্মা সেই বহিষ্কৃত অন্তঃস্থ অমৃত, ক্ষীরোদসাগরে জলমধ্যে গোপনে নিক্ষেপ করিলেন । ৩৮

পূর্বের চন্দ্রের কলাসকল ক্ষীণ হইয়াছিল, এখন ব্রহ্মা সেই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষিপ্ত অমৃত হইতে তিল তিল কলাচূর্ণ গ্রহণ করিলেন । ৩৯

রাজ্যক্ষ্মারোগ-প্রভাবে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের যে অমৃতময়ী পঞ্চদশকলা ক্ষয় পাইয়াছিল, তাহা রাজ-যক্ষ্মারই গৰ্ভে ছিল । ৪০

এখন নিষ্পীড়ন বশে তৎসমস্ত চূর্ণ হইয়া যাইল । তেজ, জ্যোৎস্না এবং অমৃত এই তিন পদার্থময় । চন্দ্র-শরীর, তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া রাজ-যক্ষ্মার গৰ্ভে থাকে । ৪১-৪২

জ্যোতি চূর্ণ হইয়াছিল, জ্যোৎস্না রাজ্যক্ষ্মা-দেহে লীন হইয়াছিল, আর অমৃতবাণি ব্রবভাবে উক্ত রোগের উদরে ছিল । ৪৩

ব্রহ্মা যখন রোগের উদর হইতে অমৃত বাহির করেন, তখন কেবল অমৃত নহে—জ্যোৎস্না, জ্যোতি এবং অমৃত, সকলই বাহির হইয়াছিল । ৪৪

তখন বিধি তৎসমস্তই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষেপ করেন । অনন্তর বিধাতা দেবগণকে পর্বতে ছাড়িয়া স্বয়ং সত্তর ক্ষীরোদসাগরে গমন করেন । ৪৫

ক্ষীরোদাদ্গিরিমাংসাদ্ চন্দ্রভাগং তদা বিধিঃ ।
 দেবমধ্যে কলাচূর্ণং সুধাজ্যোৎস্না স্তবীবিধং ॥ ৪৭
 সংস্থাপ্য তন্ত্রয়ং ব্রহ্মা দেবানাং মধ্যতঃ স্থিতঃ ।
 জগাদ রাজযক্ষাণং তৎস্থানাং নিদেশয়ন্ ॥ ৪৮

* ব্রহ্মোবাচ—

সর্বদা যো দিব্যরাজৌ সঙ্ঘ্যায়ানং বনিতারতঃ ।
 সেবতে সুরতং তস্মিন্ রাজযক্ষান্ বসিষ্যসি ॥ ৪৯
 প্রতিজ্ঞায়-শ্বাসকাস-সংযুক্তো মৈথুনং চরেৎ ।
 স তে প্রবেশ্যঃ সততং স্নেহগণচ্চ তথাবিধঃ ॥ ৫০
 কৃষ্ণাখ্যা মৃত্যুপুত্রী যা ভবতঃ সদৃশী গুণৈঃ ।
 সা তেহস্ত ভার্যা সততং ভবন্তমনুযায়তি ॥ ৫১
 ক্ষীণতঃ ভবতঃ কৃত্যং তত্তত্ত্বং বিষয়ং কুরু ।
 ক্রতং গচ্ছ যথাকামং চন্দ্রাং তং বিমুখো ভব ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বিসৃষ্টৌ বিধিনা রাজযক্ষা মহাগদঃ ।
 পশুতাং সর্বদেবানামন্তর্দ্বানং জগাম হ ॥ ৫৩
 অন্তর্হিতে মহারোগে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 চন্দ্রং সমগ্রায়ামাস কলাপঞ্চদশৈধিতম্ ॥ ৫৪
 তেন ক্ষীরোদধৌতেন সুধাপুগেন চাশ্বভূঃ ।
 সজ্যোৎস্নেন্দ্র কলাচূর্ণৈঃ পূর্ববজ্জাকরোদ্ধিধুম্ ॥ ৫৫

তৎপরে অমৃত, কলাচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না—এই তিন বস্তুই সমুদ্রে প্রক্ষালন-পূর্বক গ্রহণ করিয়া সেই পর্বতে আগমন করিলেন । ৪৬

বিধি, ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে চন্দ্রভাগ পর্বতে আসিয়া দেবগণের মধ্যে কলাচূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না স্থাপন করিলেন । ৪৭

ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে সেই তিন বস্তু রাখিয়া রাজযক্ষার বাসস্থানাদি কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন । ৪৮

যে ব্যক্তি, দিবা রাত্রি, সঙ্ঘ্যা—সকল সময়েই রমণীতে আসক্ত হইয়া সুরভসেবা করে, হে রাজযক্ষন । তুমি তাহার শরীরে বাস করিবে । ৪৯

যে ব্যক্তি, প্রতিজ্ঞায় রোগ, শ্বাসরোগ, কাসরোগ বা স্নেহরোগযুক্ত হইয়া মৈথুনাসক্ত হয়, তুমি, তাহাতে প্রবেশ করিবে । ৫০

তৃষ্ণানামী মৃত্যুকণ্ঠা, গুণে তোমার অনুরূপা ; সেই তোমার ভার্যা হউক ; সে তোমার সতত অনুগামিনী হইবে । ৫১

ক্ষীণতাই তোমার কর্তব্য কর্ম ; তুমি যথায় থাকিবে, তাহার ক্ষীণতা করিবে, এখন সত্তর যথেষ্ট স্থানে গমন কর, চন্দ্রের প্রতি বিমুখ হও । ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহারোগ রাজযক্ষা ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বিদায় পাইয়া সর্বদেবগণসমক্ষে অন্তর্হিত হইল । ৫৩

সেই মহারোগ অন্তর্হিত হইলে পর, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, কলামাত্রাব-শিষ্ট চন্দ্রকে পঞ্চদশ কলার দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন । ৫৪

অর্থাৎ স্বয়ম্ভু, সেই সেই অমৃতরাশি জ্যোৎস্না এবং কলাচূর্ণ দ্বারা চন্দ্রকে পূর্ববৎ করিলেন । ৫৫

স ষোড়শকলাপূর্ণঃ পূৰ্ববদ্বিবভৌ যদা ।
চলন্তদা সৰ্বদেবা যুগ্মতন্ত্য দৰ্শনাং ॥ ৫৬
অথ চলন্তদা পূৰ্ণঃ প্রাপিত্য পিতামহম্ ।
উবাচেনং সুরসদোমধ্যাগো নাতিহৰ্ষিতঃ ॥ ৫৭

সোম উবাচ—

ন স্যাম^১ পূৰ্ববদ্ ব্রহ্মহরীরে মম বৰ্ত্ততে ।
ন বীৰ্যাং বা তথোৎসাহো নিষীদন্ত্যঙ্গসঙ্কয়ঃ ॥ ৫৮
নোৎসাহে পূৰ্ববচেষ্ঠাং বিধাতুং সূতরামহম্ ।
চেষ্ঠাহীনস্ত্বনুদিনং বৰ্ত্তেয়ং কেন লোককৃৎ ॥ ৫৯

ব্রহ্মোবাচ—

গ্রস্তস্য যক্ষ্মণা সোম যদভুদঙ্গসঙ্কয়ঃ ।
পূৰ্বং বিশীর্ণা ভবতন্ত্বৎপূৰ্ণমভবন্ন হি ॥ ৬০
অধুনা ভবতো দেহচূৰ্ণং নিঃসারিতং ময়া ।
শরীরং সায়ুতজ্যোৎস্নমঙ্গসা রাজ্যযক্ষ্মণঃ ॥ ৬১
ভেষ্যং প্রক্ষালনবিধৌ লবশো যংস্থিতং জলে ।
জ্যোৎস্নায়াশ্চ সুধায়াশ্চ ভেন হীনো ভবান্ যতঃ ॥ ৬২
ততোহঙ্গসঙ্কয়ো রাজ্যংস্তব সীদন্তি সাম্প্রতম্ ।
তস্যোপায়ং বিধাস্যামি যথা নাস্তি লভেস্তবান্ ॥ ৬৩
প্রাজাপত্যঃ পুরোভাশো হবনীয়ঃ পুরোহধ্বরে ।
ঐন্দ্রস্ততোহনু চাগ্নেয়ঃ প্রদেয়ঃ সৰ্বতঃ ক্রতো ॥ ৬৪

যখন চল, ষোল কলাপূর্ণ হইয়া পূৰ্ববৎ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, তখন দেবগণ, তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । ৫৬

অনন্তর পূর্ণচন্দ্র, পিতামহকে প্রণাম করিয়া সুর-সভামধ্যে অনতি-হৃষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে বলিলেন । ৫৭

সোম বলিলেন,—ব্রহ্মন ! আমার শরীরে এখন পূৰ্বের ন্যায় আস্থা নাই, বীৰ্য্য নাই, উৎসাহ নাই ; অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িতেছে । ৫৮

আমি পূৰ্বের ন্যায় চেষ্ঠা (গমনাদি) করিতে পারিতেছি না ; প্রত্যহ এইরূপে চেষ্ঠাহীন হইয়া থাকিব কিরূপে ? ৫৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—চন্দ্র ! যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত হওয়াতে তোমার অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই । ৬০

আমি, এখন, রাজ-যক্ষ্মার উদর হইতে তোমার যে দেহচূৰ্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না নিঃসারিত করিলাম । ৬১

সেই চূৰ্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্নার প্রক্ষালনসমন্বয়ে যে কিছু অংশ জলে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তোমার শরীরে নাই । ৬২

এই জন্যই হে রাজন ! এখন তোমার অঙ্গসন্ধি সকল অবসন্ন । বাহা হউক, যাহাতে তোমার কষ্ট দূর হইবে, তাহার উপায় কীৰ্ত্তন করিতেছি । ৬৩

যজ্ঞে প্রথমে প্রাজাপত্য, তৎপরে ঐন্দ্র, তৎপরে আগ্নেয় পুরোভাশ আহুতি দিবে ; সকল যজ্ঞেই এই নিয়ম । ৬৪

ততো নু ভবতো ভাগঃ পুরোডাশো ময়া কৃতঃ ।
 তেন ভাগেন ভুঞ্জন নিত্যং যজ্ঞকৃতেন হি ।
 পূর্ববৎ তে সমুৎসাহঃ শ্যাম বীর্য্যং ভবিস্মৃতি ॥ ৬৫
 যে চামৃতকণাস্তোষ্যে ক্ষীরোদস্য স্থিতাস্তব ।
 শরীরচূর্ণং বা যন্তে জ্যোৎস্নাঞ্চাপি যে লবাঃ ।
 তৎসৰ্ব্বং ভবতো জ্যোৎস্নাযোগাদনুদিনং বিধো ।
 বুদ্ধিং যাস্মতি সততং ক্ষীরসাগরগর্ভগম্ ॥ ৬৬
 স্বারোচিষেষুস্তরে প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে শঙ্করাংশজঃ ।
 দুৰ্ব্বাসা ভবিতা বিপ্রঃ প্রচণ্ডশণ্ডভানুবৎ ॥ ৬৭
 স দেবেন্দ্রস্যাবিনম্রাচ্ছাপং দত্ত্বা সুদারুণম্ ।
 করিস্মতি ত্রিভুবনং নিঃশ্রীকং সুসুরাসুরম্ ॥ ৬৮
 শ্রিয়া হীনে ততো লোকে ভবিতা লোকবিপ্লবঃ ।
 যথা ভব ক্ষয়াৎ সোম প্রবৃত্তঃ সৰ্ব্ববিপ্লবঃ ॥ ৬৯
 তন্মানুষপ্রমাণেন তৃতীয়ে তু কৃতে যুগে ।
 ভবিস্মৃতি স্থাস্মতি চ যাবদ্ যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭০
 ততশ্চতুর্থ্যে সম্প্রাপ্তে সহ দেবৈঃ কৃতে যুগে ।
 ক্ষীরোদং নির্মথিস্থামঃ শম্ভুবিষ্ণুরহং তথা ॥ ৭১
 মস্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ।
 যজ্ঞভাগেষু হীনেষু দেবান্নার্থং বয়ং ততঃ ।
 মথিস্থামঃ সমং দেবৈঃ ক্ষীরোদং সহ দানবৈঃ ॥ ৭২

তাহার পর, তোমার ভাগেব পুরোডাশ ; আমি এই নিয়ম করিয়াছি ।
 সেই যজ্ঞীয় ভাগ নিত্য ভোজন করিলে তোমার পূর্ববৎ উৎসাহ, স্থিতিশক্তি
 এবং বীর্য্য ইহবে । ৬৫

ক্ষীরোদসাগরের জলে তোমার যে সকল অমৃত্যাংশ দেহচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না-
 কণা বর্তমান আছে, হে শশধর ! তৎসমস্তই তোমার জ্যোৎস্নাসংসর্গে প্রত্যহ
 বাড়িতে থাকিবে । ৬৬

স্বারোচিষ-মহাস্তরের দ্বিতীয় সত্যযুগে শঙ্করের অংশ-সম্ভূত, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-
 সদৃশ উগ্র-স্বভাবসম্পন্ন দুৰ্ব্বাসা নামে এক ব্রাহ্মণ হইবেন । ৬৭

তিনি দেবরাজের দুর্কিনয় বশতঃ তাঁহাকে নিদারুণ শাপ দিয়া সুরাসুর-
 পরিবৃত্ত ভুবনমণ্ডলকে শ্রীহীন করিবেন । ৬৮

হে চন্দ্র ! তোমার ক্ষয়ে এখন যেমন লোকবিপ্লব হইয়াছে, সমস্ত জগৎ
 শ্রীহীন হইলে, এইরূপ লোক-বিপ্লব হইবে । ৬৯

তৃতীয় সত্যযুগে এ ঘটনা হইবে ; মনুষ্য-প্রমাণে চারি যুগ এইরূপ বিপ্লবাবস্থা
 থাকিবে । ৭০

অনন্তর চতুর্থ সত্যযুগ আসিলে, আমি শিব এবং বিষ্ণু—আমরা দেবগণ
 সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদসাগর মস্থন করিব । ৭১

যজ্ঞভাগহীন হইলে আমরা দেবগণের জন্ম মন্দরপর্বতকে মস্থনদণ্ড ও
 বাসুকিকে মস্থন-রজ্জু করিয়া দেব-দানব সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদসাগর মস্থন
 করিব । ৭২

তচ্ছরীরামৃতমিদং যৎস্থিতং ক্ষীরসাগরে ।
 তৎ প্রমথ্য গ্রহীত্বামো রাশীভূতং তথা ক্ষয়ম্ ॥ ৭৩
 সর্কৌষধ্যন্তরে কৃত্বা তচ্ছরীরং তদা বয়ম্ ।
 ক্ষেপ্যামঃ সাগরজলে শবীরার্থং বিধৌ তব ॥ ৭৪
 নির্মথ্য সাগরং পশ্চাৎ সমুদ্রার্ধ্যা যদামৃতম্ ।
 তদা তব বপুস্তস্মিন্ পূর্ববৎ সন্তবিষ্ণুতি ॥ ৭৫
 ওজোবীৰ্য্যাস্তুতং কাস্তমক্ষয়ঞ্চ সুধাস্বকম্ ।
 দৃঢ়াঙ্গদক্ষিকং চারু ভবিষ্ণুতি বপুস্তব ॥ ৭৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সুধাংশুমেবমাভাশ্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 বিধৌ ক্ষয়্য মাংসার্দ্ধং বৃদ্ধয়ে যত্ববানভূৎ ॥ ৭৭
 যথা দক্ষেণ গদিতং মাংসার্দ্ধং যাতু চন্দ্রমাঃ ।
 ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ মাংসার্দ্ধং যত্বং তত্রাকবোধিষিঃ ॥ ৭৮
 ততঃ ষোড়শধা চন্দ্রং সুবজ্রোষ্ঠৌ বিভক্তবান্ ।
 বিভজ্য চ সুরান্ সর্বান্ সমুবাচেদমুত্তমম্ ॥ ৭৯
 কলাঃ ষোড়শ চন্দ্রশ্য তত্রৈকা শত্শুমুর্দ্ধনি ।
 তিষ্ঠত্বদ্যাবধি পরা ক্ষয়ং যাস্তু ক্ষয়ং বিনা ॥ ৮০
 ক্ষয়েণ যদি রোগেণ মাংসার্দ্ধং দক্ষবাক্যতঃ ।
 ক্ষয়্য পীড়্যতে চন্দ্রো নোপশান্তিস্তদা ভবেৎ ॥ ৮১
 কিং ত্বয় যা কলা শস্তৌ জ্যোৎস্না গচ্ছতু তাং প্রতি ।
 চতুর্দশকলাসংস্থাঃ প্রতিমাসং সুরোত্তমাঃ ॥ ৮২

এই তোমার শরীরামৃত, যাহা ক্ষীরোদসাগরে রহিল ; রাশীকৃত এই অক্ষয়-
 সুধা—মস্থন করিয়া গ্রহণ করিব । ৭৩

চন্দ্র । তোমার এই দেহকে পুষ্ট করিবার জন্ত সর্কৌষধি দ্বারা বেষ্টিত
 করিয়া ইহাকে সাগর-জলে নিক্ষেপ করিব । ৭৪

আমরা সাগরমস্থন করিয়া যখন অমৃত উত্তোলন করিব, তখন তোমার
 দেহ পূর্ববৎ হইবে । ৭৫

তখন তোমার দেহ, তেজো-বীৰ্য্য-সম্পন্ন, অক্ষয় সুধাময় এবং দৃঢ়সন্ধি-যুক্ত
 হইবে । ৭৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সুধাংশুকে এই কথা বলিয়া
 তাঁহার এক পক্ষ ক্ষয়, আর এক পক্ষ বৃদ্ধি—ইহার জগৎ যত্বশীল হইলেন । ৭৭

চন্দ্র একপক্ষ ক্ষয় পাইবে, আর একপক্ষ বৃদ্ধি পাইবে, দক্ষ এই কথা বলিয়া-
 ছিলেন, বিধাতা তাহা রক্ষা করিতে যত্ববান হইলেন । ৭৮

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে ষোলভাগে বিভক্ত করিলেন ; বিভাগ করিয়া
 সমস্ত সুরগণকে এই উত্তম কথা বলিতে লাগিলেন । ৭৯

চন্দ্রের ষোলকলা ; তন্মধ্যে এক কলা অদ্যাবধি শিবের মন্তকে থাক্ ; আর
 অন্য সমস্ত কলা, বিনা যক্ষ্মারোগে ক্ষয় পাইবে । ৮০

যদি চন্দ্র, দক্ষের বাক্যে, একপক্ষকাল, ক্ষয়রোগে পীড়িত হইয়া ক্ষীণ হয়,
 তাহা হইলে আর ইহার শান্তি হইবে না । ৮১

হে সুরবরগণ ! প্রতিমাসের প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত চতুর্দশদিনে

চতুর্দশকলাসংস্থাস্মৃত্তানি পিবন্তু বৈ ।
 প্রতিপত্তিধিমাৱভ্য ভবন্তস্তাং চতুর্দশীম্ ॥ ৮৩
 তেজোভাগাঃ সূর্য্যবিহ্বং চতুর্দশতিথৌ ক্রমাং ।
 প্রবিশন্ত ক্ষয়ং ত্বেবং কৃষ্ণপক্ষে বিশোৰ্ভবেৎ ॥ ৮৪
 যাতু শেষা কলা দর্শে হরিংপজে পলায়িতা ।
 তিষ্ঠতু প্রথমে ভাগে তিথৌ তস্তাং নিশাপভেঃ ॥ ৮৫
 দ্বিতীয়ে দর্শভাগে তু রোহিণ্যা যাতু মন্দিরম্ ।
 তৃতীয়ে তু সরস্বত্যাং স্নাত্তা সমুখিতো বিধুঃ ॥ ৮৬
 চতুর্থে বলসম্পূর্ণস্থিতিভাগে বিভাবসোঃ ।
 মণ্ডলং যাতু চন্দ্রোহয়ং সবিস্বরথঘোটকঃ ॥ ৮৭
 যাবৎ কালেন হি কলা প্রথমা ক্ষয়মাপ্নুয়াৎ ।
 এবমেবং কৃষ্ণপক্ষে তাবৎ সা প্রতিপদ্ ভবেৎ ॥ ৮৮
 দ্বিতীয়াদৌ কৃষ্ণপক্ষে বৃদ্ধিত্রাসস্তথাবিধঃ ।
 তিথীনাং বৃদ্ধিহেতুশ্চ শুক্রে কৃষ্ণে তথা ভবেৎ ॥ ৮৯
 ততঃ পুনঃ শুক্লপক্ষে যাবৎ পূর্ব্বকলোদিতা ।
 বৃদ্ধিং নৈতি ভবেত্তাবৎ প্রতিপত্তিথিরাদিতঃ ॥ ৯০
 ততো দ্বিতীয়ভাগস্য যা জ্যোৎস্না ত্রয়মুর্দ্ধনি ।
 স্থিতা^১ য়া বৈ কলা যাতু গতী সা পুনরেস্থতি ॥ ৯১
 যুগ্মাভিস্তু ভবেৎ পেয়মমৃতং যদ্বিনে দিনে ॥ ৯২
 তদ্বিতীয়াদিতিথিভিঃ পূর্ণান্তাভিঃ সৈদব হি ।
 স্বয়মুৎপৎস্যাতে চন্দ্রো জ্যোৎস্নাযোগাৎ সুরোত্তমাঃ ॥ ৯৩

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের চতুর্দশ কলার জ্যোৎস্না শিবমন্তকস্থিত শশিকলাতে গমন করিবে ; অমৃত তোমরা পান করিবে । ৮২-৮৩

তেজোভাগ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইবে । কৃষ্ণপক্ষে, এইরূপ চন্দ্রক্ষয় হইবে । ৮৪

চন্দ্রের অবশিষ্ট এক কলা অমাবস্যাতিথিব প্রথমভাগে হরিংপজে লুকাইয়া থাকিবে । ৮৫

দ্বিতীয় ভাগে রোহিণীতে গমন করিবে ; তৃতীয়ভাগে কলাবশিষ্ট বিধু-কলা সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া সমুজ্জ্বল হইবে । ৮৬

আর চতুর্থভাগে বলসম্পন্ন হইয়া নিজমণ্ডল ও রথ-ঘোটক-সমভিব্যাহারে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবে । ৮৭

প্রথম কলার ক্ষয় যতক্ষণে হয়, ততক্ষণেই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ । কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া প্রভৃতির ক্ষয়-বৃদ্ধিও কলাক্ষয়ের সময়-ভারতম্যা অনুসারে হইয়া থাকে । এই জগাই তিথিসকলের ত্রাসবৃদ্ধি শুক্ল, কৃষ্ণ—উভয়পক্ষেই হইয়া থাকে । ৮৮-৮৯

তৎপরে যে পর্য্যন্ত প্রথম কলা উদয় হইতে থাকে, দ্বিতীর কলার উদয় না হয়, তাবৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ, অনন্তর শিবশিরোভূষণ শশিকলাতে অবস্থিত দ্বিতীয় ভাগাদির জ্যোৎস্না ক্রমে পুনরায় আগত হইবে ; তোমরা কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ যে অমৃত পান করিবে । ৯০-৯২

১। স্থিতায় বৈ কলায়াং তু—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যথা দিনে দিনে ভাগাঃ ক্ষয়ং যান্তি তথা বিধোঃ ।
 বৃদ্ধিং গচ্ছন্ত্যনুদিনং গুরুপক্ষেহস্বহং সুরাঃ ॥ ১৪
 ভেজোভাগঃ সূর্য্যবিদ্যাং পুনরেষ সমেচ্ছতি ।
 প্রযাস্ততি কৃষ্ণপক্ষে যথা ভাগক্রমং তথা ॥ ১৫
 জ্যোৎস্না হরশিরশ্চল্লাং প্রত্যাহং পুনরেচ্ছতি ।
 ভেজোভাগঃ সূর্য্যবিদ্যাদয়ত্তং বর্ষতি স্বয়ম্ ॥ ১৬
 এবং বৃদ্ধিঃ গুরুপক্ষে সুধাংশোঃ সম্ভবিস্ততি ।
 পক্ষয়োঃ গুরুকৃষ্ণত্বং চন্দ্রবৃদ্ধিক্রয়াদ্ ভবেৎ ॥ ১৭
 যাবৎ কালেন যো ভাগঃ ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ যাস্ততি ।
 তাবৎ কালমভিব্যাপ্য ভিধিঃ স্থাস্ততি সা পুনঃ ॥ ১৮
 চিরেণ বৃদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা, ক্রতেন বৃদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা ।
 ক্রতান্তিধীনাস্ত সদা ক্ষয়ঃ স্যাদিরন্ত বৃদ্ধিস্তিথিষু প্রবেশে ॥ ১৯
 হব্যং কব্যঞ্চ চন্দ্রেণ বিনা ন সম্ভবিস্ততি ।
 তস্মাস্তয়োঃ প্রবৃদ্ধার্থং চন্দ্রেণ রক্ষন্ত দেবতাঃ ॥ ১০০
 আশ্বাসনীলঃ শুভ্রাং শুঃ কলাশেষোহনুমাসতঃ ।
 অমাবাস্যাপরার্দ্ধে তু পিতৃভী রোহিণীগৃহে ॥ ১০১
 তস্মৈবাস্বাদনাং কবাং বৃদ্ধিং যাস্ততি চান্নহম্ ।
 তেন কব্যেন পিতরন্তুপ্তিং যাস্ততি বৈ পরাম্ ॥ ১০২

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! চন্দ্র গুরুপক্ষের দ্বিতীয়াদি তিথিতে তৎসমস্ত দ্বারা এবং জ্যোৎস্নাযোগে পূর্ণ হইতে থাকিবে । ১৩

যেমন কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ শশিকলা ক্ষয় পাইতে থাকে, হে দেবগণ ! সেইরূপ গুরুপক্ষে প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৪

গুরুপক্ষে চন্দ্রের ভেজোভাগ সূর্য্যমণ্ডল হইতে পুনরায় সমাগত হইবে । আর কৃষ্ণপক্ষে ক্রমানুসারে তাহা সূর্য্যমণ্ডলে সঞ্চিত হইতে থাকিবে । ১৫

শিব-শিরো-ভূষণ-শশিকলা হইতে জ্যোৎস্না পুনরায় আসিবে । ভেজো-ভাগ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে আসিবে আর অমৃত স্বয়ং উৎপন্ন হইবে । ১৬

গুরুপক্ষে এইরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি হইবে । চন্দ্রের বৃদ্ধি-ক্ষয় অনুসারেই গুরুপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ এই দ্বিবিধ নাম হইয়াছে । ১৭

যে ভাগ, যতক্ষণে ক্ষয় বা বৃদ্ধি পাইয়া চরমাবস্থাতে উপনীত হইবে, সেই ভাগ-সংখ্যানুসারে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত তিথির পরিমাণ ততক্ষণ হইবে । ১৮

যদি শীঘ্র কলার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়, অথবা যদি বিলম্বে কলার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়, তাহা হইলে, শীঘ্র ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি অল্পপরিমাণ, আর বিলম্বে ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি দীর্ঘপরিমাণ হয় । ১৮-১৯

চন্দ্রব্যতীত হব্য-কব্য হয় না ; অতএব হব্য-কব্যের বৃদ্ধির জন্ম দেবগণ চন্দ্রকে রক্ষা করুন । ১০০

আর পিতৃগণ প্রতিমাসে অমাবস্যার অপরাহ্নে কলাবশিষ্ট চন্দ্রকে রোহিণী-গৃহে ভোজন করিবেন । ১০১

তদাস্বাদনে প্রত্যহ কব্য বৃদ্ধি হইবে ; সেই কব্য দ্বারা পিতৃগণ পরম তৃপ্তি-লাভ করিবেন । ১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সুরগণাঃ সৰ্ব্বে যথোক্তং বিধিনা তথা ।
 চক্ৰলোকহিতার্থায় চন্দ্রস্য ক্ষয়বৃদ্ধয়ে ॥ ১০৩
 মহাদেবোহপি চন্দ্রাৰ্দ্ধং স্বরূপং পরমাশ্রয়ঃ ।
 জগ্রাহ দেবৈর্বিধিনা শিরসা ক্ষুধিতো ভৃশম্ ॥ ১০৪
 যন্তেজঃ পরমং নিত্যমজমব্যয়মক্ষয়ম্ ।
 তৎস্বরূপা চন্দ্রকল' শাপিতস্তু ক্ষয়ং গতা ॥ ১০৫
 প্রবিশতি যদা জ্যোতিরানন্দমজরং পরম ।
 যোগিনস্ত তদা তেষাং চিন্তনং লীনমেচ্ছতি ॥ ১০৬
 মহাদেবশিরঃসংস্থে লীনে চিত্তে সুধানিধৌ ।
 চন্দ্রদ্বারা ভবেদ্ধুক্তিরিত্যেবং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ১০৭
 এতজ্ জ্ঞাত্বা মহাদেবঃ ক্ষয়বৃদ্ধ্যবিনাকৃতম্ ।
 হিতায় সৰ্বলোকানাং জগ্রাহ শিরসা বিধুম্ ॥ ১০৮
 চন্দ্রজ্যোৎস্নাসমায়োগাদৌষধো যান্তি বৃদ্ধয়ে ।
 সৰ্বৌষধীষু বৃদ্ধাসু প্রবর্ত্তন্তে ততোহক্ষরাঃ ॥ ১০৯
 অধ্বেবেষু প্রবৃত্তেযু স্থান স্থান্ ভাগাংস্তু দেবতাঃ ।
 পরিগৃহ্ণন্তি পিতরন্তথা কব্যানি ভূরিণঃ ॥ ১১০
 অমৃতং ব্রহ্মণা সৃষ্টং যদ্বেবেভ্যঃ পুরাতনম্ ।
 তেন তৃপ্যন্তি হীনা য়ে হব্যভাগেন দেবতাঃ ॥ ১১১
 যজ্ঞেনাপ্যায়িতং তচ্চ জ্যোৎস্নাভিবৃদ্ধিম্নেতি বৈ ।
 যজ্ঞজ্যোৎস্না বিনাভূতং তচ্চ স্যাৎ ক্ষীণমগতম্ ॥ ১১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—অনন্তব, দেবগণ সকলে লোকহিতের জন্য চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি বিষয়ে ব্রহ্মার আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিলেন । ১০৩

দেবগণ ও ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রার্থনা করিলে, মহাদেব পরমাশ্রয়রূপ শশিকলাকে মন্তকে ধারণ করিলেন । ১০৪

যে পরম তেজ জন্মমৃত্যুশূন্য এবং পরিবর্ত্তনরহিত, এই শশিকলা, সেই তেজঃ স্বরূপ, এইজন্তু তাহার আর ক্ষয় হয় না । ১০৫

যোগিগণ, যখন অক্ষয় পরমানন্দ জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদিগের মন উক্ত শশিকলাতে বিলীন হইবে । ১০৬

“শিবশিরঃস্থিত শশিকলাতে চিত্ত লীন হইলে মুক্তি হইবে বলিয়া চন্দ্রের দ্বারা মুক্তি হয়” এইরূপ শ্রুতি আছে । ১০৭

মহাদেব, এই সকল বিবেচনা করিয়া ক্ষয়-বৃদ্ধি-শূন্য শশিকলাকে সৰ্বলোক-হিতার্থে মন্তকে ধারণ করিলেন । ১০৮

চন্দ্রের চন্দ্রিকা সম্পর্কে ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ওষধিবৃদ্ধি হইলে, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । ১০৯

যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে দেবগণ নিজ নিজ ভাগ এবং পিতৃগণ প্রচুর পরিমাণে কবাগ্রহণ করিতে লাগিলেন । ১১০

যে সকল দেবতার যজ্ঞভাগ নাই, তাঁহারা দেবগণের জন্য ব্রহ্মার সৃষ্ট সেই অমৃত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন । ১১১

অতোহমৃতস্য যজ্ঞস্য চন্দ্রমাঃ কারণং স্বয়ম্ ।
 অতো দক্ষস্য শাপাত্ত্বং রক্ষায়ৈ তচ্চিকীৰ্ষিতম্ ॥ ১১৩
 অন্যাপি কৃষ্ণপক্ষে তু সুধাংসুঃ পীয়তে সুরৈঃ ।
 তেজঃ সূর্য্যং যাতি শব্দং চন্দ্রার্দ্ধং জ্যোৎস্নিকা তথা ॥ ১১৪
 পুনশ্চ গুরুপক্ষে তু শেযোদেতি কলা ততঃ ।
 জ্যোৎস্নাদ্বিতীয়ো ভাগস্তু তেজোভাগো দ্বিতীয়কঃ ॥ ১১৫
 অন্তেহত্যাগ্নিশিরশ্চন্দ্রাং সূর্য্যবিন্দাদ্ যথাক্রমম্ ।
 কলাঃ ষোড়শ চন্দ্রস্য তত্রৈকা শব্দুশেখরে ॥ ১১৬
 সিতাসিতাবুভৌ পক্ষৌ শেমাগামুদয়ক্ষয়ো ॥ ১১৬
 ইতি বঃ সর্ব্বমাখ্যাভ্যং বিভক্তশ্চন্দ্রমা যথা ।
 ব্রহ্মণা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে যথা তচ্চন্দ্রভাগতঃ ॥ ১১৭
 যজ্ঞভাগে স্থিতে যস্মাদ্বেবান্নমকরোদ্বিধুম্ ।
 কব্যে স্থিতেহপি পিতৃন্নং তিথিবুদ্ধিক্ষয়ো যথা ॥ ১১৮
 ইদং পুণাতমাখ্যানং যঃ শৃণোতি সকৃন্নরঃ ।
 রাজযস্মা তস্য কুলে ন কদাচিত্ত্ববিঘ্নতি ॥ ১১৯
 যস্মণা পরিভূতো যঃ শৃণোতি বচনং বিধেঃ ।
 নচিরাদ্ যস্মণা মুক্তঃ স ভবন্নরসত্তমঃ ॥ ১২০
 ইদং যন্তায়নং পুণ্যং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং শুভম্ ।
 যঃ শৃণোত্যেকচিত্তঃ সন্ স মহাপুণাভাগ্ ভবেৎ ॥ ১২১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

যজ্ঞ-আপ্যায়িত সেই অমৃত জ্যোৎস্নাযোগে বৃদ্ধি পায় ; জ্যোৎস্না ব্যতীত তাহা ক্ষয় পায় । ১১২

অতএব চন্দ্র, অমৃত এবং যজ্ঞের অসামান্য কারণ । দক্ষশাপ হইতে সেই চন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্ত এতকাণ্ড করিতে হইয়াছিল । ১১৩

এখনও কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ, চন্দ্রের সুধা পান করেন, তেজঃ—সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়, জ্যোৎস্না শিব-শির-স্থিত শশিকলাতে গমন করে । ১১৪

পুনরায় গুরুপক্ষে এককলা উদিত হয়, তখন, শিব-মস্তকের শশিকলা হইতে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট অপর জ্যোৎস্নাংশ আর সূর্য্য-মণ্ডল হইতে পূর্ব্ব-প্রবিষ্ট তেজঃ আসিয়া উদিত কলাতে মিলিত হয় । চন্দ্রের ষোলকলা,—তন্মধ্যে এক কলা শিবের মস্তকে ; অবশিষ্ট কলাসকলের ক্ষয় বৃদ্ধি হয় ; তাহাতেই গুরু ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ । ১১৫-১১৬

ব্রহ্মা সেই পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠোপরি যে কারণে যেরূপে চন্দ্রকে বিভাগ করেন এবং পর্ব্বতের নাম চন্দ্রভাগ হয়, যজ্ঞভাগ এবং কব্য (পিতৃভোজ্য অন্নাদি) থাকিতেও যে জন্ত ব্রহ্মা চন্দ্রকে দেবগণের ও পিতৃগণের ভোজ্য করেন এবং যেরূপে তিথির ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় তৎসমস্ত তোমাদিগকে এই বলিলাম । ১১৭-১১৮

এই পবিত্রতম উপাখ্যান যে ব্যক্তি একবারও শ্রবণ করিবে, তাহার বংশে কদাচ রাজযস্মা হইবে না । ১১৯

যে ব্যক্তি, যস্মা রোগগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার এই সকল কথা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি অচিরে রোগমুক্ত হইয়া প্রাণান্ত লাভ করে । ১২০

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যত্র দেবসভা ভূতা সানৌ তস্য মহাগিরেঃ ।
 তত্র জাতা দেবনদী সীতাখ্যা বচনান্বিধেঃ ॥ ১
 স্নাপয়িত্বা যদা চন্দ্রং সীতাভোমৈর্মনোহরৈঃ ।
 চন্দ্রং পপূত্র^১ স্নাবাক্যাং সর্বৈ তে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ২
 তদা সীতাজলং চন্দ্রস্নানযোগাচ্চ সায়তম্ ।
 ভূত্বা নিপতিতং তস্মিন্ বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে ॥ ৩
 তদ্বিবৃদ্ধং তদা ভোয়ং তস্মিন্ সরসি নো মমো^২ ।
 তদদর্শ স্বয়ং ব্রহ্মা বিবৃদ্ধং সায়তং জলম্ ॥ ৪
 তদদর্শনাজ্জলাং তস্মাদুখিতা কণ্ডাকোত্তমা ।
 চন্দ্রভাগেতি তন্মাম বিধিচ্চক্রে স্বয়ং ততঃ ॥ ৫
 ভার্য্যার্থে সাগরন্তং তু জগ্রাহ ব্রহ্মসম্মতে ॥ ৬
 তস্মৈবাসিষ্ঠিতং ভোয়ং গদাগ্রেণ নিশাপতিঃ ।
 নির্ভিদ্দ পশ্চিমে পার্শ্বে গিরিং তং সমবাহস্বয়ং ॥ ৭
 তস্মায়তজলং ভিষ্বা বৃহল্লোহিতনামকম্ ।
 কাসারং সাগরং যাত্তচ্চন্দ্রভাগা নদী তু সা ॥ ৮

যে ব্যক্তি এই গুহ্য হইতে গুহ্য পরম-স্বস্তায়নস্বরূপ পবিত্র উপাখ্যান একান্ত-
 চিন্তে শ্রবণ করে, সে অত্যন্ত পুণ্যভাগী হয় । ১২১

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অরুন্ধতার জন্ম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সেই মহাগিরির যে সানুতে দেবগণের সভা হইয়াছিল,
 তথায় বিধাতার বাক্যে সীতা-নাম্নী এক দেবনদী উৎপন্ন হয় । ১

যখন, দেবগণ চন্দ্রকে মনোহর শীতা-সলিলে স্নান করাইয়া ব্রহ্মার বাক্যা-
 নুসারে তাঁহাকে পান করেন, তখন সেই সীতা জল চন্দ্রের স্নানে অমৃত হইয়া
 সেই বৃহল্লোহিত সরোবরে নিপতিত হয় । ২-৩

সেই মানস (মনঃসমুত) সরোবরে অমৃত-জল বৃদ্ধি পাইল; ব্রহ্মা স্বয়ং
 তাহা দেখিলেন । ব্রহ্মার দর্শন মাত্রে সেই জল হইতে এক উত্তম কন্যা উখিতা
 হইলেন, স্বয়ং ব্রহ্মা, তাঁহার নাম রাখিলেন, “চন্দ্রভাগা” । ৪-৫

সমুদ্র, ভার্য্যা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ।
 চন্দ্র, গদার অগ্রভাগদ্বারা সেই পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বভেদ করিয়া চন্দ্রভাগা নাম্নী
 সেই রমণীর অধিষ্ঠিত জলরাশি প্রবাহিত করিয়া দেন । ৬-৭

সেই অমৃত-জলপূর্ণ বৃহল্লোহিত-নামক সরোবর চন্দ্রভাগা নদীরূপে সমুদ্রে
 গমন করিল । ৮

^১ । চন্দ্রম — ইতি পাঠান্তরম্ ।

সাগরোহপি তদা ভার্য্যাং চন্দ্রভাগাং মহানদীম্ ।

ভেন ভোয়প্রবাহেণ নিনায় ভবনং স্বকম্ ॥ ৯

এবং তস্মিন্ সমুৎপন্নো চন্দ্রভাগাহুয়া নদী ।

চন্দ্রভাগে মহাশৈলে গুণৈর্গঙ্গাসমা সদা ॥ ১০

নদ্যশ্চ পর্বতাঃ সর্বৈ দ্বিরূপাশ্চ স্বভাবতঃ ।

ভোয়ং নদীনাং রূপস্ত শরীরমপরাং তথা ॥ ১১

স্বাবরঃ পর্বতানাস্ত রূপং কাযং তথাপরম্ ।

ভুক্তানাং কল্পনাং যথৈবাস্তগতা তনুঃ ॥ ১২

বহিরস্থিররূপস্ত সর্বদৈব প্রবর্ততে ।

এবং জলং স্বাবরস্ত নদীপর্বতয়োস্তদা ॥ ১৩

অন্তর্বসতি কাযস্ত সততং নোপপদ্যতে ॥ ১৪

আপায়াতে স্বাবরেণ শরীরং পর্বতস্য তু ।

তথা নদীনাং কাযস্ত ভোয়েনাপায়াতে সদা ॥ ১৫

নদানাং কামরূপিভ্যং পর্বতানাং তথৈব চ ।

জগৎস্থিত্যে পুরা বিষ্ণুঃ কল্পয়ামাস যত্নতঃ ॥ ১৬

ভোয়হানৌ নদীদুঃখং জায়তে সততং সুরাঃ ।

বিশীর্ণে স্বাবরে দুঃখং জায়তে গিরিকায়জম্ ॥ ১৭

তস্মিন্ গিরৌ চন্দ্রভাগে বৃহল্লোহিততীরগাম্ ।

সঙ্খ্যাং দৃষ্ট্বাথ পপ্রচ্ছ বসিষ্ঠঃ সাদরং তদা ॥ ১৮

বসিষ্ঠ উবাচ—

কিমর্থমাগতা ভদ্রে নির্জ্জনং ত্বং মহীধরম্ ।

কস্য বা তনয়া গৌরি কিংবা তব চিকীৰ্ষিতম্ ॥ ১৯

তখন সমুদ্রও নিজভার্য্যা মহানদী চন্দ্রভাগাকে সেই জলপ্রবাহ দ্বারা নিজ ভবনে লইয়া গেলেন । ৯

গঙ্গা-সদৃশ বিবিধ গুণবতী চন্দ্রভাগা নদী সেই পর্বত-প্রধান চন্দ্রভাগে এই-রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ১০

যত নদী বা পর্বত—সকলেই স্বভাবতঃ দ্বিরূপ-সম্পন্ন ; নদীগণের এক রূপ জল, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র শরীর আছে । ১১

পর্বতের এক মূর্তি পাষণময় স্বাবর, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র দেহ আছে । অর্থাৎ যেমন ভক্তি শাস্ত্রাদির অন্তর্গত স্বতন্ত্র দেহ এবং বাহিরে অস্থিময় স্বরূপ সর্বদা বিরাজমান । ১২-১৩

এইরূপ, নদী এবং পর্বতের জল ও স্বাবর মূর্তি—বাহিরে, আর এতদ্ভিন্ন দেহ অন্তরে অবস্থিত তাহা সর্বদা উপযোগী নহে । ১৪

স্বাবর মূর্তি, পর্বতের অন্তরে স্থিত শরীরের পুষ্টি ও তৃপ্তিবিধায়ক ; আর, নদীর অন্তরে স্থিত শরীর তদীয় জলময় মূর্তি দ্বারা পোষিত ও তৃপ্তিত হয় । ১৫

পূর্বকালে, বিষ্ণু, জগৎ-স্থিতির জন্য নদী ও পর্বতদিগকে সমস্তে কাম-রূপী করেন । ১৬

হে দ্বিজগণ ! জল ও শুষ্ক হইতে থাকিলে নদীর সর্বদা দুঃখ হয়, আর স্বাবরদেহ বিশীর্ণ হইলে পর্বতের প্রকৃত শরীর সর্বদা দুঃখাকুল হয় । ১৭

সেই চন্দ্রভাগ-পর্বতে সঙ্খ্যাকে বৃহল্লোহিত সরোবরের তীরে অবস্থিত

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যদি গুহ্যং ন তে ভবেৎ ।
বদনং পূর্ণচন্দ্রাভং নিঃশ্রীকং বা কথং তব ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচন্তস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
দৃষ্ট্বা চ তং মহাত্মানং জ্ঞানতমিব পাবকম্ ॥ ২১
শরীরধ্বংসকচর্য্য-সদৃশং তং জটধরম্ ।
সাদরং প্রণিপত্যাথ সঙ্কোচাচ তপোধনম্ ॥ ২২
যদর্থমাগতা শৈলং সিদ্ধং তন্মৈ দ্বিজোত্তম ।
তব দর্শনমাত্রেণ তন্মৈ সেংস্যাতি বা বিভো ॥ ২৩
তপঃ কৰ্ত্ত্বমহং ব্রহ্মনির্জ্ঞানং শৈলমাগতা ।
ব্রহ্মণোহহং মনোজাতা সঙ্ক্যা নাস্মা চ বিজ্ঞতা ॥ ২৪
নোপদেশমহং জানে তপসো মুনিসত্তম ।
যদি তে যুজ্যতে গুহ্যং মাং তং সমুপদেশস্ব ॥ ২৫
এতচ্চিকীর্ষিতং গুহ্যং নাশ্চ ক্লিষ্টন বিদ্যতে ॥ ২৬
অজ্ঞাতা তপসো ভাবং তপোবনমুপাশ্রিতা ।
চিন্তয়া পরিশুষ্যেহহং বেপতে চ মনঃ সদা ॥ ২৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আকর্ষণ্য তস্মা বচনং বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সূত ।
স্বয়ং স সর্বব্রহ্মজ্ঞো নাশ্চ ক্লিষ্টন পৃষ্ঠবান্ ॥ ২৮

দেখিয়া বসিষ্ঠ, সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভদ্রে ! তুমি কি জন্ম এই নির্জ্ঞান
গিরিবরে আসিয়াছ ? গৌরাঙ্গি ! তুমি কার কন্যা ? তুমি কিইবা করিতে
ইচ্ছা করিয়াছ ? ১৮-২৯

দেখিতেছি, তোমার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, কিন্তু এরূপ শ্রীহীন বিষয়
কেন ? যদি এ সকল কথা তোমার পক্ষে বিশেষ গোপনীয় না হয় ; তাহা
হইলে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সঙ্ক্যা, মহাত্মা বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া এবং জ্ঞান-
অনল-সন্নিভ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্যাসদৃশ সেই মহাত্মা জটধারী তপোধন বসিষ্ঠকে
অবলোকন করিয়া সাদরে প্রণিপাত-পুরঃসর বলিতে লাগিলেন—দ্বিজবর !
আমি যেজন্ম এই পর্ব্বতে আসিয়াছি, আপনার দর্শনমাত্রেই তাহা সিদ্ধ
হইয়াছে । অথবা, প্রভু হে ! অবিসম্বোধেই তাহা সিদ্ধ হইবে । ২১-২৩

ব্রহ্মন্ ! আমি তপস্যা করিবার জন্ম এই নির্জ্ঞান পর্ব্বতে আসিয়াছি ; আমি
ব্রহ্মার মানসী কন্যা, আমার নাম সঙ্ক্যা । ২৪

মুনিবর ! আমি তপস্যার কোন উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই ; যদি এই গোপনীয়
বিষয় উপদেশ দেওয়া আপনার অনুচিত না হয়, তাহা হইলে আমাকে
উপদেশ দিন । ২৫

ইহাই আমার গোপনীয় চিকীর্ষিত ; আর অশু কোন কার্য্যই নাই । ২৬

আমি তপস্যার ভাব না জানিয়া তপোবনে আসিয়াছি, এই চিন্তায় বিগত
হইতেছি এবং হৃদয় সতত কম্পিত হইতেছে । ২৭

মার্কণ্ডের বলিলেন,—ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ, তাঁহার এই কথা শুনিয়া আর কিছু
জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেননা তিনি স্বয়ং সকল তত্ত্বই অবগত ছিলেন । ২৮

অথ তাং নিম্নতাত্ত্বানং তপসেহিতিধ্বতোদ্যমাম্ ।
বসিষ্ঠো মন্ত্রস্বাক্ষকে গুরুবচ্ছিত্যবত্তদা ॥ ২৯

বসিষ্ঠ উবাচ—

পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহতপঃ ।
পরমো যঃ সমারাদ্যো বিষ্ণুর্মনসি ধীযতাম্ ॥ ৩০
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং য একস্ত্রাদিকারণম্ ।
তমেকং জগতামাদ্যং ভজস্ব পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩১
শঙ্খচক্রগদাপদধারং কমললোচনম্ ।
গুহ্যশ্ফটিকসঙ্কশং কচিনীলাবুদচ্ছবিম্ ॥ ৩২
গরুড়োপরি শুক্রাজে পদ্মাসনগতং হরিম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরম্ ॥ ৩৩
কেয়ুবকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জলম্ ।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারণম্ ॥ ৩৪
নিত্যানন্দং নিরালম্বং সূর্য্যামণ্ডলমধ্যগম্ ।
মন্ত্ৰেণানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে ॥ ৩৫
ওঁ নমো বাসুদেবায় ওমিত্যন্তেন সন্ততম্ ।
তপস্যামারভেশ্মোনী তত্রৈতান্মিয়মান্ শৃণু ॥ ৩৬
স্নানং মৌনেন কর্তব্যং মৌনেনৈব তু পূজনম্ ।
দ্বয়োঃ পর্ণজলাভারং প্রথমং ষষ্ঠকালয়োঃ ।
তৃতীয়ে ষষ্ঠকালে তু উপবাসপরো ভবেৎ ॥ ৩৭
এবং তপঃসমাপ্তৌ তু ষষ্ঠে কালে ক্রিয়া ভবেৎ ॥ ৩৮

অনন্তর, বসিষ্ঠ, তপস্যা করিবার জন্ত কৃতনিশ্চয়া সংযতচিত্তা শিষ্যবৎ
সঙ্ক্যাকে গুরুবৎ শিক্ষা দিতে লাগিলেন ;—যিনি পরম মহৎ জ্যোতিস্বরূপ, যিনি
পরম মহৎ তপস্যা-স্বরূপ, সেই পরমারাধ্য পরম বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা
কর । ২৯-৩০

একমাত্র যিনি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের আদি কারণ জগতের আদি
সেই অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমকে ভজনা কর । ৩১

হে শুভাননে ! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদধারী, কমললোচন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসধারী
বনমালী, কেয়ুর-কুণ্ডল-কিরীট-বলয়াদি-ভূষণ-ভূষিত, গরুড়-পৃষ্ঠে শ্বেত-শত-
দলে আসীন, সূর্য্যামণ্ডলমধ্যস্থিত নির্যাল-শ্ফটিক-সন্নিভ বা নীলোৎপল-শ্যামল-
মুক্তি সাকার এবং নিরাকার নিত্যানন্দময় এবং আনন্দ-শূন্য জ্ঞান-গম্য দেব-
দেব বিষ্ণুকে এই মন্ত্র দ্বারা ভজনা কর । ৩২-৩৫

“ওঁ নমো বাসুদেবায় ওঁ” সর্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করত মৌনী তপস্যা আবৃত্ত
কর । ৩৬

মৌনী তপস্যা যে কিরূপ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । মৌনাবলম্বনে
স্নান এবং মৌনাবলম্বনেই পূজা করিতে হইবে । প্রথম ছয় দিন কিছুই আহার
করিবে না, কেবল তৃতীয় দিন রাত্রিতে এবং ষষ্ঠ দিন রাত্রিতে পর্ণজলপান
করিয়া থাকিবে । ৩৭

তাহার পর তিন দিন নিরত্ন উপবাস ; তৃতীয় দিন রাত্রিতেও জলপান

বৃক্ষবল্লবাসাশ্চ কালে ভূমিশয়ন্তথা ।

এবং মৌনী তপস্যাখ্যা ব্রতচর্যা ফলপ্রদা ॥ ৬৯

এবং তপঃ সমুদ্ভিষ্য কামং চিন্তয় মাধবম্ ।

স তে প্রসন্ন ইক্কার্থং ন চিরাদেব দাস্যতি ॥ ৬০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

উপদিষ্ট্য বশিষ্ঠৌহথ সঙ্ঘ্যাস্তৈ তপসঃ ক্রিয়াম্ ।

তামাভাষ্য যথাশ্রাযং তত্রৈবাস্তদর্শে মুনিঃ ॥ ৪১

সঙ্ঘ্যাপি তপসৌ ভাবং জ্ঞাত্বা মোদমবাপ্য চ ।

তপঃ কর্তুং সমারেভে বৃহল্লোহিততীরগা ॥ ৪২

যথোক্তস্ত বসিষ্ঠেন মন্ত্রং তপসি সাধনম্ ।

ব্রতেন তেন গোবিন্দং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪৩

একান্তমনসন্তয়াঃ কুর্বন্ত্যাঃ সুমহত্তপঃ ।

বিক্ষৌ বিগন্তমনসৌ গভমেকং চতুর্য়ুগম্ ॥ ৪৪

ন কোহপি বিস্ময়ং নাপ তস্যা দৃষ্ট্য তপোহন্ততম্ ।

ন তাদৃশী তপশ্চর্যা ভবিষ্যতি চ কস্যচিৎ ॥ ৪৫

মানুষ্যেণাথ মানেন গতে ত্বেকচতুর্য়ুগে ।

অন্তর্বহিস্তথাকালে দর্শয়িত্বা নিজং বপুঃ ॥ ৪৬

প্রসন্নস্তেন রূপেণ যত্রপং চিন্তিতং তয়া ।

পুরঃ প্রত্যক্ষতাং যাতস্তস্যা বিম্বজ্জগৎপতিঃ ॥ ৪৭

অথ সা পুরতো দৃষ্ট্য মনসা চিন্তিতং হরিম্ ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং পদ্মলোচনম্ ॥ ৪৮

করিবে না । এইরূপ তপস্যা সমাপ্ত হইলে, প্রতি তৃতীয়দিন রাত্রিতে যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিতে পারিবে । ৩৮

বৃক্ষবল্লব পরিধান, যথাকালে ভূমিতে শয়ন—এই তপস্যার অঙ্গ । ইহার নাম মৌনী তপস্যা ; ইহাতে অবিলম্বে ব্রতফল পাওয়া যায় । ৩৯

এইরূপ তপস্যাযোগে মাধবকে দৃঢ়চিন্তা কর । তিনি প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন । ৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপে বসিষ্ঠ মুনি সঙ্ঘ্যাকে শ্রাযামত তপশ্চর্যা শিক্ষা দিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন : ৪১

সঙ্ঘ্যাত তপস্যার ভাবভঙ্গী বুঝিয়া বৃহল্লোহিত সরোবরতীরে সানন্দে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪২

বসিষ্ঠ, তপস্যা-সাধন যে মন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন, সঙ্ঘ্যাত তদ্বারা এই ব্রতে ভক্তিভাবে গোবিন্দ পূজা করিতে লাগিলেন । ৪৩

সঙ্ঘ্যাত একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন ; এইরূপে নারায়ণগত চিন্তে তাঁহার চারি যুগ কাটিয়া গেল । ৪৪

তাঁহার অন্তত তপস্যা দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হইল ; এইরূপ তপস্যা আর কাহারও হইবে না । ৪৫

মানুষ-প্রমাণে চারিযুগ অতীত হইলে, জগৎপতি বিষ্ণু, সঙ্ঘ্যাত যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরে বাহিরে এবং জীবাত্মাকে সেইরূপ দেখাইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন । ৪৬-৪৭

কেয়ূরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
 তাক্ষ্যস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ।
 সমাধ্বসমহং বক্ষ্যে কিং কথং শ্রোমি বা হরিম্ ।
 ইতি চিন্তাপরা ভূভা ন্যমীলয়ত চক্ষুষী ॥ ৫০
 নিমীলিতাক্ষ্যাস্ত্যাস্ত্য প্রাবিশ্য হৃদয়ং হরিঃ ।
 দিব্যং জ্ঞানং দদৌ তৈশ্চ বাচং দিব্যে চ চক্ষুষী ॥ ৫১
 দিব্যং জ্ঞানং দিব্যচক্ষুর্দীব্যং বাচমবাপ্য চ ।
 প্রত্যক্ষং বীক্ষ্য গোবিন্দং তুষ্টাব জগতাং পতিম্ ॥ ৫২

সঙ্কোচাচ—

(নিরাকারং জ্ঞানগম্যং পরং য-
 ন্নৈব স্থূলং নাপি সূক্ষ্মং ন চোচ্চৈঃ ।
 অন্তশ্চিন্ত্যং যোগিভির্যস্য রূপং
 তন্মৈ তুভ্যং হরয়ে যে নমোহস্ত ॥ ৫৩)
 শিবং শান্তং নির্মলং নির্বিকারং
 জ্ঞানং পরং সুপ্রকাশং বিসারি ।
 রবিপ্রখ্যং ধ্বাস্তভাগাং পরস্তাদৃ
 রূপং যস্য ত্বাং নমামি প্রসন্নম্ ॥ ৫৪)
 একং শুদ্ধং দীপ্যমানং বিনোদং
 চিত্তানন্দং সত্ত্বজং^১ পাপহারি ।
 নিত্যানন্দং সত্যভূরিপ্রসন্নং
 যস্য শ্রীদং রূপমন্মৈ নমোহস্ত ॥ ৫৫)

অনন্তর, সঙ্ক্যা, নিজ-চিন্তিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কমল-লোচন, কেয়ূর-কুণ্ডল-কিরীট-কটক-শোভিত, গরুড়োপরি আসীন, নীলোৎপল-দল-শ্যামল পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে সম্মুখে দেখিয়া “আমি হরিকে কি বলিব? কিরূপেই বা স্তব করিব” এইরূপ চিন্তা করত সভয়ে নয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন । ৪৮-৫০

মধুসূদন, সেই মুদ্রিত-নয়না সঙ্ক্যার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু দান করিলেন । ৫১

তখন সঙ্ক্যা দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া প্রত্যক্ষে গোবিন্দ দর্শন করত সেই জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন,—জ্ঞানগম্য পরাংপর ন-স্থূল, ন-সূক্ষ্ম ন-বৃহৎ যদীয় নিরাকার রূপ—যোগিগণ, অন্তরে ধ্যান করেন, সেই হরিকে আমি নমস্কার করি । ৫২-৫৩

যাঁহার শিব, শান্ত, নির্মল, নির্বিকার, জ্ঞানাভীত স্বপ্রকাশ রূপ প্রকাশ-কারক মার্গগু-সন্নিভ এবং তমঃপারে অবস্থিত ; সেই প্রসন্নমুখি তোমাকে আমি নমস্কার করি । ৫৪

যাঁহার এক শুদ্ধ দীপ্যমান মনোহর স্বাভাবিক চিদানন্দময়, অনলাঙ্ঘক প্রসন্ন রূপ নিত্যানন্দময়, সৎ, বিবিধ-প্রকার এবং শ্রীপ্রদ তাঁহাকে নমস্কার ।

৫৫

বিদ্যাকারোদ্ভাবনীয়ং প্রভিন্নং

সত্ত্বচ্ছন্নং ধ্যেয়মাত্মস্বরূপম্ ।

সারং পারং পাবনানং পবিত্রং

তস্মৈ রূপং যস্য চৈবং নমস্তে ॥ ৫৬

নিত্যার্জ্জবং ব্যয়হীনং শুণৌষে-

রষ্ঠ্যৈর্জৈর্ষশ্চিন্ত্যতে যোগযুক্তৈঃ ।

তত্ত্বব্যাপি^১ প্রাপ্য যজ্ঞজ্ঞানযোগে

পরং যাতা যোগিনস্তং নমস্তে ॥ ৫৭

যৎ সাকারং শুদ্ধরূপং মনোজ্ঞং

গরুড়াস্থং নীলমেঘপ্রকাশম্ ।

শঙ্খং চক্রং পদ্মগদে দধানং

তস্মৈ নমো যোগযুক্তায় তুভ্যম্ ॥ ৫৮

গগনং ভূদিশশ্চৈব সলিলং জ্যোতিরৈব চ ।

বায়ুঃ কালশ্চ রূপাণি যস্য তস্মৈ নমোহিস্ত তে ॥ ৫৯

★ প্রধানপুরুষো যস্য কার্য্যাক্ষত্রে নিবৎসৃতঃ ।

তস্মাদব্যাক্তরূপায় গোবিন্দায় নমোহিস্ত তে ॥ ৬০

যঃ স্বয়ং যশ্চ^২ ভূতানি যঃ স্বয়ং তদগুণঃ পরঃ ।

যঃ স্বয়ং জগদাধারস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬১

পরঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরমাশ্রা জগন্ময়ঃ ।

অক্ষয়ো যোহব্যয়ো দেবস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬২

যো ব্রহ্মা কুরুতে সৃষ্টিং যো বিষ্ণুঃ কুরুতে স্থিতিম্ ।

সংহরিস্থিতি যো রুদ্রস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬৩

তত্ত্বজ্ঞান সঙ্ক্ষেতে উদ্ভাবনীয়, বস্তুতঃ পৃথক হইলেও সত্ত্ব-সংবৃত আত্ম-স্বরূপে ধ্যেয়, সারাংসার, যদীয় রূপ, সর্বপারবর্তী এবং পাবনের পাবন, সেই তোমাকে নমস্কার করি । ৫৬

যোগিগণ যে তোমার নিত্য অজর অব্যয় সর্বব্যাপক রূপকে অষ্টাঙ্গ-সমাধি-পবম্পরা দ্বারা চিন্তা করেন এবং জ্ঞান-যোগ-দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন, সেই তোমাকে আমি নমস্কার করি । ৫৭

যিনি সাকার শুদ্ধরূপে গরুড়োপরি-সংস্থিত, মনোহর নীলনীরদসন্নিভ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সেই যোগযুক্ত তোমাকে আমি নমস্কার করি । ৫৮

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, কাল এবং দিগ্গুণল যাহার রূপ—সেই তোমাকে নমস্কার করি । ৫৯

প্রকৃতি এবং পুরুষ, যাহার কাজের অংশমাত্র ; সেই প্রধান পুরুষ হইতেও অব্যাক্তরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি । ৬০

যিনি স্বয়ং পঞ্চভূত, যিনি স্বয়ং আবার তাহাদিগের গুণ এবং যে পরাংপর জগতের আধার, সেই তোমাকে বারংবার নমস্কার করি । ৬১

যে দেব, পরমাশ্রা জগন্ময় অক্ষয় অব্যয় পরম পুরাণ-পুরুষ, সেই তোমাকে নমস্কার করি । ৬২

১। তত্ত্বদ্ ব্যাপি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। যশ্চ স্থানে 'পঞ্চ'—ইত্যপি দৃশ্যতে ।

নমো নমঃ কারণকারণায়, দিব্যামৃতজ্ঞানবিভূতিদায় ।
 সমস্তলোকান্তর-মোহদায়, প্রকাশরূপায় পরাংপরায় ॥ ৬৫ ॥
 যস্য প্রপঞ্চো জগদুচ্যতে মহান্, কিং তিদিশঃ সূর্য্য ইন্দ্রমনোজবঃ ।
 -বহিমুখান্নাভিতশ্চান্তরীক্ষং, তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে তে নমোহস্ত ॥ ৬৬ ॥
 ত্বং পরঃ পরমায়া চ ত্বং বিদ্যা বিবিধা হরে ।
 -শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম বিচারণপরাংপরঃ ॥ ৬৭ ॥
 যস্য নাদির্ন মধ্যাক্ষ নাস্তমন্তি জগৎপতেঃ ।
 কথং স্তোত্বামি তং দেবং বাহ্মনোগোচরাহিঃ ॥ ৬৮ ॥
 যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ।
 ন বিবৃণ্বন্ত রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে ॥ ৬৯ ॥
 স্ত্রিয়া ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নিগুণস্য গুণাঃ প্রভো ।
 নৈব জানন্তি যদ্রপং সেন্সা অপি সুরাসুরাঃ ॥ ৭০ ॥
 নমস্তভ্যং জগন্নাথ নমস্তভ্যং তপোময় ।
 প্রসাদ ভগবৎস্ত ভ্যং ভূয়োভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৭১ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তস্যাঃ শরীরস্ত বহুলাজিন-সংবৃতম্ ।
 পরিক্ষীণং জটাব্রাতৈঃ পবিত্রৈর্মুর্দ্ধি বাজিতম্ ॥ ৭১ ॥
 হিমানীতজ্জিতান্তোজ-সদৃশবদনং তথা ।
 নিরীক্ষ্য কৃপয়াবিষ্টো হরিঃ প্রোবাচ ভামিদম্ ॥ ৭২ ॥

যিনি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি করেন এবং যিনি রুদ্ররূপে সংহার
 করিবেন, সেই তোমাকে বার বার নমস্কার করি । ৬৩

যিনি কারণের কারণ, দিব্যামৃত-জ্ঞান-বিভূতি প্রদাতা, সমস্ত লোকের
 অন্তরে মোহাকারজননিতা এবং স্বপ্রকাশরূপ, সেই পরাংপরকে বারবার
 নমস্কার । ৬৪

যাহার চরণ হইতে পৃথিবী, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, মুখ হইতে
 বহ্নি এবং নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন—এইরূপ সমস্ত জগৎই যাহার প্রপঞ্চ
 বলিয়া কথিত, তুমি সেই হরি ; তোমাকে নমস্কার করি । ৬৫

হরি হে ! তুমি পরাংপর পরমায়া ; তুমিই পরম শব্দব্রহ্মরূপা ব্রহ্মবিচারণ-
 পরায়ণ! বিবিধ-প্রকার পরমতত্ত্ব বিদ্যা । যে জগদীশ্বরের আদি-মধ্য-অন্ত
 নাই, সেই বাক্য মনের অতীত দেবকে স্তব করিব কিরূপে ? ৬৬-৬৭

ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তপোধন মুনিগণ, যাহার অনন্তরূপ জ্ঞানিতে পারেন
 না, আমি তাঁহাকে কেমনে বর্ণনা করিব ? ৬৮

প্রভু হে ! তুমি নিগুণ, আমি স্ত্রীলোক ; আমি তোমার গুণাবলী জানিব
 কিরূপে ? ইন্দ্র প্রভৃতি দেব দানবগণেও তোমার রূপ অবগত নহেন । ৬৯

হে জগন্নাথ ! তোমাকে নমস্কার করি ; হে তপোময় ! তোমাকে নমস্কার
 করি, হে ভগবন্ । প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি । ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর জীহরি নারায়ণ, সঙ্ক্যার অজিন-বহুল সংবৃত
 মস্তক-স্থিত-পবিত্র-জটা-কলাপে শোভিত ক্ষৌণ শরীর এবং শিশির-পীড়িত
 কমলোপম বিশুদ্ধ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সদয়ভাবে বলিতে লাগিলেন ।

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রীতোহস্মি তপসা ভজে ভবত্য্যঃ পরমেণ বৈ ।
 স্তবেন চ শুভপ্রজ্ঞে বরং বরয় সাম্প্রতম্ ॥ ৭৩
 যেন তে বিদ্যতে কার্য্যং বরেনাশ্চি মনোগতম্ ।
 তৎকরিস্যো চ ভজন্তে প্রসন্নোহিহং তব ব্রতৈঃ ॥ ৭৪

সঙ্ক্যোবাচ—

যদি দেব প্রসন্নোহসি তপসা মম সাম্প্রতম্ ।
 বৃতস্তদায়ং প্রথমো বরো মম বিধীয়তাম্ ॥ ৭৫
 উৎপন্নমাত্রা দেবেশ প্রাণিনোহস্মিন্নভন্তলে ।
 ন ভবন্ত ক্রমেণৈব সকামাঃ সম্ভবন্ত বৈ ॥ ৭৬
 পতিব্রতাং লোকেষু ত্রিষপি প্রথিতা যথা ।
 ভবিষ্যামি তথা নান্যা বর একো বৃতো মম ॥ ৭৭
 সকামা মম দৃষ্টিস্তু কুত্রচিন্ন পতিশ্চতি ।
 ঋতে পতিং জগন্নাথ সোহপি মেহিতি সুহৃদ্রঃ ॥ ৭৮
 যো ব্রক্ষ্যতি সকামো মাং পুরুষস্তস্য পৌরুষম্ ।
 নাশং গমিষ্যতি তদা স তু ক্লীবো ভবিষ্যতি ॥ ৭৯

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রথমঃ শৈশবো ভাবঃ কৌমারাত্ম্যো দ্বিতীয়কঃ ।
 তৃতীয়ো যৌবনো ভাবশ্চতুর্থো বার্ককস্তথা ॥ ৮০
 তৃতীয়ে তথ সম্প্রাপ্তে বয়োভাগে শরীরিণঃ ।
 সকামাঃ স্যাদ্বিতীয়াস্তে ভবিষ্যন্তি কচিং কচিং ॥ ৮১

হে শুভবুদ্ধিশালিনি ! ভজে ! তোমার পরম তপসায় এবং স্তবে আমি প্রীত হইয়াছি ; এখন যে বরে তোমার ইচ্ছাসিদ্ধি হয়, সেই বর প্রার্থনা কর । ৭৩

তুমি বল ; আমি তোমার মনোগত বর প্রদান করিব ; তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । ৭৪

সঙ্ক্য বলিলেন,—দেব ! যদি আমার তপস্যার তুমি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি প্রথমেই এই বর চাহি, প্রদান কর । ৭৫

হে দেবেশ ! পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হয়, কিন্তু কালক্রমে যেন সকাম হয় । ৭৬

“আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাতা হই” এই আমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলাম । ৭৭

হে জগন্নাথ ! স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি আমার যেন সকাম দৃষ্টি পতিত না হয় এবং স্বামীও যেন আমার বিশেষ সুহৃৎ হন । ৭৮

যে পুরুষ, আমাকে কামভাবে অবলোকন করিবে, তাহার যেন পুরুষত্ব নষ্ট হয় এবং ক্লীবত্ব হয় । ৭৯

ভগবান্ বলিলেন, প্রথম শৈশবাবস্থা, দ্বিতীয় কৌমারাবস্থা, তৃতীয় যৌবনাবস্থা, আর চতুর্থ বৃদ্ধাবস্থা । ৮০

প্রাণিগণ, তৃতীয় বয়োভাগ প্রাপ্ত হইলে, সকাম হইবে । দ্বিতীয় ভাগের অন্তেও কদাচিৎ হইবে । ৮১

তপসা তব মৰ্যাদা জগতি স্থাপিতা ময়া ।
 উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকায়াঃ স্যুঃ শরীরিণঃ ॥ ৮২
 ত্বং লোকে সতীভাবং তাদৃশং সমবাপ্যসি ।
 ত্রিম্ব লোকেষু নাশ্চায়া যাদৃশং সম্বিস্ততি ॥ ৮৩
 যঃ পশ্যতি সকাংস্তাং পাণিগ্রহয়তে তব ।
 স সদাঃ ক্লীবতাং প্রাপ্য দুৰ্ব্বলত্বং গমিস্ততি ॥ ৮৪
 পতিস্তব মহাভাগস্তপোরূপসমম্বিতঃ ।
 সপ্তকল্লাস্তজীবী চ ভবিস্ততি সহ ত্বয়া ॥ ৮৫
 ইতি যে তে বরা মন্তঃ প্রার্থিতান্তে কৃতা ময়া ।
 অশ্রুত তে বদিস্যামি পূৰ্ব্বং যন্মনসি স্থিতম্ ॥ ৮৬
 অগ্নৌ শরীরত্যাগন্তে পূৰ্ব্বমেব প্রতিশ্রুতঃ ।
 স চ মেধাতিথের্যজে মুনৈর্দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৮৭
 হৃতপ্রজ্বলিতে বহ্নৌ ন চিরাৎ ক্রিয়তাং ত্বয়া ।
 এতচ্ছৈলোপত্যকায়াং চন্দ্রভাগানদীতটে ॥ ৮৮
 মেধাতিথির্মহাযজ্ঞং কুরুতে তাপসাস্রমে ॥ ৮৯
 তত্র গতাঃ স্বয়ং ছন্মা মুনিভির্নোপলক্ষিতা ।
 মৎপ্রসাদাৎ হি জাতা তস্য পুত্রী ভবিস্যসি ॥ ৯০
 যন্তুয়া বাহ্নীয়োহস্তি স্বামী মনসি কশ্চন ।
 তং নিধায় নিজস্বান্তে ত্যজ বহ্নৌ বপুঃ স্বকম্ ॥ ৯১
 যদা ত্বং দারুণে সন্ধ্যো তপস্চরসি পৰ্বতে ।
 যাবচ্চতুর্য়ুগং তস্য ব্যতীতে তু কৃতে যুগে ॥ ৯২

প্রাণিগণ, উৎপন্ন হইবামাত্র যাহাতে সকাম না হয় এইরূপ নিয়ম তোমার
 তপস্যা প্রভাবে আমি জগতে স্থাপন করিলাম । ৮২

ত্রিজগতে আর কাহারও যাদৃশ সতীত্ব হইতে পারিবে না, তুমি তাদৃশ
 সতীত্ব প্রাপ্ত হও । ৮৩

তোমার পাণিগ্রহীতা ব্যতীত যে ব্যক্তি, কামভাবে তোমাকে দেখিবে—সে
 তৎক্ষণাৎ ক্লীব হইয়া দুৰ্ব্বলত্ব প্রাপ্ত হইবে । ৮৪

তোমার স্বামী, মহাভাগ তপোরূপ-সমম্বিত এবং তোমার সহিত সপ্ত-
 কল্লাস্ত-জীবী হইবেন । ৮৫

এইরূপ তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহা
 দিলাম । আর পূৰ্ব্বে তোমার মনে যা ছিল, আমি তাহাও বলিয়া দিবেছি । ৮৬

তুমি, অগ্নিতে দেহত্যাগ করিতে পূৰ্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, মেধাতিথি
 মুনির দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে আহুতি-প্রজ্বলিত অনলে অবিলম্বে তাহা সম্পাদন
 কর । মেধাতিথি, এই পৰ্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে চন্দ্রভাগা নদীতীরে
 তাপসাস্রমে মহাযজ্ঞ করিতেছেন । ৮৭-৮৯

আমার প্রসাদে তুমি তথায় মুনিগণের অলক্ষ্যে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়া
 উক্ত কার্য সমাধা করিতে পারিবে । ৯০

অনন্তর বহ্নিসমুত্তা হইয়া সেই মেধাতিথির দ্বিহিতা হইবে । যে কোন
 ব্যক্তিকে তুমি স্বামী করিতে বাঞ্ছা কর, তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে ধ্যান করত অনলে
 দেহ ত্যাগ করিবে । ৯১

তেত্রায়াঃ প্রথমে ভাগে জাতা দক্ষ্য কণ্ঠকা ।
 স দদৌ কণ্ঠকাঃ সপ্তবিংশতিক সূদাঃশবে ॥ ৯৩
 তাসাং হেতোর্যদা শপ্তশ্চন্দ্রো দক্ষ্যেণ কোপিনা ।
 তদা ভবত্যা নিকটে সর্বে দেবাঃ সমাগতাঃ ॥ ৯৪
 ন দৃষ্টাশ্চ ত্বয়া সঙ্কে দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সহ ।
 ময়ি বিশ্বস্তমনসা ত্বঞ্চ দৃষ্টা ন তৈঃ পুনঃ ॥ ৯৫
 চন্দ্রস্য শাপমোক্ষার্থং চন্দ্রভাগা নদী যথা ।
 সৃষ্টা ধাত্রা তদৈবাত্র মেধাতিথিরূপস্থিতঃ ॥ ৯৬
 তপসা তৎসমো নাস্তি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।
 তেন যজ্ঞঃ সমারকো জ্যোতিষ্ঠোমো মহাবিধিঃ ॥ ৯৭
 অত্র প্রজ্জলিতো বহিস্তস্মিৎসত্যজ বপুঃ স্বকম্ ॥ ৯৮
 এতন্ময়া স্থাপিতং তে কার্য্যার্থং ভোক্তৃপত্নিনি ।
 তৎ কুরুষ মহাভাগে যাহি যজ্ঞং মহামুনেঃ ॥ ৯৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

নারায়ণঃ স্বয়ং সঙ্ঘাৎ পম্পর্শাথাগ্রপাণিনা ।
 ততঃ পুরোডাশময়ং তচ্ছরীরমভূৎ ক্ষণাৎ ॥ ১০০
 মহামুর্নের্মহায়জ্ঞে তস্মিন্ বিশ্বোপকারিণি ।
 নান্নিঃ কব্যাদতাং যাতু ত্তেতদর্থং তথা কৃতম্ ॥ ১০১

সঙ্কে । যখন তুমি এই পর্বতে চতুর্য়ুগব্যাপী কঠোর তপস্বী করিতে থাক, তখন সত্যযুগ অতীত হইবে । ৯২

ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে দক্ষের কতকগুলি কন্যা উৎপন্ন হয় । তন্মধ্যে তিনি, সাতাইশটি কন্যা চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন । ৯৩

অনন্তর, সেই সকল কন্যার জন্মই দক্ষ রোষাবেশে চন্দ্রকে শাপ দেন ! তখন সকল দেবতারাই তোমার অতি নিকটেই আসিয়াছিলেন । ৯৪

তুমি আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলে । তুমি ব্রহ্মা বা অন্য দেবতা—কাহাকেও দেখিতে পাও নাই । তপঃপ্রভাবে তোমাকেও তাঁহার দেহিতে পান নাই । ৯৫

বিধাতা, চন্দ্রের শাপমোচনার্থ যখন এখানে চন্দ্রভাগা নদীর সৃষ্টি করেন, মেধাতিথি মূনি, তখনই আসিয়া উপস্থিত হন । ৯৬

তাঁহার তুলা তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে নাই । তিনি মহাবিধানে জ্যোতিষ্ঠোম-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন । ৯৭

সেই যজ্ঞে প্রজ্জলিত অনলে নিজ কলেবর পরিত্যাগ কর । ৯৮

হে তপস্বিনি ! তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্ম আমি এই সমস্ত ঘটনা ঘটাইয়া রাখিয়াছি । মহাভাগে ! এখন নিজ কার্য্য সম্পাদন কর ;—মহামুনির যজ্ঞে যাও । ৯৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর স্বয়ং নারায়ণ হস্তাগ্রদ্বারা সঙ্ঘাকে স্পর্শ করিলে, ক্ষণমধ্যে তাঁহার শরীর পুরোডাশময় হইল । ১০০

মহামুনি মেধাতিথির সেই বিশ্বোপকারক যজ্ঞে অগ্নি যাহাতে ক্রব্যাদতা (অবৈধ-মাংসদাহকত্ব) প্রাপ্ত না হন, এই জন্মই নারায়ণ ঐক্লপ করিলেন অর্ধাৎ সঙ্ঘা-শরীরকে পুরোডাশময় করিলেন । ১০১

এবং কৃত্বা জগন্নাথস্ত্রৈবান্তরধীয়ত ।
 সঙ্ক্যাপ্যগচ্ছত্ত্বংসত্রৈ যত্র মেধাতিথির্মুনিঃ ॥ ১০২
 অথ বিক্ষোঃ প্রসাদেন কেনাপ্যনুপলক্ষিতা ।
 প্রবিবেশ তদা যজ্ঞং সঙ্ক্যামেধাতিথের্মুনেঃ ॥ ১০৩
 বসিষ্ঠেন পুরা সা তু বর্ণীভূত্বা তপস্বিনা ।
 উপদিষ্টা তপশ্চৰ্ত্ত্বং বচনাং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০৪
 তমেব কৃত্বা মনসি তপশ্চর্য্যোপদেশকম্ ।
 পতিত্বেন তদা সঙ্ক্যা ব্রাহ্মণং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ১০৫
 সমিক্ষেহ্নো মহাযজ্ঞে মুনিভির্নোপলক্ষিতা ।
 তদা বিক্ষোঃ প্রসাদেন সংবিবেশ বিধেঃ সুতা ॥ ১০৬
 তস্যাং পুরোডাশময়ং শরীরং তৎক্ষণাত্ততঃ ।
 গন্ধং পুরোডাশগন্ধং ব্যস্তারয়দলক্ষিতম্ ॥ ১০৭
 বহিস্তৃষ্ণাঃ শরীরস্ত দধ্বা সূর্য্যায় মণ্ডলে ।
 শুদ্ধং প্রবেশয়ামাস বিক্ষোরৈবাজ্ঞয়া পুনঃ ॥ ১০৮
 সূর্য্যো দ্বিধা বিভজ্যাত্ত তচ্ছরীরং তদা রথে ।
 স্বকে সংস্থাপয়ামাস প্রীত্যে পিতৃদেবয়োঃ ॥ ১০৯
 যদৃদ্ধভাগন্তস্যাস্ত শরীরস্য দ্বিজোত্তমাঃ ।
 প্রাতঃসঙ্ক্যাভবৎ সা তু অহোরাত্রাদিমধ্যগা ॥ ১১০
 তচ্ছেষভাগন্তস্যাস্ত অহোরাত্রান্তমধ্যগা ।
 সা সায়ামভবৎ সঙ্ক্যা পিতৃপ্রীতিপ্রদা সদা ॥ ১১১

জগন্নাথ, নারায়ণ এইরূপ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন । সঙ্ক্যাও মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে গমন করিলেন । ১০২

অনন্তর, সঙ্ক্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে সকলের অলক্ষ্যে মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে প্রবিষ্ট হইলেন । ১০৩

পূর্ব্বে বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণর আদেশে ব্রহ্মচারিবেশে সঙ্ক্যাকে তপস্যা করিবার বিধি উপদেশ দেন । ১০৪

সেই তপস্যানুষ্ঠানের উপদেশক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকেই পতিভাবে মনে করিয়া ব্রহ্ম-নন্দিনী সঙ্ক্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে মুনিগণের অলক্ষ্যে সেই যজ্ঞীয় প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন । ১০৫-১০৬

অনন্তর, পুরোডাশময় সঙ্ক্যা-শরীর তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে দধ্ব হইয়া পুরোডাশের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল । ১০৭

বহি তাঁহার শরীর দধ্ব করিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সেই বিত্ত্ব দেহকে সূর্য্যামণ্ডলে স্থাপিত করিলেন । ১০৮

সূর্য্য সেই শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পিতৃগণ ও দেবগণের প্রীতির উদ্দেশে নিজ রথে স্থাপিত করিলেন । ১০৯

হে দ্বিজোত্তমগণ ! তদীয় শরীরের উর্দ্ধভাগ—দিবসের আদি ও অহো-রাত্রের মধ্যগামিনী প্রাতঃসঙ্ক্যা । ১১০

শেষভাগ—দিবসের অন্ত ও অহোরাত্রের মধ্যগামিনী পিতৃগণের সন্তত-প্রীতি-দায়িনী সায়াং-সঙ্ক্যা হইল । ১১১

সূর্য্যোদয়াস্তু প্রথমং যদা স্যাদরুণোদয়ঃ ।
 প্রাতঃসন্ধ্যা তদোদেতি দেবানাং প্রীতিকারিণী ॥ ১১২
 অস্তং গতে ততঃ সূর্য্যো শোণপদ্বনিভা সদা ।
 উদেতি সাযংসন্ধ্যাপি পিতৃণাং মোদকারিণী ॥ ১১৩
 তদ্যঃ প্রাণাস্ত মনসা বিষ্ণুর্না প্রভবিষ্ণুনা ।
 দিব্যেন তু শরীরেণ চক্রিরেহথ শরীরিণঃ । ১১৪
 মুর্নৈর্জ্ঞাবসানে তু সম্প্রাপ্তে মুনিনা তু সা ।
 প্রাপ্তা পুত্রী বহ্নিমধ্যে তপ্তকাক্ষনসপ্রভাঃ ॥ ১১৫
 ত্যাং জগ্রাহ তদা পুত্রীং মুনিরামোদসংযুতঃ ।
 যজ্ঞার্থতোমৈঃ সংস্রাপ্য নিজক্রোড়ে কৃপায়ুতঃ ॥ ১১৬
 অরুন্ধতীতি তস্যাস্ত নাম চক্রে মহামুনিঃ ।
 শিষ্টৈঃ-পরিবৃতস্তত্র মহামোদমবাপ চ ॥ ১১৭
 ন রূপঙ্কি যতো ধর্ম্মং সা কেনাপি চ কারণাৎ ।
 অতস্তিলোকবিদিতং নাম সা প্রাপ সাব্রহ্ম ॥ ১১৮
 যজ্ঞং সমাপ্য স মুনিঃ কৃতকৃত্যভাব-
 মাসাদ্য সশ্রদযুতস্তনয়াপ্রলম্বাৎ ।
 তস্মিন্ নিজাশ্রমপদে সহশিষ্যবর্গৈ-
 স্তামেব সন্ততমসৌ দয়তে মহর্ষিঃ ॥ ১১৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২

সূর্য্যোদয়ের পূর্বে যখন অরুণোদয় হয়, তখন দেবগণের প্রীতিদায়িনী প্রাতঃসন্ধ্যার উদয় হইয়া থাকে । ১১২

আর সূর্য্য অস্তমিত হইলে, রক্ত-কমল-সন্নিভা পিতৃগণের আনন্দ-বিধায়িনী সাযংসন্ধ্যা উদিত হন । ১১৩

আর প্রভু বিষ্ণু, সন্ধ্যার প্রাণবায়ুকে দিব্য-শরীর ও মনঃসম্পর্কে শরীরী করিয়া মেধাতিথির যজ্ঞীয় অনলে স্থাপন করিলেন । ১১৪

অনন্তর, মুনি মেধাতিথি তাঁহাকে যজ্ঞাবসানে অগ্নিমধ্যে 'তপ্ত-কাক্ষন-বর্ণা' কন্যা রূপে প্রাপ্ত হইলেন । ১১৫

তখন মুনি, সেই কন্যাকে যজ্ঞীয় অর্ঘ্যজলে স্নান করাইয়া, সদয়ভাবে সানন্দে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন । ১১৬

মুনি, তাঁহার নাম রাখিলেন "অরুন্ধতী" । এই কার্য্যে মুনিবর মেধাতিথি শিষ্যগণ সমভিবাাহারে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন । ১১৭

তিনি কোন কারণেই ধর্ম্মরোষ করেন না, এই জন্ত ত্রৈলোক্যবিখ্যাতা সেই "অরুন্ধতী" নাম তাঁহার অর্থ-পূর্ণ হইল । ১১৮

মহাশ মেধাতিথি, যজ্ঞ সমাপন করাতে কৃত-কৃত্য এবং তনয়া লাভে আনন্দিত হইয়া সেই নিজ আশ্রমে শিষ্যবর্গসহ নিরন্তর সেই কন্যাকেই লালন-পালন করিতে লাগিলেন । ১১৯

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২

১। তপ্তকাক্ষনসন্নিভা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সা ববুধে দেবী তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ।
চন্দ্রভাগানদীতীরে তাপসারণ্যসংজ্ঞকে ॥ ১
যথা চন্দ্রকলা গুরুপক্ষে নিত্যং বিবৰ্দ্ধতে ।
যথা জ্যোৎস্না তথা সাপি প্রাপ বৃদ্ধিমরুদ্ধতী ॥ ২
সা প্রাপ্তে পক্ষমে বর্ষে চন্দ্রভাগং তদা গুণৈঃ ।
তাপসারণ্যমপি সা পবিত্রমকরোং সতী ॥ ৩
তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং মেধাতিথিনিষেবিতম্ ।
ক্রীড়াস্থানমরুদ্ধত্যাঃ পূতং বাল্যোচিতং কৃতম্ ॥ ৪
অদ্যপি তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগানদীজলে ।
অরুদ্ধতীতীর্থতোয়ে স্নাত্বা যাতি হরিং নরঃ ॥ ৫
কার্ত্তিকং সকলং মাসং চন্দ্রভাগানদীজলে ।
স্নাত্বা বিষ্ণুগৃহং গত্বা হৃন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
মাঘে মাসি পৌর্ণমাস্যামমায়াং বা তথৈব চ ।
চন্দ্রভাগাজলে স্নানং যন্ত কুর্যাৎ সকৃৎ সকৃৎ ।
ভৃশ বংশে রাজযক্ষ্মা ন কদাচিৎ ভবিষ্যতি ॥ ৭
দেহান্তে চন্দ্রভবনং গত্বা যাতি হরেগৃহম্ ।
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য বেদজ্ঞো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৮
চন্দ্রভাগাজলং পীত্বা চন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
সকৃৎ স্নাত্বা তু বিধিবদ্ব্যজিমেধায়ুতং লভেৎ ॥ ৯

অরুদ্ধতী-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, দেবী অরুদ্ধতী চন্দ্রভাগা নদীর তীরে তাপসারণ্যনামক সেই মহর্ষি-আশ্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ১

অরুদ্ধতী, গুরুপক্ষের শশিকলা ও জ্যোৎস্নার স্থায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন । ২

সতী অরুদ্ধতী, পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ কবিলে চন্দ্রভাগা নদীকে এবং সেই তাপসারণ্যকে নিজ-গুণে পবিত্র করিতে লাগিলেন । ৩

তথায় অরুদ্ধতীর বাল্যোচিত পবিত্র ক্রীড়াস্থান—মেধাতিথি-নিষেবিত মহাপুণ্য তীর্থ হইল । ৪

আজও লোকে সেই তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগা নদীর অরুদ্ধতীতীর্থজলে স্নান করিলে বিষ্ণুপদ লাভ করে । ৫

সমস্ত কার্ত্তিকমাস চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিলে মানুষ, প্রথমতঃ বিষ্ণুগৃহে গমন করিয়া শেষে মুক্তিলাভ করে । ৬

যে ব্যক্তি মাঘ মাসের পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে এক একবার চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিবে, তাহার বংশে কদাচ রাজযক্ষ্মা রোগ হয় না । ৭

সে ব্যক্তি, যুদ্ধের পর চন্দ্রলোকে গিয়া পশ্চাৎ বিষ্ণুলোকে গমন কবে । তারপর পুণ্য ক্ষয় হইলে, ইহলোকে জন্মিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয় । ৮

চন্দ্রভাগাজলে স্নাত্তা ক্রীড়ন্তীং বাললীলয়া ।
 পিতৃঃ সমীপে তন্তরীয়ে কদাচিত্তামরুন্ধতীম্ ॥ ১০
 গচ্ছন্নাকাশমার্গেণ দদর্শ কমলাসনঃ ॥ ১১
 অথাবতীৰ্য্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 অরুন্ধত্যাস্তদা কালমুপদেশে দদর্শ হ ॥ ১২
 অথোবাচ তদা ব্রহ্মা মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ ।
 মেধাতিথিপ্রভৃতিভিরুচিতং তং মহামুনিম্ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ—

উপদেশস্য কালোহয়মরুন্ধত্যা মহামুনে ।
 তস্মাদেনাং সতীনাস্ত স্ত্রীণাস্তু কুরু সন্নিধৌ ॥ ১৪
 স্ত্রীভিস্ত্রিশ্চোপদেশ্যোঃ কাচিদনুজ্ঞ^১ বিদ্যতে ।
 বহুলায়াশ্চ সাবিজ্ঞ্যাঃ পুত্রীং ত্বং স্থাপয়াস্তিকে ॥ ১৫
 তয়োঃ সংসর্গমাসাদ্য পুত্রী তব মহামুনে ।
 মহাশুনৈশ্বর্য্যমুণা ন চিরাস্তু ভবিষ্যতি ॥ ১৬
 মেধাতিথির্বিচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ পরমাশ্রয়নঃ ।
 এবমেবেতি প্রোবাচ তং তদা মুনিসত্তমঃ ॥ ১৭
 ততো গতে সুরশ্রেষ্ঠে পুত্রীং মেধাতিথিমুনিঃ ।
 সমাদায় যযৌ সূর্য্যভবনং প্রতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৮

চন্দ্রভাগাজল পান করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয় ; একবার যথাবিধি স্নান করিলেও অশ্রমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় । ৯

একদা অরুন্ধতী চন্দ্রভাগাজলে স্নান করিয়া পিতৃসমীপে বাল্যোচিত-ক্রীড়া করিতেছেন । ১০

ইত্যবসরে কমলাসন ব্রহ্মা, আকাশপথে যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন । ১১

অনন্তর, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় অবতীর্ণ হইয়া অরুন্ধতীকে উপদেশ দিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে দেখিলেন । ১২

অনন্তর ব্রহ্মা, মেধাতিথি প্রভৃতি মুনিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া সেই মহর্ষি মেধাতিথিকে বলিলেন । ১৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিবর অরুন্ধতীকে উপদেশ দিবার সময় এই ; অতএব ইহাকে সতীরমণীগণের সমীপে রাখ । ১৪

স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকেরই উপদেশ দেওয়া উচিত ; কিন্তু তোমার এখানে ত কোন স্ত্রীলোক নাই । অতএব তুমি তোমার কন্যাকে বহুলা ও সাবিজ্ঞীর নিকটে রাখ গিয়া । ১৫

মুনিবর । তোমার কন্যা তাঁহাদিগের হই জনের সংসর্গ পাইলে অবিলম্বে মহাশুন-সম্পত্তিশালিনী হইবে । তখন মেধাতিথি, পরমাত্মা ব্রহ্মার কন্যা শুনিয়া তাঁহাকে যে আশ্রয় বলিলেন । ১৬-১৭

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা গমন করিলে, মেধাতিথি মুনি, কন্যাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্যালোকে গমন করিলেন । ১৮

দদর্শ তত্র সাবিজীং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ।
 পদ্মাসনগতাং দেবীমক্ষমালাধরাং সিতাম্ ॥ ১৯
 দৃষ্টা সা তেন মুনির্না নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাং ।
 বহুলা সা গতা তূর্ণং প্রস্থং মানসভূভূতঃ ॥ ২০
 প্রত্যাহং তত্র সাবিজী গায়ত্রী বহুলা তথা ।
 সরস্বতী চ ক্রপদা পঙ্কজতা মানসাচলে ॥ ২১
 ধর্ম্মাখ্যানৈস্তথা সাক্ষীঃ কথ্যঃ কৃত্বা পরম্পরম্ ।
 স্বং স্বং স্থানং পুনর্য্যতি লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২২
 মেধাতিথিস্তু তাঃ সর্বা দৃষ্টৌকত্র তপোধনঃ ।
 মাতঃ সর্ব্বস্য লোকস্য প্রণাম্য পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩
 উবাচ চ স তাঃ সর্বা ঋষিঃ ব্রহ্মণং তপোধনঃ ।
 সমাধ্বসো বিস্মিতশ্চ তাসামেকত্র দর্শনাং ॥ ২৪

মেধাতিথিরূবাচ—

মাতঃ সাবিজি বহুলে মৎপুত্রীয়ং মহাযশাঃ^১ ।
 কালোহয়মুপদেশেহস্যাস্তদর্থমহমাংগতঃ ॥ ২৫
 জগৎপ্রক্টা সমাদিষ্টা প্রযাতু তব শিষ্যতাম্ ।
 এষা তেন ভবৎপার্শ্বমানীতা পুত্রিকা মম ॥ ২৬
 সৌচারিত্র্যং যথাস্যাঃ স্ম্যাত্তথৈনাং বালিকাং মম ।
 যুবাং বিনয়তং দেবো মাতর্মাতর্নমোহস্ত বাম্ ॥ ২৭

তথায় সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা পদ্মাসনে আসীনা অক্ষমালা-ধারিণী কলাগী
 সাবিজীদেবীকে দেখিতে পাইলেন । ১৯

তখন বহুলা মানসপর্ব্বতের সানুদেশে গমন করিয়াছিলেন, এখন মুনি-
 দৃষ্টা সাবিজীও সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া তথায় চলিলেন, মুনিও সঙ্গে
 সঙ্গে যাইলেন । ২০

সেই মানসপর্ব্বতে, সাবিজী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী এবং চাক্রপদ^১ এই
 পাঁচজন, পরস্পরে ধর্ম্মোপাখ্যানের সদালাপ করিয়া লোক-হিতাভিলাষে পুন-
 রায় স্থানে গমন করেন । ২১

তপোধন মেধাতিথি, সর্ব্বলোকের জননীস্বরূপা তাঁহাদিগের সকলকে একত্র
 অবস্থিত দেখিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলেন । ২৩

তাঁহাদিগকে একত্র দেখিয়া বিস্ময়াগ্ন তপোধন, তাঁহাদিগকে সভয়ে এই
 মধুর কথা বলিলেন । ২৪

মা সাবিজী ! মা বহুলে ! এই আমার যশস্বিনী কন্যা ; এক্ষণে ইহাকে
 উপদেশ দিবার এই সময়, তাই আমি এখানে আসিয়াছি । ২৫

ব্রহ্মা, আমার কন্যাকে আপনার নিকট উপদেশ লইতে বলিয়াছেন ; তাই
 আমার কন্যা,—আপনার কাছে আসিয়াছে । ২৬

যাহাতে আমার এই বালিকা সচ্চরিত্রা হয়, আপনারা দুইজনে ইহাকে
 সেইরূপ শিক্ষা দিন । মা ! সাবিজি ! মা ! বহুলে ! .তাঁহাদিগের উভয়কে
 নমস্কার করি । ২৭

অথোবাচ ভদ্রা দেবী সাবিত্রী মুনিসত্তমম্ ।
স্মিতপূর্ব্বং বহুলয়া সহিতা তাক্ষ বালিকাম্ ॥ ২৮

তে উচুতু—

ব্রহ্মন্ বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সূচরিত্রাভবৎ সুতা ।
পূর্ব্বমেব মূনে ভূতা ভদ্রদ্বন্দ্বেশেন কিং পুনঃ ॥ ২৯
কিং ত্বং ব্রহ্মবাক্যেণ বহুলা চ মহাসতী ।
বিনেষ্যাবস্তব সুতাং ধীরা স্মারুচিরাদ্ যথা ॥ ৩০
ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বহৃতিভা ভবতস্ত তপোবলাৎ ।
তথা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সুতা তেহুদ্ভূতরুদ্ধতী ॥ ৩১
কুলং পুনাতি ভবতঃ সত্যসৌ বর্দ্ধয়িস্থতি ।
লোকানামথ দেবানাং শিবমেযা করিস্থতি ॥ ৩২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তাভির্কিসৃষ্টঃ স মুনির্মেধাতিথিঃ সুতাম্ ।
আশ্বাস্যারুদ্ধতীং নত্বা তাঃ স্বস্থানং জগাম হ ॥ ৩৩
গতে তস্মিন্ মুনিবরে সহ তাভ্যামরুদ্ধতী ।
মাতৃভ্যামিব নির্ভীতা পালিতা মোদমাণ সা ॥ ৩৪
কদাচিৎ সহ সাবিত্র্যা রাজৌ যাতি রবেগৃহম্ ।
তথা বহুলয়া যাতি শক্রগেহং কদাচন ॥ ৩৫
এবং তাভ্যাং সমং দেবী বিহরন্তী সুরালয়ে ।
নিনায় দিব্যমানেন সা সপ্ত পরিবৎসরান্ ॥ ৩৬

অনন্তর দেবী সাবিত্রী, বহুলার সহিত, মুনিবর মেধাতিথিকে এবং তাঁহার বালিকা তনয়াকে সন্নিভভাবে বলিলেন । ২৮

মুনিবর ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রাসাদেই আপনার কন্যা পূর্ব্ব হইতেই সূচরিত্রা হইয়া রহিয়াছেন । ২৯

তবে, ব্রহ্মার আদেশ বলিয়া আমি এবং মহাসতী বহুলা—আমরা উভয়ে আপনার কন্যাকে এইরূপ শিক্ষা দিব, যাহাতে তিনি অবিলম্বেই আরও ধীর হন । ৩০

এই অরুদ্ধতী, পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন ; আপনার তপোবলে নারায়ণের অনুগ্রহে ইনি আপনার কন্যা হইয়াছেন । ৩১

ইনি আপনার কুল পবিত্র করিয়াছেন, যশ বাড়াইবেন, ইনি সমস্ত জগতের এবং দেবগণের কেবল মঙ্গল সম্পাদনই করিবেন । ৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর, মুনিবর মেধাতিথি তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক কন্যা অরুদ্ধতীকে আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন । ৩৩

মুনিবর, চলিয়া গেলে অরুদ্ধতী মাতৃ-সমা তাঁহাদিগের উভয়ের সহ বাস ও যত্ন পালনে, নির্ভয় হইয়া থাকিলেন এবং আনন্দিত হইতে লাগিলেন । ৩৪

অরুদ্ধতী, কখন, রাজিতে সাবিত্রীসহ সূর্য্যগৃহে গমন করেন, কখন বা বহুলার সহিত ইন্দ্রালয়ে গমন করেন । ৩৫

তাভ্যাং তথোপবিষ্টা সা জীৰ্ণশ্মচিরাং সতী ।
 সৰ্বং জ্ঞাতবতা ভূতা সাবিদ্রী বহুলাধিকা ॥ ৩৭
 অথ তস্মাস্তদা কালে সম্প্রাপ্তে উচিত্তেহভবৎ ।
 শোভনো যৌবনোন্তেদঃ পদ্মিনীনাং কুচিৰ্যথা ॥ ৩৮
 উদ্ভূতযৌবনা সা তু বসিষ্ঠং মানসোচলে ।
 বিহরন্তী দদর্শৈকা চারুতেজস্বিনং মুনিম্ ॥ ৩৯
 দৃষ্ট্বা তমিচ্ছয়াঞ্চক্রে কামভাবেন সা সতী ।
 বালসূর্য্যপ্রভং চারুরূপং ব্রাহ্মশ্রিয়া যুতম্ ॥ ৪০
 অথ সোহপি মহাতেজা বসিষ্ঠো বরবর্ণিনাম্ ।
 দৃষ্ট্বৈবোদ্ভূতমদনো বীক্ষাঞ্চক্রে তুরুদ্ধতীম্ ॥ ৪১
 তয়োঃ পরস্পরং দৃষ্ট্বা ববৃধে হৃচ্ছয়ো মহান্ ।
 অমর্য্যাদং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাকৃতে মদনো যথা ॥ ৪২
 অথ ধৈর্যং সমালম্ব্য তথা মেধাতিথেঃ সূতা ।
 আত্মানং ধারয়ামাস মনশ্চ মদনোন্নিতম্ ॥ ৪৩
 বসিষ্ঠোহপি মহাতেজা ধৈর্য্যমালম্ব্য চাততঃ ।
 মনঃ সংস্তুময়ামাস মদনোন্মথিতং ততঃ ॥ ৪৪
 অরুদ্ধতী ভতো দেবী বিহায় মুনিসন্নিধিম্ ।
 জগাম যত্র সাবিদ্রী নিন্দন্তী যং মনো বপুঃ ॥ ৪৫

দেবী অরুদ্ধতী, তাঁহাদিগের সহিত এইরূপ বিহার করত দৈব পরিমাণে
 সপ্ত বৎসর অতিবাহিত করিলেন । ৩৬

সতী অরুদ্ধতী তাঁহাদিগের উভয়ের নিকট স্ত্রীলোকের কর্তব্যকার্য্য বিষয়ে
 উপদেশ পাইয়া অবিলম্বে সমস্ত বুঝিলেন ; তখন তিনি সাবিদ্রী ও বহুলা
 হইতেও শ্রেষ্ঠা হইলেন । ৩৭

অনন্তর, যথাযোগ্য কাল প্রাপ্ত হইলে, কমলিনীকুলের শোভার ন্যায়
 তাঁহার সুন্দর যৌবন সঞ্চার হইল । ৩৮

এক দিন, উদ্ভিন্ন-যৌবনা অরুদ্ধতী মানস পর্ব্বতে একাকী বিচরণ করিতে
 করিতে মনোহর তেজস্বী বসিষ্ঠ মুনিকে দেখিতে পাইলেন । ৩৯

সেই সতী, ব্রাহ্ম-স্রীসম্পন্ন নবসূর্য্য-সন্নিভ চারুরূপধারী বসিষ্ঠকে দেখিবামাত্র
 কামভাবে ইচ্ছা করিলেন । ৪০

অনন্তর বসিষ্ঠ ও বরবর্ণিনী অরুদ্ধতীকে দেখিবামাত্র মদনাকুল হইয়া
 বার বার তাহাকে দেখিতে লাগিলেন । ৪১

হে দ্বিজবরগণ ! তাঁহাদিগের পরস্পরের দর্শনে, সামান্য লোকের ন্যায়
 মর্যাদা শূন্যভাবে তাঁহাদিগেরও পরস্পরের অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল । ৪২

অনন্তর, মেধাতিথিনন্দিনী, ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মাকে এবং মদনো-
 দ্বিগ্ন হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন । মহাতেজা বসিষ্ঠও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক
 আপনার মদনোন্মথিত চিত্তকে প্রশমিত করিলেন । ৪৩-৪৪

অনন্তর, দেবী অরুদ্ধতী মুনি-সন্নিধান ত্যাগ করিয়া, নিজ কামোদ্বিগ্নের
 নিন্দা করত সাবিদ্রী সমীপে গমন করিতে লাগিলেন । ৪৫

বাধ্যমানাতিদুঃখেন মানসেন মহাসতী ।
 সতীভাবঃ পরিত্যক্তশিস্তয়ন্তী ময়েতি বৈ ॥ ৪৬
 তস্যা মনোজদুঃখেন বিবর্ণমভবশ্চক্ষুঃ ।
 শরীরং সকলং শ্লানং গতিশ্চ বলিতাভবৎ ॥ ৪৭
 ইদং বিমম্বষে সা চ গর্হয়ন্তী স্বকং মনঃ ।
 যুগলতন্তবৎ সূক্ষ্মা ছিন্না চ তৎক্ষণাদপি ॥ ৪৮
 স্থিতিঃ সতীনাং জ্ঞেন চাপল্যেনৈব নশ্বতি ।
 ইতি স্ত্রীধর্মমধ্যাপ্য মামাহ চরিতব্রতা ॥ ৪৯
 সাবিত্রী সারমেতদ্বি সতীধর্মস্য চোক্ততম্ ।
 তদস্য নাশিতং পুংসি পরকীয়ে মনোরথম্ ॥ ৫০
 বর্জয়ন্ত্যা তদা কিং মে পরত্রেহ ভবিষ্যতি ।
 ইতি সন্ধিস্তয়ন্তী সা পুত্রী মেধাতিথেস্তদা ॥ ৫১
 দুঃখার্ভা বহুলাং দেবীং সাবিত্রীং চাসসাদ হ ।
 তথাবিধাস্ত তং দৃষ্ট্য বিবর্ণবদনাং সতীম্ ॥ ৫২
 ধ্যানচিন্তাপরা ভূতা সাবিত্রী বিমম্বষ হ ।
 বিম্বয়্য দিবজ্ঞানেন সর্বং জ্ঞাতবতী সতী ॥ ৫৩
 বসিষ্ঠেন হরুন্ধতা যথাভূদর্শনং তথা ।
 যথা তয়োঃ সম্প্রসূকো মনোজ্ঞশ্চাতিদুঃসহঃ ॥ ৫৪
 মুখবৈবর্ণ্যহেতুশ্চ সাবিত্রী দিব্যদর্শিনী ।
 অথ মেধাতিথেঃ পুত্র্যা মূর্ধ্ণি হস্তং নিবেশ্য সা ॥ ৫৫

“হায় ! আমি সতীত্ব হারাইলাম” এই চিন্তা সেই মহাসতীর মনে নিরন্তর উদ্ভিত হইতে লাগিল । ৪৬

তাহাতে তিনি সাতিশয় মনোদুঃখে কাতর হইলেন । মনোদুঃখে তাঁহার মুখ মলিন, অঙ্গ সকল শ্লান এবং গতি স্থলিত হইতে লাগিল । ৪৭

নিজ চিত্তকে নিন্দা করত এইরূপ ভাবিলেন ;—সতীগণের মর্যাদা, যুগল-সূত্রের গায় সূক্ষ্ম এবং বৃক্ষি ক্ষণকাল বায়ুর ভারও সহিতে পারে না ; তাই তাহা অল্প চাকল্যেই বিনষ্ট হয় । ৪৮

ইহাই যে সতীধর্মের সারোদ্ধার, ব্রতচারিণী সাবিত্রী স্ত্রীধর্ম অধ্যয়ন করাইয়া আমাকে ইহা বলিয়াছেন । ৪৯

হায়, আমি আজ পরপুরুষের প্রতি অভিলাষ করিয়া সেই ধর্ম লোপ করিলাম ! ৫০

হায়, আমার ইহ পরকালের কি হইবে ? মেধাতিথিনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত দুঃখার্ভা হইয়া দেবী বহলা ও সাবিত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন । ৫১

সাবিত্রী অরুন্ধতী সতীকে, তথাবিধ মলিনমুখী দেখিয়া ধ্যান-যোগ-অবলম্বনে সমুদয় জানিতে পারিলেন । ৫২

অনন্তর সর্বজ্ঞা দিব্যদর্শিনী সাবিত্রী, বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর পরম্পর-দর্শন, তাঁহাদিগের উভয়ের অতিদুঃসহ কামোদ্বেক এবং অরুন্ধতীর মালিন্তের নিদান চিন্তা—সকল ব্যাপারই দিব্য-জ্ঞান-বলে জানিতে পারিলেন । ৫৩-৫৪

ইদমাহ মহাদেবী সাবিত্রী চরিতব্রতা ।
 বৎসে তব মুখং কন্মাস্ত্রিমবর্ণমভূদিদম্ ॥ ৫৬
 হিমনালং যথাপদ্মং সূর্য্যাংগপরিতাপিতম্ ।
 কথং শরীরমভবন্ ম্লানং তে গুণবন্তমে ॥ ৫৭
 যথা নিশাপতেবিশ্বং তনুকৃষ্ণাভ্রসংবৃতম্ ।
 অন্তর্মনশ্চ তে ভদ্রে সচিস্তমিব লক্ষ্যতে ।
 তন্মে কথয় তে গৃহ্মৈত্তচ্চেদদুঃখকারণম্ ॥ ৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সাধোমুখী ভূত্বা কিঞ্চিন্নোবাচ লজ্জয়া ।
 সাবিত্রীং মাতরং গুৰ্বীং তথা পৃষ্ঠাপ্যরুদ্ধতী ।
 যদা নোক্তবতী কিঞ্চিত্তদা মেধাতিথেঃ সূতা ॥ ৫৯
 স্বয়ং প্রকাশ্য সাবিত্রী তমুবাচ তপস্বিনী ।
 বৎসে যোহসৌ ত্বয়া দৃষ্টো মুনির্ভাক্করসম্নিভঃ ॥ ৬০
 স বসিষ্ঠো ব্রহ্মসূতন্তব স্বামী ভবিষ্যতি ।
 তব অশ্রু চ দাম্পত্যং পুরা ধাত্ৰৈব নিশ্চিতম্ ॥ ৬১
 অতন্তব সতীভাবো না হীনস্তস্য দর্শনাৎ ।
 যদ্বা তবাভূদ্ধদয়ং সকামস্তস্য দর্শনাৎ ॥ ৬২
 ন তদোষকরং পুত্রি মনোদুঃখং ততস্ত্যজ ।
 ত্বয়া পরং তপঃ কৃত্বা পূর্বজন্মানি শোভনে ॥ ৬৩
 বৃতঃ স এব দয়িতঃ সকামস্তেন স ত্বয়ি ।
 শূণ্ণ পূর্বং ত্বয়া বৎসে বসিষ্ঠোহয়ং বৃতঃ পতিঃ ॥ ৬৪

অনন্তর, ব্রতচারিণী মহাদেবী সাবিত্রী মেধাতিথি-ভনয়্যার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া এই কথা বলিলেন । ৫৫

“বৎস ! সূর্য্য-কিরণ-পরিতপ্ত হিমনূল কমলের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল আজি এমন বিবর্ণ হইল কেন ? ৫৬

হে গুণবতী প্রধানে ! বিরল-নীল-জলদাবলি সংবৃত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তোমার শরীর এত ম্লান হইল কেন ? ৫৭

ভদ্রে ! তোমার মন যেন চিন্তাকুল বোধ হইতেছে, যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে তুমি স্বীয় দুঃখকারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর । ৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন :—অনন্তর, অরুদ্ধতী, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিলেন । মাতৃতুল্য গুরুজন সাবিত্রীর নিকট কিছুই বলিতে পারিলেন না । ৫৯

যখন মেধাতিথি-নন্দিনী কিছুই বলিলেন না, তখন তপস্বিনী সাবিত্রী স্বয়ং সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন । ৬০

“বৎসে ! তুমি যে সূর্য্যসম্নিভ ঋষিকে অবলোকন করিয়াছ, তিনি ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন । ৬১

তোমার এবং বসিষ্ঠের পরস্পর দাম্পত্য-বন্ধন বিধাতা পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ; সূতরাং বসিষ্ঠকে দেখাতে সতীত্ব-লোপ হয় নাই । ৬২

বৎসে ! তাঁহাকে দেখিয়া তোমার মনে যে কামোদ্বেগ হইয়াছে, তাহাতেও দোষ নাই, অতএব মনোদুঃখ ত্যাগ কর । ৬৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যথা তপঃ কৃত্ব তত্র যেন ভাবেন সন্ততম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিত্রী যথা সন্ধ্যাভবৎ পূরা ॥ ৬৫
 কৃত্ব তপো যদর্থস্ত চন্দ্রভাগাহ্বয়ে গিরৌ ।
 বসিষ্ঠেন যথাপূর্বং বর্ণিক্রপেণ বেষসঃ ॥ ৬৬
 বচনাদুপদিষ্টা সা তপশ্চর্যাং দ্রুতায়াম্ ।
 যথা প্রসন্নো ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রত্যক্ষভাং গতঃ ॥ ৬৭
 বরং যথা দদৌ তস্মৈ মর্যাদা স্থাপিতা যথা ।
 যথা বা বাহ্লিতঃ স্বামী বসিষ্ঠঃ স তস্মা মুনিঃ ॥ ৬৮
 মেধাতিথের্থথা যজ্ঞে বহৌ ত্যক্তং তস্মা বপুঃ ।
 যথা তত্তনয়া জাতা তস্মৈ তদ্বিস্তরাং তদা ॥ ৬৯
 সাবিত্রী কথয়ামাস ক্রমাদ্বহ্ললয়া সহ ॥ ৭০
 অথ তস্মা বচঃ শ্রুত্বা যদভূৎ পূর্বজন্মনি ।
 তচ্ছ্রুত্বা বৈ তদা জাতং যম সর্বং মনোগতম্ ॥ ৭১
 ইত্যতীব ত্রপাং প্রাপ্য সাতীবাভূদধোমুখী ।
 সাবিত্রীবচনাস্তুতা পূর্বজন্মস্মরা চ সা ॥ ৭২
 তথৈবোধোমুখা ভূত্বা যদবৃত্তং পূর্বজন্মনি ।
 তস্য সর্বস্য সন্মার দিব্যজ্ঞারুদ্ধতী তদা ॥ ৭৩
 পূর্বং বিষ্ণুপ্রসাদেন সা ভূত্বা দিব্যদর্শনী ।
 অধুনা বালাভাবেন প্রচ্ছিন্না দিব্যদর্শনা ॥ ৭৪

শোভনে ! তুমি পূর্বজন্মে কঠোর তপস্যা করিয়া বসিষ্ঠকেই পতিভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই জন্মই তিনি তোমার প্রতি কামভাবাপন্ন হইয়াছেন। ৬৪ বৎসে। পূর্বে তুমি যেরূপ বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে এবং তথায় যে ভাবে নিরন্তর তপস্যা করিয়াছিলে তৎসমস্ত শ্রবণ কর। ৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—সাবিত্রী এই কথা বলিয়া সন্ধ্যার উৎপত্তি, তিনি যে উদ্দেশে চন্দ্রভাগ পর্বতে তপস্যা করেন তাহা, বিধাতার বচনানুসারে সন্ধ্যাকে বসিষ্ঠের ব্রহ্মচারিক্রপে তপস্যা শিক্ষা দান, তদুপদেশে সন্ধ্যার কঠোর তপস্যা, ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া যেরূপে সন্ধ্যার প্রত্যক্ষ গোচর হন তাহা, সন্ধ্যাকে বিষ্ণুর বরদান, মর্যাদা স্থাপন, উপদেশক বসিষ্ঠকে পরজন্মে স্বামী করিতে সন্ধ্যার অভিলাষ, মেধাতিথির যজ্ঞানলে তাঁহার দেহত্যাগ এবং মেধাতিথির কন্যারূপে তাঁহার উৎপত্তি—অরুদ্ধতীকে এ সমস্ত কথাই সুবিস্তারে যথাক্রমে বহ্লার সহিত বলিলেন। ৬৬-৭০

অনন্তর, অরুদ্ধতী, সাবিত্রীর নিকট সেই কথা ও পূর্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে “ইনি আমার মনোগত সকল কথাই জানিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া” অভ্যস্ত লজ্জাবশতঃ সান্তিশয় অধোমুখী হইলেন। আর সাবিত্রীর কথায় তিনি জাতিশ্রয় হইলেন। ৭১-৭২

তখন অরুদ্ধতী সতী সেই রূপ অধোমুখে থাকিয়াই পূর্বজন্মে যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্তই দিব্য জ্ঞানবলে স্মরণ করিলেন। ৭৩

বিষ্ণুর প্রসাদে পূর্বকালে তিনি দিব্য-দর্শিনী হন, বালকভাব প্রযুক্ত দিব্য-দর্শিত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল। ৭৪

সাবিত্রীবচনাচ্ছূড়া বৃত্তান্তং পূর্বজন্মনঃ ।
 প্রত্যক্ষমিব তৎসর্বং পূর্বজ্ঞানমবাপ সা ॥ ৭৫
 অবাপ্য পূর্বং জ্ঞানং তদ্যদন্তং বিষ্ণুনা পুরা ।
 বসিষ্ঠোহয়ং বৃত্তঃ স্বামী ময়া বৈ পূর্বজন্মনি ॥ ৭৬
 ইতি জ্ঞানবতী দেবী সান্নোদারুন্ধতী স্বয়ম্ ॥ ৭৭
 বসিষ্ঠদর্শনোত্তুতে পূর্বং তস্মাস্ত হৃচ্ছয়ে ।
 যথাতক্ষঃ সমুৎপন্নঃ সত্যত্বস্য নিবারণে ।
 তক্ষ স্বয়ং সা তভ্যাজ তদা মেধাতিথেঃ সুতা ॥ ৭৮
 ত্যক্তচিন্তাং ততস্তাস্ত বিজ্ঞায়ারুন্ধতীং সতীম্ ।
 সাবিত্রী সূর্য্যভবনং তয়া সার্কং জগাম হ ॥ ৭৯
 অরুন্ধতীং নিবেশ্যাস্থ সাবিত্রী সূর্য্যামন্দিরে ।
 জগাম ব্রহ্মভবনং সর্বজ্ঞা সা সতীবরা ॥ ৮০
 অথ প্রণম্য ব্রহ্মাণং পৃষ্ঠা তেনৈব তৎক্ষণাৎ ।
 ইদং জগাদ সাবিত্রী ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ॥ ৮১
 ভগবন্ জগতাং নাথ বসিষ্ঠং ভবতঃ সুতম্ ।
 মানসস্য গিরেঃ সানো দর্দশারুন্ধতী সতী ॥ ৮২
 তয়োদর্শনমাত্রেণ বহুধে হৃচ্ছয়ো মহান্ ।
 পরস্পরং তো স্পৃহয়াঞ্চক্রুতুশ্চ প্রজাপতে ॥ ৮৩
 ততো ধৈর্য্যাস্ত্র সংস্তভ্য মনোজং তো সুদুঃখিতৌ ।
 বিমনস্কৌ গতৌ স্থানং লজ্জিতৌ তো স্বকং স্বকম্ ॥ ৮৪

এখন আবার সাবিত্রীর কথায় পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে তৎসমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি সমুদয় পূর্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন । ৭৫

অরুন্ধতী দেবী পূর্বজন্মের বিষ্ণুদত্ত জ্ঞান পাইয়া “আমি এই বসিষ্ঠকে পূর্বজন্মে মনে মনে পতিতে বরণ করিয়াছি” আনন্দ সহকারে স্বয়ং ইহা জানিতে পারিলেন । ৭৬

বসিষ্ঠ দর্শনে কামোদ্রেক হওয়াতে সত্যীত্ব নাশ হইল বলিয়া পূর্বের মনে মনে যে আতঙ্ক হইয়াছিল, মেধাতিথি-নন্দিনী, তখন আপনা হইতেই তাহা পরি-
 তাগ করিলেন । ৭৭-৭৮

অনন্তর, সাবিত্রী, অরুন্ধতী সতীকে চিন্তাশূণ্য দেখিয়া তাঁহার সহিত সূর্য্যভবনে গমন করিলেন । ৭৯

সতী-শ্রেষ্ঠা সর্বজ্ঞা সাবিত্রী, অরুন্ধতীকে সূর্য্য-ভবনে রাখিয়া ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন । ৮০

সাবিত্রী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবারাত্র তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, সেই অমিত-তেজা সুরশ্রেষ্ঠকে বলিলেন—হে ভগবন্ ! জগদীশ্বর ! অরুন্ধতী সতী, মানস পর্ব্বতের সানুদেশে আপনার পুত্র বসিষ্ঠকে দেখিয়াছেন । ৮১-৮২

প্রজাপতে ! তাঁহাদিগের পরস্পরের সন্দর্শনে পরস্পরের সাতিশয় কামো-
 দ্রেক হয় এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরে অভিলাষী হন । ৮৩

অনন্তর, ধৈর্য্যবলে মদনবিকার প্রশমিত করিয়া অসং-কার্য্য আচরণ বোধে অত্যন্ত দুঃখিত, অশ্রমনস্ক ও লজ্জিত ভাবে স্ব স্ব স্থানে গমন করেন । ৮৪

এবম্ভ্রান্তে যদ্যোগ্যং তদা ত্তেতষীষীতাম্ ।
 আয়ত্যাঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠ লোকানাং হিতকামায়া ॥ ৮৫
 ইতি ব্রহ্মা বচন্তস্যা ব্রহ্মা সৰ্ব্বজগদগুরুঃ ।
 দদর্শ দিব্যজ্ঞানেন প্রবৃত্তিং ভাবিকর্ষণঃ ॥ ৮৬
 ইদঞ্চ স্বাগতং প্রোচে তদা লোকপিতামহঃ ।
 তয়োর্দাম্পিত্যভাবস্য কালোহয়ং সমুপস্থিতঃ ॥ ৮৭
 অতো লোকহিতার্থায় যায়েহহং তৎপ্রবৃত্তয়ে ।
 ইতি নিশ্চিত্য মনসা সাবিত্রীমহিতো বিধিঃ ॥ ৮৮
 জগাম মানসপ্রস্থং যত্রাভূদধর্শনং তয়োঃ ॥ ৮৯
 পিতামহে তত্র যাতে শৰ্ব্বঃ সুরগণৈশ্বর্যতঃ ।
 নন্দিভৃঙ্গি-প্রভৃতিভিঃ সমায়াতো বৃষধ্বজঃ ॥ ৯০
 ভগবান্ বাসুদেবোহপি ব্রহ্মণা পরিচিস্তিতঃ ।
 ভক্ত্যা সোহপি জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৯১
 স্থিতৌ ব্রহ্মহরৌ যত্র তত্রৈব স্বয়মাগতঃ ।
 অথ তে জগতাং নাথা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরয়াঃ ।
 নারদং প্রেষয়ামাসুদূর্তং মেধাতিথিং প্রতি ॥ ৯২
 যাহি ক্রতং নারদ ত্বং চন্দ্রভাগাহ্বয়ং গিরিম্ ।
 মুনিস্ত্যোপত্যকায়ামাস্তে মেধাতিথিঃ পরঃ ॥ ৯৩
 তমানয় যথাকামমস্মাকং বচনাং স্বয়ম্ ।
 মেধাতিথিং সমাদায় ভবানাগচ্ছতু ক্রতম্ ॥ ৯৪

সুরজ্যোষ্ঠ ! এই ত ব্যাপার ; এখন পরিণামে যাহা শুভ ফলপ্রদ হয়, লোক-হিতাভিলাষে তাহা সম্পাদন করুন । ৮৫

নিখিল জগদগুরু ব্রহ্মা, সাবিত্রী এই কথা শুনিয়া দিব্যজ্ঞানবলে, ভাবী কার্যের ফলাফল দর্শন কবিলেন । ৮৬

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মনে মনে বলিলেন, “বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহ সময় এই ত উপস্থিত । ৮৭

অতএব লোকহিতার্থে তাহা সম্পাদনের জন্য আমি তথায় গমন করি” ; মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া যথায় বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর পরস্পরে দর্শন হইয়াছিল, সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে সেই মানসপর্বত-সানুদেশে গমন করিলেন । ৮৮-৮৯

পিতামহ তথায় গমন করিলে, বৃষধ্বজ মহাদেব, নন্দি-ভৃঙ্গি-প্রভৃতি অনু-চরগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৯০

ব্রহ্মা কর্তৃক ভক্তিভাবে চিন্তিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধর জগদীশ্বর বাসুদেবও ব্রহ্মা এবং শিব যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথায় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অনন্তর, জগৎপ্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—মেধাতিথির নিকট নারদকে দূত পাঠাইলেন । ৯১-৯২

তাহারা বলিলেন, নারদ ! তুমি সত্ত্বর চন্দ্রভাগ পর্বতে যাও ; ঐ পর্বতের উপত্যকা ভূমিতে মহর্ষি মেধাতিথি বাস করেন । ৯৩

আমাদিগের বাক্যে তুমি যথাসময়ে তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর, অর্থাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সত্ত্বর তুমি এখানে ফিরিয়া আইস । ৯৪

ব্রহ্মাদীনাং বচঃ শ্রুত্বা নারদোহপি ক্রুতং যযৌ ।
 মেধাতিথিং সমানেতুং মহাকাব্যস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৯৫
 মেধাতিথিং সমাভ্যাস্ত দেবানাং বচনৈস্ততঃ ।
 মেধাতিথিং সমাদায় যযৌ মানসপর্বতম্ ॥ ৯৬
 সৈন্দ্রা দেবগণাঃ সৰ্বেষাং মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ।
 সাধ্যা বিদ্যাধরা যক্ষা গন্ধৰ্বাশ্চ সমাগতাঃ ॥ ৯৭
 দেবশ্চ সৰ্বে দেবশ্চ যে দেবানুচরাস্তথা ।
 তে সৰ্বে মানসপ্রস্থং যাতাশ্চাত্তে চ জন্তবঃ ॥ ৯৮
 অথ ভূতে সমাজে তু দেবানাং কমলাসনঃ ।
 মেধাতিথিং মুনিং বাক্যমিদমাহাভিদেশয়ন ॥ ৯৯

ব্রহ্মোবাচ—

মেধাতিথে বসিষ্ঠায় পুত্রীং তে চরিতব্রতাম্ ।
 দেহি ব্রাহ্মণে বিধিনা সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১০০
 বধুবরভ্রমনয়োঃ পূৰ্ব্বং সৃষ্টং মমৈব হি ।
 হরিণা চাপ্যনুজাতং কৰ্ম্ম চৈতং সমজসম্ ॥ ১০১
 এবং কৃতে তব কূলে ভবিষ্যতি মহদযশঃ । •
 হিতঞ্চ সৰ্বভূতানাং দেহি তাং মা চিরং কৃথাঃ ॥ ১০২
 ততো ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা হ্যতিপ্রমুদিতো মুনিঃ ।
 এবমস্ত্বিতি চোবাচ নত্বা তান্ সুরপুঙ্গবান্ ॥ ১০৩
 এষাং তু বচনাং পুত্রীমাদায়ারুন্ধতীং মুনিঃ ।
 ধ্যানস্থস্য বসিষ্ঠস্য দেবৈঃ সহ জগাম হ ॥ ১০৪

নারদও, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথাক্রমে, মহাকাব্য সিদ্ধির জন্ত মেধা-
 তিথিকে আনিতে সত্তর গমন করিলেন । ৯৫

সেই দেব-ত্রয়ের কথানুসারে নারদ, মেধাতিথির সহিত সস্তাষণপূর্বক
 তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মানস পর্বতে গমন করিলেন । ৯৬

এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষি-তপস্বি-গণ, আর সাধ্যা, বিদ্যাধর, যক্ষ,
 গন্ধৰ্ব, সমস্ত দেবপত্নী, দেবগণের অনুচরবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রাণিগণ সকলে
 মানস পর্বত প্রস্থে গমন করিলেন । ৯৭-৯৮

এইরূপে তথায় দেবগণের সভা হইলে কমলাসন ব্রহ্মা, মেধাতিথিকে
 আদেশ করত এই কথা বলিলেন—মেধাতিথি ! এই দেবসভামধ্যে ব্রাহ্ম-
 বিবাহ বিধি-অনুসারে তোমার ব্রতচারিণী কন্যা অরুন্ধতীকে বসিষ্ঠ-হস্তে
 সম্প্রদান কর । ৯৯-১০০

বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর দাম্পত্য-বন্ধন, আমি পূর্বেই স্থির করিয়াছি ; আর এই
 সুসজ্জত কাৰ্য্য নারায়ণেরও অনুমোদিত । ১০১

এইরূপ কবিলে তোমার বংশের বড়ই যশ হইবে এবং নিখিল জগতের
 হিতসাধন হইবে ; অতএব সম্প্রদান কর, আর বিলম্ব করিও না । ১০২

অনন্তর মেধাতিথি ঋষি, ব্রহ্মার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে সেই
 সুরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণামপূর্বক “যে আজ্ঞা” বলিলেন । ১০৩

মেধাতিথি তাঁহাদিগের বচনানুসারে কন্যা অরুন্ধতীকে লইয়া দেবগণ
 সমভিবিবাহারে ধ্যানস্থ বসিষ্ঠের সমীপবর্তী হইলেন । ১০৪

পড়া বসিষ্ঠনিকটং দেবৈঃ পরিসৃতো মুনিঃ ।
 ব্রাহ্মজিয়া দীপ্যমানং জলন্তমিব পাবকম্ ॥ ১০৫
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু ধৃতবুদ্ধিং পৃথক্ পৃথক্ ।
 দদর্শ মুনিমাসীনং মানসাতলকন্দরে ॥ ১০৬
 বসিষ্ঠমোজ্জ্বলিবরং বালসূর্য্যমিবোদিতম্ ॥ ১০৭
 অথ পুত্রীমগ্রগতাং কৃত্বা মেধাতিথির্মুনিঃ ।
 বসিষ্ঠং নিয়তাশ্বনমুবাচারুদ্ধতীপিতা ॥

শ্বশিরুবাচ—

ভগবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্র পুত্রীং মে চরিতব্রতাম্ ।
 দত্তাং প্রতিগৃহাণৈনাং ময়া ব্রাহ্মেণ ধর্ম্মতঃ ॥ ১০৮
 যত্র যত্রাশ্রমে ব্রহ্মন্ স্বেচ্ছয়া নিবসিস্থসি ।
 ত্রস্তজ্জোষা ভবিজী চ ছ্যায়ৈবানুগতা তব ॥ ১০৯
 তত্র তত্রৈব মে পুত্রী সমানব্রতচারিণী ।
 পতিব্রতা বরারোহা শুক্রযান্তে করিস্থতি ॥ ১১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্ত মুনের্মোধাতিথের্বচঃ ।
 দৃষ্ট্বা সমাগতান্ দেবান্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকান্ ॥ ১১১
 অবশ্যমেতস্তাবীতি নিশ্চিত্য দিব্যচক্ষুষা ।
 ব্রহ্মণঃ সম্মতে পুত্রীং তদা মেধাতিথের্মুনেঃ ॥ ১১২
 বসিষ্ঠঃ প্রতিজ্ঞগ্রাহ বাচমিত্যুক্তবাংশ্চ হ ॥ ১১৩
 গৃহীতপাণিঃ সা দেবী বসিষ্ঠেন মহাশ্বনা ।
 পত্ন্যঃ পাদমুগে চক্ষুর্মুগং শস্তবতী সতী ॥ ১১৪

দেবগণপরিবৃত মেধাতিথি মুনি, সমীপে গিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বিধের প্রতি পৃথক পৃথক্ ভাবে অনুরক্ত জলন্ত অনল-সন্নিভ, ব্রাহ্মাণ্য-শোভা-সমুজ্জ্বল নবোদিত দিবাকরের ন্যায় সাতিশয় তেজস্বী মহর্ষি বসিষ্ঠকে মানস পর্ব্বতের কন্দরে আসীন দেখিলেন । ১০৫-১০৭

অনন্তর, অরুদ্ধতী-পিতা মুনিবর মেধাতিথি, তনয়া অরুদ্ধতীকে অগ্রে করিয়া সংযতচিত্ত বসিষ্ঠকে বলিলেন—হে ভগবন্ ব্রহ্মনন্দন । আমি ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি অনুসারে আপনাকে এই ব্রতচারিণী স্বীয় কণ্ঠ্যকে দান করিলাম, গ্রহণ করুন । ১০৮

ব্রহ্মন্ ! আপনি আপন ইচ্ছাক্রমে যে যে আশ্রমে বাস করিবেন, এই পতি-ব্রতা সুন্দরী কন্যা তথায় তথায় আপনার প্রতি ভক্তিমন্যতী ছায়ার ন্যায় অনুগত ও সমান ব্রত-চারিণী হইয়া আপনার শুক্রযা করিবে । ১০৯-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বসিষ্ঠ, মেধাতিথি মুনির এই কথা শুনিয়া এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া “এই কার্য্য অবশ্যস্তাবী” দিব্য-জ্ঞানবলে ইহা নিশ্চয় করিলেন । ১১১-১১২

অনন্তর ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে সেই মেধাতিথি-নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া ‘বাচং’ অর্থাৎ ‘আচ্ছা গ্রহণ করিলাম’ বলিলেন । ১১৩

ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চান্দ্রে তথামরাঃ ।
 বিবাহবিধিনা তৌ তু মোদয়াঙ্কুরুংসবৈঃ ॥ ১১৫
 সাবিত্রীপ্রমুখা দেব্যা দেবাশ্চেন্দ্রাদয়স্তথা ।
 দক্ষা দ্যাঃ কশ্যপাদ্যাস্ত মুনয়োহতিতপোধনাঃ ॥ ১১৬
 উদ্ব্যুচ্য ব্রহ্মবচনাদ্বক্সলক্ষ্যাজিনং জটাঃ ।
 মন্দাকিনীজলেনাপ্ত স্নাপয়িত্বা সূতং বিধেঃ ॥ ১১৭
 জাম্বুনদৈস্তথা দিব্যোভূষণৈশ্চ মনোহরৈঃ ।
 বসিষ্ঠং ভূষয়াঙ্কুরুস্তথৈবারুন্ধতীং সতীম্ ॥ ১১৮
 ভূষয়িত্বাথ তৌ তত্র সমাপ্য মুনিভির্বিধিম্ ।
 বিবাহাবভূথঙ্কুরুস্তয়োবিধি-হরীশ্বরঃ ॥ ১১৯
 নিধায় সর্বতীর্থানাং তোল্লং জাম্বুনদে ঘটে ।
 আশীর্বাদকরৈর্মন্ত্রৈর্গায়ত্বা জুপদাদিভিঃ ॥ ১২০
 স্বয়ং তৌ স্নাপয়াঙ্কুরুব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
 ততো মহর্ষয়শ্চান্দ্রে তথা দেবর্ষয়শ্চ যৈঃ ॥ ১২১
 তে সর্বৈ ঋগ্‌যজুঃসামবেদভাগৈর্মহাশ্বরৈঃ ।
 গঙ্গাদিসরিতাং তোল্লৈশ্চক্ৰুঃ শান্তিং তয়োর্মুহঃ ॥ ১২২
 ভুবনত্রয়সঞ্চারি বিমানং সূর্য্যবর্চসম্ ।
 অব্যাহতগতিং ব্রহ্মা সতোয়ঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥ ১২৩
 তাভ্যাং দাযং দদৌ বিষ্ণুর্হুপ্রাপং স্থানযুক্তমম্ ।
 যদুন্ধং সর্বদেবানাং মরীচ্যাদেঃ সমীপতঃ ॥ ১২৪

মহাত্মা বসিষ্ঠ পাণিগ্রহণ করিলেই সতী অরুন্ধতী, পতি-বসিষ্ঠের চরণশৃঙ্গলে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন । ১১৪

অনন্তর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অশ্রাণ্য দেবগণ, বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীকে বিবাহবিধি অনুসারে বিবিধ উৎসবে আমোদিত করিতে লাগিলেন । ১১৫

সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং দক্ষ কশ্যপ প্রভৃতি অতি তপস্বী মুনিগণ, ব্রহ্মার কথানুসারে তদীয় পুত্র বসিষ্ঠকে জটা-বক্সল পরিধান, চর্ম্ম সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক মন্দাকিনী জলে স্নান করাইয়া সেই বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতী-সতীকে সুবর্ণময় নানাবিধ মনোহর দিবালাঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন । ১১৬-১৮

মুনিগণ, তাঁহাদিগের উভয়কে ভূষিত করিয়া সাজসজ্জাদি সমাধা করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহাবভূথ (বিবাহান্তে স্নান) করাইলেন । ১১৯

সর্বতীর্থ জল সুবর্ণকলসে স্থাপন করিয়া গায়ত্রী ‘জুপদা’ প্রভৃতি আশীর্বাদকর মন্ত্র পাঠ কবত স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাঁহাদিগের উভয়কে স্নান করান । ১২০-২১

অনন্তর, মহর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ—সকলে, উত্তম স্বরে উচ্চারিত ঋগ্‌-যজুঃ-সাম-বেদীয় মন্ত্রাবলী পাঠ করত গঙ্গা প্রভৃতি নদীজল দ্বারা বারংবার তাঁহাদিগের শান্তি বিধান করিলেন । ১২২

ব্রহ্মা, অব্যাহত-গতি ত্রিভুবনসঞ্চারী সূর্য্যের শাষ তেজস্বী একখানি বিমান ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু তাঁহাদিগের যৌতুক দিলেন । ১২৩

সপ্তকল্লান্তজীবিতং রুদ্রঃ প্রাদান্তরোবরম্ ॥ ১২৫
 অদিতিঃ কুণ্ডলযুগং ব্রহ্মণা নিম্নিতং স্বকম্ ।
 দদৌ স্বকর্ণাদাকৃত্য পুত্রৌ মেধাতিথেস্তদা ॥ ১২৬
 পতিব্রতাতং সাবিত্রী বহলা বহুপুত্রতাম্ ।
 দেবেস্ত্রো বহুরত্নানি ধনেশেন সমং দদৌ ॥ ১২৭
 এবং দেবশ্চ মুনয়ো দেবশ্চান্দ্রে চ যে স্থিতাঃ ।
 দদুস্তত্র যথাযোগ্যং দায়ং তাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২৮
 এবং বিবাহ্য বিধিবৎ সৌবর্ণে মানসাতলে ।
 অরুন্ধত্যাঃ^১ বসিষ্ঠস্ত মোদমাপ তস্মা সহ ॥ ১২৯
 তত্র যৎ পতিতং তোয়ং মানসাতলকন্দরে ।
 বিবাহাবত্থার্থায় শাস্ত্যর্থং চ সুরাশ্রুতম্ ॥ ১৩০
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবপাণিভিঃ সমুদীরিতম্ ।
 ততোয়ং সপ্তধা ভূত্বা পতিতং মানসাতলাৎ ॥ ১৩১
 হিমাদ্রেঃ কন্দরে সানৌ সরস্যাঙ্ক পৃথক্ পৃথক্ ।
 ততোয়ং পতিতং শিপ্রে দেবভোগ্যে সরোবরে ॥ ১৩২
 তেন শিপ্ৰা নদী জাতা বিষ্ণুনা প্রেরিতা ক্ষিতৌ ।
 মহাকৌষীপ্রপাতে তু যদ্বারি পতিতং তু বৈ ॥ ১৩৩
 কৌষিকী নাম সা জাতা বিশ্বামিত্রাবতারিতা ।
 উমান্কেত্রে যৎ পতিতং তোয়ং তেন মহানদী ॥ ১৩৪

বিষ্ণু সকল দেবতাগণের উল্লে মরীচি প্রভৃতির নিকটে উত্তম দ্রুগ্ভস্থান
 তাঁহাদিগকে যৌতুক দিলেন । ১২৪

মহেশ্বর, তাঁহাদিগকে সপ্তকল্পপর্যন্ত বাঁচিবার বর দিলেন । ১২৫

অদিতি, ব্রহ্মনিম্নিত স্বীয় কুণ্ডলযুগল, কর্ণ হইতে উন্মোচনপূর্বক মেধাতিথি-
 নন্দিনীকে দিলেন । ১২৬

তাঁহাকে সাবিত্রী পাতিব্রতা, বহলা বহু-পুত্রসম্পন্নতা, আর ইন্দ্র ও কুবের
 বহুতর ধনরত্নাদি দান করিলেন । ১২৭

অন্যান্য দেবদেবী মুনীগণ—যাহারা তথায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই
 প্রত্যেকে বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীকে এইরূপে যথাযোগ্য যৌতুক প্রদান করিলেন । ১২৮

বসিষ্ঠ, স্বর্ণময় সেই মানস পর্বতে এইরূপে যথাবিধি অরুন্ধতীকে বিবাহ
 করিয়া তিনি এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই আনন্দিত হইলেন । ১২৯

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কবতল বিগলিত বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর বিবাহাবত্থ-জল
 ও শাস্তিজল প্রথমে সেই মানসপর্বত-কন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা আবার
 সপ্তধা বিভক্ত হইয়া মানসপর্বত হইতে হিমালয় পর্বতের গুহা সানু ও
 সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইতে থাকে । ১৩০-৩১

তন্মধ্যে যে জল দেবভোগ্য শিপ্ৰসরোবরে পতিত হয়, তাহা হইতেই শিপ্ৰা-
 নদীর উৎপত্তি ; বিষ্ণু শিপ্ৰানদীকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন । ১৩২

যে জল মহাকৌষিক প্রপাতে পতিত হয়, তাহা হইতে কৌষিকীনদীর
 উৎপত্তি । ১৩৩

কাবেরী নাম সা জাতা কাবেরসরসঃ স্মৃতা^১ ।
 মহাকালে সরঃশ্রেষ্ঠে পতিতং তজ্জলং গিরেঃ ॥ ১৩৫
 হিমাদ্রেঃ পার্শ্বভাগে তু দক্ষিণে শঙ্কুসন্নিধৌ ।
 গোমতী নাম তৈর্জাতা নদী গোমদুদীরিতা ॥ ১৩৬
 মৈনাকো নাম যঃ পুত্রঃ শৈলরাজস্য তৎসমঃ ।
 তস্মিন্ সানৌ সমুৎপন্নৌ মেনকোদরতঃ পুরা ॥ ১৩৭
 যন্তত্র পতিতং তোয়ং তেন জাতা মহানদী ।
 দেবিকাখ্যা মহাদেবপ্রেরিতা সাগরং প্রতি ॥ ১৩৮
 যন্তোয়ং সঙ্গতং দর্শ্যং হংসাবতারসন্নিধৌ ।
 তেনাভূৎ সরযূর্নান্না নদী পুণ্যতমা স্মৃতা ॥ ১৩৯
 যাগ্ধ্যস্তাংসি মহাতোয়ং খাণ্ডবারণ্যসন্নিধৌ ।
 হিমবৎকন্দরে যাম্যে ইরায়া হ্রদমধ্যতঃ ॥ ১৪০
 ইরাবতী নাম নদী তৈর্জাতা চ সরিষ্বরা ।
 এতাঃ সর্বাঃ স্নানপানসেবনৈর্জাহুবৌ যথা ॥ ১৪১
 ফলং দদতি মর্ত্যানাং দক্ষিণোদধিগাঃ সদা ।
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বীজভূতাঃ সনাতনাঃ ॥ ১৪২
 মহানন্দ্যন্ত সপ্তোতাঃ সর্বদা দেবভোগদাঃ ॥ ১৪৩
 এবং নদ্যঃ সপ্ত জাতাঃ সদাপুণ্যভূমাদকাঃ ।
 অরুদ্বত্যা বসিষ্ঠস্য বিবাহে দেবসন্নিধৌ ॥ ১৪৪

বিশ্বামিত্র এই নদীকে পৃথিবীতে অবতারিত করেন । ১৩৪

যে জল উমাক্ষেত্রে মহাকাল সরোবরে পতিত হয়, তাহাতে কাবেরী নদী মহাকাল সরোবর হইতে নিঃসৃত হয় । ১৩৫

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শিব-সমীপে যে জল পতিত হয়, তাহাতে এক নদীর উৎপত্তি হয় । ১৩৬

‘গোমত’ নামক শৈলখণ্ড হইতে নিঃসৃত হওয়াতে তাহার নাম গোমতী । ১৩৭

পর্বতরাজ হিমালয়ের মৈনাক নামে আত্মসদৃশ পুত্র মেনকার গর্ভ হইতে যে সানুতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তথায় যে জল পতিত হয়, তাহাতে দেবিকা নামে মহানদীর উৎপত্তি ; মহাদেব ঐ নদীকে সাগরে প্রেরণ করেন । ১৩৮

“হংসাবতার” সমীপবর্তী গুহাতে যে জল পতিত হয়, তাহাতে ‘সরযু’ নাম্নী পুণ্যতমা নদীর উৎপত্তি । ১৩৯

যে জল খাণ্ডব-বন-সন্নিধানে হিমালয় পর্বতেব দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী গুহাতে “ইরা” হ্রদের মধ্যে নিপতিত হয়, তাহাতে মহানদী ইরাবতীর উৎপত্তি । ১৪০

দক্ষিণসমুদ্রগামিনী এই সমস্ত নদী মর্ত্যবাসীদিগকে স্নান-পান-সেবনে জাহুবীর গুণ্য ফলদান করিয়া থাকেন । ১৪১

এই সমস্ত নদী ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের নিদান এবং চিরকাল-স্থায়িনী । ১৪২

এই সপ্ত মহানদী দেবগণের সতত ভোগ্য । ১৪৩

১। মহাকালসরসঃ স্মৃতা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। মহাপাশে.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবং বিবাহ স তদা বসিষ্ঠামরুদ্ধতীম্ ।
 দেবৈর্দত্তং তদা স্থানং বিমানেন জগাম হ ॥ ১৪৩
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং বচনান্বনিসত্তমঃ ।
 হিতায় সর্বজগতাং ত্রিভু লোকেষু সর্বদা ॥ ১৪৬
 যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে যাদৃক্স্ত্রীণাং ভবতি তাদৃশম্ ।
 বেধং ভাবং শরীরঞ্চ কৃত্বা ধর্ম্মে নিযোজনম্ ।
 বিচরতোয লোকাংস্ত্রীনপ্রমত্তঃ প্রসন্নধীঃ ॥ ১৪৭
 এবং পুরা বসিষ্ঠেন পরিণীতা তরুদ্ধতী ।
 সা হিতার্থায় জগতাং দেবানাং বচনাং পুরা ॥ ১৪৮
 য ইদং শৃণুয়াম্ভিত্যমাখ্যানং ধর্ম্মসাধনম্ ।
 সর্বকল্যাণসংযুক্তং চিরায়ুর্বিভুবান্ ভবেৎ ॥ ১৪৯
 যা স্ত্রী শৃণোতি সততমরুদ্ধত্যাঃ কথামিমাম্ ।
 পতিব্রতা সা ভূত্রেহ পরত্র স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫০
 ইদং পরং স্বস্ত্যয়নমিদং ধর্ম্মপ্রদং পরম্ ।
 আখ্যানং সর্বদা কীর্তিযশঃপুণ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৫১
 বিবাহে পুংসি যাত্রায়াং যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েত্তথা ।
 স্বৈর্য্যং পুংসবনং সিদ্ধিঃ পিতৃপ্রীতিশ্চ জায়তে ॥ ১৫২
 ইতি বঃ কথিতং সর্বং বশিষ্ঠস্য মহাশ্বনঃ ।
 অরুদ্ধতী যথাভূতা ভার্যা বাপি পতিব্রতা ॥ ১৫৩

সুরগণ সমীপে বসিষ্ঠ-অরুদ্ধতীর বিবাহ কালে সদা পবিত্রত্ব-সলিলা সপ্ত-
 নদীর এইরূপে উৎপত্তি হইল । ১৪৪

তখন বসিষ্ঠ, অরুদ্ধতীকে এইরূপে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত বিমান-
 যোগে দেবদত্ত স্থানে গমন করিলেন । ১৪৫

মুনিবর বসিষ্ঠ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বচনানুসারে নিখিল ত্রিভুবনের
 লোকের হিতার্থে ঘুরিতে লাগিলেন । ১৪৬

যুগ-গুণানুরূপ শরীর বেশ ভাবাদি করিয়া সকলকে ধর্ম্মকার্য্যে তৎপর
 করত অপ্রমত্তভাবে প্রসন্নচিত্তে ত্রিলোক বিচরণ করেন । ১৪৭

বসিষ্ঠ, পূর্বকালে এইরূপে দেবগণের কথায় ভুবনহিতের জন্ত অরুদ্ধতীকে
 বিবাহ করেন । ১৪৮

যে ব্যক্তি, এই ধর্ম্মসাধক উপাখ্যান নিত্য শ্রবণ করিবে, সে সর্বমঙ্গলযুক্ত
 চিরজীবী এবং ধনবান হইবে । ১৪৯

যে রমণী সর্বদা এই অরুদ্ধতী-উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, সে ইহলোকে
 পতিব্রতা হইয়া পরলোকে স্বর্গ লাভ করিবে । ১৫০

সর্বদা যশ, কীর্তি এবং পুণ্যবর্দ্ধন-কারী এই আখ্যানই পরম স্বস্ত্যয়ন ও
 পরম ধর্ম্ম । ১৫১

ইহা বিবাহে শ্রবণ করাইলে স্ত্রীপুরুষের দীর্ঘজীবন, পুংসবনে শ্রবণ করাইলে
 পুত্রজন্ম, যাত্রাকালে শ্রবণ করাইলে কার্য্যসিদ্ধি আর শ্রাদ্ধে শ্রবণ করাইলে
 পিতৃলোকের প্রীতি হইয়া থাকে । ১৫২

যেভাবে অরুদ্ধতী অতি পতিব্রতা ও মহাত্মা বসিষ্ঠের ভার্যা হইলেন,
 তোমাদিগকে তৎসমস্তই এই বলিলাম । ১৫৩

যশ্য বা তনয়া জাতা যথোৎপন্ন চ যত্র চ ।
 যথা ব্রহ্মহরীশানাং বচনাং স বৃত্তঃ পতিঃ ॥ ১৫৪
 এতচ্চঃ সর্বমাখ্যাতং গুহ্যাদগুহ্যতরং পরম্ ।
 পুণ্যদং পাপহরণমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১৫৫
 ইতি বিপুলবৃষৌঘক্ষেমকারীতিহাসং
 সদসি স্কৃদপীহ শ্রাবয়েদযো দ্বিজানাং ।
 স ভবতি কলুষৌষেহীনদেহঃ সমেতো
 মুনিবরসহচর্যাং প্রেত্য গীর্বাণ এব ॥ ১৫৬
 ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো মধবতঃ প্রস্থে গিরেঃ শিপ্রসরন্তটে ।
 উপবিষ্টো মহাদেবস্তৎসরোহপশ্চাদন্তিকে ॥ ১
 পুনঃপুনঃ প্রেচ্ছমাণো ব্রহ্মণা হরিণা চ সঃ ।
 ধ্যানং কর্তুং তত্র মনঃ স্থিরং কৃতা দৃঢ়াশ্রবান্ ॥ ২
 আত্মানমাখ্যনা দ্রষ্টুমাখ্যন্তেব বিশেষতঃ ।
 পরমং যত্নমকরোজ্ঞানেন স্মরশাসনং ॥ ৩

অরুন্ধতী যাহার কন্যা, যেক্ষেপে যথায় উৎপন্ন হন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের
 বচনে যেক্ষেপে তিনি বসিষ্ঠকে পতিভাবে বরণ করেন, পুণ্যজনক পাপনাশক
 আয়ুবর্দ্ধন আরোগ্যকর গুহ্যাদিগুহ্যতম সেই-সমস্ত কথাই আমি তোমাদিগকে
 বলিলাম । ১৫৪-৫৫

যে ব্যক্তি বিপ্র-সভামধ্যে অন্ততঃ একবারও এই পুণ্যপুঞ্জসাধন ও স্মরণকর
 ইতিহাস শ্রবণ করাইবে, সে পাপ-জাল বিমুক্ত হইয়া দেহান্তে পরলোকে মুনি-
 গণের সাহায্য লাভপূর্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হয় । ১৫৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শিবের অন্তর হইতে মায়ার অপসারণ ও শিবের তপস্যা ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, হিমালয় পর্বতপ্রস্থে শিপ্র-সরোবরতীরে
 আসীন মহেশ্বর, নিকটবর্তী সেই সরোবর অবলোকন করিতে লাগিলেন । ১

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, ধ্যান করিতে বারংবার অনুরোধ করায় তিনি ধ্যান
 করিতে মনস্থ করিলেন । ২

সেই স্মরণের আত্ম-সাহায্যে আত্মাতেই আত্ম-দর্শন করিবার জন্ম দৃঢ়চিত্তে
 ধ্যান করিতে পরম যত্নশীল হইলেন । ৩

ধ্যানে প্রবিষ্টচিত্তস্ত তং দৃষ্ট্বা ক্রহিণাদয়ঃ ।
 হরে প্রবিষ্টাং মায়াখ্যাং তুষ্ণুর্বুধ্যতমানসাঃ ॥ ৪
 মায়া মোহিতো ভগ্নঃ সতীশোকাকুলো ভূশম্ ॥ ৫
 বিলপতোব তাং তস্মিন্ মোহহেতুং জগৎপ্রসূম্ ॥ ৬
 স্তম্ভা শঙ্কশরীরাত্ত্ৱ নিঃসার্থোনাং নিরাকুলাম্ ।
 শঙ্কুচিত্তং করিষ্যামো ধ্যানাসক্তং নিরঞ্জনম্ ॥ ৭
 যাবৎ সতী পুনর্দেহং গৃহীত্বা হরভামিনী ॥ ৮
 ভবিষ্যী তাবদেবৈষ বিশোকো ধ্যাতু নিষ্কলম্ ॥ ৯
 ইতি সঙ্কিত্য মনসা ব্রহ্মাদ্যস্ত্রিদিবৌকসঃ ।
 যোগনিদ্রাং মহামায়াং স্তোতুমেবং সমারভন্ ॥ ১০

দেবা উচুঃ—

শ্রীশক্তিং পাবনীং তাস্ত পুষ্টিং পরমনিষ্কলাম্ ।
 বয়ং স্তমো মহাভক্ত্যা মহদবাস্তুরূপিণীম্ ॥ ১১
 শিবাং শিবকরীং শুদ্ধাং স্থূলাং সূক্ষ্মাং পরাবরাম্ ।
 অন্তর্বিদ্যামবিদ্যাখ্যাং প্রীতিমেকাগ্রাযোগিণীম্ ॥ ১২
 ত্বং মেধা ত্বং ধৃতিস্ত্বং হ্রীস্ত্বমেকা সর্বগোচরা ।
 ত্বং দীপ্তিঃ সূর্য্যগতা সূপ্রপঞ্চপ্রকাশিনী ॥ ১৩
 যা তু ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং জগদ্বীজেষু যা জগৎ ।
 আপ্যায়য়তি ব্রহ্মাদীংস্তদ্বাস্তান্ যা তমাপগা ॥ ১৪
 য একঃ সর্বজগতাং প্রাণভূতঃ সদাগতিঃ ।
 দেবানাং য আধারঃ স নভস্বাংস্তবাংশকঃ ॥ ১৫

মহাদেবের চিত্ত ধ্যানপ্রবণ হইয়াছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ভাবিলেন,—
 শিব, মায়া-মোহিত হওয়াতেই সতীশোকে আকুল হইয়া সাতিশয় বিলাপ
 করিতেছেন ; জগজ্জননী মায়াই ইহার মোহকারণ । অতএব এই মায়াকে
 নিঃসারিত করিয়া শিবের চিত্তকে ধ্যানে আসক্ত নিরাকুল ও নিরঞ্জন করিব ।
 অতএব সংযত চিত্তে বিমুগ্ধশক্তি মায়াকে স্তব করা যাক । সতী পুনরায় জন্ম-
 গ্রহণ করিয়া যতদিন না শিবের অঙ্কশায়িনী হন, ততদিন ইনি শোকহীনচিত্তে
 নিষ্কল পরমব্রহ্ম ধ্যান করুন । ৪-৯

মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহামায়া যোগনিদ্রাকে স্তব
 করিতে আরম্ভ করিলেন । ১০

পরমনিষ্কলা মহত্ত্ব প্রকৃতিরূপা স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য্য-কারণ-জ্ঞান-অজ্ঞান-
 স্বরূপিণী ঐকান্তিক-প্রীতি ও পুষ্টিরূপা পবিত্রা পাবনী ক্ষেমঙ্করী শ্রীশক্তি
 শিবাং আমরা মহা ভক্তিসহকারে স্তব করি । ১১-১২

তুমি মেধা, তুমি ধৈর্য্য, তুমি লজ্জা, তুমি একা হইয়াও সর্বব্যাপিনী ; তুমি
 আত্মপ্রপঞ্চ জগতের প্রকাশকারিণী দিবাকরদীপ্তি । ১৩

যাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধার ; যাহা জগতের কারণ এবং জগৎ ; যাহা ব্রহ্মাদিকে
 আপ্যায়িত করে; তুমি সেই জল এবং তুমিই নদী । ১৪

একমাত্র যে সদাগতি, সর্বজগতের প্রাণ ও দেবগণের আধার, সেই বায়ু
 তোমারই অংশ । ১৫

একং বিসারি যন্তেজঃ সর্বত্রৈব সমিধাতে ।
 তন্তে রূপং জগদ্বীজং বহুধা যচ্চ দৃশ্যতে ॥ ১৬
 যা ব্রহ্মলোকপাতালসান্তরালগতা সবা ।
 সা ত্বং বিষমধ্যবহির্ব্রাহ্মাণ্ডস্য চ সর্বতঃ ॥ ১৭
 অচলাচলচক্রেণ যন্তিতা যা প্রপঞ্চসুঃ ।
 জগদ্ধাত্রী লোকমাতা সা চ ত্বং মাধবী ক্ষিতিঃ ॥ ১৮
 ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং তদ্বিসয়া ত্বং মাতা চন্দ্রসাং গতিঃ ।
 গায়ত্রী ত্বং বেদমাতা ত্বং সাবিত্রী সরস্বতী ॥ ১৯
 ত্বং বার্তা সর্বজগতাং ত্বং ত্রয়ী কামরূপিণী ॥ ২০
 ত্বং হি নিদ্রাস্বরূপেণ প্রাণিনো নির্জরাদয়ঃ ।
 যে স্বর্গালোকসঃ সর্বান্ সুখপন্তীঃ প্রমোহসি ॥ ২১
 ত্বং লক্ষ্মীঃ পুণ্যকর্জীগাং পাপিনাং ত্বং হি যাতনা ।
 তথা নীতিভূতাং শ্রীশ্চ সুখদানৈশিকী ধৃতিঃ ॥ ২২
 ত্বং শান্তিঃ সর্বজগতাং ত্বং কান্তিশ্চন্দ্রগোচরা ।
 ত্বং ধাত্রী সর্বভূতানাং লক্ষ্মীস্ত্বং বিষ্ণুমোহিনী ॥ ২৩
 ত্বং তত্ত্বরূপা ভূতানাং পঞ্চানামপি সারকুং ।
 ত্বং ত্রিলোকী মহামায়া ত্বং নীতিমোহকারিণী ॥ ২৪
 সংসারচক্রেষারোপ্য সর্বভূতং মহেশ্বরঃ ।
 ভ্রাময়ন্নন্তি চ যথা সা ত্বং মায়া মহেশ্বরী ॥ ২৫

যে এক জ্যোতি সর্বত্রসমিদ্ধ সর্বব্যাপক ও জগৎকারণ আর বহুধা পরি-
 দৃশ্যমান হইয়া থাকে, সেই জ্যোতি তোমারই রূপ । ১৬

যে বস্তু—ব্রহ্মলোক পাতাল ও উহার মধ্যবর্তী সমুদায় লোক ব্যাপ্ত করিয়া
 রহিয়াছে, তুমিই সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য বাহ ও সর্বত্র অবস্থিত আকাশ । ১৭

প্রপঞ্চ-প্রসবিনী তুমিই কুলাচল-কুল-নিয়ন্ত্রিতা লোকমাতা জগদ্ধাত্রী—
 অচলা মাধবী ধরণী । ১৮

তুমি বুদ্ধি, তুমি বুদ্ধির বিষয় পদার্থসমূহ ; তুমি মা ! চন্দ্রগতি ; তুমি
 বেদমাতা গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী । ১৯

তুমি নিখিল জগতের বার্তা, তুমি কামরূপিণী ত্রয়ী (ঋগ্ যজুঃ সাম) । ২০

তুমি নিদ্রারূপে, স্বর্গাদিনিবাসী অমরাদি প্রাণিগণকে সুখী করত মুগ্ধ
 কর । ২১

তুমি ধর্ম্মিষ্ঠদিগের সুখ ; পাপিষ্ঠদিগের দুঃখ ; তুমি নীতিজ্ঞদিগের সুখ-
 দায়িনী লক্ষ্মী, তুমি অন্তকালস্থায়িনী ও ধৈর্য্যস্বরূপা । ২২

তুমি সর্বজগতের শান্তি, তুমি শশধরের কান্তি, তুমি সর্বভূতের জননী,
 তুমিই নারায়ণ-বিমোহিনী লক্ষ্মী । ২৩

তুমি পঞ্চভূতের সারকর্জী তত্ত্বরূপিণী, তুমিই ত্রৈলোক্যরূপা মহামায়া,
 তুমি জনগণ-বিমোহিনী ভদ্রা । ২৪

পরমেশ্বর বাঁহার সাহায্যে সর্বভূতকে সংসারচক্রে আরোহণ করাইয়া
 ভ্রমণ করাইতেছেন, হে মহেশ্বরী । তুমি সেই মায়া । ২৫

১। সুখপন্তী—ইতি পাঠান্তরম্ ।

জয়ন্তী জয়যুক্তানাং হ্রীবিদ্যা নীতিরুত্তমা ।
 গীতিস্ত্বং সামবেদস্ত গ্রন্থিত্বং যজুর্বাং হৃতিঃ ॥ ২৬
 সমস্তগীর্বাণগণস্য শক্তি-স্তুমোময়ী সত্ত্বগুণৈকদৃষ্টা ।
 রজঃপ্রপঞ্চানুভবৈককারিণী, যা ন স্ততা ভব্যকরীহ সান্ত ॥ ২৭
 সংসারসাগরকরালতরঙ্গদুঃখ-
 নিস্তারকারিতরগিচ্ছিত্তিরীতিহানা ।
 যাচ্ছাঁকরূপপরশাবনকেনিপাত^১-
 বিক্ষেপকারিণি গিরৌ প্রশনাম ভাং বৈ ॥ ২৮
 নাসাক্ষিবক্ষু ভূজবক্ষসি মানসে চ
 ধৃহা সুখানি বিদধাতি সদৈব জন্তোঃ ।
 নিদ্রেতি যাতিসুভগা জগতীভবানাং
 সা নঃ প্রসীদতু ধৃতিশ্রুতিবৃন্তিরূপা ॥ ২৯
 সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপা যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।
 সৃষ্টিস্থিত্যন্তশক্তির্যা সা মায়া নঃ প্রসীদতু ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যোগনিদ্রা মহামায়া সংসৃত্তেয়ং তদা সুতৈঃ ।
 হরস্য হৃদয়াং ক্ষিপ্রং নিঃসসার তদাজসা ॥ ৩১
 বিনিঃসৃত্যায়ং তস্তাং তু বিবেশ মধুসূদনঃ ।
 শস্তোরন্তঃ স্বয়ং তস্য শাস্ত্যর্থং বিশ্বরূপধ্বক ॥ ৩২

তুমি জয়যুক্তদিগের জয়শক্তি, তুমি লজ্জা ও উত্তম নীতি, তুমি সামবেদের গীতি, তুমিই যজুর্বেদের নিগদময় মন্ত্র । ২৬

সমস্ত দেবগণের শক্তিরূপিণী জ্যোতির্ময়ী যে দেবীকে একমাত্র সত্ত্বগুণের সাহায্যে সাক্ষাৎ করা যায় ও যিনি রজোগুণপ্রপঞ্চ সাহায্যে জগতের উপাদান-কারণ হইতেছেন, আমরা তাঁহাকে স্তব করিতেছি, তিনি আমাদের মঙ্গল-দায়িনী হউন । ২৭

হে শিবে ! তুমি চৈতন্যশক্তিহীন প্রকৃতি, তুমি সংসারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ-স্বরূপ দুঃখজাল হইতে নিস্তারকারিণী, যোগের অচ্ছাঁকরূপ পারসাধন কেনিপাত (দাঁড়) বিক্ষেপে বেগবতী তরণী, তোমাকে আমরা প্রশন্য করি । ২৮

যিনি নিদ্রারূপে ত্রিলোকবাসীদিগের নাসিকা, মুখ, চক্ষু, বাহু, বক্ষঃস্থল এবং মন অবলম্বন করিয়া নিরন্তর সুখ সম্পাদন করেন, সেই ধৃতি-শ্রুতি-বৃন্তি-রূপিণী দেবী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ২৯

যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিণী, এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-শক্তি, সেই মায়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন মহামায়া যোগনিদ্রা, দেবগণকর্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া মহাদেবের হৃদয় হইতে সত্ত্বর সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইলেন । ৩১

মায়া নিঃসৃত হইলে, বিশ্বরূপী স্বয়ং মধুসূদন শান্তিসম্পাদনার্থ শিবের অন্তরে প্রবেশ করিলেন । ৩২

১। ...কেনিপাত-বিক্ষেপ-বেগিনী ইতি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রবিশ্ব হৃদয়ং তস্ম কল্পে কল্পে যথাভবৎ ।
 সৃষ্টিঃ স্থিতিস্তথৈবাস্তস্তথা দর্শয়দ্যুতঃ ॥ ৩৩
 যথা সতী তস্য জ্ঞান্য ভূতা সা যা চ যৎসুতা ।
 তৎ সর্বং দর্শয়ামাস মুক্তদেহা চ সা যথা ॥ ৩৪
 বহির্ব্যক্তং তু নিঃসারং প্রপঞ্চং রাজসং বহু ।
 দর্শয়িত্বা পরং জ্যোতির্গতচিত্তং তদাকরোৎ ॥ ৩৫
 ততো হরোহপি তান্ সর্বান্ প্রপঞ্চান্ বীক্ষ্য চাসকৃৎ ।
 নিঃসারাংশ্চ তদা মত্তা সারে চিত্তং শ্রবণশ্চৈব ॥ ৩৬
 ব্রহ্মাদীনং তদা মায়া দেবানাং তৈঃ পরিষ্কৃত্য ।
 প্রতিফ্রত্য চ কর্তব্যং তত্রৈবাস্তদধে দ্রুতম্ ॥ ৩৭
 ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ শঙ্কোশ্চিত্তং পদে পদে ।
 সংযম্য নিঃসৃতঃ কাষাভ্রাজেব রবিমণ্ডলাৎ ॥ ৩৮
 কৃতকৃত্যাস্তদা দেবা ব্রহ্মনারায়ণাদয়ঃ ।
 স্বং স্বং স্থানং যযুঃ প্রীতিযুতাস্তক্তা হরং গিরৌ ॥ ৩৯
 ধ্যানাসক্তং মহাদেবং প্রণম্যোল্লাদয়ঃ সুরাঃ ।
 বিজ্ঞাপ্য মৌনিনং দেবং জগদুঃ স্থানং স্বকং স্বকম্ ॥ ৪০
 যাতেষু তেষু দেবেষু কপদী বৃষবাহনঃ ।
 সহস্রং দিব্যমানেন দধ্যৌ জ্যোতিঃ পরং সমাঃ ॥ ৪১

ঋষয় উচুঃ—

কথং মধুরিপুঃ শঙ্কোঃ প্রবিশ্ব হৃদয়েহংগসা ।
 কল্পে কল্পে স্থিতিং সৃষ্টিং সংযমঞ্চাপ্যদর্শয়ৎ ॥ ৪২

যে রূপে প্রতিকল্পে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়, অচ্যুত তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা দেখাইতে লাগিলেন । ৩৩

তিনি যে রূপে সতী শিবের ভার্য্য হন, সতী যে বস্তু, যাঁহার কন্যা এবং যে রূপে দেহত্যাগ করেন—তৎসমস্ত দেখাইলেন । ৩৪

তিনি, বহির্ব্যক্ত, অন্তঃসার-শূন্য এই রাজসপ্রপঞ্চ মুহূৰ্দ্ধঃ দেখাইয়া শিবের মনকে পরম ভেজে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন । ৩৫

তখন মহাদেবও সেই সমস্ত প্রপঞ্চ বারংবার দর্শন করিয়া নিঃসারবোধে সার বস্তুতে মনোনিবেশ করিলেন । ৩৬

তখন দেববৃন্দবন্দিতা মায়া ব্রহ্মাদিসমীপে কর্তব্য-পালনে অঙ্গীকার করিয়া সত্ত্বর অন্তর্হিতা হইলেন । ৩৭

ভগবান্ নারায়ণ, শিবের মন পরম পদে নিবেশিত করিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রের গায় তদীয় অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত হইলেন । ৩৮

তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলে, কৃতকার্য্য হইয়া মহাদেবকে সেই পর্ব্বতে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতি-যুক্ত-চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । ৩৯

ইন্দ্রাদি দেবগণ, ধ্যানাসক্ত ব্রহ্মরূপী চন্দ্রশেখর মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । ৪০

সেই দেবগণ, গমন করিলে বৃষবাহন মহেশ্বর, দিব্যমানে সহস্র বৎসর পরম জ্যোতি ধ্যান করিতে লাগিলেন । ৪১

যথা জগৎপ্রপঞ্চায় রাজসো জগতীং গতাঃ ।
 নিঃসারতা কথং তেষাং দশিতা কৈটভারিণা ॥ ৪৩
 কিন্তু সারতরং গুহ্যং পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
 দশিতং তেন তং সৰ্ব্বমাচক্ষুঃ দ্বিজসত্তম ॥ ৪৪
 শ্রোতুমিচ্ছাম ইতি তে মুনীন্দ্রাস্তুতমুত্তমম্ ।
 বিস্তরাদিদমাখ্যাহি ধৰ্ম্মং নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥ ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আদিসর্গমহং বক্ষ্যে বারাহং দ্বিজসত্তমাঃ ।
 কল্পে কল্পে যথা সৃষ্টিবারাহে যাদৃশী ভবেৎ ॥ ৪৬
 আদিসৃষ্টিং দর্শয়িত্বা প্রতিসর্গং তথা হরিঃ ।
 শম্ভবে দর্শয়ামাস প্রলয়াদীন্ শ্রাবোধত ॥ ৪৭
 প্রলয়ং প্রথমং বক্ষ্যে সর্গমাদিৎ ততঃ পরম্ ।
 প্রতিসর্গং ততো বিপ্রা বারাহং বিনিবোধত ॥ ৪৮
 নিমেষো নাম কালাংশো নেত্রোন্মেষবিলক্ষিতঃ ।
 তৈরষ্টাদশভিঃ কাষ্ঠা কাষ্ঠানাং ত্রিংশতা কলা ॥ ৪৯
 কলাভিস্তাবতীভিস্তু ক্ষণাখ্যঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 ক্ষণৈর্দশভিঃ প্রোক্তো মুহূর্ত্তৈস্তে ত্রিংশতা ॥ ৫০
 মানুষঃ শ্যাদহোরাত্রঃ পক্ষস্তে দশ পক্ষ চ ।
 পক্ষাভ্যাং মানুষো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্ ॥ ৫১
 মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষো দেবানাম্ তদহর্নিশম্ ।
 কৃষ্ণপক্ষঃ পিতৃণাস্তু কৰ্ম্মার্থং দিবসো মতঃ ॥ ৫২

ঋষিগণ বলিলেন,—মধুসূদন, শম্ভু-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে প্রতিকল্পের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যথার্থরূপে প্রদর্শন করিলেন ? ৪২

আর সেই কৈটভসূদন রাজস জগৎপ্রপঞ্চ এবং তাহার সারশৃঙ্খতা প্রদর্শন করিলেন কিরূপে ? ৪৩

কিরূপেই বা তিনি সেই পরমগুহ্য সনাতন পরম জ্যোতি দেখাইলেন ? হে দ্বিজবর ! আমরা তোমার নিকট হইতে এই পরম মঙ্গল-প্রদ অস্তুত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ৪৪-৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে দ্বিজসত্তমগণ ! আমি বরাহ-কল্পীয় সৃষ্টির কথা বলিতেছি । সৃষ্টি বরাহ-কল্পে যেরূপ, অগ্ন্যাশ্রয় কল্পেও সেইরূপ জানিবে । ৪৬

হরি, শিবকে আদি সৃষ্টি প্রদর্শন করিয়া যেরূপ প্রতিসৃষ্টিতে প্রলয়াদি দেখিলেন, তাহা শ্রবণ কর । ৪৭

হে বিপ্রগণ ! প্রথমতঃ প্রলয় বর্ণন, তৎপরে বরাহ-কল্পীয় আদি সৃষ্টি ও প্রলয় কীর্ত্তন করিব—শ্রবণ কর । ৪৮

এক এক নয়ন-নিমীলনে এক এক নিমেষ, ইহা কালের অংশ-বিশেষ । অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা । ৪৯

ত্রিংশৎ কলাতে এক ক্ষণ, দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহূর্ত্ত,—ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্যের এক অহোরাত্র । ৫০

পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে, মনুষ্যের এক মাস, পিতৃগণের এক অহোরাত্র । ৫১

স্বপ্নার্থং গুরুপক্ষস্ত রজনী পরিকীৰ্ত্তিতা ।
 দেবানাম্ দিনং প্রোক্তং যথাসা উত্তরায়ণম্ ॥ ৫৩
 রাত্রিঃ স্বপ্নায় দেবানাং যথাসা দক্ষিণায়নম্ ।
 দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাস্ত মাসাভ্যামৰ্কজাভ্যামৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪
 ঋতুভিষ্ঠায়নং প্রোক্তং ত্রিভিষ্ঠান্মানুষং মতম্ ।
 ঋতুভির্বৎসরঃ ষড়্ভিষ্ঠাংশ চ শৃণু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৫
 চৈত্রাদিমাসযুগলৈঃ সংজ্ঞাভেদাদ্বিজ্যোক্তমাঃ ।
 বসন্তশ্চৈত্রবৈশাখৌ গ্রীষ্মো জ্যৈষ্ঠঃ শুচিত্তথা ॥ ৫৬
 প্রাবৃট্ নভোনভস্যৌ তু শরৎ স্যাদিষ-কৰ্ত্তিকে ।
 সহঃ-পৌষৌ চ হেমন্তঃ শিশিরো মাঘফাল্গুনৌ ॥ ৫৭
 ষড়্ভিমে ঋতবঃ প্রোক্তা যজ্ঞাদৌ বিবৃতাঃ পৃথক্ ॥ ৫৮
 ন গাং মানেন দশভির্লক্ষৈঃ সপ্তভিরুত্তরৈঃ ।
 অষ্টাবিংশতিসাহস্রৈর্মানং কৃতযুগম্ তু ॥ ৫৯
 সক্ষ্যা চতুঃশতানীহ বর্ষাণামন্তরালতঃ ।
 সক্ষ্যাংশস্তাবতা প্রোক্তস্তদন্তর্গত ঈক্ষিতঃ ॥ ৬০
 ত্রেতা দ্বাদশভির্লক্ষৈ মনুষৈ বৎসরৈ ভবেৎ ।
 যজ্ঞবত্যা সহস্রৈশ্চ সক্ষ্যা চাস্ত্য শতত্রয়ম্ ॥ ৬১
 শতত্রয়স্ত সক্ষ্যাংশস্তদন্তঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 চতুঃষষ্টিসহস্রাণি লক্ষাণ্যাকৌ প্রমাণতঃ ॥ ৬২
 ভবেদযুগং দ্বাপরাখ্যং তেয় সক্ষ্যা শতদ্বয়ম্ ।
 শতদ্বয়ং তু সক্ষ্যাংশস্তদন্তর্গত ইয়তে ॥ ৬৩

দ্বাদশ মাসে মনুষ্যদিগের এক বৎসর—দেবগণের এক অহোরাত্র । কৃষ্ণ-পক্ষ—পিতৃ-দিন, অতএব পিতৃকার্য্য তাহাতেই কর্ত্তব্য । ৫২

আর গুরুপক্ষ তাঁহাদিগের নিদ্রোপযোগিনী রজনী বলিয়া কীৰ্ত্তিত । উত্তরায়ণ ছয়মাস—দেবগণের দিন, দক্ষিণায়ন ছয়মাস দেবগণের নিদ্রোপ-যোগিনী রজনী । নিম্নলিখিত সৌর দুই দুই মাসে এক এক ঋতু, তিন ঋতুতে মনুষ্যদিগের অয়ন, ছয় ঋতুতে বৎসর । ৫৩-৫৫

হে বিজ্ঞগণ ! চৈত্র প্রভৃতি দুই দুই মাসে ঋতু ; ঋতুগণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ কর । ৫৬

চৈত্র-বৈশাখ বসন্তঋতু, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্মঋতু, শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষাঋতু, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ-ঋতু, অগ্রহায়ণ-পৌষ হেমন্ত-ঋতু, আর মাঘ-ফাল্গুন শিশিরঋতু ; এই ছয় ঋতু কথিত হইল । কোন-যজ্ঞাদি কার্য্যের কাল বসন্ত, কোন যজ্ঞাদি কার্য্যের কাল গ্রীষ্ম, এইরূপে সকল ঋতুই যজ্ঞাদি-কার্য্যের বিহিত কাল । ৫৭-৫৮

মনুষ্য-পরিমাণে সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ । ৫৯

তন্মধ্যে চারিশত বৎসর সক্ষ্যা এবং চারিশত বৎসর সক্ষ্যাংশ । ইহা লইয়া সত্যযুগের পরিমাণ সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র । ৬০

মনুষ্য পরিমাণে বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর—ত্রেতাযুগের পরিমাণ । তন্মধ্যে তিন শত বৎসর সক্ষ্যা ও তিন শত বৎসর সক্ষ্যাংশ । ৬১-৬২

ষাট্রিংশত্ৰু সহস্রাণি চতুর্লক্ষাণি বৈ কলেঃ ॥ ৬৪
 সংবৎসরৈর্ভবেদ্যানং সঙ্খ্যাকং প্রোচ্যতে শতম্ ।
 বৎসরাণামেকশতং সঙ্খ্যাংশশ্চ তদন্তরে ॥ ৬৫
 এবং কৃতশ্চ ত্রেতা চ দ্বাপরশ্চ তথা কলিঃ ।
 মানুষেণ প্রমাণেন ভবেদ্ যুগচতুর্কয়ম্ ॥ ৬৬
 ত্রিচত্বারিংশতা লক্ষ মানবাত্মনঃ ভবেৎ ।
 সহস্রৈরপি বিংশত্যা সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশসংযুতম্ ॥ ৬৭
 দৈবং দিনং বৎসরেণ মানুষেণ সর্বাঙ্গকম্ ।
 এবং ক্রমং গণিত্বা তু মানুষীকৈশ্চতুর্কৈঃ ॥ ৬৮
 দৈবং দ্বাদশসাহস্রং বৎসরাণাং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৬৮
 দৈবৈষাদশসাহস্রৈ বৎসরৈর্দৈবিকং যুগম্ ।
 তদৈ চতুর্কং নৃণাং সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশসংযুতম্ ॥ ৬৯
 দেবানাম্ কৃতং ত্রেতা দ্বাপরাদিব্যবস্থয়া ।
 ন যুগব্যবহারোহস্তি ন চ ঋতাদিভিন্নতা ॥ ৭০
 কিন্তু চাতুর্কং নারং ভবেদৈবযুগং সদা ।
 দৈবিকৈরেকসপ্তত্যা যুগৈর্মহন্তরং ভবেৎ ॥ ৭১
 দৈবে যুগসহস্রে ধ্বংসকালঃ স্যাদহর্নিশম্ ।
 চতুর্কংসহস্রে ধ্বংসকালঃ স্যাদহর্নিশম্ ॥ ৭২
 একস্মিন্ ব্রাহ্মদিবসে মনবঃ সূচতুর্দশ ।
 এবং ব্রাহ্মেণ যানেন দিবসৈস্তত্রিভিঃ শতৈঃ ।
 সমষ্টিভির্বৎসরঃ স্যাদ ব্রাহ্মে বর্ষো নৃণাং যথা ॥ ৭৩

মনুষ্য পরিমাণে আট লক্ষ চৌষটি হাজার বৎসর দ্বাপরযুগের পরিমাণ,
 তন্মধ্যে তিনশত বৎসর সঙ্খ্যা ও তিনশত বৎসর সঙ্খ্যাংশ ॥ ৬৩

চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কলিযুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে দেড় শত
 বৎসর সঙ্খ্যা আর এক শত বৎসর সঙ্খ্যাংশ ॥ ৬৪-৬৫

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারিযুগ, মনুষ্য প্রমাণে এইরূপ হইয়া থাকে
 অর্থাৎ সঙ্খ্যা-সঙ্খ্যাংশ-সমন্বিত এই চারিযুগের পরিমাণ ত্রিচত্বারিংশ লক্ষ
 বিংশতি সহস্র বৎসর ॥ ৬৬-৬৭

মনুষ্যের এক বৎসরে এক দৈব অহোরাত্র; এইরূপ নিয়মানুসারে গণনা
 করিলে মনুষ্যদিগের চতুর্কং দেবতাদিগের বার হাজার বৎসর ॥ ৬৮

তাহা মনুষ্যদিগের সঙ্খ্যা-সঙ্খ্যাংশ-সংযুক্ত চারিযুগ । পাপপুণ্যাদি ব্যবস্থা-
 নুসারে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এইরূপ যুগভেদ ব্যবহার দেবগণের নাই ॥
 ৬৯-৭০

মনুষ্যদিগের চারি যুগে এক দৈব যুগ হয়; একসপ্ততি দৈবযুগে এক
 মহন্তর ॥ ৭১

দৈব দুইসহস্র যুগে এবং মনুষ্যদিগের দুইসহস্র চতুর্কং ব্রাহ্মের অহোরাত্র
 ৭২

এক ব্রাহ্মদিনে চতুর্দশ মনুষ্য অধিকার । মনুষ্যদিগের সত্য এইরূপ ব্রাহ্ম-
 দিব-মানানুসারে তিনশত ষাট্ দিনে ব্রাহ্মের এক বৎসর হইয়া থাকে ॥ ৭৩

ব্রাহ্মঃ পঞ্চাশতা বর্ষেঃ পরাঙ্কঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 তদীশ্বরস্য দিবসস্তাবতী রাজীরীৰ্য্যতে ॥ ৭৪
 শতেন ব্রহ্মণো বর্ষো কালঃ স্যাদ্বিপরাঙ্ককঃ ।
 পরাঙ্কষিভীয়েহতীতে ব্রহ্মণঃ প্রলয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫
 প্রলীনে ব্রহ্মণি পরে জগতাং প্রাকৃতো লয়ঃ ।
 সমস্তজগদাধারমব্যয়ং যৎ পরাংপরম্ ॥ ৭৬
 তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য দিব্যরাজ্ঞঃ যন্তবেৎ ।
 তৎ পরং নাম তস্যাক্ষং পরাঙ্কমভিধীয়তে ॥ ৭৭
 জগৎস্বরূপী ভগবান্ পরমাশ্রায়োহব্যয়ঃ ।
 স্থূলাং স্থূলতমঃ সূক্ষ্মাদ্যন্ত সূক্ষ্মতমো মতঃ ॥ ৭৮
 ন ভয়াস্তি দিব্যরাজি ব্যবহারো ন বৎসরঃ ॥ ৭৯
 কিন্তু পৌরানিকৈঃ পূর্বৈরস্মাভিরপি তাদৃশৈঃ ।
 সৃষ্টিপ্রলয়বোধার্থং কল্প্যতে তদহর্নিশম্ ॥ ৮০
 স এব রাজিঃ স দিবা স বর্ষঃ
 স বৈ ক্ষিতিঃ সৃষ্টিকরো হরশ্চ ।
 স বিশ্বরূপী পুরুষঃ পুরাণ-
 স্তস্মিন্ সমস্তঞ্চ বিভাতি তদ্বৎ ॥ ৮১
 ততো ব্রহ্মণি লীনে তু পরমাত্মনি শাস্বতে ।
 জগৎ সর্বং ক্রমেণৈব তদ্রূপতায় গচ্ছতি ॥ ৮২
 ব্রহ্মণঃ শতবর্ষান্তে রুদ্ররূপী জনাৰ্দ্ধনঃ ।
 জগদন্তং স্বয়ং কৃচ্ছা পরমে লীনমেতি বৈ ॥ ৮৩

ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বৎসরে এক পরাঙ্ক—তাহাই ঈশ্বরের দিন, ঈশ্বরের রাজিও
 ঐ পরিমাণ । ৭৪

ব্রহ্মার একশত বৎসরে দ্বিপরাঙ্ক কাল, এই দ্বিপরাঙ্ক কাল অতীত হইলে
 ব্রহ্মার লয় হয় । ৭৫

ব্রহ্মা পরমবস্তুতে লীন হইলে, জগন্মণ্ডলের প্রাকৃত লয় হইয়া থাকে । যিনি
 সমস্ত জগতের আধার পরাংপর অব্যয় ব্রহ্ম, তাহার অহোরাত্র “পর” নামে
 অভিহিত ; তাহার অঙ্কের নাম পরাঙ্ক । ৭৬-৭৭

জগৎস্বরূপী অক্ষয় অব্যয় ভগবান্ পরমাশ্রায়—স্থূল হইতে স্থূলতম, সূক্ষ্ম
 হইতে সূক্ষ্মতম । ৭৮

তাঁহার আবার দিব্যরাজি ও বৎসরাদির ব্যবহার কি ? ৭৯

কিন্তু পূর্ব পৌরানিকগণ এবং তাঁহাদিগের পথাবলম্বী আমরাও সৃষ্টি-
 প্রলয়ের বোধ-সৌকার্য্যার্থে তাঁহার অহোরাত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছি । ৮০

তিনিই দিবা রাজি, তিনিই বৎসর, তিনিই পৃথিবী, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা আবার
 তিনিই সংহার-কর্ত্তা ; সেই পুরাণ-পুরুষ বিশ্বরূপী এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহাতেই
 প্রকাশিত । ৮১

ব্রহ্ম, নিত্য পরমাশ্রায় বিলীন হইলে, সমস্ত জগৎই ক্রমে ক্রমে সেই পর-
 মাশ্রয়ভাবে পরিণত হইতে থাকে । ৮২

ব্রহ্মার শতবর্ষ-শেষে রুদ্ররূপী জনাৰ্দ্ধন, জগৎ সংহার করিয়া স্বয়ং পরম
 বস্তুতে লীন হন । ৮৩

প্রথমং সবিভা সৰ্বং স্বাবরং জঙ্গমং তথা ।
 তীৰ্ণৈঃ করৈঃ শোষয়িত্বা জলং সৰ্বং গ্রহীত্বতি ॥ ৮৪:
 শুষ্কা বৃক্ষান্ত্বগণাঃ প্রাণিনঃ পৰ্বতান্তথা ।
 চূর্ণীকৃত্য বিশীর্ণাঃ স্যাদিব্যবর্ষণভেন তু ॥ ৮৫
 ততো দ্বাদশসূর্য্যস্ত রশ্ময়ঃ প্রবলা ভূশম্ ।
 অভবন্ দ্বাদশাদিত্যা জগন্তোগ্যোপবৃংহিতাঃ ॥ ৮৬
 রশ্মিহারাণেণ সকলং সূর্য্যাস্তে ভুবনানি চ ।
 অদহন্ পৃথিবী দৌশ্চ মেদিনী চোক্ষতাং গতা ॥ ৮৭
 ততো বিনষ্টে সকলে স্বাবরে জঙ্গমে তথা ।
 আদিত্যরশ্মিতো দেবো রুদ্ররূপী জনার্দনঃ ॥ ৮৮
 নিঃসৃত্য প্রথমং যাতঃ পাতালতলমুন্নতঃ ॥ ৮৯
 সপ্তপাতালসংস্থাস্তু নাগগন্ধৰ্ব্বরাক্ষসান্ ।
 দেবানুষীংশ্চ শেষঞ্চ জঘান বরশূলধ্বক্ ॥ ৯০
 এবং স্বর্গে চ পাতালে পৃথিব্যাং সাগরেষু চ ।
 যে প্রাণিনস্তান্ সমস্তান্ জঘান স জনার্দনঃ ॥ ৯১
 ততো মুখান্নহাবায়ুং কদ্রুশ্চ সৃষ্টবান্ স্বয়ম্ ।
 সোহব্যাহতগতির্গাঢ়ং সসার ভুবনত্রয়ে ॥ ৯২
 যাবদ্বর্ষশতং বায়ুভ্রামন্ ভুবনগর্ভগঃ ।
 সৰ্ব্বমুৎসারয়ামাস যংকিঞ্চিৎ তুল্লাশিবৎ ॥ ৯৩
 সমস্তং তৎসমুৎসার্য্য জগদ্বর্ত্তি সমস্ততঃ ।
 বিবেশ দ্বাদশাদিত্যান্ স বায়ুর্ভুবনাধিকঃ ॥ ৯৪

সূর্য্য, প্রথমে সমুদয় স্বাবর জঙ্গমকে তীব্র কিরণে বিশোষিত করিয়া সমস্ত জলাংশ গ্রহণ করেন । ৮৪

একশত দৈববৎসরে বৃক্ষ, তৃণ প্রাণী ও পর্ব্বতগণ—শুষ্ক, চূর্ণ এবং বিশীর্ণ হইয়া যায় । ৮৫

তখন দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণ-জাল অত্যন্ত প্রবল হয় এবং দ্বাদশ সূর্য্যও জগৎ শোষণের জন্য উদ্দীপ্ত হন । ৮৬

সেই সমস্ত সূর্য্য, রশ্মি দ্বারা সমস্ত ভুবনমণ্ডল দাহ করেন; তাহাতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য স্বেদহীন এবং অতিশয় উষ্ণভাবাপন্ন হইয়া থাকে । ৮৭

অনন্তর সকল স্বাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে, রুদ্ররূপী জনার্দন, সূর্য্য-রশ্মি হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমে পাতালে, পরে অতলে গমন করেন । ৮৮-৮৯

অনন্তর তিনি, প্রধান শূল ধারণপূর্ব্বক সপ্তপাতালস্থিত সমুদায় দেব, ঋষি, নাগ, গন্ধৰ্ব্ব ও রাক্ষসদিগকে নিহত করেন । ৯০

এইরূপে সেই লোক-সংহারক রুদ্র, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং সমুদ্রবাসী সকল প্রাণীদিগকে বধ করেন । ৯১

অনন্তর রুদ্র, স্বয়ং মুখ-মণ্ডল হইতে মহাবায়ু সৃষ্টি করেন, সেই অব্যাহত-গতি বায়ু শত বৎসর যাবৎ ভুবনमध्ये পরিভ্রমণ করত যাহা কিছু ছিল, তৎ-সমস্তই তৃণরাশির ন্যায় উৎসাদিত করিয়া থাকে । ৯২-৯৩

অতি বেগশালী সেই বায়ু জগতের সমস্ত বস্তু চারিদিক্ হইতে উৎসারিত করত দ্বাদশ সূর্য্যে প্রবিষ্ট হয় । ৯৪

প্রবিশ্ব মণ্ডলং তেষাং তেজোভিঃ সহমাকৃতঃ ।
 মহামেষান্ সমারেভে রুদ্রেণ প্রতিযোজিতঃ ॥ ১৫
 ততস্তে প্রেরিতা মেঘাস্তেন বাতেন বেগিনা ।
 রুদ্রেণাপ্যতিরৌদ্রেণ পর্য্যাবক্ৰনভঃ সমম্ ॥ ১৬
 সংবর্ত্তাখ্যা মহামেঘা ভিন্নাঞ্জনচয়োপমাঃ ।
 কেচিদধৃত্বাঃ শোণবর্ণাঃ শুক্লাশ্চিত্রাশ্চ ভীষণাঃ ॥ ১৭
 কেচিচ্চ পৰ্বতাকারাঃ কেচিন্নাগসমপ্রভাঃ ।
 প্রাসাদসদৃশাঃ কেচিৎ ক্রৌঞ্চবর্ণা বিভীষণাঃ ॥ ১৮
 গজ্জন্তুস্তে মহামেঘা বর্ষণামধিকং শতম্ ।
 বহুব্রহ্মীন্থো লোকান্ প্রাবয়ন্তো মহান্ননাঃ ॥ ১৯
 অথ স্তম্ভপ্রমাণেন ধারাপাতেন বৈ দৃঢ়ম্ ।
 ধারাসারেণ মহতা পুরিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২০০
 আক্ৰবস্থানমাসাদ্য তোল্লরালো স্থিতে ততঃ ।
 স মুখাদসৃজদ্বায়ুং রুদ্রকৰ্পা জনার্দনঃ ॥ ২০১
 তেনৌঘবায়ুনাক্ষিপ্তা মেঘাঃ সংবৎসরাঙ্কতম্ ।
 অব্যাহতগতেনাস্ত বিধ্বস্তা অভবৎস্ততঃ ॥ ২০২
 নফেষু তেষু মেঘেষু জনলোকাদিকং পুনঃ ।
 রুদ্রস্ত্র্যাক্রদ্ধুবনং ধ্বংসয়ামাস নির্দয়ঃ ॥ ২০৩
 বিধ্বস্তেষু সমস্তেষু ভুবনেষু বিশেষতঃ ।
 বিনফেষু ব্রহ্মলোকে চ রুদ্রোহগাদদ্বাদশাকুগান্ ॥ ২০৪
 স গতা দ্বাদশাদিত্যান্ বেগেন মহতা হরিঃ ।
 অগ্রসচ্চাতিজজ্বাল তৈর্গর্ভস্থৈর্দ্বিধাকরৈঃ ॥ ২০৫

রুদ্রপ্রেরিত বায়ু তেজোরাশি-সহ দ্বাদশ-সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া সুবিশাল জলদাবলী সঞ্চার করিয়া দিতে আরম্ভ করে । ১৫

তখন অতি-বেগ-সম্পন্ন বায়ু এবং অতি রৌদ্ররূপী ‘রুদ্র’ কর্তৃক প্রেরিত জলদাবলী গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে । ১৬

দলিতাঞ্জন-পুঞ্জসন্নিভ, ধূস্রবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ, বকসন্নিভ, পৰ্বতাকার, কুঞ্জরাকার, প্রাসাদ-সদৃশ ভীষণ ভীষণ সেই সকল মহা-ঘন-ঘটা ত্রিলোক প্রাবিত করত মহাশব্দে শতবর্ষেবও অধিককাল বৃষ্টি করিয়া থাকে । ১৭-১৯

তাহাদিগের স্তম্ভসদৃশ স্থূল ধারাপাতে ত্রিভুবন পূর্ণ হইয়া যায় । ২০০

ঐবলোক হইতে সমস্ত স্থান জল-প্রাবিত হইলে রুদ্ররূপী জনার্দন, নিজ মুখ হইতে পুনরায় বায়ু সৃজন করিলেন । ২০১

সেই মেঘমালা অব্যাহতগতি প্রবল-বায়ুবেগে শতবৎসর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায় । ২০২

মেঘ সকল বিনষ্ট হইলে, রুদ্র—ব্রহ্মলোক জনলোকাদি সমস্তই নির্দয়ভাবে সংহার করেন । ২০৩

সমস্ত জগৎ বিশেষতঃ ব্রহ্মলোক বিনষ্ট হইলে রুদ্র, দ্বাদশসূর্য্য সন্নিধানে উপস্থিত হন । ২০৪

১। নভস্তলম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। রথচক্রপ্রমাণেন—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ততো ব্রহ্মাণ্ডমাসাদ্য রুদ্রঃ কালান্তকোপমঃ ।
 চূর্ণাচকার সকলং মুষ্টিপেষণং মহাবলঃ ॥ ১০৬
 চূর্ণীকূর্ব্বন্ত ব্রহ্মাণ্ডং পৃথিব্যাপি বিচূর্ণিতা ।
 তোয়ানি চ সমস্তানি স দধ্রে যোগতো হরিঃ ॥ ১০৭
 যদব্রহ্মাণ্ডাঘহিস্তোয়ং স্থিতং পূর্ব্বং সমস্ততঃ ।
 যদ্বাভ্যন্তর্গতং তোয়ং তৎসর্ব্বকৈকতাং গতম্ ॥ ১০৮
 একীভূতেষু তোয়েষু সর্ব্বব্যাপিস্থ সর্ব্বতঃ ।
 ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডপূর্ণৌঘঃ প্লবম্মাসীৎ স নৌরিব ॥ ১০৯
 ততঃ পৃথিব্যাঃ সারস্ত গন্ধং তন্মাত্রকং ক্রমাৎ ।
 অস্তো জগ্ৰাহ সকলং বিনষ্টা পৃথিবী ততঃ ॥ ১১০
 পুনঃ স রুদ্রেতেজাংসি গর্ভস্থানি স্বকায়তঃ ।
 নিঃসারম্মাস গুনঃ পুঞ্জীভূতানি ভীষণঃ ॥ ১১১
 তানি তেজাংসি সকলং জগৃহুঃ সর্ব্বতঃ স্থিতম্ ।
 অন্তর্বহিষ্চ ব্রহ্মাণ্ডাত্তেজো যচ্চান্নতো গতম্ ॥ ১১২
 জগদগতং সর্ব্বতেজো গৃহীত্বা চৈকতো জগন্ ।
 রৌদ্রব্রহ্মাণ্ডখণ্ডানি তেজোহথ যদহজ্জলে ॥ ১১৩
 দধ্বা ব্রহ্মাণ্ডচূর্ণানি তেজাংসুজ্জলিতানি চ ॥ ১১৪
 জলেভ্যো রসতন্মাত্রং সারভূতং ততোহগ্রহীৎ ।
 গৃহীতসারাস্তা আপঃ প্রনষ্টান্তেজসা ততঃ ॥ ১১৫

সংহারকর্তা রুদ্রদেব, মহাবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বাদশ সূর্য্যকে গ্রাস করেন; দিবাকরগণ উদরস্থ হইলে তাঁহার প্রোজ্জ্বলতা সাতিশয় বৃদ্ধি পায়। ১০৫
 কালান্তক-যমোপম মহাবল রুদ্র, মুষ্টিপেষণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণীকৃত ও পৃথিবী চূর্ণীকৃত হয়। ১০৬

তখন, হরি, সমস্ত জলরাশি যোগবলে ধারণ করেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থিত অভ্যন্তরস্থিত সমুদয় জলই তখন মিলিত হইয়া থাকে। ১০৭

ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড চূর্ণ ও চূর্ণিত পৃথিবীর অংশ সেই একীভূত সর্ব্বব্যাপী জল-রাশির উপর নৌকার মত ভাসিতে থাকে। ১০৯

অনন্তর জল, পৃথিবীর সারভাগ—সমুদায় গন্ধতন্মাত্র ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে তাহাতেই পৃথিবী বিনষ্ট হয়। ১১০

অনন্তর সেই ভয়ঙ্কর রুদ্র, নিজগর্ভস্থ পুঞ্জীভূত তেজরাশিকে পুনরায় নিঃসারিত করেন। ১১১

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যেখানে যতটুকু তেজ থাকে, তৎসমস্তই সেই তেজোরাশির সহিত মিলিত হইয়া পড়ে। ১১২

জগতের সমস্ত তেজ গ্রহণে উজ্জ্বল একীভূত তেজোরাশি ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড চূর্ণ ও দধ্ব করিয়া আরও উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। ১১৩

অনন্তর সেই তেজ জলের সার রসতন্মাত্র গ্রহণ করিলে, তেজঃপ্রভাবে জল-রাশি বিনষ্ট হয়। ১১৪

জল বিনষ্ট হইলে, একীভূত মহাবেগসম্পন্ন সকল বায়ু তেজোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রূপতন্মাত্র গ্রহণ করে। ১১৫

অপ্প নষ্ঠাসু তত্তেজঃ প্রবিশ্বাথ সদাগতিঃ ।
 একীভূতো মহাভাগো রূপং তন্মাত্রমগ্রহীৎ ॥ ১১৬
 গৃহীতে রূপতন্মাত্রৈ তেজাংসি সকলান্থথ ।
 বিনষ্ঠানি ততো বায়ুঃ প্রবলোহভূদবারিতঃ ॥ ১১৭
 মহান্বনং ততো বায়ুমা সাদ্যাগ্নিরিব জ্বলন্ ।
 রুদ্রঃ সজ্জোভয়ামাস তদাকাশং স্বয়ং ততঃ ॥ ১১৮
 তেন সঙ্কুমাশমগ্রহীন্নরুতন্ততঃ ।
 তদগতং স্পর্শতন্মাত্রং ততো নষ্ঠঃ প্রভঞ্জনঃ ॥ ১১৯
 নষ্ঠে বায়ৌ ততো রুদ্র আকাশং সারমগ্রহীৎ ।
 শব্দতন্মাত্রকং তস্মিন্ গৃহীতে বিগতং বিয়ৎ ॥ ১২০
 নষ্ঠে নভসি রুদ্রোহসৌ কায়ে ব্রাহ্মে তদাধিশৎ ।
 ব্রাহ্মং তদাকুলং কাযং নিরাধারং নিরাকুলম্ ।
 বিবেশ বৈষ্ণবে কায়ে শঙ্খচক্রগদাধরে ॥ ১২১
 ততঃ শৌর্যমহাতেজাঃ কাযং তৎ পঞ্চভৌতিকম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাশার্জ-বরাসিধরমচ্যুতম্ ।
 স্বশক্ত্যা সজ্জহারান্ত সারমাদায় সর্বভতঃ ॥ ১২২
 নিরাধারং নিরাকারং নিঃসত্ত্বং নিরবগ্রহম্ ।
 আনন্দময়মধৈতৎ যৈতহীনাবিশেষণম্ ॥ ১২৩
 ন স্থলং ন সূক্ষ্মং যজ্জ্ঞানং নিত্যং নিরঞ্জনম্ ।
 একমাসীৎ পরমং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশং সমস্ততঃ ॥ ১২৪

নাহো ন রাজর্জির্ন^১ বিয়ন্ন পৃথ্বী
 নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্থৎ ।
 শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাদ্যপলভ্যমেকং
 প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥ ১২৫

রূপতন্মাত্র গৃহীত হইলে, সমুদায় তেজ বিনষ্ট হয়; অনন্তর বায়ু, অবারিত ভাবে প্রবল হয়। ১১৬

রুদ্র, ঘোরনিশ্বন প্রভঞ্জন বহিতেছে দেখিয়া স্বয়ং আকাশ-মণ্ডলকে বিক্ষো-
 ভিত করেন। ১১৭

আকাশ তাহাতে সংকুহ হইয়া পবনের স্পর্শতন্মাত্র গ্রহণ করে, তাহাতেই পবন বিনষ্ট হয়। ১১৮

বায়ু নষ্ট হইলে রুদ্র, আকাশের সার শব্দতন্মাত্র গ্রহণ করিলে আকাশ বিনষ্ট হয়; তখন রুদ্র, ব্রহ্মার দেহে বিলীন হন। ১১৯

তখন, ব্রহ্ম শরীর নিরাধার এবং অত্যন্ত আকুল হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্জ ও উত্তম-খড়্গ-সম্পন্ন পাঞ্চভৌতিক চিবস্তর নিজ দেহ হইতে সর্বতোভাবে সার গ্রহণ পূর্বক স্বীয় শক্তি দ্বারা অতি শীঘ্র সংহার করেন। ১২০-১২২

তখন তিনি নিরাধার নিরাকার নির্বিকার নিঃসত্ত্ব, বিশেষণ-বর্জিত ন-স্থল, ন-সূক্ষ্ম, নির্লেপ “একমেবাদ্বিতীয়ং” সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্মরূপে বর্তমান থাকেন। ১২৩-১২৪

তখন দিবা-রাত্রি থাকে না আকাশ পৃথিবী থাকে না, জ্যোতি-অন্ধকার—

এবং যাবস্থিতঃ^১ সৃষ্টিস্তাবৎ কালমসৃষ্টিকম্ ।
 আসীদেকং পরং তদ্বৎ ততঃ সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ॥ ১২৬
 প্রকৃতৌ সংস্থিতৌ যস্মাৎ সর্বভোগ্যত্রসঙ্কয়ঃ ।
 অহঙ্কারং মহত্তত্ত্বং গতো যৎ প্রাকৃতৌ লয়ঃ ॥ ১২৭
 প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমভীতপ্রলয়ন্ত তৎ ।
 তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোহ্যমুচ্যতে প্রতিসঙ্করঃ ॥ ১২৮
 অল্পং বঃ কথিতৌ বিপ্রাঃ প্রাকৃতাত্মৌ মহালয়ঃ ।
 আদিসৃষ্টিং শৃণুঃসমাং কথ্যমানাং ময়া পুনঃ ॥
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কালো নাম স্বয়ং দেবঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ ।
 অবিচ্ছিন্নঃ স প্রলয়ন্তেন ভাগেন কেনচিৎ ॥ ১
 লয়ভাগে ব্যতীতে তু মিসৃক্ষা সমজায়ত ।
 জ্ঞানস্বরূপস্য তদা পরমব্রহ্মণো বিভোঃ ॥ ২
 ততোহ্য প্রকৃতিস্তেন সম্যক্সংজ্ঞোভিতা ভিষাৎ ।
 সঙ্ক্ষুদ্রা সর্বকার্যার্থমভূৎ সা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৩

বা আর কিছুই থাকে না। তখন, শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়ের অতীত বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি জড়িত ব্রহ্ম-পুরুষ বর্তমান থাকেন। ১২৫

সৃষ্টি যতকাল থাকে, ততকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবর্ষ, এক পরমতত্ত্ব ব্রহ্মও সৃষ্টিহীন অবস্থাতে বর্তমান থাকেন, অনন্তর সৃষ্টি প্রবৃত্তি হয়। ১২৬

তন্মাত্রগণ অহঙ্কার এবং মহতত্ত্ব, সকলই—এমন কি, অগাণ্ড প্রলয়ে স্থায়ী এই সকল ব্যক্ত পদার্থ তখন প্রকৃতিরূপে পর্য্যবসিত হইয়া বলিয়া ইহার নাম প্রকৃত প্রলয়। ১২৭-১২৮

বিপ্রগণ! এই আমি তোমাদিগকে প্রাকৃত মহাপ্রলয় কীর্তন করিলাম, এই আদি-সৃষ্টির বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১২৯

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সৃষ্টি কথন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—“কাল” নামক দেবতাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ; প্রলয় তাঁহারই ক্রিয়দংশে বিভক্ত। ১

কালের প্রলয় ভাগ অতীত হইলে, জ্ঞানস্বরূপ প্রভু পরম ব্রহ্মের সৃজনেচ্ছা হইল। ২

বথা সন্নিধির্ভাজেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে ।
 মনসো লোককর্তৃত্বাস্তথাসৌ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪
 স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভাশ্চ পরমেশ্বরঃ ।
 স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানভ্বেহপি চ স্থিতঃ ॥ ৫
 ইচ্ছামাজেণ পুরুষঃ সৃষ্ট্যর্থৈ পরমেশ্বরঃ ।
 ততঃ সজ্জোভয়ামাস পুনরেব জগৎপতিঃ ॥ ৬
 গুণসাম্যাত্তত্ত্বস্মাৎ ক্ষেত্রজ্যামিষ্ঠিতাৎ ততঃ ।
 গুণব্যঞ্জনসমুত্তিঃ সর্গকালে বভূব হ ॥ ৭
 প্রধানতত্ত্বাদুদ্ভুতমীশ্বরেচ্ছাসমীরিতাৎ ।
 মহত্তত্ত্বং প্রথমতত্ত্বং প্রধানং সমাবৃণোৎ ॥ ৮
 প্রধানেনানাবৃতাত্ত্বাদহঙ্কারো ব্যজায়ত ।
 বৈকারিকশৈলজগৎ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ ॥ ৯
 ত্রিবিধোহয়মহঙ্কারো যো জাতো মহতোহগ্রতঃ ।
 ভূতানামিল্লিয়াণাঞ্চ স বৈ হেতুঃ সনাতনঃ ॥ ১০
 স মহাংশুমহঙ্কারং জাতমাত্রং সমাবৃণোৎ ।
 তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ জজিরেহস্মাৎ সমাবৃত্যৎ ॥ ১১
 প্রথমং শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রমন্তরম্ ।
 তৃতীয়ং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রমেব চ ॥ ১২
 পঞ্চমং গন্ধতন্মাত্রমেতানি ক্রমশোহভবন্ ।
 প্রত্যেকং সর্বতন্মাত্রমহঙ্কারঃ সমাবৃণোৎ ॥ ১৩

অনন্তর, পরমেশ্বর, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামাত্রে বিক্ষোভিত করিলে
 ঐ প্রকৃতিই সর্ব-কার্যের উপযোগিনী হইলেন । ৩

যেমন গন্ধ সন্নিহিত হইলেই মনের ক্ষোভ অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্তন হয়,
 কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্তনের কর্তা নহে, নিমিত্তমাত্র ; প্রকৃতির ক্ষোভ স্বয়ং
 পরমেশ্বরও ঠিক তাহাই । ৪

সেই ব্রহ্ম পরমেশ্বরই ক্ষোভক, আবার তিনিই সঙ্কোচ-বিকাশ-শালিনী
 প্রকৃতিরূপে ক্ষোভা । ৫

জগৎপতি পরমেশ্বর সৃষ্টির জন্য পুরুষদিগকে (জীবাত্মাকে) ইচ্ছামাত্রে
 ক্ষোভিত করিলেন । ৬

সেই সাম্যাবস্থাপন্ন-ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে ক্ষেত্রজ (জীবাত্মা) গণ
 অধিষ্ঠিত হইলে গুণ-বৈষম্য হইল । ৭

তখন ঈশ্বরেচ্ছা-পরিচালিত প্রকৃতি, তাহাকে আবরণ করিলেন । ৮

প্রধানসংবৃত মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার
 উৎপন্ন হইল । ৯

অহঙ্কার—পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চিরন্তন হেতু ; তন্মধ্যে তামস অহঙ্কারই
 পঞ্চভূতের কারণ । ১০

অহঙ্কার উৎপন্ন হইবামাত্র মহত্তত্ত্ব তাহাকে আবরণ করিল । মহত্তত্ত্বাবৃত
 অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইল । ১১

প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে স্পর্শতন্মাত্র, অনন্তর রূপতন্মাত্র, তাহার পর

সসৰ্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্ ।
 শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ ॥ ১৪
 শব্দতন্মাত্রসহিতাং স্পর্শতন্মাত্রভক্ততঃ ।
 বায়ুঃ সমভবৎ স্পর্শগুণঃ শব্দসমন্বিতঃ ॥ ১৫
 আকাশবায়ুসংযুক্তাক্রপতন্মাত্রভক্ততঃ ।
 তেজঃ সমভবদ্দীপ্তং সর্বভক্তদবর্জিত ॥ ১৬
 তচ্ছবৎ স্পর্শবচ্চ রূপবচ্চ ব্যাকায়ত ॥ ১৭
 ততো বিয়দ্বায়ুতেজোযুক্তাত্মোয়ং সসৰ্জ্জ হ ।
 রসতন্মাত্রতঃ সমাকৃ তেন ব্যাপ্তং সমস্ততঃ ॥ ১৮
 তোয়াগ্গাধারশক্তির্যা বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
 সা দদ্রেহথ নিরাধারান্যানিলান্দোলিতানি বৈ ॥ ১৯
 তেয়ু বীজং প্রথমতঃ সসৰ্জ্জ পরমেশ্বরঃ ।
 তদগুম্ভবন্ধ্রৈমং সহস্রাংস্তদমপ্রভম্ ॥ ২০
 মহাদিবিশেষান্তৈরারব্ধং সর্বতো বৃতম্ ॥ ২১
 বারিবহ্যানিলাকাতৈশস্তমোভূতাদিনা বহিঃ ।
 বৃতং দশগুণৈরগুং ভূতাদির্মহতা তথা ॥ ২২
 বীজং যথা বাহুদলৈর্বাণ্ডমণ্ডং তথা পুনঃ ।
 তোয়াদিভিস্তথা ব্যাপ্তং ব্রহ্মাণ্ডমতুলং দ্বিজাঃ ॥ ২৩

রসতন্মাত্র, সর্বশেষে গন্ধতন্মাত্র—এইরূপ যথাক্রমে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি ।
 অহঙ্কার সকল তন্মাত্রকে পৃথক পৃথক আবরণ করিল । ১২-১৩

শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দের প্রথম উপাদান আকাশ উদ্ভূত হইল । তামস
 অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্রসহ আকাশ আবৃত করিল । ১৪

আকাশসহ স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শের প্রথম উপাদান শব্দ-গুণাবৃত বায়ু
 উৎপন্ন হইল । ১৫

আকাশ-বায়ু-সংযুক্ত ক্রপতন্মাত্র হইতে প্রদীপ্ত তেজ উৎপন্ন হইয়া সর্বত্র
 বিস্তৃত হইল । ১৬

তাহা রূপের প্রথম উপাদান কারণ আর শব্দস্পর্শেরও অন্ত্যতম উপাদান
 বটে । ১৭

আকাশ-বায়ু-তেজঃ সমন্বিত রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সর্বত্র
 পরিব্যাপ্ত হইল । ১৮

অমিত-তেজা বিষ্ণুর আধারশক্তি, অনিলান্দোলিত নিরাধার জলরাশি
 ধারণ করিলেন । ১৯

পরমেশ্বর, প্রথমতঃ তাহাতেই বীজধারণ করেন ; সেই বীজ সূর্য্য-সন্নিভ
 সূর্যময় অণুকারে পরিণত হইল । ২০

ঐ অণু মহত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থদ্বারা নির্মিত এবং তদ্বারা চতুর্দিকে সংবৃত ।
 ২১

জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্ত্ব—দশ দশ গুণ অধিক
 বিস্তৃতভাবে ক্রম-বহির্ভূত এই সকল পদার্থদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন । ২২

সূত্রায় পরমেশ্বরের স্থাপিত বীজসকল পদার্থের মধ্যবর্তী ; দ্বিজগণ! এই
 ক্রপ এই ব্রহ্মাণ্ডে আবার জল প্রভৃতি তৎসমস্ত বস্তুদ্বারাই যথাক্রমে আবৃত । ২৩

তদগুমেধ্যৈ স্বয়মেব বিষ্ণু-
 ব্রহ্মস্বরূপং বিনিধায় কায়ম্ ।
 দিবোন মানেন স বর্ষমেকং
 স্থিতোহগ্রহীদ্বীজগণং স্ববুদ্ধ্যা ॥ ২৪
 ধ্যানেন চাণ্ডং স্বয়মেব কৃত্বা
 দ্বিধা স তস্থৌ ক্ষণমাত্রমগ্নিন্ ।
 তদৈব তন্মাত্রাগণৈঃ সমন্তৈ-
 র্গন্ধোত্তরৈর্ভূরমুনৈব সৃষ্টা ॥ ২৫
 স্পর্শস্য শব্দস্য সমস্তরূপ-
 গুণস্য গন্ধস্য রসস্য চৈষা ।
 আধারভূতা সকলৈঃ কৃত্বা য-
 ত্নন্মাত্রবর্গৈরখিলা ধরিত্রী ॥ ২৬
 জাতস্তদুৎথৈঃ কনকাচলোহসৌ
 জরায়ুভিঃ পর্বতসঙ্কয়োহভুৎ ।
 গভর্দাদিকৈঃ সপ্তপয়োধ্যস্ত
 রুদ্রয়োন ত্রিদশালয়োহভুৎ ॥ ২৭
 রুদ্রয়োনাপরদেশজেন
 সপ্তাভবন্নাগগৃহাণি তানি ।
 পাতালসংজ্ঞানি মহাসুখানি
 যত্র স্বয়ং স্যাৎ পরতো মহেশঃ ॥ ২৮
 তেজোগণাত্ম্য বভূব লোকো
 যোহসৌ মহর্লোক ইতি ঋতোহভুৎ ।
 জনাহবয়োহভূন্নরকতোহথ গভা-
 দ্যানাত্তপোলোকবরো বভূব ॥ ২৯
 অণ্ডোর্জগত্যাভবত্ত্ব সত্যং
 ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডোপরি বিষ্ণুরচ্যুতঃ ।
 পরং পদং যন্নিগদন্তি স্বীরা
 যজ্জ্ঞানগম্যং পরিনিষ্ঠরূপম্ ॥ ৩০

স্বয়ং বিষ্ণু সেই অণ্ডমেধ্য—ব্রহ্মস্বরূপ দেহ স্থাপনপূর্বক দিব্যমানে একবৎসর অবস্থিতি করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিলেন । ২৪

ইচ্ছামাত্রে সেই অণ্ডভেদ করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন । তখনই অস্ত্রাণ্ড চতুর্ভুত-সহকৃত গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন । ২৫

এই নিম্নলি পৃথিবী, সকল তন্মাত্র সাহায্যে নির্মিত বলিয়া শব্দ, স্পর্শ, সমুদায় রূপ, রস এবং গন্ধ—সকলই ইহাতে বর্ত্তমান । ২৬

সেই ব্রহ্মাণ্ডের কমলে সুমেরু, জরায়ুদ্বারা পর্বত-সমূহ এবং গভর্দ-সলিলে সপ্ত সমুদ্র আর রুদ্রয় স্বর্গ উৎপন্ন হয় । ২৭

অপর দেশ-সমুত্ত রুদ্রয়ুগল মহাসুখকর সপ্ত-নাগালয় পাতাল উৎপন্ন হয়, তন্মিয়ে স্বয়ং পরমেশ্বর বিরাজমান । ২৮

১। গভর্দাদিকৈঃ—ইতি পার্ঠাস্ত্রয়ম্ ।

এবং বিধায় প্রথমং বভূব
 বিষ্ণুঃ স্বরূপী স্থিতয়ে স এব ।
 স্বয়ং সমুদ্ভূততনুৰ্যতোহয়ং
 স্বভূরিতি খ্যাতিমবাপ বিষ্ণুঃ ॥ ৩১
 ততোহভবদ্ যজ্ঞবরাহরূপী
 বিষ্ণুর্ভুবঃ প্রোদ্ধরণায় পীনঃ ।
 নিমজ্জমানাং পৃথিবীং স মধ্যো
 ভিষ্টা গতৌ ধৰ্ম্মমৰোতিহবেগাৎ ॥ ৩২
 দংষ্ট্রাগ্রদেশে বিনিধায় পৃথ্বীং
 স উদগতঃ সৰ্বমতীতা ভোয়াম্ ।
 ততোহবভৎ সপ্তফণান্নিতোহয়-
 মনন্তমুত্তিঃ পৃথিবীং বিধৰ্ত্তনু ॥ ৩৩
 প্রসার্য শেযোহপি ফণাং স বৈষ
 মধ্যো নিধায়ৈকফণাঃ ধরিত্রীম্ ।
 দধার তোয়োপরি তোয়সংস্থিত-
 স্ততোহত্যজদ্ যজ্ঞবরাহ উৰ্বীম্ ॥ ৩৪
 প্রসারিতাঃ ফণাঃ সৰ্বান্তাসামেকা তু পূৰ্ব্বতঃ ।
 অপরা পশ্চিমায়াস্ত দক্ষিণোত্তরয়োঃ পরে ॥ ৩৫
 একা গতা ফণেশান্ত্যামাগ্নেয়ামপরা দিশি ।
 পৃথ্বীমধ্যো স্থিতা চৈকা নৈঋত্যাং তস্য বৈ তনুঃ ॥ ৩৬
 শূন্যা দিগায়বী তত্র ততো নভা স্থিতা ক্ষিতিঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মাণ্ডের তেজোরশিতে মহলোক, ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ পবনে জনলোক, ঈশ্বরেচ্ছা-বলে শ্রেষ্ঠলোক তপোলোক এবং ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধগতি দ্বারা সভা-লোক উৎপন্ন হইল; সর্বোপরি স্বয়ং অচ্যুত বিষ্ণু অবস্থিত; এই বিষ্ণু-লোকেই ধীরগণ জ্ঞানগম্য চরম পরম-পদ বলিয়া থাকেন । ২৯-৩০

সেই ঈশ্বর, ব্রহ্মা-রূপে জগৎ নির্মাণ করিয়া জগৎ-স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন; স্বয়ং উৎপন্ন দেহ বলিয়া বিষ্ণু “স্বভূ” নাম প্রাপ্ত হইলেন । ৩১

অনন্তর তিনি পৃথিবী উদ্ধারের জন্য পীবর যজ্ঞ-বরাহ-দেহ অবলম্বনপূর্বক, নিমগ্ন প্রায় পৃথিবীকে ধারণ করিতে তাহার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া অতিবেগে অধোদেশে গমন করিলেন । ৩২

কিছুকাল পরে তিনি পৃথিবীকে দংষ্ট্রার অগ্রভাগে স্থাপনপূর্বক সমস্ত জলরাশি অতিক্রম করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন । অনন্তর, পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য সপ্তফণা সমন্বিত অনন্তরূপী হইলেন । ৩৩

জলস্থিত অনন্ত, ছয় ফণা প্রসারিত করিয়া মধ্যবর্তী একটি ফণার উপরে পৃথিবী ধারণ করিলে যজ্ঞবরাহ পৃথিবী হইতে দন্ত খুলিয়া লইলেন । ৩৪

অনন্ত যে ছয় ফণা প্রসারিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি পূর্বদিকে, একটি পশ্চিমদিকে, একটি দক্ষিণদিকে, একটি উত্তরদিকে, একটি ঈশানকোণে আর অষ্টটি অগ্নিকোণে আছে । অবশিষ্ট ফণা পৃথিবীমধ্যে আর তদীয় দেহ নৈঋতকোণে অবস্থিত । ৩৫-৩৬

বায়ুকোণে—শূন্য, এই জন্য সেই দিকে, পৃথিবী কিঞ্চিৎ নম্র । ৩৭

স তু দীর্ঘতনুস্তোম্যে যদানন্তো ন চাশকং ।
 কুর্শ্বরূপী তদা ভূতানন্তকায়মধাক্রিঃ ॥ ৩৮
 অথো ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডং স পশ্চিরাক্রম্য কচ্ছপঃ ।
 গ্রীবাগ্নিতস্য বায়ব্য্যাং পৃষ্ঠেহনন্তমধারয়ৎ ॥ ৩৯
 অনন্তঃ কুর্শ্বপৃষ্ঠে তু নবভির্বেফুনৈশ্চনুন্ম ।
 নিধায় পৃথিবীং দশ্রে সুখেনৈব মহাতনুঃ ॥ ৪০
 ততঃ ফণায়নন্তস্য চলন্তী পৃথিবী স্থিতা ।
 বরাহঃ কৰ্ণমচলামচলামকরোদ্ভট্টাম্ ॥ ৪১
 মেরুং খুরপ্রহারেণ প্রকৃত্য পৃথিবীতলম্ ।
 তখনং স বিবেশাথ পৃথ্বীং ভিত্তাস্তরং ততঃ ॥ ৪২
 যোজনানাং সহস্রাণি ষোড়শৈব রসাতলম্ ।
 প্রবিবেশ মহাশৈলো বরাহাঙ্গি প্রহারতঃ ॥ ৪৩
 দ্বাত্রিংশত্ৰু সহস্রাণি যোজনানাস্ত বিস্তৃতম্ ।
 মেরোঃ শিরোহভবন্তেন প্রহারেণ দ্বিজোন্তমাঃ ॥ ৪৪
 মর্যাদাপৰ্বতানন্ত্য পার্শ্বে পোত্রী তদাকরোৎ ।
 যথা চলতি নৈবৈষ পৰ্বতঃ পৃথিবীধরঃ ॥ ৪৫
 হিমবৎপ্রভৃতীনাঞ্চ ভাগং ভাগং সপঞ্চকম্ ।
 পদা ক্ষিত্যস্তরং চক্রে তদৃচ্ছায়প্রমাণতঃ ॥ ৪৬
 ততো ব্রহ্মা বরাহায় নমস্কৃত্য মহৌজসে ।
 অৰ্দ্ধনারীশ্বরং কায়াদ্বেবদেবং ব্যাজায়ত ॥ ৪৭

সেই দীর্ঘ-দেহ অনন্ত, যখন জলোপরি নিরবলম্বনে থাকিতে অপারগ হইলেন, তখন বিষ্ণু, কুর্শ্বরূপী হইয়া অনন্ত-দেহ ধারণ করিলেন । ৩৮

অনন্তর কচ্ছপ, বহু চরণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড আক্রমণপূর্বক বায়ুকোণে গ্রীবা বিস্তার করিয়া পৃষ্ঠ দ্বারা অনন্তকে ধারণ করিলেন । ৩৯

দীর্ঘকায় অনন্ত কুর্শ্বপৃষ্ঠে নয়টি কুণ্ডলী করিয়া অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিলেন । তখনও পৃথিবী, অনন্ত-ফণোপরি অবস্থিত হইয়াও স্থির হইল না, বিচলিত হইতে লাগিল । তাই যজ্ঞবরাহ পৃথিবীকে অচলা করিবার জন্ত পৰ্বতকুলকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন । ৪০-৪১

তিনি সুমেরু-পৰ্বতকে ভূতলে প্রোথিত করিবার জন্ত খুরপ্রহার করিলে সুমেরু পৃথিবী ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল । ৪২

বরাহের পদাঘাতে উক্ত মহাশৈল, ষোড়শ-সহস্র-যোজন রসাতলে প্রবেশ করিল । ৪৩

হে দ্বিজোন্তমগণ । সেই প্রহার হওয়ার সুমেরুর উর্দ্ধভাগ দ্বাত্রিংশং সহস্র যোজন বিস্তৃত রহিল । ৪৪

সেই পৃথিবীধর সুমেরু পৰ্বত, যাহাতে বিচলিত না হয়, এই জন্ত বরাহ তাহার পার্শ্বে কতিপয় সীমা পৰ্বত স্থাপন করিলেন । ৪৫

বরাহ, পদাঘাতে হিমালয় প্রভৃতি সেই সকল পৰ্বতের—উচ্চে পাঁচভাগের এক ভাগ করিয়া ভূতলমধ্যে প্রোথিত করিলেন । ৪৬

প্রথমং জাতমাত্রঃ স প্ররুদোদ মহাশ্বনঃ ।
 কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রভুবাচ হ ॥ ৪৮
 নাম দেহীতি তং সৌম্যং প্রভুবাচ মহেশ্বরঃ ।
 রুদ্রনামা রোদনাত্মং মা রোদীত্বং মহাশ্বয় ॥ ৪৯
 এবমুক্তঃ পুনঃ সৌম্যং সপ্তবারান্ রুদোদ সঃ ।
 ততোহপরাণি নামানি সপ্ত ব্রহ্মাকরোং পুনঃ ॥ ৫০
 শৰ্ব্বং ভবঞ্চ ভীষঞ্চ মহাদেবং চতুর্থকম্ ।
 পঞ্চমং চোগ্রমীশানং ষষ্ঠং পশুপতিং পরম্ ॥ ৫১
 ময়া যথা বিভক্তত্বং তথাহ্মা যো বিভজ্যাতাম্ ।
 ত্রয়াপি ত্রিসৃষ্টার্থং ভবাংশ্চাপি প্রজাপতিঃ ॥ ৫২
 ততো ব্রহ্মা দ্বিধা ভূত্বা পুরুষোহর্জেন সৌভবং ।
 অর্জেন নারী তস্ত্যাস্ত বিরাজমসৃজং প্রভুঃ ॥ ৫৩
 তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা কুরু সৃষ্টিং প্রজাপতে ।
 তপস্তপ্ত্বা বিরাট্ সৌম্যপি মনুং স্বায়ম্ভুবং ততঃ ॥ ৫৪
 সসর্জ সৌম্যপি তপসা ব্রহ্মাণং পর্য্যতোষম্বয়ং ।
 ভোষিতস্তেন মনসা দক্ষং সৃষ্টৌ সসর্জ সঃ ॥ ৫৫
 সৃষ্টে দক্ষোহথ দশধা প্রশতো মনুনা বিধিঃ ।
 পুনরেব সুতানশ্চান্ সসর্জ দশ মানসান্ ॥ ৫৬
 মরীচিমজ্জাদিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
 প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥ ৫৭

অনন্তর ব্রহ্মা, মহাতেজা বরাহকে নমস্কার করিয়া অর্জুনারী-অর্জুনর মহাদেবকে নিজ দেহ হইতে উৎপাদন করিতে লাগিলেন । ৪৭

তিনি উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে মহাশকে রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, “রোদন করিতেছ কেন ?” ৪৮

তখন মহেশ্বর বলিলেন,—“আমার নামকরণ কর ।” “মহাশয় ! তুমি রোদন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম ‘রুদ্র’ থাকিল ।” ৪৯

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, রুদ্র আরও সাতবার রোদন করিলেন । তৎপরে, ব্রহ্মা আরও তাঁহার সাতটি নাম রাখিলেন যথা,—শৰ্ব্ব, ভব, ভীষ, মহাদেব, উগ্র, ঈশান এবং পশুপতি । ৫০-৫১

মায়া, যেরূপে তোমা হইতে বিভক্ত হন, তুমি জগতে সৃষ্টি করিবার জন্ত এইরূপে আত্মাকে বিভক্ত কর ; তুমিও একজন প্রজাপতি । ৫২

অনন্তর, প্রভু ব্রহ্মা, অর্জুনরীয়ে পুরুষ ও অর্জুনরীয়ে নারী হইয়া—সেই নারীর গর্ভে বিরাট পুরুষকে উৎপাদন করিলেন । ৫৩

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, ‘প্রজাপতি ! সৃষ্টি কর ।’ অনন্তর বিরাট পুরুষ তপস্তা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন । ৫৪

স্বায়ম্ভুব মনু, তপস্তাপ্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিলেন । ব্রহ্মা, তৎকর্তৃক পরিতোষিত হইয়া সৃষ্টির জন্ত মনের সাহায্যে দক্ষকে উৎপাদন করিলেন । ৫৫

দক্ষ উৎপন্ন হইলে, মনু, বিধিকে দশবার প্রশাম করিলেন ; তখন ব্রহ্মা, আরও দশজন মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন । ৫৬

এতানুংপাদ্য মনসা মনুং স্বায়জ্জ্বং পুনঃ ।
 যুয়ং সৃজ্জ্বমিত্যুক্তা লোকেশোহন্তর্দ্ধে পুনঃ ॥ ৫৮
 বরাহোহপাথ পোত্রেণ শনিত্বা সপ্ত সাগরান্ ।
 পৃথিব্যাং বলয়াকারান্ সসর্জ পরমেশ্বরঃ ॥ ৫৯
 সপ্তদ্বা ভ্রমণেনাসৌ সৃষ্টা সপ্তাথ সাগরান্ ।
 সপ্তদ্বীপানবচ্ছদ্য পৃথিব্যন্তং ততো গতঃ ॥ ৬০
 লোকালোকাহবয়ং শৈলং কৃতা পৃথ্যাস্ত বেষ্ঠনম্ ।
 লক্ষদ্বয়োচ্ছিতং মানাদ্ যোজনানাং সমন্ততঃ ।
 সুদৃঢ়ং স্থাপয়ামাস ভিত্তিপ্ৰান্তে যথা গৃহম্ ॥ ৬১
 আদিসৃষ্টিরিয়ং বিপ্রাঃ কথিতা ভবতাং যয়া ।
 প্রতিসর্গমহং বক্ষ্যে তচ্ছবন্ত মহর্ষয়ঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বারাহসর্গো নাম
 পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৫

তাহাদিগের নাম—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ । ৫৭

ব্রহ্মা মনের দ্বারা ইহাদিগকে মনু হইতে উৎপাদন করিয়া স্বায়জ্জ্ব মনুকে ও ইহাদিগকে “ভোমরা সৃষ্টি কর” এই আজ্ঞা প্রদানপূর্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন । ৫৮

এদিকে পরমেশ্বর বরাহ, মুখ দ্বারা খনন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে বলয়াকারে সপ্তসাগর নির্মাণ করিলেন । ৫৯

বরাহ, সাতবার ভ্রমণে—সপ্তসমুদ্র নির্মাণ ও সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া পৃথিবীর শেষভাগে গমন করিলেন । ৬০

তিনি, পরিমাণে দুই লক্ষ যোজন উন্নত লোকালোক পর্বতকে ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে বেষ্টিত প্রাচীর করিলেন । এইরূপে বরাহ, গৃহের স্থায় পৃথিবী-মণ্ডলের পার্শ্বে সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করিলেন । ৬১

বিপ্রগণ । আমি এই—ভোমাদিগের নিকট আদিসৃষ্টির কথা কীর্ত্তন করিলাম ; এক্ষণে প্রতিসর্গ (দক্ষাদিকৃতসৃষ্টি) কীর্ত্তন করিতেছি, মহর্ষিগণ শ্রবণ করুন । ৬২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫

ষড়্‌বিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বারাহোহয়ং ঋতঃ সর্গো বরাহাধিষ্ঠিতো যতঃ ।
 প্রতিসর্গঃ ঋতঃ সর্কৈর্দক্ষাদৈর্যঃ কৃতঃ পৃথক্ ॥ ১
 রুদ্রো বিরাগ্নুর্দক্ষো মুরীচ্যাঢ্যাস্তু মানসাঃ ।
 যং যং সর্গং পৃথক্ চক্ৰুঃ প্রতিসর্গশ্চ স স্মৃতঃ ॥ ২
 বিরাট্‌সূতোহসৃজয়ংশ্চান্নান্ন যৈবিততং জগৎ ।
 মনুঃ পশু মনুন্‌ সৃষ্টী চকার বহুশঃ প্রজাঃ ॥ ৩
 প্রজাঃ সিসৃক্ষুঃ স মনুর্যোহসৌ স্বায়ত্ত্ববাহুয়ঃ ।
 অসৃজৎ প্রথমং ষড়্‌ বৈ মনুন্‌ সোহথ পরান্‌ সূতান্ ॥ ৪
 স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো বৈবতস্তথা ।
 চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বানপরস্তথা ॥ ৫
 যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ নাগগন্ধর্ব্বকিন্নরান্ ।
 বিদ্যাধরানপ্সরসঃ সিদ্ধান্‌ ভূতগগান্‌ বহুন্‌ ॥ ৬
 মেঘান্‌ সবিস্ম্যতো বৃক্ষান্‌ লতাগুল্মতৃণাদিকান্ ।
 মংস্থান্‌ পশুংশ্চ কীটংশ্চ জসজান্‌ স্থলজাংস্তথা ॥ ৭
 এতাদৃশানি সর্বাণি মনুঃ স্বায়ত্ত্ববঃ সূতৈঃ ।
 সহিতঃ সসৃজে সোহয়ঃ প্রতিসর্গঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৮
 অশ্বে যগ্ননবো যে বৈ তেহপি স্বে স্বেহন্তরেহন্তরে ।
 প্রতিসর্গং স্বয়ং কৃত্বা প্রাপ্নুবন্তি চরাচরম্ ॥ ৯

প্রতিসর্গ বর্ণন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বরাহাধিষ্ঠিত বলিয়া বারাহ নামে অভিহিত এই সৃষ্টি শ্রবণ করিলে । ১

অনন্তর, দক্ষপ্রভৃতির কৃত পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রতিসর্গ বর্ণিত হইতেছে । রুদ্র, বিরাটপুরুষ, মনু, দক্ষ এবং মরীচি প্রভৃতি মানসপুঞ্জগণ, প্রত্যেকে যে যে সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসমুদায়ের নাম প্রতিসর্গ । ২

বিরাটপুত্র মনু, অগ্নি ছয় মনু সৃষ্টি করিয়া বহুতর প্রজা বৃদ্ধি করিলেন, সেই মনু, প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে যে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহারা সকলেই মনু । ৩-৪

তাঁহাদিগের নাম যথা :—স্বারোচিষ, ওত্তমি, তামস, বৈবত, চাক্ষুষ এবং মহাতেজা বিবস্বান্ । ৫

যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, সিদ্ধ, বহুতর ভূত, বিদ্যাং, মেঘ, লতা, গুল্ম, তৃণ, মংস্থা, পশু, কীট এবং অগ্ন্যাশ্রয় জলজ স্থলজ প্রাণী ;—স্বায়ত্ত্বব মনু পুত্রগণের সহিত এই সমস্ত সৃজন করেন, ইহাকে তাঁহার প্রতিসর্গ বলা যায় । ৬-৮

স্বায়ত্ত্বব পুত্র ছয় জন মনুও স্ব স্ব অধিকার কাণ্ডে প্রত্যেকে প্রতিসর্গ করিয়া চরাচর ব্যাপ্ত করেন । ৯

যজ্ঞস্য সঙ্কৃতং যজ্ঞং যুপং প্রাথংশমেব চ ।
 ধর্ম্মাধর্ম্মো গুণান্ সর্ক্বান্ বরাহ ইব সৃষ্টবান্ ॥ ১০
 সূতান্ বহুন্ সমুৎপাদ্য দক্ষো দেবর্ষিসন্তমান্ ।
 মহর্ষীন্ সোমপাদীংশ্চ বহুন্ পিতৃগণাংস্তথা ॥ ১১
 সৃষ্টিং প্রবর্ত্তয়ামাস প্রতিসর্গোহস্য স স্মৃতঃ ।
 অজায়ন্ত মুখাদ্বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বাহুযুগ্মতঃ ॥ ১২
 উর্বোর্বৈশ্চাঃ পদোঃ শূদ্রাশ্চতুর্বেদাশ্চতুর্মুখাঃ ।
 ব্রহ্মণঃ প্রতিসর্গোহয়ং ব্রাহ্মণঃ সর্গঃ স্মৃতস্ততঃ ॥ ১৩
 মরীচৈঃ কশ্যপো জাতঃ কশ্যপাং সকলং জগৎ ।
 দেবা দৈত্যা দানবাশ্চ তস্য সর্গঃ প্রকীর্ত্বিতঃ ॥ ১৪
 অত্রৈর্নেত্রাদভূচ্চক্ষুশ্চক্ষুঃশস্ততোহভবৎ ।
 তেন ব্যাপ্তং জগৎ সর্ক্বং সোহস্য^১ সর্গঃ প্রকীর্ত্বিতঃ ॥ ১৫
 অথর্ক্বাজ্জিরসী কৃত্য^২ পুত্রাশ্চ বহুশোহপরে ।
 মন্ত্রযন্ত্রাদয়ো যে বৈ তে সর্ক্বৈহজ্জিরসঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬
 আজ্যপাখ্যাঃ পুলস্ত্যস্য পুত্রাশ্চাত্তো চ রাক্ষসাঃ ।
 প্রতিসর্গঃ পুলস্ত্যস্য বলবেগসমম্বিতাঃ ॥ ১৭
 কাশ্যবেয়া গজা অশ্বাঃ প্রজা বহুতরাস্তথা ।
 সমৃজ্ঞ পুলহে নৈষ সর্গস্তস্য প্রকীর্ত্বিতঃ ॥ ১৮
 ক্রতোঃ পুত্রা বালখিল্যাঃ সর্ক্বজা ভূরিতেজসঃ ।
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি জলভাক্করসম্বিতাঃ ॥ ১৯

ইহ জগতে, বরাহ,—যজ্ঞ যজ্ঞীয় দ্রব্য, যুপ, প্রাথংশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং
 যাবতীয় গুণ—সৃষ্টি করেন । ১০

দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি এবং সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে
 উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন—ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ । ১১

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, উরু হইতে বৈশ্যগণ,
 পদতল হইতে শূদ্রগণ এবং চারি মুখ হইতে চারি বেদ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মার প্রতি-
 সর্গ বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মসর্গ । ১২-১৩

মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি ; কশ্যপ হইতে সমস্ত জগৎ ; দেব দৈত্যা
 দানব প্রভৃতি তাঁহার সৃষ্টি, ইহা মরীচ প্রতিসর্গ । ১৪

অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, চন্দ্র হইতে জগদ্ব্যাপক চন্দ্রবংশ ইহা
 সোম-সর্গ বা অত্রির প্রতিসর্গ । ১৫

অথর্ক্ববেদ-প্রচারক অজির ঋষির অনেক পুত্র উৎপন্ন হয় । আর মন্ত্র
 যন্ত্রাদি সমস্তই অজিরার সৃষ্টি ; ইহা অজিরার প্রতিসর্গ । ১৬

পুলস্ত্যের পুত্র আজ্যপ-নামক পিতৃগণ এবং বলবীৰ্য্য সমন্বিত রাক্ষসস্বন্দ—
 ইহা পুলস্ত্যের প্রতিসর্গ । ১৭

সর্পাদি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বহুতর প্রজা পুলহ সৃষ্টি করেন—ইহা পুলহের
 প্রতিসর্গ । ১৮

১। সৌম্যঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। অথর্ক্বাজ্জিরসাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রচেতসঃ সূতাঃ সৰ্কে যে বৈ প্রাচেতসাঃ স্মৃতাঃ ।
 ষড়শীতিসহস্রাণি পাৰকোপমতেজসঃ ॥ ২০
 সুকালিনো বসিষ্ঠস্য পুত্রাশ্চাণ্ডো চ যোগিনঃ ।
 আরুন্ধতেয়াঃ পঞ্চাশদ্বাসিষ্ঠঃ সৰ্গ উচ্যতে ॥ ২১
 ভৃগোশ্চ ভার্গবা জাতা যে বৈ দৈত্যপুরোধসঃ ।
 কবয়ন্তে মহাপ্রাজ্ঞাস্তৈর্য্যাপ্তমখিলং জগৎ ॥ ২২
 নারদাত্মারকা জাতা বিমানানি তথৈব চ ।
 প্রমোত্তরাস্তথৈবাণ্ডো নৃত্যগীতকৌতুকম্ ॥ ২৩
 এতে দক্ষমরীচ্যাঢ্যাঃ কৃতদারান্ বহুন্ সূতান্ ।
 উৎপাদ্যোৎপাদ্য পৃথিবীং দিবঞ্চ সমপূরয়ন্ ॥ ২৪
 তেষাং সূতেভ্যশ্চ সূতাস্তৎপুত্রৈভ্যাঃ পরে সূতাঃ ।
 সমুৎপন্ন্যঃ প্রবর্তন্তে হৃদ্যাপি ভুবনেশ্ব বৈ ॥ ২৫
 বিষ্ণোস্ত চক্ষুষোঃ সূর্য্যো মনসশ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতাঃ ।
 শ্রোত্রাঘ্রাঘ্নুঃ সমুদ্ভূতো মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ২৬
 প্রতিসর্গো হুয়ং বিষ্ণুস্তথা চাপি দিশো দশ ॥ ২৭
 সৃষ্টার্থং চন্দ্রমাঃ পশ্চাদত্রিনেত্রাদবাতরৎ ।
 ভাস্করঃ কশ্যপাজ্জাতো ভার্য্যায়া চ সমব্রিতঃ ॥ ২৮
 রুদ্রাশ্চ বহবো জাতা ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ ।
 শ্ববরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ প্লবগোমায়ুগোমুখাঃ ॥ ২৯

প্রোজ্জ্বল সূর্য্য-সন্নিভ ভূরিতেজা সৰ্ব্বজ্ঞ অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্য ঋতুর
 পুত্র, ইহা ঋতুর প্রতিসর্গ । ১৯

অনল সন্নিভ ষড়শীতি-সহস্র প্রাচেতসগণ প্রাচেতার পুত্র ; ইহা প্রচেতার
 প্রতিসর্গ । ২০

সুকালী নামে পিতৃগণ ও অরুন্ধতী-গর্ভ সন্তৃত অগ্নি পঞ্চাশ জন যোগী—
 বসিষ্ঠের পুত্র, ইহার নাম বসিষ্ঠ প্রতিসর্গ । ২১

ভৃগু হইতে ভার্গবদিগের উৎপত্তি ; তাঁহারা দৈত্যগণের পুরোধিত, কবি
 এবং মহাপ্রাজ্ঞ ; নিখিল জগন্মণ্ডল, তাঁহাদিগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল । ইহা
 ভার্গব প্রতিসর্গ । ২২

নারদ হইতে নানাবিধ নক্ষত্র, বিমান, প্রশ্ন-উত্তর, নৃত্য-গীত কৌতুক
 উৎপন্ন হয়, ইহা নারদপ্রতিসর্গ । ২৩

এই দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগের বিবাহ
 দিয়া স্বর্গ মর্ত্য পরিপূর্ণ করিলেন । ২৪

তদীয় পুত্রপৌত্রাদির সম্ভান সন্ততি অদ্যাপি ভুবনমণ্ডলে বর্ত্তমান রহিয়াছে
 ও উৎপন্ন হইতেছে । ২৫

বিষ্ণুর নয়ন হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, কর্ণ হইতে বসু ও দশদিক্,
 আর মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল ; ইহা বিষ্ণুর প্রতিসর্গ । ২৬-২৭

পরে চন্দ্র, সৃষ্টির জন্ম অত্রি-নেত্র হইতে প্রাভূত হন আর সূর্য্য কশ্যপপত্নী
 অদिति কর্তৃক পুঞ্জিত হইয়া কশ্যপের ঔরসে ও অদितिগর্ভে উৎপন্ন হন । ২৮

রুদ্র হইতে চতুর্বিধ ভূতগণ উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে কুক্কর, বরাহ ও উষ্ট্র
 রূপধারী এক প্রকার ; শৃগালায় বানরায় আর এক প্রকার ; ভল্লকানন

স্বাক্ষমার্জ্জারবদনাঃ সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ পরে ।
 নানানাজ্ঞধরাঃ সর্বৈ নানাক্রপাঃ মহাবলাঃ ॥ ৩০
 এষ বঃ প্রতিসর্গোহপি কথিতো দ্বিজসত্তমাঃ ।
 দৈনন্দিনঞ্চ প্রলয়ং শৃণুধ্বং কল্পশেষতঃ ॥ ৩১

ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে সৃষ্টিকথনে ষড়্‌বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ ।
 একো মনুঃ স কালস্ত মন্বন্তরমিতি ক্রতম্ ॥ ১
 তদেকসপ্ততিযুগৈর্দেবানামিহ জায়তে ।
 তৈশ্চতুর্দশভিঃ কল্পো দিনমেকস্ত বেধসঃ ॥ ২
 দিনান্তে ব্রহ্মণো জাতে সূর্যসা তস্য জায়তে ।
 যোগনিদ্রা মহামায়া সমায়াতি পিতামহম্ ॥ ৩
 নাভিপদ্যং প্রবিষ্টাথ বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
 সুখং শেতে স ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪
 ততো বিষ্ণুঃ স্বয়ং ভূত্বা রুদ্ররূপী জনার্দনঃ ।
 পূর্ববল্লাশয়ামাস স সর্বং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৫

বিড়ালানন অণুপ্রকার ; সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ অপর প্রকার । তাহারা সকলেই
 নানা শস্ত্রাজ্ঞধারী, কামরূপী এবং মহাবল-পরাক্রান্ত । ইহা রুদ্রের প্রতিসর্গ ।
 ২২-২০

হে দ্বিজোত্তমগণ ! তোমাদিগকে এই প্রতিসর্গের কথা বলিলাম । এক্ষণে
 এক এক কল্পশেষে যে দৈনন্দিন প্রলয় হয় তাহা শ্রবণ কর । ৩১

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দৈনন্দিন প্রলয় কথন ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মন্বন্তর শব্দে মনুর অধিকার-কাল বোধ হয়, অর্থাৎ
 এক একজন মনু, যতদিন প্রজাপালন করেন, ততদিন তাহারই নামে মন্বন্তর
 প্রচলিত হয়, ইহা শুনা আছে । ১

একসপ্ততি দৈবযুগে এক এক মন্বন্তর ; চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প : এই কল্পই
 বিধাতার দিন । ২

ব্রহ্মার দিনাবসানে, জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে ; মহামায়া
 যোগনিদ্রা, ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন । ৩

সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মাও অমিততেজা বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রবিষ্ট হইয়া
 সুখে নিদ্রা যান । ৪

বায়ুনা বহ্নিনা সার্কং দাহয়ামাস বৈ যথা ।
 মহাপ্রলয়কালেহু তথা সৰ্বং জগদ্রয়ম্ ॥ ৬
 জনং বাতি প্রতাপার্তা মহলোকনিবাসিনঃ ।
 ত্রৈলোক্যদাহসময়ে পীড়িতা দারুণাগ্নিনা ॥ ৭
 ততঃ কালান্তকৈর্মৈষে নানাবর্ণৈর্মহায়নৈঃ ।
 সমুৎপাদ্য মহাবৃষ্টিমাপূর্য্য ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৮
 চলন্তরঞ্জৈস্তোষৌঘৈরাধ্রুবস্থানসঙ্গতৈঃ ।
 নিধায় জঠরে লোকানিমাংস্ত্রীন্ স জনার্দনঃ ॥ ৯
 নাগপর্য্যাক্ষণ্যেন শেতে স পরমেশ্বরঃ ॥ ১০
 শায়ানং নাভিকমলে ব্রহ্মাণং স জগদগুরুঃ ।
 সংস্থাপ্য ত্রীনিমাংস্ত্র্যোঁকান্ দক্ষ্য জক্ষ্য ত্রিযা সহ ॥ ১১
 শেতে স ভোগিশয্যায়াং ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ ।
 যোগনিদ্রাবশং জাতত্বৈলোক্যাগ্রাসবৃংহিতঃ ॥ ১২
 ত্রৈলোক্যমখিলং দক্ষং যদা কালাগ্নিনা ভদা ।
 অনন্তঃ পৃথিবীং ত্যক্ত্য বিষোরস্তিকমাগতঃ ॥ ১৩
 তেন তাস্ত্য তু পৃথিবী ক্ষণমাত্রাদধোগতা ।
 পতিতা কূৰ্মপৃষ্ঠে চ বিশীর্ণেব ভদাভবৎ ॥ ১৪
 কূৰ্মোহপি মহতো যচ্ছাচ্চলন্তীং পৃথিবীং জলে ।
 ব্রহ্মাণ্ডং পশ্চিরাক্রম্য পৃষ্ঠে দধ্রে ধরাং ভদা ॥ ১৫
 ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাচ্ছৃণ্বিতা পৃথিবী ভবেৎ ।
 ইতি তাং পরিজগ্ৰাহ কূৰ্মরূপৌ জনার্দনঃ ॥ ১৬

অনন্তর বিষুং, স্বয়ং ত্রৈলোক্যসংহর্তা রুদ্ররূপী হইয়া পূর্বের স্থায় সমস্ত ভুবনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন । ৫

তিনি যেমন মহাপ্রলয়কালে, বায়ু-বহ্নি-সাহায্যে সমস্ত দক্ষ করেন, সেইরূপ দৈনন্দিন প্রলয়েও ত্রিলোক দাহ করেন । ৬

ত্রৈলোক্য দাহ-কালে করাল-কৃশানু-তাপ-পীড়িত মহলোকনিবাসিগণ, তাপার্ত হইয়া জন-লোকে গমন করেন । ৭

অনন্তর, রুদ্র, নানাবর্ণ ঘোর-গর্জনে প্রলয়কালীন জলদ-জাল দ্বারা মহাবৃষ্টি করাইয়া ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত ব্যাপী উত্তর-তরঙ্গাকুল জলরাশিদ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন এবং সেই পরমেশ্বর, ত্রৈলোক্যকে নিজ জঠরাভ্যন্তরে রাখিয়া নাগপর্য্যাক্ষে শয়ন করেন । ৮-১০

সেই জগৎপতি নারায়ণ, ব্রহ্মাকে নাভিকমলে রাখিয়া এবং ত্রৈলোক্য দাহ করিয়া লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নাগপর্য্যাক্ষে শয়ন করেন । ১১

যখন কালানলে সমস্ত ভুবনমণ্ডল দক্ষ হয় এবং ত্রৈলোক্যাগ্রাসে পরিতপ্ত পরমেশ্বর যোগনিদ্রার বশবর্তী হন, তখন অনন্ত, পৃথিবী ছাড়িয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন । ১২-১৩

অনন্ত, ভাগ করিলে পৃথিবী ক্ষণমধ্যে অধোগত হইতে হইতে কূৰ্ম-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যেন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়ে । ১৪

তখন, কূৰ্ম, পদ-নিকর-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-নিম্ন অবলম্বনপূর্ব্বক জলোপরি ভাসমানা দোহুলামানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করেন । ১৫

চলজ্জলৌথসংসর্গাজলন্ত্যা ধরয়া তদা ।
 কুর্শপৃষ্ঠং বহুতরৈর্বরৈণ্ডেবিতভীকৃতম্ ॥ ১৭
 অনন্তস্তত্র গতা তু যত্র ক্ষীরোদসাগরঃ ।
 তত্র স্বয়ং শ্রিয়া যুক্তং সুযুপ্তস্তং জনার্দনম্ ॥ ১৮
 ফণয়া মহায়া দগ্রে ত্রৈলোক্যাগ্রাসবৃংহিতম্ ।
 পূর্বং ফণা বিততোর্দ্ধং পদ্মং কৃত্বা মহাবলঃ ।
 বিষ্ণুমাচ্ছাদয়ামাস শেষাখ্যঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৯
 তথোপধানমকরোদনস্তো দক্ষিণাং ফণাম্ ।
 উত্তরাং পাদয়োশ্চক্রে উপধানং মহাবলঃ ॥ ২০
 তালবৃন্তং তদা চক্রে সশেষঃ পশ্চিমাং ফণাম্ ।
 স্বপন্তং বিজয়ামাস শেষরূপী জনার্দনঃ ॥ ২১
 শঙ্খং চক্রে নন্দকাসিমিষুধী হে মহাবলঃ ।
 ঐশান্তয়াথ ফণয়া স দগ্রে গরুড়ং তথা ॥ ২২
 গদাং পদ্মঞ্চ শাক্ষং তথৈব বিবিধায়ুধম্ ।
 যানি চাত্তানি ভয়াসম্মাণ্ণেয়া ফণয়া দধৌ ॥ ২৩
 এবং কৃত্বা স্বকং কাযং শয়নীয়ং তদা হরেঃ ।
 পৃথ্বীমধরকায়েন ময়্যামাক্রম্য চান্তসি ॥ ২৪
 ত্রৈলোক্যাং ব্রহ্মাসহিতং সলক্ষ্মীকং জনার্দনম্ ।
 লোপাসঙ্গং জগদ্বীজং জগৎকারণকারণম্ ॥ ২৫
 নিত্যানন্দং বেদময়ং ব্রহ্মণ্যং পরমেশ্বরম্ ॥ ২৬
 জগৎকারণকর্ত্তারং জগৎকারণকারণম্ ॥ ২৭

“এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে পতিত হইলে একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে”
 ভাবিয়া কুর্শরূপী নারায়ণ তাঁহাকে ধারণ করেন । ১৬

পৃথিবী, চঞ্চল-জলরাশিসংসর্গে দোহুল্যমান হইলে কুর্শ, বহুতর ব্রহ্মাণ্ড-
 ধারণ-ক্ষম নিজ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেন । ১৭

যথায় ক্ষীরোদ সমুদ্রে নারায়ণ, লক্ষ্মীসমভিব্যাহারে নিদ্রাভিলাষী শেষ
 নামক পরমেশ্বর মহাবল অনন্ত, তথায় যাইয়া ত্রৈলোক্য-গ্রাসতৃপ্ত সেই
 পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণা দ্বারা ধারণ করণ ; পূর্ব-ফণা পদ্মাকারে উর্দ্ধে বিস্তৃত
 করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করেন । ১৮-১৯

দক্ষিণ-ফণা তাঁহার উপাধান করিয়া দেন ; উত্তর-ফণা তাঁহার পাদোপধান
 করেন । ২০

মহাবল অনন্তরূপী বিষ্ণু, পশ্চিম-ফণাকে তালবৃন্ত করিয়া নিদ্রাভিলাষী
 দেবদেবকে স্বয়ং ব্যাজন করেন । ২১

তিনি নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, নন্দকখড়্গা, তুণীর-দ্বয় এবং গরুড়কে, ঐশান-
 ফণার দ্বারা ধারণ করেন । ২২

আর গদা, পদ্ম, শাক্ষ-ধনু এবং অগ্ন সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র আশ্বেষ-ফণা দ্বারা
 ধারণ করেন । ২৩

অনন্ত, এইরূপে নিজদেহকে নারায়ণের শয্যা করিয়া এবং জলমগ্না পৃথিবীর
 উপর অধো-দেহ স্থাপন করিয়া আপনারই শরীরান্তর জগৎ-কারণ-কারণ

ভূতভব্যভবমাংখং পরাবরগতিং হরিম্ ।
 দধার শিরসা তন্ত স্বয়মেব স্বকাং তনুম্ ॥ ২৮ ॥
 এবং ব্রহ্মদিনস্বেব প্রমাণেন নিশাং হরিঃ ।
 সঙ্খ্যাক্ত সমভিব্যাপ্য শেতে নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ২৯ ॥
 যস্মাদয়ন্ত প্রলয়ো ব্রহ্মণঃ স্যাদ্বিনে দিনে ।
 তস্মাদৈনন্দিনমিতি খ্যাপয়ন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৩০ ॥
 ব্যভীতাত্মাং নিশাত্মাং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 ত্যক্তা নিদ্রাং সমুত্তস্থো স পুনঃ সৃষ্টিয়ে হিতঃ ॥ ৩১ ॥
 ত্রৈলোক্যং তোয়সম্পূর্ণং শয়ানং পুরুষোত্তমম্ ।
 নিরীক্ষ্য বৈষ্ণবীং মায়াং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
 যোগনিদ্রাং স তুষ্টিব হরেরজ্জেশ্ব সংস্থিতাম্ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মোবাচ—

চিতিশক্তিং নির্বিকারাং পরব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ।
 প্রণমামি মহামায়াং যোগনিদ্রাং সনাতনীম্ ॥ ৩৩ ॥
 ত্বং বিদ্যা যোগিনাং দেবি ত্বং গতিত্বং মতিঃ স্তুতিঃ ।
 ত্বং সৃষ্টিত্বং স্থিতিঃ স্বাহা স্বধা তুমিহ গীতিকা ॥ ৩৪ ॥
 ত্বং সামগীতিত্বং নীতিত্বং ত্রীঃ শ্রীত্বং সরস্বতী ।
 যোগনিদ্রা মহামায়া মোহনিদ্রা তুমীশ্বরী ॥ ৩৫ ॥
 ত্বং কান্তিঃ সর্বশক্তি ত্বং তনুর্বৈষ্ণবী শিবা ।
 ত্বং ধাত্রী সর্বলোকানামবিদ্যা ত্বং শরীরিণীম্ ॥ ৩৬ ॥

জগদ্বীজ নিত্যানন্দ বেদময় ব্রহ্মণ্য জগৎ-কারণ-কর্তা । তৎকালে নারায়ণের নাভি-কমলে ব্রহ্মা ও জঠরাভ্যন্তরে ত্রৈলোক্য বিরাজিত থাকে ॥ ২৮-২৯ ॥

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাধিপতি পরাবরগতি সপরিচ্ছদ লক্ষ্মী-সহচর নারায়ণকে মস্তকে ধারণ করেন ॥ ২৮ ॥

অব্যয় নারায়ণ, ব্রহ্ম দিবসের সম-পরিমাণ সঙ্খ্যাসহ রাত্রি এইরূপে শয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন ॥ ২৯ ॥

এই প্রলয়—ব্রহ্মার প্রাতি দিনান্তেই হয় বলিয়া পুরাবেত্ত্বগণ ইহাকে “দৈনন্দিন” প্রলয় বলিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

রজনী অতীত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, ইহ জগতে পুনরায় সৃষ্টি করিবার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উথিত হন ॥ ৩১ ॥

জিভুবনকে জলরাশিপূর্ণ ও পুরুষোত্তমকে শয়ান দেখিয়া—ব্রহ্মা, মহামায়া নারায়ণের অঙ্গ-সংস্থিতা বৈষ্ণবী মায়া জগন্ময়ী যোগ নিদ্রাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

নির্বিকারা চিৎশক্তি পরম ব্রহ্মরূপিণী মহামায়া সনাতনী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩৩ ॥

দেবি ! তুমি যোগিগণের তত্ত্ববিদ্যা, তুমি গতি, তুমি স্তুতি, তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি ; তুমি স্বাহা-স্বধা, তুমি সঙ্গীতরূপা ॥ ৩৪ ॥

তুমি সাম গীতি, তুমি নীতি, তুমি লজ্জা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী ; হে ঈশ্বর ! তুমিই যোগনিদ্রা, মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা ॥ ৩৫ ॥

আধারশক্তিভুং দেবী ত্বং হি ব্রহ্মাণ্ডধারিণী ।
 ত্বমেব সর্বজগতাং প্রকৃতিত্রিগুণাঙ্ঘ্রিকা ॥ ৩৭
 ত্বং সাবিজী চ গায়ত্রী সৌম্যা সৌম্যাতিশোভনা ।
 ত্বং সিসৃক্ষা হরেনিত্যা সুস্থপ্সা ত্বং সুস্থপ্তিকা ॥ ৩৮
 পৃষ্টির্লজ্জা ক্ষমা শান্তিস্ত্বং ধৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
 ত্বমেব ক্ষিতিক্রপেণ ত্রিষসে সচরাচরম্ ॥ ৩৯
 ত্বমাপস্তমপাং মাতা সর্বাস্তর্গতচারিণী ।
 স্তুতিঃ স্তুত্যা চ স্তোত্রী চ স্তুতিশক্তিস্ত্বমেব চ ॥ ৪০
 ত্বামহং কিল্লু স্তোত্বামি প্রসাদ পরমেশ্বরী ।
 নমস্তভ্যাং জগন্মাতঃ প্রবোধয় জনার্দনম্ ॥ ৪১
 এবং স্তুতা মহামায়া ব্রহ্মণা লোককারিণা ।
 নেত্রাস্থনাসিকাবাহু-হৃদয়ান্নির্গতা হরেঃ ॥ ৪২
 রাজসৌং মূর্ত্তিমাশ্রিতা^১ সা তস্যো ব্রহ্মদর্শনে ॥ ৪৩
 ততো জনার্দনো ভোগিশয়নান্নিদ্রয়া ক্ষণাৎ ।
 পরিত্যক্তঃ সমুত্তস্যো সৃষ্টয়ে চাকরোন্নতিম্ ॥ ৪৪
 ততো বরাহরূপেণ নিমগ্নাং পৃথিবীং জলে ।
 মগ্নাং সমুদধারাতু শৃংখল সলিলোপরি ॥ ৪৫
 তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা ।
 বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্ ॥ ৪৬

তুমি কান্তি, তুমি সর্বশক্তি, তুমি বিষ্ণুমূর্ত্তি, তুমিই শিবা ; তুমি সর্বলোক-
 ধাত্রী, তুমিই প্রাণিগণের অবিদ্যা । ৩৬

হে দেবি ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড-ধারিণী আধারশক্তি ; তুমিই সর্বজগতের ত্রিগুণা-
 ঙ্ঘ্রিকা প্রকৃতি । ৩৭

তুমি সাবিজী, তুমি গায়ত্রী, তুমি সৌম্যা, তুমি ভীষণা, আবার তুমিই অতি-
 শোভনা , তুমি নারায়ণের নিত্যসিসৃক্ষা, তুমি সুস্থপ্সা, তুমিই সুস্থপ্তি । ৩৮

হে পরমেশ্বরী । তুমি, লজ্জা-পৃষ্টি-ক্ষমা-শান্তি-ধৃতি ; তুমি পৃথিবীরূপে
 সচরাচর ভুবনমণ্ডল ধারণ করিতেছ । ৩৯

তুমি জল, তুমি জলের কারণ ; তুমি সর্বভাস্তরচারিণী ; তুমি স্তুতি, তুমি
 স্তবের যোগ্য, তুমি স্তুতিকারিণী, আবার তুমিই স্তুতিশক্তি । ৪০

আমি তোমাকে কি স্তব করিব ? হে পরমেশ্বরী ! প্রসন্ন হও ; হে
 জগদম্বে । তোমার পায়ে পড়ি, নারায়ণকে জাগাইয়া দেও ৪১

ব্রহ্মা, লোকধাত্রী মহামায়ার এইরূপ স্তব করিলে তিনি, নারায়ণকে চক্ষু,
 মুখ, নাসিকা, বাহু এবং হৃদয় হইতে নির্গত হইলেন । ৪২

রজোগুণময়ী মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নয়নপথে অবস্থিত হইলেন । ৪৩
 অনন্তর, নারায়ণ, যোগনিদ্রা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষণমধ্যে ভুজঙ্গশয্যা
 হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন । ৪৪

অনন্তর, তিনি জলমগ্না পৃথিবীকে বরাহরূপে উদ্ধৃত করিয়া অবিলম্বে জল-
 রাশির উপরিভাগে স্থাপন করেন । ৪৫

ততো হরিঃ ক্ষিতিং গড়া ভোয়রাশিং স্বয়ম্বা ।
 সংহত্য জন্তুস্থিতয়ে প্রবৃত্তঃ স্বয়মেব হি ॥ ৪৭
 অনন্তোহপি যথাপূর্বং তথা গড়া ক্ষিতেন্তলম্ ।
 পৃথিবীং ধারয়ামাস কুর্মশ্যোপরি সংস্থিতঃ ॥ ৪৮
 ততো ব্রহ্মা সমুৎপাদ্য সর্বানুব প্রজাপতীন্ ।
 জগৎপাদয়ামাস সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ৪৯
 ব্রহ্মা বা কুরুতে সৃষ্টিং যদাশ্চ বাপি কুরুতে ।
 দক্ষাদ্যন্ত প্রজাপালাঃ স্বয়মেব তদিচ্ছয়া ॥ ৫০
 পরব্রহ্মস্বরূপৌ যঃ সোহনুগৃহ্ণাতি সন্ততম্ ।
 প্রকৃতিশ্চানুগৃহ্ণাতি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ॥ ৫১
 পুরুষশ্চানুগৃহ্ণাতি তথৈব মহাদাদয়ঃ ।
 ঈশ্বরেচ্ছাধিষ্ঠানং পুরুষাদষ্টসঙ্খ্যায়ং ॥ ৫২
 পুরুষাণামধিষ্ঠানান্নমহাভূতগণস্য চ ।
 তথৈব মহাদাদীনং কালস্য চ মহাশ্বনঃ ।
 অধিষ্ঠানং প্রধানস্য যচ্চ কিঞ্চন জায়তে ॥ ৫৩
 স্বাবরং জঙ্গমং বাপি স্থিরং বাপ্যথবাস্তুতম্^১ ।
 সর্বমেযামধিষ্ঠানান্জায়তে বিজসন্তমাঃ ॥ ৫৪
 ইতি বঃ কথিতং সর্বং যথৈবাদর্শয়ং পুরা ।
 হরায় সৃষ্টিসংহার-কল্পান্তান্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫৫

পৃথিবী সেই জলরাশির উপরে বৃহৎ নৌকার স্থায় অবস্থিত হয়, বিস্তৃত দেহ বলিয়া ডুবিয়া যায় না । ৪৬

অনন্তর, নারায়ণ, পৃথিবীতে আসিয়া নিজ মায়াবলে সমস্ত জলরাশি অপসারণপূর্বক প্রাণিগণের স্থিতির জন্য নিজেই সচেষ্ট হন । ৪৭

অনন্তও পূর্ববৎ পৃথিবীতলে গিয়া কুর্মশ্যোপরি অবস্থিত হইয়া পৃথিবী ধারণ করেন । ৪৮

অনন্তর, সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, সমস্ত প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন । ৪৯

ব্রহ্মা বা দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, যখন যে সৃষ্টি করেন, তখন তাহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছাসম্মত । ৫০

হে বিজবরগণ! ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টিপ্রবৃত্ত প্রজা প্রমুখাদিগের প্রতি পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবান্ প্রকৃতি, পৃথিব্যাदि পঞ্চভূত, পুরুষ এবং মহাদাদি প্রকৃতির অনুগ্রহ জন্মে । ৪১-৫২

পুরুষগণ, মহাভূতসমূহ, প্রধান-পুরুষ, ব্রহ্ম, কাল এবং মহাদাদি প্রকৃতির অধিষ্ঠান হেতু স্বাবর অথবা জঙ্গম, স্থির অথবা নশ্বর যাহাদের উৎপত্তি হয়, সে সকলেতেই পরম-পুরুষ কারণসমূহে অধিষ্ঠান করেন । ৫৩-৫৪

ভগবান্ হরি, মহাদেবকে যে প্রকারে কল্পান্ত সম্বন্ধীয় সৃষ্টি এবং সংহার দর্শন করাইয়াছিলেন, আমি তাহা বিশেষরূপে তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম । ৫৫

১। অথবা জন্তম্ । সর্বমেতদধিষ্ঠানং.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

যথা জগৎপ্রপঞ্চস্যাসারতা দর্শিতা পরা ।
যচ্চ সারং দর্শিতং তদন্তঃ শৃণুত্ব বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৫৬
ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জগৎ সর্বস্তু নিঃসারমনিতাং দুঃখভাজনম্^১ ।
উৎপদ্যতে ক্ষণাদেতৎ ক্ষণাদেতদ্বিপদ্যতে ॥ ১
তথৈবোৎপদ্যতে সারান্নিঃসারং জগদঙ্গসা ।
পুনস্তস্মিন্ বিলীয়ন্তে মহাপ্রলয়সঙ্কমে ॥ ২
উৎপত্তিপ্রলয়াভ্যাস্ত জগন্নিঃসারতাং হরিঃ ।
শান্তবে দর্শয়ামাস ভাবেন জগতাং পতিঃ ॥ ৩
একং শিবং শান্তমনস্তমচ্যুতং
পর্যাপরং জ্ঞানময়ং বিশেষম্ ।
অদ্বৈতমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং
সারং ত্বেকং নাস্তি সারং তদন্তঃ ॥ ৪
যস্মাদেতজ্জায়তে বিশ্বমগ্র্যং
যস্মাল্লীনং স্যাত্ত্ৱ পশ্চাৎ স্থিতঞ্চ ।
আকাশবস্মৈবজালস্য বৃত্ত্যা
যদ্বিস্বং বৈ প্রিয়তে তত্ত্বসারম্ ॥ ৫

ভগবান্ মহাদেবকে যেরূপে জগৎ-প্রপঞ্চের অসারতা দর্শন করাইয়াছেন, সম্প্রতি সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, হে দ্বিজগণ । তাহা শ্রবণ কর । ৫৬

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

জগতের অসারত্ব-কীর্তন ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অপরিসীম দুঃখের সাগর এই সারাংশরহিত জগৎ-সমূহ যে ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় সেই ক্ষণেই লীন হইতেছে । ১

নিঃসার জগৎ—যে সকল সারবস্তু অক্লেশে উৎপাদন করিতেছে, পুনর্বার মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই জগতেই উক্ত সারবস্তু সকল বিলীন হইতেছে । ২

জগন্নাথ হরি, উৎপত্তি এবং প্রলয় দ্বারা মহাদেবকে ভাবে জগৎ-প্রপঞ্চের নিঃসারতা দেখাইলেন । ৩

একমাত্র মঙ্গলনিধান শান্ত অনন্ত অচ্যুত পর্যাপর জ্ঞানময় বিশিষ্ট অদ্বৈত অব্যাক্ত অচিন্ত্যরূপ এক ব্রহ্মই সার তত্ত্বম্ সকলই অসার । ৪

১। কাবণম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অষ্টাঙ্কযোগৈর্গর্দবাণ্ডুমিচ্ছন
 যোগী পুনাত্যাঙ্করূপং^১ সদৈব ।
 নিবর্ততে প্রাপ্য যং নেহ লোকে
 ভদ্রে সারং সারমশ্রু চাস্তি ॥ ৬

সারো দ্বিতীয়ে ধর্মস্ত যো নিত্যপ্রাপ্তয়ে ভবেৎ ।
 যো বৈ নিবর্তকো নাম ভক্তাসারঃ প্রবর্তকঃ ॥ ৭
 ধর্ম্যং শনৈঃ সঙ্কিনুয়াদ্বলীকো মৃত্তিকাং যথা ।
 সহায়ার্থং পরে লোকে পূর্বপাপবিমুক্তয়ে ॥ ৮
 একো ধর্ম্যঃ পরং শ্রেয়ঃ সর্বসংসারকর্মসু ।
 ইতরে তু ত্রয়ো ধর্ম্যাজ্জায়ন্তেহর্থাদয়োহপরে ॥ ৯
 বরং প্রাণপরিভ্যাগঃ শিরসো বাথ কর্তনম্ ।
 ন তু ধর্মপরিভ্যাগো লোকে বেদে চ গর্তিতঃ ॥ ১০
 ধর্মেণ দ্রিয়তে লোকো ধর্মেণ দ্রিয়তে জগৎ ।
 ধর্মোণৈব সুবাঃ সর্বৈ সুরভূমগমন্ পুরা ॥ ১১
 ধর্মশ্চতুস্পাদ্ভগবান্ জগৎ পালয়তেহনিশম্ ।
 স এব মূলং পুরুষো ধর্ম ইত্যভিধীয়তে ॥ ১২
 সর্বং ক্ষরতি লোকেহস্মিন্ ধর্মো নৈব চ্যুতো ভবেৎ ।
 ধর্মাদ্ যো ন বিচলতি স এবাক্ষর উচ্যতে ॥ ১৩

যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হইতেছে এবং যিনি মেঘ-জালমণ্ডিত গগনমণ্ডলকে অসার বিশ্বমণ্ডলের সহিত ধারণ করিতেছেন, যোগি-পুরুষগণ আত্মরূপ যে পরমাত্মার প্রাপ্তিবাহু্যায় সর্বদা অষ্টাঙ্কযোগ শিক্ষা করেন এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজাল-জটিল-সংসারমণ্ডলে পুনর্বার প্রতি-নিবৃত্ত হন না ;—সেই যোগিগণের আরাধ্য ব্রহ্মই সার, অশ্রু সকলই অসার এবং যাহার দ্বারা নিত্যপদ-প্রাপ্তি হয়, সেই নিবর্তক (নিষ্কাম) ধর্ম দ্বিতীয় সার । প্রবর্তক (সকাম) ধর্ম অসার । ৫-৭

বল্লীককুল (উই) যে প্রকার উৎসাহে মৃত্তিকাসঞ্চয় করত স্রীয় স্বার্থসাধন করে, সেইরূপ চতুর ব্যক্তি পাপ-বিমুক্তি এবং পারলৌকিক পথের পাথের-স্বরূপ ধর্মসঞ্চয় করিবে । ৮

এক ধর্মই সকল প্রকার সাংসারিক কর্মসমূহের মঙ্গলনিদান । এতদ্ভিন্ন অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রভৃতি, সেই ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হয় । ৯

বরং শিরশ্ছেদাদি দ্বারা প্রাণ পরিভ্যাগ শতগুণে শ্রেয়স্কর, তথাপি লোক এবং বেদ উভয়গর্হিত ধর্ম-পরিভ্যাগ করা অতি অযোগ্য । ১০

এই লোকত্রয় ধর্মকর্তৃক ধৃত । জগতের সৃষ্টিাদি কার্য্য ধর্ম হইতে হই-তেছে । এবং পূর্বের ত্রিদিবেশ্বর দেবগণ ধর্মবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন । ১১

চতুস্পাদ ধর্মস্বরূপ ভগবান্ নিরন্তর জগৎ পরিপালন করিতেছেন । তিনিই আদি পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন । ১২

যে ব্যক্তি ধর্মচ্যুত হয়, সেই ব্যক্তিই ক্ষর নামে অভিহিত এবং যে ব্যক্তি প্রযত্ন-পরিপাল্য স্বধর্ম হইতে চ্যুত না হয়, তাহাকেই অক্ষরসংজ্ঞার অভিধেয় বলা হয় । ১৩

এতদ্ব্যং কথিতং সারং নিঃসারং সকলং জগৎ ।
 যথা স্বয়ং দদর্শাসৌ শঙ্কুজ্ঞানেন স্নেহন্তরে ॥ ১৪
 এতদ্বৈ দর্শয়ামাস স বিমুক্তজগতাং পতিঃ ।
 স্বয়ং জগ্ৰাহ মনসা ধ্যানেনোন্মাদি শঙ্করঃ ॥ ১৫
 সারং তত্ত্বং পরমং নিষ্কলং য-
 ন্মুর্ভ্যা হীনং মৃতিমান্ ধর্ম্য এযঃ ।
 সারোহন্তোহসৌ সারহীনং তদশঙ্ক-
 জ্ঞাত্বৈবেশ্বং যাতি নিত্যং মহাধীঃ ॥ ১৬
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেহষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮

একনোত্রিংশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

যে সৃষ্টিঃ শঙ্কুনা পূর্বং ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ ।
 কিমর্থং তে সমুৎপত্তাঃ কথং বানেকরূপতা ॥ ১
 শরীরমর্দ্বং বারাহমর্দ্বং দন্তাবলং তথা ।
 সিংহব্যাঘ্রশরীরাস্চ কেচিদ্ কেচিদ্গণাধিপাঃ ॥ ২
 কথন্তে বা গণাঃ কুরাঃ কিং ভোগান্তে মহৌজসঃ ।
 এতৎ সর্বং বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো দ্বিজসত্তম ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট সার ব্রহ্ম এবং অসার জগতের বিষয় বর্ণনা করিলাম । ১৪

এই বিষয় স্বয়ং মহাদেব শ্রীম্মন্তরে ধ্যানে দর্শন করিয়াছেন । জগন্নাথ বিমুক্ত এই বিষয় দর্শন করাইয়াছিলেন । ১৫

মহাদেব স্বয়ং আশ্রয়ান বলে দর্শন করিয়াছিলেন । নিরাকার হইয়াও মৃতিমান্ নির্মায়িক পদমর্দ্বজ্ঞই সার এবং ধর্ম্য দ্বিতীয় সারস্বরূপ । এতন্তিন্ন সকলই অসার । বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সার পদার্থ জানিয়াও নিত্য-পদ মোক্ষ-ধাম প্রাপ্ত হন । ১৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮

উনত্রিংশ অধ্যায়

বরাহের ক্রৌড়া বর্ণন

ঋষিগণ বলিলেন ;—মহাদেব পূর্বক যে চতুর্বিধ ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা উৎপন্ন হইয়া কি কার্য সাধন করিয়াছিল ? এবং তাহারা কি নিমিত্ত নানারূপ ধারণ করিল ? ১

কাহারও অর্ধ-শরীর বরাহের শায় এবং অর্ধ-শরীর হস্তীর শায় । কোন কোন গণনায়ক কি নিমিত্ত সিংহ ব্যাঘ্রাদির ভয়ঙ্কর রূপধারী হইয়াছিল ? ২

কি নিমিত্ত তাহারা নিরন্তর ক্রুর কর্ম করিত ? এবং মহাবল প্রমথ-

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শুভ্রস্ত মুনয়ঃ সর্বৈ যথা শঙ্কুগণাভবন্^১ ।
 যদর্থন্তে সমুৎপন্ন্য যস্মান্তে নৈকরূপিণঃ ॥ ৪
 এতদ্বঃ পরমং গুহ্যমিদং ধর্ম্মার্থকামদম্ ।
 এতচ্চি পরমং তেজঃ সততং পরমং তপঃ ॥ ৫
 ইদং ব্রহ্মা মহাখ্যানং পরব্রহ্মেহ ন সীদতি ॥ ৬
 যশস্যং ধর্ম্ম্যাম্যুত্মং তুষ্টিপুষ্টিপ্রদং পরম্ ॥ ৭
 আদিসর্গেহথ বারাহে সম্পূর্ণে মুনিসত্তমাঃ ।
 শঙ্করঃ প্রাহ সর্বৈশং বারাহং জগতাং পত্তিম্ ॥ ৮

ঈশ্বর উবাচ—

যদর্থং ভবতা রূপং বারাহং কল্পিতং বিভো ।
 তন্তে পূর্ণং কৃতং পৃথ্বী যথাবৎ স্থাপিতা ত্বয়া ॥ ৯
 সাগরাণ্যক সংস্থানং নদীনাঞ্চ তথা ক্রিতেঃ ।
 সৃষ্টিব্রহ্মকৃতা চাপি সজ্জাতা ভূঃপ্রসাদতঃ ॥ ১০
 ত্বং হি সর্বময়ো যজ্ঞময়ন্তেজোময়স্তথা ।
 গুরুণামথ সর্বৈষাং ত্বং গুরুস্ত্বং পরাংপরঃ ॥ ১১
 ত্বাং বোচুং ন ক্রমা পৃথ্বী বিশীর্ণেব জগৎপতে ।
 যজ্ঞিতা শৈলসজ্জাতৈর্ভবতা স্থাপিতৈঃ পুরা ॥ ১২

গণের আহাৰ্য্য কি ছিল? এই সকল বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত আমরা অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়াছি । ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—হে মুনিগণ! যে প্রকারে শিব হইতে গণসকলের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা উৎপন্ন হইয়া যে কার্য্য সাধন করিয়াছিল, তোমরা তাহা শ্রবণ কর । ৪

সুগোপনীয় ধর্ম্ম-অর্থ কামদায়ী তেজস্বী পরম-তপস্যা-স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড তোমাদের সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছি । ৫

লোক-যশস্কর, ধনপ্রদ, আয়ুজনক, সন্তোষক, পুষ্টিকারক এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া ইহলোক এবং পরলোকে কোন কষ্ট পায় না । ৬-৭

মুনিবরগণ! আদি বরাহসর্গ শেষ হইলে মহাদেব জগন্নাথ বরাহ দেবকে বলিয়াছিলেন,—প্রভো! আপনি যাহার নিমিত্ত ববাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, পৃথিবী পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে অবস্থাপিত হইয়াছেন । ৮

অতএব আপনার ববাহরূপ ধারণের সার্থক্য সম্পন্ন হইয়াছে । এবং আপনার অনুগ্রহে সাগর সকলের প্রকৃতিস্থিতি, পৃথিবীর উদ্ধার এবং অস্রী কতৃক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে । ৯-১০

আপনি তেজোময় সর্বময় যজ্ঞস্বরূপ এবং জগতে যে সকল গুরু আছেন, তাহাদেরও আপনি পরাংপর গুরুস্বরূপ । ১১

হে পৃথিবীপতে! আপনার বহনে অসমর্থ্য পৃথিবী বিশীর্ণ হইতেছেন এবং পূর্ব্ব আপনায় স্থাপিতা ধরা পর্ব্বত-সমূহের সংঘাতে নিমজ্জিত হইতেছেন । ১২

তস্মাদ্ভ্যং ত্যজ বরাহং শরীরং জগতাং পতেঃ ।
 জগন্ময়ং জগদ্রূপং জগৎকারণকারণম্ ॥ ১৩
 কল্পাকালঃ ক্রমো বোদ্ধুং বরাহস্তে বপুর্বিভো ।
 বিশেষতত্ত্বম্ পৃথ্বী সকায়া ধর্মিতা জলে ।
 ত্রীধর্মিণী ত্তত্ত্বজ্যোতিঃ সাধাশার্ভক দারুণম্ ॥ ১৪
 রজস্বলা ক্রমা গর্ভং যামাধত্ত জগৎপতে ।
 তস্মাদ্যন্তনয়ো ভাবী^১ সোহপ্যাদাস্ততি দুর্ঘশঃ ॥ ১৫
 এষ প্রাপ্যাসুরং ভাবং দেবগন্ধর্বহিংসকঃ ।
 ভবিষ্যতীতি লোকেশঃ প্রাহ মাং দক্ষসন্নিধৌ ॥ ১৬
 মলিনীরতিসঞ্জাতং দুষ্টিস্তেহনিষ্টকারকম্ ।
 কামুকং ত্যজ লোকেশ বরাহং কামমীদৃশম্ ॥ ১৭
 ত্রমেব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকো লোকভাবনঃ ।
 কালে প্রাপ্তে স্থিতিং সৃষ্টিং সংহারঞ্চ করিষ্যসি ॥ ১৮
 তস্মাল্লোকহিতার্থায় ত্যক্ত্বা কায়ং মহাবল ।
 কালে প্রাপ্তে পুনস্ত্বং কাং পোত্রং করিষ্যসি ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করস্য মহাম্বনঃ ।
 বরাহমুত্তির্ভগবান্ মহাদেবমুবাচ হ ॥ ২০

শ্রীভগবানুবাচ—

করিষ্যেহং ত্বং বচস্ত্বং যথাথ মহেশ্বর ।
 ইমস্ত যজ্ঞবরাহং কায়ন্ত্যক্ষ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ২১

অতএব হে ধরাপতে ! আপনি বরাহ শরীর ত্যাগ করুন । জগদাত্মক জগদ্রূপ এবং জগতের কারণ-সমূহেরও কারণ-স্বরূপ আপনার এই বরাহ-দেহকে অশ্রুত বহন করিতে পারিবে ; বিশেষতঃ আপনি জলময়-প্রদেশে কামিনী পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন । ত্রীধর্মিণী পৃথিবী আপনার তেজে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন । ১৩-১৪

হে জগন্নাথ ! রজস্বলা পৃথিবী যে গর্ভধারণ করিয়াছেন, সেই গর্ভ হইতে যাহার উৎপত্তি হইবে, তাহার দুর্ঘশ হইবে এবং দেবগন্ধর্বাদির প্রতিদ্বন্দ্বী আসুরীভাব লাভ করিবে । দক্ষের সমীপে লোকপতি ব্রহ্মার নিকট এই কথা শ্রুত হইয়াছি, হে লোকপতে ! রজস্বলাসঙ্গমে দোষান্বিত অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহ দেহত্যাগ করুন । ১৫-১৭

আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী লোকনিয়ন্তা এবং সময় মত সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়াদিকার্য্য করিয়া থাকেন । ১৮

অতএব হে মহাবল ! লোকহিতের নিমিত্ত প্রকাণ্ড বরাহদেহ ত্যাগ করুন । পুনর্ব্বার উচিতকালে এই দেহ ধারণ করত উপস্থিত কার্য্য সাধন করিবেন । ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ বরাহদেব মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত বলিলেন,—হে মহেশ্বর ! তুমি যে বাক্য আমাকে বলিলে তোমার সেই বাক্যানুসারে যজ্ঞবরাহদেহ নিশ্চয় ত্যাগ করিব । ২০-২১

কালে প্রাপ্তে পুনরুৎপাদ্যং কাশ্যং বরাহমভূতম্ ।
 করিত্তেহং দ্ব্যধঃ লোকানাং ভাবনায় বৈ ॥ ২২
 ইত্যুক্ত্বা স মহাকাশস্ত্রৈবাস্তরধীয়ত ।
 জগদগুরুজগৎপ্রভা জগদ্ধাতা জগৎপতিঃ ॥ ২৩
 তস্মিন্ভূতহিতৈ দেবে দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
 নিজং স্থানং দেবগণৈঃ স্বগণৈশ্চ জগাম হ ॥ ২৪
 বরাহোহপি স্বয়ং গতা লোকালোকান্ধ্রয়ং গিরিম্ ।
 বরাহা সহ রেমে স পৃথিব্যা চাক্রকপয়া ॥ ২৫
 স তয়া রমমাণস্ত সূচিরং পৰ্বতোত্তমে ।
 নাবাপ তোষং লোকেশঃ পোত্ৰী পরমকামুকঃ ॥ ২৬
 পৃথিব্যাঃ পোত্ৰীকপয়া রময়ন্ত্যন্ততঃ সূতাঃ ।
 ত্রয়ো জাতা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ২৭
 সুব্রতঃ কনকো ঘোর সৰ্ব্ব এব মহাবলঃ ॥ ২৮
 শিশবন্তে মেরুপৃষ্ঠে কাঞ্চনে বপ্রসংস্তরে ।
 রেমিরেহত্যোন্মসংস্তা গহ্বরেষু সরঃসু চ ॥ ২৯
 স তৈঃ পুত্রৈঃ পরিবৃত্তো বরাহো ভাৰ্যয়া স্বয়া ।
 রমমাণস্তদা কাশ্যত্যাগং নৈবাগণদ্বিজাঃ ॥ ৩০
 কদাচিচ্ছিত্ত্বভিস্তৈস্ত সংশ্লিষ্টঃ কৰ্দমাস্তরে ।
 চকার কৰ্দমক্ৰীড়াং ভাৰ্যয়া চ মহাবলঃ ॥ ৩১
 সপঙ্কলেপঃ শুভভে বরাহো মধুপিঙ্গলঃ ।
 সন্ধ্যাঘনো যথা তোষং ক্ষরংস্তোষ্যং তথাবিধঃ ॥ ৩২

এবং তোমার কথানুসারে সময়মত লোকহিতের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আশ্চর্য্য বরাহ দেহ ধারণ করিব । ২২

জগতের গুরু জগৎ-প্রভা লোকনিয়ন্তা জগদ্ধাতা মহাকাশ বরাহরূপী ভগবান্ এই প্রকার বলিতে বলিতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ২৩

বরাহদেব অন্তর্হিত হইলে দেবদেব মহাদেব প্রমথগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ২৪

বরাহদেব সেই স্থান হইতে যাইয়া লোকালোক পৰ্ব্বতে বরাহরূপিনী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । ২৫

পরমকামুক বরাহরূপী লোকেশ, পৰ্ব্বতোত্তমে পৃথিবীর সহিত বহুকাল বিলাস করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিলেন না । ২৬

তদনন্তর বরাহদেবের বার্ষ্যে পৃথিবীর গর্ভে মহাবল সুব্রত, কনক এবং ঘোরনামক তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইল । ২৭-২৮

সুব্রতাদি মহাবল বরাহ-পুত্রগণ শৈশবকালে পরস্পর মিলিত হইয়া সুমেরু পৰ্ব্বতের কাঞ্চনময় সানুতে, গহ্বর মধ্যে এবং সরোবরে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল । ২৯

হে দ্বিজগণ ! বরাহদেব সেইকালে বরাহরূপিনী পৃথিবীর সহিত রমণরসে এবং সুব্রতাদিগণের স্নেহে কাম ক্রীড়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই । ৩০

মহাবল বরাহদেব কখন পুত্রগণের সহিত কৰ্দম মধ্যে অবতরণ করিয়া ভাৰ্য্যার সহিত কৰ্দমক্ৰীড়া করিতেন । ৩১

স পুত্রৈঃ পরমপ্রীতো ভাৰ্য্যাসা ৫ পৃথিব্যায়।
 বিরুজং ধরণীং রেমে মধ্যনিম্নাথ সাভবৎ ॥ ৩০
 অনন্তোহপি সমাক্রম্য কুর্শং স পৃথিবীতলে।
 হরিং বহ্নু ভৃগুশিরাঃ^১ সাতক্কাইদুং প্রপীড়য়া ॥ ৩৪
 সুবৃন্তেন স্বৰ্ণবপ্রং ঘোরেন কনকেন চ।
 বিদারিতং পোত্রঘাতৈঃ স্বৰ্ণভগ্নাৎ কৃতং সমম্ ॥ ৩৫
 মেরুপৃষ্ঠে যানি যানি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্তমাঃ।
 রচিতানি সূর্য্যভাতানি ভগ্নানি তৎসুতৈঃ ॥ ৩৬
 মানসাদীনি দেবানাং সরাংসি শিশবোহথ তে।
 আবিলানি তদা চক্রুঃ পোত্রঘাতৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৭
 পৃথিবীবনিতারুণা রময়ামাস পোত্রিণম্।
 স্বাবরেন তু রূপেণ হুঃখমাপ্নোতি বৈ দৃঢ়ম্ ৩৮
 সাগরাশ্চ সুবৃন্তাঽদ্যবগাহ্য সমন্ততঃ।
 বিকীর্ণরুদ্রঃ পোত্রৌষৈঃ সৰ্ব্ব এবাকুলীকৃতাঃ ॥ ৩৯
 ইতস্ততশ্চ শিশুভিঃ ক্রীড়ন্তিঃ পোত্রিভিস্তদা।
 জগন্তি তত্র ভগ্নানি নদ্যঃ কল্লভ্রমাস্তথা ॥ ৪০
 জানন্নপি জগদ্ধৰ্ত্তা বরাহঃ স্বয়মেব হি।
 জগৎপীড়াং সুতস্নেহাঘ্রায়ামাস নৈব তান্ ॥ ৪১

সঙ্খ্যাকালীন রক্ত পীত-বর্ণ মেঘ হইতে জল বর্ষণ হইলে যেরূপ শোভা হয়, পিঙ্গলবর্ণ বরাহদেবের সর্বদা পঙ্কলিপ্ত হওয়ায় সেইরূপ শোভা সম্পন্ন হইত। ৩২

বরাহ, পুত্র-ত্রয় এবং ধরিজীর সহিত বিলাস করত শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পৃথিবীর মধ্যদেশে বরাহ-বিক্রমে নস্ত্র হইল। ৩৩

অনন্তদেবও কুর্শকে আক্রমণ করত পৃথিবী মধ্যস্থায়ী বরাহদেবের বহ্ন-ব্যথায় ভগ্নমস্তক ও আতঙ্কিত হইলেন। ৩৪

সুবৃন্ত, কনক এবং ঘোর—ইহাদিগের পোত্র (মুখাগ্র) আঘাতে সুমেরুর স্বর্ণবপ্রসকল ভগ্ন হইল। ৩৫

হে দ্বিজগণ! দেবগণ যত্নপূর্ব্বক সুমেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে সুবর্ণ দ্বারা যে সকল রম্য স্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন, বরাহপুত্রগণ সেই স্থানসকল মুখ প্রহারে চূর্ণ করিয়াছিল। ৩৬

মানস প্রভৃতি দেবগণের নির্মল রম্য সরোবর সকল বরাহ-শিশুগণ পোত্রাঘাতে সকলদিকে আবিল করিতে লাগিল। ৩৭

বনিতারূপিণী পৃথিবী বরাহের সহিত রমণ করিয়া তাঁহার দেহভারে অতিশয় হুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৩৮

সুবৃন্তাদি বরাহ পুত্রগণ সমুদ্র সকলে অবগাহন করত রত্নের সহিত রত্নাকরকে পোত্র দ্বারা ব্যাকুল করিল। ৩৯

সেইকালে ইতস্ততঃ ক্রীড়াগর বরাহপুত্রগণ, পার্শ্বতা ভূমি, নদী এবং কল্লভ্রম প্রভৃতিকে ভগ্ন করিল। ৪০

১। ভারং বহ্নু ভৃগুশিরাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

সূর্যন্তঃ কনকো ঘোরো যদাগচ্ছতি বৈ দিবম্ ।
 তদা দেবগণা ভীতাঃ প্রাপ্তবন্তি দিশো দশ ॥ ৪২
 এবং সূতৈর্ভার্য্যা যজ্ঞপোত্রী
 ক্রীড়ংস্তুষ্টিং নাপ কাঞ্চিৎ কদাচিৎ ।
 নিত্যং নিত্যং বর্জ্যতে তস্য কামঃ
 কায়ং ভ্যক্তং নৈচ্ছদেব প্রদিক্ষ্যতঃ ॥ ৪৩
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো দেবগণাঃ সর্বৈ সহিতা দেবযোনিভিঃ ।
 শক্রেণ সহিতা মন্ত্ৰং চক্ৰুঃ সম্যগ্জগদ্ধিতম্ ॥ ১
 ততো নিশ্চিত্য তে সর্বৈ শক্রাদ্যা মুনিভিঃ সহ ।
 শরণ্যং শরণং জগ্মদুর্নরায়ণমজং বিভূম্ ॥ ২
 তং সমাসাদ্য গোবিন্দং বাসুদেবং জগৎপতিম্ ।
 প্রণম্য সর্বৈ ত্রিদশাস্তুষ্ট্যবুর্গুরুধ্বজম্ ॥ ৩

দেবা উচুঃ—

নমস্তে দেবদেবেশ জগৎকারণকারক ।

কালম্বরুপিন্ ভগবন্ প্রধানপুরুষাত্মক ॥ ৪

জগৎকর্তা বরাহদেব পুত্রগণদ্বারা জগতের অমঙ্গল হইতেছে জানিয়াও পুত্র-
 বাৎসল্যে স্বয়ং তাহাদিগকে বারণ করিতেন না ॥ ৪১

সূর্যন্ত, কনক এবং ঘোর ইচ্ছানুরূপ যেকালে স্বর্গে গমন করিত, তাহাদের
 আগমন দর্শন করত অমরগণ মরণভয়ে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতেন ॥ ৪২

যজ্ঞ-বরাহ, এইরূপ ভার্য্যা এবং পুত্রগণের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করত
 কখনও সন্তোষলাভ করিলেন না; কিন্তু প্রতিদিনই তাহার কামবৃদ্ধি পাইতে
 লাগিল, কাম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইত না ॥ ৪৩

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯

ত্রিংশ অধ্যায়

বরাহ-শরভসংগ্রাম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তদনন্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন্দ্র এবং
 দেবযোনি-সমূহের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১

এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ যুক্তি করিয়া অনাদি দেবাদিদেব শরণাগতপালক
 ভগবানের শরণ লওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনায় মুনিগণের সহিত জগৎপতি বাসু-
 দেব গুরুধ্বজ গোবিন্দের সমীপে গমন করত প্রণতিপূর্বক স্তব করিতে
 আরম্ভ করিলেন ॥ ২-৩

স্থূল সূক্ষ্ম জগদ্ব্যাপিন্ পরেশ পুরুষোত্তম ।
 ত্বং কর্তা সর্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ ॥ ৫
 ত্বং হি মায়াস্বরূপেণ সম্মোহয়সি বৈ জগৎ ।
 যন্তুতং যচ্চ বৈ ভাব্যং যদিদানীং প্রবর্ততে ॥ ৬
 তৎ সর্বং পরমেশ ত্বং স্থাবরং জগমং তথা ।
 অর্থার্থিনাং তুমর্থস্তু কামঃ কামার্থিনাং তথা ॥ ৭
 ত্বং হি ধর্মার্থিনাং ধর্মো মোক্ষো নির্বাণমিচ্ছতাম্ ।
 ত্বং কামুকস্ত্রমেবার্থো ধান্মিকস্ত্রং সদাগতিঃ ॥ ৮
 তদ্বস্তাদব্রাহ্মণা জাতা বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়ান্তব ।
 উর্কোবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ পাদাভ্যাং তব নির্গতাঃ ॥ ৯
 সূর্য্যো নেত্রান্তব বিভো মনোজ্ঞস্ক্রমাস্তব ।
 শ্রবণাং পবনো জাতো দশ প্রাণাস্তথাপরে ॥ ১০
 উর্দ্ধং স্বর্গাদিভুবনং তব শীর্ষাদজায়ত ।
 তব নাভেস্তুথাকাশং ক্ষিতিঃ পাদতলাদভূৎ ॥ ১১
 কর্ণাভ্যাশ্চে দিশো জাতা জঠরাং সকলং জগৎ ।
 ত্বং হি মায়াস্বরূপেণ সম্মোহয়সি বৈ জগৎ ॥ ১২
 নিগূর্ণো গুণবাস্ত্বং হি গুরু একঃ পরাংপরঃ ।
 উৎপত্তিস্থিতিহীনস্ত্বং ত্রমচ্যুতগুণাধিকঃ ॥ ১৩

হে দেবাদিদেব ! আপনি জগৎসৃষ্টির মূলীভূত কারণসমূহের কারণ ; হে কালরূপিন্ ! মহাপুরুষ ! ভগবন্ ! আপনি স্থূলরূপে জগদ্ব্যাপী হইয়াও সূক্ষ্ম-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন । ৪

হে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ! আপনি এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারী । এবং আপনি স্বয়ং মায়ারূপে জগৎ মোহিত করিতেছেন । হে পরমেশ্বর ! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাত্মক ত্রিকালের যে কিছু বস্তু আছে, সকলই আপনার স্বরূপ । অর্থাকাঙ্ক্ষী দরিদ্রগণ আপনাকে লাভ করিলে অকিঞ্চিংকর অর্থাবিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হয় । কামুকগণ আপনাকে পাইলে সকাম হইয়া অসুখকর কামক্রীড়া হইতে পরাস্থ্যব হয় । ৫-৭

ধর্মপরায়ণগণ স্বীয়ধর্মবলে আপনার দর্শন পাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করে এবং মুমুক্শুগণ আপনার দর্শনে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয় । হে সর্বাত্মক ! কামুক, অর্থী, ধান্মিক এবং মুমুক্শু প্রভৃতি সকলেই আপনার স্বরূপ । ৮

আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে । ৯

হে বিভো ! আপনার নেত্র হইতে সূর্য, মন হইতে চন্দ্র এবং কর্ণ হইতে প্রাণ-অপান-প্রভৃতির সহিত পবনদেব জন্মিয়াছেন । ১০

আপনার মস্তক হইতে স্বর্গাদি উর্দ্ধলোক, নাভিমণ্ডল হইতে আকাশ এবং চরণকমল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন । ১১

আপনার কর্ণের অগ্রভাগ হইতে দিক্ এবং জঠর হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । ১২

আপনি নিগূর্ণ এবং নির্মল হইয়াও গুণবান্ অদ্বিতীয় স্বরূপ হইয়াছেন ।

আদিত্যৈর্বসুভির্দেবৈঃ সাধৈর্ষাকৈর্মরুদগণৈঃ ।

ত্বং চিন্ত্যসে জগন্নাথ মুনিভিষ্চ মুমুক্শুভিঃ ॥ ১৪

ত্বাং বৈ চিরানন্দময়ং বিদন্তি

বিশেষবিজ্ঞা মুনয়ো বিভোগাঃ ।

ত্বমেব সংসারমহীরুহস্য

বীজং জলং স্থানমথো ফলক ॥ ১৫

ত্বং পদ্ময়া পদ্মকরো বিভাসি

বরাসিচক্রাজধনুর্ধ্বরস্তম্ ।

ত্বমেব ভাস্কর্য্য প্রতিভাসি নিত্যং

স্বর্ণাচলে তোয়মুতো যথাকঃ ॥ ১৬

ত্বমেব পীতাস্বরশঙ্করাজজা-

স্ত্বং সর্বমেতন্ন চ কিঞ্চিদন্যং ।

ন তে গুণা নঃ পরিচিন্তনীয়্য

বিধেইরন্যাপি দিশাং পতীনাম্ ।

ভীতেন ভক্ত্যা শরণং প্রপন্ন

গতা বয়ং নঃ পরিরক্ষ বিষ্ণো ॥ ১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতো দেবদেবো ভূতভাবনভাবনঃ ।

সৌজ্ঞেদৈবগণৈরুচে তান্ সর্বান্মেঘনিবনঃ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ—

যদর্থমাগতা যুয়ং যদ্বা ভয়মুপস্থিতম্ ।

তত্র যদ্বা ময়া কার্য্যং তদেবাতুর্ণমুচ্যতাম্ ॥ ১৯

হে অচ্যুত জগন্নাথ ! আপনি উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় প্রভৃতি দেহি ধর্ম্মহীন পরমেশ্বর । ১৩

আর দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, দেবগণ, সাধ্য, যক্ষ, মরুদগণ এবং মুমুক্শু যোগিগণ আপনার ধ্যানে কাল অতিবাহিত করেন । ১৪

বিশেষজ্ঞ পরাশরাদি নিঃস্পৃহ মুনিগণ আপনাকে চিরানন্দময় বলেন এবং আপনিই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল আলবাল (জলদান স্থান) এবং ফলের স্বরূপ । ১৫

হে কমলকর ! আপনি হস্তচুষ্টিয়ে অসি, চক্র, পদ্ম এবং ধনু ধারণ করিয়া পদ্মার সহিত শোভা পাইতেছেন ; এবং সুমেরুশিখরোপরি সজ্জল-জলদ যেরূপ শোভা পায়, আপনিও গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া তাহা হইতে অধিক শোভায় শোভিত হন । ১৬

আপনিই দেবজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং আপনিই সকল বস্তুর স্বরূপ । ব্রহ্মা, শিব এবং লোকপাল—আমাদের গুণ, স্মরণ করিবার যোগ্য নহে । অতএব হে ভক্তভয়হারিন্ ! আমরা ভয় হেতু আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি-লাম, আমাদের রক্ষা করুন । ১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূতভাবন ভগবান্ এই প্রকার ইন্দ্রাদি দেবগণের

দেবা উচুঃ—

শীর্ষতে বসুধা নিভাং ক্রীড়য়া যজ্ঞপোজিগঃ ।
 লোকাশ্চ সর্বৈ সঙ্ক্ৰুকা নাপ্রবৃত্ত্যপশান্ততাম্ ॥ ২০
 শুদ্ধং তুষ্ণীফলং ঘাতৈর্যথা জর্জরিতাং গতম্ ।
 বরাহক্ষুরঘাতেন তথা জর্জরিতা ক্ষিতিঃ ॥ ২১
 তস্য যে বা জয়ঃ পুত্রাঃ কালাগ্নিসমতেজসঃ ।
 সুব্রতঃ কনকো ঘোরন্তৈশ্চাপ্যাঘাতিভং জগৎ ॥ ২২
 তেষাং কর্দমলীলাভিঃ সরাংসি জগতাম্পতে ।
 মানসাদীনি ভগ্নানি প্রকৃতিং যান্তি নাধুনা ॥ ২৩
 ভগ্নান্তৈর্দেবভরবো মন্দারান্য মহাবলৈঃ ।
 দেব নান্যাপি রোহন্তি ফলং পুষ্পং দলঞ্চ বা ॥ ২৪
 যদা ত্রিকুটমাক্রুহ তে সুব্রতাদয়স্ত্রয়ঃ ।
 প্লুতং কৃড়া মহাবাহো পতন্তি লবণার্ণবে ।
 তদা তৎক্ষুভতোয়োদৈঃ প্লাব্যাতে সকলা মহী ॥ ২৫
 উৎপ্লবন্তি জনাঃ সর্বৈ প্রয়ান্তি চ দিশো দশ ।
 জীবিতং রক্ষমাণান্তে প্রয়ান্তি চ দিশো দশ ॥ ২৬
 যদা ত্রিবিষ্টপং যান্তি যজ্ঞবরাহপুত্রকাঃ ।
 ইতস্ততস্তদা ভগ্না দেবাঃ শান্তিং ন লেভিরে ॥ ২৭

স্তবে তুষ্ট হইয়া মেঘগর্জনের শব্দ গভীর রবে বলিলেন,—হে দেবগণ ! তোমরা যে ভয়-নিমিত্ত আগমন করিয়াছ এবং আমার দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয় শান্তি হইবে, তাহা শীঘ্র বল । ১৮-১৯

দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ-বরাহের ক্রীড়াহেতু পৃথিবী প্রতিদিন শীর্ণ বিশীর্ণ হইতেছেন । লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তি লাভ করিতেছে না । ২০

শুদ্ধ অলাবু ফলের উপরে আঘাত করিলে সে যে প্রকার খণ্ড খণ্ড হয়, যজ্ঞ-বরাহের খুরের আঘাতে পৃথিবীও সেইরূপ বিদীর্ণ হইতেছেন । ২১

বরাহদেবের সুব্রত, কনক এবং ঘোরনামক প্রলয়াগ্নির শব্দ শুনিয়া যে তিনটি পুত্র আছেন, তাঁহারাও আঘাতে পৃথিবীকে জীর্ণ করিতেছেন । ২২

হে জগদীশ্বর ! তাঁহাদের কর্দম-ক্রীড়া-হেতু মানসাদি উত্তম উত্তম সরোবর সকল ভগ্ন হইয়াছে, অদ্যাপি পূর্ববৎ শোভা ধারণ করিতেছে না । ২৩

মহাবল বরাহপুত্রগণ মন্দারাদি দেবতরু সকলকে ভগ্নপ্রায় করিয়াছেন । পারিজাত তরু—পুষ্প, ফল, পত্র প্রভৃতি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিতেছে না । ২৪

হে মহাবাহো ! যে কালে সুব্রতাদি বরাহপুত্রগণ, অত্রি গিরির উন্নতশিখর হইতে লবণ সমুদ্রের জলে লক্ষ্যপ্রদান করেন, সেই সময়ে তাঁহাদের লক্ষ্য-বেগে উথিত জল-প্রবাহে ত্রিভুবন মগ্নপ্রায় হয় । ২৫

লোক সকল জলমগ্ন হইয়া প্রাণভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করত প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পুত্রকলহ ভাগ করিয়া দেশদেশান্তরে ধাবমান হয় । ২৬

যজ্ঞবরাহপুত্রগণ যেকালে ইচ্ছানুরূপ স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের দর্শনে

সর্বৈ তৈঃ পর্বতাঃ পুত্রৈর্বরাহস্য জগৎপতে ।
 ক্রীড়ন্তিঃ শিখরে নীতা ভূরিভাগমধোগতিম্ ॥ ২৮
 এবং বিক্রীড়তাং তেষাং ক্রীড়াভিঃ সকলং জগৎ ।
 নাশমায়াতি বৈকুণ্ঠ তস্মাদ্রক্ষ জগৎপ্রভো ॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তেষাং নিগদতাং শ্রুত্বা বাক্যং জনার্দনঃ ।
 উবাচ শঙ্করং দেবং ব্রহ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩০
 যৎকৃতে দেবতাঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চ সকলা ইমাঃ ।
 প্রাপ্নুবন্তি মহদ্ধুঃখং শীর্ণ্যতে সকলং জগৎ ।
 বারাহং তদহং কাষং ত্যক্তুমিচ্ছামি শঙ্কর ।
 নির্বেশশক্তং তং ত্যক্তুং শ্বেচ্ছ্যামি হি শকাতে ॥ ৩১
 তং ত্যাজয়স্ব তং কাষং যত্নান্নাং^১ শঙ্করাধুনা ॥ ৩২
 ত্বমাপ্যায়স্ব তেজোভির্ব্রহ্মান্ অরহরং মুখঃ ।
 আপ্যায়ন্তু তথা দেবাঃ শঙ্করো হস্ত পৌত্রিণম্ ॥ ৩৩
 রজস্বলায়াঃ সংসর্গাদ্বিপ্রাণাং মারণাভয়া ।
 কাষঃ পাপকরো ভূতন্তং ত্যক্তুং যুজ্যতেহধুনা ॥ ৩৪
 প্রায়শ্চিত্তৈরপৈতোনঃ প্রায়শ্চিত্তমহং ততঃ ।
 চরিস্যামি তদর্থং মে তনুর্যত্নেন শাম্যতাম্ ॥ ৩৫

অভিশয় ভীত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিয়াও চিত্তের শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই । ২৭

ক্রীড়াপরায়ণ বরাহপুত্রগণ, পর্বত সকলের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে, পৃথিবীও পর্বত-পতন-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অধোগামিনী হন । ২৮

হে জগদীশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ ! এই প্রকার বরাহপুত্রগণের ক্রীড়ায় ত্রিলোক বিনষ্টপ্রায় হইতেছে । অতএব হে ধরাপতে ! আপনি ধরার প্রতি সদয় হউন । ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—জনার্দন দেবগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরকে বিশেষরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৩০

যে নিমিত্ত দেবগণ এবং প্রজাগণ মহাধুঃখ পাইতেছে এবং পৃথিবীও বিদীর্ণ হইতেছে, এই সকল দুঃখের কারণস্বরূপ বরাহদেহ ত্যাগ করিব ; কিন্তু সুখাসক্ত সেই দেহকে শ্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না । ৩১

অতএব হে মহাদেব ! তোমার যত্নে আমি বরাহদেহ ত্যাগ করিব । ৩২

ব্রহ্মান্ ! তুমি মহাদেবকে নিজ তেজে পুষ্ট কর । দেবগণ মহাদেবকেও আপ্যায়িত করুন । ৩৩

মহাদেব সকলের উৎসাহে যজ্ঞবরাহকে বিনাশ করুন । রজস্বলার সঙ্গমে এবং ব্রাহ্মণাদির বধহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব । ৩৪

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অখণ্ডনীয় পাপের এই প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত হইবে । কেননা, প্রাণত্যাগ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয় । ৩৫

প্রজা পাল্যা মম সদা সা হি সীদতি নিত্যশঃ ।
স্বংকৃতে প্রতাহং তস্মাৎ তাস্যৈ কায়ং প্রজাকৃতে ॥ ৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন তদা তৌ ব্রহ্মশঙ্করৌ ।
তুয়া যথোক্তং তৎকার্যমিতি গোবিন্দমুচতুঃ ॥ ৩৭
বাসুদেবোহপি তান্ সর্বান্ বিসৃজ্য ত্রিদশাংস্তথা ।
বারাহং তেজ আহতুং স্বয়ং ধ্যানপরোহভবং ॥ ৩৮
শনৈঃ শনৈর্যদা তেজ আহরত্যেয মাধবঃ ।
তদা দেহস্ত বারাহং সত্ত্বহীনমজায়ত ॥ ৩৯
তেজোহীনং যদা দেহং জাতং সর্বৈস্তদামরৈঃ ।
স্বাসসাদ তদা দেবো যজ্ঞবারাহমভুতম্ ॥ ৪০
ব্রহ্মাদ্যস্ত্রিদশাঃ সর্বৈ মহাদেবমুমাপতিম্ ।
অনুজগ্মুস্তদা তেজ আধাতুং স্মরশাসনে ॥ ৪১
ততঃ সর্বৈর্দেবগণৈঃ স্বং স্বং তেজো বুমধ্বজে ।
আদধে তেন বলবান্ সৌহৃদীভ সমজায়ত ॥ ৪২
ততঃ শরভরূপী স তৎকৃণাৎ গিরিশোহভবং ।
উর্দ্ধাধোভাগতচ্চাফপাদযুক্তঃ সুভৈরবঃ^১ ॥ ৪৩
খিলক্ষযোজনোচ্ছায়ঃ সার্কিলক্ষৈকবিস্তৃতঃ ।
উর্দ্ধং বারাহকায়স্ত লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ ॥ ৪৪

প্রজাগণের পালনার্থে আমার জন্ম, সেই প্রজাই যখন আমার নিমিত্ত প্রতিদিন মহাদুঃখ অনুভব করিতেছে, তখন প্রজাহিতের নিমিত্ত আমি শীঘ্রই বরাহদেহ পরিত্যাগ করিব । ৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা এবং মহাদেব এই প্রকার ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ ! আপনি আপনার আদেশানুরূপ কার্য্য করুন । ৩৭

ভগবান বাসুদেব দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে গমনের আদেশ করিয়া বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণের নিমিত্ত ধ্যানপর হইলেন । ৩৮

মাধব ক্রমশ বরাহ-দেহ হইতে তেজ আকর্ষণ করিলে সেই দেহ সত্ত্বহীন হইল দেখিয়া মহাদেব দেবগণের সহিত তেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন । ৩৯-৪০

ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজ বিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন । ৪১

নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সংস্কার করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্ হইলেন । ৪২

তদনন্তর মহাদেব উর্দ্ধ এবং অধোদেশে অফ্চরণ সমন্বিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ করিলেন । ৪৩

দুইলক্ষ যোজন উন্নত, দেড়লক্ষ যোজন বিস্তৃত, উর্দ্ধে একলক্ষ যোজন বিস্তৃত । ৪৪

লক্ষাৰ্দ্ধবিস্তৃতঃ পার্শ্বে বর্জমানস্তদাভবৎ ॥ ৪৫
 ততঃ শরভরূপং তং মহাদেবমুমাংগতিম্ ।
 দদর্শ যজ্ঞপোত্ৰী স স্পৃশন্তং শিরসা বিধুম্ ॥ ৪৬-
 সুদীর্ঘনাসানখরং কৃষ্ণাকারসমপ্রভম্ ।
 দীর্ঘবক্ত্রং মহাকায়মষ্টদংষ্ট্রাসমম্বিতম্ ॥ ৪৭
 বিজ্রতং স-সটং পুচ্ছং দীর্ঘকর্ণং ভয়ানকম্ ।
 চতুরঃ পৃষ্ঠতঃ পাদানধরে চতুরস্তথা ।
 কুর্ক্বেন্তং ঘোরমারাবমুৎপতন্তং পুনঃপুনঃ ॥ ৪৮
 তমায়ান্তং ততো দৃষ্ট্য ক্রোধাচ্ছাবন্তমঙ্গসা ।
 সুবৃত্তঃ কনকো ঘোর আসেদুঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ॥ ৪৯
 তমাসান মহাকায়ং শরভং ভ্রাতরদ্বয়ঃ ।
 উচ্চিক্ষিপ্তে যুগপৎ পোত্ৰঘাটৈর্মহাবলাঃ ॥ ৫০
 যাবৎ প্রমাণঃ শরভস্তংপ্রমাণান্তদাভবন্ ।
 শরভোৎক্ষেপসময়ে মায়য়া পোত্রিণদ্বয়ঃ ॥ ৫১
 তেষাং পোত্রপ্রহারেণ প্রোৎক্ষিপ্তঃ শরভস্তদা
 পপাত পৃথিবীপ্রান্তে গভীরে ভোয়সাগরে ॥ ৫২
 তস্মিন্ নিপতিতে তত্র সাগরে মকরালয়ে ।
 উৎপত্য তে ত্রয়ঃ পেভুঃ ক্রোধান্তস্মিন্নহোদধৌ ॥ ৫৩
 সুবৃত্তে কনকে ঘোরে পতিতে সাগরাস্তসি ।
 বরাহোহপি সুতরেহাৎ ক্রোধাচ্ছাবন্তমঙ্গসাঃ ।
 উৎপত্য সহসা তস্মিন্শোয়রাশৌ পপাত হ ॥ ৫৪

পার্শ্বে অর্দ্ধ লক্ষ যোজন পরিমাণে দীর্ঘ বরাহশরীর বৃদ্ধি পাইল । ৪৫
 তদনন্তর যজ্ঞবরাহ, মন্তক দ্বারা চন্দ্র-স্পর্শী সুদীর্ঘ নাসিকা এবং নখরবিশিষ্ট
 অঙ্গারের আয় কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃতমুখে অষ্ট-দন্ত-শোভিত । ৪৬-৪৭
 শরীরানুরূপ-দীর্ঘ পুচ্ছধারী, পৃষ্ঠদেশে পাদচতুষ্টয় দ্বারা বিরাজমান, মুখে
 ভয়ানক শব্দকারী এবং ইত্যন্ততঃ শরীরবিস্তারী শরভরূপী মহাদেবকে দর্শন
 করিলেন । ৪৮
 সুবৃত্ত, কনক, ঘোর এই তিন জন মহাবল ভ্রাতা শরভের বেগে আগমন
 দর্শন করিয়া ক্রোধাঙ্ক হইলেন । ৪৯
 তাহারা একেবারে শরভশরীরে পোত্রের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিতে আরম্ভ
 করিলেন । ৫০
 বরাহ-পুত্রত্রয় মায়াতে শরভের আয় দীর্ঘ হইয়া বিষম প্রহারে শরভকে
 ভূতলে নিক্ষেপ করিল । ৫১
 শরভ, বরাহপুত্রগণের বিষম পোত্র-প্রহারে পৃথিবী হইতে গভীর সমুদ্রজলে
 পতিত হইলেন । ৫২
 মকরাদি হিংস্রজলজন্তুপূর্ণ মহোদধিতে শরভ পতিত হইলে বরাহপুত্রগণ
 ক্রোধবশতঃ লক্ষপ্রদান করিয়া সমুদ্রজলে নিপতিত হইল । ৫৩
 হে দ্বিজগণ ! যজ্ঞবরাহ সুবৃত্তাদির সমুদ্রজলে পতন দেখিয়া পুত্রস্নেহে এবং
 শত্রুর প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়া সমুদ্রে লক্ষ প্রদান করিলেন । ৫৪

উৎপত্তস্তদা তে বৈ বারাহাঃ শরভস্তথা ।
 বভঙ্কুর্দ্বিবি দেবাংস্ত নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা ॥ ৫৫
 কেচিদ্ধু নিহতা দেবা ভূমৌ পেতুশ্চ কেচন ।
 কেচিচ্চ জ্ঞানিনো দেবা মহর্লোকমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৫৬
 নক্ষত্রাণি বিমানান্ত পতিতানি মহীতলে ।
 অদৃশ্যস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠা জ্ঞানামালাকুলানি বৈ ॥ ৫৭
 তেষামুৎপত্তনে বেগো যোহভূৎ পরমদারুণঃ ।
 তেনাতিবেগো জনিতো বায়ুঃ পরমদারুণঃ ॥ ৫৮
 বায়ুনা তেন নৃশাস্ত্র পর্বতাঃ পৃথিবীতলে ।
 কেচিচ্ছৈলাঃ পর্বতেষু পতিতঃ পুনরেব তে ॥ ৫৯
 বিমূঢ়া বৃক্ষান্ জন্তুশ্চ নিপেতুশ্চ পুনঃপুনঃ ।
 কেচিদ্ধু পর্বতাঘাতৈর্নৃত্যমানা মহীতলে ॥ ৬০
 বভঙ্কুরচলাশ্চাপি ব্রজস্তো বহুশঃ প্রজাঃ ।
 পর্বতাঃ সমদৃশ্যস্ত বাতবেগেন ভূতলে ॥ ৬১
 সজ্জটমানান্তেভোহন্তো ব্রজস্ত ইব তেহচলাঃ ॥ ৬২
 অস্তোনিধৌ পতন্তিস্তৈর্বারাহৈঃ শরভেন চ ।
 পর্বতৈশ্চ মহাত্মৈরুৎকৃষ্টান্তোন্নয়রাশয়ঃ ॥ ৬৩
 তেষাং প্রপাতবেগেন ক্ষিপ্তেষু জলরাশিষু ।
 নিস্তোয়া ইব সঞ্জাভাঃ ক্ষণং বৈ সর্বসাগরাঃ ।
 তৈঃ সর্বৈরুদতৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ পৃথিবীতলমাপতৈঃ ॥ ৬৪

তাহাদের পতনবেগে স্বর্গবাসী দেবগণ এবং গ্রহ নক্ষত্রগণ ভগ্ন হইল । ৫৫
 কোন কোন দেব নিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন । কোম কোন
 জ্ঞানিদেব মহর্লোক আশ্রয় করিলেন । ৫৬

নক্ষত্রগ্রহ রাশিচক্র হইতে মহীতলে পতিত হইয়া—হে দ্বিজগণ ! পৃথিবীকে
 দীপ্তিরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ করিল । ৫৭

তাহাদের পতনবেগে যে প্রচণ্ড বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বায়ু কর্তৃক
 চালিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সকল পৃথিবীতে ভগ্নশৃঙ্গ হইয়া পতিত হইতে
 লাগিল । কোন কোন পর্বত ঐভাবে সমুদ্র-জলে পতিত হইল । ৫৮-৫৯

কোন পর্বত, পর্বতের উপর পতিত হইয়া পার্বত্য জীবজন্তু এবং বৃক্ষ
 সকলকে নাশ করত পৃথিবীতে স্থির হইল । ৬০

কোন পর্বত বায়ু দ্বারা বিমর্দিত হইয়া পতনবেগে পৃথিবীস্থ জন্তুসকল নষ্ট
 করিল । অচল সকল পৃথিবীতে পতিত হইয়া পরস্পর সজ্জবর্ণে চলৎশক্তি-
 সম্পন্নের স্থায় দৃষ্ট হইয়াছিল । ৬১-৬২

সপুত্র বজ্রবরাহ, শরভ এবং বিশালশৃঙ্গ পর্বতগণ সমুদ্রে পতিত হইয়া জল
 উচ্ছলিত করিয়াছিলেন । ৬৩

তাহাদের পতনবেগে সলিলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইলে সাগরসমূহ কিঞ্চিকাল
 পরে নির্জলবৎ হইয়াছিল । ৬৪

১। নিপেতুশ্চ প্রপেতুশ্চ পেতুর্ভেজুস্তথাপরে ।

সাগরে পতিতাঃ কেচিং গিরয়ো দ্বিজসন্তমাঃ ॥—এই অধিক পাঠ পুস্তকান্তরে দেখা
 যায় ।

উৎপ্লাবিতাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ ক্ষণাচ্ছগ্নাঃ ক্ষয়ং ভুভুঃ ।
 প্লবমানাঃ প্রজাস্তোষে স্ত্রিয়মাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬১
 হা পিতস্তথ হা ভাত হা মাতর্হা সুতেতি চ ।
 বিলপন্তি স্ম করুণং ভীতাশ্চার্তা মূর্খবঃ ॥ ৬৬
 যস্মিন্ দেশে নিপতিতো বারাহৈঃ শরভঃ সহ ।
 তত্রৈবাবধোগতা ভূমিঃ পাদবেগেন দারিতা ॥ ৬৭
 অপরঃ পৃথিবীপ্রাপ্ত উখিতঃ পর্বতৈঃ সহ ।
 সসর্জ্জ জনলোকেষু চলাং তেষাং প্রভঞ্জনৈঃ^১ ॥ ৬৮
 জনলোকেষু^২ সংযুক্তাং পৃথিবীং শরভস্তদা ।
 নিঃশ্রেণীমিব^৩ সম্বন্ধামচলামপি পোত্রিভিঃ ॥ ৬৯
 দদর্শ বিস্ময়াবিষ্টঃ স ভীতঃ শ্রান্তপীড়িতঃ ॥ ৭০
 ততস্তে যুযুধুঃ সৰ্কে পোত্রাঘাতেন পোত্রিণঃ ।
 খুরপ্রহারৈর্দংষ্ট্রাভির্গাত্রক্ষেপৈশ্চ দাক্ষিণৈঃ ॥ ৭১
 শরভোহপ্যথ দংষ্ট্রাগ্রৈর্নৈখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ খুরৈস্তথা ।
 লান্দুলস্য প্রহারৈস্তু ভুগুঘাতৈর্মহাঘনৈঃ ॥ ৭২
 চতুর্ভিঃ পোত্রিভিস্তৈস্তু স একঃ শরভো মহান্ ।
 একান্তং যোধয়ামাস সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ৭৩
 তেষাং প্রহারৈর্বৈগৈশ্চ ভ্রমণৈশ্চ গত্যাগতৈঃ ।
 আশ্বেফাটিতৈস্তথারাবৈর্দেহপাতৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 পাতালে পন্নগাঃ সৰ্কে বিনেপ্তাঃ কচ্ছদৈঃ সহ ॥ ৭৪

তাহাদের উৎক্ষিপ্ত জল-প্রবাহে পৃথিবী পূর্ণ হইলে প্রজা সকল নষ্ট হইতে লাগিল। মরণদশাপন্ন প্রজা সকল জলে সম্ভরণ করত শরণার্থী হইয়া স্ত্রিয়মাণ হইল। ৬৫*

‘হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা ভাতঃ! হা সুত!’ ইত্যাদি সম্বোধনে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ৬৬

যে দিকে শরভ, বরাহগণের সহিত নিপতিত হইয়াছিলেন, সেইদিকে পৃথিবী তাহাদের চরণভরে বিদীর্ণ হইয়া মগ্ন হইলেন। ৬৭

অপর দিকে বরাহাদির পরাক্রমে চকলা পৃথিবী পর্বতসহ উখিত হইয়া জনলোকে উঠিল। ৬৮

শরভ, সেইকালে ভয় এবং শ্রমাব্লিত হইয়া বরাহবিক্রম হেতু চকলা, জন-লোকগামিনী পৃথিবীকে সোপানপংক্তির আয় দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ৬৯-৭০

তদনন্তর বরাহগণপোত্র (মুখাগ্র) প্রহার, খুরাঘাত, দন্তপ্রহার এবং ভয়ানক গাত্রনিষ্ক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭১

শরভও দস্তাগ্রপ্রহার, তীক্ষ্ণ নখাঘাত, পুচ্ছাঘাত এবং ভয়ানক মুখাঘাত দ্বারা যজ্ঞবরাহ এবং ভৃগুপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৭২

একক শরভ বরাহচতুষ্টয়ের সহিত সমানভাবে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। ৭৩

১। পরাক্রমৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

২। জলালেকেষু—ইতি পাঠান্তরম্।

৩। নিঃশ্রেণীমিব—ইতি পাঠান্তরম্।

তদন্তে সাগরং ভাস্ত্রা পৃথিবীমধ্যমাগতাঃ ।
 পরম্পরং যুদ্ধমানী ততোহভূৎ পৃথিবী সমা ॥ ৭৫
 শেষোহপি মহতা যত্নাঙ্কলেনাফৈভাকচ্ছপম্ ।
 দধার পৃথিবীং দ্বঃঐর্ভগ্নশীর্ষঃ প্রতাপিতঃ ॥ ৭৬
 অনন্তে বামনীভূতে সমত্ৰং পৃথিবীতলে ।
 গতেহস্তোভিশ্চলন্তি চ পর্বতঃ সর্বজন্তয় ॥ ৭৭
 নফৈস্তু যুধ্যামানেষু ত্রিপোত্রিশরভেষু চ ।
 সাগরৈরাপ্লুতে সর্বজগত্যাপোময়ে হরিম্ ॥ ৭৮
 চিন্তাবিষ্টঃ সুরজ্যোষ্ঠ উবাচাথ পিতামহঃ ।
 ভগবন্ ভুবনং সর্বং সমুদ্রানুরমানুষম্ ॥ ৭৯
 বিধ্বস্তং পৃথিবী শীর্ণা নষ্টাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ ।
 দেবদানবগন্ধর্বা দৈতাশ্চাপি সরীসৃপাঃ ।
 বিধ্বস্তা জগতাং নাথ মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৮০
 ত্বং পালকোহসি সর্বেষাং ত্বমেব জগতঃ প্রভুঃ ।
 তস্মাৎ পালয় নঃ সর্বান্ পৃথিবীক জগৎপতে ॥ ৮১
 ত্বমেব কাযং বারাহং স্বয়মেবোপসংহর ।
 সংস্থাপয় মহাবাহো পৃথিবীক চরাচরৈঃ ॥ ৮২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণোহথ জনার্দনঃ ।
 যত্নং চক্রে তদা সর্বং সংস্থাপয়িতুমচ্যুতঃ ॥ ৮৩

তাহাদের বেগের সহিত প্রহার, ভ্রমণ, গমন, আগমন, আক্ষোফটন এবং বিকট শব্দে কক্ষপুত্রগণের সহিত পল্লগসমূহ পাতালমধ্যে প্রবেশ করিল । ৭৪

তদনন্তর তাহারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উপর উত্থান করিয়া পরম্পর যুদ্ধ করত ভূমিসাৎ হইলেন । ৭৫

অনন্ত কচ্ছপের সহিত অতিকষ্টে বহু পরিশ্রমে পৃথিবী ধারণে যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাহা বা অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশ করায় ভগ্নমস্তক হইয়া বহু সন্তাপ অনুভব করিয়াছিলেন । ৭৬

অনন্ত, স্ববশে পৃথিবীকে অপেক্ষাকৃত সমভূমিতে পরিণত করিলে, জল-প্রবাহে জলজন্তুর সহিত পরম্পর যুধ্যমান বরাহগণ এবং শরভ নিবিষ্ট হইলে উদ্বেল সমুদ্রজলে জগৎ জলমগ্ন হইল । ৭৭-৭৮

তখন সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মা হরিকে চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,— ভগবন্ ! ত্রিভুবনবাসী সুরাসুব মানব সকলে নষ্ট হইয়াছে । ৭৯

স্থাবর জঙ্গমাঙ্ক জগৎও বিধ্বস্ত হইয়াছে । হে জগন্নাথ ! দেব, দানব, গন্ধর্ব, দৈত্য এবং সরীসৃপ (সর্পাদি) এবং তপস্বী মুনিগণ সকলে অকালে নষ্ট হইয়াছে । ৮০

হে জগৎপতে ! আপনি সকলের পালক এবং প্রভু । অতএব আমাদিগকে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করুন । ৮১

বরাহদেবকে উপসংহার করিয়া চরাচরের সহিত পৃথিবীকে সংস্থাপন করুন । ৮২

ততো হরী রোহিতমংস্করূপী
 ভূত্বা মুনীন্ সপ্ত তদা সবেদান্ ।
 অধাক্ষতে রক্ষণতৎপরো জগ-
 দ্বিতায় সৰ্ব্বজ্ঞতিকোবিদাষরান্ ॥ ৮৪
 বসিষ্ঠমত্রিং তথ কাশ্যপঞ্চ
 বিশ্বাদিমিত্রঞ্চ সগৌতমং মুনীম্ ।
 মহাতপস্থং জমদগ্নিমুখ্যং
 তথা ভরদ্বাজমুনিং তপোনিধিম্ ॥ ৮৫
 নিধায় পৃষ্ঠে স হি তোরমধ্যে
 স্থিতো মহানৌপ্রবরে মুনীজ্ঞান্ ।
 ততঃ শিবং সাস্তুয়িত্ব জনার্দনো
 জগাম যস্মিন্ যুযুধে স পোত্রিভিঃ ॥ ৮৬
 শ্রান্তং বরাহৈরতিপোত্রযট্টৈন-
 ন্নিপৌড়িতং ব্যাত্তমুখং শ্বসন্তম্ ।
 অথাগতং বীক্ষ্য হরিং বরাহঃ
 সন্মার পূৰ্ব্বাং নরসিংহমুত্তিম্ ॥ ৮৭
 শ্মৃত্তদা তেন সমাজগাম
 সখা বরাহস্য হিতে নৃসিংহঃ ।
 তমাগতং বীক্ষ্য তদা নৃসিংহং
 তদীয়কাযান্ নিজতেজ আদাৎ ॥ ৮৮
 দৃষ্টং বরাহৈঃ শরভেণ তেজো
 যৎ সূর্যাতুলাং প্রবিবেশ বিষ্ণো ।
 বিজ্ঞায় তেজোরহিতং নৃসিংহং
 সসজ্জ নিশ্বাসচয়ং বরাহঃ ॥ ৮৯

ভগবান্, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবন সংস্থাপনার্থে স্বভবান্ হইলেন । ৮৩

তদনন্তর বেদপ্রতিপাদ্য এবং বেদস্থাপক হরি, রোহিত মংস্করূপী হইয়া লোকহিতের নিমিত্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদসকল ধারণ করিলেন । ৮৪

বসিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি তপোধন ভরদ্বাজকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া উত্তম নৌকায় আরোহণ করত জলমধ্যে উপস্থিত হইলেন । ৮৫

তদনন্তর, ভগবান্ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত বরাহদেবের যে স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন । ৮৬

ভগবান্, বরাহগণের পোত্রাঘাতে অতিশয় পীড়িত এবং শ্রমযুক্ত মহাদেবকে বিলুপ্ত বদনে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সমীপাগত দেখিয়া দেব-গণের সন্মুখে নৃসিংহ মূর্ত্তিকে স্মরণ করিলেন । ৮৭

ভগবান্ স্মরণমাজেই যজ্ঞবরাহের হিতের নিমিত্ত লোকশ্রুষ্ঠা নরসিংহদেবের জাগমনদর্শন করিয়া তদীয় শরীর হইতে নিজতেজ আকর্ষণ করিলেন । ৮৮

বরাহগণ এবং শরভ, নৃসিংহশরীর হইতে সূর্যাসদৃশ তেজ বিক্ষুণ্ডে প্রবিষ্ট

তত্তস্ত জাতা বহবো বরাহা
 বহুপ্রমাণান্তুততীকৃদংষ্ট্রাঃ ।
 তে বৈ বরাহাঃ শরভং গিরিশং
 মায়াবিনো বীতভয়ান্তদন্তঃ ॥ ১০
 সমং নৃসিংহেন তদাপি যুদ্ধং
 চতুর্দশর্শচ ভূশং গিরীশম্ ।
 ক্ষণং মহাপক্ষিসমানরূপাঃ
 ক্ষণন্ত গাবস্তুরগা নরাশ্চ ॥ ১১
 ক্ষণং নৃসিংহাশ্চ বরাহরূপা
 গোমায়বো বৈকৃতিকাঃ ক্ষণং তে ।
 অনেকরূপাণি ভয়ঙ্করাণি
 বিতস্তমানানি রণে বরাহৈঃ ॥ ১২
 নিরীক্ষ্য ভগবন্ত নিপীড়িতং তৈ-
 রথাসদন্তাধবস্তং গিরীশম্ ।
 পস্পর্শ বিম্বগিরিশং করেণ
 তেজো শূধ্যান্তত্র নিজং পুনঃ সঃ ॥ ১৩
 অথ সম্পৃষ্ঠ্যমাত্রঃ স বিম্বনা প্রভবিম্বনা ।
 অতীব মুদিতো হৃষ্টো বলবান্ সমজায়ত ॥ ১৪
 অথোচ্চৈঃ শরভো নাদং ননাদ বলবদ্বচ্চম্ ।
 আপূরিতানি যেনৈতদ্ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ১৫
 নদতন্তস্য বদনাচ্ছোকরা য়ে বিনিঃসৃতাঃ ।
 ততো গণাঃ সমন্তবন্ মহাকায়া মহৌজসঃ ॥ ১৬
 যথা বরাহনিশ্বাসান্নানারূপধরা গণাঃ ।
 বরাহান্তাদৃশা এতে ততোহপ্যতিবলাঃ পুনঃ ॥ ১৭

হইল দর্শন করিলেন। বরাহ, নৃসিংহদেবকে নিন্তেজ দর্শন করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৮৯

তদনন্তর, বরাহনিশ্বাসে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট বৃহৎপরিমাণ অনেক বরাহ উৎপন্ন হইল। তাহারা নির্ভয় চিন্তে অনেক প্রকার মায়া অবলম্বন করিয়া শরভরূপী মহাদেবকে আঘাত করিতে লাগিল এবং নৃসিংহের সাহায্যে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করত মহাদেবকে বিমথিত করিল। ১০

মায়াবলে বরাহগণ কখন ভয়ঙ্কর পক্ষী, কখন গো, অশ্ব এবং মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া কখন নৃসিংহ বরাহ এবং শূগাল প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকটন করিয়া মহাদেবকে অভিশয় বাথ্যুস্ত করিলে ভগবান্ মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শরভরূপী মহাদেবকে নিজ কর দ্বারা স্পর্শ করত নিজ শরীরস্থিত তেজ তাঁহার দেহে সঞ্চার করিলেন। ১১-১৩

অনন্তর মহাদেব, সর্বলোকনিয়ন্তা বিম্বের স্পর্শে বাথাহীন এবং আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল ধারণ করিলেন। ১৪

তদনন্তর পরাক্রমশালী শরভের ভয়ঙ্কর-শব্দে চতুর্দশ ভুবন পূর্ণ হইল। ১৫
 মহাদেবেরও প্রচণ্ড শব্দকালে মুখ হইতে হে ফুৎকারনিকর বহির্গত হইয়া-
 ছিল, সেই ফুৎকার হইতে মহাবল তেজস্বী প্রমথগণ উৎপন্ন হইল। ১৬

শ্ববরাহোষ্টরূপাশ্চ প্লবগোমায়ুগোমুখাঃ ।
 ঞ্জমার্জ্জারমাতঙ্গশিশুমারস্বরূপিণঃ ॥ ১৮
 সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ সর্পাশ্বমূর্তয়ঃ ।
 হয়গ্রীবায়মুখা মহিষাকৃত্যঃ পরে ॥ ১৯
 অশ্বে তু মনুজাকারা যুগমেষমুখাঃ পুনঃ ।
 কবন্ধা হীনপাদাশ্চ বিহস্তা বহুপাণয়ঃ ॥ ১০০
 কেচিদ্ শরভাকারাঃ কুকলাসমুখাঃ পরে ।
 মৎস্যবস্ত্রা গ্রাববস্ত্রা হ্রস্বা দীর্ঘাবলাঃ কৃশাঃ ।
 চতুঃপাদাষ্টপাদাশ্চ ত্রিপাদা দ্বিপদাঃ পরে ॥ ১০১
 একপাদা ভূরিহস্তা যক্ষকিম্পুকষোপমাঃ ।
 পশ্বাকারাঃ পক্ষযুক্তা লম্বোদরমহোদরাঃ ।
 দীর্ঘোদরাঃ স্থলকেশা বহুকর্ণা বিকর্ণকাঃ ॥ ১০২
 স্থলাধরা দীর্ঘদন্তা দীর্ঘশ্রদ্ধধরা পরে ।
 যে সন্তি প্রাণিনো বিপ্রা ভুবনেষু সমস্ততঃ ॥
 চতুর্দশসু তে তেষাং রূপেণ সমতাং গতাঃ ॥ ১০৩
 নেহাস্তি ভুবনে জন্তুঃ স্থাবরো বা জগৎ পুনঃ ।
 যন্তু ল্যাক্রুপেণ গণো ন জাতঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১০৪
 তে ভিন্দিপালৈঃ খড়্গাশ্চ পরিমেষ্তোমরৈস্তথা ।
 শঙ্কলাসিগদাভিষ্চ পালৈঃ শঙ্কুভিরেব চ ॥ ১০৫
 খট্বাকৈশ্চ ত্রিশূলৈশ্চ কপালৈঃ শক্তিভিস্তথা ।
 দাত্রৈঃ সৃশিভিরীষাঐর্ঘষ্টিভিশ্চৈককটকৈঃ ॥ ১০৬
 প্রাটৈঃ পরশুভির্বাটৈঃ কোদণ্ডৈরতিভীষণাঃ^১ ।
 জটাকল্লকলামুক্তাঃ সর্ব্ব এব মহাবলাঃ ॥ ১০৭
 কেচিদ্ভুগস্য রূপেণ বাহনেনাথ ভূষণৈঃ ।
 তুলা জটাক্লিগুভ্রাংশুভ্রশীর্ষা মহাবলাঃ ॥ ১০৮

বরাহের নিম্নাঙ্গে নানারূপী যে প্রকার মায়াবিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল ;
 তাহা অপেক্ষা বলবান্ কুকর, বরাহ, উষ্ট্র, প্লবগ, গোমায়ু, গো, ভল্লুক,
 মার্জ্জার, মাতঙ্গ, শিশুমার, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ইন্দুর, হয়গ্রীব, হয়মুখ, মহিষ,
 মনুষ্য, যুগ, মেঘ, কবন্ধ (মস্তকহীন), পাদহীন, বিহস্ত, বহুহস্ত, শরভ,
 কুকলাস, মৎস্যবস্ত্র, গ্রাববস্ত্র, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, চতুষ্পাদ, অষ্টপাদ, ত্রিপাদ,
 দ্বিপাদ, একপাদ, ভূরিহস্ত, যক্ষ-কিম্বর-অশ্বাকৃতি, পক্ষযুক্ত, লম্বোদর, মহোদর,
 দীর্ঘোদর, স্থলকেশ, বহুকর্ণ, বিকর্ণ, স্থলাধর, দীর্ঘদন্ত, দীর্ঘশ্রদ্ধ প্রভৃতি ত্রিভুবনে
 যতপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সমনাবয়ব চতুর্দশটি করিয়া পুত্রের
 সহিত গণসকল শিবের মুখনির্গত ফেন হইতে উৎপন্ন হইল । ১৭-১০৩

স্থাবর জঙ্গমাশ্রয়ক ভুবনে সে প্রকার কোন জন্তু ছিল না । যাহাদিগের
 সমানরূপিগণ—শিব হইতে উৎপন্ন হয় নাই । ১০৪

শিবগণ সকলে ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরিঘ, ভোমর, অঙ্কুল, অসি, পাশ,
 শঙ্কু, খট্বাক, ত্রিশূল, কপাল, শক্তি, দাত্র, শূলী, রীশাগ্র, ঘষ্টি, ভিত্তি, কটক,

অর্ধনারীধরাঃ কেচিদ্ যথারুদ্রস্তথৈব তে ।
 কেচিদ্ চারুৰূপেণ মোহনেন মনোভূবঃ ।
 তুলোন বনিতাসজ্জৈঃ সমং জাতা রতোঃসুকাঃ ॥ ১০৯
 আকাশচারিণঃ সর্বে সর্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ ।
 নীলোৎপলদলস্থামাঃ শুক্লাঃ কেচন লোহিতাঃ ॥ ১১০
 রক্তাঃ পীতাস্থথা চিত্রা হরিতাঃ কপিলাঃ পরে ।
 অর্ধপীতা হর্ধ্বরক্তা নীলার্দ্ধা ধবলাঃ পরে ॥ ১১১
 সক্রমপীতাঃ শুক্লেন কৃষ্ণেনার্দ্ধেন রজিতাঃ ।
 একবর্ণা দ্বিবর্ণাশ্চ ত্রিবর্ণাশ্চ তথাপরে ॥ ১১২
 চতুষ্টপঞ্চবর্ণাশ্চ কেচিদ্রশশ্চণা দ্বিজাঃ ॥ ১১৩
 ডিম্বিমান্ পটহান্ শঙ্খান্ ভের্যানকসকাহলান্ ।
 মণ্ডকান্ ঝঝরান্শৈব ঝঝরীশ্চ সমর্দলাঃ ॥ ১১৪
 বীণাস্তন্ত্রী পঞ্চস্তন্ত্রীঃ শকটান্ দর্দরাংস্থথা ।
 গোমুখানানকান্ কুণ্ডান্ সতালকরতালিকান্ ॥ ১১৫
 বাদয়ন্তো গণাঃ সর্বে হসন্তশ্চ মুহুর্শুভঃ ।
 বরাহাভিমুখা ভূত্বা তস্মুস্তে হৃষ্টমানসাঃ ॥ ১১৬
 তান্ সর্বানাহ শরভো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
 নিম্নতৈতান্ বরাহস্য গণান্ বৈ ক্রুরকর্ম্মভিঃ ॥ ১১৭
 ক্রুরদৃষ্ঠ্যা ক্রুরষুদ্বৈঃ ক্রুরা ভূত্বা মহাবলাঃ ।
 ততস্তে বৈ গণাঃ সর্বে নানাকার-বরাযুধাঃ ।
 সাক্ষিঃ বরাহস্য গণৈশ্চ যুধুঃ ক্রুরদর্শনাঃ ॥ ১১৮

পাশ, শরাতিগ, কোদণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছিল ; এবং বলবানগণ জটা, চন্দ্র এবং কপাল প্রভৃতি শৈব লক্ষণে উপলক্ষিত হইয়াছিল । ১০৫-১০৮

কোন কোন গণ মহাদেবের রূপ ধারণ এবং বাহনে আরোহণ করিয়া তাঁহার ন্যায় জটাকার মস্তাক অর্ধচন্দ্র ধারণ করত কিরণমণ্ডলে দিন্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন । কেহ বা মহাদেবের ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গে পর্বত-নন্দিনীকে ধারণ করিয়া রমণোৎসুক হইয়াছিলেন । ১০৯

হে দ্বিজগণ । সকলেই স্বেচ্ছাক্রমে আকাশাদি বিচরণ করিতে পারেন, কেহ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কেহ বা শুক্লবর্ণ, কেহ লোহিতবর্ণ এবং রক্ত, পীত, চিত্র, হরিত, কপিল, অর্ধপীত, অর্ধনীল, ধবল, পীন, অর্ধকৃষ্ণ, অর্ধশুক্ল, একবর্ণ, দ্বিবর্ণ, ত্রিবর্ণ, বহুবর্ণ, চতুর্থবর্ণ, পঞ্চমবর্ণ, ষষ্ঠবর্ণ এবং দশবর্ণ বিশিষ্ট প্রমথ ডিম্বিম, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, বংশ, ঝঝর, ঝঝরি, মর্দল, বীণা, তন্ত্রী, পঞ্চস্তন্ত্রী, নর্দট, দর্দর, গোমুখ, নরক, কুণ্ড এবং করতাল প্রভৃতির বাদ্য এবং উচ্চহাস্তদ্বারা ত্রিভুবন আন্দোলিত করিয়া আনন্দিতচিত্তে বরাহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । ১১০-১১৬

শরভরূপী মহাদেব নিজগণকে আঞ্জা দিলেন ; হে মহাবলগণ ! তোমরা ক্রুর নিষ্ঠুর হইয়া ক্রুরকর্ম্ম বরাহগণকে নিষ্ঠুর আঘাত কর । ১১৭

আকাশচারিণঃ সর্বৈৰ্জলপূর্ণং জগদ্রম্যম্ ।
 তে পরিত্যজ্য যুযুধীৰ্য্যতোবোভয়ে গণাঃ ॥ ১১৯
 ততঃ ক্কাশরাহস্য গগান্ সর্বান্ মহাবলান্ ।
 হরস্য প্রমথ্য জয়দুর্মহাবাতা ইবান্বদান্ ॥ ১২০
 হতেষু ভেষু বীরেষু বারাহেষু গণেষথ ।
 দধৌ বরাহঃ কিমিতি প্রাক্ পশ্চাদ্ভূতমাস্থিতম্ ॥ ১২১
 অথ চিন্তয়ত্তস্য স্বাস্তং গতা জনার্দিনঃ ।
 তৎ সৰ্বং জ্ঞাপয়ামাস বরাহবপুষো হিতম্ ॥ ১২২
 ততো দেহপরিভ্যাগং কর্তুং সমমতস্তদা ।
 ততো দংষ্ট্রাগ্রঘাতেন নরসিংহং মহাবলঃ ।
 শরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যো চকার হ ॥ ১২৩
 নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেশ তস্য চ ।
 নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহাবৃষিঃ ॥ ১২৪
 তস্য পক্ষাস্তভাগেন নারায়ণ ইতি ক্রুতঃ ॥ ১২৫
 অভবৎ সুমহাতেজা মুনিরূপী জনার্দিনঃ ॥ ১২৬
 নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী ।
 দ্বয়োঃ প্রভাবো দুর্ধৰ্ঘঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসূ চ ॥ ১২৭
 তৌ নাবি বিনিধায়াথ মৎস্যমূর্ত্যবিতান্মনি ।
 আসসাদ পুনর্দেবো বরাহঃ শরভং হরিঃ ॥ ১২৮

তদনন্তর নানাপ্রকার অস্ত্রধারী প্রমথগণ মহাদেবের আদেশে বরাহগণের সহিত ক্রুর দৃষ্টিতে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । ১১৮

আকাশচারী শরভ এবং বরাহের গণ জলপূর্ণ ভূমণ্ডল ত্যাগ করিয়া আকাশমধ্যেই সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১১৯

তদনন্তর প্রলম্বপবন যে প্রকার পয়োধির দ্রবস্থা করে, সেই প্রকার মহাবল প্রমথগণ বরাহের গণকে নষ্ট করিল । ১২০

বরাহ, স্বকীয়গণের সহিত বরাহসমূহের নাশ দেখিয়া পূর্ব পশ্চাত্তস্ত চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । ১২১

ভগবান, বরাহকে চিন্তাস্থিত দর্শন করিয়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহার মনোগোচর করিলেন এবং বরাহও দেহত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন । সেই-কালে মহাবল শরভরূপী ভর্গ মহাদেব, দস্তাঘাতে নরসিংহকে দুইখণ্ড করিলেন । ১২২-১২৩

নরসিংহ, শরভদস্তাঘাতে দুইখণ্ড হইলে তাঁহার নররূপ অর্দ্ধ দেহ হইতে মহাতপা দিব্যাকৃতি মুনিরূপী নর এবং সিংহাকৃতি অর্দ্ধদেহ হইতে মহাতপস্বী নারায়ণ নামক জনার্দিন উৎপন্ন হইলেন । ১২৪-১২৬

মহাত্মা নর এবং নারায়ণ সৃষ্টির প্রধান কারণস্বরূপ ; যাঁহাদের অলৌকিক প্রভাব শাস্ত্র, বেদ, তপস্যাাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ । ১২৭

হরি, নর নারায়ণকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত মৎস্যদেবরক্ষিত নৌকায় সংস্থাপিত করিয়া শরভ এবং বরাহের সমীপে উপস্থিত হইলেন । ১২৮

বপুস্ত্যাগো ময়াবস্থাং কর্তব্যো জগতাং হিতে ।
 ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং তদর্থোহয়ং সমুদ্যমঃ ।
 ক্রিয়তে হরিণা সার্কং শঙ্কুনা ব্রহ্মণাপি চ ॥ ১২৯
 ইতি সন্ধিত্য স তদা শূকরঃ পরমেশ্বরঃ ।
 জগাদ শরভং দেবং মহাদেবং মহাবলম্ ॥ ১৩০
 জহি মাং ত্বং মহাদেব ত্যাক্ষো কায়মসংশয়ম্ ।
 হিতায় সর্বজগতাং দেবানামপি সন্নিবাম্ ১ ॥ ১৩১
 মম দেহপ্রতীকৌষৈর্যজ্ঞং যুপং প্রকল্য চ ২ ।
 পৃথক্ পৃথক্ মহাভাগা সশামিত্রং ক্রবাদিকম্ ৩ ॥ ১৩২
 ততস্তে তান্ ত্রিভিঃ পুত্রৈবিশ্বং জগতাং হিতে ।
 কনকেন সুবৃন্তেন ঘোরেণ চ জগন্ময়ীম্ ।
 যজ্ঞান্দেবাঃ প্রজাশ্চৈব যজ্ঞাদন্নান্ নিয়োগিনঃ ॥ ১৩৩
 সর্বং যজ্ঞাং সদা ভাবি সর্বং যজ্ঞময়ং জগৎ ৪ ॥ ১৩৪
 যমিমং পৃথিবীগর্ভমাধস্ত মলিনী পুনঃ ।
 তমুৎপন্নং স্বয়ং দেবী চিরং সজ্জোপনিস্থতি ॥ ১৩৫
 প্রাপ্তে কালে যদা দেবী তদায়মান্ সূভাষতে ।
 বধস্ত্যাত্তিভারাত্তা তদৈবৈনং হনিস্থত ॥ ১৩৬
 ভারাত্তা পৃথিবী মগ্না ৫ যদাঃ শতযোজনম্ ।
 শৃঙ্গি-বরাহরূপেণ প্রোদ্ধরিষ্যে তদা হিমাম্ ॥ ১৩৭

পরমেশ্বর বরাহদেব “আমি লোকহিতের নিমিত্ত অবশ্যই শরীরত্যাগ করিব।” এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াই হরি ব্রহ্মা এবং শঙ্কু সহিত এই উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ১২৯

এই প্রকার চিন্তা করিয়া পরমেশ্বর বরাহদেব শরভকে বলিলেন—হে মহাদেব! আমি দেব ঋত্বিজ প্রভৃতি সর্বলোকের হিতের নিমিত্ত দেহত্যাগ করিব। আমাকে দেহ ত্যাগ করিতে বিসর্জন কর। ১৩০-১৩১

হে মহাত্মন! আমার অঙ্গসমষ্টিতে যজ্ঞযুপ নির্মাণ করত পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ-স্বারা সমিৎ ক্রবাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল নির্মাণ করিবে। আমার দেহোৎপন্ন যজ্ঞীয়-দ্রব্যসমূহ বিধিপূর্বক পৃথিবীতে স্থাপন করিবে। ১৩২-১৩৩

এইরূপে যজ্ঞ বিহিত হইলে, সেই যজ্ঞ হইতে দেব এবং অগ্ন্যাদি প্রকার প্রজা এবং অনাদির সহিত যোগিগণ উৎপন্ন হইবেন। এতস্তিন্ন অগ্ন্যাদি সকল দ্রব্যই জন্মিবে। যেহেতু এই জগৎই যজ্ঞস্বরূপ। ১৩৪

রজস্বলা পৃথিবী যে গর্ভধারণ করিয়াছেন, হে ভগ্ন! এই গর্ভপ্রসূত বালককে চিরকাল রক্ষা করিবে। ১৩৫

পৃথিবী যে কালে ভারাক্রান্ত হইয়া তোমার নিকট পুন্ড্রবধের প্রার্থনা করিবে, সেই কালে পৃথিবীপুত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবে। ১৩৬

যে কালে পৃথিবী ভারে পীড়িতা হইয়া একশত যোজন পাতাল মধ্যে মগ্ন

১। ঋত্বিজা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। প্রতিক্রমে যজ্ঞং যুপং প্রকল্যাত—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। ক্রবাদিকম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৪। ভারতী পৃথিবীং মগ্নাং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

কৃতকৃত্যস্ত তং কাশং ত্যাজ্যমিচ্ছতি তে সূতঃ ।
 যো ভাবী দেবসেনানী রুদ্রাং ষাণ্মাতুরাস্থয়ঃ ॥ ১৩৮
 এবং যজ্ঞবরাহে তু ভাষমাণে মহাবলে ।
 নিঃসৃত্য সুমহন্তেজো জ্বালামালাতিদীপিতম্ ॥ ১৩৯
 সূর্য্যাকোটিপ্রতীকাশং বরাহবপুষস্তদা ।
 হরের্ভগবতো দেহে বিবেশ মহদভূতম্ ॥ ১৪০
 তস্মিন্ বিক্ষো প্রবিষ্টে তু বরাহে তেজসি দ্বিজাঃ ।
 সূর্য্যভাং কনকাদ্ ঘোরাতেজ আদাং স্বয়ং হরিঃ ॥ ১৪১
 তেষামপি শরীরেভ্যন্তেজোভাগঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 বিনিঃসৃত্য বিনিঃসৃত্য জ্বালামালাতিদীপিতঃ ॥ ১৪২
 প্রবিবেশ হরেঃ কাশে যথা তেষাং পিতৃস্তুত্বা ।
 ততো হরিশ্চ ব্রহ্মা চ মহাদেবশ্চ তদ্বচঃ ॥ ১৪৩
 বরাহস্য প্রতিশ্রুত্য ওমিতুক্ত্বা পুনঃপুনঃ ।
 তেষাং কাশপরিচ্যাগে অকাস্ব্যর্থভ্রমুত্তমম্ ॥ ১৪৪
 ততস্তত্ত্বপ্রহারেণ শরভঃ কণ্ঠমধ্যতঃ ।
 ভিত্ত্বা বপূর্ববরাহস্য পাতয়ামাস তজ্জলে ॥ ১৪৫
 তং পাতয়িত্বা প্রথমং সূর্য্যভাং কনকং তথা ।
 ঘোরঞ্চ কণ্ঠদেশেষু ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা জঘান হ ॥ ১৪৬

হইবেন, আমি সেই কালে শৃঙ্গবিরাজিত বরাহ-রূপ ধারণ করত ইহাঁকে উদ্ধার করিব । ১৩৭

তোমার বীর্য্যে উৎপন্ন ষাণ্মাতুর নামে যে পুত্র দেবগণের সেনাপতি হইয়া অসুর-সংহার করিবেন, তিনিই কার্য্য শেষ হইলে, আমাকে বরাহ-মূর্ত্তি ভাগ করাইবেন । ১৩৮

হে দ্বিজবরগণ ! মহাবল যজ্ঞ বরাহ এই প্রকার বলিলে, তাঁহার দেহ হইতে কোটি সূর্য্যের গায় দীপ্তিশালী এবং জবাপুষ্প সমান লোহিত-বর্ণ তেজ নির্গত হইয়া ভগবান্ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইল । ১৩৯-১৪০

হে দ্বিজগণ ! বরাহ-দেহ হইতে নিঃসৃত তেজ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে, ভগবান্ বরাহ ;—নিজপুত্র সূর্য্যভাং, কনক এবং ঘোরের দেহ হইতে নিজ তেজ গ্রহণ করিলেন । ১৪১

যজ্ঞবরাহের গায় সূর্য্যভাদি তদীয় পুত্রগণের দেহ হইতে অগ্নিশিখার গায় দেদীপ্যমান তেজ পৃথক্ পৃথক্ৰূপে নির্গত হইয়া হরির দেহে প্রবেশ করিল । ১৪২-১৪৩

তদনন্তর হরি এবং ভগ্ন মহাদেব, বরাহের বাক্য শ্রবণ করত অঙ্গীকার করিলেন এবং পুত্রের সহিত বরাহের প্রাণ ত্যাগের নিমিত্ত মহান্ যত্ন করিতে লাগিলেন । ১৪৪

তদনন্তর শরভ, বিষম মুখ-প্রহারদ্বারা বরাহের কণ্ঠদেশ হইতে শরীর ছেদন করত সেই জলে নিক্ষেপ করিলেন । ১৪৫

শরভ,—এই প্রকারে প্রথমে বরাহ-দেহকে জলসাৎ করিয়া সূর্য্যভাদি বরাহপুত্রত্রয়ের কণ্ঠদেশ ছেদন করত পূর্ব্ববৎ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন । ১৪৬

ভ্যক্তপ্রাণান্ত ভে সর্বৈ পেতুন্তোয়ে মহার্ষবে ।
 জলে শব্দং বিভবানান্ কালানলসমদ্বিষঃ ॥ ১৪৭
 পতিতেষু বরাহেযু ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরস্তথা ।
 সূর্য্যার্থং চিন্তয়ামাসুঃ পুনরৈব সমাগতাঃ ॥ ১৪৮
 হরস্য তু গণাঃ সর্বৈ তদা ভগ্নং সমাগতাঃ ।
 উপতন্তুর্মহাভাগাশ্চতুর্ভাগেন ভাজিতাঃ ।
 ষট্‌ত্রিংশন্তু সহস্রাণি প্রমথ্য দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ১৪৯
 তত্রৈকত্র সহস্রাণি ভাগে ষোড়শ সংস্থিতাঃ ।
 নানারূপধরা যে বৈ জটাজল্লোদ্ধমিতাঃ ॥ ১৫০
 তে সর্বৈ সকলৈশ্বর্য্যযুক্তা ধ্যানপরায়ণাঃ ।
 যোগিনো মদমাৎসর্য্যদন্তাহঙ্কারবজ্জিতাঃ ॥ ১৫১
 ক্ষীণপাপা মহাভাগাঃ শম্ভোঃ প্রীতিকরাঃ পরাঃ ।
 ন তে পরিগ্রহং রাগং কাঙ্ক্ষন্তি স্ম কদাচন ।
 সংসারবিমুখাঃ সর্বৈ যত্নো যোগতৎপর্য্যঃ ॥ ১৫২
 ধ্যানাবস্থং মহাদেবং পরিবার্য্য যত্নব্রতাঃ ।
 কৃত্বা পরিষদং রুচ্য তিষ্ঠন্তি বিগতক্লমাঃ ॥ ১৫৩
 যদৈব পরমং জ্যোতিশ্চিন্তয়ত্যহিকাপতিঃ ।
 তদৈব তে পারিষদাঃ সর্বৈ সংবেক্ষ্যন্তি ভম্ ॥ ১৫৪
 তে ষোড়শ সমাখ্যাতাঃ কোটয়ো যে যত্নব্রতাঃ ।
 সিংহব্যাঘ্রাদিসারূপ্যা অগিমাতিসমায়ুতাঃ ॥ ১৫৫

প্রলয়কালীন অগ্নির ত্রায় তেজস্বী বরাহগণ সমুদ্রজলে পতনকালে জলের
 প্রচণ্ড শব্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন । ১৪৭

এইরূপে বরাহগণ পতিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর মিলিত হইয়া
 পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১৪৮

হে দ্বিজবরগণ । চারিভাগে বিভক্ত ষষ্টিংশত সহস্র সংখ্যক প্রমথগণ
 আগমন করত মহাদেবের অর্চনা করিলেন । ১৪৯

চারিভাগে বিভক্ত প্রমথগণের মধ্যে একভাগে নানারূপধারী জটাজল্লোদ্ধমিতাঃ এবং
 অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট যে ষোড়শ সহস্র প্রমথ ছিলেন, ভোগবিমুখ ধ্যানপরায়ণ যোগী,
 মদ-মাৎসর্য্য-দন্ত-অহঙ্কার-রহিত নিষ্পাপ সেই মহাব্যাগণ মহাদেবের আনন্দ
 জন্মাইতেন । ১৫০-১৫১

তঁাহারা কখন কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেন না । এবং শ্রু-
 চন্দনাদি উপভোগ্য বিষয়ে তঁাহাদের অনুরাগ ছিল না । তঁাহারা স্ত্রীপুত্রাদি
 সংসারসূত্রে নিরভিলাষ হইয়া নিয়ম অবলম্বন করত যোগশিক্ষার নিমিত্ত ধ্যান-
 পরায়ণ মহাদেবকে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া ব্রতাদি পালন করিতেন এবং
 শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনাহারে থাকিতে ক্লেশ বোধ করিতেন না । ১৫২-১৫৩

যেকালে অহিকাপতি মহাদেব জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম চিন্তা করিতেন, সেইকালে
 প্রমথগণ তঁাহাকে বেষ্টিত করিয়া থাকিতেন । ১৫৪

অগিমা লম্বিমা প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য সমন্বিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি স্বরূপে
 সেই ষোড়শ কোটী প্রমথগণ ব্রতপর ছিলেন । ১৫৫

অপরে কামিনঃ শস্তোঃ সুনন্দসচিবাঃ স্মৃতাঃ ।
 বিচিত্ররূপাভরণা জটাজ্যোৎস্নমণ্ডিতাঃ ॥ ১৫৬
 হরস্য তুল্যরূপেণ বিশদা বৃষভধ্বজাঃ ।
 উমাসদৃশরূপাভিঃ প্রমদাভিঃ সমাগতাঃ ॥ ১৫৭
 বিচিত্রমালাভরণা দিব্যস্ত্রগগন্ধভূষিতাঃ ।
 উমাসহায়ং ক্রীড়ন্তম্নুগচ্ছন্তি ভূষিতাঃ ॥
 শৃঙ্গারবেষাভরণা অক্ষৌ তে কোটয়ো গণাঃ ॥ ১৫৮
 অর্দ্ধনারীশ্বরশচাত্তে হ্যর্দ্ধনারীশ্বরং হরম্ ।
 ধ্যানস্থং প্রবিবেন্তস্তে তুল্যরূপা হরস্য যে ॥ ১৫৯
 উমাসহায়ো হি যদা রমতে সমুখং হরঃ ।
 অর্দ্ধনারীশরীরাস্তু দ্বারপালা ভবন্তি তে ॥ ১৬০
 আকাশমার্গে গচ্ছন্তম্নুগচ্ছন্তি নিত্যশঃ ।
 ধ্যানস্থং পরিচর্য্যন্তি সলিলাদিভিরীশ্বরম্ ॥ ১৬১
 নানাশস্ত্রধরাঃ শস্তোৰ্গণান্তে প্রমথ্যঃ স্মৃতাঃ ।
 প্রমথ্যন্তি চ যুদ্ধেযু যুদ্ধ্যমানান্ মহাবলান্ ॥ ১৬২
 তে বৈ মহাবলাঃ শূরাঃ সংখ্যায়া নবকোটয়ঃ ॥ ১৬৩
 অপরে গায়নাস্তালয়দঙ্গপণবাদিভিঃ ।
 নৃত্যন্তি বাদ্যং কুৰ্ব্বন্তি গায়ন্তি মধুরস্বরম্ ॥ ১৬৪
 নানারূপধরাস্তে বৈ সংখ্যায়া কোটয়স্তয়ঃ ।
 সততং চানুগচ্ছন্তি বিচরন্তং মহেশ্বরম্ ॥ ১৬৫

এতদ্ভিন্ন অশ্ব প্রমথগণ কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া বিষয়ে সহায় ; বিচিত্র
 আভরণে অলঙ্কৃত, জটী-অর্দ্ধ-চন্দ্রবিশিষ্ট, শিবের গায় শুভ্রবর্ণ বৃষাকৃৎ, উমার
 গায় সুন্দরী কামিনীগণ-সেবিত, বিচিত্র মালাশোভিত স্বর্ণীয় পুষ্পমালাধারী
 উমার সহিত ক্রীড়াপরায়ণ মহাদেবের অনুগামী আট কোটি প্রমথ, রমণোচিত
 বেশভূষা ধারণ করিত । ১৫৬-১৫৮

মহামনা প্রমথগণ মহাদেবের গায় অর্দ্ধ-অঙ্গে হর এবং অর্দ্ধ-অঙ্গে গৌরীর
 রূপ ধারণ করত শরীরের বামার্ধে পার্শ্বতীরূপধারী মহাদেবের অনুগমন
 করিতেন । ১৫৯

মহাদেব পার্শ্বতীর সহিত যেকালে সুখে বিলাসাদি করেন, সেইকাল
 অর্দ্ধাঙ্গে হর অর্দ্ধাঙ্গে গৌরীর রূপধারী প্রমথগণ দ্বারপাল হন । ১৬০

প্রতিদিন যেকালে মহাদেব আকাশ পথে বিচরণ করেন ; উক্ত প্রমথগণ
 সেই সময়ে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করেন । ১৬১

এবং তিনি যেকালে ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা সেই সময়ে
 জলাদি দ্বারা তাঁহার পরিচর্যা করেন । সেই প্রমথগণ নানাপ্রকার রূপ ধারণ
 করিতে পারেন । ১৬২

যে মহাবল বীর প্রমথগণ যুদ্ধভূমিতে গমন করত শত্রুবল বিদলিত করেন,
 তাঁহাদের সংখ্যা নয় কোটি । ১৬৩

গায়ক প্রমথগণ, যুদ্ধ পণব প্রভৃতির বাদ্যানুসারে মধুরস্বরে গান করত
 মহাদেবের সমীপে নৃত্য করেন । ১৬৪

সর্বৈ মায়াবিনঃ শূরাঃ সর্বৈ শাস্ত্রার্থপারগাঃ ।
 সর্বৈ সর্বত্র সর্বজ্ঞাঃ সর্বৈ সর্বজ্ঞগাঃ সদা ॥ ১৬৬
 মুহূর্তাং সর্বভুবনং গতা যান্তি পুনর্ভবম্ ।
 অগিমাণ্যষ্টকৈশ্চর্য্যায়ুক্তান্তে বৈ মহাবলাঃ ॥ ১৬৭
 অপরে রুদ্রনামানো জটচ্ছ্রাঙ্গমণ্ডিতাঃ ।
 দেবেশ্চ নিয়োগেন বর্তন্ত ত্রিদিবে সদা ॥ ১৬৮
 তেষাং সংখ্যা চৈককোটিস্তে সর্বৈ বলবন্তরাঃ ।
 কুর্বন্তি হি সদা সেবাং হরস্য সততং গণাঃ ॥ ১৬৯
 বিশ্বায়ন্তি চ পাপিষ্ঠান্ ধ্মিষ্ঠান্ পালয়ন্তি চ ।
 অনুগৃহ্ণন্তি সততং ধৃতপাশপতন্তান্ ॥ ১৭০
 বিঘ্নাংশ্চ সততং দ্বন্তি যোগিনাং প্রযতাত্মনাম্ ।
 ষট্‌ত্রিংশকোটয়শ্চৈতে হরস্য সকলা গণাঃ ॥ ১৭১
 বরাহগণনাশার্থং হিতায় জগতাং তথা ।
 শঙ্করস্যাথ সেবায়ৈ সমুৎপন্ন ইমে গণাঃ ॥ ১৭২
 বরাহস্য গণান্ দৃষ্ট্বা নরসিংহং তথা হরিম্ ।
 স্বয়ং শরভরূপঃ সন্ ধ্যায়ন্নাদং যদাকরোং ।
 তচ্ছীকরাদ্যতো জাতান্তস্তেষাং বহুরূপতা ॥ ১৭৩
 ক্রুরদৃষ্টা ক্রুরযুদ্ধৈঃ ক্রুরকৃতৈরিমান্ গণান্ ।
 বরাহস্য ঘতেতোবাং যতঃ প্রোক্তং কপাৰ্দ্দিনা ॥ ১৭৪

তিন কোটিসংখ্যক নানারূপ-ধারী সেই প্রমথগণ বিচরণপর মহাদেবের নিরন্তর পশ্চাতে গমন করেন । ১৬৫

সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ বলবান্ প্রমথগণ সকলেই মায়াবলে সকল কার্য সাধন করিতে পারেন এবং সকলেই সর্বজ্ঞ, সকলেই ইচ্ছানুরূপ সকল স্থানেই সকল সকল সময়ে যাইতে পারেন । ১৬৬

অধিক কি বলিব, অগিমাণি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্যশালী মহাবল মহাদেব-তত্ত্ব প্রমথগণ মুহূর্তকালমধ্যে ত্রিভুবন গমন করত পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিতে পারেন । ১৬৭

রুদ্রনামক অশ্ব প্রমথগণ জটা এবং অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ভূষিত হইয়া সুরেন্দ্রের আদেশে সর্বদা স্বর্গে বাস করিতেন । ১৬৮

এক কোটিসংখ্যক বলবান্ সেই প্রমথগণ নিরন্তর মহাদেবের সেবা কবিতেন । ১৬৯

যে প্রমথগণ পাপাঙ্গাগণকে নিজ মহিমায় বিশ্বায়ান্ত্রিত করত ধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলকে পরিপালন করিতেন এবং মহাদেবের ভ্রতাবলম্বী মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহকরত জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের সদাতন বিঘ্ন বিনাশ করিতেন, তাঁহারা ছত্রিশ কোটি সংখ্যক ছিলেন । ১৭০

বরাহগণের নিধন দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত এবং মহাদেবের সেবার জন্ত এই প্রমথগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ১৭১

শরভরূপী মহাদেব,—বরাহগণ, নরসিংহ এবং হরিকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তাপূর্ব্বক যে শব্দ করিয়াছিলেন, সেই শব্দ-কালে মুখ হইতে নির্গত শীকর হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি হেতু বহুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । ১৭২-১৭৩

অতন্তে ক্রুরকর্ম্মাণঃ প্রজাতাশ্চ ভয়ঙ্করাঃ ।
 ন সদা ক্রুরকর্ম্মাণি তে কুর্ব্বন্তি মহৌজসঃ ।
 দৃষ্টিমাত্রস্য তে ক্রুরাঃ ক্রুরান্তে ন তু কার্য্যতঃ ।
 কলং জলং তথা পুষ্পং পত্রং মূলং তথৈব চ ।
 নিবেদিতানি ভুঞ্জন্তি বনপর্ব্বতসানুস্থ ॥ ১৭৫
 আহৃত্যাপি চ ভুঞ্জন্তি পত্রং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ।
 ভবেত্তর্গস্য যন্তোগ্যং তন্তোগ্যাস্তে মহৌজসঃ ॥ ১৭৬
 আমিষাণি চ নাস্তি^১ ইত্যা চৈত্রচতুর্দশীম্ ।
 তত্রামিষং হরো ভুঙ্ক্তে চতুর্দশ্যাং মধো সদা ॥ ১৭৭
 ততঃ সর্ব্বৈ গণাস্তত্র ভুঞ্জন্তি পললানুপি ।
 হতে বরাহস্য গণে ভর্গমাসাদ তে গণাঃ ॥ ১৭৮
 চতুর্ভাগাঃ স্বয়ং ভূত্বা ভূতকর্ষেতি বৈ জ্ঞতঃ ।
 ভূতত্বমভবত্তেষাং চতুর্ভাগবতাং তদা ॥ ১৭৯
 বচনাং পদ্মযোনেস্ত ভূতগ্রামাস্ততো মতাঃ ।
 যো লোকবিদিতঃ পূর্ব্বং ভূতগ্রামশ্চতুর্বিধঃ ।
 যতন্তেভোহধিকো যতন্তুতগ্রামঃ স উচ্যতে ॥ ১৮০
 ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং ভূতাঃ শব্দগুণা যথা ।
 যদাহারা যদাকারা যংকৃত্যাস্তে মহৌজসঃ ॥ ১৮১

ক্রুর দর্শনে, ক্রুর যুদ্ধে এবং ক্রুর কার্য্যে বরাহগণকে হননেচ্ছু মহাদেবের
 ইচ্ছা বশত প্রমথগণ ভয়ঙ্কর এবং ক্রুরকর্ম্মা হইয়াছিল। ১৭৪

মহাবল প্রমথগণ যদিও ক্রুরকার্য্য করিত না, তথাপি তাহাদের অত্যন্ত
 ক্রুরতা প্রকাশ করিত এবং যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ক্রুরকার্য্য করিত, তাহা
 হইলে তাহাদের অত্যন্ত ক্রুরতা প্রকাশ পাইত। ১৭৫

তাহারা পর্ব্বতপ্রান্তে নিবেদিত ফল, জল, পত্র, পুষ্প এবং মূল প্রভৃতি বস্তু
 দ্রব্য ভোজন করিত। ১৭৬

এবং তাহারা ফল-পুষ্পাদি স্বয়ং আহরণ করিয়াও ভোজন করিত। মহা-
 দেবের যে কিছু দ্রব্য ভোজ্য ছিল, তাহারাও সেই সকল ভোজন করিত। ১৭৬

তাহারা চৈত্রমাসীয় চতুর্দশী ভিন্ন সকলদিনেই আমিষান্ন ভোজন করিত
 কিন্তু মহাদেব মধুমাসের চতুর্দশীতেও আমিষান্ন ভোজন করিতেন। ১৭৭

তদনন্তর বরাহগণ বিনষ্ট হইলে প্রমথগণ, সেই মহাদেবের সহিত মাংস-
 ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। ১৭৮

তাহারা স্বয়ং চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া অতীতকার্য্য সকল কীর্্ত্তন করিয়া-
 ছিলেন। এই জন্ত ব্রহ্মার বাক্যে ভূতগ্রাম সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন। ১৭৯

লোকে পূর্ব্বের চারিপ্রকার ভূতগ্রাম জানিত। ইহারাই ভূতগ্রামপদের
 অধিকারী হইল। ১৮০

মহাদেবের ভূতগণের যে প্রকার আহার, যে প্রকার অবয়ব, যেক্রপ কার্য্য ;
 তাহা তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ১৮১

য ইদং শৃণুয়াম্নিত্যামাখ্যানং মহদভূতম্ ।

স দীর্ঘায়ুঃ সদোৎসাহী যোগযুক্তশ্চ জায়তে ॥ ১৮২

ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩০

একত্রিংশোধ্যায়ঃ

ঋষয়ঃ উচুঃ—

কথং যজ্ঞবরাহস্য দেহো যজ্ঞরূপাপ্তবান্ ।

ত্রৈতাড়মগমন্ পুত্রা বরাহস্য কথং ত্রয়ঃ ॥ ১

অকালিকোহয়ং প্রলয়ঃ কস্মাস্তগবতা কৃতঃ ।

জনক্ষয়ো মহাঘোরো বরাহেন মহাঘ্ননা ॥ ২

কথং বা মৎস্যরূপেণ বেদান্তাতাশ্চ শার্ঙ্গিশা ।

কথং পুনরভূৎ সৃষ্টিঃ কেন চোৰ্ব্বী সমুদ্ভূতা ॥ ৩

ঈশ্বরঃ শারভং কায়ং ত্যজ্জবান্ বা কথং গুরো ।

কীদৃক্ প্রবৃত্তং তদেহং তন্নো বদ মহামতে ॥ ৪

এতেষাং দ্বিজশার্দূল ভবান্ প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ।

তন্নোহন্য শ্রোতৃমাণানাং কথনয় মহামতে ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং দ্বিজশার্দূলা যৎপৃচ্ছোহহমিহাভূতম্ ।

শৃণুত্ববহিতাঃ সর্বৈ সর্ববেদফলপ্রদম্ ॥ ৬

যে ব্যক্তি সাংখ্য-যোগান্তর্গত এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিবে, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া নিরন্তর উৎসাহপূর্বক যোগবিদ্যায় বিজ্ঞ হইবে । ১৮২

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায়

বরাহের যজ্ঞরূপত্ব কীর্তন

ঋষিগণ বলিলেন, যজ্ঞবরাহের দেহ কি প্রকারে যজ্ঞরূপ হইল ? এবং সূর্য্যাদি বরাহ-পুত্রত্রয় কি প্রকারে অগ্নিরূপ হইলেন ? ১

ভগবান্, মহাঘ্না বরাহ দ্বারা কি নিমিত্ত অকালে ভয়ঙ্কর জন-ক্ষয়-কর প্রলয় করাইলেন ? ২

শার্ঙ্গর্ধ্বা মৎস্যরূপধারণ করিয়া কি নিমিত্ত বেদ সকল রক্ষা করিলেন ? কি প্রকারে পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি হইল ? ৩

কোন মহাঘ্না পাতাল-মগ্না ধরাকে উদ্ধার করিলেন ? হে গুরো ! মহাদেব শরভদেহ কি প্রকারে ত্যাগ করিলেন ? এবং তিনি দেহ ত্যাগ করিলে সেই দেহ কিরূপে পরিণত হইল ? ৪

মহাঘ্ন ! এই সকল বিষয় আমাদের কাছে বলুন । হে দ্বিজবর ! আপনি

যজ্ঞেযু দেবাস্তৃষ্ণান্তি যজ্ঞে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 যজ্ঞেন দ্বিস্বতে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ ॥ ৭
 অগ্নেন ভূতা জীবন্তি পৰ্জ্জয়াদগ্নসম্ভবঃ ।
 পৰ্জ্জন্তো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্বং যজ্ঞময়ং ততঃ ॥ ৮
 স যজ্ঞোহভূদব্রাহ্মণ্য কায়াচ্ছত্ৰুবিদারিতাং ।
 যথাহং কথয়ে তদ্বঃ শৃণুত্ববহিতা দ্বিজাঃ ॥ ৯
 বিদারিতে বরাহস্য কায়ে ভগ্নেণ তৎক্ষণাৎ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা দেবাঃ সৰ্বৈশ্চ প্রমথৈঃ সহ ॥ ১০
 নিন্যূজলাং সমুদ্ভূত্যা তচ্ছরীরং নভঃ প্রতি ।
 তদ্বিভিদুঃ শরীরং তে বিষ্ণোশ্চক্রেণ খণ্ডশঃ ॥ ১১
 তস্মাক্সসন্ধয়ো যজ্ঞা জাতাশ্চ বৈ পৃথক্ পৃথক্ ।
 যস্মাদঙ্গাচ্চ যে জাতাস্তচ্ছত্ৰম্ মহর্ষয়ঃ ॥ ১২
 জনাসাসন্ধিতো জাতো জ্যোতিষ্যৈশ্চৈব মহাধ্বরঃ ।
 হনুশ্রবণসন্ধ্যোস্ত বহ্নিফৌমো ব্যজায়ত ॥ ১৩
 চক্ষুর্ভ্রুবোঃ সন্ধিনা তু ব্রাত্যফৌমো ব্যজায়ত ।
 জাতং পৌনর্ভবফৌমস্তস্য পোত্রৌষ্ঠসন্ধিতঃ ॥ ১৪
 বৃদ্ধফৌমবৃহৎফৌমো জিহ্বামূলদজায়তাম্ ।
 অতিরাত্রং সর্বৈরাজমণোজিহ্বাস্তরাদভূৎ ॥ ১৫

এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন । অতএব হে মহামতে ! আমরা শ্রবণোৎসুক হইয়াছি ; অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা যে সকল বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিলে, সাবধান হইয়া সর্ববেদ-ফলদায়ী তাহার উত্তর শ্রবণ কর । ৬

যজ্ঞ-দ্বারা দেবগণ তুষ্ট হন, যজ্ঞই সকলের প্রতিষ্ঠাপক ; যজ্ঞ ধরণীকে ধারণ করিয়াছেন । যজ্ঞই প্রজাগণকে পাপরাশি হইতে উদ্ধার করেন । ৭

অগ্নি হেতু জীবগণ জীবনধারণ করিতেছে, পৰ্জ্জয় হইতে সেই অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, পৰ্জ্জয় পুনরায় যজ্ঞ বলে জন্মিতেছে । ৮

অতএব সকল জগৎ যজ্ঞময় ; মহাদেব কর্তৃক বিদারিত বরাহদেবের দেহ হইতে সেই যজ্ঞ যে প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছি । হে দ্বিজগণ সাবধানে শ্রবণ কর । ৯

শরভ কর্তৃক বরাহদেহ বিদারিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং প্রমথগণের সহিত মহাদেব জল হইতে সেই দেহকে গ্রহণ করত আকাশে গমন করিলেন । ১০

বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই দেহ ছেদন করিলেন । ১১

যেহেতু সেই দেহের সন্ধিভাগ সকল পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞ হইল, তাহার কারণ শ্রবণ কর । ১২

ক্রম্বয় এবং নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্যোমনামক মহাযজ্ঞ হইল ; কপোলদেশের উচ্চ স্থান হইতে কণ্ঠ-মূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্নিফৌম যজ্ঞ হইল । ১৩

চক্ষু এবং ক্রম্বয়ের সন্ধিভাগ ব্রাত্যশ্তোম যজ্ঞরূপে পরিণত হইল ; মুখাঙ্গ এবং ওষ্ঠের সন্ধিভাগ পৌনর্ভবশ্তোম যজ্ঞ হইল । ১৪

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ ।
 হোমো দৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥ ১৬
 স্নানং তর্পণপর্যন্তং নিত্যযজ্ঞাশ্চ সর্বশঃ ।
 কঠসন্ধেঃ সমুৎপন্নো জিহ্বাতো বিষয়স্তথা ॥ ১৭
 বাজিমেষমহামেষো নরমেষস্তথৈব চ ।
 প্রাণিহিংসাকরো যেহণ্ডে তে জাতাঃ পাদসন্ধিতঃ ॥ ১৮
 রাজসূয়োহর্থকারী চ বাজপেয়স্তথৈব চ ।
 পৃষ্ঠসন্ধৌ সমুৎপন্নো গ্রহযজ্ঞাস্তথৈব চ ॥ ১৯
 প্রতিষ্ঠোৎসর্গযজ্ঞাশ্চ দানশ্রাদ্ধাদয়স্তথা ।
 হ্রৎসন্ধিতঃ সমুৎপন্নাঃ সাবিজ্রীযজ্ঞ এব চ ॥ ২০
 সর্বৈ সাংস্কারিকা যজ্ঞাঃ প্রায়শ্চিত্তকরাশ্চ যে ।
 তে মেতু সন্ধিতো জাতা যজ্ঞাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১
 বক্ষঃসত্রং সর্পসত্রং সর্বকৈবাবিচারিকম্ ।
 গোমেষো বৃক্ষযাগশ্চ খুরেভ্যো হৃভবন্নিমে ॥ ২২
 মায়েষ্টিঃ পরমেষ্টিশ্চ গীষ্পতির্ভোগসম্ভবঃ ।
 লাক্সলসন্ধৌ সঞ্জাতা অগ্নীষোমস্তথৈব চ^১ ॥ ২৩
 নৈমিত্তিকাশ্চ যে যজ্ঞাঃ সংক্রান্ত্যাদৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 লাক্সলসন্ধৌ তে জাতাস্তথা দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥ ২৪

জিহ্বামূলীয় সন্ধিভাগ বৃদ্ধস্তোম এবং বৃহৎস্তোম নামক যজ্ঞদ্বয় হইল ।
 জিহ্বাদেশের অধোদেশ হইতে অতিরাত্র এবং বৈরাজযজ্ঞ হইল । ১৫

বেদাধ্যাপনই বৈদিক যজ্ঞ ; পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণই পৈতৃক-যজ্ঞ, দেবো-
 দ্দেশে হোমাদি করা দৈব-যজ্ঞ ; ছাগাদির বলিদান ভৌতিক-যজ্ঞ ; মনুষ্যগণের
 অতিথির অভ্যর্থনাই নৃযজ্ঞ । ১৬

প্রতিদিন স্নান তর্পণ নিত্য-যজ্ঞ । যজ্ঞবরাহের কঠসন্ধি এবং জিহ্বা হইতে
 এই সমস্ত যজ্ঞ ও বিধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৭

অশ্বমেষ মহামেষ এবং নবমেষ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে,
 হিংসাপ্রবর্তক সেই যজ্ঞসকল—চরণ-সন্ধি হইতে জন্মিয়াছিল । ১৮

রাজসূয়, অর্থকারী বাজপেয় এবং গ্রহযজ্ঞ-সকল পৃষ্ঠসন্ধি হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছিল । ১৯

প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান শ্রাদ্ধ এবং সাবিজ্রী প্রভৃতি যজ্ঞ—হ্রদয়সন্ধি হইতে
 উৎপন্ন হইয়াছিল । ২০

উপনয়নাদি সংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্তবিধায়ক যজ্ঞ সকল যজ্ঞরূপী
 বরাহদেবের মেতু-সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ২১

বাক্সযজ্ঞ, সর্পযজ্ঞ, সকল প্রকার অভিচারযজ্ঞ, গোমেষ এবং বৃক্ষ-জাপ
 প্রভৃতি যজ্ঞ খুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ২২

মায়েষ্টি, পরমেষ্টি, গীষ্পতি ; ভোগজ এবং অগ্নীষোম-যজ্ঞ লাক্সল হইতে
 এবং সংক্রমণাদি কৃত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞ এবং দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ লাক্সলসন্ধি হইতে
 উৎপন্ন হইয়াছিল । ২৩-২৪

১। লাক্সলসন্ধৌ অগ্নীষোমঃ অগ্নিষ্টোমস্তথৈব চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

তীর্থপ্রয়োগমাতোচং যজ্ঞঃ সঙ্কর্যণন্তথা ।
 অর্কমাত্বর্কবর্গশ্চৈব নাড়ীসন্ধেঃ সমুদগতাঃ ॥ ২৫
 ঋচোৎকর্ষঃ ক্ষেত্রযজ্ঞাঃ^১ পঞ্চমার্গাতিষোজনঃ ।
 লিঙ্গসংস্থানহেরষযজ্ঞা জাতাশ্চ জানুনি ॥ ২৬
 এবমষ্টাধিকং জাতং সহস্রং দ্বিজসন্তমাঃ ।
 যজ্ঞানাং সততং লোকা যৈর্ভাবান্তেহধুনাপি চ ॥ ২৭
 ঋগশ্চ পোত্রেণ সজ্জাতা নাসিকায়ঃ ঋবোহভবৎ ।
 অন্তে ঋকৃঋবভেদা যে তে জাতাঃ পোত্রনাসয়োঃ ॥ ২৮
 গ্রীবাভাগেণ তস্মাভূৎ প্রাগ্বংশো মুনিসন্তমাঃ ।
 ইষ্টাপূর্ত্তিযজুর্জ্ঞানো জাতাঃ শ্রবণরক্ততঃ ॥ ২৯
 দংষ্ট্রাভ্যো হৃদবন্ যুগাঃ কুশা রোমাণি চাভবন্ ।
 উপলাভা চ তথাস্থয্যাহোতা শামিত্রমেব চ ॥ ৩০
 অগ্রদক্ষিণবামাঙ্গ-পশ্চাৎপাদেব সঙ্গতাঃ ॥ ৩১
 পুরোভাশাঃ সচরবো জাতা মস্তিষ্কসঙ্কয়াৎ ।
 কসূর্নেত্রদ্বয়াজ্জাতা যজ্ঞকেতুন্তথা খুরাৎ ॥ ৩২
 মধ্যভাগোহভবদ্বদী মেট্রাৎ কুণ্ডমজায়ত ।
 রেতোভাগান্তথৈবাজ্যং স্বধামন্ত্রাঃ^২ সমুদগতাঃ ॥ ৩৩
 যজ্ঞালয়ঃ পৃষ্ঠভাগাঙ্কংপদ্যাদযজ্ঞ এব চ ।
 তদাত্মা যজ্ঞপুরুষো মুজ্জাঃ কক্ষাৎ সমুদগতাঃ ॥ ৩৪

তীর্থ-প্রয়োগ, মাস-সঙ্কর্যণ, আর্ক এবং আত্বর্ক নামক যজ্ঞ নাড়ীসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ২৫

ঋচোৎকর্ষ ক্ষেত্রযজ্ঞ, পঞ্চমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরষনামক যজ্ঞ জানুদেশ হইতে জন্মিয়াছিল । ২৬

হে দ্বিজবরগণ ! এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল, অত্যাপি এই যজ্ঞগণই প্রজা সকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছেন । ২৭
 যজ্ঞ-বরাহের পোত্র (মুখের অগ্রভাগ) হইতে ঋকৃ এবং নাসিকা হইতে ঋব উৎপন্ন হইল । অগ্ন প্রকার ঋকৃ ঋব যথাক্রমে পোত্র এবং নাসিকা হইতে হইল । ২৮

হে মুনিসন্তম ! তাঁহার গ্রীবদেশ হইতে প্রাগ্বংশ (হোমগৃহের পূর্বভাগস্থ গৃহ) হইয়াছিল । কর্ণরক্ত হইতে ইষ্টাপূর্ত্ত, যজুর্ধর্ম প্রভৃতি জন্মিল । ২৯

দন্তসকল হইতে যুগ এবং রোম হইতে কুশ উৎপন্ন হইল । অধ্বযুর্গ, হোতা, কার্ত্ত—তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ দক্ষিণ বামপাদ হইতে জন্মিল । ৩০-৩১

পুরোভাশ এবং চর মস্তিষ্ক হইতে এবং নেত্রদ্বয় হইতে করীষ-প্রদীপ্ত-অগ্নির এবং খুর হইতে যজ্ঞকেতুর উৎপত্তি হইল । ৩২

মধ্যদেশ হইতে যজ্ঞবেদী এবং মেট্র হইতে যজ্ঞকুণ্ড হইল । শুক্রধারায় আজ্ঞা এবং যজ্ঞবরাহের কাম হইতে মন্ত্র সকল উৎপন্ন হইল । ৩৩

পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং হ্রৎপদ্য হইতে যজ্ঞ জন্মিল । এবং তাঁহার আত্মা যজ্ঞপুরুষ হইলেন । তাঁহার কক্ষ হইতে মুজ্জার উৎপত্তি হইল । ৩৪

১ । পঞ্চমার্গা.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

২ । স্বধান্ মন্ত্রাঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবং স্বাবন্তি যজ্ঞানাং ভাণ্ডানি চ হবীংষি চ ।
 তানি যজ্ঞবরাহস্য শরীরাদেব চাভবন্ ॥ ৩৫
 এবং যজ্ঞবরাহস্য শরীরং যজ্ঞতাম্রগাং ।
 যজ্ঞরূপেণ সকলমাপ্যায়িতুমিদং জগৎ ॥ ৩৬
 এবং বিধায় যজ্ঞস্ত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
 সুব্রতং কনকং ঘোরমাসেদুর্য়জ্ঞতং পরাঃ^১ ॥ ৩৭
 ততশ্চেমাং শরীরানি পিত্তীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্ ।
 ত্রিদেবান্নিশরীরানি ব্যধমম্মুখবায়ুভিঃ ॥ ৩৮
 সব্রতস্য শরীরস্ত ব্যধমম্মুখবায়ুনা ।
 স্বয়মেব জগৎপ্রচ্যো দক্ষিণাগ্নিস্ততোহভবৎ ॥ ৩৯
 কনকস্য শরীরস্ত ধ্বাপয়ামাস কেশবঃ ।
 ততোহভুদগার্হপত্যগ্নিঃ পঞ্চবৈতানভোজনঃ ॥ ৪০
 ঘোরস্য তু বপুঃ শজ্জগার্হপয়ামাস বৈ স্বয়ম্ ।
 তত আহবনীয়োহগ্নিস্তৎকৃণাৎ সমজায়ত ॥ ৪১
 ঐতিহাসিকজগদ্রূপং ত্রিমূলং সকলং জগৎ ।
 এতদ্ যজ্ঞ ত্রয়ং নিত্যং তিষ্ঠতি দ্বিজসন্তমঃ ।
 সমস্তা দেবতাস্তত্র বসন্ত্যনুচরৈঃ^২ সহ ॥ ৪২
 এতস্তদ্রূপদং নিত্যমেতদেব ত্রয়াশ্বকম্ ।
 এতস্ত্রয়াবিধিস্থানমেতৎ পুণ্যকরং পরম্ ॥ ৪৩

এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে ভাণ্ড হবি প্রভৃতি যজ্ঞীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইল । ৩৫

যজ্ঞরূপে সর্বজগৎ আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত যজ্ঞ-বরাহের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল । ৩৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই প্রকারে যজ্ঞ সৃষ্টি করত সুব্রত কনক এবং ঘোরের নিকট যত্নপূর্বক আগমন করিলেন । ৩৭

তদনন্তর দেবত্রয় সুব্রতাদির দেহত্রয়কে একত্র করিয়া মুখবায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন । ৩৮

ব্রহ্মা সুব্রতের দেহে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাগ্নিও উৎপত্তি হইল । ৩৯

কেশব কনকের শরীর মুখবায়ুদ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে পঞ্চ-বৈতান-ভোজী গার্হপত্য অগ্নি উৎপন্ন হইলেন । ৪০

এই প্রকার মহাদেব, ঘোরের দেহ, মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আহবনীর অগ্নির উৎপত্তি হইল । ৪১

ত্রিজগদ্রূপী এই অগ্নিঃত্রয়ই ত্রিভুবনের মূলভূত কারণ কারণ । হে দ্বিজগণ ! এই অগ্নিঃত্রয় প্রতিদিন যেখানে অবস্থান করেন, সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অনুচরের সহিত সেই স্থানে বাস করেন । ৪২

এই অগ্নিঃত্রয়ই কল্যাণসমূহের আধার এবং ইহারাই দেবতা-রূপ । এই অগ্নিঃত্রয়ই স্নান-বিধিঃরূপ এবং পরম পুণ্যশ্রবক । ৪৩

১। বহুতং পরাঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। বসন্ত্যনুচরৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যস্মিন্ জনপদে চৈতে হুয়ন্তে বহুয়ন্তয়ঃ ।
 তস্মিন্ জনপদে নিত্যং চতুৰ্ভগো বিবৰ্দ্ধতে ॥ ৪৪
 এতন্মহঃ কথিতং সৰ্বং যৎপুৰ্ব্বোহং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 যথা যজ্ঞবরাহস্য দেহো যজ্ঞভূমাণুবান্ ।
 যথা চ তস্য পুত্রাণাং দেহতো বহুস্রোহিভবন্ ॥ ৪৫
 ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আকালিকোহয়ং প্রলয়ো যতো ভগবতা কৃতঃ ।
 তচ্ছ্রুন্ত মহাভাগা বারাহং লোকসঙ্কয়ম্ ॥ ১
 যথা বা মৎস্যরূপেণ বেদান্ত্রাতাশ্চ শাস্তিণা ।
 তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২
 পুরা মহামুনিঃ সিদ্ধঃ কপিলো বিশ্বরীশ্বরঃ ।
 সাক্ষাৎ স্বয়ং হরির্যোহসৌ সিদ্ধানামুত্তমো মুনিঃ ॥ ৩
 ধ্যায়তঃ সিদ্ধমিত্যেবং সৰ্বং জগদিদং স্বতঃ^১ ।
 যতো জাতো হরেঃ কায়াং কপিলন্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৪

যে দেশে এই অগ্নিত্রয় মন্ত্রাদি দ্বারা আহুত হন, সেই দেশে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষস্বরূপ চতুৰ্ভগ বিরাজ করেন । ৪৪

হে দ্বিজগণ ! তোমাদের প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদান করিলাম । ৪৫
 যেরূপে যজ্ঞ-বরাহদেহ যজ্ঞ-স্বরূপ হইল এবং তাঁহার পুত্ররূপ অগ্নিস্বরূপ হইলেন, এই সকল তোমাদের প্রশ্ন অনুসারে উত্তর করিলাম । ৪৬

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মনু-কপিল-সংবাদ—প্রলয় কীর্তন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহাঋগণ ! ভগবান্ বরাহদেহ-দ্বারা অকালে সর্বজনক্ষয়কারী প্রলয় করিলেন কেন, তাহা শ্রবণ কর । ১

ভগবান্, মৎস্যরূপ ধারণ করত বেদ সকল রক্ষা করিলেন, মহাপাপনাশী সেই বৃন্তান্ত বলিব । ২

পূর্বের সিদ্ধ ঈশ্বর বিশ্ব মহামুনি কপিল সাক্ষাৎ হরির স্বরূপ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান । ৩

ভগবান্, জগতে এক সিদ্ধ পুত্রের উৎপত্তি ইচ্ছা করিলে তাঁহার দেহ হইতে সিদ্ধ কপিল উৎপন্ন হন । ৪

১।জগদ্বিত্তি প্রত্যম্ ।

ততো.....তেন স্মৃতঃ ॥ ইতি পাঠান্তরম্ ।

স একদা পুরা ভূতা মনোঃ স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে ।
স্বায়ত্ত্ববং মনুং বাক্যং মুনিবর্যোহব্রবীদিদম্ ॥ ৫

কপিল উবাচ—

স্বায়ত্ত্বব মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরূপ মহামতে ।
মমৈবমীপ্সিতার্থং ত্বং দেহি প্রার্থয়তোহধুনা ॥ ৬
জগৎ সর্বং তবৈবেদং ত্বয়া চ পরিপালিতম্ ।
ত্বয়া সর্বং জগৎ সৃষ্টিং^১ ত্বমেব জগতাং পতিঃ ॥ ৭
স্বর্গে পৃথিব্যাং পাতালে দেবমানুষজন্তুশ্চ ।
ত্বং প্রভুর্বরদো গোপ্তা ত্বমেবৈকঃ সনাতনঃ ॥ ৮
ত্বং বৈ ধাতা বিধাতা চ ত্বং হি সর্বৈশ্বরেশ্বরঃ ।
ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতং সর্বং সত্যতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৯
তপস্বতো ভক্ত সমং প্রতিভাষতি সোহনুগম্^২ ।
কার্য্যাকারণতত্ত্বৌষ-সহিতানি জগন্তি বৈ ॥ ১০
তন্মে দেহি রহঃ স্থানং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ।
পুণ্যং পাপহরং রমাং জ্ঞানপ্রভবমুত্তমম্ ॥ ১১
অহং হি সর্বভূতানাং ভূতা প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ।
উদ্ধারিষ্যে জগজ্জাতং নির্মায় জ্ঞানদীপিকাম্ ॥ ১২
অজ্ঞানসাগরে মগ্নমধুনা সকলং জগৎ ।
জ্ঞানপ্লবং প্রদায়াহং তারয়িষ্যে জগজ্জয়ম্ ॥ ১৩

মহামুনি কপিল একদিন স্বায়ত্ত্বব মহন্তরে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ত্ত্বব মনুকে বলিয়াছিলেন । ৫

কপিল বলিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র মহামতে মনুশ্রেষ্ঠ স্বায়ত্ত্বব ! তোমার নিকট আমি একটি বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থিত বিষয় সম্প্রদান কর । ৬
তুমি এই সকল জগৎ সৃষ্টি করত পরিপালন করিতেছ, অতএব তুমি জগতের পতি । ৭

স্বর্গ-মর্ত্য এবং পাতালবাসী দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সকল জন্তুর তুমিই প্রভু, বর-দাতা এবং সর্বকালীন রক্ষক । ৮

তুমি ধাতা বিধাতা এবং সর্বৈশ্বরেশ্বর ; তোমাতেই নিরন্তর সকল ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ৯

যেস্থানে তপস্যা করিলে কার্য্য এবং কারণের সহিত ত্রিজগৎপ্রপঞ্চ আমার নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে । ১০

নির্জন ত্রিভুবনেও দুর্লভ পাপনাশক পবিত্র এবং শুদ্ধজ্ঞানের স্মৃতিকারক এতাদৃশ কোন স্থান আমাকে নির্দেশ করিয়া দাও । ১১

আমি সর্বভূতের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হইয়া জ্ঞানরূপ দীপালোকে জগজ্জনকে উদ্ধার করিব । ১২

অজ্ঞানরূপ জলনিধিতে নিমগ্ন ত্রিভুবনবাসি-জনগণকে জ্ঞানরূপ প্লব আশ্রয় কবাইয়া উদ্ধার করিব । ১৩

১। জগদ্ ব্যাপ্তং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। তপস্বতো ভব সমঃ প্রতিভাষন্তি সোহনুগম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

এতস্মিন্মাং ভবান্ সম্যগুপপন্নমিহেচ্ছতি ।
 তন্নো নাথশ্চ পূজ্যশ্চ পালকশ্চ জগৎপ্রভো ॥ ১৪
 ইত্যেবমুক্তঃ স মনুঃ কপিলেন মহাত্মনা ।
 প্রত্যুবাচ মহাত্মানং কপিলং সংশিতব্রতম্ ॥ ১৫

মনুরূবাচ—

যদি ত্বয়াখিলজগদ্বিত্তার্থং জ্ঞানদীপিকাম্ ।
 চিকীর্ষুণা যতঃ কার্য্যং কিং স্থানার্থনয়া তব^১ ॥ ১৬
 হিরণ্যগর্ভঃ সূমহং তপস্তপে পুরাত্নতম্ ।
 স মে যযাচে তপসে স্থানং কশ্মৈ ন চ দ্বিজ^২ ॥ ১৭
 শম্ভুঃ সন্তোগরহিতো দেবমানেন বৎসরান্ ।
 অমৃতানি তপস্তপে সোহপি স্থানং ন চৈক্ষত ॥ ১৮
 দেবেন্দ্রো বীতিহোত্রশ্চ শমনো রক্ষসাং পতিঃ ।
 যাদঃপতির্মাতরিশ্চা ধনাধ্যক্ষস্তথৈব চ ॥ ১৯
 এতে তেপুস্তপন্তীৰং দিক্‌পালত্বমভীশ্ববঃ ।
 স্থানং ন মার্গয়ামাসুঃ কিঞ্চনাপি মহামুনে^৩ ॥ ২০
 দেবাগারাণি তীর্থানি ক্ষেত্রানি সরিতস্তথা ।
 বহুনি পুণ্যভাণ্ডা তিষ্ঠন্তি কপিল ক্ষিতৌ ॥ ২১
 তেষামেকতমং ত্বং চেদাসাদ কুরুষে তপঃ^৪ ।
 স্থানং ব্রহ্মংস্তপঃসিদ্ধির্ন ভবিষ্যতি তত্র কিম্ ॥ ২২

হে জগদীশ্বর । তুমি আমাদের নাথ পূজা এবং পালক, অতএব এই বিষয় উপপাদনের যুক্তি বল । ১৪

স্বয়ম্ভুব মনু এই প্রকার মহাত্মা কপিলের বাক্য শ্রবণ করত নিয়ন্তাত্মা ব্রতাবলম্বী কপিলকে এই বাক্য বলিলেন । ১৫

মনু বলিলেন,—যদ্যপি তুমি জ্ঞানদীপ নির্মাণ করত জগতের হিতকামনায় তপস্য^১ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা হইলে স্থানের কি প্রয়োজন ? ১৬

হে দ্বিজ ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা অত্যাশ্চর্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমার নিকট বা অশ্ব কাহারও নিকট স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই । ১৭

মহাদেব বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈবপরিমাণে দশ সহস্র বৎসরকাল পর্য্যন্ত তপস্য^২ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্থান অভিলাষ করেন নাই । ১৮

হে মহামুনে ! দেবেন্দ্র, অগ্নি, শমন, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ইহারা দিক্‌পাল হইবার নিমিত্ত ঝটৌর তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও স্থানার্থে কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন নাই । ১৯-২০

হে কপিল ! এই বিস্তৃত ধরামণ্ডলে দেবগৃহ, তীর্থক্ষেত্র, নদী এবং অনেক অনেক মহাত্ম্যাব্রিত স্থান আছে । ২১

তাহার মধ্যে মনোমত কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিলে তপস্যা কি সিদ্ধ হইবে না ? ২২

১। চিকীর্ষুণা তপঃ—.....মম । ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। সমাযযাচ তপসে স্থানং কশ্মৈচনং দ্বিজ । ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। স্থানে সমাদয়ামাসুঃ গুরুন চাপি মহাত্মনে ।

৪। তেষামেকতমং তস্যাং আসাদ কুরুতাং তপঃ ।

মতঃ স্থানার্থনা ভাবং কেবলং তে বিকথনম্ ।
অয়ং বিকথনো বর্ষো যুজ্যাতে ন তপস্বিনাম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচন্তস্য মনোঃ স্বায়ত্ববশ্য তু ।
চূকোপ কপিলঃ সিদ্ধঃ প্রোবাচ চ তদা মূমু ॥ ২৪

কপিল উবাচ—

ভূমি বিশ্রান্তমাধায় তপসঃ সিদ্ধয়েহচিরাং ।
স্থানং ময়া প্রার্থিতং তে তন্ম্যাং ক্ষিপসি হেতুভিঃ ॥ ২৫
অনেনাত্যাগ্রবচসা তবৈবাহং ন চক্ষমে ।
স্বয়ং ত্রিভুবনাধ্যক্ষ ইতি তে গর্ব্ব সৈদৃশঃ ॥ ২৬
অক্ষম্যং তে বচো মেহদ্য প্রার্থানাম্যাং বিকথনম্ ।
যত্নং বদসি তস্য ত্বং ফলমেতদবাপ্নুহি ॥ ২৭
ইদং ত্রিভুবনং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ।
হতপ্রহতাবিধ্বস্তমচিরেণ ভবিষ্যতি ॥ ২৮
যেনৈয়মুচ্ছ্রুতা পৃথ্বী যেন বা স্থাপিতা পুনঃ ।
যো বাস্তু্য অন্নকর্ত্তা স্যাদযো বাস্তু্যঃ পরিরক্ষকঃ ॥ ২৯
ত এব সর্ব্বৈ হিংসন্ত সকলং সচরাচরম্ ।
নচিরাদ্দক্ষ্যসি মনো জলপূর্ণং জগত্রঃম্ ।
হতপ্রহতাবিধ্বস্তং তব গর্ব্ববিশাতনম্ ॥ ৩০
এবমুক্ত্বা মুনীন্দ্রোহসৌ কপিলস্তপসাং নিধিঃ ।
অন্তর্দধে জগামাপি তদা ব্রহ্মসদো মুনিঃ ॥ ৩১

আমার নিকট স্থান প্রার্থনা করা কেবল তোমার আত্মশ্লাঘা সূচনা করা মাত্র ; তপস্বিগণের আত্মশ্লাঘা করা একান্ত অনুচিত । ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিবেন ;—সিদ্ধপ্রধান কপিল স্বায়ত্বব মনুর এই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমার জগতে আধিপত্য দেখিয়া তপস্যার নিমিত্ত মনোমত স্থান প্রার্থনা করায় তুমি আমার অবমাননা করিলে এই নিষ্ঠুর বাক্যে বোধ হইতেছে, তুমি ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়া গব্বিত হইয়াছ । ২৪—২৬

তোমার নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়া আমি আত্মশ্লাঘী হইয়াছি, অদ্য এই প্রকার অসহ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি না, শীঘ্রই নিজ দুষ্কর্মের ফল অনুভব করিবে । ২৭

দেব, দানব এবং মানব প্রভৃতির সহিত এই ত্রিভুবন শীঘ্রই নষ্ট, বিনষ্ট এবং বিধ্বস্ত হইবে । ২৮

যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি পৃথিবী স্থাপন করিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবী নাশ করিবেন এবং যিনি পালন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই স্বাবর-জঙ্গমের সহিত এই জগৎ নাশ করুন । ২৯

হে স্বায়ত্বব । শীঘ্রই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালায়ক হতপ্রহত বিধ্বস্ত দেব গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্যপূর্ণ ত্রিজগৎকে জলময় দর্শন করিবে । ৩০

মুনীন্দ্রোষ্ঠ তপোনিধি কপিল, এই বাক্য বলিয়া সেই স্থান হইতে পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন । ৩১

কপিলস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষমবদনো মনুঃ ।
 ভাবীতি প্রতিপদ্যাত্ মনুনোবাচ কিঞ্চন ॥ ৩২
 ততঃ স্বায়ত্ত্ববো ধীমাংস্তপসে ধৃতমানসঃ ।
 হিতায় সর্বজগতাং দিদৃক্ষুর্গুরুধ্বজম্ ॥ ৩৩
 বিশালাং বদরীং যাতো গঙ্গাধারান্তিকং শলু ॥ ৩৪
 তত্র গতা জগদ্ধৰ্ত্তা মনুঃ স্বায়ত্ত্ববঃ স্বয়ম্ ।
 দদর্শ বদরীং তত্র পুণ্যং পাপপ্রণালিনীম্ ॥ ৩৫
 সদা ফলবতীং নিত্যং মৃদুশাদ্রমজ্বরীম্ ।
 সুচ্ছায়াং মসৃণাং শীর্ণশুষ্কপত্রবিবর্জিতাম্ ॥ ৩৬
 গঙ্গাতোয়োঘসংসিক্ত-শিখামূলান্তরাখিলাম্ ।
 উপাস্যমানাং সততং নানামুনিতপোধনৈঃ ॥ ৩৭
 তং স্থানং সর্বতো ভদ্রং নানাভূষণগন্যম্ ।
 ফুল্লারবিন্দসলিলং রমণীয়ং বৃষপ্রদম্ ॥ ৩৮
 প্রবিষ্টা তপসে যত্নমকরোল্লোকভাবনঃ ।
 স ভূতান্যতাহারঃ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩৯
 আরাধ্যামাস হরিং জগৎকারণকারণম্ ।
 সর্বেষাং জগতাং নাথং নীলমেঘাজনপ্রভম্ ॥ ৪০
 শঙ্খচক্রগদাপদা-ধরং কমললোচনম্ ।
 পীতাম্বরধরং দেবং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ॥ ৪১
 জগন্ময়ং লোকনাথং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণম্ ।
 জগদ্বীজং সহস্রাক্ষং সহস্রশিরসং প্রভুম্ ॥ ৪২

মনু, কপিল মুনির কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষমবদনে ভবিষ্যত্কার বলবত্তা বিবেচনায় মহর্ষি কপিলকে আর কিছু বলিলেন না । ৩২

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ স্বায়ত্ত্বব মনু, জগৎহিতের নিমিত্ত গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের দর্শনাকাজ্ঞায় তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । ৩৩

যে স্থান হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা বহির্গত হইয়াছেন, জগৎকর্ত্তা স্বায়ত্ত্বব মনু, বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন । মনু সেই স্থানে গমন করত পুণ্য পাপনাশিনী সর্বকালীন-ফল-শালিনী কোমল এবং সরস-মজ্বরী-সমন্বিতা শীতলচ্ছায়া দ্বারা সন্তাপ-নিবারিণী শুষ্কপত্র-রহিতা বদরিকা দর্শন করিলেন । ৩৪-৩৬

বদরিকার শাখাগ্র এবং মূল প্রভৃতি অবয়ব গঙ্গার প্রবাহে সিক্ত হইতেছে । নানাপ্রকারে মুনি-ঋষিগণ আগমন করত তথায় ভীহার তপস্যা করিতেছেন । ৩৭

সেই স্থান সকল প্রকারে মঙ্গলজনক নানাপ্রকার মৃগগণ ইচ্ছামত সুখে ক্রীড়া করিতেছে । সরোবর সকল, প্রফুল্ল-কমল-সমূহের শোভায় উপশোভিত হইয়াছে, রমণীয় সেই সরোবর দীপ্তিপরিসূর্ণ হইয়াছিল । ৩৮

লোকভাবন মনু, পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া নিয়তাহারে সেই স্থানে তপস্যা করিতে যত্ন করিলেন । ৩৯

মনু জগতের কারণ সকলের কল্যাণস্বরূপ জগৎসমূহের নাথ, নবীন মেঘ এবং কজ্জলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদাধারী, কমলনয়ন, পীতাম্বর-শোভিত গরুড়াকৃৎ, জগন্ময়, লোকনাথ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত-স্বরূপী জগৎকারণ,

সর্বব্যাপিনমাধারং নারায়ণমজং বিভূম্ ।
 জপেন্নতং পরং মন্ত্রং সর্ববেদময়ং মনুঃ ॥ ৪৩
 হিব্যাগৰ্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে ।
 ঔ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে ॥ ৪৪
 ইতি জপ্যং প্রজপতো মনোঃ স্বায়ত্ত্ববস্যা তু ।
 প্রসসাদ জগন্নাথঃ কেশবো নচিরাদথ ॥ ৪৫
 ততঃ ক্ষুদ্রবায়ো ভূত্বা দুৰ্বাদলসমপ্রভঃ ।
 কপূরকলিকায়ুগ্ম-তুল্যনেত্রয়ুগোজ্জ্বলঃ ॥ ৪৬
 তপস্যন্তং মহাত্মানং মনুং স্বায়ত্ত্ববং মুনিম্ ।
 আসসাদ তদা ক্ষুদ্রমংসরূপী জনার্দনঃ ॥ ৪৭
 উবাচ তং মহাত্মানং মনুং স্বায়ত্ত্ববং তদা ।
 সুসন্তুং স কারুণ্য-যুক্তং ভীতিসগদগদম্ ॥ ৪৮
 তপোনিধে মহাভাগ ভীতং মাং ত্রাতুমহঁসি ।
 নিত্যমুদ্বিজিতং মৎস্যৈর্বিশাটৈর্ভক্ষিতুং প্রতি ॥ ৪৯
 প্রত্যহং মাং মহাভাগ মৌনা ধাবন্তি ভক্ষিতুম্ ।
 সমস্ততোহমিকাহন্ত ত্বং নাথো গোপিতুং ক্ষমঃ ॥ ৫০
 অদ্য প্রভুতৈরিপুলৈর্দারিতঃ পৃথুরোমভিঃ ।
 বিশ্রান্তোহহং ক্ষুদ্রতরো ন চ শক্তঃ পলায়নে ॥ ৫১
 প্রাণাকাক্ষী মহাত্মানং ভবন্তং শরণং মুনিম্ ।
 প্রাপ্তোহহক্ষেদনুক্ৰোশন্তেহস্তি মাং প্রতিপালয় ॥ ৫২
 ভয়োদভ্রান্তমনাশ্চাহং বৃক্ষচ্ছায়াঞ্চ চঞ্চলাম্ ।
 দৃষ্ট্বা চলতরঙ্গাংশ্চ মৎস্যাদিব বিভোম্যহম্ ॥ ৫৩

সহস্রাক্ষ, সহস্রশীর্ষ, সর্বব্যাপী, আধার, অজ এবং বিভূস্বরূপ পরমপুরুষ
 নানায়ণকে “শুদ্ধ জ্ঞানস্বভাব হিরণ্যগৰ্ভ অব্যক্তরূপী প্রধান-পুরুষ বাসুদেবকে
 প্রণবোচ্চারণপূর্বক নমস্কার করি”—সর্বদেবময় এই পরম মন্ত্র জপ করত
 আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর জগন্নাথ কেশব স্বায়ত্ত্বব মনুর উক্ত
 মন্ত্র জপপূর্বক আরাধনায় শীঘ্রই প্রসন্ন হইলেন। ৪০-৫৩

তদনন্তর, জনার্দন, দুৰ্বাদলের শ্যায় শ্যামবর্ণ কপূরকলিকা-সদৃশ, উজ্জ্বল-
 নেত্রদ্বয়-শোভিত ক্ষুদ্র মংসরূপ ধারণ করত তপস্যাপর স্বায়ত্ত্বব মনুর সমীপে
 উপনীত হইলেন এবং ভয়ে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, কারুণ্য-যুক্ত মহাত্মা স্বায়ত্ত্বব মনুকে
 বলিলেন,—মহাত্মা তপোনিধে! বৃহৎ বৃহৎ মংসগণ আমার সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ
 করিয়া আমাকে ভোজনের উপক্রম করে; অতএব ভয়াব্রিত-আমাকে রক্ষা
 কর। ৪৬-৪৮

হে মহাভাগ! প্রতিদিন মংসগণ আমাকে ভোজন করিবার নিমিত্ত
 ধাবমান হয়; আমি ভীত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি না। অদ্য পুনর্ব্বার
 সেই বৃহৎ মংসগণ আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। আমিও পলায়ন করিতে
 অসমর্থ হইয়া জীবনরক্ষা অভিলাষে—হে মহাত্মন! আপনার শরণ লইলাম,
 আপনার যদ্যপি আমার প্রতি দয়া হয়, তাহা হইলে এই এই শব্দট হইতে
 আমাকে রক্ষা করুন। আমি ভয়-চকিত-চিঁত; এখন আমি চঞ্চল বৃক্ষচ্ছায়া
 এবং তরঙ্গসকল দর্শন করিয়া মৎস্যদের ভয় আশঙ্কা করিতেছি। ৪৯-৫৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মনুঃ স্বায়জুবন্তত ।
 কৃপয়া পরয়া যুক্তঃ প্রোচেহং রক্ষিতা তব ॥ ৫৪
 ততঃ করোদরে তোয়মাদায়াধায় তত্র তম্ ।
 সমক্ষং ক্ষুদ্রমংস্যস্য বিহারং সমলোকয়ৎ ॥ ৫৫
 ততো দয়ালুঃ স মনুষ্যঃ^১ মংস্যং চারুক্রশিণম্ ।
 অলিঞ্জরে তোয়পূর্ণে লুপ্তাঙ্গিপুলভোগিনি ॥ ৫৬
 স তস্মিন্ মণিকে মংস্যো বর্দ্ধমানো দিনে দিনে ।
 সামান্তরোহিতপ্রায়-দেহোহভূন্ন চিরাদথ ॥ ৫৭
 দশঘটজলপূর্ণং ওত্যাহং স মহাত্মা
 মণিকমতিকূর্বন্ বর্দ্ধয়ামাস মংস্যম্ ।
 স চ সুবিশদনেত্রো মংস্যবালোহচিরেণ ।
 মণিকসলিলমধো লোমশঃ পীনদেহঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—তদনন্তর স্বায়জুব মনু ক্ষুদ্র মংস্যের এইরূপ বাক্য
 শ্রবণ করত অনুকম্পাপুরঃসর বলিলেন ;—আমি তোমাকে রক্ষা করিব । ৫৪

তদনন্তর স্বায়জুব মনু হস্তমধ্যে জলগ্রহণ করত সেই জলে ক্ষুদ্র মংস্যটিকে
 স্থাপন করিয়া তাহার স্বচ্ছন্দক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন । ৫৫

তদনন্তর মনু এইরূপে কিছুকাল তাহার বিস্তৃত ক্রীড়া দর্শন করত দয়াবান্
 হইয়া জলপূর্ণ অলিঞ্জরে (জালায়) মনোহর সেই মংস্যকে স্থাপন
 করিলেন । ৫৬

অনন্তর সেই মংস্য সেই অলিঞ্জরে অবস্থান করত প্রতিদিন যুজি পাইয়া
 অল্পকালের মধ্যে সামান্য রোহিত মংস্যস্বরূপ হইল । ৫৭

মহাত্মা স্বায়জুব মনু প্রতিদিন দশঘট করিয়া জল সেই অলিঞ্জরে নিক্ষেপ
 করিয়া তাহাকে পরিপালন করিতে লাগিলেন এবং সেই মংস্যও মনুর আশ্রমে
 অলিঞ্জর মধ্যে মনুদত্ত জলাদি দ্বারা লোমশ বৃহৎ মংস্য হইল । ৫৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২

১। মনুষ্যঃ—ইতি পাঠ্যস্ববয়ম্ ।

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তং তথা পীবরতনুং^১ দৃষ্ট্বা মৎস্যং মনুঃ স্বয়ম্ ।
 গৃহীত্বা পাণিনা ফুল্লনলিনাং সরসীং যযৌ ॥ ১
 তৎসরস্তত্র বিপুলং পুণ্যে নারায়ণাশ্রমে ।
 একযোজনবিস্তীর্ণং সার্ক্যোজনমায়তম্ ॥ ২
 নানামীনগণোপেতং শীতামলজলোৎকরম্ ।
 তদাসাদ সরো মৎস্যং বিনিধায় মনুস্তদা ॥ ৩
 গালয়ামাস সূতবৎ কৃপয়া পরয়া যুতঃ ।
 সোহচিরৈব কালেন পীনো বৈসারিণোহভবৎ ।
 ন মমৌ তত্র সরসি বৃহত্তাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪
 স একদা মহামৎস্যঃ পূর্বাপরতটস্থয়ে ।
 শিরঃ পুচ্ছে নিধায়াশু তুঙ্গদেহঃ সমুচ্ছিতঃ ॥ ৫
 স্বায়ত্ত্বং মহাত্মানং চুক্রোশ ত্রাহি মামিতি ॥ ৬
 তং তথা স মনুজ্ঞায়া ক্রোশন্তং স্থূলপুচ্ছকম্ ।
 আসাদ তদা মৎস্যং জগ্নাহ চ করেণ তম্ ॥ ৭
 ন শক্ৰোমাহমুর্দ্ধতুং পৃথুরোমাণমদ্ভুতম্ ।
 ইতি সন্ধিস্তয়ল্লেব প্রোদ্ধধার করেণ তম্ ॥ ৮
 ভগবানপি বিশ্বাত্মা মৎস্যরূপী জনাৰ্দ্দনঃ ।
 স্বায়ত্ত্ববকরং প্রাপ্য লবিমানমুপাশ্রয়ৎ ॥ ৯

মনু-মীন সংবাদ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর মনু স্থূলকায় মৎস্যকে দেখিয়া স্বয়ং হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রফুটকমল-সরোবরে গমন করিলেন । ১

সাতিশয় দয়াশীল মনু পবিত্র নারায়ণশ্রমে একযোজন বিস্তৃত সার্ক্যোজন সুদীর্ঘ বহুল মৎস্যাসঙ্কুল শীতল স্বচ্ছ-সলিল-রাশিপূর্ণ সেই সরোবরে আগমন-পূর্বক মৎস্যকে রাখিয়া পুন্ড্রের স্থায় পালন করিতে লাগিলেন, মৎস্যও অচির-কাল মধ্যেই স্থূলকায় হইল । হে দ্বিজগণ ! মৎস্য একরূপ বাড়িয়া উঠিল যে, সেই সরোবরের আর স্থান কুলাইল না । ২-৩

একদা উন্নতকায় মহামৎস্য সরোবরের পূর্ব ও পশ্চিমভীত্রে মস্তক ও পুচ্ছ স্থাপনপূর্বক উস্থিত হইয়া মহাত্মা মনুর উদ্দেশ্যে “আমাকে রক্ষা কর” এইরূপ চীৎকার করিল । ৫-৬

তখন মনু, মীনশ্রেষ্ঠ এইরূপ চীৎকার করিতেছে জানিয়া আগমনপূর্বক তাহাকে হস্তে গ্রহণ করিতে যাইলেন । ৭

৮. “কি আশ্চর্য ! আমি মৎস্যকে তুলিতে পারিতেছি না” এইরূপে কপিক-চিন্তা করত তাহাকে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন । ৮

মৎস্যরূপী বিশ্বময় ভগবান বিষ্ণুও মনুর হস্তে আসিয়া লঘু হইলেন । ৯

১। ততস্তথা পীনতনুং.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

ততঃ করাভ্যামুক্ততা স্কন্ধে কৃতা ক্রতং মনুঃ^১ ।
 নিনায় সাগরং তত্র তোয়ে চ নিদধে ততঃ ॥ ১০
 যথেষ্টমত্র বর্জয় ন কোহপি ত্বাং বধিস্থতি ।
 অচিরেণৈব সম্পূর্ণ-দেহং ত্বং সমবাপ্নু-হি ॥ ১১
 ইত্যুক্ত্বা স মহাভাগঃ সর্বপ্রাণভূতাং বরঃ ।
 লঘুত্বং চিন্তয়ন্তস্য বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ১২
 মৎস্যোহপি নচিরাদেব পূর্ণকায়স্তদা মহান্ ।
 সর্বতঃ পূরয়ামাস দেহাভোগেন সাগরম্ ॥ ১৩
 তং পূর্ণকায়মালোক্য ব্যতীত্যান্তঃ সমুচ্ছিতম্ ।
 শিলাভিনিচিতং স্ত্রীতং^২ মানসোচলসম্ভিতম্ ॥ ১৪
 রুদ্ধস্তং সাগরং সর্বং দেহাভোগাচলীকৃতম্ ।
 স্বায়ত্ত্ববো মনুধীমান্ মেনে মৎস্যং ন তং তদা ॥ ১৫
 ততঃ পপ্রচ্ছ তং সান্না মৎস্যং স্বায়ত্ত্ববো মনুঃ ।
 বিচিন্ত্য লঘিমানঞ্চ পশ্যন্ত্যুত্তিং তদাস্তুতাম্ ॥ ১৬

মনুরুবাচ—

ন ত্বাং মৎস্যমহং মন্যে কস্ত্বং মে বদ সত্তম ।
 মহত্ত্বং লঘিমানং তে চিন্তয়ন্ সুমহত্তর ॥ ১৭
 ত্বং ব্রহ্মা হথবা বিষ্ণুঃ শঙ্কুর্বা মীনরূপধৃক্ ।
 ন চেদগুহ্যং মহাভাগ তন্মে বদ মহামতে ॥ ১৮

অনন্তর মনু, দুই হস্তে তাহাকে উত্তোলনপূর্বক স্কন্ধে করিয়া সমুদ্রে গমন-
 পূর্বক তদীয় তোয়-রাশিতে রাখিলেন । ১০

“এইস্থানে ইচ্ছানুসারে বাড়িতে থাক, কেহই তোমাকে মারিবে না, শীঘ্রই
 পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হও ।” ১১

সৌভাগ্যশালী প্রাণিশ্রেষ্ঠ মনু, এই বলিয়া তাহার লঘুতা চিন্তা করত
 অতিশয় বিস্মিত হইলেন । ১২

সেই মৎস্য অতিনীষ পূর্ণাবয়ব হইল তদীয় দেহে সমুদয় সমুদ্র ব্যাপ্ত
 হইল । ১৩

তখন প্রতিভাশালী স্বায়ত্ত্বব মনু, শঙ্ক-পরিবৃত পূর্ণাবয়ব মৎস্যকে শিলাবৃত
 মানস শৈলের গায় জল অতিক্রম করিয়া উৎক্লিষ্ট উঠিতে ও দেহবিস্তারে সমস্ত
 সাগরকে নিশ্চলরূপে রোধ করিতে দেখিয়া, আর তাহাকে মৎস্য বোধ করেন
 নাই । ১৪-১৫

অনন্তর সেই স্বায়ত্ত্বব মনু, তৎকালীন তাহার অদ্ভুত মূর্ত্তি সন্দর্শন করত পূর্ব
 লঘুতা স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে সাধুশ্রেষ্ঠ !
 ভবদীয় মহত্ব ও লঘুতা সন্দর্শন করিয়া আপনাকে আমার আর মৎস্য বদিয়া
 বিবেচনা নাই, আপনি কে আমাকে বলুন । আপনি মীনরূপধারী ব্রহ্মা
 বিষ্ণু অথবা মহেশ্বর ? হে মহাভাগ ! যদি ইহা গোপনীয় না হয়, তবে আমাকে
 বলিতে পারেন । ১৬-১৮

১। কৃতাগুহ্যং মনুঃ ।

২। শট্কেঃ শিলাভিঃ রচিতং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

মৎস্য উবাচ—

আরাধ্যোহং ত্বয়া নিত্যং যো হরিঃ স সনাতনঃ ।
তবেষ্টকামসিদ্ধার্থং প্রাপ্তভূতঃ সমাহিতঃ ॥ ১৯
যং ত্বমিচ্ছসি ভূতেশ মন্তৃত্বং মীনমৃতিতঃ^১ ।
তং করিষ্যেহ্য ত্যং মৃতিমিমাং বিদ্ধি মনো মম ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
জ্ঞাত্বা প্রত্যক্ষতো বিষ্ণুং মনুষ্ত্যষ্টাব কেশবম্ ॥ ২১

মনুরুবাচ—

নমস্তে জগদব্যক্ত-পর্যাপরপতে হরে ।
পাবকাদিত্যশীতাংগ-নেত্রত্রয়ধরাব্যয় ॥ ২২
জগৎকারণসর্বজ্ঞ জগদ্ধাম হরে পর ।
পর্যাপরাঙ্কুপাশ্রয়ং পরিণাং পারকারণ ॥ ২৩
আশ্রয়নমাশ্রয়ন ধৃত্বা ধরারূপধরো হরে ।
বিভর্ষি সকলান্ লোকানাধারাত্মজ্জিবিক্রম ॥ ২৪
সর্ববেদময়শ্রেষ্ঠ ধামধারণকারণ ।
সুরৌষধপরমেশান নারায়ণ সুরেশ্বর ॥ ২৫
অযোনিভুং জগদযোনিরপাদভুং সদাগতিম্ ।
ত্বং তেজঃ স্পর্শহীনশ্চ সর্বৈশত্ত্বমনীশ্বরঃ ॥ ২৬

মৎস্য বলিলেন, তুমি যাহাকে প্রতিদিন আরাধনা করিয়া থাক, আমি সেই সনাতন বিষ্ণু; হে প্রজাপতি, তুমি যাহা আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমি মৃতিমান্ হইয়া সম্পাদন করিব, পূর্বে এইরূপ অঙ্গীকৃত ছিলাম, তাই তোমার মনোরথ সিদ্ধির জন্ম অদ্য অবতীর্ণ হইয়াছি, মনু! আমার এই মৃতিকে সেই সিদ্ধিদায়িনী জানিও । ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—মনু অমিততেজা বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ও স্বয়ং বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ জানিয়া স্তব করিলেন,—ত বহিঃ-সূর্য্য-চন্দ্রনেত্রধারী সনাতন! হে স্থলসূক্ষ্ম কার্যকারণেশ্বর হরি! আপনাকে প্রণাম করি । ২০-২১

হে পরমারাধ্য হরি! আপনি জগতের সমস্ত কারণ অবগত আছেন, আপনি জগতের আশ্রয় । ২৩

আপনি কার্য্যকারণ-স্বরূপ আত্মা এবং পবিত্রতাকারিগণের পবিত্রতার কারণ । ২৪

হে জিবিক্রম! ষড়ৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন হরে! আপনি স্বয়ং স্ব স্ব স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক ধরারূপ ধরিয়া সমস্ত লোককে ধারণ করিতেছেন! হে সর্বদেবময়! হে পরম ধ্যানধারিন্! হে সুরগণের পরমারাধ্য সুরেশ্বর নারায়ণ! আপনার নিজের জন্ম নাই, তথাপি আপনি জগতের উৎপত্তিকারণ, আপনি স্বয়ং চরণশূন্য হইলেও সর্বদা গতিশীল। আপনি তেজঃস্বরূপ, সুতরাং ইন্দ্রিয় সকলের অগোচরতা নিবন্ধন স্পর্শজ্ঞানের অগোচর এবং আপনিই সকলের ঈশ্বর; আপনার কেহ ঈশ্বর নাই । ২৫-২৬

ভ্রমাদিঃ সমস্তাদিস্তং নিত্যানন্তরোহন্তরঃ ।
 যৈকমমণ্ডং জগতাং বীজং ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৭৭
 তবীজং ভবতন্তেজস্ত্রয়োক্তং সলিলেহু চ ।
 সৰ্বাধারো নিরাধারো নিহেতুঃ সৰ্বকারণম্ ॥ ২৮
 নমো নমস্তে বিশ্বেশ লোকানাং প্রভব প্রভো ।
 সৃষ্টিস্থিত্যন্তহেতুস্তং বিধিবিষ্ণুহরাঅধ্বক্ ॥ ২৯
 যস্য তে দশধা মূর্তিরুগ্মিষট্-কাদিবজ্জিতা ।
 জ্যোতিঃ পতিস্তমস্তোষিস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩০

কস্তে ভাবং বস্তুদীপঃ পরেশ
 স্থূলাং স্থূলো যোহগুরুপোর্থবর্গাং ।
 তস্মৈ নিত্যং মে নমোহস্ত্য যোহভু-
 দাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৩১
 সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রপাং
 সহস্রচক্ষুঃ পৃথিবীং সমন্ততঃ ।
 দশাঙ্গুলং যো হি সমতাতিষ্ঠং
 স মে প্রসীদত্বিহ বিষ্ণুরুগ্রঃ ॥ ৩২
 নমস্তে মীনমূর্তে হে নমস্তে ভগবন্ হরে ।
 নমস্তে জগদানন্দ নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ ৩৩

আপনি স্বয়ং অনাদি হইলেও সকলের আদি, নিত্য আনন্দই আপনার
 উৎপত্তিস্থান। ত্রিভুবনের বীজস্বরূপ যে স্বর্ণময় অণু ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বিখ্যাত,
 সে বীজও আপনার তেজ এবং আপনি তাহাকেই তোয়রাশিতে নিক্ষেপ
 করিয়াছিলেন। আপনি সকলের আশ্রয়, আপনার কোন আশ্রয় নাই, আপনি
 সকলের কারণ, আপনার কেহই কারণ নহে। ২৭-২৮

হে সর্বলোক প্রভব! প্রভো! জগদীশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি
 ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের কারণ। ২৯

যে আপনার দশপ্রকার মূর্তি কাম-ক্রোধাদি-ষড়্-রিপুবজ্জিত, হে তেজো-
 রাশি-পতে ভূতভাবন! সেই সকল মূর্তিস্বরূপ আপনাকে বারংবার প্রণাম
 করি। ৩০

হে পরেশ! স্থূল হইতে স্থূলতর ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভবদীয় স্বভাব বর্ণনা
 করিতে কে পারে? যিনি অজ্ঞান-তমসের অতি দূরবর্তী, সূর্য্য-সম-তেজস্বী,
 সেই আপনাকে আমার সর্বদা নমস্কার। ৩১

যিনি পৃথিবীব্যাপী সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ ও সহস্রনেত্র হইয়াও দশাঙ্গুল
 পরিমিত স্থানে স্থিতি করিয়াছিলেন, সেই বার্য্যাবান্ বিষ্ণু এই স্থানে আগমন
 পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩২

হে মীন-মূর্তি-ধারিন্! আপনাকে নমস্কার, হে ভগবন্ হরে! আপনাকে
 নমস্কার। হে জগদানন্দময়! আপনাকে নমস্কার, হে ভক্তবৎসল! আপনাকে
 বারংবার নমস্কার করি। ৩৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স্বায়ম্ভুবেন মনুনা সংস্কৃতো মংস্করুপধৃক্ ।
বাসুদেবস্তদা প্রাহ মেঘগম্ভীরনিঃস্বনঃ ॥ ৩৪

ভগবানুবাচ—

তুষ্টোহস্মি তপসা তেহদ্য ভক্ত্যা চাপি স্ততো মুহঃ ।
সপর্যায়্যা চ দানেন বরং বরম্ সুব্রত ॥ ৩৫
ইষ্টার্থং সম্প্রদাশ্যামি তুভ্যং নাত্ৰ বিচারণা ।
বরয়স্বেন্দ্রিতান্ কামান্ লোকানান্ বা হিতক্ৰ যৎ ॥ ৩৬

মনুরুবাচ—

বদি দেষো বরো মেহদ্য লোকানান্ যো হিতো ভবেৎ ।
তস্মৈ দেহি বরং বিষ্ণো ভং বক্ষ্যামি শৃণুয মে ॥ ৩৭
শশাপ কপিলঃ পূৰ্ব্বং মদর্থে ভূবনজয়ম্ ।
হতপ্রহতবিধ্বস্তং সকলং তে ভবেদ্বিভি ॥ ৩৮
যেনেষমুজ্জতা পৃথী যেনেষং প্রতিপালিতা ।
সংহরিস্থতি যন্তেনান্ তেহধুনা প্লাবয়ন্তিমাম্ ॥ ৩৯
ততোহহং দীনহৃদয়স্ত্র্যামেব শরণং গতঃ ।
ন যথৈদং ত্রিভুবনং ভবিষ্যতি জলপ্লুতম্ ॥ ৪০
হতপ্রহতবিধ্বস্তং^১ তথা ত্বং দেহি মে বরম্ ॥ ৪১

তখন মংস্করুপী বাসুদেব স্বায়ম্ভুব মনুর স্তোত্রে পূজিত হইয়া মেঘ-গম্ভীর-
স্বরে বলিলেন,—হে সুব্রত ! তপস্যা, ভক্তি ও এইরূপ পূজা বিধি দ্বারা বারং-
বার পূজিত হইয়া আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর
প্রার্থনা কর। ৩৪-৩৫

মনোরথ সিদ্ধির জন্ত তোমাকে সমস্তই প্রদান করিব, প্রদান বিষয়ে
আমার বিচার নাই ; যাহা ত্রিভুবনের হিতকারী এরূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা
কর। ৩৬

মনু বলিলেন ;—হে বিষ্ণো ! সর্বলোক হিতকর বর যদি আমাকে প্রদান
করেন, তবে আমি তাহার বিষয় এক্ষণেই বলিব শ্রবণ করিয়া সেই বর প্রার্থনা
করুন। ৩৭

পূর্বের কপিলদেব আমার জন্ত ত্রিভুবনের প্রতি “তোমার সকলই বিনষ্ট ও
বিধ্বস্ত ও লয় প্রাপ্ত হউক। ৩৮

যিনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি ইহাকে পালন করিতেছেন
এবং পরে যিনি ইহাকে সংহার করিবেন, তাহার। সকলেই এক্ষণে ইহাকে
জলপ্লাবিত করুন”। ৩৯

এইরূপ শাপ প্রদান করেন, তাই আমি কাতর হৃদয়ে আপনার শরণাপন্ন
হইয়াছি। ৪০

যেমন এই ত্রিভুবন জলপ্লাবিত ও বিনষ্ট বিধ্বস্ত না হয়, সেইরূপ আমাকে
বর প্রদান করুন। ৪১

১। হতপ্রহতবিধ্বস্তে.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভগবানুবাচ—

ন মত্তঃ কপিলো ভিন্নস্তথা ন কপিলাদহম্ ।
 যদ্বস্তং তেন মুনিনা ময়োক্তং বিদ্ধি তন্মনো ॥ ৪২-
 তস্মাদ্ যদুদিতং তেন তৎ সত্যং নাস্তথা ভবেৎ ।
 করিস্তে তত্র সাহায্যং স্বায়ত্ত্বং নিবোধ তৎ ॥ ৪৩-
 হতপ্রহতবিশ্বস্তে তোয়মগ্নে জগৎত্রেয়ে ।
 ন চিরাদেব ততোয়ং শোষয়িষ্যামি বৈ মনো^১ ॥ ৪৪-
 যাবজ্জলপ্লবস্তাবদ্যথা কার্য্যং ত্বয়া মনো ।
 তন্মে নিগদতঃ পথ্যং শৃণুস্বাবহিতোহধুনা ॥ ৪৫-
 সর্বযজ্ঞিয়কাষ্ঠৌষধেরকা নৌকা বিধীয়তাম্ ।
 তামহং দ্রঢ়য়িষ্যামি যথা নো ভিদ্যতে জলৈঃ ॥ ৪৬-
 দশযোজনবিস্তীর্ণাং ত্রিংশদ্যোজনমায়তাম্ ।
 ধারিণীং সর্ববীজানাং ভুবনত্রয়বর্দ্ধিনীম্ ॥ ৪৭-
 সর্বযজ্ঞিয়বৃক্ষাণাং ভূরিবল্লভস্তভিঃ ।
 নবযোজনদীর্ঘাস্ত ব্যামত্রয়সুবিস্তৃতাম্ ।
 কুরুষ ত্বং মনো তূর্ণং বৃহতীমীরিকাং বটীম্ ॥ ৪৮-
 জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা লোকমাতা জগন্ময়ী ।
 দ্রঢ়য়িষ্যতি তাং রজ্জ্বং ন ক্রট্যতি যথা তথা ॥ ৪৯

ভগবান্ বলিলেন ;—কপিল আমা হইতে ভিন্ন নহে, আমিও কপিল হইতে ভিন্ন নহে । ৪২

হে মনো ! সেই মুনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বাক্যানুসারে বিজিত হইয়াছে । ৪৩

অতএব তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, অস্বথ্য হইবার নহে । হে মনো ! আমি সে বিষয়ে তোমার সাহায্য করিব, তাহা শ্রবণ কর, হে মনু ! বিনষ্ট লয়প্রাপ্ত ত্রিভুগ্ন জলরাশি-মগ্ন হইলে আমি অতি শীঘ্রই সেই জলরাশি শুষ্ক করিব । ৪৪

হে মনু ! যে পর্য্যন্ত জলপ্লাবন থাকিবে, সেই সময়ে তোমার যাহা কর্তব্য আমি তদ্বিষয়ে হিতবাক্য বলিতেছি এক্ষণে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । ৪৫

মনো ! যাজ্ঞিক কাঠসমূহ দ্বারা প্রস্থে দশযোজন এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিংশৎ-যোজন-পরিমিত এবং জগৎ-সৃষ্টির মূলীভূত কারণ সকলের ধারণে সমর্থ যজ্ঞীয় কাঠসমূহ দ্বারা এক নৌকা নির্মাণ কর ; ঐ নৌকা আমি স্বশক্তি দ্বারা দ্রঢ় করিয়া রাখিব । প্রলয়কালীন জলের প্রচণ্ড বেগেও তাহার বিঘ্ন হইবে না । এবং নয় যোজন পরিমাণে দীর্ঘ এবং প্রস্থে বাহুমূল হইতে অঙ্গুরীর অগ্রভাগের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বিস্তৃত যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বৃক্ষসমূহের বঙ্কল এবং সূত্রদ্বারা ধ্বংস হইবে এক রজ্জ্ব নির্মাণ কর । ৪৬-৪৮

যাঁহার মায়ায় লোক মুগ্ধ হইয়া মায়াজালে বদ্ধ হইতেছে, সেই জগজ্জননী উক্ত রজ্জ্বর বিঘ্ন নিবারণ করত রক্ষা করিবেন । ৪৯

সৰ্ব্বাণি বীজাণ্যাদায় সবদান্ সপ্ত বৈ জ্ঞানীন্ ।
 তস্যাং নাবি নিষন্নন্তু বৰ্ত্তমানে জলপ্লবে ॥ ৫০
 দক্ষেশ সহ সজ্জমা স্মরিত্বাসি মনো মম ।
 স্মৃতোহহং তুৰ্ণমায়াসো ভবতো নিকটং প্রতি ॥ ৫১
 শ্যামলেনাথ শৃঙ্গেণ ত্বং মাং জ্ঞাস্বসি বৈ তদা ॥ ৫২
 যাবৎ প্রহতবিধ্বস্ত-হতং শ্যাম্বুবনজলম্ ।
 তাবৎপৃষ্ঠেন তাং নাবং বোঢ়াহং নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৫৩
 জলপ্লবে তু সম্পূর্ণে শৃঙ্গে মম চ তাং তরীম্ ।
 ত্বং তদা বটীরিকয়া সন্ধানিচ্ছসি বৈ দৃঢ়ম্ ॥ ৫৪
 বদ্ধান্নাং নাবি মে শৃঙ্গে দেবমানেন বৎসরান্ ।
 সহস্রং প্রেরয়িষ্যামি তাং নাবং শোষয়ন্ জলম্ ॥ ৫৫
 ততঃ শুষ্কয়্য তোয়েয়ু প্রোক্তদ্বক্ষে শিখরে গিরেঃ ।
 হিমাচলচ্চ বদ্ধাহং তস্মিন্নাবমহং মনো ॥ ৫৬
 'তাং বৈ গোপয়িতা নিত্যং যাবন্তুঃ শোষয়েজ্জলম্ ।
 চিন্তিতোহহং ত্বয়া প্রাপ্সো যদা হি নিকটং তব ॥ ৫৭
 শৃঙ্গেণ শ্যামলেনৈব ত্বং মাং জ্ঞাস্বসি পুঙ্করে ॥ ৫৮
 পুনঃ সৃষ্টিং ততঃ কৃতা মৎপ্রসাদান্নহামতে ।
 ত্রৈলোক্যদ্বন্দ্বভামুদ্বিমবাপ্সাসি সনাতনীম্ ॥ ৫৯
 অহমারাধিতো যেন জপোন ভবতা মনো ।
 সৰ্ব্বসিদ্ধিৰ্ভবেত্তস্য যন্তোষয়তি তেন মাম্ ॥ ৬০

যে কালে প্রলয়পয়োনিধির সলিল-তরঙ্গে এবং প্রচণ্ড পবনের ঝঞ্ঝাবাতে ভূতল রসাতল গমনোদ্যত হইবে, তুমি সেই কালে ভাবী সৃষ্টির বীজসকল সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদ সকলকে গ্রহণ করিয়া দক্ষের সহিত সেই নৌকায় আরোহণ করত একচিন্তে আমাকে স্মরণ করিবে। স্মরণ করিলামাত্রই আমি তোমার নিকটে আগমন করিয়া দর্শন দিব। ৫০-৬০

তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শন করিয়া আমাকে জানিতে পারিবে। যেকাল পর্যন্ত এই প্রকার ভয়ঙ্কর কার্য্যে জগৎ দোহুলায়মান হইবে, আমি তদবধি সেই নৌকা পৃষ্ঠে ধারণ করত রক্ষা করিব। ৫৩

অনন্তর প্রলয়কালীন ক্ষোভ শান্ত হইলে, তুমি পূর্বোক্ত রজ্জুদ্বারা আমার শৃঙ্গের সহিত ঐ নৌকাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিবে। ৫৪

দৈব-পরিমাণে সহস্র বৎসরকাল ঐ জল শুষ্ক হইলে হিমালয়গিঘির উন্নত-শিখরে নৌকা বন্ধন করিয়া আমার দর্শন প্রতীক্ষায় সেই স্থানে থাকিবে এবং আমাকে চিন্তা করিলামাত্র আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইব। ৫১-৫৭

পৃথিবীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল অবশিষ্ট থাকিলে তোমায় দর্শন দিব; তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শনে আমাকে জানিতে পারিবে। ৫৮

মহাত্মন! আমার অনুগ্রহে পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিয়া লোক-দুর্লভা পূর্ব্বের লক্ষ্মী লাভ করিবে। ৫৯

মনো! তুমি যে মন্ত্র জপ করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছ, যে ব্যক্তি

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি দত্তা বরং তস্মৈ মংস্যন্তেন নমস্কৃতঃ ।
 অন্তর্দধে জগন্নাথো লোকানুগ্রহকারকঃ ॥ ৬১
 স্বায়ত্ত্ববোহপি ভগবানন্তর্দ্বানং গতে হরৌ ।
 যথোক্তং হরিণা পূর্বং নাবং রজ্জুং তথাকরোং ॥ ৬২
 সর্বযজ্ঞিরবক্ষোষা ছিত্বা স্বায়ত্ত্ববন্তদা ।
 উদ্ধৃত্য কারয়ামাস^১ বাহ্যাদিভিরসৌ তরিম্ ।
 তেষাং^২ বহুসমুদ্ভূত-সূত্রসংজ্ঞৈর্বটীরিকাম্ ।
 পূর্বোক্তেন প্রমাণেন কারয়ামাস বৈ মনুঃ ॥ ৬৩
 ততঃ কালেন মহতা বৃন্তং যুদ্ধং মহাসুতম্ ।
 বিক্ষোৰ্যজবরাহস্য শরভস্য হরস্য চ ॥ ৬৪
 ততো জলপ্লেবে জাতে বিধ্বস্তে ভুবনজয়ে ।
 তথা রজ্জ্বা তরিং বদ্ধা বীজাতাদায় সর্বশঃ ॥ ৬৫
 বেদানুবীংস্তদা সপ্তদশক্ষাদায় বৈ মনুঃ ।
 তস্যাং নাবি সমাধায় ভোয়মগ্রে চরাচরে ॥ ৬৬
 স্বায়ত্ত্ববন্তদা মংস্যং হরিং সন্মার নৌগতঃ ।
 ততো জলানামুপরি সশৃঙ্গ ইব পৰ্বতঃ ॥ ৬৭
 উদিতশৈশকশৃঙ্গেণ বিষ্ময়ংস্যবরূপধৃক্ ।
 আগতন্তজ ন চিরাদ্যজ্ঞাস্তে তরিণা মনুঃ ॥ ৬৮
 তরিমারুহ্য বিপুলে ভোয়রাশৌ ভয়ঙ্করে ।
 যাবচ্চলাচলং ভোয়ং তাবৎ পৃষ্ঠে তরিং শৃণাং ॥ ৬৯

এই মন্ত্ৰের জপাদি করিয়া আমার পূজা করিবে তাহারও মনোরথ সফল হইবে । ৬০

লোকানুগ্রহীতা ভগবান্ এইপ্রকারে স্বায়ত্ত্বব মনুকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । ৬১

স্বায়ত্ত্বব মনুও—ভগবান্ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহার আদেশমত যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ করত পূর্বোক্ত পরিমাণে এক নৌকা নির্মাণ করিলেন এবং বৃক্ষের বহুল এবং সূত্রদ্বারা রজ্জুও নির্মাণ করিলেন । ৬২-৬৩

তদনন্তর বহুকালের পর মহাদেব যজ্ঞ-বরাহ-রূপধারী বিষ্মুর সহিত যুগ-রূপ ধারণ করিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । ৬৪

অনন্তর প্রলয় হেতু ত্রিভুবন ছিন্নভিন্ন হইলে স্বায়ত্ত্বব মনু, সেই রজ্জু দ্বারা নৌকাকে বন্ধন করিয়া সৃষ্টির বীজ সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদ-সকলকে গ্রহণ করত নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং বিষ্মুর আদেশমতে মংস্য রূপধারী ভগবান্কে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৬৫-৬৭

তদনন্তর শৃঙ্গবিরাজিত গিরিবরের ত্রায় শোভাশালী মংস্যরূপী ভগবান্ এক শৃঙ্গ ধারণ করিয়া স্বায়ত্ত্বব মনুর নিকট উপস্থিত হইলেন । ৬৮

১। নাবং দৃঢ়ভরাং ততঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। বহুসমুদ্ভূত.....বটীমণিঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। উদীপ্ত—ইতি পাঠান্তরম্ ।

জলে প্রকৃতিমাপন্নৈশ্চ বদ্ধা বটীরিকাম্ ।
 তাং নাবং নৌদয়ামাস সহস্রং দৈববৎসরান্ ॥ ৭০
 স্বয়ং নাবমবষ্টভ্য দধার পরমেশ্বরঃ ।
 যোগনিদ্রা জগদ্ধাতী সমাসীদষ্টীরিকাম্ ॥ ৭১
 ততঃ শনৈঃ শনৈস্তোয়ে শোষণং গচ্ছতি বৈ চিরাৎ ।
 পশ্চিমং হিমবচ্ছ্রং সুমগ্নং তোয়মধ্যতঃ ॥ ৭২
 হে সহস্রে যোজনানামুচ্ছিতস্য হিমপ্রভোঃ ।
 পঞ্চাশত্ত্বং সহস্রাণি শৃঙ্গং তন্তস্য চোচ্ছিতম্ ॥ ৭৩
 তস্মিন্ শৃঙ্গে ততো নাবং বদ্ধা মৎস্তাঅধুক্ষরিঃ ।
 জগাম শোষণায়াশ্চ জলানাং জগতাং পতিঃ ।
 এবং হি মৎস্তরূপেণ বেদান্তাতাশ্চ শার্ঙ্গিণী ॥ ৭৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কপিলস্য তু শাপেন কৃত আকালিকো লয়ঃ ।
 অকালিকোহয়ং প্রলয়ো সতো ভগবতা কৃতঃ ।
 ইতি বঃ কথিতং সর্বং যথাবদ্ যিজ্জসত্তমাঃ ॥ ৭৫

ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে জয়ন্তিশোহাধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

এবং যেকাল পর্য্যন্ত সেই জল মহাবেগে সৃষ্টিনাশে প্রবৃত্ত হইল, ভগবান্ তদবধি নৌকা পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন । ৬৯

প্রলয় শাস্ত হইলে ভগবান্, রজ্জু দ্বারা শৃঙ্গে দৃঢ়তর বদ্ধ নৌকা ধারণ করিয়া দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসরে সুমেরু-শিখরের সমীপে উপস্থিত হইলেন । যোগমায়া জগদ্ধাতী, সেই নৌকার বিদ্ব-বিনাশ করিয়াছিলেন । ৭০-৭১

ক্রমশঃ জল শুষ্ক হইতে লাগিল, দুই সহস্র যোজন পরিমাণে উন্নত, পশ্চিম দিগ্যাপী হিমালয় পর্বতের প্রধান শৃঙ্গ, জল হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলে, ভগবান্ তাহাতেই নৌকাবন্ধন করত মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া বেদ সকল রক্ষা করিলেন । ৭২-৭৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে মুনিসত্তম ! মহাত্মা কপিলমুনির শাপে অকালে যে প্রলয় হইল, সেই বিষয় সবিস্তারে তোমাদের নিকট বর্ণনা করিলাম । ৭৫

জয়ন্তিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩

চতুস্ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যথা পুনরভূৎ সৃষ্টিরকালপ্রলয়ে গতে ।
যেন চৈবোদ্ধতা পৃথ্বী তচ্ছ্রুত্ব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১
ব্যতীতে প্রলয়ে বিষ্ণুঃ কৃষ্ণরূপী মহাবলঃ ।
পৃষ্ঠে নিধায় পৃথিবীমুদ্ধত্যাথ সপর্ক্বতাম্ ।
সমাধিকার সকলাং পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরঃ ॥ ২
শরভস্য ববাহস্য তৎপুত্রাণাং পদক্রমৈঃ ।
যত্র ভূমির্বিংশীর্ণাভূতাং সমাং কমঠোহকরোং ॥ ৩
কৃতা সমং ততো ভূমিং পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরঃ ।
অনন্তং ধারয়ামাস পৃথিবীতলসংশ্রিতম্ ॥ ৪
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ হরশ্চ পরমেশ্বরঃ ।
নাবোদরস্থান্ সপ্তমুনীশ্বনুং স্বায়ত্ত্ববং তদা ।
নরনারায়ণৌ চৌভৌ দক্ষকোচুঃ সমাগতাঃ ॥ ৫
শৃগন্ত মুনয়ঃ সর্ব্বৈ নরনারায়ণৌ তথা ।
দক্ষ-স্বায়ত্ত্ববমনু বয়ং ক্রমোহধুনা চ যং ॥ ৬
সৃষ্টির্নষ্টা ববাহস্য শরভস্য চ সঙ্করাং ।
অতোহস্মাকং যথা কার্য্যা সৃষ্টিরাকর্ণয়ন্ত তং ॥ ৭
নরনারায়ণাবেতৌ সৃষ্টিার্থং সমুপস্থিতৌ ।
সংস্থাপনান্ন দেবানাং পরমং তপ্যতাং তপঃ ॥ ৮
আপ্যায় তপসা চৌভৌ জনলোকগতান্ সুরান্ ।
আনয়ন্তুপরাক্ষস্বং সংসৃজন্ত গণান্ বহূন ॥ ৯

সৃষ্টি-বিস্তার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! এই প্রকারে অকাল-প্রলয়ানন্তর
যেভাবে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইল এবং যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিলেন, সেই সমস্ত
বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, তোমরা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর । ১

পরমেশ্বর বিষ্ণু, প্রলয়-বেগ নিবৃত্ত হইলে কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া পর্ব্বতের
সহিত পৃথিবীকে পৃষ্ঠে গ্রহণ করত উন্নত অবনত দেশসকল সমান করিলেন । ২

শরভ এবং ববাহের যুদ্ধকালে পৃথিবীর যে সকল দেশ বিদীর্ণ হইয়াছিল,
সেই সকল দেশও সমভূমি করিলেন । ৩

এই প্রকারে সকল দেশ সমভাগে পরিণত হইলে ভগবান্, ধরাধর অনন্তকে
কৃষ্ণরূপে ধারণ করিলেন । ৪

তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, নর-নারায়ণের সহিত সেই নৌকার
সমীপে আগমন করিয়া মনু সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং দক্ষকে সম্বোধন করত নর-
নারায়ণের উদ্দেশে বলিলেন,—হে মহাঋগণ ! ববাহ এবং শরভের যুদ্ধে সৃষ্টি
বিলুপ্ত হইয়াছে, পুনর্ব্বার যেভাবে সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর । ৫-৭

সৃষ্টির নিমিত্ত উপস্থিত নর-নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপসা
করুন । ৮

নক্ষত্রাদি গ্রহাংশৈব ভেষাং স্থানানি বৈ যুনে ।
 এতয়োত্তপসা যাস্তু স্থিরতাং পূর্ববমনো ॥ ১০
 সূর্য্যস্য রথসংস্থানং তথা চন্দ্ররথস্থিতিম্ ।
 করোত্বয়ং মহাভাগঃ স্বয়মেব জনার্দনঃ ॥ ১১
 পৃথিব্যাং সর্ববীজানি শ্রায়ত্বমনো ত্বয়া ।
 উপাস্তাং সর্বভঃ শস্যপূর্ণা ভবতু মেদিনী ॥ ১২
 প্ররোহয়োষধীর্বৃক্ষান্ লতাবল্লীশ্চ সর্বভঃ ।
 শ্রায়ত্বমহান্তোতং প্রাপ্তান্যতুফলানি চ ॥ ১৩
 দক্ষঃ সপ্তমুনীলৈস্ত যজ্ঞেন যজতাং হরিম্ ।
 বরাহপুত্রদেহোথমগ্নিত্রয়মিদং যজন্ ॥ ১৪
 অসৌ যজ্ঞো বরাহস্য দেহাজ্জাতস্ত সৃষ্টয়ে ।
 অনেনৈব তু যজ্ঞেন দক্ষঃ সৃষ্টিং তনোত্বিমাম্ ॥ ১৫
 নরনারায়ণাভ্যাস্ত মুনিভিঃ সপ্তভিস্তথা ।
 দক্ষেণ ভবতা চাপি যজ্ঞেনৈভিস্তথাগ্নিভিঃ ।
 সম্পূর্য্যাতামিযং সৃষ্টিঃ স্বর্গে ভূবি রসাতলে ॥ ১৬
 বয়ঞ্চ সৃষ্টিমাপায়া যথা সম্পদ্যতে ত্বিয়ম্ ।
 যতিশ্রামস্তথা নিত্যং যুযং কুরুত সর্জনম্ ॥ ১৭
 ততঃ সম্পদ্যতাং সৃষ্টির্যথা পূর্ব্বং তথৈব চ ।
 প্রথমং ব্রহ্ম বীজানি প্ররোহয় মনোহধুনা ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যাদিস্ত মহাভাগা বিধিবিষ্ণুব্রহ্মধ্বজাঃ ।

যথাস্থানং স্থাপয়িতুং পর্ব্বতান্ প্রযযুস্ততঃ ॥ ১৯

মনো । ইহারা তপস্যা দ্বারা জনলোকবাসি দেবগণকে তুষ্ট করিয়া পূর্ব্ববং গ্রহ এবং নক্ষত্রাদিগণকে নিরূপিত স্থানে অবস্থাপিত করত দিনকর এবং চন্দ্রকে নির্ণীত স্থানে সংস্থাপিত করুন । ১০-১১

শ্রায়ত্বমনো ! তুমি ধরাতলে বীজ সকল বপন কর ; পৃথিবীও সকল-দিকে শস্য-রাশিতে পরিপূর্ণ হউন । ১২

ওষধি লতা বৃক্ষ বল্লী প্রভৃতি নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ বস্তু রোপণ কর । ১৩

দক্ষ এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইহাদের অমৃত-সদৃশ ফলদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরিকে তৃপ্ত করুন এবং যজ্ঞ-বরাহের পুত্রদেহ হইতে উৎপন্ন অগ্নিত্রয় দ্বারা যজ্ঞ করুন । এই যজ্ঞদ্বারাই সৃষ্টি আরম্ভ করুন । ১৪-১৫

নর-নারায়ণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, দক্ষ, অগ্নিত্রয় এবং যজ্ঞদ্বারা তুমি স্বয়ং, স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতালের সৃষ্টি সম্পন্ন কর । ১৬

যাহাতে সৃষ্টি নিব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়, আমরাও প্রতিদিন সেই বিষয়ে যত্ন করিব । ১৭

তদনন্তর সৃষ্টি শেষ হইলে জল বায়ু গগন প্রভৃতি সকল ভূতই পূর্ব্বেরই শ্রায় ভেজস্বী হইবে । ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই প্রকার আদেশ করিয়া পর্ব্বতসকলকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন । ১৯

মেরুমন্দরকৈলাসহিমবৎপ্রভৃতিস্থখ^১ ।
 পুরাণি সর্বদেবানাং তে বৈ চক্ৰঃ পৃথক্ পৃথক্ । ২০
 পরিভাজ্য ততো নাবমবধৃত্য বসুন্ধরাম্ ।
 স্বায়ত্ত্ববঃ ক্ষিতৌ বীজাশ্রবণং সর্বসম্পদে^২ ॥ ২১
 ততো বৃক্ষলতাবল্লীগুল্মানি চ বনানি চ ।
 বালশস্তানি ধান্যানি তথৈবৌষধয়ঃ সমাঃ ॥ ২২
 বীজকাণ্ডপ্ররোহাশ্চ প্রতানা জলজানি চ ।
 প্রফুল্লানি বিকোশানি ফলকন্দলানি চ ॥ ২৩
 বভূবুঃ শাশ্বলাশ্চৈব সর্বেষাং প্রাণবৃক্ষয়ে ।
 পৃথিবী শস্যসম্পন্না বৃক্ষান্তে শাশ্বলাঃ শুভাঃ ।
 দৃষ্টাঃ পূর্বেং যথা তস্মান্ননুনা চিত্তহর্ষিণা ॥ ২৪
 ততো নরো মহাযোগী তপন্তেপে মহত্তমম্ ।
 নারায়ণশ্চ দেবানাং ভাবনাস্ত মহামতিঃ ॥ ২৫
 নারায়ণো নরশ্চোভৌ পরমাত্মবিস্তমৌ ।
 তপসারাম্য পরমং তেজোময়মনাময়ম্ ॥ ২৬
 আনিষ্ঠাতে জনগতান্ দেবান্ দেবর্ষিসন্তমান্ ।
 যে যুতা অমরাঃ পূর্বেং গণলন্তান্ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
 তপোবলেন মহতা সর্জয়ামাসভূম্বী^৩ ॥ ২৮
 সূর্য্যচন্দ্রমসৌ দেবৌ দিক্‌পালাশ্চ তথা দশ ।
 জনর্দনঃ স্বয়ংক্রে পাতালভলবাসিনঃ ॥ ২৯

মেরু মন্দর কৈলাস এবং হিমালয় প্রভৃতি পর্বতোগরি পৃথক্ পৃথক্ স্থানে দেবগণের অবস্থান নিরূপণ করিলেন । ২০

তদনন্তর স্বায়ত্ত্বব মনু নৌকা হইতে পৃথিবীতে নামিয়া প্রথমতঃ বীজসকল বপন করিতে আরম্ভ করিলেন ২১

তদনন্তর বৃক্ষ, লতা, বল্লী, গুল্ম, তৃণ, বগ্গ শস্যসকল, ওষধি (ধানাদি), বীজ, শাখা এবং অঙ্কুর প্রভৃতি জলজ এবং স্থলজ উদ্ভিজ্জ সকল প্রফুল্ল হইল । ২৩

এবং সজল ভূমির উপরে তাহাদের অধিক শোভা হইতে লাগিল । এই-রূপে পৃথিবী, ফলভরে আশ্চর্য্য শোভাধারণ করিলেন । ২৪

স্বায়ত্ত্বব মনু, পূর্বের ন্যায় পৃথিবীর শোভা-সম্পত্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত-চিত্ত হইলেন । ২৪

তদনন্তর মহাযোগী নর এবং মহামতি নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করিলেন । ২৫

ঋষিসত্তম নর এবং নারায়ণ তপস্যাদ্বারা তেজোময় ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া জনলোকবাসি-দেবগণকে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাহাদিগের যত্ন হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে স্বকীয় তপঃপ্রভাবে সৃষ্টি করিলেন ।

২৬-২৮

১। প্রভৃতীনধ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। সর্বসম্পদম্ ।

৩। সর্জয়ামাস তান্ ভূম্বী ।

সূর্য্যচন্দ্রমসোশ্চক্রে রথসংস্থানমচ্যুতঃ ।
 পূর্ব্ববদ্যোজস্বামাস দিবারাত্রিতৌ চ তৌ ॥ ৩০
 ঙবধীষু চ জাতাসু যজ্ঞবৃক্ষেষু সত্তমাঃ ।
 শস্যবীজেষু জাতেষু দেবেষু চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩১
 দক্ষঃ কর্ত্ত্বং সমারেভে জ্যোতিষৌমং মহাধ্বরম্ ।
 কশ্যপোহি ত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রৌহথ গৌতমঃ ।
 জমদগ্নির্ভরদ্বাজ এতে সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥ ৩২
 ঐতৈঃ সপ্তমুনীশ্চৈস্ত দক্ষো ব্রহ্মসূতঃ স্বয়ম্ ।
 মহাযজ্ঞং তত্তশ্চক্রে যাবদ্ধাদশবৎসরান্ ॥ ৩৩
 হুয়মানেষু তত্ৰৈব ত্রিধগ্নিষু পুনঃপুনঃ ।
 ইজ্যামানে বরাহে তু যজ্ঞরূপে তদা দ্বিভুজঃ ।
 চতুর্বিধাঃ প্রজা জাতা যজ্ঞা দেবদ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৪
 ততো দক্ষস্য সজ্জাতাঃ পুত্রাঃ পুণ্যাত্নয়োদশ^১ ।
 স্বরূপগুণসম্পন্নাঃ সূর্য্যার্থমমিতপ্রজাঃ ॥ ৩৫
 তাঃ পুত্রীঃ প্রদদৌ দক্ষঃ কশ্যপায় মহাত্মনে ।
 তাভ্যো জাতাশ্চ বহবশ্চৈর্ব্যাগুং সকলং জগৎ ॥ ৩৬
 স সর্ব্বাসাং প্রজানান্ত কশ্যপো জনকো হুভুং ।
 নিশ্চিতং দ্বিজশার্দূলাঃ কশ্যপাং সকলং জগৎ ॥ ৩৭
 তাসাং নামানি তজ্জাতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 শৃণুস্ত মুনয়ঃ সর্ব্বে সম্যক্ কথয়তো মম ॥ ৩৮

তিনি, সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল সৃষ্টি করত পাতাল নির্মাণ করিলেন ।
 এবং চন্দ্র-সূর্য্য-দেবের রথকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্রির
 আধিপত্য প্রদান করিলেন । ২৯-৩০

দক্ষ,—যজ্ঞীয় বৃক্ষ এবং লতা শস্যাদি সকল সম্যক্রূপে উৎপন্ন এবং দিক্-
 পাল দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ক্রমে প্রতিপন্ন হইলে কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র,
 গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সদস্যরূপে পরিগণিত করিয়া
 দ্বাদশ-বৎসর-সাধ্য জ্যোতিষৌম নামক মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 ৩১-৩৩

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিত্রয়কে বারংবার হোমদ্বারা আরাধনা করিলে
 এবং বরাহদেব যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই
 চতুর্বর্ণের উৎপত্তি হইল । ৩৪

তদনন্তর দক্ষ, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রজাবিস্তারেচ্ছায় রূপ-গুণ-প্রভৃতি
 সুলক্ষণসম্পন্না ত্রয়োদশটি কন্যা সৃষ্টি করিলেন এবং মহাত্মা কশ্যপ মুনিকে
 ত্রয়োদশ সম্প্রদান করিলেন । ৩৫

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! কশ্যপের ঔরসে দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার গর্ভ-সম্ভূত
 অপত্য সকলে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল । কশ্যপ প্রজাপতিই সকলের জনক । ৩৬

উক্ত পুত্রগণ মাতৃ-নামেই প্রসিদ্ধ হইল । হে মুনিগণ! দক্ষের ত্রয়োদশ
 কন্যার নাম পৃথক্ পৃথক্ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ৩৭-৩৮

অদিতির্দিতির্দনুঃ কালো দনায়ুঃ সিংহিকা যুনিঃ ।
 ক্রোধা প্রধা বরিষ্ঠা চ বিনতা কপিলা তথা ॥ ৩৯
 কদ্রস্ত্রয়োদশ সূতা এতা দক্ষস্য কীর্তিতাঃ ॥ ৪০
 সজ্জাতো দক্ষিণাঙ্কুষ্ঠান্ননসা ধ্যায়তো বিধেঃ ।
 তেন দেবমনুষ্যেষু দক্ষ ইত্যেব কথ্যতে ॥ ৪১
 ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা দশ পূর্বং প্রকীর্তিতাঃ ।
 তেষাং ষট্ সৃষ্টিকর্তারো ব্যাতীতেহগ্নিন্ জনক্যে^১ ॥ ৪২
 মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
 মরীচেন্তনয়ো জাতঃ কশ্যপো লোকভাবনঃ ॥ ৪৩
 অশ্বৈব দক্ষকন্যাভ্যঃ প্রজা জজ্ঞেহথ ভূরিশঃ ।
 অশ্ব জায়াপ্রজাতানাং নামতো বিনিবোধত ॥ ৪৪
 ধাতা মিত্রোহর্য্যমা শক্রো বরুণঃ সোম এব চ ।
 ভগো বিবস্বান্ পুষা চ সবিতৃত্বষ্ট্রবিষ্ণবঃ ॥ ৪৫
 অদিতের্বাদশসূতা আদিত্যাস্তে প্রকীর্তিতাঃ ।
 এষাং কনীয়ান্ গুণবান্ সদা যন্তপতি প্রজাঃ ॥ ৪৬
 স বৈ বংশকরো মুখ্যো গদাতে বো দিবা করঃ ।
 এক এব দিতেঃ পুত্রো হিরণ্যকশিপূর্বলী ॥ ৪৭
 চত্বারস্তস্য তনয়া হৃষ্টা মদবলারিতাঃ ।
 প্রহ্লাদো হথ সংহ্লাদো বাঙ্কলঃ শিবিরের চ ॥ ৪৮
 প্রহ্লাদস্য ত্রয়ঃ পুত্রাস্তেষামাদ্যো বিরোচনঃ ।
 কুস্তো নিকুস্তো বলবাংস্ত্রয়ঃ প্রাহ্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯

অদিতি, দিতি, দনু, কালো, দনায়ু, সিংহিকা, যুনি, ক্রোধা, প্রধা, বরিষ্ঠা, বিনতা, কপিলা এবং কদ্র, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা জগতে বিখ্যাত । ৩৯

ব্রহ্মার ধ্যানকালে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বর্গ-মর্ত্যে দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । ৪০-৪১

ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন দশ পুত্রের মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এই ছয়জন প্রলয়াস্তে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি হইল । ৪২-৪৩

কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে, ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, সোম, ভগ, বিবস্বান্, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা, এই দ্বাদশ জন জন্মগ্রহণ করত আদিত্য নামে বিখ্যাত হন । ৪৪-৪৫

ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ দিবা কর লোকে নিজকিরণ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অগ্নি অপেক্ষা ইহার বংশই অধিক হইল । ৪৬

দক্ষের দ্বিতীয় কন্যা দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু নামে বলবান্ এক পুত্র জন্মিল । ৪৭

দিতি গর্ভজাত হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, বাঙ্কল এবং শিবিনামক মহাপরাক্রমশালী চারিটি পুত্র । প্রহ্লাদের তিনটি পুত্র হয়, তাহার মধ্যে বিরোচন জ্যেষ্ঠ ; কুস্ত ও নিকুস্ত নামক অগ্নি পুত্রদ্বয় কনিষ্ঠ । ৪৮-৪৯

বিরোচনসূতো জাতো দানশৌণ্ডো বলির্মহান্ ।
 বলেশ্চ পুত্রো বিদিতো বাণো নাম মহাবলী ॥ ৫০
 শম্ভোরনুচরঃ শ্রীমান্ মহাকালাহবয়শ্চ সঃ ।
 বাণশ্চ চ শতং পুত্রাঃ কুসুম্ভমকরাদয়ঃ ॥ ৫১
 চত্বারিংশদনোঃ পুত্রা বিপ্রচিহ্নিপুংসরাঃ ।
 শম্বরো নমুচিষ্টৈব পুলোমা চ তথৈব চ ॥ ৫২
 অসিলোমা তথা কেশী দুর্জয়ঃ শিরাস্তথা ।
 অশ্বশীর্ষো ক্ষয়ঃ শঙ্কুবিষমূর্দ্ধা মহাবলঃ ॥ ৫৩
 বেগবান্ কেতুমাংশৈব স্বয়ং স্বর্ভানুরেব চ ।
 অশ্বো অশ্বপতিঃ কুণ্ডো বৃষপর্ব্বাজকস্তথা ॥ ৫৪
 অশ্বগ্রীবশ্চ সূক্ষ্মশ্চ তুরুগুর্মাণ্ডলস্তথা ।
 উর্দ্ধবাহুশ্চৈকচক্রো বিরূপাক্ষো হরাহরো ॥ ৫৫
 নিয়ন্ত্রশ্চ নিকুম্ভশ্চ কুপটশ্চ পটন্তথা ।
 সবভঃ সুলভশ্চৈব সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তথা ॥ ৫৬
 অজ্ঞাবেত্তো দনোঃ পুত্রো সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তথা ।
 দিবাকরনিশানাথৌ তাবহৌ দেবপুঙ্গবৌ ॥ ৫৭
 এষাং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চৈব ভূরিভিঃ ।
 জগদ্ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং বলবীর্য্যসমম্বিতৈঃ ॥ ৫৮
 দনায়ুষোহভবন্ পুত্রাশ্চত্বারো বলবন্তরাঃ ।
 বীরভদ্রো বীক্ষশ্চ বৎসো বৃন্তস্তথৈব চ ॥ ৫৯
 এষাঞ্চতুর্গাং বহবঃ পুত্রা জাতা দ্বিজোত্তমাঃ ।
 রূপসত্ত্বলোপেতা একৈকশ্চ শতং শতম্ ॥ ৬০
 কালায়াস্তনয়া জাতাঃ কালেয়া ইতি বিক্রতাঃ ॥ ৬১
 বিখ্যাতান্তে মহাবীর্য্যশ্চত্বারো দানবাম্বিপাঃ ॥ ৬২

বিরোচনের ঔরসে দাতাদিগের অগ্রগণ্য বলি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 বলির বাণনামক মহাবল এক পুত্র হয় । ৫০

এই বাণকে মহাদেব স্বয়ং ভোজনাদি প্রদান দ্বারা পালন করিয়াছেন ।
 বাণের প্রসিদ্ধ নামান্তর মহাকাল । কুসুম্ভ মকর প্রভৃতি বাণের একশত পুত্র
 উৎপন্ন হয় । ৫১

দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয় কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্র, চিহ্নি, শম্বর; নমুচি, পুলোমা,
 অসিলোমা, কেশী, দুর্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশীর্ষ, ক্ষয়, শঙ্কু, বিষমূর্দ্ধা, বেগবান্,
 কেতুমান্, সূর্য্য, চন্দ্রমা, স্বয়, স্বর্ভান্, অশ্ব, অশ্বপতি, কুণ্ড, বৃষপর্ব্বা, অজক,
 অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুরুগু, নহষ, উর্দ্ধবাহু, একচক্র, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, নিশ্চক্র,
 অন্নচক্র, কুপট, চপট, সুরভ, শলভ, দিবাকর এবং নিশানাথ এই চল্লিশটি মহা-
 বল পুত্র জন্মগ্রহণ করে । ৫২-৫৬

ইহাদের মধ্যে দিবাকর নিশাকর নামক দনুপুত্র অদিতি-পুত্র সূর্য্য চন্দ্র
 হইতে স্বতন্ত্র । বলবীর্য্যশালী ইহাদের পুত্র পৌত্র এবং তৎপুত্রগণকর্তৃক
 জগৎগুল ব্যাপ্ত হইল । ৫৭-৫৮

দক্ষের চতুর্থ কন্যা দনায়দুর বীরভদ্র, বীক্ষর, রস এবং বৃন্ত নামে মহা-
 পরাক্রমশালী চারিটি পুত্রের রূপ-গুণ-বলসমম্বিত এক শতটি করিয়া পুত্র হয় ।

বিনাশনশ্চ ক্রোধশ্চ ক্রোধহন্তা তথৈব চ ।
 ক্রোধশত্রুস্তথা চৈতে কালাপুত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৬৩
 সিংহিকায়াঃ সূতো জাতো রাহুশ্চন্দ্রাৰ্কমৰ্দনঃ ।
 সূচন্দ্রশ্চন্দ্রহন্তা চ তথা চন্দ্রবিমৰ্দনঃ ॥ ৬৪
 ১ক্রোধায়াস্তনয়া জাতাঃ ক্রুরকৰ্ম্মকরাস্তথা ॥ ৬৫
 সিংহিকা চৈব ক্রোধা চ ধ্বংসুতে ক্রুরিকে সদা ।
 তাত্যাক্ষ প্রভবো বংশো হতঃ ক্রুরতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৬
 এক এব মূনেঃ পুত্রো জাতঃ শুক্রঃ কবির্মহান্ ।
 দৈত্যাদানবকালেয়প্রভৃতীনাং সদা গুরুঃ ॥ ৬৭
 চত্বরাস্তস্য তনয়া জাতা অসুরযাজকাঃ ।
 তৃষ্ঠাবরাস্তথাত্রিশ্চ সৌকলশ্চেতি বাগ্বিনঃ ॥ ৬৮
 তেজসা সূর্য্যাসদৃশা ব্রহ্মলোকপ্রভাবনাঃ ॥ ৬৯
 অসুরাণাং সদৈত্যানাং কালেয়ানাং তথৈব চ ।
 ক্রোধাশ্চজানাঞ্চ তথা সিংহিকাতনয়স্য চ ॥ ৭০
 সূতিপ্রসূতিভিঃ সৰ্ব্বং জগদ্বাপ্তং চরাচরম্ ॥ ৭১
 তেষাম্ যান্ধপত্যানি বহ্নিতানি ক্রমাদিজাঃ ।
 তেষাং বহুভাং সন্ধ্যাতুং চিরেণাপি ন শক্যতে ॥ ৭২
 তাক্ষ্যশ্চাৰিষ্টনেমিচ অনুরুগরুড়স্তথা ।
 অরুণির্বীৰুণিশ্চৈব বিনতাতনয়াঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৩

হে দ্বিজগণ ! দক্ষের পঞ্চম কন্যা কলার গর্ভে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা এবং
 ক্রোধশত্রু নামে মহাবীৰ্য্যবান্ কালেয় নামে বিখ্যাত চারিটি পুত্র জন্মে ৫৯-৬৩
 ষষ্ঠ কন্যা সিংহিকার গর্ভে চন্দ্র, সূর্য, বিমৰ্দন রাহু, সূচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্র-
 বিমৰ্দন, এই চারিজনের উৎপত্তি হয় । ৬৪

দক্ষের সপ্তম কন্যা ক্রোধার গর্ভে গণ ক্রোধ-বশ ক্রুরকৰ্ম্ম্য এবং বিমৰ্দন
 এই কয় জনের উৎপত্তি হয় । ৬৫

দক্ষের কন্যা সকলের মধ্যে ক্রোধা এবং সিংহিকা এই দুই জন অতিশয় ক্রুর
 —এই নিমিত্ত ইহাদের গর্ভে যাহাদের জন্ম, তাহারাও মাতৃদোষে ক্রুরতব
 হইয়াছিল । ৬৬

মূনির গর্ভে শুক্র নামে মহাকবি এক পুত্রের উৎপত্তি হয় । তিনি দৈত্য
 দানব কালেয় প্রভৃতি বৈমাত্রেয়গণের পৌরোহিত্য কর্ষে নিযুক্ত হন । ৬৭

কবির শুক্রের তৃষ্ঠা, ধর, অত্রি, সৌনক নামে চারিটি পুত্র হয় । তাহারাও
 দৈত্যাদির পৌরোহিত্যরূপ পৈতৃক কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । ৬৮

ব্রহ্মার বংশীয় সূর্য্যসমপ্রভ দৈত্য, দানব, কালেয়, ক্রোধাপুত্র, সিংহিকাসূত
 প্রভৃতি অসুরগণের পুত্র-পোত্র-প্রপোত্রে ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল । ৬৯-৭১

ক্রমে এতাদৃশভাবে তাহাদের বংশ বিস্তৃত হইল যে, বহুকাল কীৰ্ত্তন
 করিলেও প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা যায় না । ৭২

দক্ষের অষ্টম কন্যা বিনতার গর্ভে তাক্ষ্য অরিষ্টনেমি অনুরু গরুড় অরুণ
 এবং অরুণি এই কয় জনের জন্ম হয় । ৭৩

১। “বেগবান্ কেতুমান্ চৈব অয়ঃসুতানুয়েব চ ।

অধোন্তপতিঃ কৃষ্ণবষ্টিপথাজ্জগন্তথা ॥” ইত্যাদিঃ পঠঃ পুস্তকান্তরে ।

শেষো বাসুকিরাজশ্চ তক্ষকঃ কুলিকস্তথা ।
 কুর্শশ্চ সূমনাশ্চেতি কাশ্রবেয়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৭৪
 ভীমসেনোগ্রসেনশ্চ সূপর্ণো গরুড়স্তথা ।
 গোপতিধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যবচাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৭৫
 অৰ্কপৃষ্ঠঃ প্রমুস্তশ্চ বিশ্রুতঃ সূক্ষ্মতস্তথা
 ভীমশ্চিহ্নরথশ্চৈব বিখ্যাতঃ সৰ্ব্ববিঘ্নী ॥ ৭৬
 শালিশীৰ্ষশ্চ পৰ্জ্জন্তঃ কলিনারদ এব চ ।
 ইত্যেতে দেবগন্ধৰ্ব্বাঃ মুনিপুত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৭৭
 অনবদ্যাং সানুরাগাং সমুদ্রাং মার্গণাং প্রিয়াম্ ।
 অসূয়াং সুভগাং ভাসমিতি^১ কন্যা অস্ম্যত ॥ ৭৮
 প্রাধা সৰ্ব্বগুণোৎথানাং কন্যপাত্ন তপোধনাং ।
 বিশ্বাবসুঃ সূচক্ৰশ্চ সূপর্ণঃ সিদ্ধ এব চ ॥ ৭৯
 বহিঃপূৰ্ণশ্চ পূৰ্ণাক্সো ব্রহ্মচারী রতিপ্রিয়ঃ ।
 ভানুশ্চ দশমশ্চেতে প্রাধাপুত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 ইত্যেতে দেবগন্ধৰ্ব্বাঃ সন্ততং পুণ্যলক্ষণাঃ ॥ ৮০
 প্রাধাসুত মহাভাগা দেবীং দেববিসন্তমাং ।
 অলপ্পুষা মিশ্রকেশী গামিনী চ মনোরমা ।
 বিদ্যাংপন্নানঘারম্ভা হরুণা রক্ষিতাতুলা ॥ ৮১
 সুবাহুঃ সুরতা চৈব মুরজা সুপ্রিয়া তথা ।
 বপুস্তিলোত্তমা চেতি মুখ্যা অম্বরসঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮২
 অতিবাহুস্তপুরুশ্চ হাহা হুহুস্তথৈব চ ।
 গন্ধৰ্ব্বাণামিমে মুখ্যা দেবতুলাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৮৩

নবম কন্যা কক্ষর গর্ভে অনন্ত, বাসুকি ঈগ, তক্ষক, কুলিক, কুর্শ, সূমনা—
 ইহারা জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৭৪

দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন, উগ্রসেন, সূপর্ণ, গরুড়, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র,
 সূর্য্য, চক্ৰ, পৃষ্ঠবান, অৰ্কপৃষ্ঠ, প্রমুস্ত, বিশ্রুত, সূক্ষ্মত, ভীম, চিহ্নরথ, বিখ্যাত,
 সৰ্ব্ববিং, বলী, শালিশীৰ্ষ, পৰ্জ্জন্ত, কলি এবং নারদ নামক পুত্রসকল জন্মগ্রহণ
 করেন । ইহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধৰ্ব্ব ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হন ॥ ৭৫-৭৭

দক্ষ প্রজাপতির দ্বিতীয়া কন্যা দিতি—অনবদ্যা, সানুরাগা, সমুদ্রা, মার্গণী,
 প্রিয়া, অসূয়া, সুভগা, ভাসা এই কন্যা আটটিও প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৭৮

দক্ষের দশম কন্যা প্রধার গর্ভে কন্যপ-ওরসে বিশ্বাবসু, সূচক্ৰ, সূপর্ণ, সিদ্ধ,
 বহিঃ, পূর্ণ, পূর্ণাক্স, ব্রহ্মচারী, রতিপ্রিয় এবং ভানু এই দশটি পুত্রের জন্ম হয় ।
 তাহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধৰ্ব্ব ইত্যাদি সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৭৯-৮০

দক্ষকন্যা প্রধা,—অলপ্পুষা, মিশ্রকেশী, গামিনী, মনোরমা, বিদ্যাংপন্নী, রম্ভা,
 অরুণা, রক্ষিতা, তুলা, সুবাহু, সুরতা তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অম্বর-
 গণেরও জননী ॥ ৮১-৮২

অতিবাহু, তপুরু হাহা হুহু ইত্যাদি নামে খ্যাত গন্ধৰ্ব্বশ্রেষ্ঠগণ প্রাপুত্র ॥ ৮৩

১। ...ভাসমিতি কন্যাস্ম্যত ।

অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো মুনয়োহপ্সরসস্তথা ।
 কপিলাতনয়াঃ' প্রোক্তা মহাভাগা মহোৎসবাঃ ॥ ৮৪
 ইতি দক্ষসুতানাং যে কশ্যপাস্তনয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৫
 তৈরিদং সকলং ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৮৬
 এবং যজ্ঞবরাহস্য যজ্ঞরূপস্য পাতনাং ।
 ত্রিভো্যোহগ্নিভো্যো মনোস্তস্ম্যাং স্বায়ত্ত্বব-মহাঋনঃ ॥ ৮৭
 মুনিভ্যশ্চৈব সপ্তভ্যঃ কশ্যপাদিভ্য এব চ ।
 নরনারায়ণাভ্যাস্ত ব্যতীতেহকালিকে লয়ে ।
 পুনঃ প্রজাঃ পুরা সৃষ্টা হরিণানেকরূপিণা ॥ ৮৮
 এবং পুনরভূৎ সৃষ্টিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ ।
 হরেষুস্য প্রসাদেন নরনারায়ণাঋনঃ ॥ ৮৯
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভে অমৃত ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । ৮৪

এই প্রকার দক্ষকন্যাগণের গর্ভে কশ্যপের ঔরসে উৎপন্ন পুত্র-কন্যাগণের পুত্র-পৌত্রসমূহে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইলেন । ৮৫-৮৬

সর্বভূতাত্মা হরি, এইরূপে যজ্ঞস্বরূপ বরাহদেবের দেহোৎপন্ন অগ্নিত্রয়, লোকপ্রসিদ্ধ স্বায়ত্ত্বব মনু, কশ্যপাদি সপ্তর্ষিগণ এবং নরনারায়ণ প্রভৃতি দ্বারা অকাল-প্রলয়ান্তে পুনর্বার পূর্বের ন্যায় ত্রিভুবন সৃষ্টি করিলেন ৮৭-৮৮

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী নর-নারায়ণ-স্বরূপ জগন্নাথ হরি ইচ্ছানুসারে সময়ে সময়ে এই প্রকার সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন । ৮৯

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪

১। কপিলা চ তথা.....।

পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ঈশ্বরঃ শারভং কায়ং যথা তত্যাঙ্ক যতুতঃ ।
তন্মে নিগদতো ভূয়ঃ শৃণুধ্বং দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ১
হতে যজ্ঞবরাহে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
উবাচ শরভং গতা সামযুক্তং জগদ্ধিতম্ ॥ ২
দেহাভোগেন ভবতঃ পুরিতং ভুরিয়োজনম্ ।
উপসংহর তন্মাত্ত্বং কায়ং লোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৩
তব যুদ্ধেন সকলং প্রনষ্টং ভুবনত্রয়ম্ ।
আকাশং গন্তং ত্বাং দৃষ্ট্বা বিভেত্যাদ্য জনাৰ্দ্ধনঃ ॥ ৪
তন্মাত্ত্বমুক্তং লোকানাং হিতায় ত্যজ বৈ তনুম্ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরজ্যেষ্ঠস্য শঙ্করঃ ।
তত্যাঙ্ক শারভং কায়ং ভোয়োপর্যোব তৎক্ষণাৎ ॥ ৬
তাত্তস্য তস্য দেহস্য শঙ্করেণ মহাত্মনা ।
অষ্টৌ পাদা অষ্টমূৰ্ত্তেস্তেষু চাষ্টসু ভেজিরে ॥ ৭
আদ্যন্ত দক্ষিণং পাদমাকাশমগমদ্ ক্রতম্ ।
তদ্বামং মিহিরং ভেজে পশ্চাদক্ষিণজং বিধৌ ॥ ৮

শরভের দেহত্যাগ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজবরগণ ! মহাদেব, বরাহের সহিত যুদ্ধ করিতে যে শরভরূপ ধারণ করেন, তাহার পরিত্যাগবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি যত্নপূর্বক শ্রবণ কর । ১

বরাহপুত্রগণের দেহ, যজ্ঞে অগ্নিত্রয়রূপে পরিণত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা জগতের হিতের নিমিত্ত শরভরূপী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন । ২

দেব ! বহুদেশব্যাপক আপনার দেহ দর্শন করিয়া সকল লোকেই ভয় পাইতেছে, অতএব ভয়ঙ্কর রূপ সম্বরণ কর । ৩

স্বর্গমর্ত্যব্যাপী আপনার দেহ দর্শন করিয়া কি খেচর, কি স্বর্গবাসী, সকলেই ভীত হইতেছে । ৪

অতএব হে বিশ্বনাথ ! ত্রিভুবনহিতার্থে আপনি এ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বধামে চলুন । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর লোকহিতকর শঙ্কর, সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলমধ্যে শরভ-দেহ ত্যাগ করিলেন । ৬

অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব শরভ-দেহ ত্যাগ করিলে সেই দেহের আটটি চরণ অষ্ট মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিল । ৭

দেহের দক্ষিণভাগের প্রথম চরণ বেগে আকাশে গমন করিল । বামভাগের দ্বিতীয় চরণ সূর্য্যে লীন হইল । দক্ষিণভাগের তৃতীয় চরণ চন্দ্রমণ্ডল আশ্রয় করিল । ৮

বামস্ত জলনং ভেজে পৃষ্ঠাং পদগতং ক্ৰিতিম্ ।
 পৃষ্ঠাংবামং সলিলং তংপশ্চাদ্ধক্ষিণং তথা ॥ ১০
 বায়ো^১ বামপদং ভেজে হোতারং সৰ্ব্বতোমুখম্ ॥ ১০
 এবং তস্যাষ্টমূৰ্ত্তেস্ত অষ্টমূৰ্ত্তিষু তৎক্ষণাৎ ।
 অষ্টৌ পাদান্তথা ভেজুঃ স্বং স্বং ভেজৌ যযুঃ পদম্ ॥ ১১
 মধ্যস্ত শারভং কাশং শঙ্করম্ মহাশ্বনঃ ।
 কপালী ভৈরবো ভূতশচরুপী দুৰাসদঃ ॥ ১২
 মস্তিষ্কমেদসা যুক্তং মাংসং জুহ্বতি তে শুচৌ ।
 ব্রহ্মকপালপাতিং সুরাভির্দেবপূজনম্ ॥ ১৩
 বলিৰ্মনুষ্যমাংসেন পানন্ত রুধিরং সদা ।
 সুরয়া পারণং যজ্ঞে কপালোন্তটধারণম্ ॥ ১৪
 ব্যাঘ্রচৰ্ম্মপরীধানং সমলং ত্রিবলীকৃতম্ ।
 এবং কুৰ্ব্বতি সততং কপালব্রতধারিণঃ ॥ ১৫
 কপালী ভৈরবস্তেমাং দেবঃ পূজ্যস্ত নিত্যশঃ ।
 শ্মশানভৈরবো যোহসৌ যো মহাভৈরবাস্থঃ ॥ ১৬
 বালসূর্যাসমোদ্যোতঃ সদাষ্টাদশবাহুভিঃ ।
 বিভ্রাজমানো রক্তাক্ষঃ সৰ্ব্বদা নাট্যিকাব্রজৈঃ ॥ ১৭
 কালীপ্রচণ্ডাপ্রমুখৈঃ ক্রীড়মানস্ত নিত্যশঃ ।
 সন্দোদক্ৰন্থমাংসানী গলল্লোললসদভূজঃ ॥ ১৮

বামভাগের চতুর্থ চরণ অগ্নিমূর্ত্তিতে পর্যাবসিত হইল। পৃষ্ঠস্থিত দক্ষিণ-
 ভাগের পঞ্চম চরণ ক্ষিতিক্রমে পরিণত হইল। পৃষ্ঠদেশের বামভাগ-স্থিত যষ্ঠ
 চরণ জলরূপ আশ্রয় করিল। ৯

দক্ষিণপৃষ্ঠস্থিত সপ্তম চরণ বায়ুমূর্ত্তির আশ্রিত হইল, বামপৃষ্ঠের অষ্টম চরণ
 হোতরূপ মূর্ত্তিতে যুক্ত হইল। ১০

এই প্রকারে অষ্টমূর্ত্তির অষ্টপাদ আকাশাদি অষ্ট মূর্ত্তিতে আশ্রিত হইল।
 তাহার দেহ হইতে ভেজোময় শক্তি নিত্যধামে গমন করিল। ১১

মহাত্মা মহাদেবের অবশিষ্ট শরভ-দেহ হইতে প্রচণ্ডরূপধারী দুর্ধ্ব কপালী,
 ভৈরব, ভূতপ্রভৃতির জন্ম হইল। ১২

যাহারা মৃত ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক মেদ মাংস সহিত কপালদ্বারা অগ্নিতে হোম
 করে এবং মদ্য দ্বারা দেবের পূজা করে। ১৩

মনুষ্য বলিদান, সৰ্ব্বদা রক্তপান, সুরাদ্বারা যজ্ঞ আচরণ, অশুভ নর-কপাল
 ধারণ, ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম-পরিধান, সমল-ত্রিবলিময় ব্যাঘ্র চৰ্ম্ম পরিধান প্রভৃতি ভয়ানক
 কৰ্ম করত কপাল ব্রতধারী হইয়া প্রতিদিন ভৈরবের পূজা করে, ইহাদের
 আরাধ্য কপালধারী ভৈরব, মহাভৈরব নামে প্রসিদ্ধ। ১৪-১৬

নবসূর্যাসমদ্যুতি অষ্টাদশবাহুবিশিষ্ট, আরক্তলোচন ভয়ঙ্কর-শব্দকারিণী
 কালী প্রচণ্ডা প্রভৃতির সহিত সৰ্ব্বদা ক্রীড়াপরায়ণ, অত্যাশ্রয় মনুষ্য-মাংস-ভোজী,
 মৃতমনুষ্যের হস্তমালাদ্বারা পরিবৃতকণ্ঠ। ১৭-১৮

লোহিতাহারবিষসঃ প্রেতাশনগতঃ সদা ।
 স্থূলবক্ত্রে হিথ লম্বোষ্ঠৌ হ্রস্বস্থূলপদালয়ঃ ।
 বিনোদী বাদনো লোকে সান্দিহাসস্ত ভৈরবঃ ॥ ১৯
 এবং স চ মহাদেবো মহাভৈরবরূপধৃক্ ।
 মধ্যশারভকায়েন কাষং দগ্রে মহাভুজঃ ॥ ২০
 স জগাম ভূতো দেবা হরস্ত প্রমথান্ প্রতি ।
 গণৈঃ সার্কং তথাকাশে বিক্ৰীড়তি স ভৈরবঃ ॥ ২১
 স মহাভৈরবো দেবঃ পূজ্যমানো জগজ্জনৈঃ ।
 অদ্যপি কুরুতে নিত্যমিচ্ছিকামস্য সাধনম্ ॥ ২২
 চৈত্রশুদ্ধচতুর্দশ্যং মধ্যাসবপয়ঃফলৈঃ ।
 মাংসৈর্মংস্যৈঃ সর্গধিরৈঃ সফুদ্র্যো ভৈরবং যজ্ঞেং ॥ ২৩
 স সর্বকামান্ সংসাধ্য ভোগান্ ভুক্ত্য তথেষ্টতঃ ।
 প্রয়াতি শম্ভুভবনমারুহ্য বৃষভং বরম্ ॥ ২৪
 এতদ্বঃ কথিতং সর্বং যৎপুণ্ড্রোহং দ্বিজোত্তমৈঃ ।
 ভবন্তির্যচ্চ বোহিষ্ঠা রোচতে পূজ্য মাভ্য তৎ ॥ ২৫
 ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

রক্তচন্দনদ্বারা লিপ্তাঙ্গ, শবনির্মিত আসনোপবিষ্ট, বিস্তৃত-বদনে ক্ষুদ্র ওষ্ঠ-
 ধারী, খর্ব্বাকৃতি, দীর্ঘাচরণ, ক্রীড়াবাদ্যাদিরত এবং উচ্চভাবে হাস্যকারী মহা-
 ভৈরব, লোকে বিখ্যাত । ১৯

এইপ্রকার শরভ দেহ হইতে কপালি প্রভৃতির সহিত প্রকাশ পাইয়া ভৈরব-
 নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং তিনি প্রমথগণের সহিত আকাশে ক্রীড়া করিতে
 আরম্ভ করিলেন । ২০-২১

অদ্যপি জগজ্জন মহাভৈরবের উপাসনা করিয়া মনোমত ফললাভ
 করিতেছে । ২২

যে ব্যক্তি চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দশীদিনে মধু, মদ্য, ফল, মাংস, মংস্য এবং
 বক্তাদিদ্বারা একবার ভৈরবের পূজা করে, সে ব্যক্তি সফলমনোরথ হইয়া অতুল
 ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয় এবং ব্রহ্মোপরি আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন
 করে । ২৩-২৪

হে ঋষিবরগণ ! তোমরা আমার নিকট যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে পর্য্যায়-
 ক্রমে সকল প্রশ্নের উত্তর করিলাম । আর যদি কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়,
 তাহা হইলে বল, তোমাদের নিকটে বর্ণন করিতেছি । ২৫

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

কথং বরাহপুত্রোহসৌ নরকো নাম বীৰ্য্যবান্ ।
সজ্জাতোহসুরসত্ত্বঃ স দেবদেবীসুতোহপি সন্ ॥ ১
চিরজীবী কথং সোহভূৎ কিমর্থমুদরে চিরম্ ।
পৃথিব্যাং শ্ববসজ্জাতঃ কুত্র বা স মহাবলঃ ॥ ২
সোহসুরাণাং কথং রাজা পুরং তস্য কিমাস্বয়ম্ ।
মলিনীরতিসজ্জাতঃ স ক্ষিতৌ পোত্রিণস্তথা ॥ ৩
জ্ঞয়তে মুনিশাৰ্দূল কথং ভূতস্তথাবিধঃ ।
এতৎ সৰ্ব্বমশেষেণ পৃচ্ছতাং ত্বং বদস্ব নঃ ॥ ৪
ত্বং নো গুরুশ্চ শাস্তা চ সৰ্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শিবান্ ।
কথং লব্ধবরো ভূতো ব্রহ্মণা প্রভবিষুনা ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণু মুনয়ঃ সৰ্ব্বে যৎ পুৰ্যোহহং দ্বিজোত্তমাঃ ।
যথা স নরকো জাতো ধরাগৰ্ভো মহাসুরঃ ॥ ৬
বজ্রশলায়া গোত্রায়া গৰ্ভে বীৰ্য্যেণ পোত্রিণঃ ।
যতো যাতস্ততো ভূতো দেবপুত্রোহপি সোহসুরঃ ॥ ৭

নরকাসুরের উপাখ্যান

ঋষিগণ বলিলেন,—নরকাসুর কিপ্রকারে বরাহদেবের পুত্ররূপে জন্মিল এবং দেবতার ঔরসে দেবীর গর্ভে জন্মিয়াও কি নিমিত্ত অসুর বলিয়া বিখ্যাত হইল । ১

সে কিরূপে দীর্ঘজীবী হইল এবং পৃথিবী গর্ভে কিরূপে বহুকাল বাস করিল । মহাবলী নরক কোন স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল ? ২

সে কিরূপে অসুরগণের অধিপতি হইয়াছিল ? তাহার পর কি নায়ে প্রসিদ্ধ হইল ? ৩

জ্ঞাত হইয়াছি,—যজ্ঞবরাহ এবং পৃথিবী উভয়ের রতি হওয়ায় নরকের জন্ম হইয়াছে । হে মুনিবর ! এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণন করুন । ৪

ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানবেত্তা আপনিই আমাদের গুরু এবং শাস্তা, অতএব লোকপ্রমুখ ব্রহ্মা নরকাসুরকে কি নিমিত্ত বর দিলেন, এই সকল বিষয় আপন!র মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ! তোমাদের প্রশ্নসকলের ক্রমশ উত্তর প্রদান করিতেছি । প্রথমত নরক কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৬

বজ্রশলা-ধরিত্রীর গর্ভে বরাহদেবের ঔরসে জন্ম হেতু নরক অসুর-যোনি প্রাপ্ত হইল । ৭

গর্ভসংস্থং মহাবীরং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
 বরাহপুত্রং হৃদ্ষ্যং মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৮
 গর্ভ' এব তদা দেবাঃ শক্ত্যা দধুষ্টিরং দৃঢ়ম্ ।
 যথা কালেহপি সম্প্রাপ্তে নো গর্ভাজ্জায়তে স চ ॥ ৯
 ততস্ত্যক্তশরীরস্ত বরাহস্তনয়ৈঃ সহ ।
 অতীবশোকসন্তপা জগদ্ধাত্যভবৎ ক্রিতিঃ ॥ ১০
 শোলাকুলা সা ব্যলপচ্ছিরকালং যুহ্ম্যু'হঃ ।
 প্রকৃতিস্থ। ক্রিতিভূ'তা মাধবেন প্রবোধিতা ॥ ১১
 ততঃ কালেহপি সম্প্রাপ্তে দৈবশক্ত্যা যদা ধৃতঃ ।
 ন গর্ভঃ প্রসবং যাতি তদাভুৎ পীড়িতা ক্রিতিঃ ॥ ১২
 কঠোরগর্ভা সা দেবী গর্ভ'ভারং ন চাশকৎ ।
 যদা বোচুং তদা দেবং মাধবং শরণং গতা ॥ ১৩
 শরণং শরণং গতা মাধবং জগতাং পতিম্ ।
 প্রণম্য শিরসা দেবী বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ১৪

পৃথিব্যাবাচ—

নমস্তে জগদব্যক্তরূপ কারণকারণ ।
 প্রধানপুরুষাতীত স্থিত্যুৎপত্তিলয়ায়ক ॥ ১৫
 জগন্নিয়োজনপর স্বাহাভোগধরোত্তম ।
 জগদানন্দনন্দাশ্রয় ভগবন্ জগদীশ্বর ॥ ১৬
 নিয়োজ্যকো নিয়োজ্যশ্চ বিভাজন্ বিশ্বরব্যাস ।
 নমস্তভ্যং জগদ্ধাতন্বিলোকালয় বিশ্বকৃৎ ॥ ১৭

পৃথিবীর গর্ভে মহাবীর উৎপন্ন হইবে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বকীয় দৈব-
 শক্তিবলে বহুদিনের নিমিত্ত পৃথিবীগর্ভ কঠিন করত পুত্রপ্রসবে বাধা উৎপাদন
 করিলেন । ৮

জগদ্ধাতী পৃথিবী প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও অপত্য প্রসব না হওয়ায়
 এবং বরাহের মৃত্যু-হেতু অতিশয় শোকাকুল হইয়া বারংবার অনেক রোদন
 করিতে লাগিলেন । ৯-১০

তৎপরে তিনি ভগবান্ মধুসূদন কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া ধৈর্যাবলম্বন
 করিলেন । ১১

তদনন্তর ভগবন্নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেও দৈববিড়ম্বণায় গর্ভ' প্রসব
 না হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইলেন এবং সম্পূর্ণ-গর্ভ-ভার-সহনে
 অক্ষমা হইয়া পুনর্ব্বার মাধবের শরণাগত হইলেন । ১২-১৩

শরণাগত-পালক জগৎপতি মধুসূদনকে নতশিরে প্রণাম করিয়া এই প্রকারে
 স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ১৪

যাঁহার রূপ জগতে সাধারণের নয়নপথের অতীত মূল-কারণরূপে প্রকাশ
 পাইতেছেন ; এবং যে প্রধান পুরুষের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি জীবধর্ম্ম নাই এবং
 যিনি জগত্তের নিয়ন্তা, যিনি স্বাহাদি মন্ত্ৰের প্রতিপাদ-স্বরূপ, যাঁহার আত্মা
 নিত্যানন্দময় এবং যে জগদীশ্বরের আজ্ঞায় সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত
 হইতেছে, স্বয়ং যিনি নিযুক্ত হইতেছেন এবং যিনি অব্যয়রূপে সর্ব্বদা শোভা

যঃ পালয়তি নিত্যানি স্থাপয়ত্যেব তৎপরঃ ।
 ত্বং ত্বাং নিয়মরূপেণ নমামি জগদীশ্বর^১ ॥ ১৮
 ত্বং মাধবঃ প্রবেকশ্চ কামঃ কামালমো লমঃ ।
 প্রসূতিচ্যুতিহেতুর্থ-জ্ঞাপকারণমীশ্বর ॥ ১৯
 ন যন্ত তে ক্লেদায় সূর্যাপো নোদ্রা তথোদ্রণে ।
 ন শীতায় ভবেচ্ছীতং তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২০
 ন সমুদ্রঃ প্রবকরো ন শোষায় দহাত্মকঃ ।
 ন যুতাবে যন্ত যমস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২১
 যচ্চিদ্বার্য্যং যোগিভিঃ শান্তদেহৈ-
 রুদ্র্যার্গাণাং যাত্যরিষ্যৈরুত্থিতাম্ ।
 নিত্যং যজ্ঞপমার্গাবসন্তং
 স ত্বং জাহি জ্ঞাপমিচ্ছন্ ধরিত্রীম্ ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতো হৃষীকেশো জগদ্ধাতা তদা হরিঃ ।
 প্রোদুভু^২ তন্তদা প্রাহ ধরিত্রীং দীনমানসাম্^২ ॥ ২৩

শ্রীভগবানুবাচ—

কথং দীনমনা দেবি ধরিত্রি পরিদেবসে ।
 তব বা কিং কৃত্বা পীড়া বেভু^৩ মিচ্ছামি তামহম্ ॥ ২৪
 মুখং তে পরিভুঞ্জং তু শরীরং কান্তিবিজ্জিতম্ ।
 আকুলং নয়নদ্বন্দ্বং ভ্রুবিজ্রমবিবর্জিতম্ ॥ ২৫

পাইতেছেন এবং সংসারকে সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়-চক্রে ভ্রমণ করাইতেছেন,
 সেই জগৎ-পিতা ভগবানকে স্থিরচিত্তে স্মরণপূর্বক প্রণাম করিতেছি । ১১-১৮

যিনি উত্তম যদুবংশে উৎপন্ন হইয়া কন্দর্পের জন্মদাতা এবং সংহর্তা ; জল
 যাঁহাকে আর্জ করিতে পারে না, অগ্নি যাঁহাকে সন্তাপিত করিতে পারে না,
 শীত যাঁহাকে শ্রী শৈত্যভাণে কষ্ট দিতে পারে না, সমুদ্র যাঁহাকে জলপ্রবাহে
 প্লাবিত করিতে পারে না, সূর্য্যাদি যাঁহাকে গুহ্র করিতে পারে না এবং যুত্যা
 যাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না, এতাদৃশ তোমাকে নমস্কার
 করি । ১৯-২১

শমশুণাবলম্বী মুনিগণ একাগ্রচিত্তে যে বস্তু ধ্যান করেন, ধর্ম্মবিরোধ পাষণ্ড-
 গণের কুমতিকলাপ যাঁহার দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং যাঁহার রূপ, সাত্ত্বিক উপায়ে
 দুষ্ট হয়, হে মহাপুরুষ ! সেই তুমি বিপদাপন্ন পৃথিবীকে রক্ষা কর । ২২

হরি এই প্রকারে পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমীপে আগমন করত
 বলিলেন,—দেবি বসুন্ধরে ! তুমি দুঃখিতমনে কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ ? ২৩
 যদিও কোন ব্যাধিবশত পীড়িতা হইয়া রোদন কর, তাহা হইলে সে কি
 প্রকার ব্যাধি, তাহা অবিলম্বে বল । ২৪

তোমার মুখপদ্ম পূর্বের স্থায় প্রফুল্ল নাই, শরীরে তাদৃশ কান্তিগুণ লক্ষিত

১। পরমেশ্বরম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। দুঃখকান্ধর্য্যম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ঐদৃশং ভব রূপং তু দৃষ্টপূৰ্ব্বং কদাপি ন ।
 রূপস্য তু বিপর্যাসে দ্বঃখবীজক ভাষয় ॥ ২৬
 এতচ্ছৃদ্ধা বচন্তস্য মাধবস্য জগৎপতেঃ ।
 বিনয়াবনতা দেবী পৃথ্বী প্রাহ সগদগদম্ ॥ ২৭

পৃথিব্যাবাচ—

ন গৰ্ভভারং সংবোদ্ধুং মাধবাহং ক্ষমাধুনা ।
 ভূশং নিত্যং বিধীদামি তস্মাৎস্বং ত্রাতুমর্হসি ॥ ২৯
 ত্বয়া বরাহরূপেণ মালিনী কামিতা পুরা ।
 তেন কামেন কুক্ষৌ মে যো গর্ভেইয়ং ত্বয়াহিতঃ ॥ ৩০
 কালে প্রাপ্তেহপি গর্ভেইয়ং ন প্রচ্যবতি মাধব ।
 কঠোরগৰ্ভা তেনাহং পীড়িতাস্মি দিনে দিনে ॥ ৩১
 যদি ন ত্রাহি মাং দেব গৰ্ভদ্বঃখাজ্জগৎপতে ।
 নচিরাদেব যাस्याমি মৃত্যোর্কশমসংশয়ম্ ॥ ৩২
 কয়্যপি নেদৃশো গৰ্ভঃ পূৰ্ব্বং মাধব বৈ মৃতঃ ।
 যোহচলাং চালয়তি মাং সরসীমিব কুঞ্জরঃ ॥ ৩৩
 এতচ্ছৃদ্ধা বচন্তম্যাঃ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীধরঃ ।
 আহ্লাদয়ন্ প্রত্যাচ হরিস্তপ্তাং লতামিব ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ—

ন ধরে তে মহদ্দুঃখং চিরস্থায়ি ভবিষ্যতি ।
 শৃণু যেন প্রকারেণ চানুভূতমিদং ত্বয়া ॥ ৩৫

হইতেছে না, নয়নযুগল ভয়চকিত ; সুতরাং পূর্বের স্থায় কটাক্ষনিক্ষেপ করিতেছে না । ২৫

এরূপ অবস্থায় আর কখনও তোমাকে দেখি নাই । লোকাভীত সৌন্দর্য্যে বিপরীতরূপে পরিণত হইয়াছে, কোন্‌ দ্বঃখে এইরূপ হইয়াছে সত্ত্বর বল । ২৬

জগদীশ্বর হরির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবী দেবী, বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে মাধব ! দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করিতে অক্ষমা হইয়া নিরন্তর দ্বঃখ অনুভব করিতেছি । এই দ্বঃখ হইতে আমাকে রক্ষা করুন ।

২৭-২৮

আপনি যেকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া রজস্বলা আমার সহিত সঙ্গম করিয়াছিলেন, সেই কালেই আমি গর্ভবতী হইয়াছি । ২৯

কিন্তু একাল পর্য্যন্ত প্রসব না হওয়ায় গর্ভভারে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি । ৩০

হে জগদীশ্বর ! আপনি যদ্যপি গর্ভধারণ-দ্বঃখ হইতে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করিব । ৩১

আমার স্থায় আর কোন কামিনীই এ প্রকার গর্ভ-যন্ত্রণায় কষ্ট পায় নাই । মদমত্ত হস্তী যেপ্রকার সরোবরকে আলোড়িত করে, সেইরূপ আমাকেও এই গর্ভ, কষ্ট অনুভব করাইতেছে । ৩২

পৃথিবীপতি ভগবান্ এই প্রকার পৃথিবীর দীন-বচন শ্রবণ করিয়া সূর্য্য-কিরণে সন্তপ্তা লতার স্থায় সন্তপ্তা ধরাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে

মলিন্যা সহ সঙ্কেন যো গর্ভঃ সঙ্কতস্তুরা ।
 সোহিভূদসুরসদ্বন্ত যুষ্ঠেঃ পুত্রোহপি দারুণঃ ॥ ৩৫
 জাত্বা তস্য চ বৃত্তান্তং গর্ভস্য ক্রহিণাদয়ঃ ।
 দৈবীভিঃ শক্তিভিব্রহ্মন্তব কুক্ষৌ তু তৎপুরঃ ॥ ৩৬
 সর্গাদৌ যদি জায়েত ভবত্যান্তাদৃশঃ সূতঃ ।
 ত্রংশহেৎ সকলান্ লোকাংস্ত্রীনিমান্ সমূরাসূরান্ ॥ ৩৭
 অনন্তস্য বলং বীৰ্য্যং জাত্বা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
 প্রাক্‌সৃষ্টিকালে তে গর্ভং তথা ধূর্জগতাং কৃতে ॥ ৩৮
 অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে আদিসর্গাচ্চতুর্য়ুগে ।
 ত্রেতায়ুগস্য মধ্যে তু সূতং ত্বং জনয়িষ্যসি ॥ ৩৯
 যাবৎ সত্যযুগং য়াতি ত্রেতার্ককং বরাননে ।
 তাবদ্বহ মহাগর্ভং দত্তং কালো ময়া তব ॥ ৪০
 ন যাবজ্জায়তে ষাতি গর্ভস্তে হৃতিদারুণঃ ॥
 তাবদগর্ভবতী দুঃখং ন ত্বং প্রাপ্স্যসি ভামিনি ॥ ৪১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পৃথিবীং গর্ভিণীং তদা ।
 নাতৌ পস্পর্শ দয়িতাং শঙ্খাগ্রেণাতিপীড়িতাম্ ॥ ৪২
 সা স্পৃষ্টা বিষ্ণুনা পৃথ্বী শরীরং লঘু চাসদং ।
 গর্ভেহপি লঘিমানং সা প্রাপাতীব সূখপ্রদম্ ॥ ৪৩

আরম্ভ করিলেন,—বসুন্ধরে । তোমার এ দুঃখ চিরস্থায়ী হইবে না এবং তোমার গর্ভ, নিরূপিত সময় অতীত হইলেও যে প্রসব হয় নাই, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর । ৩৩-৩৪

রজস্বলা তোমার সহিত বরাহের সঙ্গম হওয়ায় যে গর্ভ ধারণ করিয়াছে, এই গর্ভে মহাবল অসুর উৎপন্ন হইবে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ তাদৃশ মহাবল অসুরের উৎপত্তিতে অনিষ্ট হইবে বিবেচনায় দৈবশক্তিতে প্রসব হইতে দিতেছেন না । ৩৫-৩৬ .

স্বর্গে যদপি তাদৃশ বীরবর তোমার পুত্রের জন্ম হয়; তাহা হইলে দেব দেবতা প্রভৃতির সহিত স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক নষ্ট হইবে । ৩৭

এই হেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ লোক-হিতের নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্বে অলৌকিক পরাক্রমশালী পুত্রকে তোমার গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন । ৩৮

আদি সৃষ্টি হইতে অষ্টাবিংশ চতুর্য়ুগের অন্তর্গত ত্রেতায়ুগে এই গর্ভস্থিত সন্তান প্রসব করিবে । ৩৯

হে চন্দ্রমুখি ! যেকাল পর্য্যন্ত সত্যযুগ শেষ হইয়া ত্রেতায়ুগের অর্দ্ধভাগ উপস্থিত না হয়, সেই কাল অবধি এই গর্ভ ধারণ কর । ৪০

বসুন্ধরে ! যত দিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ভ প্রসব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত গর্ভভারে তোমার কোন কষ্টই হইবে না । ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া গর্ভবতী দয়িতা বসুন্ধরার নাভিমণ্ডলে পাক্‌জন্ম শঙ্খের অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলেন । ৪২

পৃথিবীস্বরের স্পর্শে পৃথিবীর দেহ লঘু হইল—কষ্টপ্রদ দূর্বল গর্ভ লঘুতর হইয়া সুখকর বোধ হইতে লাগিল । ৪৩

অগভ্রা যাদৃশী নারী তাদৃশী সাপ্যজায়ত ।
 ধৃতগভ্রাপি মুদিতা সা বভূব জগৎপ্রসূঃ ॥ ৪৪
 ততঃ পুনরিদং বাক্যমুক্ত্বা স ভগবান্ ক্ষিতিম্ ।
 পুনঃ প্রসাদয়ামাস সামভিব্বহভিশ্চ তাম্ ॥ ৪৫
 জগদ্ধাত্রি মহাসত্ত্বে ত্বং ধৃতিধারণাশ্রিকা ।
 সর্বেষাং ধারণাদেবি ত্বং ধাত্রীতি প্রণীয়সে ॥ ৪৬
 কমা যস্মাজ্জদন্ধত্বং শক্তা ক্কান্তিযুতাত্ৰ যং ।
 সর্বং বসু ত্বয়ি যন্তং যস্মাদ্ভসুমতী ততঃ ॥ ৪৭
 তদদুঃখং তাজ পুত্রস্তে যদা সজ্জায়তে তদা ।
 মাং স্মরিষ্যসি দেবী ত্বং পুত্রং তে পালয়ামাহম্ ॥ ৪৮
 ইদং ব্রহ্মাং কুত্রাপি ন প্রকাশ্যং ত্বয়া ধরে ।
 যস্মায়া কথিতং দেবি ব্রহ্মাং পরমং পরম্ ॥ ৪৯
 গভ্রস্তব মহাভাগে ত্রেতায়া মধ্যভাগতঃ ।
 উৎপৎস্যতে হতে বীরে রাবণে রামসংজিনা ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিমুগ্ধজৈবান্তরধীয়ত ।
 আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং দেবীং গভ্রভারপ্রপীড়িতাম্ ॥ ৫১
 ধরাপি কুশলা ক্কামা লঘুকায়া বলৈষুতা ।
 অগভ্রৈব যযৌ দেবী মুদা পরময়া যুতা ॥ ৫২
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

জগন্মাতা পৃথিবী গভ্রবতী হইলেও গভ্রহীনা জ্বীলোকের হ্রাস আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । ৪৪

তদনন্তর, জদগীশ্বর বসুন্ধরাকে বহুতর সান্ত্বনা বাক্যে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—হে মনস্বিনী ! জগদ্ধাত্রি ! বসুন্ধরে ! তুমি যাবতীয় বস্তু ধারণ করিয়া ধরিত্রী নাম লাভ করিয়াছ । ৪৫-৪৭

তোমার সদৃশ বৈদ্যশালিনী দ্বিতীয়া নাই । তুমি জগতের সকল বস্তু ধারণ করিতে সমর্থ এবং সহিষ্ণুতা গুণের প্রতিকৃতি বলিয়াই কমা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ । তোমাতে সকল ধন নিক্ষিপ্ত আছে, এ নিমিত্ত তুমি বসুমতী নামে আখ্যাতা । ৪৭

ধরিত্রি ! তুমি আর দুঃখিতা হইও না । যে কালে তোমার পুত্র প্রসব হইবে, সেইকালে আমাকে স্মরণ করিবামাত্র আমি আগমন করত তোমার পুত্রকে প্রতিপালন করিব । ৪৮

পৃথিবি ! আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিলাম, ইহা অতি সুগোপ্য ; কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না । ৪৯

ভাগ্যবতি ! ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলে তোমার গভ্র হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে । ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ এই বাক্য বলিয়া গভ্রভার পীড়িতা পৃথিবীকে আত্মাদিত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ৫১

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে বিজসত্তমাঃ ।
বিদেহবিষয়ে রাজা জনকো নাম বীৰ্য্যবান্ ॥ ১
সৰ্ব্বরাজগুণৈশ্চৈব রাজনীতিবিক্তিতঃ ।
সত্যবাক্ শীলবান্ দক্ষো ব্রহ্মণ্যঃ প্রযতঃ তচিঃ ॥ ২
দেবদ্বিজগুরুণাঞ্চ পূজাসু নিরতঃ সদা ।
বভূব সৰ্বলোকানাং পিতৃব পরিপালকঃ ॥ ৩
তস্য রাজঃ সূতো নাদুৎ প্রাপ্তে কালেহপি বৈ সদা ।
তদা স বিমনা ভূত্বা চিন্তাধ্যানপরোহভবৎ ॥ ৪
একদা সোহিহ শুশ্রাব নারদস্য মুখান্ধপঃ ।
অপুত্রো নৃপতিৰ্বৃদ্ধো নান্না দশরথো মহান্ ॥ ৫
পুত্রান্ লেভে মহাসত্ত্বানক্ষরেষু মহামতিঃ ।
অযোধ্যায়াং নগর্যাস্ত ঋতশৃঙ্গপুরোগমৈঃ ॥ ৬
মুনিভিৰ্বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্লকবান্ স নৃপঃ সূতান্ ।
রামঞ্চ ভরতঞ্চৈব শত্রুঘ্নং লক্ষ্মণং তথা ॥ ৭
মহাসত্ত্বান্ মহাবীরান্ দেবগর্ভোপমাহুভান্ ।
তচ্ছৃদ্ধা জনকো রাজা প্রবিশাস্তঃ পুংস্বকম্ ॥ ৮

কৃশাক্ষী পৃথিবী অভ্যস্ত আনন্দিতা হইয়া গর্ভ-হীনা নারীর স্থায় সবলে
যথাস্থানে গমন করিলেন । ৫২

ষট্ ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

নরকাসুরের উৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজবরগণ ! অনন্তর বহুদিনের পর বিদেহ-
দেশাধিপতি বলবান্, সকল-রাজগুণ-সম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, সংযতভাব,
চতুর, ব্রহ্মতেজস্বী, স্থিরচেতা, গুরু, দেব-দ্বিজ-গুরুগণের সেবায় সৰ্বদা তৎপর,
প্রজাগণের পিতার স্থায় পরিপালক জনক নামে রাজা ছিলেন । ১-৩

জনক, কাল অতীত হইলেও পুত্রসন্তান উৎপন্ন না হওয়ায় একদা বিমনা
হইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪

রাজা জনক, একদিন নারদ মুনির মুখে শুনিলেন, মহাত্মা দশরথ রাজা
পুত্রেষু যজ্ঞ করিয়া বার্ককো মহাবীৰ্য্যবান্ পুত্রচতুষ্টয় লাভ করিয়াছেন । ৫

দশরথরাজা অযোধ্যা নামে নিজপুরে মহাতপস্বী-ঋতশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনি-
গণকে আনয়ন করত মনসী এবং মহাবলবান্, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন
নামে পুত্রদ্বয়সদৃশ চারিটি পুত্র যজ্ঞফলরূপে লাভ করিয়াছেন । ৬-৭

মহারাজা জনক, দেবর্ষি নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পুণ্যে

ভার্য্যাভির্মন্ত্রয়ামাস যজ্ঞার্থং পুত্রজন্মেন ॥ ৯
 মন্ত্রয়িত্বা ভদ্রা রাজা মহিবীপ্রমুখৈঃ স্বয়ম্ ।
 চতসৃভিষ্ঠ ভার্য্যাভির্মন্ত্র্যার্থং দীক্ষিতোহভবৎ ॥ ১০
 ততঃ পুরোধসং রাজা গৌতমং যুনিসন্তমম্ ।
 তৎপুত্রঞ্চ শতানন্দং পুরোধায়াকরোন্মথম্ ॥ ১১
 যৌ পুত্রৌ তস্য সজ্ঞাতৌ যজ্ঞভূমৌ মনোহরৌ ।
 একা চ দ্বিহিতা সাধবী ভূম্যন্তরগতা ভদ্রা ॥ ১২
 নারদস্যোপদেশেন যজ্ঞভূমিং ততো নৃপঃ ।
 হলেন দারয়ামাস যজ্ঞবাটাবধি স্বয়ম্ ॥ ১৩
 তন্তুমিজাতসীতায়ং শুভাং কন্যাং সমুখিতাম্ ।
 লেভে রাজা মুদা যুক্তঃ সর্বসংক্ষণসংযুতাম্ ॥ ১৪
 তস্মাস্ত জাতমাত্রায়ং পৃথিব্যন্তুহিতা স্বয়ম্ ।
 জগাদ বচনক্ষেদং গৌতমং নারদং নৃপম্ ॥ ১৫

পৃথিব্যাবাচ—

এষা সুতা ময়া দত্তা তব রাজন্ মনোহরা ।
 এনাং গৃহাণ সুভগাং কুলদ্বয়শুভাবহাম্ ॥ ১৬
 অনয়া মে মহাভারন্তুত্বতো হেতুভূতয়া ।
 ক্ষয়ং যাস্মতি ভার্য্যস্তি মোচয়িষ্যামি দারুণাম্ ॥ ১৭
 রাবণাঢ্য মহাবীরাঃ কুন্তকর্ণাদরোহপরে ।
 নাশং যাস্মতি দুর্জর্ঘাঃ কৃতেহয়া রাক্ষসাঃ পরে ॥ ১৮
 ত্বক্ মোদং দুর্ভাষ্যং দ্বিহিতৃকৃতিজং নৃপ ।
 অবাপ্যসি সুরাণাঞ্চ পিতৃণামৃণশোধনম্ ॥ ১৯

প্রবিক্ত হইলেন এবং যজ্ঞফলে পুত্রোৎপত্তি বাঞ্ছায় মহিবীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হইলেন । ৮-১০

তদনন্তর রাজা জনক, পুরোহিত গৌতম এবং তাঁহার পুত্র শতানন্দের আদেশানুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । ১১

সেই যজ্ঞভূমি হইতে, সুন্দর-শরীর দুইটা পুত্র জন্মিল । কল্যাণ-নিলয় ভুবন-মোহিনী এক কন্যাও পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইলেন । ১২

জনক, নারদের আদেশে স্বয়ং লাজলঘারা যজ্ঞভূমির সীমাবধি প্রদেশ কর্ষণ করিলেন । ১৩

ভূমি হইতে জনকরাজা সর্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন কন্যা লাভ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । ১৪

কন্যা জন্মিয়ামাত্র পৃথিবী সেইস্থানে উপস্থিত গৌতম, নারদ এবং জনক রাজাকে বলিলেন,—রাজন্ । ভুবনমোহিনী এই কন্যা তোমাকে অর্পণ করিলাম । জনক-জননী-কুলপাবনী মঙ্গলময়ী এই কন্যাকে গ্রহণ কর । মহারাজ ! এই কন্যা হইতে আমার ভার দূরীভূত হইবে । আমিও দুর্জর্ঘ ভার বহন হইতে মুক্তি লাভ করিব । ১৫-১৭

ইহার জগুই যমশাসক রাবণ কুন্তকর্ণ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসগণ যমভবন দর্শন করিবে । ১৮

কিল্বেকঃ সমগ্নঃ কার্যাত্ময়া মম নরোত্তম ।
 তমহং তে প্রবক্ষ্যামি পুরো নারদগৌতমৌ ॥ ২০
 নিহতে রাবণে বীরে ভারার্ভিরহিতা সুখম্ ।
 সুপুত্রং জনয়িষ্যামি যজ্ঞভূমাবহং তব ॥ ২১
 তং পুত্রবৎ পালয়িতা ভবান্ নৃপতিসত্তম ।
 যাবদ্যতীতবালাঃ সন্ ভবিতা তনরৌ মম ॥ ২২
 ব্যতীতবালাং তমহং পালয়িষ্যে স্বয়ং নৃপ ।
 তস্য শ্যান্মানুষো ভাবো যথা ত্বং তৎকরিষ্যসি ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃথিব্যা বচনং শ্রুত্বা রাজা তদা মুদা ।
 প্রণম্য পৃথিবীং প্রাহ সান্না স জনকাহ্বয়ঃ ॥ ২৪

রাজোবাচ—

যং ত্বং ক্রমে জগদ্ধাত্রি করিষ্যে তদ্বচন্তব ।
 মমাপীক্ষ্যং প্রযচ্ছস্ব প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ২৫
 দেবী প্রত্যক্ষতো রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং তব ।
 শক্তিস্ত্বং লোকজননৌ ত্বাং নমামি প্রসীদ মে ॥ ২৬
 ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জনকস্য তদা ক্রিতিঃ ।
 মুনীনাং সন্নিধৌ রূপং দর্শয়ামাস ভূভুজে ॥ ২৭

মহারাজ ! তুমিও এই কথা হইতে পরম আনন্দ লাভ করিবে ; এবং ইহা হইতে তুমি দৈবিক এবং পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হইবে । ১৯

হে নরোত্তম ! কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ; যে বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—তাহা নারদ ও গৌতমের সমক্ষে তোমাকে বলিতেছি । ২০

রাবণবীর নিহত হইলে, ভারপীড়া-রহিত হইয়া আমি তোমার যজ্ঞভূমিতে সুখে একটি সুপুত্র প্রসব করিব, তুমি রাজশ্রেষ্ঠ ; যতদিন তাহার শৈশব অতিক্রম না হয়, ততদিন তুমি তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিবে । ২১-২২

রাজন্ ! তাহার বাল্যকাল অতীত হইলে, আমি তাহাকে পালন করিব । তাহার মাহাতে মনুষ্যস্বভাব হয়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্ন করিবে । ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—জনকরাজা পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে পৃথিবীকে প্রণামপূর্বক সান্ত্বভাবে বলিতে লাগিলেন,—জগদ্ধাত্রি ! তোমার কথামত আমি তাহাকে পালন করিব, কিন্তু তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ; হে পরমেশ্বর ! প্রসন্ন হও । ২৪-২৫

হে দেবি ! আমি সাক্ষাৎ মূর্তিমতী তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি । তুমি জগজ্জননী শক্তিস্বরূপা, তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও । ২৬

পৃথিবী এইরূপ জনকরাজার বাক্য শ্রবণ করত সকল মূনিগণেব সম্মুখে জনককে মিজরূপ দর্শন করাইলেন ॥ ২৭

নীলোৎপলদলশ্যামাক্ষমালাজ্জধারিণীম্ ।
 বাহুযুগ্মেন শুভ্রৈশ্চ মৃণালায়তশোভিনা ।
 সুন্দরীং লোকধাত্রীং তাং দৃষ্ট্বা শঙ্করং নৃপোহনমং ॥ ২৮
 ততঃ সা পৃথিবী দেবী সীতাং জাতাং নৃপাশ্রয়াম্ ।
 করোণ শঙ্করং সংস্পৃশ্য বচনঞ্চৈদমব্রবীৎ ॥ ২৯
 ইয়ং তে মানুষং ভাবমবাপ্যতি জগৎপ্রসূঃ ।
 তব পুত্রী নৃপশ্রেষ্ঠ সময়ং প্রতিপালয় ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা পৃথিবী দেবী রাজানং জনকাহুয়ম্ ।
 সম্ভাষ্য নারদাদীংস্তাংস্তত্রৈবান্তরবীষত ॥ ৩১
 জনকোহপি সূতাং লক্শ্মী সর্বলক্ষণশালিনীম্ ।
 সুভদ্রয়ং তথা প্রাপ্য মুদিতঃ সগৃহং যযৌ ॥ ৩২
 ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে রাবণে রাক্ষসে হতে ।
 মানুষেণ স্বরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩৩
 গতা বিদেহরাজস্য যজ্ঞভূমিং তদা ক্ষিতিঃ ।
 সুস্ববে ভনয়ং বীরং যত্র সীতা পুরাভবৎ ॥ ৩৪
 জাতে পুত্রে তদা দেবী জগদ্ধাত্রী জগৎপ্রভূম্ ।
 সন্মার সময়ে বিষ্ণুং স্মরন্তী সময়ং পুরা ॥ ৩৫
 শ্রুতমাত্রস্তদা দেবঃ সময়ং প্রত্যপালয়ৎ ।
 ক্ষিতেৰ্থত্র সুতো জাতস্তত্র প্রাহুর্ভূব হ ॥ ৩৬
 প্রাহুর্ভূতং তদা দেবী প্রণম্য পরমেশ্বরম্ ।
 সংতুষ্ট্য স্নুতং শঙ্কদিদমাহ জগৎপ্রভূম্ ॥ ৩৭

নীলকমল-শ্যামলা দীর্ঘ-বাহুযুগ্মে মৃণাল-সদৃশ শুভ্রবর্ণ অক্ষমালা এবং
 পদধারিণী সুন্দরী জগদ্ধাত্রীকে দর্শন করত জনকরাজা প্রণাম করিলেন। অনন্তর
 পৃথিবীদেবী সন্মোজাতা জনকাশ্রয়ী সীতাকে নিজ হস্তে গ্রহণ করত বলিতে
 লাগিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! জগজ্জননী তোমার এই কন্যা মনুষ্যভাব লাভ
 করিবেন। তন্নিমিত্ত কিছুকাল অপেক্ষা কর। ২৮-৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—পৃথিবীদেবী জনকরাজাকে ইহা বলিয়া নারদাদি
 ঋশিগণকে সম্ভাষণাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত
 হইলেন। ৩১

মনুষ্যরূপী জনক-রাজা সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন কন্যা এবং পুত্রদ্বয়কে লাভ করিয়া
 মানন্দ-চিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৩২

তদনন্তর যথাসময়ে মনুষ্যরূপী জগৎ-প্রভু ভগবান্, রাবণ-বধ করিলে বসুন্ধরা
 হারাজা জনকরাজার যে যজ্ঞ-ভূমিতে সীতাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই
 স্থানে গমন করত মহাবীর পুত্র প্রসব করিলেন। ৩৩-৩৪

জগজ্জননী পৃথিবীদেবী, পুত্র উৎপন্ন হইলে পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে জগৎপ্রভু
 বসুন্ধরকে স্মরণ করিলেন। ৩৫

স্মরণ করিবামাত্র দেবাদিদেব ভগবান্, প্রতিজ্ঞাপালনার্থে পৃথিবী যে স্থানে
 প্রসব করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। বসুন্ধরা পরমেশ্বরকে

পৃথিব্যবাচ—

এষ তে তনয়ো জাতঃ স্কুমারো মহাপ্রভুঃ ।
সংস্রবন্ সমস্তং পূৰ্ব্বং ভূমেনং প্রতিপালয় ॥ ৩৮

জীভগবানুবাচ—

অয়ং তে তনয়ো দেবী মহাবলপরাক্রমঃ ।
ভবিষ্য মানুষং ভাবং তন্নানঃ সুচিরং বৃধ ॥ ৩৯
যাবদ্বানুষভাবং তে তনয়ো ভাবয়িষ্যতি ।
ভাবং কল্যাণভাগ্ ভূত্বা চিরং রাজ্যং করিষ্যতি ॥ ৪০
তাস্তমানুষভাবস্ত যদা চায়াং বিচেষ্টতে ।
তদা তু নাস্ত্য সুচিরং জীবিতং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৪১
সম্প্রাপ্তে যোড়শে বর্ষে রাজ্যমাসাদয়িষ্যতি ।
ধনরত্নগৈশ্বর্যযুক্তোহয়ং রথসঙ্কটৈঃ ।
আসাদ্য মহতীং নিত্যং শ্রিয়ং ভোক্ষ্যতি বীর্যবান্ ॥ ৪২
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে ভাবো যো বা ভবতি বৈ নৃণাম্ ।
তং তং ভাবং তথৈবায়াং করিষ্যতি তথা কুরু ॥ ৪৩
এতস্ম নিভূতং রাজ্যং যং প্রাগ্জ্যোতিষ-সংজ্ঞকম্ ।
পূরং তত্র চিরং শাস্তা রাজ্যমেষ সুতস্তব ॥ ৪৪
ইতুক্ত্বা পৃথিবীং বিষ্ণুঃ সমাভাষ্য জগৎপতিঃ ।
দৃশ্যমানস্তয়া ক্ষিপ্রং তত্রৈবাস্তদধে প্রভুঃ ॥ ৪৫
প্রসূয় পৃথিবী পুত্রং মধ্যরাত্রে মহাহ্রাতিম্ ।
জনকং জাপয়ামাস রহস্যং পূর্বমীরিতম্ ॥ ৪৬

প্রাদুর্ভূত দর্শন করিয়া প্রশাম করিলেন এবং সত্যভূত-প্রিয়বাক্য বলিতে লাগিলেন,—মহাপ্রভো! এই আপনার অতি কোমলাকৃতিবালক জন্মিয়াছে, পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ইহাকে পালন করুন । ৩৬-৩৮

ভগবান্ বলিলেন, হে দেবি । মহাপরাক্রমশালী তোমার এই পুত্র মনুষ্য-ভাব প্রকটনকরত চিরকাল বিজ্ঞজনের হায়া সুখী হইবে । ৩৯

তোমার এই পুত্র যতকাল পর্যন্ত মনুষ্যভাব বিভাবিত করিবে, ততদিন পর্যন্ত সর্বদা সুখে রাজ্য ভোগ করিবে । ৪০

এই পুত্র যে কালে মনুষ্যভাব ত্যাগপূর্বক কোন কার্য করিবে, সেই কাল হইতে ইহার জীবনের আশা থাকিবে না । ৪১

এবং যোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে ধন-রত্ন-গজ-ঐশ্বর্য-রথ সমূহে সমৃদ্ধ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবে । বীর্যবান্ তোমার পুত্র বিপুল অক্ষয় রাজলক্ষী লাভ করত ভোগ করিবে । ৪২

মনুষ্যগণের যে যে যুগে যে যে ভাব হয়, এই বালকও তদনুসারে নিজের যুগানুরূপ ভাব করিবে, সেই বিষয়ে যত্ন কর । ৪৩

প্রাগ্জ্যোতিষ নামে অতি স্থির ইহার নগর হইবে; সেই পুরে বাস করত চিরকাল রাজ্য শাসন করিবে । ৪৪

পৃথিবীপতি জগৎপ্রভু বিষ্ণু, পৃথিবীকে এইরূপ শাক্যে সম্বোধিত করিয়া কেবলমাত্র তাঁহারই দৃষ্টিগোচর হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্নিহিত হইলেন । ৪৫

বিদেহরাজো জ্ঞাতৈব পৃথিবীজনিভং সূতম্ ।
 তত্ৰৈব যজ্ঞবাটং স রাজ্যাবাগং কৃতক্রিয়ঃ ॥ ৪৭
 গচ্ছন্তং যজ্ঞবাটং তং দৃষ্ট্বা সূর্যবংশসহা তদা ।
 নোক্তা কিঞ্চন তং শব্দদন্তর্জানং গতা নৃপম্ ॥ ৪৮
 অথ গতা তদা তত্র বিদেহাধিপতিঃ সূতম্ ।
 ধরায়াং দদৃশে কান্ত্যা চন্দ্রার্জলনোপমম্ ॥ ৪৯
 রুদন্তং বহুশঃ স্নিগ্ধং চলদ্রুতপদবয়ম্ ।
 বপুশ্চন্তং স্রিয়া দীপ্তং কার্ত্তিকেষ্মিবাশ্রয়ম্ ॥ ৫০
 উদগচ্ছন্ স রুদন্ বালো যজ্ঞভূমিং ব্যাভীতা চ ।
 কিয়দ্রুৎ জগামাশ্বতানশায়ী মহাদ্র্যতিঃ ॥ ৫১
 মনুষ্যস্য শিরস্তত্র মৃতস্য প্রাপ্য বালকঃ ।
 শশিরস্তত্র বিদ্যস্য রুদন্তস্তোক্ষণং তদা ॥ ৫২
 ততো বিদেহরাজোহপি মার্গমাণঃ ক্রিতেঃ সূতম্ ।
 ব্যাভীতা যজ্ঞভূমিং তমাসাদাজসা বহিঃ ॥ ৫৩
 আসাদ্য বালকং দীপ্তং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ।
 কান্ত্যা চন্দ্রমসন্তল্যাং ভোজোভির্ভাস্করোপমম্ ॥ ৫৪
 শরমধ্যগতং পূর্বং পাবকিং পাবকো যথা ।
 স্বয়ং জগ্রাহ তং রাজা পৃথিব্যাঃ সময়ং স্মরন্ ॥ ৫৫

পৃথিবী অর্ধরাজ্যে প্রসূত মহাতেজস্বী পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত অতিগোপনে জনক-
 রাজাকে জানাইলেন । ৪৬)

জনকরাজা পৃথিবীর পুত্রজন্ম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সেই রাজ্যিকালেই যজ্ঞ-
 ভূমিতে আগমন করিলেন । ৪৭

পৃথিবী জনকরাজাকে যজ্ঞভূমিতে গমন করিতে দর্শন করিয়া অগ্নি কোন
 বাক্য না বলিয়াই নৃপের সম্মুখে অন্তর্হিত হইলেন । ৪৮

অনন্তর জনকরাজা যজ্ঞভূমিতে গমন করত তেজে সূর্য-চন্দ্র-অগ্নিসন্নিভ
 পৃথিবী-পুত্রকে দর্শন করিলেন । ৪৯

সেই পুত্র বারংবার রোদন করিতেছে এবং হস্তপাদ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত
 করিতেছে ; মৃতিমান্ দ্বিতীয় কার্ত্তিকসদৃশ সুন্দর তাহার দেহ । ৫০

মহাদ্র্যতি সেই বালক রোদন করিতে করিতে ভূমিতে লুপ্তিত হইয়া যজ্ঞভূমি
 হইতে কিছুদূর পর্যন্ত গমন করিল । ৫১

যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত হইয়া একটা মৃত মনুষ্যের মস্তকে নিজ মস্তক বিগত
 করিয়া রোদন করিতে করিতে কিছুকাল সেই ভাবেই অবস্থিত হইল । ৫২

তদনন্তর জনকরাজাও পৃথিবীপুত্রের অব্যবহার্য যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত
 হইয়া প্রান্তভূমিতে জাজ্বল্যমান অনলের ন্যায় দীপ্তিশালী, কান্তিতে কলানিধি-
 সদৃশ এবং তেজে সূর্য-সন্নিভ সেই বালককে দর্শন করিলেন এবং অগ্নি যে প্রকার
 শরবণ-স্থিত কার্ত্তিককে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রাজাও পৃথিবীর
 নিকট প্রতিজ্ঞা করিতে সেই বালককে গ্রহণ করিলেন । ৫৩-৫৫)

১। দ্রুতম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। কান্ত্যা চন্দ্রং বিনিদ্রন্তং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

উদগৃহ্ণন তচ্ছিরোদেশে দদুশে মানুসং শিরঃ ।
 শশংস চাচিরং শীর্ষং মানুসং গৌতমায় সঃ ॥ ৫৬
 অথ বালং সমাদায় প্রবিশান্তঃপুত্রং স্বকম্ ।
 মহিষৈ কথয়ামাস প্রাপ্তং পুত্রং শুহোপমম্ ॥ ৫৭
 সা তং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষঃ সিংহস্কন্ধং মহাভুজম্ ।
 বিস্তীর্ণহৃদয়ং কান্তং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ।
 মুমোদ পালনীয়োহয়ং ময়েতি শুবদং নৃপম্ ॥ ৫৮
 তাং রাজাপি ততঃ প্রাহ পুত্রোহয়ং মম সুন্দরি ।
 যজ্ঞভূমৌ সমুৎপন্নঃ স্বচ্ছন্দং পাল্যতাময়ম্ ॥ ৫৯
 যৎপৃথিব্যা রহঃ প্রোক্তং ন তদেবৈব শ্রবেদয়ং ।
 সত্যসঙ্কো নৃপশ্রেষ্ঠঃ প্রিয়ায়া অপি ভাষিতম্ ॥ ৬০
 মম সুভসুভবংশান্ পালয়িত্বী ধরেয়-
 মিতি নরপতিবর্ষ্যো মোদবাংস্তদ্দিনে চ ।
 সুরতনয়সমানং পুত্রমাসাদ দেবী
 জিতরিপুরতিধীমান্ শ্যাদয়কেত্যমোদৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

সেই কালে সেই বালকের মস্তকসমীপে মনুষ্যমস্তক দর্শন করিয়া জনক রাজা সন্দিগ্ধচিত্তে সেই বৃত্তান্ত পুরোহিত গৌতমকে জানাইলেন । ৫৬

এবং সেই বালককে লইয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে গমন করত পট্টমহিষাকে কার্তিকসদৃশ পুত্রপ্রাপ্তি-সংবাদ বলিলেন এবং সেই রাজমহিষীও বিস্তীর্ণনয়ন সিংহস্কন্ধ উন্নতবাহু প্রশস্তবক্ষা কমনীয় নীলোৎপল দলের শ্যায় শ্যামবর্ণ পুত্রটিকে দর্শন করিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সন্তান কি আপনার সন্তোষার্থে পালন করিব ? ৫৭-৫৮

(মহিষীর বাক্য শ্রবণ করত জনক বলিলেন,—সুন্দরি । যজ্ঞ-ভূমিতে উৎপন্ন এ বালককে নিজ পুত্রের শ্যায় পালন কর । ৫৯

স্থিরপ্রতিজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ জনক—পৃথিবী নির্জনে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহিষীর সমীপে সেই কথা উত্থাপন করিলেন না । ৬০)

এই ধরিজী আমার পুত্র পৌত্রাদি বংশাবলীকে পালন করিবেন ; ইহা ভাবিয়া রাজা আনন্দ সহকারে দেবীকে পুত্রপালনে আদেশ করিলেন । দেবীও সুবকুমার সদৃশ তনয় প্রাপ্ত হইয়া “এই বালক শত্রুজিতা এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ষড়্বিধ-ঈতি-বর্জিত হইবে” ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন । ৬১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তস্য নৃপশ্রেষ্ঠো গৌতমেন মহর্ষিণা ।
সংস্কারং কারয়ায়াস বিধিনা মানুষ্যেণ তু ॥ ১
নরস্য শীর্ষে ঋশিরো নিধায় স্থিতবান্ যতঃ ।
তস্মাস্তস্য মুনিশ্রেষ্ঠো নরকং নাম বৈ ব্যধাৎ ॥ ২
অপরান্ বালসংস্কারান্ ক্ষাত্রেণ বিধিনা মুনিঃ ।
কেশান্তাবধি সন্ধাক্রে ঋগযজুঃসামমন্ত্রকৈঃ ॥ ৩
বব্ধে তস্য সদনে নরকো নাম ভূসুতঃ ।
দিনন্দিনং ধৃত্যশ্রীঃ শরদীব নিশাকরঃ ॥ ৪
স রাজা তং সদা ভাবৈ মানুষ্যৈর্যোজয়ন্ স্বয়ম্ ।
গৌতমস্য সুতেনাথ শতানন্দেন ধীমতা ।
গ্রাহয়ামাস তন্নিত্যং ক্ষাত্রং ভাবক মানুষম্ ॥ ৫
তথৈব পৃথিবী দেবী ধাত্রীবেষণে তং সুতম্ ।
নিয়তং গ্রাহয়ামাস মানুষ্যং চরিতং শুভম্ ॥ ৬
যদৈব পুত্র উৎপন্নস্তদৈব পৃথিবী স্বয়ম্ ।
মায়ামানুষরূপেণ নৃপাত্তঃপুরমাবিশৎ ॥ ৭
প্রবিশ্য তত্র সা দেবী নৃপস্থানুমতেহভবৎ ।
ধাত্রী তস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কাত্যায়ন্যা হুবহুয়া ॥ ৮

নরকের পিতৃ-দর্শন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর নৃপশ্রেষ্ঠ, গৌতম-মহর্ষি দ্বারা পুত্রের মনুষ্যা-
চরণীয় সংস্কার করাইলেন । ১

মনুষ্যমস্তকে মস্তক শস্ত করিয়াছিল বলিয়া মুনি সেই পুত্রের নাম নরক
রাখিলেন । ২)

ঋক যজুঃ সাম মন্ত্রের দ্বারা কেশ বপনাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়-বিধিমতে
করিলেন । ৩

তাহার পর সেই নরক রাজভবনে দিন দিন শারদীয় চন্দ্রের স্থায় শোভা
সম্পন্ন হইতে লাগিল । ৪

রাজা পুত্রকে মনুষ্যাচরণীয় কার্য্যকলাপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়া
ধীসম্পন্ন গৌতমপুত্র শতানন্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়োচিত, মনুষ্যাচরণীয় কার্য্যপরম্পরা
শিক্ষা দিলেন । ৫

সেইরূপ দেবী বসুন্ধরাও রাজপুত্র নরককে মনুষ্য কর্তব্য কার্য্যকলাপ সুবিশদ-
রূপে শিক্ষা দিলেন । ৬

যে সময়ে রাজপুত্র নরক প্রসূত হইয়াছিল, সেই সময়ে দেবী পৃথিবী মায়্যা-
যোগে মনুষ্যরূপ ধারণ করত রাজাত্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ৭

হে মুনিগণ ! তাহার পর, অস্তঃপুর-প্রবিষ্টা বসুন্ধরা, রাজাজ্ঞা অনুসারে

যাবৎ ষোড়শবর্ষাণি তস্য বালস্য ভাবিনী ।
 ভাবৎ স্বয়ং পালয়ন্তী গ্রাহয়ামাস সন্নয়ম্^১ ॥ ৯
 স বর্জমানোহনুদিনং নরকঃ পৃথিবীসুতঃ ।
 অতাক্রামৎ সুতান্ সর্বান জনকস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০
 শরীরেণাথ বীৰ্য্যেণ রূপেণ বলবত্তয়া ।
 ধনুশ্চা গদয়া বীরো হত্যাক্রামন্ নৃপাত্মজান্ ॥ ১১
 স শাস্ত্রবাদকুশলো ধনুর্বেদে চ কোবিদঃ ।
 বর্ষৈঃ ষোড়শভিভূতো বীরৈরশৈতুর্হাসদঃ ॥ ১২
 বিদেহাধিপতি দৃষ্ট্বা মহাবলপরাক্রমম্ ।
 ততো ন্যুতান্ স্বপুত্রাংশ্চ নাতিহৃষ্টমনাভবৎ ॥ ১৩
 নিরস্ত্যাসৌ চ মৎপুত্রান্ মম রাজ্যং গ্রহীয্যতি ।
 কালে প্রাপ্তে মহাবীরো মতিস্তুস্ত্যভবৎ পুরা ॥ ১৪
 অন্তঃপুরে যদা পুত্রান্ সর্বান্ রময়তে নৃপঃ ।
 তদা তু নরকং বীক্ষ্য হর্ষং প্রাপ্নোতি নাশিকম্ ॥ ১৫
 তস্য তদ্ বুবুধে দেবী নৃপস্তাথ বসুন্ধরা ।
 মহিষী বিন্ময়ং চক্রে তস্মিন্ ভাবে তু ভূভূতঃ ॥ ১৬
 অথৈকদা মহাদেবী জনকস্য মহাত্মনঃ ।
 পপ্রচ্ছ নৃপতিশ্চেষ্টং বিদেহাধিপতিং পতিম্ ॥ ১৭
 নাথ পৃচ্ছামি তে কিঞ্চিদ্রহস্যং যদি নো তব ।
 তদা মাং তদ্বদস্ব তং কৃপা চেদ্বিদতে ময়ি ॥ ১৮

রাজী কাত্যায়নী রূপে ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত নরককে পালন করত নীতিশিক্ষা দিলেন । ৮-৯

(পৃথিবী-পুত্র নরক, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; এবং রীতিনীতিতে সমস্ত রাজপুত্রদিগকে অতিক্রম করিল । ১০

শরীর-লাবণ্যে, রূপে, বলবীৰ্য্যে, ধনুর্শুদ্রে, গদাযুদ্ধেও অগ্ন্যগ্ন রাজপুত্র-দিগকে অতিক্রম করিল । ১১

শাস্ত্রজ্ঞ, ধনুর্বেদপারদর্শী রাজপুত্র ষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বীর-বর্গের অজেয় হইলেন । ১২

বিদেহাধিপতি, নরকের প্রভূত পরাক্রম দেখিয়া এবং অগ্ন পুত্রদিগকে তাহা হইতে হীনবীৰ্য্য দর্শনে অধিক আনন্দিত হইলেন না । ১৩

ভাবিলেন, কালক্রমে এই মহাবীর আমার পুত্রদিগকে নিরাস করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে । ১৪

রাজা অন্তঃপুরস্থিত পুত্রদিগকে দেখিয়া যত প্রফুল্ল হইতেন, কিন্তু নরককে দেখিয়া তত হইতেন না । ১৫

বসুন্ধরা রাজার সেই ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং মহিষীও রাজার সেই ভাবে বিন্মিত হইলেন । ১৬

অনন্তর, এক সময়ে মহাত্মা জনকের মহিষী—প্রাণেশ্বর নৃপশ্চেষ্ট বিদেহ-পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ১৭

১। বিনয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যদৈব ভনয়াঃ সর্বৈ বিহরন্তি পুরস্তব ।
 তদৈব নরকং দৃষ্ট্বা বিশার্ণ১ ইব লক্ষ্যসে ॥ ১৯
 তন্মো রাজিন্দ্রিবাং বাচং বিস্ময়ঃ প্রতিবদ্ধতে ।
 সংশয়শ্চ ভয়ক্লেব ন জহাতি চ মাং সদা ॥ ২০
 রূপবান্ বীৰ্য্যবানেষ নয়ে চ বিনয়ে তথা ।
 কুশলঃ প্রতিবুদ্ধশ্চ পুত্রস্তব মহাবলঃ ॥ ২১
 ন সভাজয়সে কস্মাৎ পুত্রমগৌর্হাসদম্ ।
 তদহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি যদি তথ্যং বদস্ব মে ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ায়াঃ পৃথিবীপতিঃ ।
 তুষ্টীং ভূত্বা ক্ষণং দেবীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৩

রাজোবাচ—

কথয়িস্তে প্রিয়ে তত্ত্বং যৎ পৃষ্ঠোহহং ত্বয়াদুনা ।
 মাসজয়ে ব্যতীতে তু সময়ং প্রতিপালয় ॥ ২৪
 নিগূঢ়ঃ কশিদজাস্তি দেবস্য সময়ো মম ।
 তেনাদুনা ন কিঞ্চিস্তে কথয়িষ্যামি ভদ্রহঃ ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

রাজো হুয়ং সভার্য্যস্য সংবাদোহভবদন্তিকে ।
 মানুসী পৃথিবী ধাত্রী তং শুশ্রাব যদা তদা ॥ ২৬

নাথ! আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইব মনে করিতেছি ।
 যদি সেটা আপনার পরিহাস বিবেচনা না হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি কৃপা
 করিয়া আমাকে বলুন । ১৮

যে সময়ে আপনার পুত্রগণ সম্মুখীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করে, তৎকালে
 নরককে দেখিলে, আপনাতে মলিনভাব লক্ষিত হয় । ১৯

তাহার পর, দিবারাত্র বিস্মিতভাবে বাক্য-প্রয়োগ করেন কেন? আপনার
 ভাবদর্শনে সংশয় ও ভয় আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না । ২০

আপনার পুত্র নরক অত্যন্ত রূপবান্ ও বীৰ্য্যবান্, নীতি ও বিনয়ে সুপণ্ডিত
 এবং প্রত্যাশপন্নমতি ও মহাবলবান্ । ২১

আপনি এরূপ পরদুর্জ্জ্বেয় পুত্রকে, তাদৃশ স্নেহ করিতে পরাশ্রুত কেন?
 তাহাই আমি জানিবার জন্য ইচ্ছা করি, যদি বক্তব্য হয় তবে বলুন । ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা মহিষীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল
 মৌনাবলম্বন করিলেন, তাহার পর এই কথা বলিলেন । ২৩

রাজা বলিলেন,—প্রিয়ে! যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার
 প্রকৃত ঘটনা তোমাকে বলিব; তিনমাস কাল প্রতীক্ষা কর । ২৪

এ বিষয়ে নিগূঢ়তত্ত্ব আছে, এ সময়ে পুত্রগত রহস্য—গোপনেও কিছু বলিব
 না । ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা এবং মহিষীর প্রস্তাব নিকটে হইয়াছিল বলিয়া,
 মায়ামানুসী, ধাত্রী বসুধা পরম্পরের সেই বাক্য শুনিলেন । ২৬

অহা তয়োস্ত সংবাদং মহিষীভূপয়োঃ ক্ষিতিঃ ।
 মাসত্রয়েণ সময়ং দত্তং দেবৌ ধরাভূতা ॥ ২৭
 তৎকালে বিমনস্কঞ্চ ভূপং নরকসংজয়া ।
 ত্রিভির্দ্ব্যাসৈর্যাতীতৈঃ স্যাদশ্য ষোড়শবৎসরঃ ॥ ২৮
 ততো নৃপো মহিষ্যাস্ত কথংস্থিতি তদ্রহঃ ।
 ততো মম রহস্যস্ত বিদিতং সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৯
 চিন্তয়িত্তেতি সা দেবী জগদ্ধাত্রী সূতং প্রতি ।
 নিশ্চিত্যেদং তদা কৃত্যং প্রাপ্তকালমচেষ্ঠত ॥ ৩০
 ততো রহসি ভূপং তং সমাসাদ্য সগৌতমম্ ।
 ইদমাহ জগদ্ধাত্রী স্বপুত্রার্থে যশস্বিনী ॥ ৩১
 যো ময়া সময়ো দত্তঃ পালিতঃ স ত্বয়ানঘ ।
 পুত্রশ্চ পালিতো মেহয়ং নরকো বিনয়ৈষ্মতঃ ॥ ৩২
 সম্প্রাপ্তযৌবনঃ পুত্রো যোজিতশ্চ ত্বয়া নৈয়ঃ ।
 তব প্রসাদাৎ পুত্রো মে সুখী বৃদ্ধো গৃহে তব ॥ ৩৩
 তমহং পূর্বসময়ান্নয়িষ্যামি স্বমাস্রজম্ ।
 অনুজানীহি ভদ্রন্তে নরকস্য গতিং প্রতি ॥ ৩৪
 রক্ষিতব্যশ্চ ভবতা সময়ঃ সপুরোধসা ।
 ছন্নমেব^১ নয়িষ্যামি ভূপতে মা কৃথা ব্যথাম্ ॥ ৩৫
 মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাত্রী বিদেহাধিপতিং নৃপম্ ।
 তত্রৈব পশ্যতাং তেষামশুদ্ধানুপাগমং ॥ ৩৬

বসুন্ধরা, রাজা এবং মহিষীর আলোচিত তিনমাস পরিমিত প্রতীক্ষণীয় সময়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন । ২৭

সেই সময়ে নরকের নাম শ্রবণে বিমর্ষচিত্ত রাজাকে দেখিয়া ভাবিলেন ; তিনমাস অতীত হইলে নরকের ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইবে । ২৮

তাহার পর রাজা মহিষীকে পুত্রগত বৃত্তান্ত সঙ্কোপনে বলিবেন । তৎপরে আমার রহস্যও প্রকাশ হইবে । ২৯

এই ভাবিয়া দেবী বসুন্ধরা পুত্রের জন্ম কিছু চিন্তিত হইলেন এবং তৎকাল-কর্তব্য কার্য্য নিশ্চয় করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ৩০

তাহার পর গৌতমের সহিত রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া যশস্বিনী বসুন্ধরা পুত্রের জন্ম এই কথা বলিলেন । ৩১

আমার প্রস্তাবিত নিয়ম আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আমার বিনয়াবনত পুত্রকেও আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন । ৩২

পুত্রও যৌবনে পদার্পণ করিয়াও অত্যন্ত বিনীত হইয়াছে ; আপনার অনু-গ্রহে আমার পুত্র সুখে বদ্ধিত হইয়াছে । ৩৩

বর্তমান সময়ে পুত্রকে পূর্বের নিয়মানুসরণ করাইতে ইচ্ছা করি ; অতএব আপনি নরককে যাইতে অনুমতি করুন । ৩৪

হে রাজন্ ! পুরোহিতের সহিত আপনি কিঞ্চিৎ সময় প্রতীক্ষা করুন এবং দুঃখিত হইবেন না, আমি নরককে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে গমন করি । ৩৫

নৃপোহপি ভৃগুস্তম্বাক্যমঙ্গীকৃত্য ক্ষিতিং প্রতি ।
 তম্ভ্যঃ প্রত্যক্ষতঃ স্থানং জগাম সপুৰোহিতঃ ॥ ৩৭
 অথৈকদা ধরা দেবী মায়ামানুষরূপিণী ।
 উপাংস্ত নরকং প্রাহ ধাত্রী তস্য মহাশ্বানঃ ॥ ৩৮
 তয়া সমং মহাবাহো গঙ্গাং যাভুং মনো মম ।
 যদি ত্বং যাসি যাশ্যামি রথেনাদৈব পুত্রক ॥ ৩৯

নরক উবাচ—

ন পিতৃর্বচনং যাশ্চে বিনা মাতস্ত্বয়া সমম্ ।
 অনুজ্ঞাপ্য মহারাজং করিষ্যামি তবেপ্সিতম্ ॥ ৪০
 গুরুঞ্চ তনয়ং তস্য শতানন্দং দ্বিজোত্তমম্ ২ ।
 অনুজ্ঞাপ্য রথেনাহং যাশ্চে গঙ্গাং ত্বয়া সমম্ ॥ ৪১

ধাত্র্যবাচ—

ন তে পিতায়ং জনকো যঃ সর্বজগতাং প্রভুঃ ।
 স তে পিতা তং গঙ্গায়াং পশ্য গতা ময়া সহ ॥ ৪২
 অয়ং পিতা পালকস্তে ন রাজ্যং সম্প্রদাস্থতি ।
 যস্তে বর্দ্ধয়িতা তাত তমাসাদয় পুত্রক ॥ ৪৩
 অহ্ম যদ্ মদ্রহস্যং তদ্ গঙ্গায়ামেব পুত্রক ।
 কথয়িষ্যাম্যহং সর্বং রহোভঙ্গস্ততোহন্থথা ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—জগৎ-মাতা বসুন্ধরা বিদেহাধিপতিকে এই কথা বলিয়া, এইরূপ অন্তত ব্যাপারদর্শনোন্মুখ রাজা ও শতানন্দের সমক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন । ৩৬

রাজাও ক্ষিতির সেই বাক্য অঙ্গীকার করত পুরোহিতের সহিত ব্রহ্মানে গমন করিলেন, ক্ষিতি তাহা অন্তর্হিতভাবেই দেখিলেন । ৩৭

অনন্তর এক সময়ে নরক-ধাত্রী বসুন্ধরা মায়াবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া নির্জনে নরককে বলিলেন । ৩৮

মহাবাহু নরক ! তোমার সহিত অদ্য গঙ্গাগমনে অভিলাষিণী হইয়াছি ; পুত্র ! যদি তুমি অনুগমন কর, তাহা হইলে সুখে যাইতে পারি । ৩৯

নরক বলিলেন,—পিতৃআজ্ঞা ব্যতীত আপনার অনুগমনে স্বীকৃত হইতে পারি না ; মহারাজের অনুমতি লইয়া আপনার ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিব । ৪০

গুরুপুত্র শতানন্দের অনুমতি লইয়া রথে আরোহণ করত আপনার সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিব । ৪১

ধাত্রী বলিলেন,—জনক তোমার পিতা নহেন, কিন্তু যিনি সর্বজগতের ঐশ্বর্য্য তিনি তোমার পিতা, আমার সহিত গমন করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পারিবে । ৪২)

(মহারাজ জনক, তোমার মাত্র প্রতিপালক পিতা ; কিন্তু হে সুব্রত ! যিনি তোমার জন্মদাতা, তাঁহাকে অচিরে দেখিতে পাইবে । ৪৩)

অগ্ন্যাগ্ন গোপনীয় বিষয় গঙ্গাতীরে তোমাকে বলিব, না হইলে গোপনীয় বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হইবে । ৪৪

১। ও ২। এই দুই পংক্তি পুস্তকান্তরে নাই ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জাতসম্প্রভাযো ধাত্যা বচসা নরকস্তথা ।
 বিহায় যানং হ্রস্বেন পদভ্যাং গজ্ঞাং যযৌ তদা ॥ ৪৫
 অথ গজ্ঞাং সমাসাদ্য সংস্রাপ্য বিধিবৎ সূতম্ ।
 আত্মানং দর্শয়ামাস পৃথিবী স্বসুতায় বৈ ॥ ৪৬
 মায়ামানুষমুত্তিং তাং বিহায় জগতাং প্রসুঃ ।
 নীলোৎপলদলশ্চায়ং সর্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৪৭
 সর্বাঙ্গসুন্দরং চারু নানালঙ্কারভূষিতম্ ।
 পুত্রায় দর্শয়ামাস নরকায় বসুন্ধরা^১ ॥ ৪৮
 কথামেতাক্ষ পূর্বস্মিন্-ভূতাং পৃথিবী তদা ।
 কথয়ামাস পুত্রায় প্রতীতির্জায়তে যথা ॥ ৪৯

পৃথিবীবাচ—

মম গর্ভে যথা পুত্র বর্জসে ত্বং দিনে দিনে ।
 ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা আলোক্য স্বয়মেব তে ॥ ৫০
 মলিনীক্ষিতিসজ্জাতঃ পুত্রো বিষ্ণোর্মহাশ্বনঃ ।
 আসুরং ভাবমাস্থায় সর্বানন্মান্ হনিষ্যতি ॥ ৫১
 ইতি চিন্তাপরা দেবাঃ কুমন্ত্রং চক্রিরে তদা ।
 অয়ং নোৎপদ্যতাং গর্ভাদ্ গর্ভে তিষ্ঠত্বয়ং সদা ॥ ৫২
 ভতো মম ভবান্ গর্ভে সুবহুনি যুগাশ্চ ।
 অবসদ্ধুঃখবান্ পুত্র দেবানাঞ্চ কুমন্ত্রতঃ ॥ ৫৩
 যুতকল্লাভবমহং ভবতো ধারণাং সূত ।
 ততোহিহং শরণং যাতা ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরক ধাত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া রথ পরিত্যাগ করত
 গুপ্তভাবে পদব্রজে গজ্ঞাতীরে গমন করিলেন । ৪৫

অনন্তর বসুন্ধরা, গজ্ঞাতীরে পুত্রকে রাখিয়া মনুষ্যমূর্তি পরিত্যাগ করত
 নীলোৎপল-দলের শ্যায় শ্যাম সর্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন সর্বাঙ্গসুন্দর এবং মনোহর
 বিবিধ অলঙ্কার-ভূষিত স্বকীয় মূর্তি দেখাইলেন । ৪৬-৪৮

পূর্বে এ ভাব গুপ্ত ছিল কেন, পৃথিবী তাহা—মহাতে পুত্রের প্রতীতি হয়,
 এরূপভাবে বলিলেন । ৪৯

হে পুত্র । যে সময়ে তুমি আমার গর্ভে দিন দিন বাড়িতে লাগিলে, ব্রহ্মাদি
 দেবগণ তাহা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন । ৫০

ক্ষিতি পূর্বে ঋতুমতী ছিল, সে সময়ে তাহার গর্ভে বিষ্ণুর ঔরসে জাত
 মহাবলসম্পন্ন পুত্র উদ্ভূত হইয়াছে ; অতএব সেই গর্ভজাত পুত্র, অসুররূপ ধারণ
 করিয়া আমাদের গর্ভে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে । ৫১

এইরূপে চিন্তাকুল দেবগণ, সেই সময়ে একটি কুৎসিত মন্ত্রণা করিলেন,—
 এই গর্ভস্থ বালক গর্ভেতেই সর্বদা অবস্থান করুক । ৫২

তাহার পর তুমি আমার গর্ভেই বহুকাল অবস্থান করিলে, সেই সময়ে
 দেবতাদের কু-চক্রে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম । ৫৩

নারায়ণস্য বাক্যাস্তু ভবানুৎপন্নবাংস্ততঃ ।
ইতি সত্যং মম বচঃ পুত্র জানীহি নিশ্চিতম্ ॥ ৫৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ যাবন্ন পুত্রস্য বিশ্বস্যঃ সমপদ্যত ।
তাবদেব স্বয়ং দেবী প্রোচে পুত্রমিদং বচঃ ॥ ৫৬
যথা বিদেহরাজস্য যজ্ঞভূমাবসুন্নত ।
বিদেহরাজেন সমং যাদৃশঃ সময়োহভবৎ ॥ ৫৭
যথা মানুষরূপেণ ধাত্রী সা সমপদ্যত ।
তৎ সর্বং কথনামাস নরকায় মহাত্মনে ॥ ৫৮
অথৈনাং পৃথিবীং প্রাহ নরকঃ পুনরেব হি ।
পৃথিব্যা বচনং শ্রুত্বা স্বল্পসংশয়সংযুতঃ ॥ ৫৯

নরক উবাচ—

যদ্যেবং মে পিতা বিশ্বরূমাতা তৎ পৃথিবী শুভে ।
আগচ্ছতু অগম্নাথো মমৈবাভূপপত্যে ॥ ৬০
স এব সর্বলোকেশো যদি মাং ভাষতেহচ্যুতঃ ।
পিতাহং তে ত্রিয়ং মাতা শ্রদ্ধাধে তদহং শুভে ॥ ৬১
ত্বয়া মানুষরূপেণ ধাত্রীহং প্রতিপালিতঃ ।
তদ্রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি তে রূপমীদৃশম্ ॥ ৬২

বহুকাল তোমাকে গর্ভে ধারণ করাতে মৃতপ্রায় হইয়া ভগবান্ বিশ্বর
ণরূপাঙ্গ হইলাম । ৫৪

তাহার বাক্যের প্রভাবেই তুমি প্রসূত হইলে । হে পুত্র ! আমি তোমার
জন্মের যে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম, তাহা নিশ্চিতরূপে সত্য বলিয়া ধারণা
কর । ৫৫

অনন্তর বসুধা, পুত্রের যতক্ষণ বিশ্বয়ভাবের উদয় না হইল, ততক্ষণ তাহাকে
সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন । ৫৬

আপনি যেক্রমে বিদেহনাথের যজ্ঞভূমিতে প্রসব করিয়াছিলেন এবং বিদেহ-
বাজের সহিত যেক্রপ আচার-ব্যবহার হইয়াছিল, যেক্রমে মায়াবলে, মনুষ্যরূপ
ধারণ করিয়া নরকের ধাত্রীভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত নরককে
বলিলেন । ৫৭-৫৮

অনন্তর পৃথিবীবাক্যে কিঞ্চিৎ সংশয়িত হইয়া নরক পুনর্ববার পৃথিবীকে
বলিলেন । ৫৯

(যদি আমার পিতা স্বয়ং বিশ্ব এবং আপনি স্বয়ং পৃথিবী মাতা, তাহা হইলে
পিতা বিশ্ব আমার উন্নতিসাধনে ধরায় আগমন করুন । ৬০

সেই সর্বলোক-ঈশ্বর বিশ্ব যদি বলেন যে, আমি তোমার পিতা ও বসুন্ধরা
তোমার মাতা, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি । ৬১

আপনি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ধাত্রীরূপে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন,
কিন্তু যদি তোমার এইপ্রকার রূপ হয়, তাহা হইলে সেই কাত্যায়নী রূপ
দেখিতে ইচ্ছা করি । ৬২)

পৃথিব্যুবাচ—

অহং তে জননী তাত ময়া জাতোহসি পুত্রক ।
 পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মজ্জপং মূন্যয়ন্তিদম্ ॥ ৬৩
 পিতা তব মহাবাহো প্রভূর্নারায়ণোহব্যয়ঃ ।
 অচ্যুতো জগতাং ধাতা মহাত্মা শূকরাশ্বধৃক্ ॥ ৬৪
 তেনাহিতস্ত্বং মদগর্ভে সূচিরং ত্বং পুরাবসঃ ।
 সম্প্রাপ্তে সময়ে জাতঃ পালিতশ্চেহ ভূত্বতা ॥ ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা হর্ষশোকাকুলস্তদা ।
 নরকঃ পৃথিবীং দেবীমিদহমাহ ধনুর্ধরঃ ॥ ৬৬

নরক উবাচ—

ন মাতা বিদিতা পূর্বং মাতাহমিতি ভাষসে ।
 বিষ্ণুঃ পিতেতি চ বচো ন পিতা বিদিতো মম ॥ ৬৭
 জানামি পিতরক্ষাহং বিদেহাধিপতিং নৃপম্ ।
 তস্য ভার্যাং সূমত্যাখ্যামহং জানামি মাতরম্ ॥ ৬৮
 ভ্রাতরস্ত্বংসুতাঃ সর্বো সীতা মে ভগিনী শুভা ।
 সূমতির্মম মাতেতি লোকো জানাতি সন্ততম্ ॥ ৬৯
 কাত্যায়নী চ ধাত্রী মে যাদ্বনৈব কৃতা ত্বয়া ।
 এতৎ সর্বং ত্বয়া মিথ্যা শংসিতং মম সাম্প্রতম্ ॥ ৭০
 যথা তবাহং তনয়ঃ সত্যমাখ্যাতি তন্মম ॥ ৭১

(সেই সময়ে দেবী বসুন্ধরা পুত্রকে এই কথা বলিলেন,—পুত্র । আমি তোমার জননী, আমি হইতেই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমিই জগদ্ধাত্রী পৃথিবী ; আমারই স্বরূপ যুক্তিকা । ৬৩

হে মহাবাহু ! তোমার পিতা জগৎপালক, অচ্যুতরূপ বিষ্ণু । তাঁহার বরাহ অবস্থাতে সেই বরাহরূপে বিষ্ণুর ঔরসে আমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল । ৬৪

কালক্রমে তোমার জন্ম হইল, তাহার পর এই রাজা জনক তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন । ৬৫)

ধনুর্ধর নরক পৃথিবীকে এই কথা বলিলেন ; আমার মাতা পূর্বেই স্থির হইয়াছেন, কিন্তু আপনি বলিতেছেন, আমি তোমার মাতা এবং পিতাও পূর্বেই বিহিত হইয়াছেন, আপনি বলিতেছেন বিষ্ণু তোমার পিতা । ৬৬-৬৭

কিন্তু আমি জানি, বিদেহাধিপতি জনক আমার পিতা, তাঁহার মহিষী সূমতী আমার জননী, তাঁহার পুত্রগণ আমার ভ্রাতা ও জনক-নন্দিনী-সীতা আমার ভগিনী । জনক-পত্নী সূমতী আমার মাতা, তাহা সমস্ত লোকেই বিশেষ জানে । ৬৮-৬৯

যে কাত্যায়নীর রূপ আপনি কিছুক্ষণ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কাত্যায়নী আমার ধাত্রী । কিন্তু আপনি যে পিতা ও মাতার কথা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই আমার নিকট মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছেন, যেক্রমে আমি আপনার পুত্র, সে বিষয় নিশ্চিতভাবে আমাকে বলুন । ৭০-৭১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুত্রস্য বচনক্ষেতি শ্রুত্বা সর্বংসহা তদা ।
সর্বং তৎপূর্ববৃত্তান্তং তনয়ায় শ্রবৈদয়ং ॥ ৭২
যথা মলিন্যা সন্তোগো বরাহস্তাভবৎ পুরা ।
যথা গর্ভে ধূতো দৈবৈর্ঘেন বা কারণেন সঃ ॥ ৭৩
যথা চ গর্ভদ্বঃখার্তা মাধবঃ শরণং গতা
যথা তেন প্রদত্তশ্চ সময়ো জনকং প্রতি ॥ ৭৪

ঋষয় উচুঃ—

কিমর্থং সময়ো দত্তো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
নিহতে রাবণে বীরে রামেণ সুমহাশ্বনা ॥
ভবিষ্যতি সুভিক্ষে বৈ তত্র নঃ সংশয়ো মহান্ ।
এতৎসং সংশয়ান্ ছিন্তি গুরো শাস্তাসি নঃ সদা ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভারার্ভা রাবণাদীনাং পৃথিবী মাংসভোগিনাম্ ।
অধোগতা যোজনানি পঞ্চ বৈ দ্বিজসত্তমাঃ ॥
অয়ং বরাহবীর্যেণ জাতো গর্ভে ক্রিতেঃ পুনঃ ।
অসাবপি মহারাজো দশগ্রীবো যথাভবৎ ॥
অধো যাস্মতি ভারার্ভা সাতীৰ পৃথিবী ত্রিতি ।
সময়ং দত্তবান্ বিষ্ণু রাবণে নিহতে সতি ।
ধরায়ৈ ভারবিহতিব্যাজেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥
তৎপূর্বরূপং দৃষ্ট্বা বৈ বচনাচ্চ জগদ্গুরোঃ ।
জাতশ্রদ্ধো মহাভাগে স্থাস্যামি সময়ে তব ॥ *

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা পৃথিবী প্রথমং তদা ।
মায়ামানুষরূপং তৎ প্রতিজগ্রাহ তৎপুনঃ ॥ ৭৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিং হাস্যের উদ্ভব হইলেও বসুন্ধরা তাহার পর শোকোচ্ছ্বাসে আকুল হইলেন । সর্বংসহা সমস্ত পুত্র-বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব-বৃত্তান্ত সুবিশদরূপে পুত্রকে বলিলেন । ৭২-৭৩
যেভাবে ঋতুমতী হইয়া বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত সন্তোগ হইয়াছিল যে কারণে দৈবদুর্বিপাকে পুত্রকে গর্ভে বহুকাল ধারণ করিয়াছিলেন, যেভাবে গর্ভ-যাতনায় পীড়িতা হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্যা হইয়াছিলেন এবং যেভাবে জনকরাজকে বিষ্ণু তাহার প্রস্তাবিত নিয়ম প্রাপ্তিপালন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পুত্রকে বলিলেন । তথাপি সে সব বাক্যে নরকের সন্দেহ দূর হইল না । ৭৪-*

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী বসুধা পূর্ব স্বীকৃত মায়ী-মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন । ৭৫

১। এতান্ তৎ.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

* ঋষয় উচুরিত্যাদি গ্রন্থে যুবরায়মুক্তিত-পুস্তক এব লভ্যতে ।

তথা কাত্যায়নীরূপং যেন রূপেণ পালিতঃ ।
 নরকঃ সা তু তদগৃহ্য তত্যাঙ্গ পৃথিবীতনুঃ ॥ ৭৬
 অথ দৃষ্ট্বৈব নরকো ধাত্রীং কাত্যায়নীং তদা ।
 পপ্রচ্ছ পূর্ববৃত্তান্তং যদবৃত্তং নৃপমন্দিরে ॥ ৭৭
 সা তথা কথয়ামাস যথা সম্প্রতি পালিতঃ ।
 যদবৃত্তং পূর্বতো গেহে নৃপস্য জনকস্য তু ॥ ৭৮
 জাতসম্প্রত্যয়ন্তত্র নরকঃ সম্পাদ্যত ।
 পৃথিবী চ পুনর্দেবীরূপং স্বং জগৃহে তদা ॥ ৭৯
 অথ সম্মার পৃথিবী জগন্নাথং হরিং প্রভুং ।
 সময়ে পূর্ববিহিতে প্রণম্য শিরসা মুহুঃ ॥ ৮০
 স্মৃতমাত্রস্তদা কিত্যা মাধবো গরুড়ধ্বজঃ ।
 প্রসন্নো জগতাং নাথঃ প্রত্যাক্তং গতস্তদা ॥ ৮১
 তং দৃষ্ট্বা পৃথিবী দেবী দেবং গরুড়বাহনম্ ।
 নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৮২
 পীতাস্বরং জগন্নাথং শ্রীবৎসোরক্ষমব্যয়ম্ ।
 প্রণনাম মহাভক্ত্যা পম্পর্শ শিরসা মহীম্ ॥ ৮৩
 পরমেশ জগন্নাথ জগৎকারণকারণ ।
 প্রসীদেতি বচশ্চাপি তদা প্রোচে জগৎপ্রসূঃ ॥ ৮৪
 নরকস্ত হরিং দৃষ্ট্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্ ।
 তন্তেজসা চাভিভূতস্তদা ভূমাবুপাविश ॥ ৮৫

যে কাত্যায়নীরূপে নরককে প্রতিপালন করিতেন ; পৃথিবী নিজমূর্ত্তি পরি-
 ত্যাগ করিয়া সেই মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ৭৬

অনন্তর, নরক, ধাত্রী কাত্যায়নীকে দেখিয়া রাজমন্দিরগত পূর্ব-বৃত্তান্ত
 জিজ্ঞাসা করিলেন । ৭৭

কাত্যায়নীরূপিণী বসুন্ধরাও যেরূপে নরক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং
 জনকভবনে যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্তই নরককে বলিলেন । ৭৮

নরক, কাত্যায়নীর বাক্যে বিশ্বস্ত হইলেন ; পৃথিবীও কাত্যায়নী-মূর্ত্তি
 পরিত্যাগ করত স্বমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন । ৭৯

অনন্তর পৃথিবী পূর্ববিহিত সময়ে বারংবার প্রণাম করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে
 স্মরণ করিলেন । ৮০

ক্ষিতি স্মরণ করিবামাত্র গরুড়ধ্বজ মাধব প্রত্যক্ষ ভাবে সম্মুখে উপস্থিত
 হইলেন । ৮১

দেবী পৃথিবী সম্মুখস্থ গরুড়বাহন, নীলোৎপল-দলের শ্যাম শ্যাম, শঙ্খ-চক্র-
 গদাধারী পীতবস্ত্র-পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্জন জগৎ-প্রভু নারায়ণকে দেখিয়া ভক্তি-
 পূর্বক ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন । ৮২-৮৩

‘হে জগন্নাথ জগৎকারণ ! হে পরমেশ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন’ পৃথিবী
 এই প্রকার নানাবিধ স্তুতি করিলেন । ৮৪

নরকও হরিকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং তাঁহার তেজঃপুঞ্জের
 বিপুল প্রভাবে তৃপ্তি লাভ করত ভূমিতেই উপবেশন করিলেন । ৮৫

উপবিষ্টে তদা দেবী তনয়ে নরকাহ্নয়ে ।
 প্রসাদয়ামাস তদা পুত্রার্থে বরবর্ণিনী ॥ ৮৬
 প্রসাদমানো ধরয়্য হরির্নারায়ণোহব্যয়ঃ ।
 শঙ্খাগ্রেণ তদা পুত্রং পস্পর্শ নরকাহ্নয়ম্ ॥ ৮৭
 স্পৃষ্টমাত্রোহথ হরিণা নরকোহভূৎ সুদর্শনঃ ।
 হৃষ্টশ্চোৎসাহবাংশৈব বলবান্ সমপদ্যত ॥ ৮৮
 তত উথায় নরকো হরিং নারায়ণং প্রভূম্ ।
 ভক্ত্যা প্রণম্য গোবিন্দং সাফাঙ্কঞ্চ মুহুমূর্ছ ॥ ৮৯
 ননাম পৃথিবীং বীরো জাতসম্প্রভায়স্তদা ।
 প্রণম্য চ মহাভাগাং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৯০
 প্রাঞ্জলিঃ পুরতস্তস্মৈ নোক্তা কিঞ্চন বৈ ভিন্না ।
 ভক্তস্তদর্থং পৃথিবী মাধবং সমযাচত ॥ ৯১
 প্রসীদ দেবদেবেশ সময়ং প্রতিপালয় ।
 ত্বয়ায়ং তনয়ো দত্তো মম সর্বং জগৎপতে ।
 এতদর্থং প্রতিজ্ঞাতং যদ্বত্তং প্রতিপালয় ॥ ৯২

ভগবানুবাচ—

ভবতী যৎ সুপুত্রার্থে মামযাচত পুরা ময়া ।
 তৎ সর্বং তব দত্তং বৈ রাজ্যং দত্তঞ্চ তৎসূতে ॥ ৯৩
 ইতুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুরাদায় নরকাহ্নয়ম্ ।
 সার্কং পৃথিব্যা গঙ্গায়াং মমজ্জ জগতাং প্রভুঃ ॥ ৯৪

নরক উপবিষ্ট হইলে দেবী বসুধা পুত্রের নিমিত্ত নানাবিধ স্তুতি বাক্যে নারায়ণকে প্রসন্ন করিলেন । ৮৬

নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্খাগ্রদ্বারা পুত্র নরককে স্পর্শ করিলেন, স্পর্শমাত্রেই নরকের দিবাচক্ষু হইল এবং নরক অত্যন্ত হৃষ্ট, উৎসাহসম্পন্ন ও মহাবলবান হইলেন । ৮৭-৮৮

তাহার পর উঠিয়া মহাভক্তিপূর্বক সাফাঙ্কে জগৎকর্ত্তা হরিকে মুহুমূর্ছ প্রণাম করিতে লাগিলেন । ৮৯

নরক-বীর সেই সময়ে পৃথিবীকে বিশেষ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকেও ভক্তি পূর্বক প্রণাম করিলেন । ৯০

প্রণাম করিয়া কিঞ্চিং ভীত চিত্তে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন । তাহার পর পৃথিবী পুত্রের জন্ম মাধবের নিকট প্রার্থনা করিলেন । ৯১

সর্বদেব-ঈশ্বর নারায়ণ, আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন । আপনি আমাকে এ পুত্র প্রদান করিয়াছেন ; ইহার জন্ম যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, তাহা পালন করুন । ৯২

ভগবান বলিলেন, পৃথিবী । তুমি পুত্রের জন্ম যে সমস্ত প্রার্থনা করিয়া-ছিলে, তাহা সমস্তই দিয়াছি এবং উত্তম রাজ্যও দিয়াছি । ৯৩

জগৎকর্ত্তা নারায়ণ এই কথা বলিয়া নরক ও পৃথিবীকে লইয়া গঙ্গাতে প্রবেশ করিলেন । ৯৪

নিমজ্য ক্ষণমাত্রেন প্রাগ্জ্যোতিষপুরং গতঃ ।
 মধ্যগং কামরূপস্য কামাখ্যা যত্র নায়িকা ॥ ৯৫
 স চ দেশঃ স্বরাজ্যার্থে পূর্ব্বং শুশ্রুশ শঙ্কুনা ।
 কিরাটৈর্বলিভিঃ কুরৈরজৈরপি চ বাসিতঃ ॥ ৯৬
 রুদ্রস্তম্ভনিভাংস্তত্র কিরাতান্ জ্ঞানবজ্জিতান্ ।
 অনর্থমুণ্ডিতান্ মদ্যমাংসানৈকতৎপরান্ ॥ ৯৭
 দদর্শ বিষ্ণুঃ কুপিতান্ বিষ্ণুং দৃষ্টা দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ৯৮
 তেষামধিপতিস্তত্র ঘটকো নাম বীর্যবান্ ।
 রুদ্রস্তম্ভনিভস্তস্রঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ ॥ ৯৯
 স ক্রোধাচ্চতুরঙ্গেন বলেন মহতা যুতঃ ।
 আসাদ্য জগন্নাথং নরকং মহাবলম্ ॥ ১০০
 আসাদ্য শরবর্ষণে ববর্ষ প্রভুমব্যয়ম্ ।
 কিরাটৈঃ সহিতো রাজা ঘটকাখ্যঃ কিরাতরাট্ ॥ ১০১
 মাধবোহপি তদা পুত্রং নরকং বীর্যবন্তরম্ ।
 প্রেষয়ামাস যুদ্ধায় কিরাতনৃপভেত্তদা ॥ ১০২
 নরকো ধনুরাদায় সহ তৈর্বলবন্তরৈঃ ।
 যুযুধে সুচিরং তত্র শস্ত্রান্ধৈর্বহ্নিরিতৈঃ ॥ ১০৩
 ততোহসৌ ভল্লমাদায় যোজয়িত্বা ধনুশ্চৈব ॥
 শিরঃ কিরাতরাজস্য চিচ্ছেদ নরকো বলী ॥ ১০৪

এবং ক্ষণকালের মধ্যেই প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে উপস্থিত হইলেন । সে স্থানটি কামরূপের মধ্যে । ৯৫

যেখানে কামাখ্যাদেবী নায়িকা, সেই দেশে নিজের পুত্রের জন্ম পূর্ব্বে মহাদেব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৯৬

সে স্থানে অত্যন্ত কর্কশকায় বহু-কিরাতবর্গের বাস ; বিষ্ণু সেই স্থানে সুবর্ণ স্তম্ভনিভ, জ্ঞান-হীন, বিনা কারণে মুণ্ডিতমস্তক, মদ্য ও মাংস ভোজনে তৎপর কিরাতকুল দেখিতে পাইলেন ; তাহারাও ভগবানকে দেখিয়া কুপিত হইলেন । ৯৭-৯৮

তাহাদের অধিপতির নাম ঘটক, সে অত্যন্ত বীর্যবান্, তাহার সুবর্ণ-স্তম্ভঃ সদৃশ দীর্ঘ কলেবর, অতএব প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল । ৯৯

সেই ঘটক ক্রোধ-পরবশ হইয়া চতুরঙ্গ সেনার সহিত মহাবল নরক ও ভগবানকে আক্রমণ করিল এবং বহু কিরাত সহ ঘটক, নারায়ণকে শরবর্ষণ করিয়া নিতান্ত জর্জরিত করিল । ১০০-১০১

মাধবও মহাবীর্যবান্ পুত্র নরককে কিরাত-সহ যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন । ১০২

নরক, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ধনুর্গ্রহণ করত বলবান্ কিরাতরাজের সহিত বহু অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অনেক সময় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১০৩

তাহার পর বলবান্ নরক, ধনুর্গ্ৰহণে ভল্ল নামক অস্ত্র যোজনা করিয়া কিরাতরাজের মস্তকচ্ছেদন করিলেন । ১০৪

১। দৃষ্টা বিষ্ণুং তদা তত্র ।

তেষামধিপতিত্বং..... ॥ ইতি পাঠান্তরম্

মুখ্যান্ মুখ্যান্ কিরাতাংশ্ বহুন্ সেনাধিপাংস্তথা ।
 জঘান কুপিতো বীরঃ কেশরীব মতঙ্গজান্ ॥ ১০৫
 হতেহথ নৃপতো কেচিৎ পলায়নপরায়ণাঃ ।
 কিরাতাঃ কেচন পুনর্নরকং শরণং গতাঃ ॥ ১০৬
 নিহত্য মুখ্যমানাংস্ত সংরক্ষ্য শরণং গতান্ ।
 নরকঃ পিতরং গড়া প্রণম্যাথ শ্রবেদয়ৎ ॥ ১০৭

নরক উবাচ—

হতস্তাত কিরাতানামধিপো ঘটকো ময়া ।
 সেনাধিপাংশ্চ তস্মাত্তান্ কিমহং করবাণ্যহম্ ॥ ১০৮

ভগবানুবাচ—

কিরাতান্ জহি যাবত্তং দেবীং দিক্রবাসিনীম্ ।
 পলায়মানান্ বিদ্রাব্য পালয় শরণং গতান্ ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স নরকো বীরঃ সমারুহ্য সিতং গজম্ ।
 চতুর্দন্তং মহাকাষং কিরাতাধিপবাহনম্ ॥ ১১০
 ঐরাবতসমং বীর্যে বেগেন গরুড়োপমম্ ।
 কিরাতান্ দ্রাবয়ামাস যাবদিক্রবাসিনীম্ ॥ ১১১

নরক উবাচ—

পিতরং পুনরাগত্য বচনঞ্চৈদমব্রবীৎ ।
 বিদ্রাবিতাঃ কিরাতাস্তে সাগরাস্তং সমাপ্রিতাঃ ।
 হতশ্চ ঘটকাখ্যো হি কিরাতাধিপতির্মহান্ ॥ ১১২

সিংহ যেমন বনমধ্যে হরিণদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ নরক বীরও প্রধান প্রধান কিরাতদিগকে ও সেনাপতিদিগকে বিনাশ করিলেন । ১০৫

অনন্তর, কিরাতরাজ হত হইলে কিরাত-বলের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিল, কেহ বা নরকের শরণাপন্ন হইল । ১০৬

যাহারা যুদ্ধেতেই রত ছিল তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া নরক, শরণাগত-দিগকে রক্ষা করিলেন । ১০৭

তাহার পর নরক পিতার নিকট গিয়া প্রণাম করত বলিলেন, তাত ! কিরাতরাজ ঘটক হত হইয়াছেন এবং তাহার সেনাপতিগণও হত হইয়াছে, এখন কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন । ১০৮

ভগবান্ বলিলেন ;—পুত্র ! দেব দিক্রবাসিনীর স্থান পর্য্যন্ত কিরাতদিগের অপসারিত কর এবং পলায়তিদিগকে খুব শাস্তি প্রদান করিয়া শরণাগতদিগকে রক্ষা কর । ১০৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার পর নরক বীর চতুর্দন্ত বিপুল শরীব বীর্যে ঐরাবত সদৃশ, বেগে গরুড়-তুল্য কিরাতরাজের বাহন শ্বেতহস্তী আরোহণ করিয়া দিক্রবাসিনীর স্থান পর্য্যন্ত কিরাতদিগকে অপসারিত করিলেন ।

১১০-১১১

বেগিনং গজমারুহু ঐরাবতসমং গুণৈঃ ।

যদন্তং করণীয়ং মে তদাজ্ঞাপয় সম্প্রতি ॥ ১১৩

ভগবানুবাচ—

করতোয়া সদা গঙ্গা পূর্বভাগাবধিশ্রয়া ।

যাবল্ললিতকান্তান্তি তাবদেব পুরং তব ॥ ১১৪

অত্র দেবী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ ।

কামাখ্যাক্রপমাঙ্ঘ্রায় সদা তিষ্ঠতি শোভনা ॥ ১১৫

অত্রান্তি নদরাজোহয়ং লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।

অত্রৈব দশদিকৃপালাঃ স্বে স্বে পীঠে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১১৬

অত্র স্বয়ং মহাদেবো ব্রহ্মা চাহং ব্যবস্থিতঃ ।

চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ সততং বসতোহত্র চ পুত্রক ॥ ১১৭

সর্বৈ ক্রীড়ার্থমায়াতা রহস্যং দেশযুক্তমম্ ।

অত্র শ্রীর্বসতে ভদ্রা ভোগ্যমত্র তথা বহু ॥ ১১৮

অস্থ মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাণ্ডনক্ষত্রং সসজ্জ হ ।

ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা ॥ ১১৯

অত্র ত্বং বস ভদ্রং তে হৃদিষিক্তো ময়া স্বয়ম্ ।

কৃতদারং সহামাত্যৈ রাজা ভূতা মহাবলঃ ॥ ১২০

অনন্তর, নরক কিরাতদিগকে তাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার পিতার নিকটে আসিয়া এই কথা বলিলেন । কিরাতগণ আমার প্রভাবে তাড়িত হইয়া সাগরের সন্নিহিত-ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিরাতাধিপতি ঘটক নিহত হইয়াছে । ১১২

এসময়ে অগ্ন কর্তব্য কি আছে আদেশ করুন, ঐরাবত-সদৃশ এই গজে আরোহণ করিয়া সমস্ত সম্পাদন করি । ১১৩

(ভগবান্ বলিলেন ; পুত্র ! করতোয়া নামে গঙ্গা সর্ব্বদা পূর্ব্বদিগ্ ভাগে বহিষ্ঠেছেন, যে স্থানে ললিতকান্তাদেবী আছেন, সেই স্থান পর্য্যন্ত তোমার ভবন হইবে । ১১৪

এই স্থানে দেবী মহামায়া জগৎপ্রসবিনী যোগনিদ্রা, কামাখ্যাক্রপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য নামক নদও রহিয়াছে ; এই পুণ্যভূমে দশদিকৃপালগণও স্বকীয় স্বকীয় স্থানে আছেন । ১১৫-১১৬

এই স্থানে স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা ও আমি—সর্ব্বদা অবস্থান করি এবং চন্দ্র সূর্য্যও নিরন্তর বাস করিতেছেন । ১১৭

এটি অত্যন্ত রহস্যস্থান, এজন্য সমস্ত দেবতারাই ক্রীড়ার নিমিত্ত এ স্থলে আগমন করেন । ১১৮

এস্থলে সর্ব্বতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী আছেন এবং এটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং ভোগের স্থান ; এই পুরীতে ব্রহ্মা পূর্ব্বৈ একটি নক্ষত্র পরিভ্রাণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্রপুরী সদৃশ এই পুরীর প্রাগ্জ্যোতিষ নাম হইল । ১১৯)

ভদ্র নরক । তুমি দারপরিগ্রহ করত রাজা হইয়া অমাত্যের সহিত কুশলে বাস কর, আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিলাম । ১২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্তা স্বয়ং বিষ্ণুঃ শস্তোরনুমতেত্তদা ।
 সর্বান্ কিরাতান্ পূর্ব্বস্থান্ সাগরান্তে শ্বেশস্বয়ং ॥ ১২১
 পূর্ব্বং ললিতকান্তায়াঃ সমাদায়াবধিং পুনঃ ।
 যাবৎ সাগরপর্য্যন্তং কিরাতান্তাবদাবসন্ ॥ ১২২
 পশ্চাৎললিতকান্তায়া দেশং কৃত্বাবধিং পুনঃ ।
 করতোয়া নদীং যাবৎ কামাখ্যানিলয়ন্ত ভৎ ॥ ১২৩
 তস্মাৎ কিরাতানুৎসার্য্য বেদশাস্ত্রাতিগান্ বহুন্ ।
 দ্বিজাতীন্ বাসয়ামাস তত্র বর্ণান্ সনাতনান্ ॥ ১২৪
 বেদাধ্যয়নদানানি সততং বর্ত্ততে যথা ।
 তথা চকার ভগবান্ মুনিভির্বাসয়ন্ বিভুঃ ॥ ১২৫
 বেদবাদরতাঃ সর্বে দানধর্ম্মপরায়ণাঃ ।
 নচিরাদভবদেশঃ কামরূপাশ্রয়স্তদা ॥ ১২৬
 ততো বিদর্ভরাজস্য পুত্রীং মায়াহ্রস্বাং হরিঃ ।
 পুত্রার্থং বরয়ামাস^১ নরকস্য সমাং গুণৈঃ ॥ ১২৭
 তামুহাস্য হৃষীকেশস্তশ্মিন্ পুরবরে স্বয়ম্ ।
 তয়া সমং স্তনয়ং রাজতেনাভ্যষেচস্বয়ং ॥ ১২৮
 সুগুপ্তাক্ষ পুরীং চক্রে গিরিহর্গেণ মাধবঃ ।
 তদুদগং সর্ব্বতো ভদ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ১২৯
 ততঃ কিরাতরাজস্য চতুর্দশাঃ সুদন্তিনঃ ।
 পঞ্চবিংশতিসাহস্রা মহামাত্রকুঠৈর্যুতাঃ ॥ *

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বিষ্ণু পুত্রকে এই কথা বলিয়া মহাদেবের আজ্ঞানু-
 সারে পূর্ব্বসাগরের নিকট ভূমিতে তাহাদের বাসস্থান নির্ণয় করিলেন । ১২১

ললিত-কান্তার পূর্ব্বভাগ অবধি করিয়া সাগর পর্য্যন্ত ভূমি, কিরাতদের বাস-
 স্থান হইল এবং ললিতকান্তার পশ্চাৎভাগকে সীমা করিয়া, করতোয়া নদী-
 পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর আবাসস্থান । ১২২-১২৩

সেইস্থান হইতে কিরাতদিগকে দূর করিয়া, বেদশাস্ত্রবিৎ বহু ব্রাহ্মণাদি
 শ্রেষ্ঠবর্ণের বাসস্থান করিলেন । ১২৪

নারায়ণ, মুনিদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া যেক্রমে বেদাধ্যয়ন দান-
 ধর্ম্ম ইত্যাদি নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তদ্বিশেষে চেষ্টা করিলেন । ১২৫

সেই স্থানের সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যে নিরত এবং দানধর্ম্মে পরায়ণ বলিয়া
 দেবতারও অনেককাল কামরূপ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না । ১২৬

তাহার পর হরি, পুত্রের বিবাহের জন্য মায়ানাগী বিদর্ভ^২ রাজকন্যাকে
 বরণ করিলেন । ১২৭

হৃষীকেশ, পুত্রের সহিত মায়াবীর বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার সহিত
 পুত্রকে রাজত্বে অভিষেক করিলেন । ১২৮

মাধব, গিরিহর্গ-মধ্যবর্তী কোন সুগুপ্তস্থানে পুরী নির্মাণ করিলেন, সেটি
 অত্যন্ত নিভৃত ও সকল বিষয়ে সুখকর এবং দেবতাদেরও অগম্য । ১২৯

১। রূপগুণাদিতাং তদা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

* ইদমর্ঘং কচিদধিকং লভ্যতে ।

যানি রত্নাশ্রয়ানেকানি সৈন্তানি বিবিধানি চ ।
 অশ্বাশ্চাভরণাশ্চৈব তৎ সৰ্ব্বং নরকোহগ্রহীৎ ॥ ১৩০
 যদযৎ সুভূষণং রাজ্ঞো ধ্বজাশ্চাভরণানি চ ।
 তানি তানি স্বয়ং বিষ্ণুস্তনয়স্য দদৌ তদা ॥ ১৩১
 রথঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ।
 লোহাষ্টচক্রসহস্রমৰ্দ্ধযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ১৩২
 যুক্তমশ্বসহশ্ৰৈশ্চ তথাহীভির্মনোজবৈঃ ।
 রত্নকাঞ্চনচিচ্চাঢ্যং বেদিকাভাগবিস্তরম্ ॥ ১৩৩
 বজ্রধ্বজেন মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্ ।
 হেমদণ্ডপতাকাঢ্যং বৈদূর্য্যমণিকুবরম্ ॥ ১৩৪
 সিংহব্যান্সসমুদ্ভূতৈশ্চন্দ্রাভিচ্ছাদিতং সদা ।
 লোহজালৈশ্চ সহস্রং কঙ্কিণীজালমালিনম্ ।
 সৰ্ব্বগ্রহরৈশ্চ যুক্তং বহুমায়াসমন্বিতম্ ॥ ১৩৫
 শক্তিঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ সৰ্ব্বশক্তবিশাতনীম্ ।
 জ্বালামালাভিদীপ্তাক্ষৌ রিপুকক্ষাগ্নিরূপিণীম্ ॥ ১৩৬
 ইমঞ্চ সময়ং প্রোচে নরকায় মহাত্মনে ।
 নরকস্য হিতায়েশো বসুধায়াঃ সমক্ষতঃ ॥ ১৩৭

ভগবান্বাচ—

ইমাং শক্তিং ন হি ভবান্ প্রাণস্য^১ সংশয়ং বিনা ।
 প্রয়োক্ষ্যতি কদাচিত্তু মানুষ্যে বিশেষতঃ ॥ ১৩৮
 এষা মায়া^২ চ বৈদভী ভবতঃ সদৃশী গুণৈঃ ।
 ভবতো জীবনং যাবস্তাবৎ স্থায়তি শোভনা ॥ ১৩৯

তৎপরে, নরক কিরাতরাজের চতুর্দন্ত বহুবিধ হস্তী, প্রভূত সৈন্য, অশ্ব ভূষণ ইত্যাদি সমস্ত গ্রহণ করিলেন । ১৩০

বিষ্ণু কিরাতরাজের নিজের ব্যবহার্য ভূষণ এবং ধ্বজ ও আভরণাদি সমস্ত পুত্রকে দিলেন । ১৩১

তাহার ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ লৌহময় চক্র-শোভিত অৰ্দ্ধযোজন বিস্তৃত, ঘনের শ্যায় বেগশালী সহস্র সহস্র অশ্বযুক্ত, কাঞ্চনখচিত, বেদিকার বিস্তারের শ্যায় বিস্তৃত, কাঞ্চনময়, বজ্রের শ্যায় কঠিন ধ্বজ-শোভিত এবং স্বর্ণ-নির্মিত দণ্ড পতাকা যুক্ত বৈদূর্য্যমণিঘারা মনোহর, সিংহ ও ব্যাঘ্রের চর্মে আচ্ছাদিত ও লোহজালে আচ্ছাদিত, কঙ্কিণীজালরূপ মালাভূষিত, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত মায়াময় রথও তাহাকে দিলেন এবং সৰ্ব্ব-শক্তবিশালিনী শক্তিও তাহাকে দিলেন, সেই শক্তি অগ্নিশিখার শ্যায় দীপ্তরূপিণী ও বিপ্রকক্ষস্থিত অগ্নিরূপ । ১৩২-১৩৬

নরকের হিতের জন্য বসুধার সমক্ষে বিষ্ণু এই নিয়ম করিলেন এবং নরককে বলিলেন,—তুমি এই শক্তি প্রাণসংশয় ব্যতীত মনুষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিও না । ১৩৭-১৩৮

এই বৈদেহী মায়া রূপ ও গুণে তোমারই অনুরূপা; যতদিন তুমি বর্তমান থাকিবে, ততদিন তোমার নিকট অবস্থান করিবেন । ১৩৯

ত্বং তু প্রজ্ঞায়ে তেজায়াং যত্নবান্ বৈ ভবিষ্যসি ।
 দ্বাপরাস্তে তু সম্প্রাপ্তে প্রজ্ঞা তব ভবিষ্যতি ॥ ১৪০
 বিরোধো মুনিভিঃ সার্কং ব্রাহ্মণৈরপি পুত্রক ।
 ন কদাচিত্ত্বয়া কার্যাস্তিরজ্ঞীষিতুমিচ্ছতা ॥ ১৪১
 ন রাজর্ভিন্ দেবৈশ্চ বিরোধো যুজ্যতে তব ।
 মহাদুর্গম্য বৈ মধ্যে বসতো হুপরাজিতে ॥ ১৪২
 দিব্যায়োমিদগ্নৈঃ সার্কং বসমানোহত্তিভোগবান্ ।
 স্বপর্কতে কামরূপে চিরং ত্বং তিষ্ঠ পুত্রক ॥ ১৪৩
 মহাদেবীং মহামায়াং জগন্মাতরমগ্নিকাম্ ।
 কামাখ্যাং ত্বং বিনা পুত্র নাশ্বদেবং যজিষ্যসি ॥ ১৪৪
 ইতোহনুথা ত্বং বিহরন্ গতপ্রাণো ভবিষ্যসি ।
 তস্মান্নরক যত্নেন সময়ং প্রতিপালয় ॥ ১৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুর্নরকং তনয়ং স্বকম্ ।
 তমপ্যাহ রহস্তুনাং পৃথিবীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪৬
 যদযৎপূর্ব্বং ময়া প্রোক্তং কর্তব্যং তব সুন্দরি ।
 তৎসর্ব্বং নরকায়ান্ত ভূতৈঃ সমুপদেশয় ॥ ১৪৭
 যদৈনং ত্বং স্বয়ং হস্তং মাং জগদ্ধাত্রি ভাষসে ।
 তদা তু মানুষঃ কশ্চিন্নরকং নিহিনিষ্যতি ॥ ১৪৮

তুমি পুত্রের জন্ত ত্রেতাতে যত্ন করিও তাহার পর দ্বাপরের শেষভাগে পুত্র হইবে । ১৪০

পুত্র ! চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মণ ও মুনিগণের সহিত কদাচ বিরুদ্ধাচরণ করিও না এবং রাজা ও দেবগণের সহিতও বিরুদ্ধাচরণ করিও না । ১৪১-১৪২

পরে অজ্ঞেয়, এই মহাদুর্গের মধ্যে সদাকাল বাস কর এবং দিব্য জ্ঞীগণের সহিত সুখভোগে রত থাকিয়া নিরন্তর সুখে কালযাপন কর । ১৪৩

পুত্র ! তুমি কামরূপে এই কমনীয় পর্ব্বতে চিরকাল বাস করিবে এবং জগন্মাতা মহামায়াকৃষিণী কামাখ্যাদেবী ব্যতীত অন্য দেবপূজার বিশেষ রত হইও না । ১৪৪

নরক ! আমার প্রস্তাবিত নিয়মের অন্তথা করিলে তোমার প্রাণ-নাশ হইবে, অতএব এই নিয়ম যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন কর । ১৪৫

বিষ্ণু নিজ-তনয়কে এই কথা বলিয়া পৃথিবীকে গোপনে এই কথা বলিলেন । ১৪৬

সুন্দরি ! তোমার নিকট যে যে বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, সে সমস্তই নরকের আশ্রয় মঙ্গলের জন্ত । অতএব সে বিষয়ে তুমি উহাকে উপদেশ দান কর । ১৪৭

জগদ্ধাত্রি ! তুমি যে সময়ে নরকের বিনাশ করিতে আমাকে বলিবে, সেই সময়ে কোন এক মনুষ্য তাহাকে বিনাশ করিবে । ১৪৮

পৃথিব্যুবাচ—

প্রজার্বমেঘ যত্নো মে নিন্দ্যঃ স্তাং সন্ততিং বিনা ।

তন্মাত্রাথ প্রযত্নান্নে সন্ততিং পালয়িষ্ঠ্যসি ॥ ১৪৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্তিতি তাং বিষ্ণুঃ পৃথিবীং প্রতি পাবনঃ ।

নরকঞ্চ সম্বাভাচ্ছ তত্রাস্তদ্ধিমগাং ক্ষণাং ॥ ১৫০

গতে হরৌ নিজস্থানং পৃথিবী তনয়ং স্বকম্ ।

যৎ পূর্ব্বং হরিণা প্রোক্তং তত্র তং ব্যনয়ং নয়ম্ ॥ ১৫১

নরকোহপি তদা ধীমান্ বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ ।

ব্রহ্মণানীতিকুশলো বদাশ্চো দানভংগপরঃ ॥ ১৫২

কামাখ্যাপূজনরতো নীলকুটে মহাগিরৌ ।

মহাভোগী মহাশ্রীমান্ হীনবাহশ্চ শত্রুভিঃ ।

সুচিরং রাজ্যমকরোচ্ছক্রবজ্রিদশালয়ে ॥ ১৫৩

ততো বিদেহরাজোহপি স্তত্বেব নরকশ্রিয়ম্ ।

সপুত্রভার্য্যঃ সগণো নরকং দ্রষ্টুংমভ্যাগাৎ ॥ ১৫৪

প্রাগ্জ্যোতিষং পুরং গত্বা কামরূপান্তরস্থিতম্ ।

দদর্শ নরকং রাজা শরচ্ছাস্ত্রসমং শ্রিয়া ॥ ১৫৫

প্রাগ্জ্যোতিষং পুরং মেনে স রাজা ভ্রমরাবতীম্ ।

দেবেন্দ্রং নরকং মেনে সৎপরিচ্ছদভূষণম্ ॥ ১৫৬

ততো মহিষ্যে তৎ সর্ব্বং জনকো বাক্যমব্রবীৎ ।

এষ তে পালিতসুতঃ শ্রীমান্ নরকসংজ্ঞকঃ ॥ ১৫৭

পৃথিবী বলিলেন, পুত্রের জন্মই আমার এই যত্ন, কিন্তু পুত্রের অভাব হইলে আমার নিন্দা হইবে, অতএব নাথ! আপনি পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন । ১৪৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিষ্ণু পৃথিবীকে বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই করিব । এবং নরককেও স্নেহবাক্য বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন । ১৫০

হরি স্বস্থানে প্রস্থান করিলে করিলে পৃথিবী তনয়কে হরির প্রস্তাবিতরূপে সেই স্থলে স্থাপন করিলেন । ১৫১

বেদ-শাস্ত্র-পারদর্শী, ব্রাহ্মণ-কর্তব্য-কার্য্যে রত, নীতিজ্ঞ, নম্র, দানভংগপর কামাখ্যা দেবীর পূজাতে রত, নীলকুটনামক পর্ব্বতে নানাবিধ সুখভোগে আসক্ত, শোভাসম্পন্ন এবং শত্রুর অজেয়, নরক-বীরও, সেই পুরীতে ইন্দ্ৰের ত্রায় চিরকাল রাজত্ব করিতে লাগিলেন । ১৫২-৫৩

তাহার পর বিদেহ-রাজও নরকের সুখ-সম্পত্তির কথা শ্রবণ করিয়া স্ত্রী-পুত্র বন্ধুগণের সহিত নরককে দেখিতে আসিলেন এবং কামরূপের মধ্যে প্রাগ্-জ্যোতিষ নামক পুরে গমন করিয়া শারদীয়-নিশাকরের ত্রায় শোভা সম্পন্ন নরক রাজাকে দেখিলেন । ১৫৪-৫৫

বিদেহরাজ প্রাগ্জ্যোতিষপুরকে ইন্দ্রভবন বলিয়া বোধ করিতে লাগি-

পৃথিব্যা দয়িতঃ পুত্রঃ সজাতো ঘৃষ্টরূপিণা ।
বিষ্ণুনা জগদীশেন ভ্রমেনং পশ্য সজতম্ ॥ ১৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা জনকো রাজা যথা বৃত্তং তথা পুরা ।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস নরকো জাতবান্ যথা ॥ ১৫৯
ততস্তত্র চিরং স্থিত্বা প্রাগ্জ্যোতিষপুরে মুদা ।
বিদেহাধিপতী রাজা নরকেণ প্রপূজিতঃ ॥ ১৬০
ব্রহ্মানং গতবাংস্তস্মাৎ স্বগণৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬১
এবং স নরকো জাতঃ পৃথিব্যাস্তনয়ন্তদা ।
হীনাসুরস্বভাবঃ সংবিজ্জহার চিরং ক্রিতৌ ॥ ১৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

লেন এবং নানাবিধ ভূষণে ভূষিত নরককে দেবরাজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন । ১৫৭

তাহার পর জনক, মহিষীকে সমস্ত বলিলেন,—এ মহাত্মা তোমার পালিত পুত্র নরক, বরাহরূপী জগৎপালক বিষ্ণুর ঔরসজাত পৃথিবী দেবীর পুত্র, কিরূপ ভাবে পরিণত হইয়াছে দেখ । ১৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জনকরাজা এই কথা বলিয়া যেক্রমে নরকের জন্ম হইয়াছিল, পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন । ১৫৯

তাহার পর বিদেহাধিপতি নরকের সংকারে সংকৃত হইয়া আনন্দিত-চিত্তে সেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বন্ধুগণের সহিত ব্রহ্মানে প্রস্থান করিলেন । ১৬০-১৬১

পৃথিবীপুত্র নরক প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া চিরকাল বিহার করিতে লাগিলেন । ১৬২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮

১। সজতা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

একৈনিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স রাজা নরকঃ শ্রীমাংশিরজীবী মহাভূজঃ ।
মানুষেণৈব ভাবেন চিরং রাজামথাকরোং ॥ ১-
ত্রৈতায়াং ব্যতীতায়ং দ্বাপরস্য তু শেষতঃ ।
অভবচ্ছোগিতপুৰে বাণো নাম মহাসুরঃ ॥ ২-
তস্মাঙ্গিহুগং নগরং স চ শত্ৰুসংখ্যে বলী ।
সহস্রবাহুর্দ্বর্জঃ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স বৈ বলৈঃ ॥ ৩-
নরকেন সমং তস্য মহামৈত্রী ব্যজায়ত ॥ ৪-
গমনাগমনান্নিত্যমগ্নোত্তানুগ্রহৈস্তথা ।
তয়োৱভূং মহাপ্রীতিঃ পবনানলয়োৰ্যথা ॥ ৫-
স চ বাণঃ সমাৱাধ্য মহাদেবং জগৎপ্রভুম্ ।
আসুরেণাথ ভাবেন ব্যচরচ্চাকুতোভয়ঃ ॥ ৬-
তৎসংসর্গাং স নরকো দৃষ্টা তস্মাভুতাং কৃতিম্ ।
তেনৈব সহ ভাবেন বিহর্ষুপচক্রমে ॥ ৭-
ন ব্রাহ্মণান্ পূজয়তি যথা পূৰ্ব্বং তথা দ্বিজাঃ ।
ন চ যজ্ঞেযু দানেষু পূৰ্ব্ববদ্যুদিতঃ স চ ॥ ৮-
ন তথা বিষ্ণুমভোতি পৃথিবীং বাপি নার্কতি ।
কামাখ্যায়ং তথা ভক্তিস্তদা তস্যাত নাভবং ॥ ৯-

নরকের চরিত্র

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মনোহর শোভাশালী, দীর্ঘজীবী নরক, মনুস্ত-প্রথানু-
সারে বহুকাল রাজত্ব করিলেন । ১

তাহার পর ত্রেতা অতীত হইলে দ্বাপরের শেষভাগে, শোণিতপুৰে বাণ
নামক অসুর জন্মগ্রহণ করিল । ২

সে অত্যন্ত বলবান্ এবং শিবের মিত্র, তাহার অগ্নিনামক নগর । বলিপুত্র
সেই মহাত্মা, প্রবল প্রতাপশালী হইল এবং নরক রাজার সহিত তাহার
অত্যন্ত মিত্রতা হইল ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশেষ অনুগ্রহ হইল এবং
গমনাগমন হইতে লাগিল । ৩-৪

উভয়েই পবন ও অগ্নির শাস্ত্র প্রবল প্রীতিপাশে বদ্ধ হইলেন । ৫

বাণ মহাদেবকে আরাধনা করিয়া অকুতোভয়ে, অসুরের শাস্ত্র বিচরণ
করিতে লাগিল । ৬

হে দ্বিজগণ ! বাণের অভূত কার্য দেখিয়া এবং তাহার সংসর্গে নরকও
সেই ভাব অবলম্বন করিলেন । ৭

পূৰ্ব্বের শাস্ত্র ব্রাহ্মণদিগকে আর পূজা করিতেন না এবং যজ্ঞ দানাদি ধর্ম-
কার্যেও পূৰ্ব্বের শাস্ত্র মনোযোগ করিতেন না । ৮

বিষ্ণু ও পৃথিবীকেও পূৰ্ব্বরূপ পূজা করিতেন না এবং কামাখ্যা দেবীর
প্রতিও পূৰ্ব্বরূপ ভক্তি করিতেন না । ৯

এতন্নিম্নন্তরে ধাতুস্তনয়ো মুনিসত্তমঃ ।
 বসিষ্ঠো নাম কামাখ্যাং দ্রষ্টুং প্রাগ্জ্যোতিষং গতঃ ॥ ১০
 তাং দুর্গাভ্যন্তরে নীলকূটদেবীং ব্যবস্থিতাম্ ।
 দ্রষ্টুং গন্তং বশিষ্ঠস্ত ন দ্বারং নরকো হৃদাং ॥ ১১
 ততো বসিষ্ঠঃ কুপিতো বচনং পরুষং মুনিঃ ।
 জগাদ নরকং বীরং গর্হয়ন্মুনিসত্তমঃ ॥ ১২

বসিষ্ঠ উবাচ—

কথং পৃথিব্যাস্তনয়ো বরাহস্য সুতোহজসোঃ ।
 দেবীং দ্রষ্টুং ব্রাহ্মণস্য ন দদাসি তথাগতঃ ॥ ১৩
 কিস্তে কুলোচিতং কৰ্ম ত্বং করোষি ধরাঽজ্জ ।
 দেবীং প্রাগ্জ্যোতিষং গতা পূজয়িষ্যে জগন্ময়ীম্ ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স নরকো রাজা প্রাপ্তকালঃ ক্রিতেঃ সুতঃ ।
 পরুষেণাথ বাক্যেন তমাক্ষিপ্য নিরন্তবান্ ॥ ১৫
 ততো মুনিঃ স কুপিতঃ শশাপ নরকং নৃপম্ ।

বসিষ্ঠ উবাচ—

নচিরাদ্বেষেণ জাতোহসি তেন মানুষরূপিণা ।
 মরণং ভবিতা পাপ বরাহকূলপাংসন ॥ ১৬
 মৃত্যুতে ত্বয়ি মহাদেবীং কামাখ্যাং জগতাং প্রভুম্ ।
 পূজয়িষ্যামাহং পাপ তিষ্ঠ যাতে স্বমালয়ম্ ॥ ১৭

ইহার মধ্যে এক সময় ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ মুনি, কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিলেন । ১০

নীলকূট পর্বতের দুর্গমধ্যে কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য নরক বসিষ্ঠ দেবকে প্রবেশ করিতে দিলেন না । ১১

তারপর বসিষ্ঠ মুনি কুপিত হইয়া কর্কশবাক্যে নরককে ভৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি মহাতেজস্বী বরাহের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণকে দেবতা-দর্শন করিতে দিতেছ না । ১১-১৩

হে ধরাঽজ্জ ! এ কি তোমার কুলপ্রথামত কার্য্য করিতেছ, দ্বারপ্রবেশ করিতে দাও, দেবী জগদম্বাকে অর্চনা করি । ১৪

তাহার পর পৃথিবীপুত্র-নরক কর্কশবাক্যে মুনিকে ভৎসনা করত তাহা হইতে নিরন্ত করিলেন । ১৫

তৎপরে মুনি কুপিত হইয়া নরককে শাপ দিলেন, পাশিষ্ঠ । বরাহপুত্র ! তুই যাহার ঔরসে জন্মিয়াছিস, মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া সেই মহাত্মা অচিরান্ত তোকে বিনাশ করিবেন । ১৬

পাপাত্মা ! তোর মৃত্যু হইলে তাহার পর জগন্মাতা কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিষ, থাক, আমি নিজ স্থানে যাইতেছি । ১৭

ত্বং যাবজ্জীবিতা পাপ কামাখ্যাপি জগৎপ্রভুঃ^১ ।
সর্বৈঃ পরিকরৈঃ সার্কমন্তর্জানায় গচ্ছতু^২ ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মপুত্রঃ স স্বস্থানং গতবান্ মুনিঃ ।
বসিষ্ঠন্তেন ভৌমেন নিরন্তঃ কুপিতো ভূশম্ ॥ ১৯
গতে বসিষ্ঠে নরকঃ শীঘ্রং বিশ্বায় সংযুতঃ ।
জগাম দেবীভবনং নীলকূটং মহাগিরিম্ ॥ ২০
তত্র গচ্ছা ন চাপশ্চ কামাখ্যাং কামরূপিণীম্ ।
ন যোনিমণ্ডলং তস্যাঃ সর্বান্ পরিকরাংশুখা ॥ ২১
ততঃ স বিমনা ভূত্বা ক্ষিতিং সম্মার মাতরম্ ।
পিতরঞ্চ জগন্নাথং নরকঃ প্রভুমব্যয়ম্ ॥ ২২
ন ভাবপি তদা যাতৌ তস্য প্রত্যক্ষতাং দ্বিজাঃ ।
ব্রাহ্মক্লান্তসময়যোতি নীতিহীনস্য শম্ভবে ॥ ২৩
চিরং প্রতীক্য তৌ তত্র ভৌমো বজ্রধ্বজস্তদা ।
অপ্রাপ্তক্ষিতিবিষ্ণুঃ স সশোকঃ স্বম্ভিবেশনম্ ॥ ২৪
স গচ্ছন্ স্বগৃহং ভৌমঃ পুরীং স্বাং দৃষ্টবাংস্ত সঃ ।
পূর্বপ্রিয়া পরিত্যক্তাং মলিনাং বনিতামিষ ॥ ২৫
দেব্যামন্তর্হিতাস্তাং বেদবাদবিবর্জিতম্ ।
পুণ্যস্বল্পদারজনং^৩ তৎপুং সমপদ্যত ॥ ২৬

পাপিষ্ঠ! তুই যতদিন জীবিত থাকিবি, ততদিন জগজ্জননী কামাখ্যা সমস্ত পরিবারের সহিত অন্তর্জান হউন। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ব্রহ্ম-নন্দন বসিষ্ঠ মুনি নরকের কর্কশ বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৯

মুনির গমনের পর নরক বিস্মিত হইয়া নীলকূট গিরির গুহাভ্যন্তরে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। ২০

মন্দিরে যাইয়া কামরূপেশ্বরী কামাখ্যাকে দেখিতে পাইলেন না এবং তাঁহার যোনিমণ্ডল ও সমস্ত পরিজন কিছুই দেখিলেন না। ২১

তাহার পর নরক বিমর্ষ হইয়া মাতা বসুন্ধরাকে এবং পিতা জগৎকর্ত্তা নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। ২২

হে দ্বিজগণ! কিন্তু বসুধা ও বিষ্ণু, নীতিমার্গ পরিত্যাগ করাতে এবং নিয়মের অপ্রতিপালনে নরককে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিলেন না। ২৩

বজ্রধ্বজ নরক বসুন্ধরা ও বিষ্ণুর দর্শন অভিলাষে অনেক সময় প্রতীক্ষা করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ২৪

তাঁহাদের দর্শন না পাইয়া নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং ঋতুমতী স্ত্রীর শায় স্বকীয় পুরী শোভামুগ্ধ হইয়াছে দেখিলেন। ২৫

দেবী অন্তর্হিত হওয়াতে সেই পুরীস্থিত মনুষ্যগণ পূর্বরূপ বেদবাক্য উচ্চারণ করিত না এবং পুণ্যকার্যেও বিশেষ যত্ন করিত না। ২৬

ম দেবাস্তত্র গচ্ছতি ন বিপ্রা ন মর্হষঃ ।
 বভূব নগরং তস্য স্বজ্ঞযজ্ঞক্রিয়োৎসবম্ ॥ ২৭
 ঈতয়ো বহবো জাতা মৃত্যাস্ত বহবো জনাঃ ।
 লৌহিত্যানদরাজোহপি হীনতোয়স্তদাভবৎ ॥ ২৮
 বহুনি বিপরীতানি দৃষ্টা স নরকস্তদা ।
 মেনে মরণমাসন্নমাশ্রনো ব্রহ্মশাপতঃ ॥ ২৯
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাধ্যক্ষঃ শোকবিহ্বলচেতনঃ ।
 চিন্তয়ন্ মনসা মিত্রং বাণং বলিসুতং যযৌ ॥ ৩০
 সখা প্রাণসমঃ সৌহৃদ্য সততাত্মোদরক্ষণে ।
 তৎপরো বাণনরকৌ স্বর্বেদ্যাবশ্বিনাবিব ॥ ৩১
 এতশ্চিন্নস্তরে বাণো মিত্রং শব্দুসখো বলী ।
 অনুকূলয়িতা মন্ত্রপ্রদানেন মহাবুধঃ ॥ ৩২
 ইতি চাসীন্নতিস্তস্য বজ্রকেতোস্তদাচলা ।
 দৃতঞ্চ প্রাহীগোন্ধীপ্তং বাণস্ত নগরং প্রতি ॥ ৩৩
 স শোণিতপুরং গতা স্তান্দনেনাস্তগামিনা ।
 ততো ভৌমস্য বৃত্তান্তং বাণায়ান্ত ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৪
 যথা শস্তো বসিষ্ঠেন যথা চান্তর্হিতাশ্বিকা ।
 যথা বিয়ঃ পুরবরে জাতঃ প্রাগ্জ্যোতিষাহবয়ে ॥ ৩৫
 সময়স্য ব্যতিক্রান্তির্ভূমিমাধবযোর্থথা ।
 তথা স দূতো ভৌমস্য শশংস বলিসূনবে ॥ ৩৬

দেবগণ মনুষ্যগণ ও মহর্ষিগণ কেহই নরকভবনে যাইতেন না । সেই নগর যজ্ঞক্রিয়া এবং উৎসবাদিশূন্য হইল । ২৭

রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া বহুলোক বিনাশপ্রাপ্ত হইল ; লৌহিত্যনামক নদের জলও শুষ্কপ্রায় হইল । ২৮

নরক সে সময়ে রাজ্যে এইরূপ বিপরীতভাব দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, ব্রহ্মশাপে মরণ অতি নিকটে আগমন করিয়াছে । ২৯

এই ভাবিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপতি নরক, শোকে অধীর হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিপুত্র বাণের নিকট গমন করিলেন । ৩০

বাণ, নরকের প্রাণসম বন্ধু, কোন বিপদে পতিত হইলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনী-কুমারের স্থান উভয়ে উভয়কেই রক্ষা করিয়া থাকেন । ৩১

বজ্রকেতু নরক স্থির করিলেন, এ সময়ে শব্দুসখা, মিত্র বাণ অনুকূল মন্ত্রণা প্রদানে প্রাজ্ঞ । ৩২

এই প্রকার স্থিরবুদ্ধি করিয়া বাণনগরে দূত প্রদান করিলেন । ৩৩

দূত; ক্ষতগামী রথে আরোহণ করিয়া শোণিতপুরে গমন করিল ; তাহার পর বাণকে নরকের সমস্ত বৃত্তান্ত বলি । ৩৪

যেভাবে বসিষ্ঠ শাপ দিয়াছেন, যেভাবে কামাখ্যা অন্তর্হিতা হইয়াছেন এবং যেভাবে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে নানারূপ বিয় হইতেছে, যেভাবে নিয়মের ভঙ্গ হওয়াতে ক্রিতি ও বিয়ুন্নয়ন করিলেও আগমন করেন নাই, নরক-দূত সমস্তই বলিপুত্র বাণকে বলিল । ৩৫-৩৬

স সমাকারমিত্রস্য সম্যগ্ দৈবপরাভবম্ ।
 স্বয়ং জগাম নরকং সভাজয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ৩৭
 স কাঞ্চনবিচিত্রাঙ্গ যুক্তমশ্বশতৈস্ত্রিভিঃ ।
 লোহচক্রঞ্চ বৈয়াস্রং ময়ূরধ্বজভূষিতম্ ॥ ৩৮
 হেমদণ্ডসিতচ্ছত্রচ্ছাদিতং কিঙ্কিণীগণৈঃ ।
 নানারত্নোঘরচিত্তিয়ারুরোহ মহারথম্ ॥ ৩৯
 স সহস্রভুজঃ শ্রীমাংসচতুরঙ্গবলৈর্যুতঃ ।
 প্রাগ্জ্যোতিষং ভৌমপূরমচিরাদাজগাম হ ॥ ৪০
 তমাসাদ্য মহাবাহুবীণঃ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরম্ ।
 হীনং পূর্বপ্রিয়া মিত্রমপশ্যন্নগরঞ্চ তং ॥ ৪১
 স তেন পূজিতো বাণো যথায়োগ্যং স্তুতেন কোঃ ।
 পপ্রচ্ছ কিং নিমিত্তন্তে হীনশ্রীকমভূং পুরম্ ॥ ৪২

বাণ উবাচ—

শরীরঞ্চ যথা পূর্বং তথা ন তব রাজতে ।
 মনশ্চ তে নাতি হৃষ্টং তত্র হেতুং বদস্ব মে ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমাদীনী পৃষ্ঠঃ স নরকঃ ক্ষিতিনন্দনঃ ।
 যথা বসিষ্ঠশাপোহভূৎ তং সর্বং তস্য চাত্তবীং ॥ ৪৪
 যচ্ছ্রুতং ভৌমবদনাত্তদ্রূতাবেদিতং পুরা ।
 জ্ঞাত্বা তথা তং প্রোবাচ বাণো বজ্রধ্বজং পুনঃ ॥ ৪৫

বাণ উবাচ—

ন হি মন্যস্তুয়া কার্য্যঃ সুখে দুঃখে শরীরিণাম্ ।
 চক্রবৎ পরিবর্তেতে নৈতাভ্যাং কোহপি হীয়তে ॥ ৪৬

বাণ মিত্রের দৈব-পরাভব শ্রবণ করিয়া, নরককে প্রতিকারবিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য, কাঞ্চনময় বিচিত্রাঙ্গ তিনশত অশ্বযুক্ত, লোহময় চক্র, ব্যাস্র ও ময়ূর-ধ্বজে ভূষিত, সুবর্ণ দণ্ড ধবল ছত্র-যুক্ত, কিঙ্কিণী আচ্ছাদিত এবং নানারত্নচিত্তি রথে আরোহণ করিলেন । ৩৭-৩৯

সহস্র-বাহুশোভিত বাণ, চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রাগ্জ্যোতিষ নামক নরকভবনে উপস্থিত হইলেন । ৪০

বাণ, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর নরকের সমীপবর্তী হইয়া তাহার পূর্বের সেরূপ শোভা নাই দেখিতে পাইলেন । ৪১

বাণ তাঁহার যথায়োগ্য সংকারে সংকৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পুরী শোভাহীন হইয়াছে কেন ? ৪২

আপনার শরীরেরও পূর্বের স্থায় শোভা নাই ও মনও নিতান্ত অসন্তুষ্ট দেখিতেছি, ইহার কারণ কি আমাকে বলুন । ৪৩

বাণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ক্ষিতি-কুমার নরক, বসিষ্ঠ মুনির শাপ অবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন । ৪৪

বাণ যাহা নরকের নিকট শুনিলেন, দৃষ্ট সে সমস্তই পূর্বের বলিষ্ঠাছে । বাণ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বজ্রধ্বজ নরককে বলিলেন । ৪৫

পরং উজ্জ প্রতীকারঃ কার্যো বীরৈর্বিভূতয়ে ।
 ভবানপি প্রতীকারং কর্তুমর্হতি সম্প্রতি ॥ ৪৭
 য এব মানুষঃ পৃথ্ব্যামসাধারণভূতিভিঃ ।
 বর্জ্যে দানবো বাপি দৈত্যো বাপ্যথবাসুরঃ ॥ ৪৮
 রাক্ষসঃ কিমরো বাপি শক্রস্তান্ সহতে নহি ॥ ৪৯
 স কৌটীলাং দেবগণৈঃ সার্জং কুর্ক্স্মিতস্ততঃ ।
 যথা তথা প্রকারেণ ভংশয়ত্যেব তং ত্রিয়ঃ ॥ ৫০
 তস্য চেষ্টভমো দেবো বিষ্ণুনিত্যং সনাতনঃ ।
 স ন শক্রস্য কুরুতে মনোহনিষ্ঠং মনাগপি ॥ ৫১
 যঃ সমাধায়েদ্ বিষ্ণুং শক্রস্থানিষ্টকারকঃ ।
 তস্মৈ বরন্ত সচ্ছিত্রং দত্ত্বা তং শাতয়ত্যতঃ ॥ ৫২
 চিরমারাধিতো বিষ্ণুরিষ্টান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ।
 মহতা কাষদুঃখেন পূজিতঃ সম্প্রসীদতি ॥ ৫৩
 বিনেষ্ঠদেবতাপূজাং বিভূতিমতুলাং পুমান্ ।
 কঃ প্রাপ্নোতি ভ্রতঃ পূর্বং ন বা পূর্বাতরৈঃ কচিৎ ॥ ৫৪
 ত্বা নারাধিতঃ পূর্বং ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর্দীক্ষরঃ ।
 ভেন তেহ্য মহাবিদ্যা উৎপন্ন বিষয়ে তব ॥ ৫৫
 যো বা বিষ্ণুঃ পালকন্তে ন নিসর্গানুকম্পকঃ ।
 কিন্তু তে স ক্ষিত্তেৰীকাত্ময়া চারাধিতো মুহঃ ॥ ৫৬

এ বিষয়ে শোক করা আপনার উচিত নহে, শরীরি-মাত্রেয়ই সুখ-দুঃখ চক্রের
 তায় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কাহাকেও পরিত্যাগ করে না । ৪৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে ধীর ব্যক্তিদের প্রতিকার করাই কর্তব্য ; সেই
 প্রতিকারই মঙ্গলজনক হয়, আপনিও সম্প্রতি প্রতিকার বিষয়ে যত্ববান হউন ।
 ৪৭

এই পৃথিবীতে মনুষ্য দানব অথবা অসুর রাক্ষস কিম্বর—ইহার মধ্যে যে
 কেহ অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন, ইন্দের তাহা কিছুতেই সহ্য হইবে না ।
 ৪৮-৪৯

দেবগণের সহিত কুটিলতা করিয়া যে প্রকারেই হউক, তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট
 করিবে । ৫০

ভাহার মনোমত দেবতা নিত্য সনাতন বিষ্ণু ; তিনি ইন্দের সামান্য
 অনিষ্ঠও করিবেন না । ৫১

ইন্দের অনিষ্ঠ করিব বলিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করে, বিষ্ণু তাহাকে
 কোশলে অনিষ্ঠ বরদান করিয়া বিনাশ করেন । ৫২

অনেককাল আরাধনা করিলে বিষ্ণু অভিলষিত বিষয় দান করেন এবং
 অত্যন্ত কাষক্লেশে পূজা করিলে প্রসন্নভাবে অবলম্বন করেন । ৫৩

ইষ্টদেবের আরাধনা ব্যতীত, কোন্ ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছে এবং
 বর্তমান সময়ে পাইতেছে ? ৫৪

আপনি পূর্ব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আরাধনা করিভেন না, এজন্য আপনার
 রাজ্যে নানাক্রপ বিঘ্ন উৎপন্ন হইতেছে । ৫৫

দত্তং ছিদ্ৰঞ্চ তে বিষ্ণুর্নাপরাধাত্ত্বয়া শিখাঃ ॥ ৫৭
 ইতোহন্থথা ভুং ভবিতা হতশ্রীরিতি নঃ ক্ষতম্ ॥ ৫৮
 অপরাধাত্ত্বয়া ভূপ বসিষ্ঠঃ পরমো মুনিঃ ।
 তেন স্মরণমাজ্ঞেণ নান্নাতৌ ক্ষিতিমাধবৌ ॥ ৫৯
 তস্মাস্থং মিত্র বুধ্যস্ব কৌটিল্যং হরিমেষসঃ ॥ ৬০
 নাধুনা যুজ্যতে ভোম ভবৌদাসীনতাকৃতিঃ ।
 যন্তে মনসি তাতোহয়মিতি সম্প্রত্যয়ঃ স তে ॥ ৬১
 বরাহ এব তে তাতঃ স চ লোকান্তরং গন্তঃ ।
 বরাহোহপি হরেরংশ ইতি যচ্ছ্রুয়তে ত্বয়া ॥ ৬২
 তস্যাংশ ইতানুক্ৰোশঃ কেন বা ক্রিয়তে বদ ।
 তস্মাস্থং কুরু শস্তোৰ্বা ব্রহ্মণো বাধুনার্জনম্ ॥ ৬৩
 স তে প্রসন্নঃ পরমমিষ্টকামঃ প্রদাস্যতি ।
 বিম্বো বা মুনিশাপো বা মহেতিৰ্বাতিপীড়কঃ ॥ ৬৪
 বিম্বৌ প্রসন্নো শস্তো বা নচিরাং ক্ষয়মেচ্ছতি ॥ ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জাতসম্প্রত্যায়ো ভোমো বাণস্য বচনাস্তদা ।
 সুপ্রীতঃ সমুবাচেদং ধীরবর্ধরনিঃস্বনঃ ॥ ৬৬

ভোম উবাচ—

যত্বয়া গদিতং বাণ হিতং মে মিত্রবৎসল ।
 তৎ কার্যমচিরাদেব তপশ্চরণমুক্তমম্ ॥ ৬৭

যে বিষ্ণু আপনার পালক তাঁহার স্বভাবত কাহারও প্রতি অনুগ্রহ হয় না ;
 কিন্তু বিষ্ণুকে ক্ষিতির বাক্যানুসারে নিরন্তর আরাধনা করিয়াছেন । ৫৬

সেই বিষ্ণুই আপনাকে সচ্ছিদ্র বর দান করিয়াছেন ; বসিষ্ঠের কোন
 অপরাধ আছে বলিয়া স্থির করিবেন না । ৫৭

আপনি ইহার অশ্রুধা আচরণ করিলে হতশ্রী হইবেন । ৫৮

বসিষ্ঠের প্রতি অপরাধ আরোপ করিবেন না , আপনি স্মরণ করিলেও
 ক্ষিতি ও মাধব আগমন করিলেন না । ৫৯

অতএব মিত্র ! ইহা হরির বুদ্ধির কুটিলতাই স্থির করুন । ৬০

এসময়ে আপনার উদাসীনভাবে থাকা ভাল নহে, ‘বিষ্ণু আমার পিতা’
 এইরূপ আপনার মনের বিশ্বাস । ৬১

কিন্তু বরাহই আপনার পিতা, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন । বরাহ
 হরির অংশ, এইরূপ আপনি শ্রবণ করিয়াছেন । ৬২

কিন্তু তাঁহার অংশ এই কথা কে কোথায় বলিয়া থাকে বলুন ? তাহা
 হইলে আপনি — শিব অথবা ব্রহ্মার অর্চনা করুন । ৬৩

তাঁহার প্রসন্ন হইলে অভিলষিত বিষয় দান করিবেন ; বিষ্ণুই হউক অথবা
 মুনিশাপ হউক, কিংবা পীড়াদায়ক যে কোনরূপই হউক, ব্রহ্মা কিংবা শিব
 প্রসন্ন হইলে সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । ৬৪-৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূমি-পুত্র নরক বাণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া
 তাঁহাকে বলিলেন । ৬৬

বিষ্ণুর্নাশাধনীষো মে ভত্র হেতুস্ত্রয়োদিতঃ ।
 নৈবারাধ্যস্তথাশঙ্করস্তপ্তঃ স মে পুত্র ॥ ৬৮
 তস্মাদব্রহ্মা সমারাম্যো বচনান্ত্রিব মিত্রক ।
 তৎপুত্রস্য মহাবাহো লৌহিত্যাস্ত্রুসম্মিধো ॥ ৬৯
 ভবত্যাধ্যাপিতশ্চাহং শিষ্যোহিথ গুরুণা যথা ।
 মিত্রং মিত্রং যথা ধীর সান্না পরমবস্তুনা ॥ ৭০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স মহাবাহুবর্ণাং বজ্রধ্বজস্তদা ।
 যথাবৎ পূজয়ামাস তস্মিত্রং মিত্রবৎসলঃ ॥ ৭১
 অর্চয়িত্বা যথায়োগ্যং প্রস্থাপ্য চ বলেঃ সূতম্ ।
 ব্রহ্মারাদনমত্যাগ্রং কর্তুমিচ্ছন্ ক্ষিতেঃ সূতঃ ॥ ৭২
 স তীরে নদরাজস্য লৌহিত্য মহাস্থানঃ ।
 ব্রহ্মাচলং সমাক্রুত্ব তপস্তপ্তদুগ্ধপস্থিতঃ ॥ ৭৩
 স মানুষ্যেণ মানেন ক্ষিতিপুত্রঃ শতং সমাঃ ।
 জলাহারব্রতেনৈব সমানর্চ পিতামহম্ ॥ ৭৪
 সন্তুষ্টঃ শতবর্ষান্তে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 প্রত্যক্ষীভূয় নরকস্যাগ্রতঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৭৫
 প্রীতোহস্মি ভে বরং দায়ে বরং বরয় সুব্রত ।
 ইতি চোবাচ নরকং স তদা কমলাসনঃ ॥ ৭৬

মিত্রবৎসল । বাণ । আপনি যাহা বলিলেন, সেই আরাধনা করা আমার শীঘ্রই কর্তব্য । ৬৭

বিষ্ণু আমার আরাধনীয় নহেন । তাহার কারণ পূর্বেই আপনি বলিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর আমার আরাধনীয় নহেন ; কারণ তিনি আমার পুরমধ্যে গুপ্তভাবে আছেন । ৬৮

তাহা হইলে মিত্র । আপনার বাক্যানুসারে ব্রহ্মা আমার আরাধনীয় । অতএব মিত্র সেই ব্রহ্মার পুত্র লৌহিত্যানদের জলসমীপে তাহার উপাসনা করিব । ৬৯

হে মিত্র । গুরু যেমন শিষ্যকে উপদেশ দেন, সেইরূপ আপনার উত্তমরীতি অনুসারে সান্ত্বনাবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছি । ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বজ্রধ্বজ মিত্রবৎসল নরক এই কথা বলিয়া বাণকে যথায়োগ্য সংকার করিলেন । ৭১

তাহার পর বলিপুত্র সংকুত হইয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন । ক্ষিতিপুত্র অব্যাগ্ৰচিন্তে ব্রহ্মার উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিলেন । ৭২

তাহার পর মহাত্মা নদরাজ লৌহিত্যের তীরে ব্রহ্মার আরাধনাদি তপস্যার জন্ম উপস্থিত হইলেন । ৭৩

একশত বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রথানুসারে জলাহাররূপ ব্রতচরণ করিয়া ব্রহ্মাকে অর্চনা করিলেন । ৭৪

লোক-পিতামহ ব্রহ্মা একশত বৎসরের পর সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যক্ষভাবে নরকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । ৭৫

স দৃষ্টা সর্বলোকেশং প্রত্যক্ষং কমলাসনম্ ।
 প্রণম্য প্রাজ্জলিঃ প্রোচে বিনয়ানতকঙ্করঃ ॥ ৭৭
 দেবাসুরৈভ্যো রক্ষোভ্যঃ সর্বৈভ্যো দেবযোনিভঃ ।
 অবধ্যত্বং সুরশ্রেষ্ঠ বরমেকং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭৮
 অবিচ্ছিন্না সমুত্তির্মে যাবচ্চক্ষো রবিস্তপেৎ ।
 তাবন্তবতু লোকেশ দ্বিতীয়োহয়ং বরো মম ॥ ৭৯
 তিলোত্তমাদ্যা যা দেব্যঃ সজ্জনগুণসংযুতাঃ ।
 তাস্তা মে দদিতাঃ সন্ত সহস্রাণি তু ষোড়শঃ ॥ ৮০
 অজৈয়ত্বং সদা শ্রীর্মাং ন জহাতু কদাচন^১ ।
 ইতি পঞ্চ বরা মেহদ্য বৃত্তান্ততঃ পিতামহ ॥ ৮১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মায়ায়া মোহিতো ভোমো মুনিশাপং বিস্মৃত্য চ ।
 অগ্ন্যহরাস্তরং বস্ত্রে মুনিশাপস্তথা স্থিতঃ ॥ ৮২
 এবমস্ত্বিতি তান্ সর্বান বরান্ দত্ত্বা পিতামহঃ ।
 উবাচেদং দ্বাপরাস্তে সঙ্ক্যায়াং সুরকণ্ঠকাঃ ॥ ৮৩
 তিলোত্তমাদ্যাস্তে জায়াঃ সন্তবিশ্ৰুতি ভূতলে ।
 ন যাবন্নারদো যাতি বজ্রধ্বজ পুরং তব ।
 তাবন্ মৈথুনে যোজ্যো ভবতা তাঃ ক্ষিতেঃ সূত ॥ ৮৪

“হে সুব্রত ! তোমার উপাসনায় প্রীত হইয়াছি, তোমাকে বরদান করিব, তুমি বর প্রার্থনা কর” কমলাসন, নরককে এই কথা বলিলেন । ৭৬

তাহার পর নরক সর্বলোকেশ্বর কমলাসনকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং বিনয়-নম্র মস্তকে কৃতাজলি-পুটে প্রণাম করত বলিলেন । ৭৭

হে সুরশ্রেষ্ঠ ! দেব অসুর রাক্ষস এবং সকল দেবযোনি ইহাদের সকলের অবধ্য হই, প্রথম এই বর দান করুন । ৭৮

যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য জগতে প্রকাশিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাব সম্ভান-পরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে জগতে অবস্থান করুক, দ্বিতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন । ৯

এবং তিলোত্তমাদির যে সমস্ত রূপ ও গুণ আছে, সেই সমস্ত রূপ ও গুণ-সম্পন্ন ষোড়শসহস্র স্ত্রী হইবে, তৃতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন । ৮০

সকলের অজৈয় এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়া সর্বদা ঐশ্বর্য্যের অপরিভ্রাজ্জ হইব, হে পিতামহ ! অদ্য এই পাঁচটি বর আমি প্রার্থনা করি । ৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তুমি-পুত্র মায়ায়া মোহিত হইয়া এবং মুনি-শাপ বিস্মৃত হইয়া অগ্ন বর প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু মুনিশাপ বর্ত্তমান রহিল । ৮২

“তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, সে সমস্তই তোমার সিদ্ধ হইবে ; পিতামহ, নরককে এইরূপ বর দান করিয়া বলিলেন, দ্বাপরের শেষ ভাগে তিলোত্তমাদির শ্যাম রূপবতী সুরকণ্ঠাগণ জন্ম গ্রহণ করিবে, যতদিন নারদ তোমার বজ্রধ্বজ-পুরে গমন না করেন, ততদিন হে ক্ষতিপুত্র ! তাহাদের সহিত সঙ্কোগাদি করিও না । ৮৩-৮৪

১।কদা শ্রীর্মাং ন জহাতু বিভূতিভিঃ । ইতি পাঠান্তরম্ ।

ইত্যুক্ত, সৰ্বলোকেশঃ কণাদন্তর্হিতোহভবৎ ।
 মুদমাসাদ্য পরমাং স্বস্থানং নরকোহভাগাৎ ॥ ৮৫
 ততো মুদিতলোকং তং নগরং ত্রীনিষেবিতম্ ।
 সদা সোৎসাহসম্পূর্ণমীতি বিদ্বদ্বিবর্জিতম্ ॥ ৮৬
 অভবৎ পশুসংজ্ঞৈশ্চ বাজিবারণকুণ্ডকৈঃ ।
 সম্পূর্ণং দেবরাজস্য দয়িতোবামরাবতী ॥ ৮৭
 উত্তীর্ণতপসং ব্রহ্মা বাণো দত্তবরং তথা ।
 স্বয়ং পুনরুপাতিষ্ঠৌমং বজ্রধ্বজং তদা ॥ ৮৮
 স গচ্ছা ভৌমনগরং বাণঃ প্রাগ্জ্যোতিষাহ্নয়ম্ ।
 পপ্রচ্ছ নরকং মিত্রং তপসঃ সন্নিবেশনম্ ॥ ৮৯
 কুত্র ত্বয়া তপস্তপ্তং কিং বাং চীর্ণত্বয়া ব্রতম্ ।
 কীদৃশো বা বরো লক্শ্যং মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৯০
 দৃষ্টং তব পুরং সৰ্বং প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্ ।
 বাজিবারণরক্ষৌঘৈঃ পুরিতং মঙ্গলশব্দৈঃ ॥ ৯১
 দৃষ্টতেহসং ত্বয়া পাল্যং শস্যপূর্ণমনাময়ম্ ।
 কথ্যতাং বা কথং ব্রহ্মা বরং তুভ্যং প্রদত্তবান্ ॥ ৯২

ভৌম উবাচ—

ব্রহ্মা স্বয়ং পর্বতরূপধারী, কামেশ্বরীং ধর্তৃমিহাবতীর্ণঃ ।
 তত্র স্বয়ং সম্প্রতি যস্মৈতি, পুত্রা ন যাবচ্ছপতে বশিষ্ঠঃ ॥ ৯৩
 সোহয়ং পুরে মে বলিপুত্র রাজতে
 দেবৌঘসেব্যোহ্যমরোত্তমাংশঃ ।
 তত্রাহমেকো বরতোন্নভোজনো
 বর্ষাণ্যকার্ষক্য তপঃ শতানি বৈ ॥ ৯৪

এই কথা বলিয়া সৰ্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন । নরক, পরম
 আনন্দ লাভ করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন । ৮৫

তাহার পর স্বকীয় নগর—আনন্দিত লোক সকলে অধিষ্ঠিত, লক্ষ্মীযুক্ত, সদা
 উৎসাহসম্পন্ন, বিপ্লববর্জিত দেখিলেন এবং পশু, শস্য, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদিতে
 নগর পরিপূর্ণ হইল, নগর পুনরায় দেবরাজের অমরাবতীর স্থায় হইল । ৮৬-৮৭

নরকের তপস্যা শেষ হইয়া বর লাভ হইয়াছে শুনিয়া বাণ সেই সময়ে স্বয়ং
 বজ্রধ্বজ নরকের সমীপে গমন করিলেন এবং ভৌমনগর প্রাগ্জ্যোতিষ পুরীতে
 উপস্থিত হইয়া মিত্র নরককে তপস্যার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—‘কোথায়
 আপনি তপস্যা করিয়াছেন ? কিরূপে ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন ? কিরূপ
 বর লাভ করিয়াছেন ? তৎসমস্ত আমাকে বলুন । ৮৮-৯০

আপনার নগর আনন্দপূর্ণ এবং জনসমাজও অত্যন্ত প্রফুল্ল, অশ্ব-হস্তি-পূর্ণ
 এবং মঙ্গলধ্বনিযুক্ত, নানাবিধ শস্য পরিপূর্ণ, ব্যাধিশূন্য । ৯১

আপনি উত্তমরূপে পালন করিতেছেন দেখিতে পাইয়া সন্তোষ লাভ
 করিলাম । আপনি বলুন, কিরূপে ব্রহ্মা হইতে বর লাভ করিলেন ?” ৯২

ভৌম বলিলেন ;—ব্রহ্মা স্বয়ং পর্বতরূপ ধারণ করিয়া কামেশ্বরীকে ধারণ
 করিবার জন্য এখানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; যতক্ষণ বসিষ্ঠ আমাকে শাপ
 দেন নাই ততক্ষণ কামাখ্যাধারণে স্বয়ং যত্ন করিয়াছিলেন । ৯৩

লৌহিত্যভীরে ঘনবান্ধুসেবিতে
 মনোহরে প্রাণভূতাং সুখপ্রদে ৬
 তপঃপ্রবৃত্তস্য সুখং সমাগম-
 চ্ছরদমথৈকা শরদাং শতানি মে ॥ ১৫
 ততঃ স তুষ্টশ্চতুরাননোহভবৎ
 প্রত্যক্ষতো মাং শৃগদচ্চ মচ্ছিতম্ ।
 তব প্রসন্নোহস্মি বরং যথেক্ষিতং
 দাস্যে গৃহাণেতি পুরোহিত ভূত্বা ॥ ১৬
 অবধ্যতা মে সুরযোনিভঃ সুরা-
 দচ্ছিন্নসন্তানমজ্ঞেয়তা তথা ।
 সদা বিভূতির্ন জহাতু মামিতি
 বরাশ্চ নার্যো নবযৌবনান্বিতাঃ ॥ ১৭
 এতে বরাঃ পঞ্চ মন্বা ততো বৃতাঃ
 সোহপি প্রতিশ্রুত্য গতৌ নিজাম্পদম্^১ ॥ ১৮
 ততোহহমভ্যোত্য পুরং নিজং মুদা
 মন্ত্রিপ্রবীরৈঃ সহিতঃ শ্বনস্তান্^২ ।
 পৌরান্ সবন্ধুন্ সগগানমোদয়ম্
 দানেন মানেন চ ভোজনেন ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতীরিতং তস্য বলেঃ সূতস্তদা
 ভৌমস্য শ্রুত্বা মুমুদে ন তৎক্ষণাৎ ।
 ইদং তদোচে বচনং ক্ষিতেঃ সূতং
 তৎকালযুক্তং ন চ সূনৃতোদ্ভবম্ ॥ ১০০

হে বলিপুত্র ! ব্রহ্মা আমার পুরে এই ত্রৈষ্ঠ পর্বতে দেবকুল-সেব্য হইয়াও বিরাজ করিতেছেন। তাহার পর আমি বারিভক্ষণ করিয়া একশত বৎসর তপস্যা করিলাম। ১৪

তখন বায়ু-সেব্য, মনোহর এবং প্রাণীদিগের সুখকর লৌহিত্যভীরে 'তপ-
 স্যাতে রত হইবার পর, এক শত বৎসর এক বৎসরের স্থায় অতীত হইল। ১৫

তৎপরে চতুরানন সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষভাবে আমার সমক্ষে আগমন করত
 হিতবাক্য বলিলেন। তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, ঈক্ষিত বর গ্রহণ কর। ১৬

সুরাসুর এবং দেবযোনিমাজের অবধ্যতা, অবিচ্ছিন্ন সন্তান, পরের অজ্ঞেয়তা,
 অখণ্ড ঐশ্বৰ্য্যের আধিপত্য, উত্তমরূপ-সম্পন্ন স্ত্রীগণের পতিত্ব, এই পাঁচটা বর
 আমি প্রার্থনা করিলাম, তিনিও তাহা দিয়া নিজমন্দিরে গমন করিলেন। ১৭-১৮

তাহার পর আমি হৃষ্টান্তঃকরণে নিজপুরে আগমন করিয়া সংকার্য্য-বহুল
 মন্ত্রিগণের সহিত সমস্ত পুরাতন বন্ধুবান্ধবদিগকে দান এবং মাংস ব্যক্তির সন্তোষ
 সাধন করিলাম। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বলিপুত্র নরকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তত সন্তুষ্ট

১। নিজং পদম্ ইতি পাঠান্তরম্।

২। সমস্তাং ইতি পাঠান্তরম্।

বাণ উবাচ—

ন তে মূনেঃ শাপমতীভ্য গন্তং
ভূতা মতির্মিত্র তদা বিধেঃ পুরঃ ।
কথন্তু ভদ্রং ভবিতা তবেহ
ভাবীভ্যবশ্যং ক্ষিতিপুত্র নিত্যম্ ॥ ১০১
কৃতস্য করণং নান্তি দৈব্যাধিষ্ঠিতকৰ্মণঃ ।
ভাবীভ্যবশ্যং যন্তাব্যং তত্র ব্রহ্মাপ্যাবধকঃ ॥ ১০২
তস্মাস্থং সুমহাবীরানসুরান্ পাৰকোপমান্ ।
সন্ধ্যায় চ পুরস্কৃত্য সাচিব্যে বিনিযোজয় ॥ ১০৩
দ্বারি সংস্থাপ্য বৈ বীরান্ দৈবৈরপি দুৰাসদান্ ।
অতিক্রময় দেবেশং যদি লক্শবরো ভবান্ ॥ ১০৪
বিধিনা যো বরো দত্তো ভবতে তৎপরীক্ষণম্ ।
কর্তৃদুর্মসি জ্ঞানায়ামপুত্রো জনয়াম্যজম্ ॥ ১০৫
ইতুজ্জ্বলা প্রযযৌ বাণো যথাবন্তেন পূজিতঃ ।
নরকো মিত্রবচনং কর্তৃং সমুপচক্রমে ॥ ১০৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

হইলেন না ; এবং নরককে সেই সময়ের উপযুক্ত বাক্য বলিলেন, মনোমত বাক্যও বলিলেন না । ১০০

তাহার পর कहিলেন, মিত্র ! তোমার মতি ব্রহ্মার সমক্ষে বশিষ্ঠ-শাপ অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই ; হে ক্ষিতিপুত্র ! তোমার মঙ্গল কিরূপে হইবে ? অবশ্যস্তাবী যে কার্য্য সেটী নিত্য । ১০১

কৃত দৈবকার্য্য পুনর্ব্বার করা যায় না ; অবশ্যস্তাবী কার্য্য নিশ্চয়ই হইবে, তাহা ব্রহ্মাও প্রতিরোধ করিতে পারেন না । ১০২

অতএব মহাবীর পাবকসদৃশ অসুরদিগকে সচিবের পদে নিযুক্ত করুন, দেবতাদিগেরও দুর্জেয় বীরদিগকে দ্বারীর পদে নিযুক্ত করুন । ১০৩

যদি দেবেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া আপনি বর লাভ করিয়া থাকেন,— যে বর ব্রহ্মা আপনাকে দিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করুন এবং নিজ পুরে অবস্থিতি করিয়া জায়াগর্ভে পুত্রোৎপাদন করুন । ১০৪-১০৫

বাণ, এই কথা বলিয়া যথানিয়মে সংকৃত হইয়া গমন করিলেন, নরকও মিত্র-বচন প্রতিপালন করিতে উপক্রম করিলেন । ১০৬

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৯

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ঋতুমত্যন্ত জায়ায়াং কালে স নরকঃ ক্রমাৎ ।
 ভগদন্তং মহাশীর্ষং মদবন্তং সুমালিনম্ ॥ ১
 চতুরো জনয়ামাস পুত্রানেতান্ ক্রিতেঃ সূতঃ ।
 মহাসত্ত্বান্ মহাবীৰ্য্যান্ বীরৈরনৈর্দ্ভাসদান্ ॥ ২
 ততো বাণস্য বচনাক্ষয়গ্রীবাং তথা মুরুন্ ।
 সঙ্কায়াম সমানীয় সৈনাপত্যোহভ্যষেচয়ৎ ॥ ৩
 মুরুং সন্নিহিতং শ্রুত্বা হয়গ্রীবঞ্চ ভোমিনা ।
 যে যে ক্ষিতৌ তদা হ্রাসয়সুরান্তেহপি সঙ্গতাঃ ॥ ৪
 হয়গ্রীবং মুরুং শ্রুত্বা নরকেণ সমাগতম্ ।
 নিসুন্দসুন্দনামানাবসুরৌ সৈনিকৈঃ সহ ।
 বিরূপাক্ষশুদা দৈত্যঃ সর্কে তেন সমাগমন্ ॥ ৫
 ততঃ স পশ্চিমদ্বারি নরকঃ সেনয়া সহ ।
 মুরুং দ্বারাধিপং চক্রে হয়গ্রীবং তথোত্তরে ॥ ৬
 পূর্বদ্বারি নিসুন্দস্ত বিরূপাক্ষস্ত দক্ষিণে ।
 মধ্যো পঞ্চজনং সুন্দং সৈনাপত্যোহভ্যষেচয়ৎ ॥ ৭
 মুরুং কুরান্তান্ পাশাংশ্চ ষট্-সহস্রাণ্যযোজয়ৎ ।
 দ্বারি তৎপুররক্ষার্থং সংকৃতঃ ক্ষতিসুনুনা ॥ ৮
 এবং পূর্বান্ পূর্বতরানবমত্য সুমস্ত্রিণঃ ।
 অসুরৈরেব সত্ততং সোহসুরো মুদিতোহভবৎ ॥ ৯

নরকের পুত্রোৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালক্রমে পত্নী ঋতুমতী হইলে ক্ষতিগুত্র নরক, ভগদন্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্, সুমালী নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন করিলেন । ১

তাহারা মহা বলবান্, অত্যন্ত বীৰ্য্যবান্ ও অস্ত্র বীরগণের দুর্দমনীয় হইল । তাহার পর বাণের বাক্যানুসারে অনুসন্ধান করিয়া হয়গ্রীব নামক অসুরকে আনয়ন করত সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন । ২-৩

হয়গ্রীবের বিষয় শ্রবণ করিয়া মুরুনামে অসুর তথায় উপস্থিত হইল ; এবং পৃথিবীতে উপযুক্ত যত অসুর ছিল, সকলেই নরক-ভবনে উপস্থিত হইল । ৪

নরক-ভবনে হয়গ্রীব আগমন করিয়াছে শুনিয়া সুন্দ-নিসুন্দ নামক অসুর-দ্বয় সকল সৈন্তের সহিত তথায় উপস্থিত হইল ; এবং বিরূপাক্ষ অসুরও সেই স্থানে আগমন করিল । ৫

অসুরগণ একত্র সমবেত হইলে নরক, সমস্ত সৈন্তের সহিত মুরুকে পশ্চিম-দ্বারের অধিপতি করিলেন, হয়গ্রীবকে উত্তরদ্বারাধিপতি করিলেন । ৬

নিসুন্দকে পূর্বদ্বারের অধিপতি করিলেন, বিরূপাক্ষকে দক্ষিণদ্বারে এবং সুন্দকে মধ্যো সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন । মুরু ষট্-সহস্র কুরান্ত পাশ দ্বারে যোজনা করিল । ৭-৮

নরক, পুররক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিশেষ সংকল্প করিলেন ; এবং পূর্ব-

পূৰ্ব্বং গৃহীতং ভাবং স পরিত্যজ্য ক্ৰিতে: সূতঃ ।
 অসুরং ভাবমাসাদ্য বাধতে ত্রিদিবৌকস: ॥ ১০
 ন দেবান্ ন মুনীন্ সৰ্ব্বান্' ন চ জানাতি কাংশ্চন ।
 সুরেশ্বরং জিগায়াতু হয়গ্রীবসহায়বান্ ॥ ১১
 এবং স চাসুরং ভাবং তদ্বানো বিচরন্ ক্ৰিতৌ ।
 বাণস্য বচনাচ্ছক্রং বাধয়তোব বৈ মুনীন্ ॥ ১২
 দেবেশ্বরং ত্রিধা জিত্বা হয়গ্রীবসহায়বান্ ।
 অদিভ্যা: কুণ্ডলদ্বয়ং ত্রিস্র লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥ ১৩
 সৰ্ব্ববস্ত্রামৃতস্রাবি দ্বঃখবিঘ্নহরং পরম্ ॥ ১৪
 জহাৱ নরকো ভৌমো নিভীতো মুনিশাপতঃ* ।
 এবং দেবান্ বাধমানো মুনীন্ বিপ্রান্ ক্ৰিতে: সূতঃ ।
 পঞ্চবৰ্ষসহস্রাণি রাজ্যং প্রাগ্জ্যোতিষৈকরোং ॥ ১৫
 এতস্মিন্নন্তরে দেবী মহাভারাদিতা ক্ৰিতি: ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুশ্চান্ দেবান্ বক্ষার্থং শরণং গতা ।
 ইদং চোবাচ ধাতারং প্রণম্যোবাী সমাধবম্ ॥ ১৬

পৃথিব্যাবাচ—

দানবা বাক্সসা দৈত্যৱ হরিণৱ যে চ সূদিভা: ।
 তে রাজ্যং মন্দিরে জাভৱ অধুনা বলগৰ্ব্বিতা: ॥ ১৭
 তেহাং ভৱমহং সোদুং ন শক্ৰোমি মহন্তরম্ ।
 অসংখ্যাতাশ্চ তে সৰ্ব্বে তান্ সংখ্যাতুং ন চোংসহে ॥ ১৮

তন মন্ত্ৰিদিগকে অবজ্ঞৱ করিয়া, সৰ্ব্বদৱ অসুরের সহিত অবস্থান করত আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন । ১

তাহার পর ক্ৰিতিপুত্র পূৰ্ব্ব-পরিচিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অসুরভাব গ্রহণ করত দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন । ১০

দেবতা ও মুনিগণকে নিরন্তর অবজ্ঞৱ করিতে লাগিলেন ; নরক হয়গ্রীবের সাহায্যে দেবরাজকে জয় করিলেন । ১১

এইরূপ অসুরভাব বিস্তার করত ক্ৰিতিপুত্র নরক ক্ৰিতে: বিচরণ করিতে লাগিলেন ; এবং বাণের বাক্যানুসারেই ইন্দ্র ও মুনিদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন । ১২

হয়গ্রীবের সহায়তাবশত: নরকবীর দেবরাজকে হঠাৎ পরাজিত করিয়া ত্রিলোকদুৰ্দ্ধৰ্দ সৰ্ব্ব-রক্ত-স্রাবী দ্বঃখ ও বিঘ্ননিবারক অদিতির কুণ্ডলদ্বয়, মুনি-শাপে ভয় না করিয়া হরণ করিলেন । ক্ৰিতিপুত্র এইরূপ দেবতা ও মুনিদিগের উৎপীড়নে রত হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিলেন । ১৩—১৫

ইহার মধ্যে ক্ৰিতি মহাভারাক্রান্তৱ হইয়া ব্রহ্মৱ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের শরণাপন্নৱ হইলেন । তিনি মাধব ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন । ১৬

যে দানব বাক্সস দৈত্যদিগকে বিষ্ণু বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহারৱ রাজৱ নরকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারৱ অত্যন্ত বলবান্, তাহাদের দুৰ্ব্বহ

অকৌ শতসহস্রাণি তেষাং মুখ্যা মহাবলাঃ ।
 তেষ্য্যভিবলান্ বোচুং ন শক্কোমি চাধুনা ॥ ১৯৭
 বাণং বলঃ সূতং বীরং কংসং ধেনুকমেব চ ।
 অরিষ্টক প্রলম্বক সুনামানং মুরুং শলম্ ॥ ২০০
 চাপুরমুটিকৌ মল্লৌ জরাসন্ধং মহাবলম্ ।
 নরকক হয়গ্রীবং নিসুন্দং সুন্দমেব চ ॥ ২০১
 বিরূপাক্ষং পঞ্চজনং হিড়িম্বকং বকং বলম্ ।
 জটাসুরক কিম্বীরমনামুধমলম্বম্ ॥ ২০২
 সৌভাষাক জরাসন্ধং দ্বিবিদক্যাপি বানরম্ ।
 ঞ্জতামুধং মহাদৈত্যং শতামুধমথাপদম্ ॥ ২০৩
 ঞ্জায়শ্চসুতকৈব সুবাহুমতিবাহকম্ ।
 কালকজ্ঞাংস্তথা দৈত্য্যং হিরণ্যপুরবাসিনঃ ॥ ২০৪
 এতেষাং তু পদকোঠৈবিশীর্ণাং দিনে দিনে ।
 লোকান্ বোচুং ন শক্কোমি ভাঙ্গিন্নস্ত সুরোত্তমাঃ ॥ ২০৫
 নচেদ্রক্ষ্যং প্রকূর্বন্তি ভবন্তঃ সুরসত্তমাঃ ।
 তদা বিশীর্ণা যাস্যামি পাতালমবশাধুনা ॥ ২০৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তস্যা বচঃ ঞ্জতা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
 ইত্যুচুস্তে কবিষ্যামঃ ক্ষিতে ভারবিমোক্ষণম্ ॥ ২০৭
 বিসৃজ্য পৃথিবীং দেবীং সৰ্ব্বৈ দেবাঃ সনাতনম্ ।
 মাধবং ভোষয়ামাসু ভীরাবতরণং প্রতি ॥ ২০৮
 স তু তুষ্ঠঃ সুরান্ সৰ্ব্বান্ স্বাংশৈরবতরন্ত বৈ ।
 ক্ষিতৌ ভীরাবতারায়ৈত্যুক্তা স্বয়মিহ প্রভুঃ ॥ ২০৯

ভার আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না । তাহারা অসংখ্য—তাহাদের সংখ্যা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না । ১৭-১৮

সেই অসুরদের মধ্যে অষ্টশত সহস্র—প্রধান এবং অত্যন্ত বলবান্ ; তাহার মধ্যে অত্যন্ত বলসম্পন্ন বলিপুত্র বাণ, বীর কংস, ধেনুক, অরিষ্ট, প্রলম্ব, মল্ল, চাপুর, মুটিক, মহাবলবান্ জরাসন্ধ, নরক, হয়গ্রীব, নিসুন্দ, সুন্দ, বিরূপাক্ষ, পঞ্চজন, হিড়িম্ব, বক, জটাসুর, কিম্বীর, অনামুধ, অলম্ব, সৌভ, জরাসন্ধ ও দ্বিবিদ বানর, ঞ্জতামুধ, মহাদৈত্য শতামুধ, ঞ্জায়শ্চপুত্র সুবাহ, অতিবাহ, হিরণ্যপুরনিবাসী কালকজ্ঞ প্রভৃতি দৈত্যবর্গের ভার আমি কিছুতেই সহ্য করিতে সক্ষম হইতেছি না । ১৯-২৪

ইহাদের চরণে নিরন্তর দলিত হইয়া দিন দিন বিশীর্ণ হইতেছি । এ সমস্ত দৈত্যের ভার বহন করিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়াছি, ইহাদিগকে দেবগণ বিনাশ করুন । না হইলে একেবারে বিশীর্ণ হইব, অথবা পাতালে গমন করিব । ২৫-২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—“আমরা ক্ষিতির ভার মোচন করিব” এই বলিয়া পৃথিবীকে বিদায় করিলেন । ২৭

তাহার পর সকল দেবগণ সনাতন মাধবকে ক্ষিতির ভারাবতরণের জগ্গ ভোষণ করিলেন । ২৮

অবতীর্ণোহথ^১ দেবক্যা গর্ভে ভাবতারণে ।
 বিষ্ণুং চাবভরিশৃঙ্খং জ্ঞাত্বা দেবাঃ সনাতনম্ ॥ ৩০
 রজ্জ্বাতিলোস্তমাদাশ্চ দেব্যো রূপশ্চান্নিতাঃ ।
 কিতাবুৎপাদয়ামাসুঃ সহস্রাণি তু ষোড়শ ॥ ৩১
 তাঃ সর্বা হিমবৎপৃষ্ঠে ক্রৌড়মানা বরদ্রিয়ঃ ।
 অপশ্চন্নরকো ভৌমস্তা জহার তদা হঠাৎ ॥ ৩২
 তেন তা ধর্ষিতা দেব্যো নীতাঃ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রতি ।
 নরকং প্রার্থয়ামাসুঃ সময়ং মৈথুনং প্রতি ॥ ৩৩
 নারদো যাবদায়াতি নগরং প্রতি ভৌম ভে ।
 অস্ম্যাকং কুরু রক্ষাকং তাবন্মো মুঞ্চ মৈথুনে ॥ ৩৪
 স সমেচ্ছতি বীর ত্বাং ন চিরান্নো হ্যনুগ্রহাং ।
 তেন দৃষ্টা বয়ং সার্কমেচ্ছামঃ সজ্জমং ত্বয়া ॥ ৩৫
 ইতি সম্প্রার্থিতস্তাভির্নরকো ভূমিনন্দনঃ ।
 ব্রহ্মবাক্যং তদা শ্রুত্বা এবমভ্যুচিবান্^২ মুহুঃ ॥ ৩৬
 এতশ্চিন্নস্তরে দেবো ভগবান্ লোকভাবনঃ^৩ ।
 দেবক্যা জঠরাজ্জাতো বুদ্ধো নন্দগৃহেভবৎ ॥ ৩৭
 কংসকেশিপ্ললস্বাদীন হত্বা দৈত্যাননেকশঃ ।
 অকরোদ্ধারকাবাসং সাগরে সলিলাস্তরে^৪ ॥ ৩৮
 তত্রাযৌ কণ্ঠকাস্তেন স্বধর্মেণ চ স্বীকৃতাঃ ॥ ৩৯

ভগবান্ তুষ্ট হইয়া বলিলেন, দেবগণ ! তোমরা স্ব স্ব রূপে পৃথিবীর ভাবতারণের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ কর ;—এই কথা বলিয়া স্বয়ং ভাবতারণের নিমিত্ত দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন । দেবগণ সনাতন হরি অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রুত হইয়া পৃথিবীতে রজ্জ্ব ও তিলোস্তমার শ্রায় রূপ ও গুণ-সম্পন্ন ষোড়শ সহস্র স্ত্রী উৎপাদন করিলেন, তৎপরে সেই মনোহারিণী স্ত্রীগণ হিমবৎপ্রস্থে ক্রৌড়া করিতেছে দেখিয়া ভূমিপুত্র নরক হঠাৎ তাহাদিগকে হরণ করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পরাভূত করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরে লইয়া গেলেন । ২২-৩২

সেই স্ত্রীগণ নরকসমীপে সম্ভোগ বিষয়ে কিছু সময় প্রতীক্ষা করিতে প্রার্থনা করিল—হে ভূমিপুত্র ! নারদ এই নগরে ষড়দিন আগমন না করেন, ততদিন সম্ভোগস্পৃহা নিবৃত্তি করুন, এবং আমাদের রক্ষা করুন । হে বীর ! নারদ শীঘ্রই এই নগরে আগমন করিবেন, তাহার আগমন কাল পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া প্রতীক্ষা করুন । তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলে তৎপরে আপনার সঙ্গে সম্ভোগ-সুখভোগ করিব । এইরূপ তাহারা কিঞ্চিৎ সময়ের প্রার্থনা করিলে পৃথিবী-পুত্র নরক সেই সময় ব্রহ্ম-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন । ৩৩-৩৬

ইহার মধ্যে বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দগৃহে বর্দ্ধিত হইতে-ছিলেন । তাহার পর কংস কেশী ও প্ললস্বাদি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বারকাতে বাস করিতে লাগিলেন । ৩৭-৩৮

১। অবতীর্ণাথ ।

২। বিষ্ণুয়বতীর্ণো ধরাভালে ।

৩। বাড়মিত্যুচিবান্ ।

৪। অশ্বপ্রহানিনাস্তরে ।

কালিন্দী মানুষীরূপা কুঙ্কিনী রমণী ভভঃ ॥ ৪০
 নগ্নজিন্তনয়া সত্যা লক্ষণা চারুহাসিনী ।
 সূশীলা শীলসম্পন্না তথা জাহ্নবতী সতী ॥ ৪১
 এভাস্তু ত্রীষু চ ভভো হনুরক্তস্য ভস্য বৈ ।
 যট্ ত্রিংশদ্বৎসরা জাতা বলদেবসহায়িনঃ ॥ ৪২
 প্রহায়সাম্ভ্রপ্রমুখাঃ পুত্রান্তস্য মহাবলাঃ ।
 জাতান্তত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ কোবিদাঃ ১ ॥ ৪৩
 অনেকে নিহতা দৈত্য্য ভারভূতান্তদা ক্ষিতেঃ ।
 প্রহৃষ্টঃ ক্রীড়মানশ্চ দ্বারকায়ামুবাস সঃ ॥ ৪৪
 অথ শক্রন্তদায়াতো নরকেনাঙ্কিতো ভূশম্ ।
 দ্বারকাং প্রতি কৃষ্ণস্য দর্শনায় গঠৈঃ সহ ॥ ৪৫
 তত্র গতা পরিষজ্য কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্ ।
 পূজিতন্তেন বহুশ আসনে কাঞ্চনে স্থিতঃ ॥ ৪৬
 কথয়ামাস হরয়ে নরকস্য বিচেষ্টিতম্ ।
 শক্ৰো যথা পূর্ববৃত্তং যথা বা বর্ত্ততেহধুনা ॥ ৪৭

শক্ৰ উবাচ—

শুণু কৃষ্ণ মহাবাহো যদর্থমহমাগতঃ ।
 কথয়িষ্যামি তৎ সর্বং তত্র শঙ্কাং ন সঙ্কর ॥ ৪৮

তাহার পর সেই দ্বারকাতে মনুষ্য-রূপধারী কৃষ্ণ—কালিন্দী, কুঙ্কিনী, নগ্নজিং-কত্যা, সত্যা, লক্ষণা, চারুহাসিনী, শীল-সম্পন্না সূশীলা ও জাহ্নবতী এই আটটি রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন । ৪১-৪১

সেই কন্যাদিগের প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিয়া ভগবানের যট্ ত্রিংশ বৎসর অতীত হইল । সেই সময় বলদেব তাঁহার সহায় ছিলেন । ৪২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ । তৎপরে কৃষ্ণের শাস্ত্র ও অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী প্রহায় শাস্ত্র প্রভৃতি মহাবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন । ৪৩

তাঁহাদের পরাক্রমে ক্ষিতির ভারভূত বহুদৈত্য বিনষ্ট হইল । তৎপরে কৃষ্ণ, নানাবিধ ক্রীড়াতে রত হইয়া দ্বারকাতে বাস করিতে লাগিলেন । ৪৪

অনন্তর ইন্দ্র নরকের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া নিজগণের সহিত দ্বারকাতে, কৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে আগমন করিলেন । ৪৫

দ্বারকায় আসিয়া তিনি লোকনাথ কৃষ্ণকে বহু নমস্কার করত কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন এবং কৃষ্ণ, তাঁহার বিশেষ আদর করিলেন । তাহার পর শক্ৰ, নরকের আচরণ সমুদয় বলিতে লাগিলেন ; নরক; পূর্বের যাহা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে সময়ে যাহা করিতেছেন, আনুপূর্বিক সমস্তই বলিলেন । ৪৬-৪৭

ইন্দ্র বলিলেন, মহাবাহু কৃষ্ণ ! আমি যে অস্ত্র আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, সে সমস্তই বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন, তাহাতে শঙ্কা করিবেন না । ৪৮

ভূমিপুত্রোহিসুরো নাম্না নরকঃ সুরমর্দনঃ ।
 চিরজীবী পুরা বিষ্ণুক্ষিতিভ্যাং পরিপালিতঃ ॥ ৪৯
 অধুনা স ক্ষিতিং বিষ্ণুমবজ্জায় দুর্দাসদঃ ।
 বাণস্ত বচনান্তোমো ব্রহ্মাণং পৃথ্যতোষয়ৎ ॥ ৫০
 ব্রহ্মণঃ স বরান্ লক্ণা হৃতীবাভুং প্রদর্শিতঃ ১ ।
 মাধবং পৃথিবীং বাপি সম্ভার ন কদাচন ॥ ৫১
 পূর্বমাসীং স ধর্ম্মায়া জ্বারাষিতসুরো ব্রতী ।
 অধুনা বাধতে সর্বানাসুরং ভাবমাজিতঃ ॥ ৫২
 অদিতেঃ কুণ্ডলে মোহাজ্জহারামৃতসম্ভবে ।
 দেনানুযীন্ বাধমানো ২ বিপ্রাণামপ্রিয়ে রতঃ ॥ ৫৩
 মাং চাপি বাধতে নিতং কামগামী দুর্দাসদঃ ।
 জ্ঞেতা তু সুরদৈত্যানামবধ্যঃ সর্বদেহিনাম্ ৩ ।
 তব চাপ্যন্তরপ্রেক্ষী তং পাপং জহি ভূতয়ে ॥ ৫৪
 তদর্থং সর্বদেবৈর্যা দেবগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ।
 পুরা পর্ব্বতমুখো তু হিমবতাবতারিতাঃ ॥ ৫৫
 চতুর্দশসহস্রাণি সহস্রে ঘে শতাব্দিকে ॥ ৫৬
 তাঃ সর্বাঃ কন্যকাঃ পাপং প্রসহ বরদর্শিতঃ ।
 জহার স দুর্দাধর্ষো হয়গ্রীবসহায়বান্ ॥ ৫৭
 সাগরে যানি রক্তানি পৃথিব্যাঞ্চ ত্রিবিষ্টপে ৪ ।
 তানি সর্বাণি সংহৃত্য প্রমথ্য সুরমানুযান্ ॥ ৫৮

সুরপীড়ক দুই ভূমি-পুত্র নরক, চিরজীবী হইয়া বিষ্ণু ও ক্ষিতিকর্ত্তক প্রতি-
 পালিত হইয়াছে, এ সময়ে দুই—বিষ্ণু ও ক্ষিতিকে অবজ্ঞা করত বাণের
 বাকানুসারে ব্রহ্মাকে পরিতোষ করিয়াছে এবং ব্রহ্মদত্ত বরলাভ করিয়া অত্যন্ত
 গর্ব্বিত হইয়াছে ; মাধব ও ক্ষিতিকে কদাচ স্মরণ করে না । ৪৯-৫১

সেই দুর্দায়া পূর্ব্বে ধর্ম্মশীল দেবারাধনায় রত এবং ব্রতশীল ছিল, বর্ত্তমান
 সময়ে অসুরভাব ধারণ করত সকলকেই পীড়া দিতেছে, মোহবশে অদিতির
 অমৃত-নিশ্যন্দী কুণ্ডল-দ্বয় হরণ করিয়াছে । ৫২

দেব ও স্ববিগগকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে, এবং ব্রাহ্মণদিগের অগ্রিয়কার্যে
 সর্বদা রত থাকিয়া, দুই ইচ্ছানুসারে নিরন্তর আমাকেও উৎপীড়ন
 করিতেছে । ৫৩

অসুর ও দেবতাদিগের জ্ঞেতা এবং দেবাদির অবধ্য হইয়াছে,—এমন কি
 অ'পনার পর্য্যন্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে । অতএব সেই পাপাখ্যাকে মজলের
 নিমিত্ত বিনাশ করুন । ৫৪

আপনার জন্ত দেবগণ—দেব ও গন্ধর্ব্ব কন্যাগণকে পর্ব্বত প্রধান হিমালয়ে
 বাখিয়াছিলেন । ৫৫

সেই দেবকন্যা ও গন্ধর্ব্বকন্যা শতাব্দিক যোড়শ সহস্র । ৫৬

সেই সমস্ত কন্যাগণকে বলগর্ব্বিত পাপিষ্ঠ নরক; হয়গ্রীবের সাহায্যে হরণ
 করিয়াছে । ৫৭

১। ব্রহ্মাতঃ.....লকো বভূবাতীং দর্শিতঃ ।

২। মানবানং ।

৩। জৈমিন্য সুরদেবানং মাধবঃ সর্বদেহিনাম্ ।

৪। ত্রিপিষ্টপে ।

তীরে লৌহিত্যতীৰ্থস্থ সৌহকরোদ্ধিগৰ্ভতম্ ॥ ৫৯
 ভগ্নিন্ গিরৌ পুরীং রম্যাং কারিরিহাংলকাঙ্করাম্ ।
 তাঃ সৰ্বা বাসয়ামাস দেবগন্ধৰ্বযোষিতঃ ॥ ৬০
 একবেণীধরাঃ সৰ্বাঃ সন্তোগপরিবৰ্জিতাঃ ।
 ত্র্যমেব তাঃ প্রতীকন্তে সনাথাঃ কুরু কৃষ্ণ তাঃ ॥ ৬১
 যাবদাগচ্ছতি পুরং ভবতো নারদো মুনিঃ ।
 তাবল্ল মৈথুনে যত্নং ভোম ত্বং সঙ্করিস্থসি ॥ ৬২
 ইতি তাঃ সময়ং চকুর্নরকস্য দুরাখ্যানেঃ ॥ ৬৩
 নারদশ্চ তদাযাতঃ প্রাগ্জ্যোতিষপুরং প্রতি ।
 যদা ত্বং নরকং হস্তং গতা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ৬৪
 তস্মাত্ত্বং পাপকৰ্ম্মাণং নরকং নরকোপমম্ ।
 জহি দেবমনুষ্ঠাণাং কণ্টকং তং দুরাসদম্ ॥ ৬৫
 বধাত্ত্ব্য কিতির্দেবী পুত্রশোকং ন চাপ্স্যতি ।
 স্বয়মেব বধং তস্য দেবেভ্যো যদযাচত ॥ ৬৬
 তস্মাত্ত্বং জহি পাপিষ্ঠং নরকং পাপপুরুষম্ ।
 স্ত্রীরত্নাত্মপি রত্নানি তং নিহত্য সমুদর ॥ ৬৭
 ইত্যুক্তো জগতাং নাথঃ শক্রেণ সুমহাখ্যন ।
 প্রতিজ্ঞন্তে কিতিসুতং হস্তং প্রতি তদৈব হি ॥ ৬৮
 প্রতিজ্ঞায় বধং তস্য শক্রেণ সহ কেশবঃ ।
 তদৈব যাত্রামকরোং প্রাগ্জ্যোতিষপুরং প্রতি ॥ ৬৯

সাগরে পৃথিবীতে ও স্বর্গে যে সকল রত্ন ছিল, সে সমস্তই দেবতা ও মনুষ্য-
 দিগকে উৎপীড়ন করিয়া আত্মসাৎ করত লৌহিত্যানদের তীরে, মণি-পর্বত
 নির্মাণ করিয়াছে । ৫৮-৫৯

সেই রত্নপর্বতে অলকা নামে মনোহর পুরী নির্মাণ করিয়াছে, তাহাতে
 সেই সকল দেব ও গন্ধর্বকন্যাগণ বাস করিতেছে । ৬০

এবং তাহার সন্তোগ-বর্জিত হইয়া একবেণী ধারণ করত আপনারই
 প্রতীক্ষা করিতেছে । অতএব কৃষ্ণ ! আপনি তাহাদিগকে সনাথা করুন । ৬১

“ভূমি-পুত্র ! যতদিন নারদমুনি আপনার নগরে না আসিবেন, ততদিন
 আমাদের সঙ্গে সন্তোগ বিষয়ে আপনি বিরত থাকিবেন । ৬২

এইরূপে সেই কন্যাগণ দুরাখ্য নরকের নিকট সময় প্রার্থনা করিয়া তাহাকে
 তদ্বিষয়ে নিরস্ত রাখিতেছে । ৬৩

যে সময়ে নারদ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিবেন, সেই সময়ে নরককে
 বিনাশ করিবার জন্ত আপনিও সেই নরকভবনে গমন করিবেন । ৬৪

এবং আপনি পাপকৰ্ম্ম দেব ও মনুষ্যাগণের কণ্টকস্বরূপ, নরকসদৃশ দুর্দমনীয়
 নরককেও বিনাশ করুন । ৬৫

তাহার বধের জন্ত কিতিদেবীও পুত্রশোক প্রাপ্ত হইবেন না ; যেহেতু দেবী
 স্বয়ং তাহার বধের জন্ত দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন । ৬৬

অতএব আপনি পাপিষ্ঠ নরককে বিনাশ করুন ; তাহাকে বিনাশ করিয়া
 স্ত্রী এবং মণিরত্নাদি উদ্ধার করুন । ৬৭

ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া, জগৎপতি নারায়ণ, নরক বিনাশ করিবার

আরুহ্য গরুড়ং কৃষ্ণঃ সত্যভামাষিভীতকঃ ।
 প্রাগ্জ্যোতিষমুখোহপচ্ছদ্যাসবন্ধিদিবং যযৌ ॥ ৭০
 দিবমাক্রম্য গচ্ছন্তৌ কৃষ্ণশক্রৌ মহাহুতা ।
 যাদবা দদুন্তুজ সূর্য্যচক্সমসৌ যথা ॥ ৭১
 সংতুষ্মানৌ গন্ধর্ব্বৈর্দেবৈরপ্সরসাং গণৈঃ ।
 কৃষ্ণঃ শক্রঃ ক্ষণাদেব গতৌ খে তাবদৃশ্যতাম্ ॥ ৭২
 ভতঃ ক্ষণেন গরুড়েনাসসাদ জগৎপতিঃ ।
 পুরং প্রাগ্জ্যোতিষং রম্যং নরকেন বশীকৃতম্ ॥ ৭৩
 স দ্বর্গং মৌরবৈঃ পাশৈঃ ষট্‌সহস্রৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ।
 ক্ষুরাভৈর্বেষ্টিতং পার্শ্বে মৃত্যুপাশৈরিবোজ্জিতম্ ॥ ৭৪
 নির্গচ্ছন্তং পুরাতন্য্যং নারদক দদর্শ সঃ ।
 স তু দেবমুনিঃ শ্রীমান্ যদাগন্নরকং প্রতি ॥ ৭৫
 তদা প্রাগ্জ্যোতিষং গড়া সংকৃতন্তেন নারদঃ ।
 সঙ্গমে সমন্থং প্রোচে নরকায় স যোষিতাম্ ॥ ৭৬
 প্রবর্ত্ততেহ্য চৈত্রয় গুরুপক্ষস্য পক্ষমী ।
 নবম্যাস্ত ধরাপুত্র প্রাপ্নোতি^১ মহদাপদম্ ॥ ৭৭
 তদা যদি চতুর্দশ্যাং স্নানাতা যোষিতত্ত্বিমাঃ ।
 সুরভেবু জয়া তজ প্রয়োক্তব্য্য যথাসুখম্ ॥ ৭৮

জন্ম সেই সময়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তৎকালেই প্রাগ্জ্যোতিষ পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । ৬৮-৬৯

বিষ্ণু সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া নরক-পুরে গমন করিলেন এবং ইক্ষ্বক-ভবনে স্বর্গে গমন করিলেন । ৭০

মহাহুতি বিষ্ণু ও ইক্ষ্ব আকাশে গমন করিতেছেন—দেখিয়া যাদবগণ, সূর্য্য ও চক্স একত্র উদয় হইয়াছেন মনে করিল । ৭১

তাহাকে দেখিয়া অপ্সরাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতে লাগিল ; তাহার ক্ষণকালমধ্যেই উভয়ে অদৃশ্য হইলেন । ৭২

তৎপরে ক্ষণকালমধ্যেই জগৎপতি নরকের বশীকৃত প্রাগ্জ্যোতিষ নামে রম্য নগরে উপস্থিত হইলেন । ৭৩

সেই নগর ভয়ঙ্কর মৃত্যুপাশের শ্যায় মূরু নামক অসুরের ক্ষুরাস্ত ষট্‌সহস্র পাশের দ্বারা সুগুপ্তভাবে বেষ্টিত । ৭৪

বিষ্ণু সেই পুরী হইতে নারদকে বাহির হইতে দেখিলেন ; বিষ্ণু যে সময়ে দ্বারকা হইতে আসিতেছিলেন । ৭৫

সেই সময়ে নারদ প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে যাইয়া নরকের সংকারে সংকৃত হইলেন এবং নরক তাহার সমীপে দেবকন্যাগণের সহিত সন্তোগের সময় প্রার্থনা করিলেন । ৭৬

তাহার পর নারদ বলিলেন, অদ্য চৈত্রের গুরুপক্ষীয় পক্ষমী প্রবৃত্ত হইয়াছে, হে ধরাপুত্র ! নবমীতে আপনার বিশেষ বিপদ ; তাহার পর চতুর্দশীতে এই জীর্ণ যদি স্নানরূপে ঋতুমাতা হয়, তাহা হইলে আপনি ইহাদের সহিত সুখে সন্তোগ করিবেন । ৭৭-৭৮

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা নরকো গুহ্যমোহিতঃ^১ ।
 আসারঞ্চ প্রসারঞ্চ নগরে সন্ন্যবেদয়ৎ^২ ॥ ৭৯
 রক্ষিভী রক্ষিতং রাজ্যং রক্ষিতঞ্চ সমন্ততঃ ।
 ভয়হর্ষযুভো ভোমঃ সময়ং সমবৈকৃত ॥ ৮০
 তন্নিম্নবসরে প্রাপ কৃষ্ণঃ প্রাগ্জ্যোতিষং পুরম্ ।
 প্রথমং পশ্চিমং দ্বারমাসাদ্য গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৮১
 পাশানাং ষট্‌সহস্রাণি ক্ষুরান্ সন্ধিয নৈকবা ।
 জঘান স মুরং দৈত্যং সানুগঞ্চ সবান্ধবম্ ॥ ৮২
 ষট্‌সহস্রা মহাবীরা দানবা দ্বারি সংস্থিতাঃ ।
 হতাশ্চক্রেণ হরিণা তদৈব গুরুণা সহ ॥ ৮৩
 মুরং হত্বা সহস্রাণি পুত্রাংস্ত্যাপরাংশ্চ ষট্ ।
 জঘান চক্রেণ তদা খণ্ডশোহিত্যাংশ্চ দানবান্ ॥ ৮৪
 ততোহনেকশিলাসজ্জ্বানতিক্রম্য জনার্দনঃ ।
 সগগণং সানুগৈকৈব নিসৃন্দং সমপোথয়ৎ ॥ ৮৫
 একো যো যোধয়েদেবান্ সহস্রং বৎসরান্ পুরা ।
 শত্রুঞ্চ সমতিক্রম্য মহাবীরপরাক্রমঃ ॥ ৮৬
 তং জঘান হয়গ্রীবং সমতিক্রম্য কেশবঃ ।
 মধ্যে লোহিত্যসংজ্ঞস্য ভগবান্ দেবকীমুতঃ ॥ ৮৭
 ঔদকায়াং বিরূপাক্ষং সুন্দং হত্বা মহাবলঃ ।
 ততঃ পঞ্চজনং বীরং জঘান পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৮

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরক ভীত হইলেন ; এবং নগরে বিশেষরূপে সৈন্য নিবেশ করিলেন । ৭৯

রাজ্য—রাক্ষসেরা রক্ষা করিতেছিল, এখন আবার বিশেষরূপে চারিদিকে রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন । ভয় ও হাশ্যযুক্ত হইয়া নরক সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ৮০

সেই অবসরে গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ, প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম-দ্বার আক্রমণ করিলেন । ৮১

ষট্‌সহস্র ক্ষুর নামক পাশসমূহ খণ্ড খণ্ড করিলেন ; এবং মুর নামে দৈত্যকে তাহার অনুচর ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিলেন । ৮২

মহাবলসম্পন্ন ষট্‌সহস্র দ্বার-রক্ষকদিগকে বিধ্বং, চক্রের দ্বারা সেই সময়ে বিনাশ করিলে ; সহস্র সৈন্যের সহিত মুরকে যমালয়ে পাঠাইলেন । ৮৩

তাহার ছয় পুত্রকে চক্রের দ্বারা বিনাশ করিলেন এবং অস্ত্রাশ্রয় দানবদিগকেও চক্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন । ৮৪

তাহার পর জনার্দন, বহুশিলা অতিক্রম করিয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত নিসৃন্দ ও সুন্দকে বধ করিলেন । ৮৫

পূর্বে যে বীর একাকী সহস্র বৎসর দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শত্রুকে অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিল । ৮৬

কেশব—সেই হয়গ্রীব বীরকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিলেন । মহাবল,

এতান্ হৃদা মহাকাশান্ মহাবীৰ্য্যান্ হুরাসদান্ ।
 আসনাদ জগন্নাথঃ পুরং প্রাগ্জ্যোতিষাস্থম্ ॥ ৮৯
 বিম্বলৈর্দৈবতৈঃ সৰ্বৈর্নারদেন মহাস্থনা ।
 জয়শব্দৈঃ স্তব্ধমানঃ প্রবিবেশ যথেশ্বরঃ ॥ ৯০
 জিয়া যুক্তাং দীপ্যমানাং প্রাকারাত্তালভুষিতাম্ ।
 স মেনে নগরীং বিষ্ণুঃ কিমিত্যশ্রামরাবভী ॥ ৯১
 তত্র যুদ্ধং মহভূতং নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ।
 ভীরুণাং ত্রাসজননং শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধনম্ ।
 যথা দেবাসুরং যুদ্ধং তথৈব সমপদ্যত ॥ ৯২
 ততঃ শাজ্জ'বিনির্মুক্তৈর্বাণৈস্তান্ দানবান্ বহুন্ ।
 নিজঘান মহাবাহুগুরুভৃহো জনার্দনঃ ॥ ৯৩
 অষ্টৌ শতসহস্রাণি অষ্টৌ শতশতানি চ ।
 হতাসুরান্ মহাবাহুর্নরকং তং সমাসদং ॥ ৯৪
 ততঃ ব্রহ্মা স নরকঃ পতিতানসুরান্ বহুন্ ।
 দৃষ্টৌ কৃষ্ণং মহাবাহুং গুরুভৃহং মহাবলম্ ॥ ৯৫
 বশিষ্ঠশাপং সম্মার সময়ং মাধবস্য চ ।
 নারদস্য বচশ্চাপি বরচ্ছিত্রং তথা বিধেঃ ॥ ৯৬
 স প্রাপ্তকালশ্চ তদা কেশবেন সমাগতঃ ।
 যুদ্ধমেব পরং মেনে স্মরন্ বাণবচস্তদা ॥ ৯৭

পরমেশ্বর, ভগবান দেবকীপুত্র লৌহিত্য-গঙ্গার মধ্যভূলে বিরূপাক্ষ ও সুন্দকে
 বিনাশ করিয়া, পঞ্চজন বীরকেও বিনাশ করিলেন । ৮৭-৮৮

জগন্নাথ, মহাকায় হুরাসদ মহাবীরদিগকে নিধন করিয়া, প্রাগ্জ্যোতিষ
 পুরী প্রাপ্ত হইলেন । ৮৯

তাহার পর আকাশস্থ সমস্ত দেবগণ ও নারদমুনি ঈশ্বরকে জয় শব্দের দ্বারা
 স্তব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেই পুরে প্রবেশ করিলেন । ৯০

ত্রীসম্পন্ন অত্যন্ত দীপ্তিশীল প্রাকার ও অট্টালিকা দ্বারা ভূষিত সেই পুরীকে
 বিষ্ণু, ইন্দ্রের অমরাবভী বিবেচনা করিলেন । ৯১

সেই পুরে সমস্ত প্রহরীগণের সহিত—ভীরুদিগের ভয়জনক দেবতাদিগের
 আনন্দবর্দ্ধক মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল, যেরূপ দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপই
 হইল । ৯২

তাহার পর শাজ্জ'বিনির্মুক্ত বাণের দ্বারা সেই মহাবাহু গুরুভাসীন জনার্দন
 বহু দানবগণকে বধ করিলেন । ৯৩

তাহার পর অষ্টশত সহস্র ও অষ্ট শত অসুর বিনাশ করিয়া নরকের নিকট
 উপস্থিত হইলেন । ৯৪

নরক, যুদ্ধে সকল অসুর পতন হইয়াছে শুনিয়া এবং মহাবাহু মহাবলসম্পন্ন
 গুরুভৃহ কৃষ্ণকে দেখিয়া, বশিষ্ঠের শাপ এবং মাধবের প্রস্তাবিত নিয়ম স্মরণ
 করিতে লাগিলেন । নারদের বাক্য ও ব্রহ্মার সচ্ছিত্র বর—সমস্তই স্মরণ
 হইল । ৯৫-৯৬

কেশব কালপ্রাপ্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন, অতএব বাণের বাক্য স্মরণ
 করত যুদ্ধই নিশ্চয় করিলেন । ৯৭

স কাঞ্চনং সমারুহ রথং বজ্রধ্বজং বরম্ ।
 লৌহচক্রাষ্টসংযুক্তং ত্রিনন্দ্রপ্রমিতং^১ রথম্ ॥ ৯৮
 যুক্তমশ্বসহস্রৈস্ত বজ্রধ্বজবিরাজিতম্ ।
 নানাগ্রহরণোপেতং বহুতৃণীরসংযুতম্ ।
 অগচ্ছৎ সমরায়াস্ত নরকঃ পৃথিবীসূতঃ ॥ ৯৯
 স গচ্ছন্ সমরায়াস্ত মানুষং ভাবমচ্ছিতম্ ।
 নিন্দ্যাস্ত তথাসুরং মেনে শ্মরন্ পূর্ববচো হরেঃ ॥ ১০০
 ক্ষণাৎ কৃষ্ণং স দদর্শ গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গ-বরাসিধরমচ্যুতম্ ॥ ১০১
 কিরীটকুণ্ডলযুতং শ্রীবৎসবন্ধসং হরিম্ ।
 কৌন্তভোস্তাসিতোরদ্ধং পীতাস্বরধরং পরম্ ॥ ১০২
 স তেন যুযুধে বীরো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
 প্রাগ্জ্যোতিষাধিপো ভৌমো^২ নরকঃ পৃথিবীসূতঃ ॥ ১০৩
 স যুধাৎ কৃষ্ণনিকটে কালিকাং কালিকোপমাম্ ।
 রক্তাশ্বনয়নাং দীর্ঘাং ঋঙ্গাশক্তিধরাং^৩ তদা ।
 অপশ্যজ্জগতাং ষাট্রীং কামাখ্যামপি মোহিনীম্^৪ ॥ ১০৪
 স বিন্মিতস্তদা ভীতস্তাং দৃষ্টা জগতাং প্রসূম্ ।
 যোদ্ধব্যমিত্যেব তদা যুযুধে নরকোইসুরঃ ॥ ১০৫
 তেন সার্কিং তদা কৃষ্ণঃ কৃত্বা সূমহদভূতম্ ।
 যুদ্ধং যাদৃক্ পুরা ভূতং ন দেবে ন চ মানুষে ॥ ১০৬
 ততস্তেনাথ ভৌমেন যুদ্ধকেলিং স মাধবঃ ।
 চিরং কৃত্বা জঘানাথ দেবেভ্যং প্রতিহর্যয়ন্ ॥ ১০৭

তাহার পর পৃথিবীপুত্র নরক কাঞ্চনময় বজ্রধ্বজ, অষ্ট লৌহচক্রযুক্ত, সহস্র অশ্বযুক্ত, বহুতৃণীর-বদ্ধ, নানা গ্রহরণযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন । ৯৮-৯৯

নরক, সমরের নিমিত্ত মনুষ্যভাব গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যেই গরুড়ের উপরিস্থিত কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন,— অচ্যুত শঙ্খ-চক্র-গদাধারী কিরীট-কুণ্ডল-বিভূষিত শ্রীবৎস-বন্ধ কৌন্তভমণি-প্রদীপ্ত-বন্ধস্থল পীতাস্বরধারী । ১০০-১০২

(অনন্তর প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি পৃথিবীপুত্র নরক বীর, প্রভু বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । ১০৩

তৎপরে যুদ্ধ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট কালিকা-সদৃশী কালিকা-মূর্তি দেখিতে পাইলেন; তাহার রক্তবর্ণমুখ ও নয়ন, দীর্ঘ কলেবর, করে ঋঙ্গা ও পাশ, তিনি জগদ্ধাত্রী জগন্মোহিনী কামাখ্যাদেবী । ১০৪

নরক জগৎপ্রসবিনী দেবীকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভীত হইল এবং মনে করিল,—যুদ্ধ করাই কর্তব্য । অনন্তর নরকাসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১০৫

তৎকালে কৃষ্ণ তাহার সহিত, দেবতাদের মধ্যে ও মনুষ্যগণের মধ্যে অভূত-পূর্ব অভূত যুদ্ধ করিলেন । ১০৬

১। ত্রিপুরপ্রতিমাং ।

২। বীরো ।

৩।পাশকর্যং তথা ।

৪। কামাখ্যাং কাশ্মপিনীম্ ।

সুদর্শনে চক্রেণ মধ্যদেশে তদা হরিঃ ;
 দ্বিধা চিচ্ছেদ নরকং যত্তিতোহভ্যপতন্তুবি ॥ ১০৮
 বিভক্তং তচ্ছরীরন্ত ভূমৌ নিপতিতং তদা ।
 বিরাজতে বজ্রভিন্নো যথা গৈরিকপর্বতঃ ॥ ১০৯
 পতিতে তনয়ে দেবী পৃথ্বী দৃষ্টী শরীরকম্ ।
 শোকবেগং তদা সেহে জাহ্নবী কালং তদাগতম্ ॥ ১১০
 আদিতেঃ কুণ্ডলযুগং স্বয়মাদায় কাশ্মপী ।
 উপাতিষ্ঠত গোবিন্দং বচনক্ষেদমন্তরীং ॥ ১১১

পৃথিব্যাবাচ—

ভয়া বরাহরূপেণ যদাহকোদ্ধতা পুরা ।
 তদা ত্বদগাত্রসংস্পর্শাৎ পুত্রো মে নরকঃ স্থিতঃ ।
 সোহয়ং ভয়া পালিতশ্চ পাতিতশ্চাত্মনা সূতঃ ॥ ১১২
 গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে অদিতেঃ সর্বকামদে ।
 সন্ততিঞ্চাস্ত গোবিন্দ প্রতিপালয় নিত্যদা ॥ ১১৩

ঐভগবানুবাচ—

ভারাবতরণে দেবি নরকস্ত বধঃ পুরা ।
 ত্বয়ৈব প্রার্থিতো যস্মাত্তেনাসৌ নিহন্তো ময়া ॥ ১১৪
 পালয়িষ্যেহস্য সন্তানং দেবি ত্বদ্বচনাদহম্ ।
 প্রাগ্জ্যোতিষেহাভিষেক্যামি নপ্তারং ভগদন্তকম্ ॥ ১১৫

মাধব ভূমিপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবব্রাহ্মের হর্ষোৎপাদন করত তাহাকে বধ করিলেন । ১০৭

সুদর্শন চক্রেণ ঘরা হরি নরকের মধ্যদেশে দ্বিধা করিলেন, সে হত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল । ১০৮

চক্র-ছিন্ন ভূমিপতিত নরক-দেহ বজ্র-ভিন্ন গৈরিক পর্বতের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল । ১০৯

পুত্র, ভূমিতে পতিত হইলে তাহার শরীর দেখিয়া বসুধা সেইটি তাহার মৃত্যুকাল ইহাই বিবেচনা করত শোক-বেগ সহ করিলেন । ১১০

পৃথিবী স্বয়ং অদিতির কুণ্ডলদ্বয় লইয়া গোবিন্দকে উপঢৌকন দান করিয়া বলিলেন । ১১১

আপনি বরাহাবতারে যখন আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আপনার সংসর্গে আমার গর্ভে নরকের উৎপত্তি হয়, তাহাকে এত দিন আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন, অদ্য রূপে আপনিই বিনাশ করিলেন । ১১২

সকল অভীষ্টপ্রদ অদিতির এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন এবং হে গোবিন্দ ! ইহার সন্ততি আপনি সর্বদা রক্ষা করুন । ১১৩

ভগবান্ বলিলেন, দেবি ! ভারাবতারণের জন্ত নরকের বধ প্রার্থনা করিয়াছিলে বলিয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি । ১১৪

দেবি ! তোমার বাক্যানুসারে ইহার সন্তানদ্বিকে আমি প্রতিপালন-করিব এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রে পৌত্র ভগদন্তকে অভিষিক্ত করিব । ১১৫

এবমুক্তা মহাবাহুভগবান্ মধুসূদনঃ ।
 অন্তঃপুরং বিবেশাথ নরকস্য ধনালয়ম্ ॥ ১১৬
 স তত্র দদৃশে বীরো রক্তানি বিবিধানি চ ।
 রাশীভূতানি শুভানি পৰ্বতানি ব রাজতঃ ॥ ১১৭
 মুক্তামগ্নিপ্রবালানাং বৈদূর্য্যাস্ত চ পৰ্বতম্ ।
 তথা রক্তভকুটানি বজ্রকুটানি মাধবঃ ।
 সুবর্ণসঙ্কলান্ রক্তদণ্ডান্ রক্তময়ধ্বজান্ ॥ ১১৮
 বাহনানি বিচিত্রাণি যানানি শয়নানি চ ।
 খচিতানি স্বর্ণরত্নৈর্মহার্হাণি মহাস্তি চ ॥ ১১৯
 যদৃশদ্ভকুটং যাবচ্চ ধনং রত্নং মণিস্থখা ।
 ভুবি ভাদৃক্ চ নো দৃষ্টমশ্রুত নরকালয়াং ॥ ১২০
 ন কুবেরস্য নৈল্যস্য ন যমস্তাপ্যপাং পতেঃ ।
 তাবস্তি ধনরত্নানি যাবস্তি নরকালয়ে ॥ ১২১
 কেশবোহপাথ তত্রৈব নারদেন চ সজ্জতঃ ।
 অবেক্ষ্যন্তঃপুরধনং সাদং সারতরং ততঃ ।
 তেষাং সমাদদে গ্রাহ্যং প্রভুতং পরবীরহা ॥ ১২২
 যা দত্তা বৈষ্ণবীশক্তিবিম্বানা প্রভবিম্বনা ।
 হত্বা ভৌমন্ত তাং শক্তিং জগৃহে দেবকীসুতঃ ॥ ১২৩
 পৃথিব্যা নারদেনৈব সহিতঃ কেশবস্তদা ।
 ভগদন্তং ভৌমসুতং প্রাগ্জ্যোতিষপুরোত্তমৈ ॥ ১২৪
 অভিষিচ্য তদা ভূতং পুরমধ্যে শুবেশয়ং ॥ ১২৫
 অভিষিক্তস্ত তং দৃষ্ট্বা ভগদন্তং তথা ক্রিতিঃ ।
 নপ্তুরর্থৈহ তং শক্তিং কেশবং সমযাচত ॥ ১২৬

এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভগবান্ মধুসূদন অন্তঃপুরে নরকের ধনাগারে প্রবেশ করিলেন । বীর জনার্দন সেই স্থানে রাশিকৃত পৰ্বতাকার বিবিধ রত্ন দেখিতে পাইলেন । ১১৬-১১৭

মাধব মণি মুক্তা প্রবাল এবং বৈদূর্য্যের পৰ্বত হীরক-পৰ্বত ও রক্তময় দেখিলেন । সুবর্ণ সমুদয়, রক্তনির্ম্মিত দণ্ড, রক্তময় ধ্বজ দেখিলেন । ১১৮

বিচিত্র বাহনসমূহ, যান, শয়া এবং সুবর্ণ-খচিত মহামূল্যবান্ অনেক বস্তু দেখিলেন । ১১৯

যে যে মণিরত্নাদি ধনসমূহ নরকভবনে দেখিলেন, সেরূপ অশ্রুত কোথাও দেখেন নাই । ১২০

যে সমস্ত ধনরত্ন নরকভবনে আছে, সেরূপ—কুবের, ইন্দ্র, যম, বরুণ—ইহাদের কাহারও নাই । ১২১

কেশব—নারদ ও পৃথিবীর সহিত সার হইতে সারতর পুরধন অবেক্ষণ করিলেন ; তাহার মধ্যে তাহাদের গ্রহণীয় বস্তু গ্রহণ করিলেন । পরবীর-প্রহারিণী স্বদন্ত বৈষ্ণবী শক্তিও গ্রহণ করিলেন । ১২২-১২৩

তাহার পর কেশব—পৃথিবী ও নারদসহ নরকপুত্র ভগদন্তকে সেই শ্রেষ্ঠ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বিশেষরূপে অভিনিবেশ করিলেন । ১২৪-১২৫

কেশবোহপি ক্ষিত্তেৰ্বাক্যান্নানুভূতেন চ ।
 তাং শক্তিং ভগদন্তায় সুপ্রীতমনসা দদৌ ॥ ১২৭
 যচ্ছত্রং বরুণং জিহ্বা কাঞ্চনদ্রাবিসংজ্ঞকম্ ।
 সমানয়ৎ পুরা ভোমস্তচ্ছত্রং হরিরাদদে ॥ ১২৮
 অষ্টভারসুবর্ণানি যৎসংশ্রবতি চারহম্ ।
 যৎ ক্রোশয়াত্রবিস্তীর্ণমর্জযোজনমুচ্ছিতম্ ॥ ১২৯
 রত্নোত্তমানি সৰ্ব্বাণি চতুর্দশাংস্তথা গজান্ ।
 চতুর্দশসহস্রাণি পূজিতাঃ প্রমদান্তথা ॥ ১৩০
 দ্বারকাং প্রতি দৈত্যোঘৈর্বাহ্ন্যামাস কেশবঃ ॥ ১৩১
 যা দেবকন্তকাঃ পূৰ্ব্বং নরকেষু হ্রতা বলাং ।
 ভাসাং কৃত্বা হৃষীকেশো বেণীবদ্ধবিমোক্ষণম্ ॥ ১৩২
 বাসোভিভূষণৈর্দিব্যৈস্তাঃ সংকৃত্য মুহুর্মুহুঃ ।
 আরোপ্য চ বিমানে তু রক্ষিভির্বলিভিদৃষ্টৈঃ ।
 নারদাধিষ্ঠিতাঃ সৰ্ব্বা দ্বারকাং প্রত্যবাহয়ৎ ॥ ১৩৩
 যঃ কৃতঃ সুরকণ্ঠার্থে ভোমেন মণিপৰ্বতঃ ।
 মণিরত্নোঘসম্পূর্ণো দিবাকরসমপ্রভঃ ॥ ১৩৪
 উৎপাট্য তং জগন্নাথস্তাক্ষপৃষ্ঠে গুণাপন্নং ।
 তথৈব বারুণং ছত্রং গরুড়োপরি মাধবঃ ।
 আরোপ্য সত্যায় সার্কিমাঙ্গীনঃ সূমনা হরিঃ ॥ ১৩৫
 ভগদন্তং সমাভাষ্য পৃথিবীঞ্চ জগৎপতিঃ ।
 প্রত্যস্থে দ্বারকাং বীরো বিয়ম্মার্গেণ বৈ দ্রুতম্ ॥ ১৩৬

ক্ষিতি, ভগদন্তকে অভিষিক্ত দেখিয়া তাহার জন্ম কেশব সমীপে সেই শক্তি পূর্বকার প্রার্থনা করিলেন । ১২৬

কেশবও নারদের অনুমতিতে ক্ষিতির বাক্যানুসারে প্রীত হইয়া সেই শক্তি ভগদন্তকে দিলেন । ১২৭

নরক বরুণকে জয় করিয়া যে কাঞ্চনদ্রাবী ছত্র আনয়ন করিয়াছিলেন ; কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিলেন । ১২৮

সেই ছত্র প্রতিদিন অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করে এবং একক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ও অর্জ যোজন দীর্ঘ । ১২৯

কেশব উৎকৃষ্ট রত্ন সকল এবং চতুর্দশ মদদ্রাবী শ্রেষ্ঠ, চতুর্দশসহস্র গজ—দৈত্যের দ্বারা দ্বারকাতে পাঠাইলেন । ১৩০-১৩১

যে সমস্ত দেবকণ্ঠাকে নরক বলপূর্বক হরণ করিয়াছিলেন, কেশব তাহাদের বেণী মোচন করিলেন । ১৩২

বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদিগকে ভূষিত করত বিমানে আরোহণ করাইয়া দৃঢ় ও বলবান্ সৈন্য দ্বারা নারদ সহ দ্বারকাতে প্রেরণ করিলেন । ১৩৩

নরক সুরকণ্ঠাগণের জন্ম যে দিবাকর-তুল্য প্রভাশীল, রত্নসমূহ-খচিত, মণিপৰ্বত নির্মাণ করিয়াছিলেন । ১৩৪

জগন্নাথ তাহা উৎপাটন করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন এবং সেইরূপ বরুণের ছত্রও গরুড়ের উপরে তুলিয়া সত্যভামার সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন । ১৩৫

সুপর্ণঃ কাকনদ্রাবিচ্ছত্রং সমগ্নিপৰ্বতম্ ।
 কেশবং সত্যায় সার্কং হেলয়া ধ্বং বহনু যবো ॥ ১৩৭
 কশেন দ্বারকাং প্রাপ্য কেশবঃ পরবীরহা ।
 মৃদক্ লেভে সকলৈবীকৃতৈবচ্ তথা গঠৈঃ ॥ ১৩৮
 এবং কালী মহামায়া কালিকায়া জগন্ময়ী ।
 বিমুক্ত জগতাং নাথং পরাপরপতিং হরিম্ ॥ ১৩৯
 জগৎকারণকর্ত্তারং জ্ঞানগম্যং জগন্ময়ম্ ।
 সম্মোহয়তোব তথা হনুরাগবিরাগবান্ ॥ ১৪০
 অনুগ্রহাতি মিত্রাণি হুমিত্রাণি নিহন্তি চ ।
 নারীষু মৃঢ়ো রমতে বন্দেনাপি চ মুহতে ॥ ১৪১
 ইতি বঃ কথিতং বিপ্রা যথাভূন্নরকোহসুরঃ ।
 যথা চ বরলাভোহভূদ্ যথা চাস্ত বিচেচ্চিতম্ ॥ ১৪২
 আরাধিতো যথা ব্রহ্মা বাণবুদ্ধ্যাথ.ভোমিনা ।
 * কিমশুচিৎ বাস্তি তদ্রুবন্ত দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নরকোপাখ্যানে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০

জগৎপতি হরি—ভগদন্ত ও পৃথিবীকে সাদরবাক্য বলিয়া আকাশমার্গে দ্বারকাতে প্রস্থান করিলেন । ১৩৬

অষ্টভার-সুবর্ণস্রাবী ছত্র মণি-পর্বত ও সত্যভামার সহিত কেশবকে বহন করিয়া গরুড় অবলীলাক্রমে গমন করিল । ১৩৭

তাহার পর ক্ষণকালমধ্যেই পরবীরবিনাশক কেশব দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া বন্ধুগণ ও সুরগণের সহিত আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন । ১৩৮

অনুরাগ ও বিরাগের কারণ মহামায়া জগন্ময়ী কালিকা জগন্নাথ পরাপর-পতি জগৎকারণ জগৎকর্ত্তা জ্ঞানগম্য জগন্ময় হরিকে এইরূপেই মোহিত করিয়া থাকে । ১৩৯-৪০

মৃঢ় ব্যক্তিরা মিত্রকে অনুগ্রহ করেন এবং অমিত্রকেও বিনাশ করেন ; এবং যুগলরূপে স্ত্রীতেই সর্বদা রমণ করে । ১৪১

হে বিপ্রগণ ! যেক্রমে নরকাসুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যেক্রমে বরলাভ করিয়াছিল, যেক্রমে ব্যবহার করিয়াছে এবং বাণের বুদ্ধিতে যেক্রমে ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়াছিল, সে সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম । হে দ্বিজোত্তমগণ ! আপনাদের আর যে বিষয় জানিতে অভিলাষ হয়, জিজ্ঞাসা করুন । ১৪২-৪৩

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০

একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

কথং গিরিসূতা কালী বভূব জগতাং প্রসূঃ ।
দাক্ষায়ণী ভ্যক্তভনুঃ কথমাপ হবং পতিম্^১ ॥ ১
কথমর্জশরীরং সা জহার চ পিনাকিনঃ ।
এতমঃ পৃচ্ছতাং সম্যক্ কথয়স্ব মহামতে ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং মুনিশাৰ্দ্ধলা যথা দাক্ষায়ণী সতী ।
ভূতা গিরিসূতা পূৰ্ব্বং যথার্কমহরভনুম্ ॥ ৩
যদাভ্যজন্তনুং দেবী পূৰ্ব্বং দাক্ষায়ণী সতী ।
তদৈব মনসাগচ্ছন্ মেনকাং হিমবদ্গিরিম্ ॥ ৪
যদা হরেণ সহিতা দক্ষকন্যা হিমাচলে ।
চিক্রীড় চ তদা তস্যা মেনকাভুক্তিতৈষিণী ॥ ৫
তস্যাঃ সূতা স্যামিতি চ আশ্রয়ং মনসি বিজ্ঞাঃ ।
ভ্যক্তপ্রাণা তদা দেবী ভূতা হিমবতঃ সূতা ॥ ৬
যদা দাক্ষায়ণী প্রাণান্ দক্ষকোপাজ্জহৌ পুরা ।
তদৈব মেনকাদেবী আরিরাধয়িত্বঃ^৩ শিবাম্ ॥ ৭
মহামায়াং জগদ্ধাত্রীং যোগনিজ্রাং সনাতনীম্ ।
মোহিনীং সৰ্বভূতানাং শরণং সৰ্বনাকিনাম্ ॥ ৮

পার্বতীর জন্ম

ঋষিগণ বলিলেন, কিরূপে জগৎপ্রসবিনী কালী দাক্ষায়ণী গিরিসূতা হইলেন ? কিরূপে তিনি হরকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন ? ১

কিজন্মই বা তিনি পিনাকীর অর্জ শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন ? হে মহামতে ! এই জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল—সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে বলুন । ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ ! যেরূপে দাক্ষায়ণী সতী গিরিসূতা হইয়াছেন এবং যেরূপে শিবের অর্জশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন । ৩

দাক্ষায়ণী সতী প্রাণত্যাগ করিয়া মানসিক গতিতে হিমালয় পর্বতে মেনকাসমীপে গমন করিলেন । ৪

হে দ্বিজগণ । যে সময়ে দক্ষকন্যা সতী শিবসহ হিমাচলে ক্রীড়া করিতেন, সেই সময়ে মেনকা ভাঁহার হিতৈষিণী ছিলেন । ৫

অতএব তাহাতেই আমি জন্মগ্রহণ করিব, সতী এই মনে করিয়া প্রাণত্যাগ করত হিমালয়সূতা হইলেন । ৬

পূৰ্বে যে সময়ে দাক্ষায়ণী দক্ষের প্রতি কোপ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই সময়ে মেনকা শিবকে আরাধনা করিতেন । ৭

১। কথমপি হবং প্রতি ।

২। ভ্যক্তাঃ সূতা স্যামিত্যাশ্রয় ।

৩। প্রাবিরাধয়িত্বঃ ।

অষ্টম্যামুপবাসন্ত কৃত্বা সা নবমীতিথৌ ।
 মোদকৈর্বলিভিঃ শিষ্টৈঃ পায়সৈর্গন্ধপুষ্পকৈঃ ॥ ৯
 চৈত্রে মাসি সমারভ্য সপ্তবিংশতিবাসরান্ ।
 যাবৎ সম্পূজয়ামাস পুত্রাধিন্তরহং শুচিঃ ॥ ১০
 গঙ্গায়ামোষধিপ্রস্থে কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্ ।
 কদাচিৎ সা নিরাহারা কদাচিৎ সা ধৃতব্রতা ॥ ১১
 শিবাবিশ্বস্তমনসা সপ্তবিংশতিবৎসরান্ ।
 নিনায় মেনকা দেবী পরমাং ভূতিমিচ্ছতী ॥ ১২
 সপ্তবিংশতিবর্ষান্তৈর্জগন্মাতা জগন্ময়ী ।
 সুপ্রীতাভবদত্যর্থং প্রাহ প্রত্যক্ষতাং গতাম্ ॥ ১৩

দেব্যাচ—

যৎ প্রার্থিতং ত্বয়া দেবি মন্তস্তৎ প্রার্থয়াধুনা ।
 দাস্ত্যে তবাহং তৎসর্বং বাঞ্ছিতং যদ্ হৃদা ভবেৎ ॥ ১৪
 ততঃ সা মেনকা দেবী প্রত্যক্ষং কালিকাং গতাম্ ॥
 দৃষ্ট্বৈব প্রশনামাথ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৫
 দেবী প্রত্যক্ষতো রূপং তব দৃষ্টং ময়াধুনা ।
 ত্বামহং স্তোতুমিচ্ছামি প্রসন্না যদি মে শিবে ॥ ১৬
 ততঃ সা মাভরিতু্যক্তা কালিকা সর্বমোহিনী ।
 বাহুভ্যাং চারুবৃত্তাভ্যাং মেনকাং পরিষষজে ॥ ১৭
 ততঃ সা মেনকা দেবী কালিকাং পরমেশ্বরীম্ ।
 তুষ্ঠাব বাগ্ভিরিচ্ছাভিঃ শিবাং প্রত্যক্ষতঃ স্থিতাম্ ॥ ১৮

মহামায়া জগদ্ধাত্রী সনাতনী যোগনিদ্রায়রূপা সর্বভূতমোহিনী সর্বলোকের
 শরণ সেই জগদদ্ধাকে চৈত্রমাসের অষ্টমীতে উপবাস করিয়া নবমীতে মোদক,
 পিষ্টক, পায়স ও গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সপ্তবিংশতি বৎসর পর্যন্ত পুজাকামনা করত
 প্রত্যহ পূজা করিতেন । ৮-১০

ওষধিপ্রস্থে গঙ্গাতে মৃগয়ী মূর্তি করিয়া কোন সময়ে নিরাহারে, কোন সময়ে
 সংযতাহারে, মহামায়াতে মন অর্পণ করত সপ্তবিংশতি বৎসর পর্যন্ত মেনকা-
 দেবী মহাঐশ্বর্য্য লালসাতে পূজা করত কাল যাপন করিলেন । ১১-১২

সপ্তবিংশতি বৎসরের পর জগন্মাতা; জগন্ময়ী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করত
 প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেন । ১৩

দেবি ! আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন; তাহা এইক্ষণ প্রার্থনা করুন ;
 আপনার মনের বাঞ্ছিত বিষয় সমস্ত প্রদান করিব । ১৪

তাহার পর মেনকা দেবী প্রত্যক্ষভাবে কালীকে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন
 এবং এই কথা বলিলেন । ১৫

দেবি ! আপনার মূর্তি আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম ; কিন্তু শিবে ! যদি
 আপনি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আপনাকে কিঞ্চিৎ স্তব করিতে ইচ্ছা করি । ১৬

সর্বমোহিনী কালিকা ‘মাতঃ’ এই বলিয়া মনোহর বাহু দ্বারা মেনকাকে
 আলিঙ্গন করিলেন । ১৭

মেনকোবাচ—

প্রেরয়ন্তীং জগদ্ধাম চণ্ডিকাং লোকধারিণীম্ ।
 প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং সর্বকামার্থসাধিনীম্* ১৯
 ২ নিত্যানন্দাং জ্ঞানময়ীং যোগনিদ্রাং জগৎপ্রসূম্ ।
 প্রণমামি শিবাং তুঙ্গাং বিধিশৌরিণিবাসিকাম্* ২০
 মায়াময়ীং মহামায়াং ভক্তশোকবিনাশিনীম্ ।
 কামস্য বনিতাং ভদ্রাং নমামি ত্বাং চিতিং শিবাম্ ২১

সঙ্কোদ্রেকাদ্ যা ভবিত্রীহ নিত্য।
 নিত্য। চাপি প্রাণিনাং বুদ্ধিরূপা ।
 সা ত্বং বন্ধচ্ছেদহেতুর্যতীনাং
 কণ্ঠে গদ্যো মাদৃশীভিঃ প্রভাবঃ ২২
 যা ত্বং সায়্যাং সিদ্ধিকৃন্তিস্তথার্চা
 যা বৃত্তির্থা যজুর্বাং দীর্ঘরূপা
 হিংসা যা বাহুর্ধ্ববেদস্ত সা ত্বং
 নিত্যং কামং ত্বং মমেকং বিধেহি ২৩
 নিত্যানিত্যৈর্ভাগহীনৈঃ পুরহৈঃ-
 স্তন্যাদৈর্ধৈর্যত্যতে ভূতবর্গঃ ।
 তেষাং শক্তিত্বং সদা নিত্যরূপা
 কা তে যোষা যোগ্যং বক্তুং সমর্থ। ২৪

তাহার পর মেনকাদেবী, প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিতা পরমেশ্বরী কালীকে অভি-
 লষিত বাক্যের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন । ১৮

মেনকা বলিলেন, জগদ্ধাত্রী লোকধারিণী চণ্ডিকাকে আমি প্রণাম করি-
 তেছি ; সর্বকামার্থসাধিনী জগদ্ধাত্রীকেও প্রণাম করি । ১৯

নিত্যানন্দা জ্ঞানময়ী জগৎপ্রসবিনী মহামায়াকে আমি করজোড়ে প্রণাম
 করি । যিনি সর্বদা তুঙ্গা, যিনি হর-বিরিক্তরূপিণী গৌরী মহামায়া, ভক্তের
 শোক-দুঃখনাশিনী, যিনি শিবজায়া, ভদ্রা, তাঁহাকে আমি প্রণিপাত করি ।
 ২০-২১

যিনি চিৎস্বরূপা শিবা, যিনি সত্ত্বগুণসম্পন্ন। নিত্যস্বরূপা, যিনি অনিত্যা,
 প্রাণিগণের বুদ্ধিরূপা, তাঁহাকে প্রণাম করি । আপনি যতিদিগের সংসার-
 বন্ধনচ্ছেদিনী, আমাদের সেই গতির অনুসরণ করিবার ক্ষমতা কোথায় । ২২

আপনি সামবেদের উক্তি সিদ্ধিরূপা এবং ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের অনুষ্ঠেয়
 যাগাদিরূপ দীর্ঘকার্যরূপা, আপনিই অথর্ববেদোক্ত অভিচারাদি কার্যস্বরূপা ;
 অতএব আপনি আমার নিত্য অভিলাষ পূর্ণ করুন । ২৩

ভূতবর্গ, নিত্য, অনিত্য, ভাগহীন, পরস্ব ও তন্মাত্র ইহা দ্বারা আপনাকেই
 যোগ করে, আপনি তাহাদের নিত্যরূপা শক্তি । কোন্ ত্রী আপনার যোগ
 রূপ বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইবে । ২৪

১।দারিণীম্ । ২। কুলধরানন্দকরীং ভুবনত্রয়দ্বন্দ্বভাম্—ইত্যধিকঃ পাঠঃ ।

৩। বিধিগৌরীশ্বরাসিকাম্ ।

৪। পরহৈস্তন্যমৈ ধৈর্যধাতি ভূতবর্গঃ ।

ক্ষিতিধরিজী জগতাং ভূমেব
 ভূমেব নিত্য্য প্রকৃতিস্বরূপা ।
 যস্মা বশঃ ক্রিয়তে ব্রহ্মরূপঃ
 সা ত্বং নিত্য্য মে প্রসীদাদ্য মাতঃ ॥ ২৫
 ত্বং জাতবেদোগতশক্তিরূপা
 ত্বং দাহিকা সূর্য্যাকরশ্য শক্তিঃ ।
 আহ্লাদিকা ত্বং বহু চল্লিকায়্য-
 স্তাং ত্বামহং ভৌমি নমামি চান্দিকাম্ ॥ ২৬
 যোষা যোষিংপ্রিয়ানাং ত্বং বিদ্যা ত্বং চোদ্ধরেতসাম্ ।
 বাহ্মা ত্বং সর্ব্বজগতাং মায়া চ ত্বং তথা হরেঃ ॥ ২৭
 যানেকরূপানি বিধায় নিত্য্যং, সৃষ্টিং স্থিতিং হানিমপীহ কর্ত্ত্বা ।
 ব্রহ্মাহুতস্থানুশরীরহেতুঃ, সা ত্বং প্রসীদাদ্য পুনর্নমস্তে ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সা জগতাং মাতা কালিকা পুনরেব হি ।
 উবাচ মেনকাং দেবীং বাহ্মিতং বরয়েতু্যত ॥ ২৯
 ততঃ সা প্রথমং পুত্রশতং বস্ত্রে যশস্বিনী ।
 বীর্য্যবচ্চায়ুষা যুক্তমুদ্রিসিদ্ধিসমম্বিতম্ ॥ ৩০
 পশ্চাত্তথৈকাং তনয়াং সুরূপাং গুণশালিনীম্ ।
 কুলদ্বয়ানন্দকরীং ভুবনত্রয়দূর্লভাম্ ॥ ৩১
 ততো ভগবতী প্রাহ মেনকাং মুনিসন্নিভাম্ ।
 স্মিতপূর্ব্বং তদা তস্যাঃ পূরয়ন্তী মনোরথম্ ॥ ৩২

আপনি ক্ষিতি এবং ধরিজী ও জগতের নিত্য্য প্রকৃতিস্বরূপা ; যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্মরূপ বশ হয়, আপনি সেই নিত্য্যরূপ শক্তি ; অতএব মাতঃ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ২৫

আপনিই অগ্নিগত উগ্রাশক্তিস্বরূপা এবং সূর্য্যাকরের দাহিকাশক্তিরূপা চল্লিকার আহ্লাদিকা শক্তিরূপা ; অতএব আপনাকে স্তব করত প্রণিপাত করিতেছি । ২৬

আপনি যোষিংপ্রিয়দিগের যোষিংস্বরূপা, উদ্ধরেতাদিগের বিদ্যারূপা, সর্ব্বজগতের বাহ্মারূপা এবং হরির মায়াস্বরূপা । ২৭

আপনি বহুরূপ ধারণ করত নিরন্তর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির শরীরের কারণ ; অতএব দেবি ! আপনাকে প্রণিপাত করি, প্রসন্ন হউন । ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর জগন্মাতা কালিকা পুনর্ব্বার মেনকাকে বলিলেন, দেবি ! বাহ্মিত বর প্রার্থনা কর । ২৯

তৎপরে যশস্বিনী মেনকা প্রথমেই বীর্য্যবান্, আয়ুশ্চান্ এবং ধনসম্পন্ন শত পুত্র প্রার্থনা করিলেন । ৩০

তাহার পরে সুরূপ ও গুণশালিনী কুলদ্বয়ের আনন্দরূপা ও ত্রিভুবন-দূর্লভা একটী কথা প্রার্থনা করিলেন । ৩১

তাহার পর দেবী ঈশং হাশ্যসহকারে মেনকার অভিলাষ পূর্ণ করত বলিলেন,

দেব্যাচ—

শতং পুত্রাঃ সত্ত্ববন্ত ভবত্যা বীৰ্য্যসংযুতাঃ ।
 তত্রৈকো বলবান্মুখ্যঃ প্রথমং সত্ত্ববিশ্রুতি ॥ ৩৩
 সূতা চ তব দেবানাং মানুবাণাঞ্চ রক্ষসাম্ ।
 হিতায় সৰ্ব্বজগতাং ভবিষ্যাম্যহমেব তে ॥ ৩৪
 ত্বং সুখপ্রসবা নিত্যং তথা নিত্যং পতিব্রতা ।
 অম্লান্য রূপসম্পন্ন্য সুভগা চ ভবিষ্যসি ॥ ৩৫
 একমুক্তা জগদ্ধাত্রী তত্রৈবান্তরীযত ।
 মেনকা চ মুদং লব্ধা স্বস্থানং প্রবিবেশ হ ॥ ৩৬
 ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে মৈনাকমচলোত্তমম্ ।
 পক্ষ্মণং সহ যোহদ্যাপি সিদ্ধুমধ্যে প্রবর্ততে ।
 মেনকা সুযুবে দেবী দেবেন্দ্রং স্পর্ধয়াগতম্ ॥ ৩৭
 অত্যানুশতং পুত্রান্ ক্রমাৎ সা সুযুবে সতী ।
 মহাবীৰ্য্যান্ মহাসত্ত্বান্ সম্পন্নান্ সৰ্ব্বতো গুণৈঃ ॥ ৩৮
 ততঃ সা কালিকা দেবী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী ।
 পূৰ্ব্বত্যাঙ্কসতীরূপা জন্মার্থং মেনকাং যযৌ ॥ ৩৯
 সময়স্থানুরূপেণ মেনকাজঠরে শিবা ।
 সমুদ্ভূয় সমুৎপন্ন্য সা লক্ষ্মীরিব সাগরাৎ ॥ ৪০
 বসন্তসময়ে দেবী নবম্যামৃক্ষযোগতঃ ।
 অর্জরাজে সমুৎপন্ন্য গজৈব শশিমণ্ডসাৎ ॥ ৪১

—তোমার বীৰ্য্যবান্ একশত পুত্র হইবে। কিন্তু প্রথম পুত্র অত্যন্ত বলবান্ হইবে। ৩২-৩৩

দেবতা রাক্ষস ও মনুষ্যের—সকল জগতের হিতের জন্য আমিই তোমার কণ্ঠা হইব। ৩৪

তুমি নিত্য সুখপ্রসবা, নিত্য পতিব্রতা এবং অম্লান-রূপ-সম্পন্ন্য ও সুভগা হইবে। ৩৫

জগদ্ধাত্রী এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। মেনকাও—প্রফুল্ল চিত্তে স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৩৬

তাহার পর কালক্রমে মেনকা দেবী মৈনাককে প্রসব করিলেন, এই মৈনাক ইন্দ্রের সমস্পর্ধী হইয়া পক্ষ্মের সহিত অদ্য পর্য্যন্তও সমুদ্ভূমধ্যে আছে। ৩৭

তাহার পর দেবী একন্যূন শত পুত্র ক্রমে প্রসব করিলেন; তাহারাই মহাবীৰ্য্যবান্ মহাসত্ত্বসম্পন্ন ও সকল-লক্ষণ-যুক্ত। ৩৮

তাহার পর—জগন্মায়ী যোগনিদ্রা কালিকা পূৰ্বে সতীদেহ ত্যাগ করিয়াছেন, পুনর্ব্বার জন্মের নিমিত্ত মেনকাসমীপে গমন করিলেন এবং অনুক্রম সময়ে তাহার গর্ভে উৎপন্ন্য হইয়া সাগর হইতে লক্ষ্মীর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন। ৩৯-৪০

দেবী বসন্তকালে যুগশিরা নক্ষত্রে নবমীতে অর্জরাজি সময়ে চত্বরমণ্ডল হইতে গজার ন্যায় জন্মিলেন। ৪১

১। ত্বমুদ্রে দেবী দেবেন্দ্রস্পর্ধয়াগতং মম—ইত্যদিকঃ পাঠঃ ।

২। যক্ষ্মণ ।

উত্তমস্ত্যক্ত জাতায়াং প্রসন্ন্য অভবন্ দিশঃ ।
 অনুকুলো ববৌ বায়ুর্গভীরো গন্ধবান্ শুভঃ ॥ ৪২
 বজ্রব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ তৌয়বৃষ্টিস্তথাপরা ।
 জজ্ঞলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জগজ্জ্বলুশ্চ ঘনায়নম্ ॥ ৪৩
 উস্ত্যক্ত জাতমাত্রায়াং সর্বং স্বাস্থ্যমপদ্যত ।
 তাস্ত দৃষ্ট্বা তথা জাতাং নীলোৎপলদলানুগাম্ ॥ ৪৪
 শ্যামাং সা মেনকা দেবী মুদমাপাতিহরিষিতা ।
 দেবাশ্চ হর্ষমতুলং প্রাপুস্তত্ত্ব মুহম্মুহঃ ॥ ৪৫
 তুষ্ণবৃশ্চান্তরিক্ষস্থা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৪৬
 তাস্ত নীলোৎপলদলশ্যামাং হিমবতঃ সূতাম্ ।
 কালীতি নাম্না হিমবানাজুহাব কৃতে দিনে^১ ॥ ৪৭
 বান্ধবৈস্ত সমন্তৈস্তন্মাত্না স পার্বতীতি চ^২ ।
 কালীতি চ তথা নাম্না কীর্তিতা গিরিনন্দিনী^৩ ॥ ৪৮
 ততঃ সা বরুধে দেবী গিরিরাজগৃহে শুভা ।
 গন্ধেব বর্ষাসময়ে শরদীবাথ চল্লিকা ॥ ৪৯
 এধমানানুদিবসং চার্বকী চারুতাং মুহঃ ।
 দধ্রে সানুদিনং কালী চল্লবিশ্বং কলামিব ॥ ৫০
 সা বালভাবমাপন্ন্য ক্রীড়ন্তী কালিকা মুদম্ ।
 সখীভিঃ প্রাপ বিপুলাং কালিন্দীব সরিদ্ভজৈঃ ॥ ৫১

দেবীর জন্ম হইলে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, বায়ু অনুকূল হইয়া সুন্দর গন্ধে আমোদিত করিতে লাগিল । ৪২

তৎপরে ভিন্ন রূপ তৌয়-বৃষ্টির শ্রায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । মহা প্রজ্বলিত অগ্নি প্রশান্তভাবে ধারণ করিল । মেঘকুল হৃদ গর্জন করিতে লাগিল । ৪৩

দেবীর জন্ম হইতেই সমস্ত জগৎ স্বাস্থ্যময় হইল । নীলোৎপলদল-সদৃশ নবপ্রসূতা শ্যামাকে দেখিয়া মেনকা হাশ্বের সহিত আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন ; এবং দেবগণও অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । ৪৪-৪৫

অন্তরীক্ষস্থ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নীলোৎপলদলের শ্রায় শ্যাম সেই হিমালয়-সূতাকে স্তব করিতে লাগিল । ৪৬

হিমালয় তাঁহাকে ‘কালী’ এই নামে আহ্বান করিলেন ; বান্ধবগণ দেবীর ‘পার্বতী’ এই নাম রাখিলেন, আর তাঁহারা কালী ও গিরিনন্দিনী ইহাও বলিলেন । ৪৭-৪৮

তাহার পর দেবী, গিরিরাজ-গৃহে বর্ষাকালীন গজ্জার শ্রায় ও শরদীয চল্লিকার শ্রায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন । ৪৯

অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্তা চার্বকী কালীর চল্ল-বিশ্বের কলার শ্রায় মনোহর কান্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল । ৫০

কালী বাল্যভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । নদীসমূহ যেরূপ কালিন্দীতে মিলিতা হয়, সেইরূপ সখীগণও কালীর সহিত ক্রীড়াচ্ছলে মিলিতা হইল । ৫১

১। কৃতোদনে ।

২। বান্ধবান্তু সুসন্তানং সুস্বাতাং পার্বতীতি চ ।

৩। কেচিন্তাং গিরিনন্দিনাম্ ।

যজ্ঞ-গুণান্তঃ স্বয়ং দেবীং পূর্বজন্মবশীকৃত্যঃ^১ ।
 স্বয়মীযুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রানুসং কালিকা যথা ॥ ৫২
 অতিচক্রাম স্বগুণৈঃ সা দেবী দেবকণ্ঠকাঃ ।
 ক্রপৈরপ্সরসঃ সর্ব্বা গীতৈর্গন্ধর্ব্বকণ্ঠকাঃ ॥ ৫৩
 সা বালা এব সত্ততং বজ্রবর্গপ্রিয়া ভভা ।
 গুণৈঃ স্ববদ্ধান্ পিতরং মাতরঞ্চাপ্যভোষয়ৎ ॥ ৫৪
 মাতুঃ স্তুতিকরীং নিত্যং পিতৃপূজনতৎপর।
 সর্ব্বদা ভ্রাতৃসহিতা জগন্মাতাভবত্তদা ॥ ৫৫
 সর্ব্বদা সা জগন্মাতা কন্যা সা সমুপস্থিতা ।
 পিতুঃ সমীপে বসতি কালিন্দী ব বিভাবসোঃ ॥ ৫৬
 অথৈকদা তাং নিকটে নিধায় হিমবদগিরিঃ ।
 তনয়ৈঃ সহ সঙ্গম্য স্থিতঃ পরমকৌতুকাৎ ॥ ৫৭
 অথাগতস্তত্র মুনির্নারদো দেবলোকতঃ ।
 হিহবন্তু সুখাসীনং সুতৈঃ সার্কং দদর্শ সঃ ॥ ৫৮
 অপশুম্নিকটে কালীং কালিকামিব সূর্য্যতঃ ।
 জ্যোৎস্নামিব সুধাংশোস্তু সমাগবৃদ্ধাং শরন্নিশি ॥ ৫৯
 পূজিতস্তেন গিরিণা কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
 নারদঃ প্রথমং শৈলং বৃন্তান্তং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ৬০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ । দেবী পূর্ব-জন্ম-বশীকৃত বিষয়ের দ্বারা স্বয়ং সমস্ত গুণ-
 রাশি প্রাপ্ত হইলেন । ৫২

গিরিকন্যা নিজগুণে দেবকন্যা ও অপ্সরাগণকে অতিক্রম করিলেন এবং
 গানে গন্ধর্ব্ব-কন্যাদিগকে অতিক্রম করিলেন । ৫৩

তাহার লাভ্য সর্ব্বদা বজ্রবর্গের প্রীতিকর হইল । গুণের দ্বারা পিতা,
 মাতা ও বজ্রগণকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন । ৫৪

তাহার পর জগন্মাতা নিত্য, মাতার তৃপ্তিকারিণী হইয়া পিতার পূজাদি
 সংকারে সর্ব্বদা রত হইলেন এবং ভ্রাতাদিগের সহিত সর্ব্বদা রত থাকিলেন ।
 ৫৫

কালিন্দী যেরূপ সূর্য্যসমীপে সর্ব্বদা থাকেন সেইরূপ জগন্মাতা সর্ব্বদা
 কন্যারূপে পিতার সমীপে উপস্থিত থাকিতেন । ৫৬

অনন্তর একদা গিরি, তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া তনয়গণের সহিত সঙ্গত
 হইয়া অতি গৌরবে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় নারদ স্বর্গ হইতে সেই
 স্থানে আগমন করিলেন এবং পুত্রগণের সহিত সুখাসীন হিমালয়কে দেখিতে
 পাইলেন । ৫৭-৫৮

নিকটস্থিতা কালীকে সূর্য্যসমীপে কালিন্দী সদৃশ দেখিলেন, এবং তাঁহাকে
 শরতের রাজিকালে সম্পূর্ণ বহ্নিত চন্দ্রকিরণের দ্বারা বিবেচনা করিলেন । ৫৯

গিরি তাঁহাকে পূজা করত উপবেশন করিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করি-
 লেন । নারদ প্রথমতঃ গিরিরাজকে বৃন্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । ৬০

১। যজ্ঞ-গুণান্তান্ স্বয়ং দেবীং.....বশীকৃতান্ ।

২। প্রিয়করো দেচকন্যা উপস্থিতাঃ ।

ততো বিদিতবৃত্তান্তো নারদো মেনকাং প্রতি^১ ।
 উবাচ হর্ষয়ন্ বাক্যং মুনির্বাণ্যাবিশারদঃ ॥ ৬১
 এষা তে তনয়া কৃত্যা শুদ্ধাংশোরিব বর্জিতা ।
 আদ্যা কলা শৈলরাজ সর্বলক্ষণশালিনী ॥ ৬২
 শম্ভোৰ্ভবিত্রী দয়িতা সানুকুলা সদা হরে ।
 তস্য চিত্তং বশে চৈবা করিস্থতি তপস্বিনী ॥ ৬৩
 স চাপ্যোনামৃতে জ্ঞান্যং নাত্মামুদাহয়িস্থতি ।
 এতয়োযাংদৃশঃ প্রেমা কয়োচ্চিন্নৈব তাদৃশঃ ।
 ভূতো বা ভবিতা বাপি নাধুনা চ প্রবর্ততে ॥ ৬৪
 অনয়া সুরকার্য্যাণি কর্তব্যানি বহুনি চ ।
 অনয়েব গিরিশ্চেষ্ট অর্জনারীষ্মরো হরঃ ॥ ৬৫
 ভবিস্থতি চ সৌহার্দ্যজ্যোৎস্নয়ৈবামৃতাস্বনঃ ।
 শরীরার্জং হরশ্চৈষা করিস্থতি নিজাম্পদে ॥ ৬৬
 স্বর্ণগৌরী সুবর্ণাভা তপসা ভোষিতে হরে ।
 বিদ্যাদগৌরী নাম্না পশ্চাত্তদ্ব্যাতিমেষা গমিস্থতি ॥ ৬৭
 নাত্মশ্চৈ ভূমিমাং দাতুং মনঃ কর্তৃমিহাহঁসি ।
 ইয়কোপাংস্ত দেবানাং ন প্রকাশং করিস্থসি ॥ ৬৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবেৰ্হনারদস্য চ ।
 উবাচ হিমবান্ বাক্যং মুনিং প্রতি বিশারদঃ ॥ ৬৯

ভাহার পর বিদিত-বৃত্তান্ত বাণিশারদমুনি, হস্তপূর্বক মেনকাকে বলিলেন, আপনার এই কত্যা অতি রমণীয়া, যেন শুভাংশুর কিরণ ছাড়াই বৃদ্ধি পাই-তেছেন। শৈলরাজ! আপনার সর্বমূলক্ষণশালিনী এই প্রথমপ্রসূতা কত্যা শম্ভুর দয়িতা হইয়া তাঁহার সর্বদা অনুকূল-বর্ত্তিনী হইবেন। ৬১-৬৩

এই তপস্বিনী শম্ভুর চিত্তও সর্বদা প্রসন্ন করিবেন; তিনিও ইহাকে ভিন্ন অস্ত্র জীকে পরিণয় করিবেন না। ইহাঁদের যেরূপ প্রণয় হইবে, সেরূপ প্রণয় এ জগতে কাহারও হয় নাই, হইবেন না এবং বর্ত্তমান সময়েও হইতেছে না। ৬৪

হে গিরিশ্চেষ্ট! আপনার কত্যা দেবতাদিগের অনেক হিতকর কার্য্য করিবেন এবং ইহাঁর দ্বারাই শিব অর্জনারীর ঈশ্বর হইবেন। ৬৫

শিবের—দেবীর সহিত অত্যন্ত সৌহার্দ্য হইবে এবং দেবী ভগবানের শরীরার্জ গ্রহণ করিবেন ও তাঁহার আম্পদ প্রাপ্ত হইবেন। ৬৬

আপনার তনয়া কালী, তপস্যাধারা হরকে প্রসন্ন করিলে সুবর্ণাভা ও সুবর্ণের স্তায় গৌরাদ্বী বিদ্যুৎ-সদৃশী হইবেন; ইহাঁর নাম পরে গৌরী বলিয়াই খ্যাত হইবে। ৬৭

এই কত্যা শিব ভিন্ন অস্ত্র বস্ত্রে প্রদান করিতে মনেও স্থান দিও না। এইটী অতি গোপনীয় বিষয়,—দেবতাদিগের নিকটও প্রকাশ করিবেন না। ৬৮

অরতে ভাস্তসঙ্গঃ স মহাদেবো যতান্বান্ ।
 ভগশ্চোপাংস্ত ভগতি দেবানামপাগোচরঃ ॥ ৭০
 স কথং ধ্যানমার্গস্থঃ পরমব্রহ্মোপিতং মনঃ ।
 ভ্রংশয়িত্বতি দেবর্ষে তত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৭১
 অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম প্রদীপকলিকোপমম্ ।
 সৌহৃদঃ পশুতি সর্বত্র ন তু বাহ্যং নিরীক্ষতে ॥ ৭২
 ইতি স্র অরতে নিত্যং কিল্লরাণাং মুখাঙ্গিহ ।
 স কথং তাদৃশং স্বাস্তং শক্তো ভ্রংশয়িতুং হরঃ ॥ ৭৩
 বিশেষতঃ অরতে স্র দাক্ষায়ণ্য সমং হরঃ ।
 সময়ং জ্ঞাত্বান্ পূৰ্ব্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৭৪
 ভামুতেহত্যাং ন বনিতাং^১ দাক্ষায়ণি সতি প্রিয়ে ।
 ভার্য্যার্থে সগ্রহীত্বামি সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥ ৭৫
 ইতি সত্য সমং তেন পূৰ্বৈব সময়ঃ কৃতঃ ।
 তত্যাং মৃত্যুয়াং স কথং স্ত্রিয়মত্যাং গ্রহীত্বতি ॥ ৭৬

নারদ উবাচ—

নাত্র কার্য্য। ত্বয়া চিন্তা গিরিরাজ ভবৎসুতা ।
 এষা সতী সমুৎপন্ন। হরায়ৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতাস্তদা স তু দেবর্ষিনারদস্ত যথা সতী ।
 মেনকায়াং সমুৎপন্ন। সর্বং তৎ প্রোক্তবান্ গিরো ॥ ৭৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হিমালয় নারদ ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন;—আমি শুনিতেছি, মহাদেব মানুষসঙ্গ পরিত্যাগ করত সংযতাত্মা হইয়া নির্জনে দেবতাদিগের অগম্য স্থানে ভগপত্যা করিতেছেন। ৬৯-৭০

হে দেবর্ষে! ধ্যানমার্গস্থিত মহাদেব, পরমব্রহ্মোপিত মনকে, কিরূপে ভ্রষ্ট করিবেন, সেবিষয়ে আমার সংশয় বোধ হইতেছে। ৭১

অক্ষর মহাদেব, প্রদীপ-কলিকা-সদৃশ পরমব্রহ্মকে অন্তরে সর্বস্থানে নিরন্তর দেখিতেছেন; তিনি বাহ্যদৃষ্টিশূণ্য হইয়াছেন। ৭২

হে দ্বিজ! আমি কিল্লরদিগের মুখে এইরূপ শ্রুত হইয়াছি; তাহা হইলে হর, কিরূপে তাদৃশ মনকে ভ্রষ্ট করিতে সক্ষম হইবে? ৭৩

বিশেষতঃ আমি এই শুনিয়াছি, হর দাক্ষায়ণীর সহিত পূর্বৈব অপথ করিয়া-ছিলেন যে, “প্রিয়ে দাক্ষায়ণি সতি। তোমা ভিন্ন অণু জ্ঞীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিব না”; মুনে! এ বিষয় আপনাকে সত্য বলিতেছি। ৭৪-৭৫

সতীর সহিত পূর্বৈব ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এখন অণু জ্ঞীকে গ্রহণ করিবেন কিরূপে? ৭৬

নারদ বলিলেন, গিরিরাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না—আপনার এই কথা সেই সতী; শিবের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই।

৭৭ *

১। ন ত্বাহুতেহত্যাং দরিতাং।

তৎ সৰ্বং পূৰ্ববৃত্তান্তং নারদস্য মুখাদ্ গিরিঃ ।
 ক্রত্বা সপুত্রদারঃ স ভদা নিঃসংশয়োহভবৎ ॥ ৭৯
 ততঃ কালী কথ্যং ক্রত্বা নারদস্য মুখান্তদা ।
 লঙ্কয়াধোমুখী ভূত্বা স্মিতবিস্তারিতাননা ॥ ৮০
 করেণ ভাস্ত সংগৃহ্য প্রোন্নময়া মুখং গিরিঃ ।
 মুৰ্দ্ধি সম্যগুপাত্ৰায় স্বাসনে সন্ধ্যাবেশয়ৎ ॥ ৮১
 ততস্তাং পুনরেবাহ নারদঃ শৈলপুত্রিকাম্ ।
 হর্ষয়ন্ গিরিরাজন্ত মেনকাং তনয়ৈঃ সহ ॥ ৮২
 সিংহাসনেন কিং স্বস্ত্যাঃ শৈলরাজ ভবেত্তব ।
 শস্তোৰুহঃ সদৈবাত্মা আসনন্ত ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
 হবোরুমানং প্রাপ্য তনয়া তব সন্ততম্ ।
 নাগত্ৰ কুত্রচিদ্ভূষ্টিমাসনে প্রাপ্যতে গিরে ॥ ৮৪
 ইতি বচনমুদারং নারদঃ শৈলরাজং
 ত্রিদিবমগমহুস্ত্ৰা তৎক্ষণাদ্বেদযানৈঃ ।
 গিরিপতিরিপি চিন্তাহর্ষসম্মোহযুক্তঃ
 প্রবিশদচলয়াসৌ স্বান্তরং পদ্মগৰ্ভম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—নারদ ঋষি, যেরূপে সতী মেনকাতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তৎসমস্তই গিরিরাজকে বলিলেন। গিরিরাজ পুত্রদারের সহিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিঃসংশয় হইলেন। ৭৮-৭৯

তাহার পর কালী নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে লঙ্কাতে অধোমুখী হইলেন। ৮০

গিরি, হস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ মাজ্জনা করত কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিলেন এবং মস্তকে নিরন্তর চুম্বন করিয়া নিজের আসনে বসাইলেন। ৮১

তাহার পর নারদ পুনর্বার মেনকাতনয়গণের সহিত গিরিরাজকে আনন্দিত করত শৈলতনয়ার জগ্য বলিলেন, শৈলরাজ ! এই সামান্য সিংহাসনে দেবীর প্রয়োজন কি ? শিবের উরুই ইহাঁর সর্বদা আসন হইবে। ৮২-৮৩

পর্বতরাজ ! আপনার তনয়া হরের উরুরূপ আসন নিরন্তর প্রাপ্ত হইবেন, —অন্য কোন স্থানে এরূপ উৎকৃষ্ট আসন পাইবে না। ৮৪

নারদ, শৈলরাজকে এইরূপ উদার-বাক্য বলিয়া তৎক্ষণাৎ দেবযানে ত্রিদশ-ভবনে গমন করিলেন। গিরিপতিও চিন্তা, হর্ষ ও আমোদযুক্ত হইয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৮৫

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১

দ্বিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতস্মিন্নন্তরে শঙ্কুঃ ক্রিপ্রং ভাস্ক্র্য। তদা সরঃ ।
 গঙ্গাবতারমগমদ্ হিমবৎ-প্রস্থমুত্তমম্ ॥ ১
 যত্র গঙ্গা নিপতিতা পুরা ব্রহ্মপুরাং সূতা ।
 ঔষধীপ্রস্থনগরসাদূরে সানুরুত্তমঃ ॥ ২
 তত্র ভৰ্গঃ স্বমাত্মানমক্ষরং পরমাং পরম্ ।
 চেতো জ্ঞানময়ং নিত্যং জ্যোতীরূপং নিরাকুলম্ ॥ ৩
 জগদ্ব্যয়ং প্রদীপাভং দ্বৈতহীনাবিশেষকম্ ।
 একাগ্রং চিন্তয়ামাস ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ॥ ৪
 হরে ধ্যানপরে ভস্মিন্ প্রমথ্য ধ্যানতৎপর্যঃ ।
 অভবন্ কেচিদপরে নন্দিভৃকাদয়ো গণাঃ ॥ ৫
 দ্বাঃস্বা ভূতা মহাভাগা যে পূৰ্ব্বস্মারি যোজিতাঃ ।
 তাবন্তোহপি গণাস্তত্র নৈব কিঞ্চন কৃজিতম্ ॥ ৬
 তেষাং সংক্রয়তে সৰ্ব্বে নিঃশব্দাঃ সংস্থিতাস্ততঃ ।
 অশ্বে তু তত্র ক্রীড়ন্তি গণা দূরাস্তরস্থিতাঃ ॥ ৭
 কুসুমৈশ্চ দলৈভ্যৈ গিরিপ্রস্রবণোদকৈঃ ।
 রত্নানি চ বিচিরন্তো ভূষিতা গৈরিকৈস্তথা ॥ ৮
 সগগন্ত তথা দৃষ্ট্য গিরিরাজো গত্য হরম্ ।
 স্বস্থানমোষধিপ্রস্থান্নিসৃত্য সহিতো গগৈঃ ॥ ৯

মদন-ভস্ম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইহার মধ্যে শঙ্কু, শিপ্রা সরোবর পরিভ্যাগ করিয়া গঙ্গাভীর্বে হিমালয় পর্বতে যে স্থানে গঙ্গা ব্রহ্মপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া পতিত হইয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন । ১

ঔষধি-প্রস্থ-নগরের-অনতিদূরে এক সানুতে বৃষধ্বজ শিব,—পরাংপর অচ্যুত, জ্ঞানময়, নিত্য জ্যোতীরূপ নিরঞ্জন জগৎব্যাপী, প্রদীপের আভার শায় অতি প্রদীপ্ত, দ্বৈতহীন, বিশেষশূন্য পরমাত্মাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন । ২-৩

মহাদেব ধ্যান-রত হইলে প্রমথাদিগণসমূহও ধ্যান-রত হইল ; এবং নন্দী-ভৃকাদিও ধ্যানে রত হইলেন । ৪

পূৰ্বে যাহারা ঘরে ছিল, তাহারা ঘরে নিযুক্ত হইল, ও সমস্ত প্রমথবৃন্দ সেই স্থানে অতি নিঃশব্দে রহিল । ৫

এবং সকলেই জানিতে পারিল যে, তাহারা নিঃশব্দভাবে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন । ৬

অন্য লোকও—গণদিগের অবস্থানের দূরে ক্রীড়া করত কুসুম-দল ও গিরি-প্রস্রবণ জল-দ্বারা তাহারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে এবং গৈরিকের দ্বারা ভূষিত হইয়া রত্নভূষণে ভূষিতবৎ বোধ হইল । ৭-৮

১। গিরিরাজাং গতম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

পূজার্যমুপভস্বে স যথাযোগ্যং তথার্চয়ৎ ॥ ১০
 স চাপি শঙ্কুস্তম্ভার্চ্চাং পরম্মা শ্রদ্ধয়া স্মৃতঃ ।
 প্রতিজ্ঞায়াহ কুটস্থো গঙ্গানীশীর্ষে যথা পুরা ॥ ১১
 পূজিতস্তেন সহসা গিরিরাজং বৃষধ্বজঃ ।
 উবাচ ধ্যানযোগস্থঃ স্ময়ন্নিব জগৎপতিঃ ॥ ১২

ঈশ্বর উবাচ—

‘তব প্রস্বে তপস্তপ্তং রহস্যমহমাগতঃ ।
 ন যথা কোহপি নিকটং সমায়াতি তথা কুরু ॥ ১৩
 ত্বং মহাত্মা জগদ্ধাম মুনীনাক্ষ সদাশ্রয়ঃ ।
 দেবানাং রাক্ষসানাঞ্চ যক্ষাণাং কিন্নরশ্চ চ ॥ ১৪
 সদাবাসো দ্বিজাতীনাং গঙ্গাপূত্শ্চ নিত্যদা ।
 ত্বংপূরুষাত্মা নিকটে প্রস্বে গঙ্গাবতারণম্ ।
 আশ্রিতোহহং গিরিশ্রেষ্ঠ তদযোগ্যং কুরু সাম্প্রতম্ ॥ ১৫
 ইত্যুক্ত্য জগতাং নাথভুক্তীমাস বৃষধ্বজঃ ।
 গিরিরাজস্তদা শঙ্কুং প্রণয়াদিদমব্রবীৎ ॥ ১৬
 পূতোহস্মি জগত্তাম্রাথ ত্বয়াহং পরমেশ্বর ।
 আগতেনাত্ম বিষয়মিতঃ কৃত্যং কিমন্তি মে ॥ ১৭
 তপসা মহতা ত্বং হি দেবৈর্ষত্শপরাহিতৈঃ ১
 ন প্রাপ্যসে জগন্নাথ স ত্বং স্বয়মুপস্থিতঃ ॥ ১৮

গিরিরাজ, গণের সহিত মহাদেবকে প্রভাহ দেখিয়া একদিন বন্ধুগণের সহিত ওষধিগ্রহ হইতে প্রস্থান করত পূজার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য পূজা করিলেন । ১-১০

পর্বতস্থ শঙ্কুও পূর্বে গঙ্গাকে যেরূপ শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক গিরিরাজের পূজা গ্রহণ করিলেন । বৃষধ্বজ পূজিত হইয়া সহসা গিরিরাজকে ধ্যানযোগস্থ হইয়াও সবিষ্ময়ে বলিলেন । ১১-১২

তোমার প্রস্বে গোপনীয় স্থানে তপস্যার জন্ম আমি আগমন করিয়াছি, কিন্তু যাহাতে কোন ব্যক্তি আমার নিকট আসিতে না পারে তাহাই কর । ১৩

তুমি মহাত্মা, জগতের ধামস্বরূপ, মুনদিগের সর্বদা আশ্রয়স্বরূপ, তুমি দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর ও দ্বিজগণের সর্বদা আবাস স্থান এবং গঙ্গা-প্রভাবে সর্বদা পবিত্র । ১৪

গিরিশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার পুর-সমীপে গঙ্গা-প্রবাহ-যুক্ত প্রস্বে আশ্রয় করিয়াছি, সম্প্রতি তাহার উপযুক্ত কার্য্য কর । জগন্নাথ, বৃষধ্বজ এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন । ১৫

তাহার পর গিরিরাজ শঙ্কুকে সপ্রণয়ে এই কথা বলিলেন, হে পরমেশ্বর ; হে জগন্নাথ । আপনি আগমন করিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন, ইহা হইতে অশ্রু কর্তব্য বিষয় কি আছে । ১৬-১৭

হে জগন্নাথ ! জন্মাবধি দেবগণ মহা তপস্যা করিয়াও আপনাকে প্রাপ্ত হই ন।—অতঃপাশি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন । ১৮

১। মহতা তপসা ত্বং হি দেবদানপরহিতৈঃ ।

মন্তো যত্তত্তরো নাস্তি ন মন্তোহন্তোহস্তি পুণ্যবান্ ।
 যন্তবান্ হিমবৎপ্রস্বে উপসে সমুপস্থিতঃ ॥ ১৯
 দেবেভ্যাদধিকং মন্তো আত্মানং পরমেশ্বর ।
 সগণেন ত্বয়া প্রাপ্তো যদাহং কামচারতঃ ॥ ২০
 ইতুজ্জ্বা গিরিরাজোহ্‌ধ স্ববেশ্য পুনরাগমং ।
 নিয়মায় পরিবারান্ গণানপ্যবদৎ স্বকান্ ॥ ২১
 অদ্য প্রভৃতি নো গন্তা কোহপি গজাবতারগম্ ।
 মচ্ছাসনং ন হি বিনা যো গন্তা দণ্ডয়ে হ্রহম্ ॥ ২২
 ইতি স্বান্ স নিয়মাণ্ড ভিলপুষ্পবুশান্ ফলম্ ।
 সমাদায়াণ্ড তনয়াসহিতোহ্‌গান্ধবাস্তিবম্ ॥ ২৩
 অথ গজা জগন্নাথং হরং ধ্যানপবং তদা ।
 নমসামাস তনয়াং কালীং সৰ্ব্বগুণান্বিতাম্ ॥ ২৪
 ভিলপুষ্পাদিকং যদ্ যত্তত্তদাং নিধায় সঃ ।
 অগ্রে কৃত্বা সুতাং শঙ্কুমিদমাহ স শৈলরাট্ ॥ ২৫
 ভগবন্তনয়েয়ং মে ভামারাদায়িত্বং প্রতি ।
 সমাদিষ্টা সমানীতা তদারাধনকাক্ষিণী ॥ ২৬
 সখিভ্যাং সহ নিত্যং ত্বাং সেবতামীশ শঙ্কর ।
 অনুজানীহি সেবায়ৈ ময়ি তে যত্নগ্রহঃ ॥ ২৭
 অথ তাং শঙ্করোহ্‌পশ্যৎ প্রথমাকটযৌবনাম্ ।
 ফুল্লেন্দীবরপত্রাভাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ২৮

অতএব আমি বিবেচনা করি, আমি হইতে যন্ততর নাই ও পুণ্যবান্ও নাই ; যেহেতু আপনি হিমালয় পর্বতে উপস্থাব জন্ত উপস্থিত হইয়াছেন । হে পরমেশ্বর ! আমি, আমাকে ইন্দ্র হইতেও অধিকতর বলিয়া বিবেচনা করি । যেহেতু আপনি ইচ্ছাবশত গণের সহিত এই হিমালয়ে আগমন করিয়াছেন । ১৯-২০

গিরিরাজ এই কথা বলিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন, তাহার পর নিজ পরিবারবর্গকে আদেশ করিলেন, অদ্য প্রভৃতি কেহ গজাতে গমন করিও না ; যে ব্যক্তি আমার শাসন অতিক্রম করিয়া যাইবে, সে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । ২১

গিরি একরূপ আদেশ করিয়া ভিল পুষ্প ও কুশাসন গ্রহণ করত নিজ তনয়াকে সঙ্গে করিয়া হর-সমীপে গমন করিলেন । ২৩

অনন্তর, গমন করিয়া ধ্যান-রত জগন্নাথকে গিরিরাজ, সৰ্ব্বগুণান্বিতা নিজ তনয়া কালী দ্বারা প্রণাম করাইলেন এবং পূজার জন্ত আনীত ভিল-কুসুমাদিও তাঁহার অগ্রে প্রদান করিলেন । শৈলরাজ, তনয়াকে অগ্রে করিয়া শঙ্কুকে বলিলেন । ২৪-২৫

ভগবন্ । আমার এই তনয়া আপনাকে আরাধনা করিবার জন্ত সমাদিষ্টা হইয়া এস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন । ২৬

অতএব সখীগণের সহিত আপনার আরাধনাকাক্ষিণী তনয়াকে—আমার প্রতি অনুগ্রহপূৰ্ব্বক—আরাধনের নিমিত্ত আদেশ করুন । ২৭

সমগ্রনীলকেশোয-প্রাপ্তবেশবিজ্জ্বলিকাম্ ।
 কদ্বগ্রীবাং বিশালাক্ষীং চারুর্কর্ণমুগোজ্জ্বলাম্ ॥ ২৯
 যুগলায়তপর্য্যন্ত-বাহুযুগ্মমনোরমাম্ ।
 রাজীবকুণ্ডলপ্রখ্য-ঘনপীনোন্নতস্তনৌ ॥ ৩০
 বিভ্রতীং ক্ষীণসম্মধ্যাং রক্তপাণিতলদ্বয়াম্ ।
 স্থলপদ্মপ্রতীকাশ-পাদযুগ্মমনোরমাম্ ॥ ৩১
 মধ্যক্ষীণাং মহাসম্ভাং বৃত্তস্থূলঘনোজ্জ্বলাম্ ।
 সূজ্জ্বাং নাগনাসোরুং নিয়নাভিবিভূষিতাম্ ॥ ৩২
 সুবৃত্তচারুজ্জ্বালাং ত্রিগভ্জীরাং ষড়্ভুজতাম্ ।
 সর্বলক্ষণসম্পূর্ণাং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভাম্ ॥ ৩৩
 ধ্যানপঞ্জরনির্বন্ধ-মুনিমানসমপ্যারম্ ।
 দর্শনাদ্ অশিতুং শক্তাং যোষিদগণশিরোমণিম্ ॥ ৩৪
 তাং দৃষ্ট্ৱা তপসে নিত্যং ধ্যানিনাঞ্চ মনোহরাম্ ।
 বিয়হেতুস্থানুরাগবর্দ্ধিনীং কামরূপিণীম্ ॥ ৩৫
 গিরিরাজস্য বচনান্তনয়াং তস্য শঙ্করঃ ।
 পর্যোষণায়ৈ জগৃহে গৌরবাদপি গৌরথঃ ॥ ৩৬
 উবাচেদং তব সূতা সখিভ্যাং সহ শৈলরাট্ ।
 নিত্যং মে সেবয়া যন্তা^৩ নির্ভীতা হৃত্তিষ্ঠতু ।
 এবমুক্ত্ৱা তাং দেবীং সেবায়ৈ জগৃহে হরঃ ॥ ৩৭

অনন্তর শঙ্কর, নবযৌবনা শৈলরাজ-তনয়াকে দেখিলেন ; গিরিতনয়ার
 বিকশিত নীলপদ্মের ন্যায় আভা ; পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখকান্তি ; তিনি নীলকেশ-
 কলাপ-শোভিতা ; তাঁহার কদ্বগ্রীবা, আয়ত-লোচন, উজ্জল মনোহর কর্ণযুগল,
 যুগলসদৃশ আয়ত ভুজদ্বয় । ২৮-২৯

অত্যন্ত মনোহারিণী দেবী কালিকার পদ্মকুটুলা সদৃশ ঘন ও স্থূল স্তনদ্বয় ।
 ৩০

তাঁহার মধ্যে ক্ষীণ, পাণিতলদ্বয় রক্তবর্ণ, পাদপদ্মের যুগল স্থলপদ্মের ন্যায়
 মনোহর । ৩১

মধ্যদেশ ক্ষীণ ও মহাসম্ভসম্পন্ন, বৃত্ত, স্থূল ঘন উজ্জল জজ্জ্বারদ্বয়, ওষ্ঠ বিহীন
 সদৃশ, জজ্জ্বাগ্রভাগ সুবৃত্ত, তিন স্থল গভীর, ছয়ভাগ উন্নত ; তিনি সর্বলক্ষণ-
 সম্পন্না যোষিৎগণের শিরোরত্ন-সদৃশী লোকত্রেয়ে দুর্লভা । ৩২-৩৪

দেবী ধ্যানরূপ পঞ্জরে আবদ্ধ মুনিদিগের মনকেও দর্শনমাত্রই যোগভ্রষ্ট
 করিতে সক্ষম । ৩৫

শঙ্কর, গিরিরাজের বাক্যানুসারে মনোহরা, তপস্যা ও ধ্যানাদির নিত্য-
 বিয়-হেতু, অনুরাগবর্দ্ধিনী কামরূপিণী গিরিতনয়াকে দেখিয়া উপবেশনের
 নিমিত্ত বলদকে অবলম্বন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন । ৩৬

গিরিরাজ ! তোমার তনয়া সখীগণের সহিত নির্ভয়ে নিত্য আমার
 সেবাতে রত হইয়া এখানে অবস্থান করুক । এই কথা বলিয়া মহাদেব সেবার
 নিমিত্ত দেবীকে আদেশ করিলেন । ৩৭

ইদমেব মহৈক্যম্যং যদ্বিল্লো ন হি বিদ্যম্বেৎ ।

নির্বিদ্যং স্থানমাসাদ যতপঃ ক্রিয়তে দ্বিজৈঃ ॥ ৩৮

সবিল্লো বিদ্যহেতুং যঃ পরিভূয় প্রবর্ততে ।

তদ্বহন্তক তপসাং ধীরতা চ তপস্বিনাম্ ॥ ৩৯

ততঃ স্বপূরমায়াভো গিরিরাট্ পরিচারকৈঃ ।

হরশ্চ ধ্যানযোগেন পরং চিন্তয়িতুং স্থিতঃ ॥ ৪০

কালী সখিভ্যাং সহিতা প্রত্যাং চন্দ্রশেখরম্ ।

সেবমানা মহাদেবং গমনাগমনে স্থিতা ॥ ৪১

কদাচিৎ সহিতা কালী সখিভ্যাং শঙ্করাগ্রতঃ ।

বিতস্ততী শুভং গীতং পঞ্চমক্সাতনোত্তদা ॥ ৪২

কদাচিৎ কুশপুষ্পাদিসমিদ্ধারি হরায় সা ।

সখিভ্যাং স্নানসংকারং কুর্ষতী শ্রবসত্তদা ॥ ৪৩

কদাচিদগ্রে নিয়তা স্থিতা চন্দ্রভূতো মুখম্ ।

বীক্ষন্তী চিন্তয়ামাস সকামা চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৪৪

যদা কার্ষ্যেয়ু সা ব্যগ্রা তদা তৎকর্ম চেষ্টতে ।

কৃত্যহীনা যদা সা তু তদৈবাচিন্তয়দ্ধরম্ ॥ ৪৫

কদা মামেষ ভূতেশঃ কর্তা পাণিগৃহীতিকাম্ ।

কদা ময়া সমং রন্তা নানসম্ভাবভাবনৈঃ ॥ ৪৬

ইতি চিন্তাপরা কালী স্বপ্নেহপি পরমেশ্বরম্ ।

অর্চয়তোব পরমং সদাচিন্তনভংপরা ॥ ৪৭

বিদ্যের কারণ সত্ত্বেও যাহার বিদ্য হয় না, তাহারই মহৈক্য্য । নির্বিদ্য স্থানে দ্বিজগণ যে তপস্যা করে, তাহা হইতে—বিদ্যযুক্ত স্থানে বিদ্যহেতুকে পরাভব করিয়া যে ব্যক্তি তপস্যা করে, তাহারই মহত্ব ও তাপসদিগের মধ্যে তপস্যার ধীরতা । ৩৮-৩৯

তাহার পর গিরিরাজ, পরিচারকবর্গের সহিত স্বমন্দিরে গমন করিলেন । হরও পরম ব্রহ্মের চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন । ৪০

কালী সখীগণের সহিত প্রত্যাং চন্দ্রশেখর মহাদেবের সেবাতে রত হইয়া গমনাগমন করিতে লাগিলেন । ৪১

কোন সময়ে কালী, সখীগণের সহিত শঙ্করসমক্ষে পঞ্চমন্ত্রের গান করিতে লাগিলেন, কোন সময়ে তিনি সখীকুলসহ সমিধ-বারি-পুষ্পাদি আহরণ করিয়া স্নান করত অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৪২-৪৩

কোন সময়ে অভিলাষিণী হইয়া চন্দ্রশেখরের অগ্রে তাঁহাকে চিন্তা করত তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেন । ৪৪

যে সময়ে কোন কার্য্যে ব্যগ্র থাকিতেন, সে সময়ে তাঁহার কার্য্য করিতেই চেষ্টা করিতেন ; সে সময়ে কোন কার্য্য না থাকিত, সে সময়ে হরকে চিন্তা করিতেন । ৪৫

কোন সময়ে ভূতেশ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন এবং কোন সময়ে নানারূপ সম্ভাবে আমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন ; কালী সর্বদা এইরূপ চিন্তাশ্রিতা হইয়া স্বপ্নেও পরমেশ্বরকে অর্চনা করিতেন । ৪৬-৪৭

অগ্নং গতা যদা কালী প্রধায়তি মহেশ্বরম্ ।
 তদা তবেদ ভূতেশস্তাং নিসর্গপরিহিতাম্ ॥ ৪৮
 কিন্তু গভ'-গর্ত-বীজৈর্জুতদেহেতি তাং তদা ।
 নাগ্রহীণিগিরিশঃ কালীং ভার্য়্যার্থে হৃতব্রতাম্ ॥ ৪৯
 মহাদেবোহপি তাং দৃষ্ট্বা তদৈবেদমচিন্তয়ৎ ।
 কথমেবা তপশ্চর্য্যাব্রতং কুর্য্যাদ্ গিরেঃ সূতা ॥ ৫০
 কৃতব্রতাং গ্রহীষ্যামি গভ'-বীজবিবজ্জিতাম্ ।
 কালীং ভার্য়্যং স্বদহিতাং যোনিজামতিদূষিতাম্ ॥ ৫১
 ব্রতেন চাথ সংস্কারৈর্গভ'-বীজং বিমুচ্যতে ।
 তস্মাদ্ ব্রতং যথা কালী কুর্য্যাত্তদ্ব্যক্যতে কথম্ ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সঙ্কিস্ত্য ভূতেশস্তদা ধ্যানমনাঃ স্থিতঃ ।
 ধ্যানাসক্তস্য তস্যাত্মা নাশ্চিন্তা বাজায়ত ॥ ৫৩
 কালী তনুদিনং শঙ্কুং ভক্তা ভ্রমসেবতে ।
 বিচিন্তয়ন্তী সততং তস্য রূপং মহাত্মনঃ ॥ ৫৪
 হরো ধ্যানপরঃ কালীং নিত্যং প্রত্যাক্ষতঃ স্থিতাম্ ।
 বিস্মৃতা পূর্ব্বব্রতান্তং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৫৫
 এতস্মিন্নন্তরে দেবাংস্তারকো নাম দৈত্যরাট্ ।
 ববোধে সর্ব্বলোকাংশ্চ ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ ॥ ৫৬

যে সময়ে কালী সম্মুখে থাকিয়া মহেশ্বরকে ধ্যান করিতেন, সে সময়ে সর্ব্বভূত-ঈশ্বর গিরিশ, এখনও কালী গভ'-গর্ত-বীজের দ্বারা শরীর ধারণ করিতেছে, এই বলিয়া নিসর্গ-সুন্দরী হৃতব্রতা সেই কালীকে ভার্য়্যাত্তে গ্রহণ করিলেন না। ৪৮-৪৯

মহাদেবও তাঁহাকে দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন, গিরি-সূতা তপস্যাচরণ করত ব্রত করিতেছে কেন ? ৫০

কৃতব্রতা গভ'-বীজ-বজ্জিতা হইলে ইহাকে গ্রহণ করিব ; কালী ভার্য়্য হইলে সুদৃষ্টিতা হয়, কিন্তু এ রমণী যোনি-জাতা অতএব দূষিতা। ৫১

যাহাতে ব্রত ও সংস্কারের দ্বারা গভ'-বীজ জনিত দোষ দূর হয়, কালী সেই রূপ ব্রত করিতে যত্ন করুক। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূতেশ, এই চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—ধ্যানাসক্ত হইয়া তাঁহার অশ্চ চিন্তার উদ্ভব হইত না। ৫৩

কালীও প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্কুকে সেবা করিতে লাগিলেন এবং সতত তাঁহার রূপ চিন্তা করিতেন। ৫৪

ধ্যানস্থ হয়, পূর্ব্বচিন্তা বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর সম্মুখস্থিতা কালীকে দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতেন না। ৫৫

ইহঁর মধ্যে তারক নামক অসুররাজ ব্রহ্ম-বরে দর্পিত হইয়া দেবতাদিগকে ও সমস্ত জগৎস্থিত লোকদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল এবং ত্রিভুবন বশীভূত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইল। ৫৬

বশীকৃত্য স লোকাংস্ত্রীন্ স্বয়মিচ্ছো বভূব হ ॥ ৫৭
 বিজ্ঞাব্য সকলান্ দেবান্ দৈত্যান্ স্বাংস্তপদেহু চ ।
 স্বয়ং নিযোজয়ামাস দেবযোনিষু চাপ্যাসৌ ॥ ৫৮
 ন যমঃ স্বৈচ্ছয়া লোকাংস্ত্রীন্ রাজ্ঞি নিযচ্ছতি ।
 ন স্বৈচ্ছয়া তথা সূর্যো লোকাংস্তপতি ভক্তবাং ॥ ৫৯
 চক্ষুস্ত নর্শসাচিব্যং তস্য কুর্কবন্ স রশ্মিভিঃ ।
 বায়ুনা সহ সক্রম্য ভবসেবাং বিদধেহনিশম্ ॥ ৬০
 সদ্য সৌগন্ধ্যাগাস্তীর্থশৈত্যস্নিগ্ধত্বসংযুতঃ ।
 তং বীজয়ন্ ববৌ বায়ুঃ শাসনাত্ম্য ভূভূতঃ ॥ ৬১
 ধনদোহপি যথাসারং ধনমাদায় যজুতঃ ।
 সাবধানস্তম্য সেবামকরোত্তারকেচ্ছয়া ॥ ৬২
 অগ্নিস্তস্যাভবৎ সূদঃ শাসনাত্তারকস্য ভূ ।
 ব্যঞ্জনাত্ম্য ভোজ্যানি চক্রে তস্যোচ্ছয়া তদা ॥ ৬৩
 নিষ্কৃতিস্তস্য সততং সহিতঃ সর্বরাক্ষসৈঃ ।
 অস্থান্ গজান্ বাহনানি কারয়ামাস লাক্ষসং ॥ ৬৪
 নৃত্যস্তিরপ্সরোভিষ্ঠ স্তবতিঃ সূতমাগধৈঃ ।
 গায়মানৈশ্চ গন্ধর্কৈঃ সন্ধিক্রীড় সুরান্ দ্বিষন্ ॥ ৬৫
 এবং স সর্বলোকাংস্ত্রী জিহ্বপাথ বিলোড়য়ন্ ।
 লোকেবু সারান্ সারাংশ্চ দেবানামপ্যাগ্রহীৎ ॥ ৬৬
 তেনাভিবাধিতাঃ সর্বৈ দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
 ব্রহ্মাণং শরণং জগদুরনাথা নাথযুগ্মম্ ॥ ৬৭

তারক তিনলোক জয় করিয়া নিজেই ইন্দ্র হইল এবং সমস্ত দেবতাদিগকে হারাইয়া স্বকীয় দৈত্যগণকে সেই পদে নিযুক্ত করিল । ৫৭-৫৮

তারক রাজা হইলে, যম ইচ্ছামত লোকদিগকে শাসন করিতে পারিতেন না । সূর্য্যও তাহার ভয়ে লোকদিগকে ইচ্ছামত তাপ দিতে পারিতেন না । ৫৯

চক্ষু রশ্মি বিস্তার করিয়া তাহার নর্শ-সাচিব্য করিতে লাগিলেন । বায়ু নিরন্তর সুগন্ধি গন্ধীর ও স্নিগ্ধ হইয়া তাহারই সেবাতে রত হইলেন । তারকের শাসনে বায়ু সর্বদা তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন । ৬০-৬১

কুবেরও সারভূত ধন গ্রহণ করিয়া তারকের ইচ্ছানুসারে তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৬২

তারকের ইচ্ছানুসারে অগ্নি পাচক হইলেন,—ব্যঞ্জন ও অন্ন ভোজনীয় বস্তু-সকল তাহার ইচ্ছামত পাকাদিসম্পন্ন করিতে লাগিলেন ; নিষ্কৃতি সমস্ত রাক্ষসগণের সহিত ভয়ে অস্থ গজ ইত্যাদির শিক্ষা দিতেন । ৬৩-৬৪

তারক অঙ্গরাগণের নৃত্য দর্শনে, মাগধদিগের স্ততিপাঠ শ্রবণে, গন্ধর্ব্ব-গুণের গান শ্রবণে, পরিতৃপ্ত হইয়া দেবতাদিগকে দ্বেষ করত ক্রীড়া করিতে লাগিল । ৬৫

ত্রিঙ্গগতে সমস্ত লোকদিগকে বিলোড়ন করিয়া লোক-হুল্লভ দেবতাদিগের সার সার বস্তু গ্রহণ করিল । ৬৬

শক্র প্রভৃতি দেবগণ তারকের উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া অনাথনাথ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন । ৬৭

তে প্রণম্য সুরাঃ সৰ্বৈ পুরুহুতপুরোগমাঃ ।
ইদম্ভূমহাশ্বানং সৰ্বলোকপিভামহম্ ॥ ৬৮

দেবা উচুঃ—

লোকেশ ভারকো দৈত্যো বরেণ তব দৰ্পিতঃ ।
নিরস্ত্যাম্মান্ হঠাদম্মদ্বিষয়ান্ স্বয়মগ্রহীৎ ॥ ৬৯
রাজিন্দ্রিবং বাধতেহম্মান্ যত্র তত্র স্থিতা বয়ম্ ।
পলায়িতাশ্চ পশ্চামঃ সৰ্ব্বকাষ্ঠামু ভারকম্ ॥ ৭০
অগ্নিৰ্যমোহথ বরুণো নিঋতিৰ্বায়ুরেব চ ।
তথা মনুষ্যধৰ্ম্মা চ সৰ্বৈঃ পরিকরৈশ্চর্যতঃ ॥ ৭১
এতে তেনাদ্বিভা ব্রহ্মন্ দেবাস্তস্মৈব শাসনাৎ ।
অনিচ্ছাকাৰ্য্যানিরতাঃ সৰ্বৈ তস্মানুজীবিনঃ ॥ ৭২
যা দেববনিতাঃ স্বৰ্গে যে চাপ্যম্বরসাজনাঃ ।
তান্ সৰ্বানগ্রহীদ্বৈত্যাঃ সারং লোকেষু যচ্চ যৎ ॥ ৭৩
ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবৰ্ত্তন্তে ন তপস্শান্তি তাপসাঃ ।
দানধৰ্ম্মাদিকং কিঞ্চিৎ ন লোকেষু প্রবৰ্ত্ততে ॥ ৭৪
তস্য সেনাপতিঃ পাপঃ ক্রৌঞ্চো নামাস্তি দানবঃ ।
স পাভালভলং গচ্ছা বাধতেহহনিশং প্রজাঃ ॥ ৭৫
তস্মাত্তু ভারকেনেদং সকলং ভুবনত্রয়ম্ ।
হ্রতং সৰ্বং জগজ্জাহি পাপাত্মন্যাং পিভামহ ॥ ৭৬
বয়ঞ্চ যত্র স্থাস্যামন্তঃস্থানং বিনিদেশম্ ।
স্বস্থানাচ্চ্যাবিতাস্তুেন লোকনাথ জগদ্ভুরোঃ ॥ ৭৭

ইহ প্রভৃতি দেবগণ লোক-পিভামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন । ৬৮

সৰ্বলোক-ঈশ্বর ভারক-দৈত্য আপনার বরে দৰ্পিত হইয়া, আমাদিগকে হঠাৎ নিরাস করত বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াছে । ৬৯

দিবা রাজি আমাদিগকে পীড়া দিতেছে, আমরা যেখানে সেখানে অবস্থান করিতেছি ; আমরা পলায়িত হইয়াও সমস্ত দিকেই ভারককেই দেখিতে পাই । ৭০

ব্রহ্মন্ । অগ্নি, যম, বরুণ, নিঋতি, বায়ু, কুবেরাদি দেবগণ—তাহার শাসনবশতঃ পরিবারবর্গের সহিত নিভান্ত পীড়িত হইতেছেন ; ইহাদিগকে অনিচ্ছাতেও কার্য করিতে হয় এবং সকলেই তাহার অনুজীবী । ৭১-৭২

সমস্ত দেব-বনিতা ও অম্বরগণ এবং যাহা লোকে সারভূত, দৈত্য সে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে । ৬৮-৭৩

বর্ত্তমান সময়ে যজ্ঞ হইতেছে না, তাপসগণ তপস্যা করিতেছে না এবং দান ধৰ্ম্মাদি কার্যও কিছুই দেবলোকে হইতেছে না । ৭৪

তাহার সেনাপতি ক্রৌঞ্চ নামে দানব, পাভালে গমন করিয়া দিবারাও প্রজাদিগকে পীড়া দিতেছে । ভারকের উৎপীড়নে জগৎ আকুল হইতেছে । অতএব পিভামহ ! পাপিষ্ঠ ভারক হইতে জগৎ পরিত্যাগ করুন । ৭৫-৭৬

ত্বমো গতিশ্চ শান্তা চ ত্বং নজ্ঞাতা পিতা প্রসূঃ ।
ত্বমেব ভূদনানাঞ্চ স্থাপকঃ পালকঃ কৃতী ॥ ৭৮
তস্মাদ্ভাবস্তারকাখ্যে বহৌ দক্ষাঃ প্রজাপতে ।
ন ভবামস্তথা কর্তৃং ভবতা যুজ্যাতেহধুনা ॥ ৭৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সুরাণাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
প্রত্যাচ সুরান্ সর্বাংশুং-কালসদৃশং বচঃ ॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ—

মমৈব বরদানেন তারকাখ্যঃ সমেষিতঃ ।
ন মন্তস্তস্য মরণং যুজ্যাতে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৮১
যুজ্যাকঞ্চ প্রতীকারঃ কর্তব্যঃ প্রতিকর্মণি ।
কিন্তু সম্যক্ ন শক্লামি প্রতিকর্তৃং প্রচোদিতঃ ॥ ৮২
তস্মাদ্ভবতা তারকাখ্যঃ স্বপ্নমেয়তি সঙ্কল্পয়ম্ ।
তথা যুয়ং সংবিদক্সমুপদেশকরস্ত্বহম্ ॥ ৮৩
ন ময়া তারকো বধ্যো ন তথা বনমালিনা ।
ন হরেণ তথা বধ্যো নানৈরপি সুরৈর্নরৈঃ ॥ ৮৪
এষ এব বরো দত্তো ময়া তস্মৈ তপস্যতে ।
উপায়শ্চিন্তিতশান্তি তৎকুর্বন্ত সুরোত্তমাঃ ॥ ৮৫
সতী দাক্ষায়ণী পূর্বং ত্যক্তদেহা স্বজন্মেন ।
অগচ্ছন্নেনকাং দেবী শৈলরাজস্য যোষিতম্ ॥ ৮৬

আমরা যে স্থানে ছিলাম, সেইস্থানে পুনর্ব্বার স্থাপন করুন। হে লোকনাথ! হে জগৎগুরো! আমরা তারক কর্তৃক স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। ৭৭

আপনি আমাদের গতি, শান্তা, ভ্রাতা, পিতা ও মাতা এবং ত্রিভুবনের স্থাপক ও পালক; তাহা হইলে হে-প্রজাপতে! যাহাতে আমরা তারক-রূপ বহিতে দক্ষ না হই, তাহাই এখন আপনার করা উচিত। ৭৮-৭৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণকে সমযোচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৮০

হে দেবগণ! আমারই বর দানে তারক অভ্যস্ত গর্ব্বিত হইয়াছে, আমি হইতে তাহার মরণ যুক্তিযুক্ত নহে; তোমাদের প্রতিকার সমস্ত কার্য্যেই কর্তব্য কিন্তু তাহার প্রতিকার করিতে প্রকাশ্যরূপে সক্ষম হইব না; যাহাতে তারক স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই তোমরা যত্ন কর;—আমি তাহার উপদেশ দিতেছি। ৮১-৮৩

তারক—আমার, নারায়ণের, মহাদেবের এবং অগ্র দেবগণের—কাহারও বধ্য নহে এই বর আমি তপস্যাকালে সেই তারককে দিয়াছি, কিন্তু এক উপায় আছে, হে সুরোত্তমগণ! তাহাই কর। ৮৪-৮৫

দাক্ষায়ণী সতী, পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়া শৈল-রমণী মেনকা-সমীপে আগমন

তাং সমুৎপাদয়ামাস মেনকাজঠরে গিরিঃ ।
 লক্ষ্মীমিব পুরা খ্যাভ্যাং ভৃগুঃ স্বভনয়ো মম ॥ ৮৭
 তাম্রবস্ত্রং মহাদেবঃ কুর্য্যং পাণিগ্রহীতিকাম্ ।
 যথা স নচিরান্তম্যামনুরক্তো ভবেৎ সূরাঃ ।
 তথা বিদধ্বং সূতরাং তেজস্বঃ প্রতিকর্ষ বঃ^১ ॥ ৮৮
 তমুর্দ্ধরেতসং শঙ্কুং সৈব প্রচ্যুতরেতসম্ ।
 কর্ত্ত্ব্যং সমর্থ্য নাশ্যান্তি কাচিদপ্যবলা পরা ॥ ৮৯
 তস্য তেজশ্চ্যুতং যচ্চ তস্মাদ্যো জায়তে সূতঃ ।
 স এব তারকাখ্যস্য হস্তা নাশ্যন্ত বিদ্যতে ॥ ৯০
 সা সূতা গিরিরাজস্য সাম্প্রত্যং রুড়যৌবনা ।
 তপস্যন্তং গিরিপ্রস্থে নিত্যং পর্য্যেষতে হরম্ ॥ ৯১
 বাক্যাক্ষিমবতঃ সা তু কালী নাম্না নিষেবতে ।
 সখিভ্যাং সহ সর্বজ্ঞং ধ্যানস্থং পরমেশ্বরম্ ॥ ৯২
 তামগ্রভো বর্ভমানাং ত্রিলোকবরবর্গিনীম্ ।
 ধ্যানাসক্তো মহাদেবো মনসাপি ন চেচ্ছতি^২ ॥ ৯৩
 যথা সমীহতে ভার্য্যাং কালীং স চন্দ্রশেখরঃ ।
 তথা কুরুধ্বং ত্রিদশা নচিরাদেব যত্নতঃ ॥ ৯৪
 স্বস্থানং ভবতাং স্বর্গস্তস্মাত্তারকমপ্যহম্ ।
 নিবর্ত্তয়িষ্যে সঙ্গম্য গচ্ছধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ৯৫
 ইত্যুক্ত্য সর্বলোকেশস্তারকাখ্যমুপস্থিতঃ ।
 উপসঙ্গম্য বচনং সমাভাষ্যোদমব্রবীৎ ॥ ৯৬

করিয়াছিলেন ; গিরি তাহাকে মেনকাজঠরে উৎপাদন করিয়াছেন ;—যে রূপ আমার তনয় ভৃগু পূর্বে স্বকীয় স্ত্রীতে লক্ষ্মীকে উৎপাদন করিয়াছিল । ৮৬-৮৭

মহাদেব সেই গিরি-কন্ঠার অবশ্য পাণি-গ্রহণ করিবেন ; হে সুরগণ । যাহাতে মহাদেব, শীঘ্র অনুরক্ত হইতে পারেন, তাহাই চেষ্টা কর, তাহার তেজ আপনাদের প্রতিকারে সমর্থ হইবে । ৮৮

সেই উর্দ্ধরেতা শঙ্কুকে গিরি তনয়াই প্রচ্যুতরেতা করিতে সক্ষমা, অন্য কোন স্ত্রী সে বিষয়ে সক্ষমা হইবে না । শঙ্কুর পরিত্যক্ত তেজ হইতে যে পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিবে, সেই তারকের হস্তা ; অন্য কেহই তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইবে না । ৮৯-৯০

সম্প্রতি সেই গিরিরাজ-সূতা পূর্ণ যৌবনা ; তিনি গিরিপ্রস্থে ধ্যান-রত হরকে নিত্য সেবা করেন । ৯১

হিমালয়ের বাক্যানুসারে সখীগণ-সহ কালীনাম্নী গিরিসূতা সর্বজ্ঞ ধ্যানস্থ পরমেশ্বরকে নিরন্তর সেবা করেন । ধ্যানাসক্ত মহাদেব সম্মুখ-স্থিতা ত্রৈলোকা সুন্দরী কালীকে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করেন না । ৯২-৯৩

হে ত্রিদশগণ ! চন্দ্রশেখর যাহাতে কালীকে ভার্য্যাত্তে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ চেষ্টা কর, তাহা হইলে অচিরে স্বস্থান স্বর্গপুর লাভ করিতে পারিবে ; তবে তারককেও আমি গমন করিয়া নিবৃত্ত করিব । হে নির্জরগণ ! তোমরা গমন কর । ৯৪-৯৫

ভো ভো তারক মা স্বর্গরাজ্যং ত্বং পরিশাষি ভোঃ ।
 "তদর্থং ন ভগন্তপ্তং সময়ে ভবতা পুরা ॥ ১৭
 বরো নাপি ময়া দত্তো ন ময়া স্বর্গরাজতা ।
 তস্মাৎ স্বর্গং পরিভ্যজ্য ক্ষিতৌ রাজ্যং সমাচর ॥ ১৮
 দেবভোগ্যানি তত্রৈব সম্ভবিষ্যন্তি তেহসুর ।
 ইতু্যুক্তা সর্বলোকেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৯
 স তারকঃ পরিভ্যজ্য স্বর্গং ক্ষিতিমথাভ্যজ্য ॥ ১০০
 তত্রৈব সংস্থিতো দেবান্ বাধতে স্ম স নিত্যশঃ ।
 ইন্দ্রং করপ্রদং চক্রে নিদেশস্বং মহাবলম্ ॥ ১০১
 তমিন্দ্রঃ সততং দেবভোগ্যানি বিতরন্ মুহুঃ ।
 সেবমানঃ ক্ষমো নাভূৎ সন্তোষয়িতুমীশ্বরম্ ॥ ১০২
 এবং ভেনাদ্বিতা দেবা মনুনা পরিপীড়িতাঃ ।
 বিধাতুরুপদেশেন যত্নং চকুর্হরায়ৈ ॥ ১০৩
 তত ইন্দ্রোহথ গুরুণা সঙ্গম্য কৃতনিশ্চয়ঃ ।
 কুসুমেশ্বং সমাহুয় বচনক্ষেদমব্রবীৎ ॥ ১০৪

ইন্দ্র উবাচ—

ত্বয়েদং পাল্যাতে বিশ্বং ত্বয়া বিশ্বং প্রসূয়তে ।
 ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ধাণাং প্রীতিহেতুঃ পুরা ভবঃ ॥ ১০৫
 ব্রহ্মা প্রীত্যা যথা পূর্বমগৃহ্মাচরিতব্রতাম্ ।
 সাবিত্রীং মাধবো লক্ষ্মীং সত্যং দাক্ষায়ণীং হরঃ ॥ ১০৬

এই কথা বলিয়া সর্বলোকেশ ব্রহ্মা তারকভবনে গমন করিলেন এবং তাহার নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন, অহে তারক । তুমি স্বর্গ-রাজ্য শাসন করিও না ; তোমার জন্ম কেহ ভগশ্চরণ করিতে পারিতেছে না । ১৬-১৭
 সময়ানুসারে পূর্বের বর প্রার্থনা করিতে আমি বরদান করিয়াছিলাম, কিন্তু স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্তির জন্ম আমি বর দিই নাই ; অতএব স্বর্গ পরিভ্যাগ করিয়া ক্ষিতিতে রাজত্ব কর ; সেই মর্ত্যলোকেই তোমার দেবভোগ্য সমস্তই হইবে । এই কথা বলিয়া সর্বলোকেশ ব্রহ্মা সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন । ১৮-১৯

তারকও স্বর্গ পরিভ্যাগ করিয়া ক্ষিতিতে গমন করিল ; কিন্তু ক্ষিতিতে থাকিয়াই নিরন্তর দেবতাদিগকে পীড়া দিতে লাগিল । মহাবল তারক, ইন্দ্রকে আদেশবর্তী করবহ করিল ; ইন্দ্র, সতত দেবভোগ্য বস্তুসমূহ তাহাকে দিতে লাগিলেন ; এইরূপ সেবা করিয়াও ইশ্বর তারকের সন্তোষ সাধন করিতে সক্ষম হইতেন না । ১০০-১০২

এইরূপ দেবগণ পীড়িত হইয়া ক্রোধেও অত্যন্ত জর্জরিত হইলেন, হরের দারগ্রহণের প্রতি বিধাতার উপদেশানুসারে যত্ন করিলেন ; তাহার পর ইন্দ্র, বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া কুসুমেশ্বকে ডাকিয়া এই কথা বলিতে অভিমত করিলেন । ১০৩-১০৪

ইন্দ্র বলিলেন, তুমি এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছে, তুমিই এই বিশ্ব প্রসব করিয়াছ ; তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইহাদিগের প্রীতির হেতু হও ; যেরূপ ব্রহ্মার

তাঃ প্রীত্যে পুত্রা তেষাং দেবেশানাং যথা কৃত্বা ।
 তথৈব কুরু মে প্রীতিং কাম প্রাণভূতাং সদা ॥ ১০৭
 ন ত্বং ন কস্যচিৎ স্বর্গে পাতালে বাথ ভূতলে ।
 প্রিয়ঃ প্রাণভূতাং কাম সত্ততং জগতাং মতঃ ॥ ১০৮
 দেবদানবযক্ষাণাং রক্ষসাং মানুষ্য চ ।
 ত্বং পালকশ্চ কর্তা চ হৃদয়ে চ প্রবর্তসে ॥ ১০৯
 তস্মান্ন্বং সর্বজগতাং হিতায় কুরু চেক্তিতম্ ।
 দেবদানবযক্ষাণাং মানুষ্যাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ১১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচন্তস্য শত্রুস্য মকরধ্বজঃ ।
 দেবরাজমুবাচেনং সুপ্রীতস্তদ্বচোহমৃতৈঃ ॥ ১১১
 যজ্ঞাহমীশিতা শত্রু তৎ কর্ম বিদিতং ত্বম্ ।
 তস্মান্ন্বমোচিতং শক্যং করিস্থে তন্নিদেশয় ॥ ১১২
 পশ্চৈব বাণা মৃদবস্তে চ গুল্পময়া মম ।
 চাপস্তথা পুষ্পময়ঃ শিঞ্জিনী ভ্রমরাগ্নিকা ॥ ১১৩
 রতির্মৈ দয়িতা জায়া বসন্তঃ সচিবো মম ।
 যন্তা মলয়জো বায়ুর্মিত্রং মম সুধানিধিঃ ॥ ১১৪
 সেনাধিপো মে শৃঙ্গারো হাবা ভাবাশ্চ সৈনিকাঃ ।
 সর্বৈ মে মৃদবোহকুরা অহঙ্কাপি তথাবিধঃ ॥ ১১৫
 যদ্যেন যুজ্যতে কার্যং ধীমাংস্তন্তেন যোজয়েৎ ।
 মম বোধ্যস্ত যৎ কর্ম তস্মান্ন্বাস্মিন্ নিযোজয় ॥ ১১৬

প্রীতি সাধনের নিমিত্ত পূর্বে ব্রতচরণে রতা সাবিদ্রীকে গ্রহণ করাইয়াছিলে, মাধব লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, হর দাক্ষায়ণী সতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদিগকে প্রীতিযুক্ত কর । দেবেশদিগের সম্বন্ধে যেরূপ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলে, কাম । তুমি দেবতাদিগের সেইরূপ প্রীতি উৎপাদন কর । ১০৫-১০৭

তুমি পাতালে, স্বর্গে, ভূতলে, কোন ব্যক্তির প্রিয় নও তাহা নহে,—জগতের প্রাণিমান্ত্রেরই প্রিয় ; অতএব দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, মানব—ইহাদিগের সকলের তুমি পালক ও কর্তা এবং হৃদয়েও সর্বদা বাস কর ; তুমি সমস্ত জগতের হিতের জন্য চেষ্টা কর ; দেব দানব, যক্ষ, মানব, সকলেরই হিতে রত হও । ১০৮-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মকরধ্বজ দেবরাজের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে এই বাক্য বলিলেন,—হে শত্রু ; আপনি যে কার্যের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া আমাকে বলিতেছেন ; সেটী আপনি অবগত আছেন ; যদি আমি সক্ষম হই এবং উচিত হয়, তাহা হইলে আদেশ করুন । আমার পাঁচটী মাত্র বাণ ; তাহা পুষ্পময়, অতএব মৃদু ; সেইরূপ চাপ পুষ্পময়, ভ্রমরপ্রণী গুণ ; রতি আমার দয়িতা, বসন্ত সচিব, সারথি মলয়জ বায়ু, চন্দ্র আমার মিত্র, সেনাপতি শৃঙ্গার, হাব-ভাব সৈনিক ;—সকলই আমার কঠিনভাষু, অতএব

ইল্ল উবাচ—

যং কারয়িতুমিচ্ছামি ভবতা ভগ্ননোভব ।
 তন্তে সন্মুচিভং কৰ্ম তস্মিন্ পরিস্কৃতো ভবান্ ॥ ১১৭
 কৃতকৰ্ম্মাপি তত্র ত্বং কৃতী চাপি মনোভব ।
 ত্বদন্ত্যেঃ কিস্ত দুঃসাধ্যং তত্ত্বাং তত্র নিষোজ্যয়ে ॥ ১১৮
 জায়তে হি তপস্যন্তং ধ্যানস্থং বৃষভধ্বজম্ ।
 গিরেহিমবতঃ প্রস্থে নিরাকাজ্জং বধুকৃতৌ ॥ ১১৯
 তং পিতুর্বচনাং কালী তপস্যন্তং নিষেবতে ।
 সখিভ্যাং সহিতা নিত্যং হরস্যানুমতেহধুনা ॥ ১২০
 আক্লটযৌবনাং তান্ত স্ত্রীরভুমপি সুন্দরীম্ ।
 ধ্যানাসক্তো মহাদেবো নেহতে মনসাপি চ ॥ ১২১
 সানুরাগো যথা তত্যাং জায়তে বৃষভধ্বজঃ ।
 তথা বিধেয়ং দেবানাং হিতায় জগতামপি ॥ ১২২
 সহ সত্যা যথা রেমে সানুরাগো বৃষধ্বজঃ ।
 তথৈতয়া গিরিজয়া রমতাং তৎকৃতেন বৈ ॥ ১২৩
 তত্যাঃ কৃতে তু যন্তেজঃ প্রচ্যুতং শ্যাম্বরম্ বৈ ।
 ততো যো জায়তে সৌহৃদ্যাস্তারকাহুন্ধরিয়তি ॥ ১২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স দেবরাজস্য বচঃ শ্রুত্বা মনোভবঃ ।
 প্রাপ্তকালঞ্চ সন্মার শাপং ব্রহ্মকৃতং পুরা ॥ ১২৫

মুহুঃ আমিও সেইরূপ । যে যে কার্যে উপযুক্ত, ধীমান্ ব্যক্তি, তাহাকে সেই কার্যে নিয়োগ করেন ; যদি সে কার্য আমা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিয়োগ করুন । ১১১-১১৬

ইল্ল বলিলেন, হে মনোভব । যে কার্য তোমা দ্বারা সম্পাদন করাইতে ইচ্ছা করি, সেটী তোমার উচিত কার্য ; সে কার্যে তুমি বলবান্, কৃতকৰ্ম্মা ও প্রাজ্ঞ কিস্ত অশ্বের সেটী দুঃসাধ্য, সেই জন্ত তোমাকে নিয়োগ করিতেছি । ১১৭-১১৮

আমি শুনিতেছি, হিমালয়প্রস্থে বৃষভধ্বজ ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যা করিতেছেন, কিস্ত দারগ্রহণে নিরাকাজ্জ ; পিতৃ-বাক্যানুসারে কালী, সখীগণ সহ হরের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে নিত্য সেবা করিতেছে ; কিস্ত ধ্যানরত মহাদেব আক্লট-যৌবনা অতি সুন্দরী সেই স্ত্রীরভুকে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করিতেছেন না । ১১৯-১২২

যেৰূপে বৃষভধ্বজ কালীতে অনুরক্ত হন, তুমি দেবতাদিগের ও জগতের হিতের জন্ত তাহার চেষ্টা কর । ১২৩

পূৰ্বে যেৰূপ বৃষধ্বজ সতীতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার যত্নে গিরিতনয়ার সহিত তাঁহার রমণাভিলাষ হউক । ১২৪

সেই গিরিতনয়ার প্রভাবে হরের রেতঃ স্থলিত হইবে ; তাহা হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সেই আমাদিগকে তারকাসুরের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবে । ১২৫

সন্ধ্যাং প্রতি বিধাতারং যদা শঙ্কং পরীক্ষিতুম্ ।
 কামোহননং পুষ্পবাণৈস্তদা তমশপদ্মিণিঃ ।
 শঙ্কুনেত্রাগ্নিদগ্ধস্ত্বং ভবিষ্যসি বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥ ১২৭
 যদা কুর্যাদ্গিরিসূতাং হরঃ পাণিগৃহীতিকাং ।
 তদা ভবান্ শরীরেণাগ্নিষ্টিতি সমগ্রতাম্ ॥ ১২৮
 ইতি স্মৃতা বিধেঃ শাপং ভীতোহপি মকরধ্বজঃ ।
 অঙ্গীচক্রে শক্রবাক্যাং কাল্যা যোজয়িতুং হরম্ ॥ ১২৯
 ইদঞ্চ বচনং প্রোচে তৎকালসদৃশং পুনঃ ॥ ১৩০

মদন উবাচ—

কবিয়ে তদ্রূচঃ শক্রে হরং সঙ্গমস্বাম্যহম্ ।
 কাল্যা গিরিজয়া সার্কং দাক্ষায়ণ্যা যথা পুরা ॥ ১৩১
 কিল্বেকং মম সাহায্যং কর্তা ত্বং হরমোহনে ॥ ১৩২
 যদা সন্মোহনেনাহং হরং সন্মোহয়ামি চ ।
 তদা কুরু সহায়ং ত্বং স্বঃস্বমাপায়স্ব মাম্ ॥ ১৩৩
 প্রবিষ্টাহং সুরভিনা ন চিরাচ্ছরাত্রমম্ ।
 বিধায় পূৰ্ব্বং মনসো বিকারং হর্ষণেন তু ।
 স মোহনেন সুদৃঢ়ং মোহয়িষ্যে বৃষধ্বজম্ ॥ ১৩৪
 স্মরিস্যসি ত্বং সম্প্রাপ্তে কালে মাং মম পালনে ।
 অহং গচ্ছামি সহিতং তৎকর্তুং বনসৃদন ॥ ১৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার পর ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোভবের—
 পূৰ্ব্বে ব্রহ্মদত্ত শাপের কাল উপস্থিত, ইহাই স্মরণ হইল । ১২৬

হে দ্বিজগণ! যে সময়ে কাম অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য সন্ধ্যাকে উদ্দেশ
 করিয়া বিধাতার প্রতি পুষ্পময় বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিধি
 তাঁহাকে শাপ দিয়াছেন,—তুমি শঙ্কুর নেত্রানলে দগ্ধ হইবে । ১২৭

যে সময়ে হর গিরিসূতার পাণি গ্রহণ করিবেন; সেই সময়ে তোমার
 সমস্ত শরীর ভস্মসাৎ হইবে । ১২৮

এইরূপ, ব্রহ্মার শাপ স্মরণ করত কাম ভীত হইয়াও ইন্দ্রবাক্যানুসারে
 শিবকে কালীর সহিত যোগ করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন । ১২৯

কাম পুনর্বার ইন্দ্রকে তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন । ১৩০

মদন বলিলেন,—হে শক্রে! আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। পূৰ্ব্বে
 দাক্ষায়ণীর সহিত যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ গিরিজা কালীর সহিত হরের
 মিলন করাইব । ১৩১

কিন্তু হরের মোহ জন্মাইবার সময় আপনাদিগকে আমার সাহায্য করিতে
 হইবে । ১৩২

যে সময়ে সন্মোহনাত্ত দ্বারা আমি হরের সম্পূর্ণ মোহ জন্মাইব, সেই সময়ে
 আমাকে সুস্থ করিতে হইবে, এই সহায়তা করিবেন । ১৩৩

আমি বসন্তের সহিত শীঘ্র শঙ্করাশ্রমে প্রবেশ করিব। প্রথমতঃ হর্ষণ বাণ
 দ্বারা মনের বিকার উৎপাদন করিয়া তাহার পর সন্মোহনাত্ত দ্বারা সেই-গভীর
 বৃষধ্বজকে মোহিত করিব । ১৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতুজ্জা স জগামাথ মদনঃ শঙ্করাশ্রমম্ ।
 শক্ৰোহপি ত্রিদশান্ সৰ্ব্বানিদমাছ বচস্তদা ॥ ১৩৬
 যুগ্মং কুরুধ্বং সাহায্যং যত্র যাতি মনোভবঃ ।
 তত্র তত্ৰানুগম্যৈব সময়ে মাঞ্চ বোধত ॥ ১৩৭
 যদা সম্মোহনেনাযং সম্মোহয়তি শঙ্করম্ ।
 তদাহমপি যাস্থামি তত্র বোধত মাং সুরাঃ ॥ ১৩৮
 ইতুজ্জাস্তেন শক্ৰেণ দেবা জগ্মদূৰ্মনোভবম্ ।
 সোহপি গতা যত্র হরো গজাবভরণে গিরেঃ ।
 হিমভারভূতঃ সানো সুরভিক্ৰান্তযোজয়ৎ ॥ ১৩৯
 ততস্তত্র গতে সম্যক্ সুরভৌ তস্য লক্ষণম্ ।
 অভবন্ন চিরাদেব তরুণলতাসু চ ॥ ১৪০
 পুষ্পিভাঃ কিংগুকাস্তত্র মঞ্জুলাঃ কেতকাস্তথা ।
 সরাসি চ সপদ্মানি সবিকারাস্চ জন্তবঃ ॥ ১৪১
 ববৌ বায়ুশ্চ গম্ভীরো গজ্জিলঃ পুষ্পরেণুভিঃ ।
 শনৈঃ শনৈঃ সুখকরঃ কর্ষয়ন্ স হি মানসম্ ॥ ১৪২
 পক্ষিগণশ্চ যুগাশ্চৈব যে চাত্রে প্রাণধারিণঃ ।
 সিদ্ধাশ্চ কিম্মরাশ্চৈব হৃদ্যভাবং বিতেনিরে ॥ ১৪৩
 চূতাঃ কুমুমিতাস্তত্র নবস্তবকভূষিতাঃ ।
 অশোকাঃ পাটলাশ্চৈব নাগকেশরাকারণাঃ ॥ ১৪৪

হে বলসুদন ; যে সময়ে কাল উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে বল-সুদন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন ; আমি কার্য্য করিতে গমন করিলাম । ১৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মদন শঙ্করাশ্রমে গমন করিলেন এবং শক্ৰও সমস্ত দেবগণকে বলিলেন । ১৩৬

হে দেবগণ । মনোভব যে কার্য্যে গমন করিতেছে, তাহাতে আপনারা তাহার সাহায্য করুন এবং সেই স্থানে সময়ানুসারে আমাকে অবগত করাইবেন । ১৩৭

যে সময়ে সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা মদন মহাদেবকে মোহিত করিবে, সে সময়ে আমিও সেই স্থানে যাইব, আমাকে আপনারা জানাইবেন । ১৩৮

শক্ৰ এই কথা বলিলে দেবগণ—মনোভব-সমীপে গমন করিলেন এবং মদনও হিমালয়ের গজাপ্রবাহস্থানে হরের তপস্থাভূমিতে যাইয়া সেই সানুতে অনুচর বসন্তকে নিয়োগ করিলেন । ১৩৯

তাহার পর সুরভি সেই স্থানে অবতীর্ণ হইল, ঋণকাল মধ্যে তরু ও লতাদিতে তাহার চিক্ৰে প্রকাশ পাইল । ১৪০

কিংকর, রজন, কেশর প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল ; সরোবর সমস্ত প্রফুল্ল পদ্মফুলে শোভা পাইতে লাগিল ; ঐক্ৰমণ বিকারভাব প্রাপ্ত হইল । ১৪১

বায়ু—গম্ভীর ও পুষ্পরেণু দ্বারা সুগন্ধিভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল । কাম, ধীরে ধীরে সুখকর কারণ সমস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । ১৪২

যুগ, পক্ষী, সিদ্ধ, কিম্মর প্রভৃতি জীবগণ হৃদ্যভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল । ১৪৩

সবিকারা গণাশাসন শঙ্করস্য তদা দ্বিজাঃ ।
 প্রত্যক্ষতো যযুস্তেহপি বিকারং শঙ্কুসাধরসাং ॥ ১৪৫
 ভ্রমন্তি স্ম তদা তত্র ভ্রমরাঃ কুসুমোক্তবম্ ।
 পিবন্তো বহুশচ্চ তং গুহ্যতঃ সহ জায়য়া ॥ ১৪৬
 এবং প্রবৃন্তে সুরভৌ শৃঙ্গারোহপি গণৈঃ সহ ।
 হাবভাবযুতস্তত্র প্রবিবেশ হরাস্তিকম্ ॥ ১৪৭
 মদনঃ সগগন্তত্র নিবসংশ্চিরমেব হি ।
 ন দৃষ্টবাংস্তদা শস্তোচ্ছিন্নং যেন প্রবেক্ষ্যতি ॥ ১৪৮
 যদা চ প্রাপ্তবিবরস্তদা ভয়বিমোহিতঃ ।
 নাগ্রেসরোহিভবস্তস্য মদনো রতিবারিভঃ ॥ ১৪৯
 এবং জাতস্তস্য কালঃ প্রভূতো দ্বিজসন্তমাঃ ।
 নিক্রপয়ন্ন বা চাপ ছিন্নং তস্য যতেস্তদা ॥ ১৫০
 জ্বলংকালাগ্নিসঙ্কাশং ভানুলক্ষসমপ্রভম্ ।
 ধ্যানস্থং শঙ্করং কো বা সমাসাদয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ১৫১
 অথৈকদা গিরিসূতা কালী তস্যাভবৎ পুরঃ ।
 কৃত্বা পরীষ্টিং কর্তব্য্য সখিভ্যাং প্রশভা স্থিতা ॥ ১৫২
 শঙ্করোহপি তদা ধ্যানং তাক্ত্বা ক্ষণমথাস্থিতঃ ।
 যোজয়ন্ স্বগগান্ কৃত্যো জ্যোতিশ্চিন্তাবিবজ্জিতঃ ॥ ১৫৩

সেই স্থানে চূড়বৃক্ষ কুসুমিত হইয়া অভিনব স্তবক দ্বারা ভূষিত হইল । হে দ্বিজগণ ! অশোক, পাটল, নাগকেশর ও করুণাদি বৃক্ষ সকল কুসুমস্তবকে সুশোভিত হইল । ১৪৪

শিবের প্রমথাদিগণসমস্তও বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইল । শঙ্কর ভয়ে তাহার প্রত্যক্ষভাবে বিকারজনিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিল না । ১৪৫

সেই স্থানে ভ্রমরকুল কুসুম-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং সুমধুর গুঞ্জন করিয়া জায়্যার সহিত মধুপানে মত্ত হইল । ১৪৬

এইরূপ বসন্ত প্রবৃত্ত হইলে শৃঙ্গার, পরিজননের সহিত হাব-ভাব সহ যুক্ত হইয়া, হর-সমীপে উপস্থিত হইলেন । ১৪৭

মদন, সমস্ত পরিজননের সহিত এইরূপ অবস্থান করিয়া, শঙ্কর কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না—যে, প্রবিষ্ট হইবেন । ১৪৮

যে সময়ে বা প্রবেশের ছিদ্র প্রত্যক্ষ হয়, সে সময়ে তিনি ভয়ে আকুল হইয়া পড়েন । রতি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে বারণ করিয়াছেন বলিয়া শিবের প্রতি অগ্রসর হইতেছেন না । ১৪৯

হে দ্বিজগণ ! এইরূপভাবে মদনের অনেক কাল অতিবাহিত হইল ; বিশেষ সাবধানে প্রতীক্ষা করিয়াও প্রবেশের পথ পাইলেন না । ১৫০

জ্বলন্ত-কালাগ্নি সদৃশ প্রদীপ্ত অত্যন্ত প্রভাশালী ধ্যানস্থ সেই শঙ্করকে কোন্ ব্যক্তি বিকৃত করিতে সক্ষম হইবে ? ১৫১

অনন্তর গিরিজা কালী সখীগণের সহিত হরসমীপে তাঁহার কর্তব্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১৫২

শঙ্করও ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

তচ্ছিত্রং প্রাপ্য মদনঃ প্রথমং হর্ষণেন তু ।
 বাণেন হর্ষয়ামাস পার্শ্বস্থং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৫৪
 শৃঙ্গারশ্চ তদা ভাবৈর্হাবৈশ্চ সহিতো হরম্ ।
 জগাম কামসাহায্যং কুর্ক্বন্ সুরভিনা সহ ॥ ১৫৫
 হর্ষণেনাত্তিহ্রষিতঃ শৃঙ্গারাদৈর্নিবেষিতঃ ।
 শঙ্করো বদনং কাশ্যাঃ সাকৃতং সংব্যলোকয়ৎ ॥ ১৫৬
 তৎ প্রাপ্য বিবরং কামঃ পুষ্পং চাপে শ্লষোজয়ৎ ।
 সম্মোহনং পুষ্পবৃত্তং পুষ্পমালাবিবদ্ধিতম্ ॥ ১৫৭
 তদাত্তদক্ষিণে পার্শ্বে রতিঃ প্রীতিস্ত বামভ্যঃ ।
 পৃষ্ঠে বসন্ততুণীরং পৌষ্যমাদায় সুন্দরঃ ॥ ১৫৮
 আকর্ণপূরিতং পুষ্পং চাপমাকৃশ্য সংযতঃ ।
 যদি মনোভবো বায়ুস্তদা তৎ সমুপেষিবান্ ॥ ১৫৯
 সহিতে পুষ্পবাণে তু গিরিজাং চন্দ্রশেখরঃ ।
 জাতেস্ত্রিয়বিকারঃ সন্ জিঘৃক্ষুঃ সঙ্গমেহভবৎ ॥ ১৬০
 অমরাঃ শত্রুসহিতান্তরা সর্কেষ বিষদগভাঃ ।
 সম্যগ্মনোভবং মেনে সুরকৃতো নিবেশিতম্ ১৬১
 অথ সংস্মৃত্য সংযম্য নিগৃহ্য বিকৃতিং তদা ।
 ইন্দ্రిয়স্য মহাদেবঃ সহসেদং ব্যাচিন্তয়ৎ ॥ ১৬২
 যোনিজাং গিরিজাং কালীং তপোব্রত-বিবর্জিতাম্ ।
 কথং সঙ্গমকামোহং ধর্তুমিচ্ছামি বৈ হঠাৎ ॥ ১৬৩

কাম, ভাবী চিন্তা না করিয়া পরিবারবর্গকে কার্যে নিয়োগ করিলেন এবং ছিত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ পার্শ্বে অবস্থান করত হর্ষণ বাণ দ্বারা চন্দ্রশেখরকে হস্ত-পরভক্ত করিলে সে সময়ে শৃঙ্গার, হাবভাবও বসন্তের সহিত কামের সাহায্যার্থে গমন করিল । ১৫৩-১৫৫

হর্ষণবাণ-প্রভাবে হৃষ্ট শঙ্কর শৃঙ্গারাদির বশীভূত হইয়া কালীর বদন সাদরে অবলোকন করিতে লাগিলেন । ১৫৬

কাম সেই ছিত্র পাইয়া পুষ্পবাণ যোজনা করিলেন ; বাণটী সম্মোহন ও পুষ্পবৃত্ত পুষ্পমালা দ্বারা বদ্ধিত, । ১৫৭

ভাহার দক্ষিণপাশে রতি, বামে প্রীতি, পৃষ্ঠে বসন্ত তিনি পুষ্পময় তুণীর গ্রহণ করিয়া সাবধানে কর্ণ পর্য্যন্ত সেই পুষ্পচাপ যে সময়ে আকর্ষণ করিলেন, সেই সময়ে বায়ু, গন্ধ বহন করিয়া হরসমীপে যাইয়া আমোদিত করিল ; পুষ্পবাণ সংযত হইলে, চন্দ্রশেখর ইন্দ্రిয়-বিকার প্রাপ্ত হইয়া, গিরিতনয়াকে সম্ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । ১৫৮-১৬০

সেই সময়ে ইন্দ্ৰাদি দেবগণ বিবেচনা করিলেন, দেবকার্যে মনোভবকে উপযুক্ত নিয়োগ করা হইয়াছে । ১৬১

অনন্তর, মহাদেব ইন্দ্రిয়ের বিকৃতভাব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিগ্রহ করিতে সংযম করিলেন এবং সহসা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১৬২

যোনিজা অননুজিত-তপোব্রতা কালীকে অভিলাষ-যুক্ত হইয়া হঠাৎ সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইল কেন ? ১৬৩

তপোব্রতপবিত্রাঙ্গীং উপশ্চরণসংকৃতাম্ ।
 স্নায়মেব গ্রহীত্বামি সতীং দাক্ষায়ণীমিব ॥ ১৬৪
 কথং বিকৃতকামোহহমনিচ্ছামিব সম্প্রতম্ ।
 কেনাপি চাক্ষুষ ইব চিকীর্ষুঃ সঙ্গমোত্তমম্ ॥ ১৬৫
 এবং বিকারহেতুং স নিচ্ছিন্নশ্লিষ্ণুশ্চ তু ।
 পুরোবলোকয়ামাস সংহিতেষু মনোভবম্ ॥ ১৬৬
 এতশ্চিন্নন্তরে ব্রহ্মা বিজ্ঞাতসময়ঃ সুরান্ ।
 দৃষ্ট্ৱা স্থানাদাজগাম তৎসমাজমনুগ্রহাৎ ॥ ১৬৭
 ততঃ স কুপিতো দৃষ্ট্ৱা সন্ধিতেষু মনোভবম্ ।
 জজ্ঞাল জ্বলনপ্রখালং দিধক্ষুঃ প্রসহ্য তু ॥ ১৬৮
 কামোহয়ং সময়ং জ্ঞাত্বা মাং মোহয়িতুমিচ্ছতি ।
 মনো মে স্ববশং কর্ত্ত্বং তন্নয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ১৬৯
 এবং বিচিন্ত্যমানস্য নেত্রোস্তাবিততেজসা ।
 বর্দ্ধিতো জ্বলনো ভূত্বা ক্রোধং নেত্রাং সমর্জ্জ হ ॥ ১৭০
 তং ক্রোধাগ্নিঃসরিষ্যন্তং জাতবেদঃস্বরূপিনম্ ।
 জ্ঞাত্বা কামস্য তান্ বাণান্ পৌপ্পচাপনিয়ন্তান্ ।
 শক্তিং প্রাণাংস্তথাহ্মানমাকৃষ্যাপালয়ষিষিঃ ॥ ১৭১
 উৎসারয়ামাস তদা বসন্তং স পিতামহঃ ।
 নিজলন্ত্য তদা শব্দুক্রোধাত্মক্ষয়নোভবম্ ॥ ১৭২
 অথাকাশগতা দেবাঃ ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্ৱা মহেশ্বরম্ ।
 প্রসীদ জগতাং নাথ কামে ক্রোধং পরিত্যজ ॥ ১৭৩

দাক্ষায়ণী সতীর স্নায় তপোব্রতানুষ্ঠান-পবিত্র-কলেবরা এবং উপশ্চরণে
 সংস্কৃত-শরীরা দয়িতাকে আমি নিজেই গ্রহণ করিব, কিন্তু সম্প্রতি অনিচ্ছা-
 সত্ত্বেও এরূপ বিকৃতভিলাষী হইতেছি কেন? ১৬৪

আমার বোধ হইতেছে যেন কেহ আকর্ষণ করিয়া সঙ্গমে ইচ্ছা
 জন্মাইতেছে। ১৬৫

মহাদেব এইরূপ ইন্দ্রিয়-বিকারের কারণ নিশ্চয় করিয়া সন্মুখে বাণ-সংযত
 পুপ্প-ধনু-হস্তে কামকে দেখিলেন। ১৬৬

এই অবসরে ব্রহ্মা সমস্ত জানিতে পারিয়া দেবতাদিগকে দর্শন করিবার
 নিমিত্ত সেই দেব-সমাজে উপস্থিত হইলেন। ১৬৭

তাহার পর মহাদেব কুপিত হইয়া সংযত-বাণ মনোভবকে হঠাৎ দগ্ধ
 করিবার ইচ্ছায় ক্রোধে অগ্নিসদৃশ জ্বলিতে লাগিলেন। ১৬৮

এই কাম, সময় জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের কার্য উদ্ধারের জন্ত আমার
 মনের মোহ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে, অতএব ইহাকে যম-ভবনে প্রেরণ
 করিব। ১৬৯

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নেত্র হইতে ক্রোধবশতঃ বর্দ্ধিত
 অগ্নির স্নায় তেজ নির্গত হইল; পিতামহ, নেত্র-নিঃসৃত জ্বলন-সদৃশ সেই
 ক্রোধাগ্নি দেখিয়া কামের পুপ্পবাণ, ধনু, শক্তি, প্রাণ, আত্মা এবং বসন্ত এই
 সমস্তই আকর্ষণ করিয়া কাম হইতে পৃথক করিলেন এবং নিজ শক্তি দ্বারা এই
 রূপে কামকে রক্ষা করিলেন। ১৭০-১৭২

ত্বয়া যথা পুরা সৃষ্টঃ শত্ৰুরূপেণ কর্ষণা ।
 যেন চারোজিতং কর্ষ্য তং রুরোতি মনোভবঃ ॥ ১৭৪
 তস্মাত্ত্বং মদনে শস্তো ক্রোধান্নিম্নপসংহর ।
 প্রসীদ সর্বভূতেশ ভক্ত্যা ত্বাং প্রণতা বয়ম্ ॥ ১৭৫
 ইতি স্ম বদতাং তেভ্যামমরাণাং তদানলঃ ।
 ললাটচক্ষুঃসমুতো ভস্মাকাষ্মান্নোভবম্ ॥ ১৭৬
 দক্ষা কামং তদাবহির্জ্জ্বালামালাতিদীপিতঃ ।
 সংস্তুজিতোহথ বিধিনা হরং গন্তং শশাক ন ॥ ১৭৭
 মহাদেবোহপি তন্তস্ম মনোভবশরীরজম্ ।
 আদায় সর্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ ॥ ১৭৮
 লেপশেষাণি ভস্মানি সমাদায় তদা হরঃ ।
 সগণোহন্তর্দধে কাশীং বিহায় বিধিসম্মতে ॥ ১৭৯
 ব্রহ্মা ক্রোধানলং শস্তোর্দীহন্তং সকলান্ সুরান্ ।
 বড়বাক্ষপিণং চক্রে দেবানাং পুরতন্তদা ॥ ১৮০
 বড়বাং তাং তদা দেবাঃ সৌম্যাং জ্বালামুখীং শুভাম্ ।
 দৃষ্ট্বা নিব্বিন্নমনসো বড়বুঃ পূর্বপীড়িতাঃ ॥ ১৮১
 বড়বাং তাং সমাদায় তদা জ্বালামুখীং বিধিঃ ।
 সাগরং প্রযযৌ লোক-হিতায় জগতাং পতিঃ ॥ ১৮২
 গত্বাথ সাগরং ব্রহ্মা প্রোবাচ পরিপূজিতঃ ।
 যথাবস্তেন বিপ্রৈস্ত্র্যাঃ সময়ঞ্চ নিবেদয়ন্ ॥ ১৮৩

অনন্তর আকাশস্থ দেবগণ মহেশ্বরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বলিলেন, হে জগন্নাথ ! আপনি প্রসন্ন হউন, কামের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন ; আপনিই পূর্বে শত্ৰু-রূপে সৃজন করিয়া যে কর্ষ্যে নিয়োগ করিয়াছেন, মনোভব, তাহাই করিতেছে, হে শস্তো ! আপনি কামের প্রতি নিষ্কিপ্ত ক্রোধানল সম্বরণ করুন ; হে সর্ব-ভূতেশ ! আমরা সকলে প্রণত হইয়া বলিতেছি, ক্ষান্ত হউন । ১৭০-১৭৫

দেবগণ এইকথা বলিতে বলিতে হরের ললাটস্থিত নেত্র হইতে উদ্ভূত অনল মনোভবকে ভস্মসাৎ করিল এবং অনল, কামকে দক্ষ করত শিখামালাতে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রহ্মার কৌশলে স্তুতিত হইয়া হর সমীপে যাইতে সক্ষম হইল না । ১৭৬-১৭৭

অনন্তর মহাদেব মনোভবশরীর-জাত ভস্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত শরীরে লেপন করিলেন ; তাহার শেষভাগ গ্রহণ করত বিধির মতানুসারে গণসহ কাশীকে পরিভ্রাণ করিয়া অন্তর্দ্বান হইলেন । ১৭৮-১৭৯

ক্রোধানল, দর্শকবৃন্দকে ভস্ম করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্রহ্মা তাহাকে দেবতা-দিগের সমক্ষেই, বড়বাক্ষ-রূপ করিলেন । ১৮০

সে সময়ে দেবগণ সেই অগ্নিপ্রভাবে পূর্বে পীড়িত হইয়াছিলেন, বর্তমান সময়ে জ্বালামুখী সেই বড়বাকে দেখিয়া নিব্বিন্নমনা হইলেন । ১৮১

তৎপরে জগৎপ্রভু বিধি, জ্বালামুখী বড়বাকে লইয়া, লোকের হিতের জগৎ সাগরসমীপে গমন করিলেন । ১৮২

অনন্তর হে বিপ্রৈস্ত্র্যগণ ! ব্রহ্মা সাগরতটে গমনের পর সাগরের পূজা গ্রহণ করিয়া, একটি সময় প্রতিপালনের আদেশ করিলেন । ১৮৩

অয়ং ক্রোধো মহেশস্য বড়বারূপধৃকৃ হৃদা ।
 জ্বালামুখঃ সদা ধার্যো যাবন্ন বিনয়ামাহম্ ॥ ১৮৪
 যদা তামিহমাগম্য বদামি সরিতাং পতে ।
 তদা হৃদা পরিত্যজ্যঃ ক্রোধোহয়ং বড়বামুখঃ ॥ ১৮৫
 ভোজনং ভবতস্তায়মেতস্য তু ভবিষ্যতি ।
 যত্নাদেবং বিধার্যোহয়ং যথা নো যাতি চান্তরম্ ॥ ১৮৬
 ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা সিদ্ধরঙ্গীচক্রে তদা ক্রুধম্ ।
 গ্রহীতুং বড়বাবজ্রং শস্ত্রোচ্চাশক্যমপ্যরম্ ॥ ১৮৭
 ততঃ প্রবিষ্টো জলধৌ পাবকো বড়বামুখঃ ।
 বার্যোঘান্নিদহন সমাগ জ্বালামালাতিদীপিতঃ ॥ ১৮৮
 যদাভবচ্ছত্বেনৈত্রাদদাহ মদনং তদা ।
 অভবং সুযশাক্ষো যেনাকশঃ প্রপূরিতঃ ॥ ১৮৯
 তেন শব্দেন মহতা কামদাহে ক্ষণেন চ ।
 সমীভ্যাং সহ ভীতাভূৎ কালী শোকযুতা তদা ॥ ১৯০
 তেন শব্দেন হিমবাংস্কিকিতো বিস্মিতস্তদা ।
 সূতামেব জগামান্ত গতাং কালীং হরাত্রমম্ ॥ ১৯১
 তাং তত্র কালীং তনয়াং ভয়শোকাকুলাং শুভাম্ ।
 রুদন্তীং শত্ৰুবিরহাদাসসাদাচলেশ্বরঃ ॥ ১৯২
 আসাদ্য পানিনা তস্মা মার্জ্জয়ন্নয়নম্বয়ম্ ।
 মা ভৈষ্যঃ কালি মা রোদীরিত্যুক্তা তাং তদাগ্রহীৎ ॥ ১৯৩

এই বড়বারূপ-ধারী মহাদেবের ক্রোধ, যতদিন আমি ইহাকে পুনর্বীর গ্রহণ না করি, ততদিন তোমার—এই জ্বালামুখ বড়বারূপ মহাদেবের ক্রোধকে ধারণ করিতে হইবে। ১৮৪

হে সরিৎপতে। যে সময় আমি আগমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিব, সেই সময়ে এই বড়বামুখ ক্রোধকে পরিত্যাগ করিও। ১৮৫

তোমার জলপান করিয়া বড়বা অবস্থান করিবে, তুমি ইহাকে যত্নপূর্বক ধারণ করিবে, যেন অন্তরে না যাইতে পারে। ১৮৬

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে সাগর, বড়বামুখ শত্ৰুর ক্রোধকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অশস্ত্র হইলেও অঙ্গীকার করিলেন। ১৮৭

তাহার পর বড়বামুখ পাবক, সাগরে প্রবেশ করত জ্বালা-সমূহে প্রদীপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বারিসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল। ১৮৮

শিবনৈত্রায়ি যে সময়ে মদনকে দগ্ধ করে, সে সময়ে যে শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দে গগণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৯

মদন=দাহ সময়ে যে শব্দ হইয়াছিল, সেই ঘোর শব্দে কালী সমীপগণের সহিত ভীতা হইয়া শোকাকুলাও হইয়াছিলেন। ১৯০

সেই শব্দে হিমালয় বিস্মিত ও চকিত-প্রায় হইয়া শিবের আশ্রমস্থিতা কালীর সমীপে গমন করিলেন। ১৯১

অচলেশ্বর এইস্থানে কালীকে ভীতা ও শত্ৰুবিরহে শোকাকুলা দেখিয়া, হস্তধারিা নয়নজল মার্জ্জনা করিলেন এবং বলিলেন, কালি। ভয় নাই, রোদন করিও না। ১৯২-১৯৩

ক্রোড়ীকৃত্য সুতাং তাস্ত্ব হিমবানচলেশ্বরঃ ।
 স্বমালয়মথানিন্দো সান্ত্বয়ামাস চান্দিতাম্ ॥ ১১৪
 অন্তর্হিতে হরে কালী বিরহাত্তস্য সন্ততম্ ।
 নিবসন্তী পিতুর্গেহে শুশোচ মুমোহ চ ॥ ১১৫
 শৈলাধিরাজোহপ্যথ মেনকাপি
 মৈনাকমুখোহপি সখীদ্বয়ম্ ।
 তাং সান্ত্বয়াক্কুরদীনসত্বাং
 হরং বিসম্ভার তথাপি নোমী ॥ ১১৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ দেবমুনির্যাতো হিমবন্মন্দিরং তদা ।
 নিযোজিতো বলভিদা নারদঃ কামগঃ পরম্ ॥ ১
 স গতঃ পূজিতস্তেন ধরেশেন মহাত্মনা ।
 তং সমুৎসৃজ্য রহসি কালীং তামাসসাদ হ ॥ ২
 আসাদ্য কালীং স মুনিঃ সম্বোধ্য জ্ঞানশালিনীম্ ।
 উবাচেনং বচস্তথ্যঃ সর্বেষাং জগতাং হিতম্ ॥ ৩

এই বলিষা গিরি, তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন । তাহার পর পীড়িতা কালীকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন । ১১৪

শিব অন্তর্হিত হইলে কালী তাঁহার বিরহে নিরন্তর শোক ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পিতার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন । ১১৫

অনন্তর শৈলরাজ, মেনকা, মৈনাক প্রভৃতি ভ্রাতাগণ ও সখীদ্বয়, কালীকে সান্ত্বনা করিলেন । তাহা হইলেও প্রবল পরাক্রান্তা কালী হরকেই নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন । ১১৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

শিবের প্রসন্নতা

মার্কণ্ডেয় বলিলেন :—অনন্তর দেবমুনি কামচারী নারদ, শক্রেয় নিয়োগ-বশত হিমালয় মন্দিরে গমন করিলেন । ১

গিরিভবনে উপস্থিত হইবামাত্র অচল-রাজ তাঁহাকে পূজাদি সংকার করিলেন, তারপর মুনি অচল-রাজকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে কালীর সমীপে গমন করিলেন । ২

জ্ঞানশালিনী কালীকে প্রবোধ-বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া সমস্ত জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন । ৩

নারদ উবাচ—

শূণু কালি বচো মহ্যং সত্যং তদবধারয় ।
 সেবিতঃ স মহাদেবস্তুষ্টয়েহ তপসা বিনা ॥ ৪
 অনুরক্তোহপি তেন ত্বাং মহাদেবো বিসৃষ্টবান্ ।
 ত্বাযুতে শঙ্করো নাত্মাং দ্বিতীয়াং সংগ্রহীত্বতি ॥ ৫
 ত্বং চাপি নাত্মাং দ্বিতীয়াং গ্রহীত্বসি বিনেশ্বরম্ ।
 তস্মাত্ত্বং তপসা যুক্তা চিরমারাধয়েশ্বরম্ ॥ ৬
 তপসা সংস্কৃত্যং ত্বাস্ত স দ্বিতীয়াং করিষ্যতি ।
 যুক্তোহয়ং তস্য সুভগে শূণু ত্বং যেন সৌচিরাং ॥ ৭
 আরাধিতস্তে প্রত্যক্ষো ভবিষ্যতি মহেশ্বরঃ ।
 ওঁ নমঃ শিবায়েতি চ সর্বদা শঙ্করপ্রিয়ঃ ॥ ৮
 চিন্তয়ন্তী তু তদ্রূপং নিয়মস্থা ষড়ঙ্করম্ ।
 মন্ত্রং জপ ত্বং গিরিজে তেন তুষ্ঠৌ ভবেশ্বরঃ ॥ ৯
 এবমুক্তা তদা কালী নারদেন মহাত্মনা ।
 কর্তব্যমনুমেনে সা হিতং তথাক্ত তদ্বচঃ ॥ ১০
 অনুযায় তপস্তপ্তং তদা কালীক নারদঃ ।
 স্বর্গং জগাম তস্মাচ্চ নিশ্চিতাভূত্বাতিত্রিতে ॥ ১১
 অথ যাতে দেবমুনৌ কালী সাসাত মেনকাম্ ।
 তপঃপ্রজ্ঞাং সমাচকৌ চাত্মনৌ হরসঙ্কমে ॥ ১২

কালীবাচ—

তপস্তপ্তং গমিষ্যামি মাতঃ প্রাপ্তং মহেশ্বরম্ ।
 অনুজানাহি মাং গন্তং তপসেহ্য তপোবনম্ ॥ ১৩

নারদ বলিলেন, দেবি কালি ! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্য বলিয়া ধারণা করুন ; আপনি মহাদেবকে তপস্যা ব্যতীত আরাধনা করিয়াছেন । ৪

অতএব সেই জন্ত তিনি আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । ৫

মহাদেব, আপনাকে ভিন্ন অথ কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না এবং আপনিও মহেশ্বর ভিন্ন কাহাকেও পতিপদে বরণ করিবেন না । ৬

অতএব আপনি তপস্যাতে রত হইয়া মহাদেবকে আরাধনা করুন । আপনি তপশ্চরণের দ্বারা সংস্কৃত হইলে শিব আপনাকে গ্রহণ করিবেন । ৭

হে সুভগে । সেই তপস্যার অঙ্গভূত মন্ত্র শ্রবণ করুন, এই মন্ত্রবলে আরাধিত মহেশ্বর প্রত্যক্ষভাবে শীঘ্র দর্শন দেন । হে গিরিজে ! “ওঁ নমঃ শিবায়া” এই ষড়ঙ্করমন্ত্র, শঙ্করপ্রিয় ; নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ইহা শঙ্কররূপ চিন্তা করত জপ করুন, তাহা হইলেই হর সন্তোষ হইবেন । ৮-৯

নারদ এই কথা বলিলে কালী তপশ্চরণ কর্তব্য মনে করিলেন এবং নারদ-বাক্য অত্যন্ত হিতকর বিবেচনা করিলেন । ১০

নারদ কালীকে তপস্যার জন্ত উপদেশ করিয়া ত্রিদশভবনে গমন করিলেন কালীও ব্রত কার্য্যে নিশ্চিত-বুদ্ধি হইলেন । ১১

নারদমুনি গমন করিলে কালী, মাতা মেনকাকে নিজে—হর-সহ মিলনে-চ্ছায় তপঃপ্রবৃত্তি বিশেষরূপে বলিলেন । ১২

তপঃকরণযজ্ঞং মে পিতুরাবেদয় ক্রতুম্ ।
 যাবন্ন দহ্যে জননি ভূতেশবিরহান্নিনা ॥ ১৪
 ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মেনকা শোককর্ষিতা ।
 আলিঙ্গ্য সমুত্থাতে মা তপঃ কুরু বল্লভে ॥ ১৫
 যুদেদহাসি পুত্রি ত্বং মা তপো যাহি কর্কশম্ ।
 তপঃ সোচ্চুং মূনের্গাত্ৰং শক্তং তে ন কলেবরম্ ॥ ১৬
 বনবাসশ্চ তে পুত্রি নেষ্টঃ শত্রুগণৈরপি ॥ ১৭
 তস্মাৎ ত্বং সম্প্রতিভ্যাজ্য বনবাসোস্তুবং তপঃ ।
 আত্মনো হানুরূপেণ তপস্ত্বং কুরু যজ্ঞিতম্ ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মাতুঃ সা বচনং শ্রুত্বা গিরিজা দীনমানসা ।
 ইত্যাচে চ তদা বাক্যং তপোযজ্ঞপরা প্রসূম্ ॥ ১৯
 মা নিষেধয় মাং যাস্থে তপসেহম তপোবনম্ ।
 প্রচ্ছন্নমপি যাস্থামি নানুজ্ঞাতাপ্যহং ত্বয়া ॥ ২০

মেনকোবাচ—

গৃহস্থ দেবাঃ সততং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
 তস্মাদ্ গৃহে পুত্রি দেবানর্জয় ত্বং যথেষ্টিতান্ ॥ ২১

কালী বলিলেন, মাতঃ! মহাদেবকে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে গমন করিব; অতএব আপনি অন্য তপস্যার জ্ঞাতপোবনে গমন করিতে অনুমতি করুন এবং আমার এই তপশ্চরণের ইচ্ছা পিতার নিকট শীঘ্র বলুন। আমাকে শিব বিরহানল—যত বিলম্ব হইতেছে, ততই দহু করিতেছে। ১৫-১৪

মেনকা, কালীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুল-চিত্তে নিজ তনয়াকে আলিঙ্গন করত বলিলেন, বল্লভে! তোমার তপস্যাতে প্রয়োজন নাই। ১৫

তুমি অত্যন্ত কোমলাঙ্গী; অতএব পুত্রি! তুমি সম্পূর্ণরূপ তপস্যা করিলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া পড়িবে। মুনিদিগের শরীর তপস্যাসহ, কিন্তু তোমার শরীরে সে কষ্ট কিছুতেই সহ্য হইবে না; পুত্রি! তোমার বনবাস অবলম্বন করা শত্রুদিগেরও অভিলষিত নহে। ১৬-১৭

তাহা হইলে তুমি বনবাস-সাধ্য তপস্যা পরিত্যাগ করত নিজের সাধ্যানুরূপ উপযুক্ত তপশ্চরণ কর। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, গিরিজা, মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃঃখিতান্তঃকরণে তপোষড়ের অনুকূল বাক্য বলিলেন। ১৯

আমাকে নিষেধ করিবেন না, আমি তপস্যার জ্ঞাতপোবনে নিশ্চয় যাইব; আপনি যদি অনুমোদন নাই করেন, তাহা হইলে প্রচ্ছন্নভাবে যাইব। ২০

মেনকা বলিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ গৃহেই সর্বদা অবস্থান করিতেছেন, তাহা হইলে গৃহেতে সেই ঈশ্বরি দেবতাকে অর্চনা কর। ২১

স্ত্রীগাং তপোবনগন্তিৰ্ণ জ্ঞাতা স্বামিনা বিনা ।
 তস্মান্ন যুক্ত্যতে পুত্রি তপোযাত্রা বনং প্রতি ॥ ২২
 যতো নিরস্তা তপসে বনং গচ্ছন্ত মেনকা ।
 উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী ॥ ২৩
 অবজ্ঞায় তদা মাতৃবচনং হিমবৎসুতা ।
 সখীভ্যাং জ্ঞাপয়ামাস পিতরং তপসোদ্যমম্ ॥ ২৪
 স তু জ্ঞাত্বা গিরিপতিস্তপসে চরিতোদ্যমম্ ।
 দ্রুহিতুশ্চানুমেনে চ নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ২৫
 সানুজ্ঞাপা তদা তাতং যত্র দক্ষো মনোভবঃ ।
 শঙ্কুনা প্রযযৌ তত্র গঙ্গাবতরণং প্রতি ॥ ২৬
 গঙ্গাবতরণং নাম প্রস্থো হিমবতঃ স চ ।
 হরশৃগোহং দদৃশে কালা তচ্চিস্তয়া তদা ॥ ২৭
 যত্র স্থিত্বা পুরা শঙ্কুধ্যানবানভবদ্ ভূশম্ ।
 তত্র ক্ষণন্ত সা স্থিত্বা বভূব বিরহাদ্ধিতা ॥ ২৮
 হা হরেতি ক্ষণং তত্র রোদমানা গিরেঃ সুতা ।
 বিললাপাতিদ্বঃখার্থা চিন্তাশোকসমব্রিতা ॥ ২৯
 ক্ষণং বিলপ্য সা কালী শ্মৃত্বা পূৰ্ব্বোক্তবৎ তদা ।
 হার্দং হরন্ত সা মোহমবাপ কমলেক্ষণা ॥ ৩০
 ততশ্চিরেণ সা মোহং ধৈর্য্যাং সংস্তুভ্য ভামিনী ।
 নিয়মায়াভবন্তত্র দীক্ষিতা হিমবৎসুতা ॥ ৩১

স্ত্রীগণের স্বামী ভিন্ন বনগমন আমি কখনও শুনি নাই ; অতএব পুত্রি ! তুমি
 তপস্যার জন্য তপোবনে যাত্রা করিও না । ২২

যেহেতু তপোধন-গমনোদ্যত তনয়াকে “উমা” এই সম্বোধন করিয়া মেনকা
 নিবেদন করিলেন, সেই জন্য তাঁহার উমা নাম হইল । ২৩

তাহার পর গিরিজা মাতার অভিশ্রাব বৃদ্ধিয়া সখীগণদ্বারা পিতাকে
 তপস্যার উদ্যোগ জানাইলেন । ২৪

গিরিপতি দ্রুহিতার তপস্যার উদ্যম জানিয়া বিশেষ হৃষ্ট না হইয়াও অনু-
 মোদন করিলেন । ২৫

পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া যে স্থানে মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়া-
 ছিলেন, সেই স্থানে গঙ্গাবতরণে গমন করিলেন । ২৬

কালী হিমবৎপ্রস্থ গঙ্গাবতরণ-প্রদেশ হর-শৃগ দেখিলেন এবং যে স্থানে
 শঙ্কু, ধ্যানস্থ ছিলেন, সেই স্থানে গিরিসুতা বিরহাদ্ধিত-চিত্তে ক্ষণকাল অবস্থান
 করিয়া ‘হা হর !’ এই শব্দে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন ; চিন্তা, শোক
 ও দুঃখে নিতান্ত পীড়িতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । ২৭-২৯

তাহার পর ক্ষণকাল বিলাপ করিয়া, কমলেক্ষণা কালী, সেই সময়ে পূর্ব
 বৃত্তান্ত স্মরণ করত হৃদয়স্থিত হর-সম্বন্ধীয় মোহ প্রাপ্ত হইলেন । ৩০

তাহার পর কিছু সময় গত হইলে কালী সেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া মোহ
 সম্বরণ করিলেন । হিমালয়-সুতা নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত দীক্ষিতা
 হইয়াছিলেন । ৩১

প্রথমং নিয়মস্তয়া বভূব ফলভোজনম্ ।
 চর্যা পক্ষাতপা চিভা শান্তবী শান্তবো জপঃ ॥ ৩২
 যজ্ঞৈর্দারুভিঃ শুক্লৈশ্চতুর্দিকু চতুষ্কৃতম্ ।
 বহিসংস্থাপনং গ্রীষ্মে তীক্ষ্ণাং শুভ্র পক্ষমঃ ॥ ৩৩
 হস্তান্তরে চতুর্বহীন্ কৃতা বৈশ্বানরেষ্টিনা ।
 তন্মধ্যস্থা সূর্য্যবিষ্মং বীক্ষন্তী বহুলাং শুকা ॥ ৩৪
 গ্রীষ্মং নিম্নে বহিমধ্যে শিশিরে ভোয়বাসিনী ।
 প্রথমং ফলভোগেন দ্বিতীয়ং ভোয়ভোজনম্ ॥ ৩৫
 তৃতীয়ন্ত স্বয়ম্পাতি-বৃক্ষপল্লবভোজনম্ ।
 ক্রমেণ তু ভদা পর্ণং নিরম্য হিমবৎসুতা ॥ ৩৬
 নিরাহারব্রতা ভূতা তপশ্চরণখিলিকা ॥ ৩৭
 আহারে ত্যক্তপর্ণাভূদ যস্মাচ্ছিমবতঃ সুতা ।
 তেন দেবৈরপর্ণেতি কথিতা পৃথিবীতলে ॥ ৩৮
 পক্ষাতপব্রতেনৈব ভোয়ানাক্ষ প্রবেশনৈঃ ।
 একপাদাস্থিতা সা তু বসন্তে হিমবৎসুতা ॥ ৩৯
 ষড়ক্ষরং জপন্তী সা চিরং তেপে তপো মহৎ ।
 চীরবহুলসংবীতা জটাসজ্জাতধারিণী ॥ ৪০
 কৃশাক্ষী চিন্তনে শক্তা জিগায় তপসা মুনীন্ ।
 তাং তপশ্চরণে শক্তাং ররক্ষ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
 আপ্যায়তি স্ম স তদা ভয়াত্রক্ষতি হর্ষিতঃ ॥ ৪১

তাহার প্রথম নিয়ম—ফলভোজন দ্বারা নিষ্পন্ন হইল। তৎপরে গিরিজা, শঙ্কু-সম্বন্ধে চিভা ও শঙ্কুর নাম জপই পক্ষতপে কর্তব্য মনে করিয়া যজ্ঞায় শুক কাষ্ঠদ্বারা চারিদিকে চারিভাগ করত তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং সূর্য্যদ্বারা পক্ষায়ি পূর্ণ হইল। ৩২-৩৩

নিজ আসনের একহস্ত পরিমাণ দূরে চারিদিকে চারি ভাগে বৈশ্বানর-যজ্ঞ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যে বহুব্রত-বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর উর্দ্ধমুখে সূর্য্যাকিরণ অবলোকন করত অবস্থান করিতেন এবং শীতকালে ভোয়মধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩৪-৩৫

প্রথম ফলাহারে, দ্বিতীয়তঃ ভোয়াহারে, তৃতীয়তঃ স্বয়ম্পতিত বৃক্ষ-পত্র ভোজন করিয়া, ক্রমে পতিত পত্র পরিত্যাগ করিয়া নিরাহারেই তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

দেবা, আহারে পত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবগণ তাহার নাম ‘অপর্ণা’ রাখিলেন। ৩৮

হিমালয়সুতা কোন সময়ে পক্ষতপ অবলম্বন করিয়া, কোন সময়ে জলে প্রবেশ করিয়া, কোন সময়ে এক পদাবলম্বনে স্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৯

ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করত বহুকাল তপস্যা করিলেন। তিনি চীর বহুলদ্বারা আবদ্ধা এবং জটধারিণী ছিলেন। ৪০

কৃশাক্ষী কালী চিন্তাবিষয়ে অত্যন্ত সক্ষমা হইয়া মুনিদিগকে পরাজয়

এবং তস্মাস্তপস্যস্ত্যাস্তিস্তপস্যামহেশ্বরম্ ।
 ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি জগদুঃ কাল্যাস্তপোবনে ॥ ৪২/
 ষট্‌ত্রিবিধসহস্রাণি সংকুতা বীক্ষণং স্বয়ম্ ।
 দৈবেন বিধিনা দেবী হরযোগ্যা তদাভবৎ ॥ ৪৩
 ষট্‌ত্রিবিধসহস্রান্তে স্বত্ৰ তেপে তপো হরঃ ।
 তত্র ক্ষণমথোষিত্বা চিন্তয়ামাস ভামিনী ॥ ৪৪
 নিয়মস্থানং মহাদেবঃ কিং মাং জানাতি নাধুনা ।
 যেনাহং সূচিরং তেন নানুজ্ঞাতা তপোরতা ॥ ৪৫
 লোকে নাস্ত্যত্র গিরিশঃ কিং তত্র মুনিভিঃ স্তভঃ ।
 সর্বজ্ঞঃ সর্বগো দেবো হরো দেবৈর্নিগদ্যতে ॥ ৪৬
 স সর্বগস্তু সর্বজ্ঞঃ সর্বাত্মা সর্বহৃদগতঃ ।
 সর্বভূতপ্রদো দেবঃ সর্বভাবনভাবনঃ ॥ ৪৭
 সতী চ মেনকা মাতা যদি চাহং বৃষধ্বজে ।
 সানুরক্তা ন চান্তশ্মিন্ স প্রসীদতু শঙ্করঃ ॥ ৪৮/
 যদি নারদবক্ত্রোথো মন্ত্রোহয়ং স্যাৎ ষড়ঙ্করঃ ।
 যদি ভক্ত্যা ময়া জপ্তং হরস্তেন প্রসীদতু ॥ ৪৯
 সত্যং যদি তপস্তপ্তং সত্যাক্ষারাবৃতিতঃ হরঃ ।
 সত্যং ভবেদ্ যদি তপো হরস্তেন প্রসীদতু ॥ ৫০

করিলেন। তপস্যাতে আসক্ত ব্যক্তিকে শঙ্কর স্বয়ং রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের সহিত আনন্দিতচিত্তে আপ্যায়িত করেন ও ভয়ে রক্ষা করেন। ৪৯

তপোবনে তপস্যারতা কালীব শঙ্করকে চিন্তা করিতে করিতে তিন সহস্র-বৎসর অতীত হইল। ৪২

তাহার পর অষ্টাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা আগমন করত দৈব-বিধি-অনুসারে তাহার সংস্কার করিলেন, তৎপরেই দেবী হরের গ্রহণযোগ্যা হইলেন। ৪৩

তাহার পর যেস্থানে মহাদেব অষ্টাদশ বৎসর তপস্যা করিয়াছেন, সেইস্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করত ভামিনী কালী চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৪

আমি নিয়ম-রতা হইয়া তপস্যা করিতেছি, তাহা বোধ হয় মহাদেব জানিতে পারেন নাই, যেহেতু বহুকাল তপোরতা হইয়াও তাহার বিদিত হইতে পারিলাম না। ৪৫

গিরীশ ইহলোকে নাই, এই যে মুনিগণ বলিয়া থাকেন, তাহা কি সত্য? কিন্তু দেবগণ বলিয়া থাকেন, শিব সর্বজ্ঞ সর্বগ দেব। ৪৬

যদি তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বগ, সর্বলোকের আত্মারূপ সর্বহৃদয়গত সর্ব-ঐশ্বর্যপ্রদ, সর্বভাবন দেব হন এবং আমার মাতা মেনকা যদি সতী হন ও আমি যদি অশ্রু অনুরক্তা না হইয়া বৃষধ্বজেই অনুরক্তা হইয়া থাকি, তাহা হইলে শঙ্কর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৭-৪৮

যদি নারদমুখনিঃসৃত এই ষড়ঙ্কর মন্ত্র হয় এবং আমি যদি ভক্তিপূর্বক জপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে হর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৯

যদি আমি তপস্যা করিয়া থাকি এবং হর যদি সত্য আরাধিত হইয়া থাকেন, যদি তপস্যা সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে হর প্রসন্ন হউন। ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বিচিন্তয়ন্তী সা যদাতিষ্ঠন্ধরাশ্রমে ।
 অধোমুখী দীনবেশা জটাবন্ধসমপ্তিতা ॥ ৫১
 তদৈব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ ব্রহ্মচারী ধৃতব্রতঃ ।
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ ধৃতদণ্ডকমণ্ডলুঃ ॥ ৫২
 ব্রাহ্মা স্রিয়া দীপ্যমানঃ স্বৰ্ণগৌরঃ সুশোভনঃ ।
 জটাজিঃ পরিবীতাভি-রুদ্রিক্তস্তনুদেহভূং ॥ ৫৩
 উপস্থিতস্তদা কালীং শঙ্কুব্রাহ্মণরূপধৃক্ ।
 আসাদ্য প্রথমং কালীং সমাভাষ্য তদা হিহঃ ॥ ৫৪
 জ্ঞাতুং প্রত্যক্ষতো রাগং শ্রোতুমিচ্ছংশ্চ তদ্যচঃ ।
 বাগ্মী বিচিহ্নবাকোন পপ্রচ্ছ গিরিজাং তদা ॥ ৫৫

ব্রাহ্মণ উবাচ—

কা ত্বং কস্ম্যসি কল্যাণি কিমর্থং বিজ্ঞনে বনে ।
 তপশ্চবসি দুর্জয়ং মূনিভিঃ প্রযতাত্মাভিঃ ॥ ৫৬
 ন বালা ত্বং নাপি বৃদ্ধা তরুণী চাতিশোভনা ।
 কথং পতিং বিনাভীকৃতং তপশ্চরসি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৭
 কিংবা তপস্বিনী ভদ্রে কস্ম্যচিং সহচারিণী ।
 তপস্বিনঃ স পুষ্পাদি সমাহৰ্ত্তুং গতোহন্যতঃ ॥ ৫৮
 এতন্মাম সমাচক্ষ যদি গুহ্যং ভবেম তে ॥ ৫৯
 যদি তে হৃদয়ে মন্যুঃ কচ্চিৎসতি সম্প্রতি ।
 তদাচক্ষ, সমর্থোহস্মি তমহং চাপি বারিতুম্ ॥ ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালী এইরূপ চিন্তা করত জটাবন্ধস-বন্ধা দীনবেশে অধোমুখী হইয়া হরের পূর্বের আবাসস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৫১

সেই সময়ে কোন এক ব্রাহ্মণ, কালীসমীপে উপস্থিত হইলেন, তিনি ব্রহ্ম-চর্য্যব্রতাবলম্বী ; তাঁহার কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু । ৫২

শরীর স্বর্ণের শ্যায় গৌর, ব্রহ্মার শোভার শ্যায় প্রদীপ্ত দেহ-ভাগ, বিস্তৃত-জট-কলাপে শোভিত ; শঙ্কু এই ব্রাহ্মণরূপধারী । ৫৩

ব্রাহ্মণ-রূপা শঙ্কু—প্রথমত কালীসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে অনু-রাগ জানিবার জন্য এবং তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বাগ্মী গিরিজাকে বিচিহ্ন বাক্যের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন । ৫৪-৫৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি কে ? এবং কাহার কন্যা ? কি জন্মই বা প্রযতাত্মা মূনিদিগের দুর্জয় তপশ্চরণ করিতেছ ? ৫৬

তুমি বালাও নহ এবং বৃদ্ধাও নহ—অতি শোভাশালিনী তরুণী ; সম্প্রতি পতি ভিন্ন কি জন্য এই তপস্যা করিতেছ ? ৫৭

ভদ্রে । তুমি কাহারও কি সহচারিণী তপস্বিনী ? তোমার তপস্বী কি অন্য স্থানে পুষ্পাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন ? ৫৮

যদি তোমার গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট বল । ৫৯

ইতু্যক্তা তেন বিপ্রেশ গিরিজাথ নিজাং সখীম্ ।
 তস্যোত্তরপ্রদানায় কটাক্ষেণ শ্রযোজয়ৎ ॥ ৬১
 সা সখী বিজয়া তস্যা বচনাদ্ ব্রাহ্মণং তদা ।
 প্রোবাচেদং যথাতথ্যং বৌদ্ধস্তী গিরিজামুখম্ ॥ ৬২
 এতস্ম গিরিরাজস্য তনয়েয়ং দ্বিজোত্তম ।
 খ্যাতা চ পার্শ্বতী নান্না কালীতি চ সুশোভনা ॥ ৬৩
 উহে যন্ন চ কেনাপি শঙ্করং বুধধ্বজম্ ।
 বাহুস্তী দয়িতং তীব্রং তপশ্চরতি বৈ পতিম্ ॥ ৬৪
 ত্রোণি বর্ষসহস্রাণি তপস্তপতি ভামিনী ।
 ন শঙ্করো গিরিসূতামদ্যাপ্যভূপপদ্যতে ॥ ৬৫
 শঙ্করো গিরিশো দেবঃ সর্বগঃ পরমেশ্বরঃ ।
 ইতি শ্রু গদ্যতে দেবৈর্মুনিভিষ্চ তপোধনৈঃ ॥ ৬৬
 কিমেনাং স ন জানাতি কিং সানৌ নাস্তি বা গিরেঃ ।
 ইতি চিন্তাবিষয়েয়মদ্য নো লভতে সুখম্ ॥ ৬৭
 অপ্রার্থিতস্ত্বমনয়া দয়সে যদি বা সুখম্ ।
 তদৈনাং শঙ্করেণাদ্য ত্বং সঙ্গময় সুব্রত ॥ ৬৮
 ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মচারী তদা দ্বিজঃ ।
 শ্রয়মান ইদং বাক্যং হেলয়োবাচ পার্শ্বতীম্ ॥ ৬৯

যদি তোমার হৃদয়ে দুঃখের কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে বল, তাহার নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত আমি সমর্থ হইব । ৬০

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে গিরিজা তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত নিজ সখী বিজয়াকে নয়ন-সঙ্কেতে নিয়োগ করিলেন । ৬১

বিজয়া, কালীর বাক্যানুসারে গিরিজার মুখপানে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণকে সত্য বাক্যে উত্তর প্রদান করিতে লাগিল । ৬২

হে দ্বিজোত্তম । ইনি গিরিরাজের তনয়া, ইহার নাম কালী ; এবং পার্শ্বতী নামও ইহার খ্যাত আছে । ৬৩

ইহাকে কেহ পরিণয় করে নাই, বুধধ্বজ শঙ্করকে পতিপদে বরণ করিতে বাহ্য করিয়া তীব্র তপশ্চরণ করিতেছেন । ৬৪

ভবানী কালী তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু শঙ্কর অদ্য পর্য্যন্তও গিরি-সূতাকে গ্রহণ করিলেন না । ৬৫

তাপসগণ ও দেবগণ বলিয়া থাকেন ; শঙ্করদেব গিরিশ সর্বগত এবং সর্বজ্ঞ । ৬৬

তাহা হইলে ইহাকে কি তিনি জানিতে পারিলেন না ? অদ্য এই চিন্তা-পরবশা হইয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইতেছেন । ৬৭

অতএব হে সুব্রত । আমাদের সখী প্রার্থনা না করিলেও অনুগ্রহপূর্বক আপনি ইহার প্রতি দয়া করুন ; এবং সখীকে শঙ্করের সহিত সঙ্গতা করুন । ৬৮

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী দ্বিজ, কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্বক পার্শ্বতীকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৬৯

ব্রাহ্মণ উবাচ—

অমোঘদর্শনশ্চাম্মি হস্রং চানয়িতুং ক্ষমঃ ।
 কিস্ত্বেকং নিগদাম্যাদ্য নিশ্চিতং মন্যতং শৃণু ॥ ৭০
 জানাম্যাহং মহাদেবং তং বদামি শৃণু মে ।
 বৃষধ্বজো মহাদেবো ভূতিলেপী জটধরঃ ।
 ব্যাঘ্রচর্ম্যাং শুকশ্চৈকঃ সংবীতো গজকৃন্তিনা ॥ ৭১
 কপালধারী সপেণীষৈঃ সর্বগাত্রেষু বেষ্টিতঃ ।
 বিষদগ্নগলদ্ব্যক্ষৌ বিরূপাক্ষৌ বিভীষণঃ ॥ ৭২
 অব্যক্তজন্মা সততং গৃহভোগ্যবিবজ্জিতঃ ।
 জ্ঞাতিভিব্যাক্ষবেহীনা ভক্ষাভোজ্যবিবজ্জিতঃ ॥ ৭৩
 শ্মশানবাসী সততং সংসঙ্গপরিবজ্জিতঃ ॥ ৭৪
 গর্জ্জদ্বির্ভিকটৈস্তৌক্ক্ষভূতৌষৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৭৫
 শৃঙ্গাররসহীনশ্চ ভাৰ্যাপুত্রবিবজ্জিতঃ ।
 কেন বা কারণেন ত্বং ভর্তারং তং সমীহসে ॥ ৭৬
 পূৰ্বেং শ্রুতং ময়া চৈব তস্মাপবমিদং কৃতম্ ।
 শৃণু তে নিগদাম্যাদ্য যদি তে গুরু রোচতে ॥ ৭৭
 দক্ষস্য হুহিতা সাধ্বী সতী বৃষভবাহনম্ ।
 বব্রে পতিং পুরা দৈবাং সন্তোগপরিবজ্জিতম্ ॥ ৭৮
 কপালিজায়েতি সতী দক্ষেন পরিবজ্জিতা ।
 যজ্ঞভাগপ্রদানায় শত্ৰুশ্চাপি বিবজ্জিতঃ ॥ ৭৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমার দর্শন কখনও বিফল হয় না, আমি শিবকে আনিতে পারি, কিন্তু একটি কথা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়রূপে শ্রবণ কর । ৭০

আমি মহাদেবকে জানি, তাহার বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর ; মহাদেবের বাহন বৃষ, অঙ্গে নিরন্তর ভূতি লেপন করে এবং জটধারী, তাহার ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান এবং গজচর্ম উত্তরীয় । ৭১

নর-কপালধারী-সর্পসমূহের দ্বারা সর্বগাত্রে বেষ্টিত এবং বিষবেগে দক্ষ গলদেশে অক্ষমালা ; সে বিরূপাক্ষ এবং ভয়ঙ্কর । ৭২

তাঁহার জন্মের কোন নিশ্চয় নাই ; সে সর্বদা গৃহভোগত্যাগী, জ্ঞাতি ও বান্ধবাদি-শূন্য, তাহার ভোজনব্যাপার ও ভোজনীয় দ্রব্যের কোন সংশ্রব নাই । তিনি নিরন্তর শ্মশানবাসী, সংসঙ্গবজ্জিত । ৭৩-৭৪

নিরন্তর গর্জনকারী বিকট ভূতগণের মধ্যে তাহার সর্বদা বাস । ৭৫

সে শৃঙ্গারাদি-রসশূন্য ও ভাৰ্যাপুত্ররহিত, অতএব কি জন্ম তুমি তাহাকে পতিভে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ৭৬

আমি পূৰ্বে শুনিয়াছি ; সে একটি কার্য্য করিয়াছে, তাহা বলিতেছি ; যদি তোমাদের অভিরুচি হয় তাহা হইলে গ্রহণ করিবে । ৭৭

পূৰ্বে দক্ষকন্যা সাধ্বী সতী, দৈববশতঃ সন্তোগবজ্জিত বৃষধ্বজকে পতিভে বরণ বরিয়াছিলেন । ৭৮

‘কপালীর জায়া’ এই বলিয়া দক্ষ, কন্যাকে পরিত্যাগ করেন এবং যজ্ঞভাগ শিবকে প্রদান করিলেন না । ৭৯

সাধ তেনাপমানেন ভৃশং শোকাকুলা সতী ।
 ভত্যাঙ্গ স্বাং প্রিয়াং প্রাণাংস্তরা ত্যক্তশ শঙ্করঃ ॥ ৮০
 ত্বং জীরত্বং তব পিতা রাজা নিখিলভূতাম্ ।
 তথাবিধং পতিং কন্মাদ্বগ্ৰেণ তপসেহসে ॥ ৮১
 দেবেভ্যো বা ধনেশো বা পবনো বাপ্যাপাং পতিঃ ।
 অগ্নির্বান্ধঃ সুরো বাপি স্বর্বেদ্যাবস্মিনাবপি ॥ ৮২
 বিদ্যাধরো বা গন্ধর্বো নাগো বা মানুষোহথ বা ।
 রূপযৌবনসম্পন্নঃ সমস্তগুণসংযুতঃ ॥ ৮৩
 স তে যোগ্যঃ পতিঃ শ্রীমান্দারকুলসম্ভবঃ ॥ ৮৪
 যেন ত্বং বহুরত্নোৎপন্নিস্তেহনর্থবিস্কৃতে ।
 মাল্যপ্রবরসংযুক্তে ধূপচূর্ণৈঃ সুবাসিতে ॥ ৮৫
 মৃদাস্তরুণসংযুক্তে বিস্কৃতে সুমনোহরে ।
 চারুপ্রাসাদগর্ভস্থে জাহ্নবদবিচিত্রিতে ।
 শয্যাভলে সমাসাদ্য স যোগ্যস্তে ভবেৎ পতিঃ ॥ ৮৬
 এবং জাতাদ্য সুভগে যদি বাহুসি শঙ্করম্ ।
 কিস্তে তপোভিঃ সুতরামহং তং যোজয়ে ত্বয়া ॥ ৮৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তদা কালী ব্রাহ্মণস্তোত্তরং তদা ।
 মিতস্তথ্যং জগাদৈদনং ব্রাহ্মণং কোপসংযুতা ॥ ৮৮

কাল্যাণাচ—

ন জানাসি হরং দেবং ত্বং জানামীতি ভাষসে ।
 বহির্হৃদ্যন্তে তন্তে কথিতং দ্বিজনন্দন ॥ ৮৯

সতী সেই অপমানে অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া নিজের প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং হরকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ৮০

তুমি জীদিগের মধ্যে রত্নরূপা এবং তোমার পিতা সমস্ত পর্বতের রাজা, তাঁহার সমক্ষে এইরূপ পতিকে কিজন্ম উগ্র তপস্যার দ্বারা বরণ করিতেছ ? ৮১

দেবেভ্য, কুবের, পবন, অগ্নি, কি অন্য সুরগণ অথবা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, নাগ, মনুষ্য—ইহার মধ্যে রূপ ও নবযৌবনসম্পন্ন যে কেহ হয়, প্রশস্ত-কুলোদ্ভব সেই শ্রীমান ব্যক্তিই তোমার পতির যোগ্য । ৮২-৮৪

যাহার সহিত তুমি বহুরত্নপূর্ণ সুবিস্কৃত মাল্যসমূহ-সংযুক্ত ধূপচূর্ণের দ্বারা সুবাসিত স্বর্ণখচিত আভরণ-সংযুক্ত বিস্কৃত মনোহর সুবর্ণবিভূষিত সুন্দর প্রাসাদ-মধ্যে শয্যাভলে সুখভোগে রত হইতে পার, সেই পতিই তোমার উপযুক্ত । ৮৫-৮৬

হে সুভগে । যদি ইহা জানিয়াও শঙ্করকে বাহা কর, তাহা হইলে তোমার তপস্যার প্রয়োজন নাই ; আমি তোমাকে হর সহ সঙ্গতা করিষ । ৮৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালী ব্রাহ্মণের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পরিমিত ও সভ্যবাক্য বলিলেন । ৮৮

কালী বলিলেন,—হে দ্বিজনন্দন । আপনি হরকে বিশেষ না জানিয়া

যস্য ভাবং ন জানন্তি সেক্সা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
 ভস্য ত্বং বিপ্রতনয় শিত্তজ্জ'স্মি'কিং ভবম্ ॥ ১০
 যচ্ছূতং ভবতা নীচবদনাদ্ ভাষিতং লঘু ।
 ইতস্তত্তত্ত্ব জ্ঞৈব ভাষসে ত্বম দুষ্টবান্ ॥ ১১
 তস্মাত্ততো বরং নাহং বাহুয়ে নাপি বা পতিম্ ।
 অগ্ৰহদ ন চ ততো বাহুয়ে হরসঙ্গমম্ ॥ ১২
 ইতুক্ত্বা গিরিজা বিপ্রমবলোক্য সখীমুখম্ ।
 ইদমাহ তদা কালী সংশয়াক্রুচেতনা ॥ ১৩
 মহতা চিন্তনেনেহ তপসারামিতো হরঃ ।
 ভগ্নমাগ্রে বিপ্রসূতো নিন্দিত্বং বাক্যমুক্তবান্ ।
 তদহং চাপনেস্থামি স্তুতিবাকোন সাম্প্রতম্ ॥ ১৪
 মহাত্মনাঞ্চ যো নিন্দাং শৃণোতি কুরুতেহথ বা ।
 তয়োরাগঃ সমং পূৰ্ব্বং ময়া তাতমুখাচ্ছূতম্ ॥ ১৫
 তস্মাত্তদপনেস্থেহং তন্নিষেধম্ বিপ্রকম্ ॥ ১৬
 ইতুক্ত্বা সা সখীং কালী শঙ্কুসঙ্গতমানসা ।
 আগঃসম্মার্জনায়াশ্চ হরং স্তোতুমুপাক্রমং ॥ ১৭

কাদ্বাচ—

নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় কারণত্রয়হেতবে ।

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ ১৮

এরূপ বলিতেছেন, তাঁহার বাহুভাব দর্শন করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ।

১৯

ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যাহার ভাব জানিতে অক্ষম, আপনি শিত্ত
 বিপ্রতনয় হইয়া কি তাঁহার ভাব জানিতে পারিবেন ? ১০

আপনি হরকে না দেখিয়া কোন নীচ ব্যক্তির মুখে এই কুৎসিত বাক্য শ্রবণ
 করিয়া এরূপ বলিতেছেন । ১১

সেই মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ পতিকে আমি বাহু্য করি না ; অগ্নের বাক্য
 শ্রবণ করিতে ইচ্ছাও করি না ; হরসঙ্গমই নিরন্তর বাহু্য করি । ১২

গিরিজা বিপ্রকে এই কথা বলিয়া সখীর মুখ অবলোকন করত সংশয়িত-
 চিত্তে বলিতে লাগিলেন । ১৩

আমি এই স্থানে মহং চিন্তাপূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা হরকে আরাধনা করিতেছি,
 কিন্তু সেই আরাধা মহাদেবকে আমার সমক্ষে এই বিপ্রপুত্র নিন্দাবাক্য
 বলিতেছেন, অতএব ইহাকে স্তুতিবাক্য দ্বারা এখান হইতে দূর করি । ১৪

আমি পিতার মুখে পূর্ব্ব শ্রবণ করিয়াছি, মহাত্মাদিগের নিন্দা যে করে,
 এবং যে তাহা শ্রবণ করে, উভয়ের অপরাধই সমান হয় । ১৫

তাহা হইলে উহাকে এখান হইতে অপনয়ন করাই ভাল, অতএব তুমি
 বিপ্রকে নিষেধ কর । ১৬

কালী, সখীকে এই কথা বলিয়া শিব-নিন্দা-শ্রবণজনিত অপরাধ মার্জনের
 জন্য শঙ্কু-সঙ্গত-চিত্তে হরকে স্তব করিতে লাগিলেন । ১৭

কালী বলিলেন, কারণত্রয়ের হেতু জিতেগ্রিয় শিবকে আমি প্রণাম করি ।

বিজ্ঞানসৌভাগ্যসুহৃদগতায় তে
 প্রপঞ্চহীনায় হিরণ্যবাহবে ।
 নমোহিস্ত নারায়ণপদ্মসম্ভব
 প্রধানবীজায় জগদ্ধিতায় তে ॥ ৯৯
 ইতি স্তবস্তীং পুনরেব স দ্বিজ-
 স্তদা বচঃ কিঞ্চিদুদীরিতুং পুনঃ ।
 সমীক্ষ্য কালীমকরোং সযত্নকং
 বুদ্ধা সমাচক্ট সখীং গিরেঃ সূতা ॥ ১০০
 অয়ং দ্বিজঃ কিঞ্চন বস্ত্রমিচ্ছ-
 ত্যুগ্রং হরং চাপি ন সংবিদানঃ ।
 নিন্দন্নহি প্রাণহরীং হরস্য
 নিন্দামহং শ্রোতুমিহ ক্ষমামি ॥ ১০১
 যাবদ্বুরিবচোহস্ম্যাং ন শৃণোম্যধুনা সখি ।
 গচ্ছামি তাবদ্ব্যায় সমুত্তিষ্ঠামি মৎপ্রিয়ে ॥ ১০২
 ইত্যুক্ত্বা সা তয়া সখ্যা সহিতা হিমবৎসূতা ।
 প্রত্যস্থেহথ সমুখায় তদ্বৎসৃজ্য দ্বিজং হঠাৎ ॥ ১০৩
 অথ শঙ্কুনিজং রূপমাশ্বায় হিমবৎসূতাম্ ।
 তং সমুৎসৃজ্য গচ্ছন্তীং হরঃ স্মেরমুখোহব্রযাৎ ॥ ১০৪
 অহং হরো মহাদেবো মাং সংস্তৌষি ন চাধুনা ।
 সম্মুখীভব হে কালি সমাস্বাসয় শাকুরি ॥ ১০৫

হে পরমেশ্বর ! আপনিই একমাত্রগতি, অতএব আপনাকেই আত্মা উৎসর্গ করিতেছি । ৯৮

হ্রদগত উৎকৃষ্ট জ্ঞানশালী প্রপঞ্চহীন হিরণ্যবাহুকে আমি সাদরে প্রণিপাত করিতেছি এবং নারায়ণ-পদ্ম-সম্ভূত প্রধান বীজয়রূপ জগতের হিতসাধক গিরিশকে আমি নমস্কার করিতেছি । ৯৯

দ্বিজ, পুনর্বীর অপ্রিয় শিবনিন্দাবাক্য তাঁহাকে কিঞ্চিং বলিতে লাগিলেন ; কালিকে উদ্বেষ্ট করিয়া দ্বিজ, কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া গিরিসূতা সখীকে বলিলেন । ১০০

এই দ্বিজ উগ্র হরকে না জানিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু বলিতে উপক্রম করিতেছে, প্রাণ-বিনাশক হর-নিন্দা কিছুতেই আমি শুনিতে পারিব না । ১০১

সখি ! যত দূরে গমন করিলে এই দ্বিজ-বাক্য শুনিতে না পাই, আমি তত দূরে গমন করিয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি । ১০২

এই কথা বলিয়া হিমালয়সূতা হঠাৎ গাত্রোত্থান করত দ্বিজকে পরিত্যাগ করিয়া সখীর সহিত প্রস্থান করিলেন । ১০৩

অনন্তর শঙ্কু নিজরূপ ধারণ করত, কালী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া সহাস্যান্তঃকরণে তাঁহার পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন এবং বলিলেন । ১০৪

অয়ি শকুরি ! কালি ! আপনিই মহাদেব, আমি সেই হর, এখন আমার

ইত্যুক্ত্য স মহাদেবো গচ্ছন্তাঃ পুরতো গতঃ ।
 প্রসার্য হস্তো কালান্ত গতিং তস্যা বিরোধয়ন্ ॥ ১০৬
 সা বীক্ষ্য শঙ্কুবদনং তৎক্ষণাদভবচ্ছটাং ।
 অধোমুখী তড়িষাতচকিতৈব গিরেঃ সূতা ॥ ১০৭
 মন্দাক্ষং প্রীতিলজ্জাভিঃ সা জড়ৈব তদাভবৎ ।
 বক্তৃঞ্চ নাশকং কিক্লিষিবক্ষুরপি ভামিনী ॥ ১০৮
 মনোরথানাং সিদ্ধ্যা তু সুখাভিরিব পুরিতম্ ।
 শরীরমভ্যন্তর্য্য মুদা পূর্ণং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০৯
 ষট্‌দ্বিবর্ষসহস্রৈশ্চ তপঃক্লেশমবিস্মত ।
 যন্তং ক্ষণং সমুসৃজ্য সম্বোধমুদিতাভবৎ ॥ ১১০
 তাক্ষ বীক্ষ্য তথাভূতাং প্রণয়াদ্ বৃষভধ্বজঃ ।
 কামেন ভষ্মরূপেণ গাত্রস্থেন চ মোহিতঃ ॥ ১১১
 অথ তাং বিরহোদ্রিক্তঃ সমেত্য বৃষভধ্বজঃ ।
 সম্বোধয়ন্নিতং চাটুবচনং প্রোক্তবান্ মুদা ॥ ১১২
 ন তু সুন্দরি মাং বক্তৃং কিক্লনাপি তুমীহসে ।
 তপঃক্লেশং স্মরন্তী কিং মছ্যং কুপাসি সাম্প্রতম্ ॥ ১১৩
 অহং পরিতপ্যামি ত্বায়ুতে সুভগে মম ।
 সময়াদ্ যং সমারজং তপস্তপ্তং তয়া সমম্ ॥ ১১৪

সম্ভাষণ করিতেছ না কেন ? তুমি সম্মুখিনী হও, আমাকে আশ্বাস প্রদান কর ।
 ১০৫

এই কথা বলিয়া মহাদেব কালীর অগ্রভাগে যাইয়া হস্ত প্রসারণ করত
 তাঁহার গতিরোধ করিলেন । ১০৬

গিরি-সূতা শঙ্কুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ভয়ে চকিতের গায় হঠাৎ
 অধোমুখী হইলেন । ১০৭

অত্যন্ত লজ্জা ও প্রীতিতে সে সময়ে তিনি জড়ের গায় হইয়া পড়িয়া
 রহিলেন । ভামিনী, বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিছু বলিবার নিমিত্ত সক্ষম
 হইলেন না । ১০৮

হে দ্বিজোত্তমগণ ! মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার শরীর যেরূপ
 সুখা-পূর্ণ হয়, সেইরূপ আনন্দপূর্ণ হইল । ১০৯

অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে সমস্ত তপঃক্লেশ পাইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ
 সমস্ত পরিত্যাগ করত আনন্দিতা হইলেন । ১১০

বৃষধ্বজ, কালীকে সেইরূপ দেখিয়া প্রণয়বশতঃ গাত্রস্থ ভষ্মরূপ কাম দ্বারা
 মোহিত হইলেন । ১১১

অনন্তর, বিরহোদ্রিক্ত বৃষধ্বজ কালীকে প্রাপ্ত হইয়া সম্বোধন করত হর্ষোৎ-
 ফুল্লচিত্তে কিক্লিৎ চতুরতায়ুক্ত বাক্য বলিলেন । ১১২

হে সুন্দরি ! তুমি আমাকে কিছুই বলিতেছ না, তবে কি তপঃক্লেশ স্মরণ
 করিয়া আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া রহিয়াছ । ১১৩

হে সুভগে ! আমিও তোমা বিহনে পরিতাপ ভোগ করিতেছি ; আমার
 নিয়মের নিমিত্ত তুমি তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমার সহিত
 অনুরক্ত হই না । ১১৪

সানুরক্তোহথ সংকৃত্য ভবিষ্যামি হুয়া প্রিয়ে ।
 অধুনা সমভীতো মে যঃ কৃতঃ সময়ো ময়া ॥ ১১৫
 তপসে ভবতী চাপি তপসৈব সুসংকৃত্য ॥ ১১৬
 সন্ধিস্তনেন অপোন তীক্ৰেণ তপসা তদা ।
 মূল্যেন মহতা ক্রীতো দাসোহহং মাং নিষোজয় ॥ ১১৭
 তদজ্ঞানাং সংস্করণে জটানাক প্রসাধনে ।
 প্রমুচ্য বঙ্কলং গাঢ়াচার্জং শুকনিবেশনে ॥ ১১৮
 হারনুপুরকেয়ুর-কাঞ্চাদিপরিশাপনে ॥
 ক্রতং নিষোজয় শুভে যদি স্নেহোহস্তি মাদৃশি ॥ ১১৯
 নির্দোহো যো ময়া কামো ভগ্নরূপেণ যন্তনৌ ।
 স্থিতো মাং প্রতিকৃত্যেব তদগ্রে দদ্ধমিচ্ছতি ॥ ১২০
 তস্মাদ্ভদ্র মাং কামাভ্যগ্নেবিব মনোহরে ।
 তদজ্ঞামৃতদানেন প্রসীদ দয়িতে মম ॥ ১২১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০

তাহার পর প্রিয়ে! তপোবলে তুমি সংস্কার-সম্পন্ন হইলে তোমাতে
 অনুরক্ত হইয়াছি। আমি যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তপস্যার জন্য তাহা
 অতীত হইয়াছে, তুমিও তপস্যা দ্বারা সংকৃত্য হইয়াছ। ১১৫-১১৬

সচ্চিন্তা, জপ এবং তীক্ৰ তপস্যা-রূপ মহৎ মূল্য দ্বারা আমি তোমার
 ক্রীতদাস হইয়াছি। ১১৭

অতএব তোমার অঙ্গ-সংস্কার, জটাসমূহের সংস্কার ও গাঢ় হইতে বঙ্কল
 মুক্ত করিয়া মনোহর বস্ত্র নিবেশ করিতে, হার, নুপুর, কেয়ুর, জ্ঞাদি পরিধান
 করাইতে—শীঘ্র নিয়োগ করিয়া আমাতে স্নেহ প্রকাশ কর। ১১৮-১১৯

আমার নেত্রানলে দদ্ধ মদন ভগ্নরূপে আমার অঙ্গেই বাস করিতেছেন ;
 সে যেন প্রতিকার করিবার নিমিত্তই তোমার সমক্ষে আমাকে দদ্ধ করিতেছে ।
 ১২০

অগ্নি মনোহারিণি। তোমার অঙ্গরূপ অমৃত দান করিয়া সেই অগ্নি-সদৃশ
 কাম হইতে আমাকে উদ্ধার কর। দয়িতে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১২১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০

চতুঃশতাব্দীরশোঃধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ঋত্বা বচঃ শস্তোঃগিরিজাতীর হৃষিতা ।
 মেনে প্রাপ্তং তদা শঙ্কুং সুন্দরং দদিতং পতিম্ ॥ ১
 অথ প্রাহ তদা কালী সখীবক্ত্রেণ শঙ্করম্ ।
 যথা স শূণ্ডতে বাক্যং ত্রোতুমিচ্ছংশ্চ শঙ্করঃ ॥ ২
 ন সন্ধাবতিভেদেন প্রবর্ত্তন্তেহত্র সজ্জনাঃ ।
 মর্যাদয়া হরন্তং মে পাণিঃ গৃহ্নাতু শঙ্করঃ ॥ ৩
 পিতৃদত্তা ভবেৎ কণ্ঠা তপোদত্তা ভবেন্ন হি ।
 তপসা চেৎ প্রদত্তাহং মাং তাতশ্চ প্রদাম্যতি ॥ ৪
 তস্মাৎ সম্প্রার্থ্য পিতরং হিমবন্তং নগেশ্বরম্ ।
 বৈবাহিকেন বিধিনা পাণিঃ গৃহ্নাতু মে হবঃ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তা বিররামাথ কালী লজ্জাসমম্বিতা ।
 হরোহপি তদ্যচঃ সত্যং তথ্যং যোগ্যং তদাগ্রহীৎ ॥ ৬
 ততঃ স সগগঃ শঙ্কুস্তত্র বাসং তদাকরোৎ ।
 গজাবতরণে সানৌ যথা পূর্ব্বং তথাধুনা ॥ ৭
 কালী পিতৃগৃহং যাতা সখীভিঃ পরিবারিতা ।
 নালোকয়ন্তী সা দীনা গুরুণাং বদনং সতী ॥ ৮

শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—গিরিজা, শঙ্কুবাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে বিবেচনা করিলেন, মনোহর পতি পাইয়াছি । ১

অনন্তর কালী, যেৰূপে শঙ্কর স্তনিতে পান এবং স্তনিয়া উৎসুক হন, সেই ভাবে সখী দ্বারা বলাইলেন । ২

সজ্জনেরা মর্যাদানুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হর, মর্যাদা-অনুসারে আমার পাণিগ্রহণ করুন । ৩

কণ্ঠা পিতৃদত্তাই হইয়া থাকে, তপোদত্তা কখনও হয় না ; যদি আমি তপোদত্তাই হইয়া থাকি, তাহা হইলেও পিতা আমাকে প্রদান করিবেন । ৪

তবে পিতা হিমালয়ের নিকট, প্রার্থনা করিয়া বৈবাহিক বিধিমতে হর আমার পাণিগ্রহণ করুন । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া কালী লজ্জাপরবশ-চিত্তে শীঘ্র মৌনভাবে অবলম্বন করিলেন, হরও সেই বাক্য সত্য ও হিতকর এবং যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন । ৬

তাহার পর শঙ্কু, গণের সহিত সেই গজাবতরণ সানুতে পূর্ব্বের স্থায় বাস করিতে লাগিলেন । ৭

কালী সখীগণের সহিত পিতার গৃহে গমন করিলেন ; লজ্জাবশত সতী গুরুজনের মুখপানেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না । ৮

এতস্মিন্তরে সপ্ত মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্ ।
 চিন্তয়ামাস শশিভূং কালীং প্রার্থয়িতুং তদা ॥ ৯
 চিন্তিতাঃ সপ্ত মুনয়ন্তৎক্ষণান্মদনারিণা ।
 আকৃষ্টা ইব কেনাপি তৎসকাশমুপাগতাঃ ॥ ১০
 তান্ মুনীন্ দদৃশে শঙ্কুঃ সপ্তাশ্লোনিব দীপিতান্ ।
 অরুন্ধতীং বশিষ্ঠস্য সকাশে দদৃশে সতীম্ ॥ ১১
 অরুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠস্য সমীপতঃ ।
 মেনে যোষিদ্গ্রহং ধর্ম্মং মুনিভিষ্চাপ্যবজ্জিতম্ ॥ ১২
 ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বৈ সস্পৃজ্য বৃষভধ্বজম্ ।
 ইদমুচুঃ প্রহর্ষেণ স্মরণাক্ষিতাঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৩

ঋষয় উচুঃ—

যং প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে শুদ্ধরূপং
 চন্দ্রপ্রখ্যং চন্দ্রখণ্ডোপশোভি ।
 অন্তঃপ্রজ্ঞং ভাবিতং তস্মুনীনাম্
 ভাগ্যং দৃষ্টং ভাগধেয়েন মুক্তৈঃ ॥ ১৪
 প্রজ্ঞাতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পুরস্তা-
 ম্নিত্যং ধ্যায়ং ধ্যায়িনাম্ স্বপ্রকাশম্ ।
 পূজীভূতং বাহুতত্ত্বেন শম্বদ-
 যোগপ্রাপ্যং ধাম শঙ্কোরদারম্ ॥ ১৫
 দৃষ্ট্বা যসৌবাগ্রভাগং স নেত্রং
 ত্রাণায় স্যাৎদর্শনং সূর্য্যতুলাম্ ।
 তজ্জামেদং স্থানসর্ব্বস্য নিত্যং
 ভক্ত্যা স্তুত্যাং তং নমঃ শঙ্কুদেহম্ ॥ ১৬

ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, কালীর প্রার্থনার জন্ত মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মুনিকে চিন্তা করিলেন । ৯

মদনারি হর চিন্তা করিবামাত্রই মুনিগণ আকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় হর-সমীপে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন । ১০

শঙ্কু, মুনিগণকে প্রদীপ্ত সন্তাপাগ্নির ন্যায় দেখিলেন, তাহার পর বসিষ্ঠ-সমীপে তৎপত্নী অরুন্ধতীকে দেখিলেন । ১১

মুনি-সমীপে অরুন্ধতীকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, মুনিরাও দারপরিগ্রহ-ধর্ম্ম পরিভ্যাগ করেন না । ১২

তাহার পর স্মরণাকৃষ্ট মুনিগণ বৃষধ্বজকে বিধিমতে পূজা করত হর্ষ-গদগদ-চিত্তে এইরূপ প্রিয় বাক্য বলিলেন । ১৩

ঋষিগণ বলিলেন,—চন্দ্র-সদৃশ চন্দ্রখণ্ডের দ্বারা শোভিত এবং অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা দ্বারা বিশেষরূপে চিন্তিত সেই শুদ্ধরূপ অদ্য প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হইতেছেন । এটি মুনিগণের বহু অদৃষ্টকল । ১৪

প্রজ্ঞাতত্ত্ব এবং ধ্যানতত্ত্ব সম্মুখে উপস্থিত ধ্যানীদিগের মিরস্তুর খ্যেয় স্বয়ং প্রকাশমান, বাহার অগ্রভাগ দর্শন করিয়া নেত্রের সহিত দর্শক পরিভ্রাণ পায় । সেই সূর্য্যতুলাদর্শন, তেজের স্থান, সকলের পক্ষে নিত্য শঙ্কুদেহ—ভক্তি এবং স্তুতিপূর্ব্বক নমস্কার করি । ১৫-১৬

প্রকাশতে যঃ প্রথমাডিভাগতঃ
স্থিতঃ স বামে য ইহৈব নেতা ।

সোহস্ম্যাকমস্ত প্রথমং স্বসিদ্ধৈ

হরশ্য শক্ত্যা বিধৃতো ললাটে ॥ ১৭

যঃ প্রধানাত্মকঃ সত্ত্বরজোভ্যাং তমসান্বিতঃ ।

পুরুষঃ সর্বজগতাং স হরো নঃ প্রসীদতু ॥ ১৮

ইতি সংসৃত্য দেবেশং মুনয়ো বিনয়ানতাঃ ।

উচুঃ কিমর্থং ভবতা শ্রুতাস্তমো নিগদ্যতাম্ ॥ ১৯

তেষাং ভগ্নচেনং শ্রুতা শঙ্করঃ প্রহসন্নিব ।

জগাদ তাম্মুনীন সর্বানাভাষ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০

ঈশ্বর উবাচ—

হিতায় সর্বজগতাং সম্ভোগায়াঅনন্তথা ।

দারান্ গ্রহীতুমিচ্ছামি তথা সন্তানবৃদ্ধয়ে ॥ ২১

সহায়ং তত্র কুর্ব্বন্ত ভবন্তো মম সাম্প্রতম্ ।

মদার্থে চ ততঃ কালীং যাচস্তাং তুহিনাচলম্ ॥ ২২

মহতা তপসা কালী মাং পতিং লঘু বিন্দতাম্ ।

কিন্তু গ্রহীষ্যে বিধিনা তস্মাদ্ যাচন্তু তং গিরিম্ ॥ ২৩

যথা যথা স্বয়ং কালীং শৈলো দাতুং সমুৎসহেৎ ।

তথা তথা বিদধ্বং হি যুয়ং বাগ্ধিভবান্বিতাঃ ॥ ২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

হরং সম্বোধ্য মুনয়ো হৃগচ্ছন্ গিরিরাড়্গৃহম্ ।

• তেন প্রপূজিতান্তে তু প্রোচুস্তং মুনয়ো গিরিম্ ॥ ২৫

যে কলারূপে আদিভাগ স্থিত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন ; যাহাকে হর, শক্তি দ্বারা ললাটে ধারণ করিতেছেন ; তিনি আমাদের প্রথমতঃ সুসিদ্ধির নিমিত্ত হউন । ১৭

যিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রিতয়ের দ্বারা জগতের প্রধান পুরুষ, সেই হর, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ১৮

এইরূপ স্তব করিয়া বিনয়াধার মুনিগণ বলিলেন, আপনি আমাদেরকে কি জন্ত স্মরণ করিয়াছেন, তাহা বলুন । ১৯

তাহার পর শঙ্কর মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধভাবে সেই সমস্ত মুনিগণের প্রত্যেককে বলিলেন । ২০

জগতের হিতের জন্ত, নিজের সুখ ভোগের নিমিত্ত এবং সন্তানবৃদ্ধির জন্ত দার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । ২১

সেই বিষয়ে সম্প্রতি আপনাদের সাহায্য করিতে হইবে । আমার নিমিত্ত হিলালয়-সমীপে উৎসূতা কালীকে প্রার্থনা করিবেন । ২২

কালী, ব্রহ্মতপস্যা করিয়া আমাদের পতি লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু বিধি-ক্রমে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব গিরিসমীপে প্রার্থনা করুন । ২৩

আপনারা অভ্যস্ত বাগ্মী, অতএব যেরূপে হিমালয় স্বয়ং কালীকে প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হন, সেইরূপ যত্ন করুন । ২৪

যশ্চন্দ্রশেখরো দেবো দেবদেবশ্চ যো যতঃ ।
 শাপানুগ্রহণে শক্তো য একো জগতাং পতিঃ ॥ ২৬
 যঃ সংহরতি সৰ্বানি জগন্তি প্রলয়ান্তবে ।
 যো বিভূতিপ্রদো ভক্তে নানারূপো মনোহরঃ ॥ ২৭
 স তে হৃদিতরং কালীং ভার্য্যাদাতুমিচ্ছতি ।
 যদি পশ্যসি ত্বং যোগ্যং বরং তং হৃদিতুঃ সমম্ ।
 তদা প্রযচ্ছ তনয়াং কালীং শশিভূতে গিরে ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তস্তৈগিরিপতিশ্চিরং ব্রহ্মদয়স্থিতম্ ॥ ২৯
 হৃদিতুশ্চ প্রিয়ং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য সম্বচনান্বদম্ ।
 আহ চেনং প্রকাশেন যুগ্মাভিস্ত্বহমাংগতৈঃ ॥ ৩০
 পাবিতো মুনিশার্দ্বলৈঃ পূরিতশ্চ মনোরথঃ ।
 দাস্যামি শম্ভবে পুত্রীং যুগ্মাভিঃ প্রার্থিতস্ত্বহম্ ॥ ৩১
 পূৰ্ব্বমেব তপস্তপ্ত্বা তয়েশঃ পতিরীহিতঃ ।
 ধাতুনিয়োজনমিদং কোহন্থথা কর্তৃমুৎসহেং ॥ ৩২
 কোহন্থঃ প্রার্থয়িতুং শক্তঃ সূতাং মম বিনা হরাং ।
 হরেণাবগৃহীতা যা তামন্থঃ কঃ সমুৎসহেং ॥ ৩৩
 হরং গৃহীত্বা মনসা নাশ্বং সাপীহ বাঞ্ছতি ।
 ইত্যুক্ত্বা মেনয়া সার্কং সূতাং দাতুঞ্চ শম্ভবে ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মুনিগণ হরকে সম্ভাষণ করিয়া গিরিভবনে গমন করিলেন এবং গিরিকর্তৃক পূজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন । ২৫

যিনি চন্দ্রশেখর দেব, যিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যিনি জগতের একমাত্র কর্তা, যাহাকে অভিশপ্ত ব্যক্তি জানিতে অক্ষম, যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎকে সংহার করেন যিনি ভক্তসমূহে ঐশ্বর্য্য দান এবং যিনি নানারূপে মনোহর । ২৬-২৭

তিনিই আপনার কন্যাকে ভার্য্যাভে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন । যদি তাহাকে আপনার কন্যার যোগ্য বর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে গিরিরাজ । সেই চন্দ্রশেখরের হস্তে কন্যা কালীকে সম্প্রদান করুন । ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মুনিগণ এই কথা বলিলে, গিরিপতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরুক সেই বর, হৃদিতার প্রিয় জানিতে পারিয়া হৃদয় সেই পথেই ধাবমান হইল । ২৯-৩০

প্রকাশ্যভাবে মুনিগণকে বলিলেন, ভবাদৃশ মুনিশ্রেষ্ঠদিগের আগমনে আমি পবিত্র হইলাম এবং আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, আপনাদের প্রার্থনা বশতই আমি হরকে সমর্পণ করিব । ৩১

পূৰ্ব্বে শিবকে পতি হইবার জন্য কালী কঠোর তপস্তা করিয়াছে । এটি বিধাতার নিয়োগ, অতএব কোন ব্যক্তি অন্যথা করিতে সক্ষম হইবে ? ৩২

আমার কন্যাকে হর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে পারে ? হর যাহাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না, কালীও হরকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কাহাকেও বাঞ্ছা করে না । ৩৩

অঙ্গীকৃত্য বিসৃষ্টান্তে হনুপ্রাপ্তমহেশ্বরম্ ।
 তে গতা মুনয়ঃ সৰ্বেষ মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ৩৫
 শৈলরাজো যদাচষ্ট তদুচূর্মদনারয়ে ।
 হিমবাংস্তনয়াং দাতুং তুভামুৎসহিতে হরঃ ॥ ৩৬
 যদিদানীং ত্বয়া কর্তৃং যুজ্যতে ক্রিয়তাং তু তৎ ॥
 অস্মাংশ্চাপ্যনুজানীহি হর গন্তং নিজাম্পদম্ ॥ ৩৭
 সিদ্ধং জ্ঞাত্বা হরঃ সাধ্যং মুদিতস্তান্ বিসৃষ্টবান্ ।
 যথাযোগ্যং সমাভাষ্য ক্রমাদেকৈকশো মুনীন্ ॥ ৩৮
 কালীবিবাহাবসরে যুয়মায়াত মাং প্রতি ।
 ইতি তে বৈ হরেনোক্তং প্রতিশ্রুত্যাৰ্য্যো যযুঃ ॥ ৩৯
 অথান্যোনাপ্রিয়তয়া কৃত্বা কৃত্বা গতগতম্ ।
 সময়ং কংরয়ামাস বিবাহায় হরো গিরিম্ ॥ ৪০
 মাধবে মাসি পঞ্চমাংসে সিতে পক্ষে গুরোদিনে ।
 চন্দ্রে চোত্তরফল্গুন্যাং ভরণ্যাদৌ স্থিতে রবৌ ॥ ৪১
 আগতা মুনয়স্তত্র মরীচিপ্রমুখা মুহুঃ ।
 হরণে চিন্তিতাঃ সৰ্বে তথা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ৪২
 তথা চ সৰ্বে দিক্‌পাল। মুনয়শ্চ তপোধনঃ ।
 শচ্যা সহ তথা শক্ৰো ব্রহ্মাণ্যাদান্ত মাतरঃ ॥ ৪৩

এই কথা বলিয়া গিরি মেনকার সহিত শিবকে পার্বতীদানে অঙ্গীকার করিলেন, মুনিগণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, শিব-সমীপে গমন করিলেন । ৩৪

হে দ্বিজগণ । মরীচ্যাদি ঋষিগণ গমন করিয়া, হিমালয় যাহা বলিয়াছেন তৎসমস্ত শিবকে বলিলেন । ৩৫

হে হর ! হিমালয় আপনাকেই কন্যা দান করিবার নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়াছেন । ৩৬

অতএব আপনার যাহা কর্তব্য তাহা করুন । ভগবন্ । আমাদিগকে স্বস্থানে যাইতে অনুমতি করুন । ৩৭

হর, কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, হ্রষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন । ৩৮

তাঁহাদের উপযুক্ত মত কথা বলিয়া প্রত্যেককে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, আপনারা কালীর বিবাহ সময়ে পুনর্বার আমার নিকট আগমন করিবেন । হর এই কথা বলিলে, মুনিগণ প্রতিশ্রুত হইয়া গমন করিলেন । ৩৯

তাঁহার পর গমনাগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হইলেন এবং হরের আজ্ঞানুসারে গিরি, বিবাহের সময় নিরূপণ করিলেন । ৪০

বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র-যুক্ত চন্দ্র এবং ভরণী নক্ষত্রস্থিত সূর্য্য হইলে সেই দিন মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ আগমন করিলেন । ৪১-৪২

হর, চিন্তা করিবারাত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ, সমস্ত দিক্‌পাল, মুনিগণ, শচীসহ ইন্দ্র, ব্রহ্মাণী আদি মাতৃগণ, ব্রহ্মাপুত্র নারদমুনি—ইহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন । ৪৩

নারদশ্চ গতন্তুঃ দেবযির্জ্ঞানঃ সুতঃ ।
 ঐতঃ পরিচরৈঃ সার্কং গণৈরাপ্যায়িতঃ স্বকৈঃ ॥ ৪৪
 বৈবাহিকেন বিধিনা গিরিপুত্রীং হরোহয়গ্রহীং ।
 বিবাহে গিরিজা শঙ্কোঃ সর্পা য়েহ্যৌ তনৌ স্থিতাঃ ॥ ৪৫
 তে জাম্বুনদসল্লঙ্কা অলঙ্কারান্তদাভবন্ ।
 দ্বিভুজোহুভুগ্নহাদেবো জটাঃ কেশত্বমাগতাঃ ॥ ৪৬
 শিরস্থিতশ্চল্লম্বণ্ডঃ সৌহৃচ্চিমা জ্বলিতোহভবৎ ।
 ললাটেনৈত্র্যমভবত্তদা রত্নমহার্ধকম্ ॥ ৪৭
 বিচিত্রবসনং ব্যাঘ্রকৃতিরাসীত্তদা দ্বিজাঃ ।
 বিভূতিলেপো হাস্যাত্ত্বং সুগন্ধিমলয়োস্তবঃ ॥ ৪৮
 গৌররূপো হরন্তুঃ বভূবাস্তুতদর্শনঃ ।
 ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ৪৯
 বিন্ময়ং পরমং জগদুর্হরং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্ ।
 হিমবান্ মুদিতশ্চাসীং সহপুত্রৈশ্চ মেনয়া ॥ ৫০
 জাতয়শ্চাশ্চ মুমুহূর্হরং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্ ।
 ইদং ব্রহ্মা তত্র জগৌ হরং দৃষ্ট্বা মনোহরম্ ॥ ৫১
 সর্বং শিবকরং যস্মাং সুবেশমভবৎ সুরাঃ ।
 তস্মাচ্ছিবোহয়ং লোকেষু নাম্নাখ্যাতোহধিকঃ শিবঃ ॥ ৫২
 মহেশ্বরমুন্মায়ুক্তমীদৃশং যঃ স্মরেদ্ধৃদা ।
 সততং তস্য কল্যাণং বাহিতক ভবিষ্যতি ॥ ৫৩
 এবং কালী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ ।
 পূর্বং দাক্ষায়ণী ভূত্বা পশ্চাদ্গিরিসুতাভবৎ ॥ ৫৪

এই সমস্ত পরিজনের সহিত সুর ও প্রমথাদিগণের সহিত আপ্যায়িত হইয়া, হর বিবাহ-বিধি অনুসারে গিরি-রাজপুত্রী কালীকে গ্রহণ করিলেন । ৪৪

গিরিজা ও শম্বুর বিবাহ সময়ে শিব-অঙ্গস্থিত অষ্টটি সর্প স্বর্ণনির্মিত অষ্ট-অলঙ্কারস্বরূপ এবং মহাদেব দ্বিভুজ হইলেন । ৪৫

তাহার জটা সূচিকণ কেশরূপ হইল, শিরস্থিত চল্ল তেজঃপ্রভাবে অন্ত্যস্ত জ্বলিতে লাগিল এবং ললাটস্থিত নেত্র, মহামূল্য রত্নস্বরূপ হইল । ৪৬-৪৭

হে দ্বিজগণ ! সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিচিত্র-বসনরূপ ধারণ করিল । বিভূতিলেপ মলয়োস্তব সুগন্ধির স্বরূপ হইল, হর সেই সময়ে মনোহর রূপ ধারণ করত আশ্চর্য্যদর্শন হইলেন । ৪৮

তাহার পর দেবগণ গন্ধর্ব্বকুলের সহিত ও সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবর্গ হরকে সেইরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মৃত হইল এবং হিমালয়, পুত্রগণ ও মেনকার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাহার জ্ঞাতিবর্গও হরের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল । ৪৯-৫১

ব্রহ্মা হরকে মনোহর দেখিয়া এই গান করিতে লাগিলেন,—হে সুরগণ ! যেহেতু ইহাঁর ভগ্নাদি সমস্তই মঙ্গল জনক হইয়াছে । তাহা হইলে এই জগতে মঙ্গলস্বরূপ ইহা হইতে অধিক মঙ্গলজনক আর কি আছে ? ৫২

মহেশ্বরকে যে ব্যক্তি এইরূপ উন্মায়ুক্তভাবে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহার সতত কল্যাণ-বৃদ্ধি হয় এবং বাহিত বিষয়ের প্রাপ্তি হয় । ৫৩

স্বয়ং সমর্থাপি সতী কালী সম্মোহিতুং হরম্ ।
 তথাপ্যগ্রং তপন্তেপে হিতান্ন জগতাং শিবা ॥ ৫৫
 এবং সম্মোহয়ামাস কালিকা চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৫৬
 ইতোত্তং কথিতং সর্বং ত্যক্তদেহা সতী যথা ।
 হিমবত্ননয়া ভূত্বা পুনঃ প্রাপ মহেশ্বরম্ ॥ ৫৭
 ইদং যঃ কীর্ত্তয়েৎ পুণ্যং কালিকাচরিতং দ্বিজাঃ ।
 নাশয়ো ব্যাধয়ন্তস্য দীর্ঘায়ুঃ স চ জায়তে ॥ ৫৯
 ইদং পবিত্রং পরমমিদং কল্যাণবর্দ্ধনম্ ।
 অত্ৰাপি স্কৃদেবেদং শিবলোকায গচ্ছতি ॥ ৫৯
 যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েদ্বিপ্রান্ কালিকাচরিতং মহৎ ।
 পিতরন্তস্য কৈবল্যমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
 যঃ শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণানাং সন্নিধৌ বা সভাগতঃ ।
 তত্র স্বয়ং হরো গচ্ছা শৃণোতি সহ মায়রা ॥ ৬১
 ইতি বঃ কথিতং পুণ্যং সর্বং পাপপ্রণাশনম্ ।
 দুঃখভ্যাং রোচতে চাণ্ড্য যন্তৎ পৃচ্ছন্ত সন্তমাঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কালীহরসমাগমো
 নাম চতুশ্চছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

আর মহামায়া যোগিনীরা জগৎ-প্রসবিনী কালী পূর্বের দাক্ষায়ণী হইয়া
 পরে গিরিমুতা হইয়াছেন । ৫৪

কালী স্বয়ং মহাদেবকে মোহিত করিবার নিমিত্ত সক্ষমা ; তথাপি শিবা
 জগতের হিতের জন্য উগ্র তপশ্চরণ করিয়াছেন । ৫৫

এইরূপে কালী চন্দ্রশেখরকে মোহিত করিবে এবং হিমালয় তনয়া হইয়া
 শিবকে পুনর্ব্বার পাইবে । এই সমস্ত কথা বলিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন ।
 ৫৬-৫৭

হে দ্বিজগণ । যে ব্যক্তি এইরূপ পুণ্য কালিকাচরিত কীর্ত্তন করে, তাহাকে
 ব্যাধি ও মনঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয় না এবং দীর্ঘায়ু হয় । ৫৮

কল্যাণবর্দ্ধক পবিত্র কালিকা-চরিত একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াও শিবলোকে
 গতি হয় । ৫৯

শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ
 করায়, তাহার পিতা নিশ্চয় কৈবল্য প্রাপ্ত হন । ৬০

ব্রাহ্মণদিগের নিকট অথবা সভাগত হইয়া যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রবণ
 করায়, সে স্থলে উমার সহিত হর স্বয়ং গমন করিয়া শ্রবণ করেন । ৬১

হে দ্বিজসত্তমগণ । সর্ব-পাপ-প্রণাশন পুণ্যচরিত আপনাদিগকে বলিলাম,
 এক্ষণে আপনাদের যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করুন । ৬২

চতুশ্চছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

বিচিত্রমিদমাখ্যানং ব্রহ্মান্ কালীহরাগমম্ ।
পুণ্যং পাপহরং নিত্যং ক্রতিসৌখ্যপ্রদং বরম্ ॥ ১-
ভূয়ঃ কথয় সর্বশ্য কালীতত্ত্বমুত্তমম্ ।
কথং জহার গৌরী বা কথন্তুতাত্ কালিকা ॥ ২
কেন বা কারণেনাপ্ত কৃষ্ণা গৌরীত্বমাগতা ।
তন্নঃ কথয় তত্ত্বেন মুনিশ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইদন্ত মহদাখ্যানং কথয়িষ্যামি বোহধুনী ॥ ৪
মহর্ষয়স্তচ্ছৃণুস্ত তত্ত্বেন শুভদং পরম্ ।
এতদৌর্ক্যং পুরা রাজা সগরঃ পৃষ্ঠিবাস্তুনিম্ ।
স তং যথা সমাচষ্ট তদ্বোহথ নিগদাম্যহম্ ॥ ৫
পুরাভূৎ সোমবংশে চ সগরো নাম পার্থিবঃ ।
স শ্রীমান্ বলবান্ দক্ষঃ সর্বশাস্ত্রার্থপরাগঃ ॥ ৬
সোহভূদেকরথেনৈব জিত্বা সর্বান্ মহীভুজঃ ।
সার্কভোমো নরপতিঃ সর্বরাজগুণৈশ্চরিতঃ ॥ ৭
তং প্রাপ্তরাজ্যং রাজানং সগরং পার্থিবোত্তমম্ ।
সভাজয়িতুমত্যাং মুনয়ঃ সমুপাগতাঃ ॥ ৮
প্রাচ্যোদীচ্যা মহাত্মনো দাক্ষিণাত্যাস্তথোত্তরাঃ ।
মুনয়ো ব্রাহ্মণাশ্চৈব নৃপং দ্রষ্টুং সমাগমন্ ॥ ৯

কালীর গৌরীমূর্তি ও শিবের অর্দ্ধাঙ্গতা প্রাপ্তি

ঋষিগণ বলিলেন,—ব্রহ্মান্! আপনি কালী হর-সম্বন্ধীয় পাপহর ক্রতিসুখ-
প্রদ পুণ্য বিচিত্র শ্রেষ্ঠ আখ্যান শ্রবণ করাইলেন । ১

পুনর্ব্বার বলুন, কালী কি জন্যে শিবের অর্দ্ধাঙ্গ গ্রহণ করিলেন? কি
কারণেই বা কালী গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে দ্বিজোত্তম!
সেই বিষয় যথার্থরূপে বলুন । ২-৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! সেই মহদাখ্যান, আপনাদিগকে
বলিতেছি, আপনারা যথার্থরূপে শুভপ্রদ আখ্যান শ্রবণ করুন । ৪

ইহার পূর্বে সগর রাজা ওর্কমুনিকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা
আপনাদিগকে বলিতেছি । ৫

পূর্বে সগর নামে রাজা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সগর, অত্যন্ত
শোভাশালী বলবান, ক্ষমতাপন্ন ও সর্বশাস্ত্র পারদর্শী হইলেন । ৬

তিনি এক রথাক্রুত হইয়াই সমস্ত রাজকুলকে জয় করত সকল রাজগুণসম্পন্ন
সার্কভোম নরপতি হইলেন । ৭

রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, পার্থিবোত্তম সগররাজাকে মুনিগণ সম্মান করিবার
জন্ত তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন । ৮

আগভেষথ সর্বেষু মহাত্মা জ্ঞানোপমঃ ।
 ঔর্ধ্বো নাম মুনিঃ শ্রীমানাগতো নন্দিতুং নৃপম্ ॥ ১০
 তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা জলন্তমিব পাবকম্ ।
 সপর্যায়ামহত্যা তু সগরন্তমপূজয়ৎ ॥ ১১
 পাদ্যমাচনীয়ঞ্চ দষ্ট্বৈবার্থাপুরোগমম্ ।
 নিবেশয়ামাস চ তং মুনিশ্রেষ্ঠং বরাসনে ॥ ১২
 উবাচ চ মহাত্মানমৌর্ধ্বং স সগরো নৃপঃ ।
 প্রণম্য চ যথায়োগ্যং কুশলং ত ইতি দ্বিজম্ ॥ ১৩
 স চ প্রাহ মুনিশ্রেষ্ঠো নররাজ সদা মম ।
 সর্বত্র কুশলং ত্বাং তু দ্রষ্টুং কুশলমুৎসহে ॥ ১৪
 ততঃ কোহন্যোহস্তি কুশলী পৃথিব্যাং সর্বরাজসু ।
 য একঃ সজ্জিগাম্যাস্তু ভবান্ সকলপার্থিবান্ ॥ ১৫
 কুশলং বর্দ্ধতাং নিত্যং তব রাজবরোত্তম ।
 যথা নীত্যা সদাচারৈঃ পৃথিব্যে শাশ্বি ভূপতে ॥ ১৬
 তব বুদ্ধৌ জগদ্বৃদ্ধির্বুদ্ধৌ চেষ্ঠ্যং ততঃ কুরু ।
 শুভ্রাংশুবুদ্ধৌ সততং সাগরস্তেব বর্দ্ধনম্ ॥ ১৭
 প্রথমং সদৃশৈরাশ্বা ক্রিয়তাং নৃপ যোজনম্ ।
 ততঃ স্বভার্য্যামহিবী ক্রিয়তাং তদৃশৈর্যুভা ॥ ১৮

পশ্চিম-দেশীয়, উত্তর-দেশীয়, পূর্ব-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় মহাত্মা মুনি ও ব্রাহ্মণগণ, রাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন । ১

সকলে আগমন করিলে জলনসদৃশ মহাত্মা ঔর্ধ্ব-নামা শ্রীসম্পন্নমুনি, নৃপকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন । ২০

তাহার পর অভ্যাগত মুনিকে জলন্ত অগ্নিব ন্যায় দেখিয়া সগর বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন । ১১

পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি দান করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে উত্তম আসনে বসাইলেন । ১২

হে দ্বিজগণ ! তৎপরে সগররাজা প্রণাম করত মহাত্মা ঔর্ধ্বকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, মুনে ! আপনার যথায়োগ্য কুশল ত ? ১৩

মুনিশ্রেষ্ঠ বলিলেন, নররাজ ! আমার সকল বিষয়ে কুশল, বিশেষ আপনাকে দর্শন করিয়া আরও কুশল চেষ্ঠা করিতেছি । ১৪

এই পৃথিবীতে সকল রাজবর্গের মধ্যে আপনা হইতে অগ্র কুশলী কে আছে ? এই ধরাতলে অগ্র কোন শুভাদৃষ্ট ব্যক্তি সমস্ত পার্থিববর্গকে জয় করিয়াছে ? ১৫

হে রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার নিরন্তর কুশল বৃদ্ধি হউক । হে ভূপতে ! প্রকৃষ্ট নীতি অনুসারে সধা সদ্ব্যবহারে পৃথিবী শাসন করুন । ১৬

যে রূপ নিশাকরের বৃদ্ধিতেই সাগরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বৃদ্ধি হইলেই জগতের বৃদ্ধি ; অতএব বৃদ্ধি বিষয়ে চেষ্ঠা করুন । ১৭

হে নৃপতে ! প্রথমতঃ বন্ধুগণের সহিত স্বয়ং সদ্ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হউন । তাহার পর আপনার গুণের অনুরূপা ভার্য্যাকে মহিবী করুন । ১৮

নিজ্যা সংযোজিতা চেৎ স্যাদ্বনিতা স্বয়মেব হি ।
 স্বপ্নেহু প্রবেক্ষ্যন্তী মহতাপি ধৃভব্রতা ॥ ১৯
 জ্ঞাত্যে হিমবৎপুত্রী শঙ্করসঙ্গতমানসা ।
 ক্রিয়াভ্যাপ্যৈর্বহুভিঃ শঙ্কুনা সা প্রযোজিতা ॥ ২০
 ততোহতিম হতা প্রেয়া শঙ্করস্তাথ পার্শ্বতী ।
 শরীরমর্জমহরন্ত্যৈবানুযতে সতী ॥ ২১
 অর্জনারীশ্বরশ্চেন তদা প্রভৃতি শঙ্করঃ ।
 অভবন্পশাদ্দল নান্যাং ভার্য্যাং গৃহীতবান্ ॥ ২২
 তস্মাদ্ভুমপি রাজেন্দ্র স্বজ্ঞানামানোত্তরে ।
 গুণৈঃ সংযোজয় লঘুং সংযোজয় ততঃ সূতম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেকবভাষিতং জ্ঞাত্বা সগরোহপি মুদাহৃতঃ ।
 ইদং মুনিমপৃচ্ছৎ স নৃপতিঃ স্মিতসম্মতঃ ॥ ২৪

সগর উবাচ—

কথং সা গিরিজা দেবী কায়ার্কমহরং সতী ।
 শঙ্করস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদহং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৫
 নীত্যা যন্না বা যোক্তব্যো স্বাত্মা ভার্য্যা সূতোহথবা ।
 তাং নীতিঞ্চ সদাচারসংহিতাং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৬
 রাজননীতিং সতাং নীতিমগ্বেষাঞ্চ কৃতান্বনাম্ ।
 পৃথক্ পৃথক্ শ্রোতুমিচ্ছুরহং ত্বাং নাথয়ে দ্বিজ ॥ ২৭

যদি নীতিক্রমে সঙ্গতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বকীয় প্রভূত গুণদ্বারা
 ব্রত ধারণ করত প্রবেশ করিয়া স্বয়ং বনিতা হইবে । ১৯

আমি শুনিয়াছি, হিমালয়-সুতা শঙ্কুর সঙ্গম মানস করিয়াছিলেন, তৎপরে
 বহুযত্নবশতঃ শঙ্কু সে ক্রিয়া সম্পাদন করেন । ২০

তাহার পর শঙ্কুর অত্যন্ত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া পার্শ্বতী তাঁহার অনুমতি
 ক্রমে শরীরার্জস্বরূপা হইলেন, তজ্জন্ম সেই অবধি শঙ্কর অর্জনারীশ্বর হইলেন ।
 ২১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তিনি অশ্রু ভার্য্যা গ্রহণ করেন নাই ; অতএব রাজেন্দ্র ;
 আপনিও নিজের পত্নীকে গুণযুক্তা করুন, তাহার পর তনয়কেও গুণযুক্ত
 করুন । ২২-২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর ঔর্য্য-বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন এবং
 নৃপতি, ঈষৎ হাস্য করিয়া মুনিকে এই কথা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! কিজন্ম
 সতী গিরিজা, শঙ্করের কায়ার্ক গ্রহণ করিলেন, তাহাই শুনিবার নিমিত্ত
 উৎসাহিত হইয়াছি । ২৪-২৫

কোন নীতিতে আত্মা, ভার্য্যা, অথবা পুত্র ইহাদিগকে যোগ করা কর্তব্য ।
 সদাচারময় সেই নীতিই শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি । ২৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! রাজনীতি, সজ্জনদিগের নীতি এবং অশ্রু কৃতান্বাদিগের
 নীতি আমি শুনিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা
 করিতেছি । ২৭

যদি গুহ্যমিদং ব্রহ্মত্বং তদা শ্রোতুম্ভংসহে ।
তথা নাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং শ্রোতুমিচ্ছুশ্চ তৎসমম্ ॥ ২৮
কৃপয়া কথনীয়ক্কেতদা কথয় তন্মুনে ॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতোবং সগরেনোক্ত ঔৰ্বেহাপি দ্বিজসত্তমঃ ।
প্রত্নবাচ মহাত্মানং কৃপালুস্তত্র ভূপতো ॥ ৩০

ঔৰ্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যদ্যৎ পৃষ্ঠমিহ ত্বয়া ।
যথা হরস্য ভরদ্বজং ভূভৃৎপুত্রী পুরাহরং ॥ ৩১
যথা নীতিভূয়া কার্য্যা যত্র যত্র নৃপোত্তম ।
সর্বেষাঞ্চ সদাচারং ক্রমাবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৩২
যদোক্তা হিমবৎপুত্রী শঙ্করেণ মহাত্মনা ।
কিয়ন্তং স তদা কালং তত্র নিত্যে সহোময়া ॥ ৩৩
রমমাণস্তয়া সার্কং সানৌ কুঞ্জে দরীশ্ব চ ।
বিজহার চিরং তত্র পার্শ্বভীং মোদয়ন্ হরঃ ॥ ৩৪
অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে শঙ্কুঃ কৈলাসপর্বতম্ ।
সগণো ভার্য্যা সার্কমগচ্ছত্ৰিদিবোপমম্ ॥ ৩৫
স ত্বয়া ক্রীড়মানশ্চ ত্যক্তধ্যানাত্তিষ্ঠনঃ ।
তদ্বক্তৃ চক্ষ্রে নেত্রাণি চকোরানিব চাকরোং ॥ ৩৬
পুষ্পাণি কচিদিহত্য গিরিজাং প্রতি শঙ্করঃ ।
সর্বাক্সসঙ্গিনীং মালাং বিদধেহতিমনোহরাম্ ॥ ৩৭

হে ব্রহ্মন্ । যদি গোপনীয় বিষয় না হয়, তাহা হইলে শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি, কিন্তু শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াই আপনাকে যে আজ্ঞা করিতেছি তাহা নহে । ২৮

যদি আপনার বক্তব্য হয়, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন । ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর এই সমস্ত কথা বলিলে, দ্বিজসত্তম সগররাজের প্রতি কৃপালু হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন । ৩০

রাজন্ ! যে যে বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন, পূর্বের যেরূপ পার্শ্বভী শঙ্করের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন । ৩১

যেরূপ নীতি যে যে স্থলে আপনার অবলম্বন-যোগ্য ; হে নৃপোত্তম ! তৎ-সমস্ত, ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ করুন । ৩২

যে সময়ে মহাত্মা শঙ্কর হিমাচল-সূতাকে বিবাহ করিলেন, সেই সময়ে কিয়ৎকাল উমার সহিত যাপন করিলেন । ৩৩

সানু-কন্দর কুঞ্জमध्ये উমার সহিত রমমাণ হইয়া বিহার করিলেন এবং হর সেই স্থানে পার্শ্বভীকে শোভা দ্বারা বিশেষ আনন্দযুক্ত করিলেন । ৩৪

অনন্তর কালক্রমে শঙ্কু, গণ ও ভার্য্যার সহিত ত্রিদিবোপম কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন । ৩৫

পার্শ্বভীকে নিরন্তর চিন্তা করত ধ্যানাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুখরূপচক্ষ্রে নিজ নেত্রসমূহকে চকোরের স্থায় করিলেন । ৩৬

কদাচিদাদর্শতলে যুগপচ্চানো মুখম্ ।
 মুখং তথৈবাপর্ণায়া বীক্ষাক্ষত্রে বৃষধ্বজঃ ॥ ৩৮
 কদাচিন্মৃগনাভীনাং বিলেপৈর্গন্ধপত্রকম্ ॥
 তস্যা ঘনস্তনযুগে বিলিলেখ স্মারাস্তকঃ ॥ ৩৯
 গন্ধসারবিলেপেন তিলকাশ্মিকাতনো ।
 ললাটে চাকরোচ্চারু চন্দ্রবদঘনসঙ্কিশ্ব ॥ ৪০
 উমানির্ঘাসংসক্তকেশপাশেষু চিত্রকম্ ।
 চন্দনাগুরুকস্তুরীকুঙ্কময়া বিলেপনৈঃ ॥ ৪১
 চকার যেন তস্মাস্ত কেশপাশো ব্যারাজত ।
 নর্তনায়াবতীর্ণ্য শিখিপুচ্ছস্য সাম্যধ্বক্ ॥ ৪২
 জাম্বুনদময়াঙ্কুশ্চান্ কুণ্ডলাদ্যান্ মনোহরান্ ।
 অলঙ্কারান্মাদেহে সমাকার্যাদবৃষধ্বজঃ ॥ ৪৩
 তৈর্জাম্বুনদসম্ভূতৈর্যোজিতৈর্গিরিজাতনুঃ ।
 বিভাতি জলদাপূর্ণে কালিকেব তডিদগণৈঃ ॥ ৪৪
 সর্কৈদিবৈরলঙ্কারৈরনানারতৈঃ সদংশুকৈঃ ।
 সম্পূর্ণমণ্ডিতা কালী সাদৃশ্যং প্রকৃতের্দধৌ ॥ ৪৫
 এবং সদা সানুরাগস্তয়াং শঙ্কুর্জগৎপতিঃ ।
 জগদ্ধিতায় চিত্রীড় কাল্যা দয়িতয়া সহ ॥ ৫৬
 কালী চ জগতাং মাতা মহামায়া জগন্ময়ী ।
 যোগনিদ্রা জগদ্বজ্রবিদ্যাবিদ্যাগ্নিকাশিলা ॥ ৪৭

গিরিজার প্রতি শঙ্কর অনুরাগবশতঃ কোন সময়ে পুষ্প আহরণ করত
 অত্যন্ত মনোহর সর্বাঙ্গে দান করিবার উপযুক্ত মালা রচনা করেন । ৩৭

কোন সময়ে বৃষধ্বজ আদর্শতলে এক সময়ে নিজ মুখ ও অপর্ণার মুখ একত্র
 দর্শন করেন । ৩৮

কোন সময়ে স্মারাস্তকারী শিব যুগনাভির লেপনের দ্বারা গন্ধযুক্ত পত্রাবলী
 পার্শ্বভীর নিবিড় স্তনযুগে অঙ্কিত করেন । ৩৯

তাহার ললাটে গন্ধদ্রব্য বিলেপন করত মনোহর চন্দ্রের শ্যায় তিলক অঙ্কিত
 করিলেন । ৪০

নিবিড় সঙ্কিশ্বলে নির্ঘাস-সংসক্ত কেশপাশে চন্দন, অগুরু এবং কস্তুরী দ্বারা
 নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিলেন । ৪১

তাহাতে উমার কেশপাশ অত্যন্ত মনোহর শোভাযুক্ত হইল । কখন তিনি
 নর্তনের নিমিত্ত বিকীর্ণ অথচ সমান শিখিপুচ্ছ ধারণ করিলেন । ৪২

বৃষধ্বজ উমার অঙ্গে সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট এবং মনোহর অলঙ্কার সমস্ত অপর্ণ
 করিলেন । ৪৩

সেই সুবর্ণময় অঙ্গস্থিত অলঙ্কার সমূহে, গিরিজার অঙ্গ—নিবিড় মেঘরাশিতে
 ভড়িয়ালার অবস্থানে তাহার যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা পাইল । ৪৪

নানারত্নময় দিব্য অলঙ্কারে এবং মনোহর বস্ত্রে সম্পূর্ণরূপ ভূষিতা কালী
 প্রকৃতির সাদৃশ্য ধারণ করিলেন । ৪৫

এইরূপ সর্বদা কালীতে অনুরক্ত জগৎপতি শঙ্কু, জগতের হিতের নিমিত্ত,
 দয়িতা কালিকার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ৪৬

প্রকৃতিঃ পরমা মূর্তিঃ সর্গাস্থিতিকারিণী ॥ ৪৮
 সম্মোহ শঙ্করং যজ্ঞাক্ষ জগতাক্ষ হিতৈষিণী ।
 রেমে তেন সমং দেবী চন্দ্রিকৈব সুধাংস্তনা । ৪৯
 অথৈকদা স্মরহরঃ কৈলাসাগ্রে সহোময়া ।
 রমমাণো মুদা যুক্তো দদৃশেহম্পরসঃ শুভাঃ ॥ ৫০
 রূপযৌবনসম্পন্নাঃ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ ।
 তাসাং মহাগতা বেষা উর্বশী চ মনোহরা ॥ ৫১
 তাঃ সর্বা রক্তগোরাঙ্গাঃ সর্বালঙ্কারভূষিতাঃ ।
 মুনীনাঞ্চ মনোহত্যাং শস্তা মোহয়িতুং হঠাৎ ॥ ৫২
 তাঃ প্রণম্য হরং দৃষ্ট্বা গিরিজাঞ্চ মনোরমাম্ ।
 অগ্রে প্রাঞ্জলয়ন্তু-স্তুতীতিনতমস্তকাঃ ॥ ৫৩
 অথ প্রাহ তদা ভর্গঃ পার্শ্বতীমিদমন্তুতম্ ।
 তাসাং সমক্ষং তস্মাস্তু ভাষিতুং স্যাদ্যদপ্রিয়ম্ ॥ ৫৪
 কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে উর্বশাদ্যপ্সবোণৈঃ ।
 ত্বয়েহ স্ত্রীষভাবেন সংলাপঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৫৫
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যথায়োগ্যঞ্চ সৌর্বশী ।
 অম্পরসঃ সমাভাষ্য বিসৃষ্টা গিরিজা তয়া ॥ ৫৬
 অথ সা ক্রোধবশগা পার্শ্বতী ভর্গভাষিতাং ।
 কালী ভিন্নাঞ্জনশ্যামেতু্যাদিতা হৃদবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৫৭

জগন্মাতা জগৎ-স্বরূপা মহামায়া যোগনিদ্রা জগতের ভূতি-স্বরূপা বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপা পরমা মূর্তি এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী প্রকৃতি কালী জগতের হিতাভিলাষে যত্নবশতঃ হরকে মোহিত করিয়া সুধাংস্তর সহিত চন্দ্রিকার স্থায় তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ৪৭-৪৯

অনন্তর, এক সময়ে স্মরহর, উমাব সহিত কৈলাস পর্বতের অগ্রভাগে আনন্দিত-চিত্তে ক্রীড়া করিতেছেন, এরূপ সময়ে কতকগুলি অম্পরাকে দেখিতে পাইলেন । ৫০

তাহারা রূপযৌবনশালিলী সমস্ত সুলক্ষণযুক্তা ; তাহাদের মধ্যে উর্বশী নামে বেঙ্গা অত্যন্ত মনোহরা । ৫১

অম্পরাগণের মধ্যে সকলেই গোরাক্ষী সমস্ত অলঙ্কার-ভূষিতা ; তাহারা মুনিদিগের অবিচলিত মনও হঠাৎ মোহিত করিতে পারে । ৫২

বেঙ্গাগণ হর ও মনোরমা গিরিজাকে দেখিয়া প্রণাম করত কিছু ভয়াকুল-চিত্তে নত-মস্তকে বজ্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল । ৫৩

অনন্তর ভর্গ পার্শ্বতীকে তাহাদের সমক্ষে অপ্রিয়বৎ অন্তত কথা বলিলেন । ৫৪

ভিন্নাঞ্জনশ্যামলে ! কালি ! এই প্রদেশে তুমি স্ত্রীষভাব অবলম্বন করিয়া উর্বশী প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ কর, এই কথা বলিলেন । ৫৫

উর্বশী উপযুক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অম্পরাদিগকে আহ্বান করত কালীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন । ৫৬

অনন্তর পার্শ্বতী কালী ভিন্নাঞ্জন-শ্যামলা, এইরূপ শব্দবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধপরবশা হইলেন । ৫৭

সা চাপ্সরসাং পুরতো বর্ণোদ্দেশবিকল্পনম্ ।
 ন সেহে মন্যুনা যুক্তা গিরিজেন্দুকলাভূতঃ ॥ ৫৮
 অথ সা রোষসংযুক্তা ত্যক্তা বৃষভবাহনম্ ।
 অপহৃত্তে শৈলসানৌ রোষাপহৃত্তিমাগতা ॥ ৫৯
 মার্গমাণৌহথ বিরহব্যাকুলৌ বৃষবাহনঃ ।
 নাসসাদ কিম্বৎকালং পার্বতীং পর্বতোত্তমে ॥ ৬০
 বিরহব্যাকুলং জ্ঞাতা স্বয়ং সা পার্বতী হরম্ ।
 আত্মানং দর্শয়ামাস গিরিসানাপবহৃত্তে ॥ ৬১
 তামাসাদ্য ততঃ শব্দুঃ কিমর্থমভজঃ প্রিয়ে ।
 মানং মনোনুদং দেবি বিশীর্ণ ইব চাত্রবীং ॥ ৬২
 ভর্তৃদ্রাগঃ পুরজ্ঞোণং মানগ্রহণকারণম্ ।
 তন্নিদা গ্রহণান্তয় ভীরু প্রাপ্নোতি বাচ্যতাম্ ॥ ৬৩
 তস্মাৎ কিমর্থমকরো রোষং ত্বং জলজাননে ।
 তদাচক্ষুঃ ক্রুতং কাস্তে মনো মে ন প্রসীদতি ॥ ৬৪
 ইত্যুক্তা শঙ্করো দেবীং তামালিজিতুমুদ্যতঃ ।
 কালী তং বারয়ামাস বচনং চাত্রবীদিদম্ ॥ ৬৫
 ন দৃষ্টপূর্ব্বা কিমহং যেন ভিন্নাঙ্গনোপমা ।
 ক্রিয়তে ময়ি ভূতেশ ভবতাপ্সরসাং পুরঃ ॥ ৬৬
 জাতিহীনং বৃত্তিহীনং রূপহীনমদক্ষিণম্ ।
 হীনাঙ্গমতিরিক্তাঙ্গং তেন দোষণে নাক্ষিপেৎ ॥ ৬৭

গিরিজা অপ্সরাদিগের সমক্ষে শশিশেখরের ব্যাজ নিন্দায় ক্রোধাবিভা হইয়া সহ্য করিতে পারিলেন না । ৫৮

তাহার পর পার্বতী রোষপরবশা হইয়া বৃষভবাহনকে পরিত্যাগ করত শৈলশিখরে গুপ্তা হইয়া প্রকৃতি-ভাব প্রাপ্ত হইলেন । ৫৯

অনন্তর বৃষধ্বজ, বিরহব্যাকুল হইয়া পার্বতীকে অবেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল অবেষণ করত সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে তাঁহাকে পাইলেন না । ৬০

তাহার পর পার্বতী হরকে ব্যাকুল জানিতে পারিয়া সেই সুগুপ্ত গিরি-সানুতে স্বয়ং দর্শন দিলেন । ৬১

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শব্দু, বিশীর্ণের গায় বলিলেন, প্রিয়ে! মনের মলিনতারূপ মান করিয়াছ কেন? ৬২

স্বামীর অপরাধই স্ত্রীদিগের মানের কারণ; কিন্তু সেই অপরাধ না করিলেও অপরাধ মনে করিয়া ভীরু ব্যক্তিকে কটু উক্তি শ্রবণ করিতে হয় । ৬৩

এক্ষণে অগ্নি কমলাননে! তুমি কিজন্ম রাগ করিয়াছ? কাস্তে! তুমি শীঘ্র বল, না হইলে আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না । ৬৪

এই বলিয়া শঙ্কর দেবীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, কালী তাঁহাকে বারণ করিয়া এই কথা বলিলেন । ৬৫

হে ভূতেশ! আপনি কি পূর্ব্ব দর্শন করেন নাই যে, অপ্সরাদের সমক্ষে আমাকে অঙ্গন-সদৃশ বলিয়া উপহাস করিলেন । ৬৬

জাতিহীন, বৃত্তিহীন, রূপহীন, অনুদার, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ এই সমস্ত দোষ কীর্ত্তন করা উচিত মছে । ৬৭

ইতি ব্রহ্মা পুরা প্রাহ বেদোষার্থাবনিশ্চয়ম্ ।
 তৎকাবমস্ত ভবতা পরিহাসোহভ্যাত্ত্বত ॥ ৬৮
 যাবন্ন মে শরীরস্য ভবিষ্যী স্বর্ণগৌরতা ।
 ন সমেস্তে ত্বয়া ভাবদিত্তি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৯
 শরীরগৌরভাং শস্তো ন সমেস্তে ত্বয়া বিনা ।
 তত্র মে শৃণু সদ্ধায় আত্মনঃ শিরসা শপে ॥ ৭০
 ইত্যুক্ত্বা স তদা দেবী তস্মৈব পুরতো যযৌ ।
 মহাকৌষীপ্রপাতাখ্যং হিমবৎসানুমুত্তমম্ ॥ ৭১
 মহাদেবোহপি তং ভাব্যং জ্ঞানেন কৃতনিশ্চয়ম্ ।
 অর্থং জ্ঞাত্বা তদাপর্ণাং সৰ্ব্বজ্ঞো নাপ্যাবারন্নং ॥ ৭২
 সা গতা পূৰ্ব্ববস্ত্রত শত্ৰুসঙ্গতমানসা ।
 শতমারাম্যামাস বর্ষাণি বৃষভধ্বজম্ ॥ ৭৩
 একং পাদং সমুৎক্ষিপ্য বামনোক্রম্য সা ক্ষিত্তিম্ ।
 উত্তরাভিমুখী ভূত্বা নিরাহারা নিরন্তরম্ ॥ ৭৪
 বৈয়াত্ৰ্যচর্যবসনা সৌদ্ধর্মূর্দ্ধাননা সতী ।
 জ্যোতির্ময়ং পরং শান্তং শিবং শিবকরং বরম্ ।
 আশ্বরূপতত্ত্বজ্ঞা তত্ত্বেনারাধয়ঙ্করম্ ॥ ৭৫
 তাং চিন্তয়ন্তীং পরমশ্চিলাং তত্ত্বমানসাম্ ।
 মেনে মুনিগণঃ স্থাগুর্যো ন জ্ঞানাত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৬
 এবং তত্শাস্ত্রপদ্মস্তা জগদুর্বর্ষাণি বৈ শতম্ ।
 অশ্বেষাঞ্চ যথা শব্দদেকং নৃপতিসত্তম ॥ ৭৭

এইটি ব্রহ্মা পূর্বে বেদসমূহে নিশ্চয় করিয়াছেন ; তাহা অবজ্ঞা করিয়া
 আপনি পূর্বোক্তরূপে পরিহাস করিয়াছেন । ৬৮

অতএব আমি সত্য বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমার শরীর স্বর্ণের হায়া গৌর
 না হয়, সে পর্য্যন্ত আগনার সহিত সন্তোষাদি করিব না । ৬৯

হে শস্তো ! তোমা ভিন্ন শরীরের গৌরতাকে প্রাপ্ত হইব না, তাহার সজ্ঞান
 গ্রহণ করুন, আমি শিরে হস্ত দিয়া শপথ করিতেছি । ৭০

এই কথা বলিয়া কালী শিবের সমক্ষেই মহাকৌষী-প্রপাত নামক হিমালয়
 সানুতে গমন করিলেন । ৭১

সর্বজ্ঞ মহাদেবও ভাবী বিষয় জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পত্নীর গমনে
 প্রতিরোধ করিলেন না । ৭২

কালী গমন করিয়া পূর্বের হায়া শত্ৰুতে মনোভিনিবেশ করত শত বর্ষ
 পর্য্যন্ত বৃষধ্বজের আরাধনা করিলেন । ৭৩

এক পদ উত্তোলন করিয়া বামপদের দ্বারা ক্ষিতিতে অবস্থান করিলেন এবং
 উত্তরাভিমুখে অনশনে নিরন্তর ব্যাঘ্রচর্য পরিধান করিয়া উর্দ্ধমুখে জ্যোতির্ময়
 শ্রেষ্ঠ শান্ত, মঙ্গল-জনক শিবকে আত্ম-স্বরূপ তত্ত্ব ও জ্ঞান-তত্ত্বের দ্বারা আরাধনা
 করিতে আরম্ভ করিলেন । ৭৪-৭৫

নিশ্চলশরীরে, নিশ্চলমনে, পরমপদার্থের চিন্তায় আসক্তা কালীকে মুনি-
 গণমধ্যে যাহারা না জানিত, তাহারা শাখা-পল্লবাদিশৃঙ্খ বৃক্ষ বলিয়া মনে
 করিল । ৭৬ - -

ততস্তাং শতবর্ষান্তে শঙ্করো যোগতৎপরঃ ।
 আত্মানং দর্শয়ামাস ক্রমাদেকং স সত্ৱপম্ ॥ ৭৮
 প্রথমং দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণঞ্চ হরিং ততঃ ।
 ততস্ত শঙ্করং দেহং ততস্তেষামধৈকতাম্ ॥ ৭৯
 জ্যোতির্ময়ং শুদ্ধং সর্বেষাং হেতুতাং তথা ॥ ৮০
 ততস্ত শঙ্করপং স দর্শয়ামাস শঙ্করঃ ।
 যোগনিদ্রাং মহামায়াং যোগিনীং কালিকাম্বিকাম্ ॥ ৮১
 প্রথমং দর্শয়িত্বা তু তস্যাঃ প্রকৃতিরূপতাম্ ।
 পশ্চাৎ সা পার্শ্বভীত্যেব ক্রমাক্রম্যা অদর্শয়ৎ ॥ ৮২
 তপসা সম্ভূতেনাত্ত জ্ঞানমাসাদ্য পার্শ্বভী ।
 অন্তর্দৃষ্টিয়া বহির্দৃষ্টিয়া তত্ত্বং জ্ঞাত্বা যথাতথম্ ॥ ৮৩
 শঙ্কুং জগন্ময়ং মেনে তথা আত্মানং জগন্ময়ীম্ ।
 ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হরশ্চাপি ততঃ সর্বমিদং জগৎ ॥ ৮৪
 অহং সমস্তপ্রকৃতির্যোগনিদ্রা তথা সতী ।
 ইতি ধ্যানেন সা দেবী প্রাপ্য ধ্যানং তদাত্যজং ।
 উন্মীল্য নয়নদ্বন্দ্বং বহিঃ শঙ্কুং দদর্শ চ ॥ ৮৫
 সা দৃষ্ট্বা শঙ্করং দেবং দেবদেবমুপাপত্তিম্ ।
 তুষ্টিব বাগ্ভিরিষ্টিভির্ধমিনং যোগতৎপরম্ ॥ ৮৬

পার্কত্যাচ—

নমস্তে জগতাং নাথ নমস্তে কেশবাব্যয় ।

প্রধানপুরুষাতীত কারণত্রয়কারণ ॥ ৮৭

নৃপসত্তম ! এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে এক শত বৎসর অশ্রের এক বৎসরের গায় অতীত হইল । ৭৭

শত বৎসর পরে যোগতৎপর শঙ্কর কালীকে সলজ্জ হইয়া ক্রমে দর্শন দিলেন । প্রথম ব্রহ্মারূপে, তাহার পর হরিরূপে, তৎপরে শঙ্কুরূপে, অনন্তর এই সমস্তের একতারূপে দর্শন দিলেন । ৭৮-৭৯

সেই রূপ—জ্যোতির্ময়, শুদ্ধ এবং সকলের হেতুভূত । তাহার পর শঙ্কর, পুনর্বার শঙ্কুরূপ দর্শন করাইলেন । ৮০

যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী কালিকাম্বিকা এইরূপ তাঁহাকে প্রথম দর্শন করাইয়া পরে কালীর প্রকৃতিরূপে দর্শন করাইলেন ; তাহার পর পার্শ্বভীকে ক্রমে এইরূপ কালীকে দর্শন করাইলেন । ৮১-৮২

পার্কভী, তপঃসম্ভূত জ্ঞানের দ্বারা এবং অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দ্বারা সমস্তের যথার্থ্য জানিতে পারিলেন । ৮৩

শঙ্কুকে জগন্ময় বিবেচনা করিলেন, আপনাকে জগন্ময়ী বলিয়া জানিলেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর ও শঙ্কু এই সমস্তই এক শঙ্কুর স্বরূপ । ৮৪

আমিই যোগনিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতি-স্বরূপা । দেবী ধ্যানে এই বিষয় জানিয়া সেই সময়ে ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরেও শঙ্কুকে দেখিতে পাইলেন । ৮৫

দেবী, উমাপতি জিতেন্দ্রিয় যোগতৎপর শঙ্করকে দেখিয়া অতিলম্বিত বাক্য দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ৮৬

যোগমোহমনোরাগ-ধৰ্মাধৰ্মময়স্তথা ।

বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপস্য শাস্ত্রবঃ কায় এষ তে ॥ ৮৮

ত্বং নিঃশ্রেয়ঃ শ্রেয়সা যুজ্যমানো

দৃশ্যোহিদৃশ্যো যোগমুত্তির্নাষী ।

সম্যক্ ব্রহ্মা পৌরুষে তত্ত্বরূপং

ত্বং বৈ জ্যোতিঃ শাস্তিরূপং পুরস্তাৎ ॥ ৮৯

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্ত্বং হরস্ত্বং মহেন্দ্রঃ

সূর্য্যঃ সোমো বায়ুরগ্নির্ধনেশঃ ।

ত্বং তোয়েশঃ শমনো রাক্ষসশ্চ

শেষস্ত্বন্তো ভিদ্যতে কোহপি নাস্মিন্ ॥ ৯০

ত্বং ভূমিদ্যৌহৃৎসদাং চাপি পশ্বা-

স্ত্বং স্থাবরো জঙ্ঘমো ভূর্বলস্থঃ ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ধ্যানগমাক্ষ তত্ত্বং

পর্যাপরং ব্যক্তরূপং পরেষাম্ ॥ ৯১

ত্বং পুরুষঃ পরমাত্মা প্রধানং

ত্বং হি জ্যায়ানাগমো জ্ঞানগম্যঃ ।

ভাবঃ কৃতাং পঞ্চরূপী সমন্তৈ-

রাসাদ্যন্তে গোচরাস্তত্ত্ববায় ॥ ৯২

কীৰ্ত্তিঃ কীৰ্ত্তাঃ স্তুতারূপী স্তুতিশ্চ

দ্রষ্টা দৃশ্যঃ স্থৈর্য্যরূক্ স্থাবরশ্চ ।

নিত্যোহনিত্যো মুক্তযোগো বিয়োগে

দানাদানে ভেদসামপ্রয়োগঃ ॥ ৯৩

পার্বতী বলিলেন, হে জগন্নাথ ! তুমি কেশব, অচ্যুত ও প্রধান পুরুষ অতীতকারণ কারণত্রয়স্বরূপ শঙ্কু, তোমাকে প্রণাম করি। ৮৭

শঙ্কু ! যোগ, মোহ, মনোরাগ, ধৰ্মাধৰ্মময় বিদ্যা, অবিদ্যা প্রভৃতি তোমার শরীরের স্বরূপ। ৮৮

তুমি নিঃশ্রেয়স-শ্রেয়োযুক্ত দৃশ্য-অদৃশ্য এবং মানসিক যোগমুত্তি ; তুমি ব্রহ্মরূপ পৌরুষ বিষয়ে তত্ত্বরূপ ; তুমি জ্যোতিঃ এবং শাস্তি-স্বরূপ। ৮৯

তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-বাসব-স্বরূপ এবং তুমি আদিত্য, বায়ু, অগ্নি, কুবের ; তুমি বরুণ, তুমি শমন ও রাক্ষসেশ্বর তুমি শেষ-স্বরূপ ; এই জগতে তোমা ভিন্ন কেহই নাই। ৯০

তুমি ভূমি, আকাশ, জল এবং পথ ; তুমি স্থাবর, জঙ্ঘম ও ভূতল ; তুমি জ্ঞান, জ্ঞেয়, ধ্যানগম্য এবং পর্যাপর তত্ত্বরূপ ও শত্রুদিগের সম্বন্ধে ব্যক্তরূপ। ৯১

তুমি পুরুষ, পরমাত্মা এবং প্রধান রূপ ; তুমি জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানগম্য আগম স্বরূপ ; তুমি ভাব ও করণীয় বিষয় এবং পঞ্চরূপী, সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষরূপে তোমার রূপ দেখিতে পায়। ৯২

তুমি কীৰ্ত্তি, কার্য্য, স্তব-বিষয়, স্তুতি, দ্রষ্টা, দৃশ্য, স্থৈর্য্যশীল এবং ভাবনা-যোগ্য ; তুমি নিত্য, অনিত্য, নিত্য-যোগ, বিয়োগ, কীন হইতেও হীন, ভেদ ও সামের প্রয়োগ স্বরূপ। ৯৩

নীতির্নেয়ো দীক্ষিতো দক্ষিণাশ্চ
 সারাং সারং সংবিধাতা বিধেয়ঃ ।
 আর্যোহনার্যো রূপমুগ্রং পহীনো
 দিব্যো দেবো মানুষ্যোহমানুষ্যশ্চ ॥ ১৪
 সৃজাঃ স্রষ্টা পালকঃ পাল্যরূপ-
 চেতা চেয়ো নোন্মিয়ুক্তস্তুতোশ্মিঃ ।
 বিদ্যাবিদ্যাবেদবান্দৈকরূপো
 রূপারূপস্তীক্ষ্ণসৌম্যাকরূপঃ ॥ ১৫
 ভাবাভাবঃ শোভনঃ শুদ্ধরূপী
 শম্বদান্তঃ শান্তিরূপো মুনীনাম্ ।
 হ্রন্দ্রোহদ্রন্দ্রঃ সর্বগোহসর্বগশ্চ
 ভ্রান্তোহভ্রান্তঃ সিদ্ধসিদ্ধিপ্রদশ্চ ॥ ১৬
 একম্বত্বং সর্বগোপ্তা সুদেহো
 নির্দেহত্বং দেহ একঃ সুরাণাম্ ।
 স্থূলঃ সূক্ষ্মো নির্বিকারঃ শরীরী
 বিশ্বাত্মা ত্বং নাস্তি ভিন্নো ভবন্তঃ ॥ ১৭
 কার্য্যাকার্য্যে যস্য রূপে সমস্তে
 ব্যাপ্যাব্যাপ্যে ভাগহীনোহতিপূর্ণঃ ।
 যোগজ্ঞানস্থায়কং যস্য নিত্যং
 রূপং যস্য শ্রীদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ১৮
 প্রধানপুংসোরপি যো বিধাতা
 যঃ কালরূপী পুরুষঃ পরেশঃ ।
 তমীশমুগ্রং বরদং বরেণ্যং
 নমামি চিন্নীতিবিতানকং ত্বাম্ ॥ ১৯

তুমি নীতি, নয়, উদার, সার ও অসার ; তুমি বিধানকর্তা ও বিধেয় ;
 আর্য্য-অনার্য্য, রূপহীন স্বরূপ, মনুষ্য ও অমনুষ্য । ১৪

তুমি যত্ন, স্রষ্টা, পালক, পাল্যরূপ, চিত্ত-স্বরূপ, চেতনোন্মিয়ুক্ত, উন্মি,
 বিদ্যা, অবিদ্যা এবং বেদবাক্যস্বরূপ ; তুমি রূপ, অরূপ, তীক্ষ্ণরূপ এবং সৌম্য-
 রূপ । ১৫

তুমি ভাব, অভাব, শোভাশালী, শুদ্ধরূপী, নিরন্তর শান্ত এবং মুনিসিঙ্গের
 উগ্রা শান্তি । তুমি হ্রন্দ্র, অদ্রন্দ্র, সর্বগ ও অসর্বগত ; তুমি ভ্রান্ত, অভ্রান্ত, সিদ্ধ
 ও সিদ্ধপ্রদ । ১৬

তুমি একম্ব, সর্বলোক-প্রাপ্ত-দেহ, দেহশূন্য এবং একদেহ । তুমি স্থূল,
 সূক্ষ্ম, নির্বিকার এবং শরীরী ও বিশ্বাত্মা ; তুমি নাস্তিবাদ শূন্য । ১৭

যাঁহার রূপ কার্য্য ও অকার্য্য সমস্ত ব্যাপ্ত ও অব্যাপ্ত ভাগহীন অতি পূর্ণ,
 যিনি নিত্য স্থানাভিলাষীর যোগ জ্ঞান, যাঁহার শ্রীদ নিত্য-রূপ, তাঁহাকে
 প্রণাম করি । ১৮

যিনি প্রধান পুরুষেরও বিধাতা, যিনি কালরূপী এবং প্রধান পুরুষ ; সেই
 উগ্র প্রভাশালী, বরপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ, চিত্ত-নীতির বিতান স্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম
 করি । ১৯

অক্ষয়ো যোহব্যয়ঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রধ্বজঃ ।
তস্মৈ নমস্তে বিশ্বাত্মন্ বৃষধ্বজ মহেশ্বর ॥ ১০০
জ্ঞানামৃতবিনিস্কন্দি যস্য চিচ্চক্ষুর্মাঃ সদা ।
তদ্রূপমেকং যং জ্ঞেয়ং ভক্তিমাাত্রং নমোহিস্ত তে ॥ ১০১

ঔরব উবাচ—

ইতি স্ততো মহাদেবঃ সর্বভূতানুকম্পকঃ ।
প্রসন্নবদনঃ প্রাহ পার্বতীং প্রতিহর্ষয়ন্ ॥ ১০২

ঈশ্বর উবাচ—

প্রীতোহস্মি দেবি ভদ্রং তে বরং বরয় বাঞ্ছিতম্ ।
তপসাপ্যায়িত্বাচ্চাহং ত্বয়া ব্রহ্মা তথা হরিঃ ॥ ১০৩
তপসা ত্বংসমো নাস্তি শীলেন চ গুণেন চ ।
ত্বাং বিনা ন হি তৃপ্যামি প্রিয়ে কুরু যথেক্ষিতম্ ॥ ১০৪
ততঃ সা মোহিতা প্রাহ মায়ায়া হিমবৎসূতা ।
জাম্বুনদাভগৌরো মে দেহো ভবতু সাম্প্রতম্ ॥ ১০৫
অনল্যকাস্তত্ত্বক্যাপি ভূয়া মন্তো বিনা হর ॥ ১০৬
এবমুক্তো মহাদেবঃ পার্বত্যা পার্বতীং ততঃ ।
আকাশগঙ্গাতোয়োঘে মজ্জয়ামাস ভামিনীম্ ॥ ১০৭
সা নিমজ্জ্য সমুত্তীর্ণা বিদ্যাদগৌরী ব্যজায়ত ।
সিতাভোমধ্যগা দেবী শারদাজে তড়িদ্মখা ॥ ১০৮

হে বিশ্বাত্মন্ ! বৃষধ্বজ ! মহেশ্বর ! যিনি অক্ষয়, অব্যয়, সকল কার্যের
সাক্ষি-স্বরূপ এবং ক্ষেত্রজ, ক্ষেত্রধারী, তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছি । ১০০

যাঁহার চিত্তরূপ চক্ষুর্মা, জ্ঞানরূপ-অমৃত-নিষ্কন্দী, সেইরূপ আমি কেবল
ভক্তিতে কিরূপে জানিতে পারিব ? তথাপি তাঁহাকে কর-জোড়ে প্রশিষ্যতা
করি । ১০১

ঔরব বলিলেন, সর্বভূতানুকম্পন মহাদেব এইরূপ স্তুতি হইয়া প্রফুল্ল বদনে
পার্বতীর সন্তোষসাধন করিয়া বলিলেন, দেবি ! তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি,
অভিমত বর প্রার্থনা কর ; তোমার তপঃপ্রভাবে আমি, ব্রহ্মা ও হরি সকলেই
আপ্যায়িত হইয়াছি । ১০২-১০৩

তপস্যাশীল এবং সচ্চরিত্র তোমার সমান কেহই নাই । প্রিয়ে ! তোমা
ভিন্ন কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হইতেছে না, তোমার যাহা ইচ্ছা, কর । ১০৪

তাহার পর হিমালয়-সূতা মায়াতে মোহিত হইয়া বলিলেন, সম্প্রতি
আমার শরীর সুবর্ণ সদৃশ গৌর হউক এবং হে শম্ভো ! আপনিও আমা ভিন্ন
অন্য কাস্তাতে অভিলষী হইতে পারিবেন না । ১০৫-১০৬

পার্বতী এই কথা বলিলে মহাদেব, পার্বতীকে আকাশগঙ্গার তায়সমূহে
স্নান করাইলেন । ১০৭

তাহার পর সেই সলিল হইতে উত্তীর্ণা গিরিজা বিদ্যাতের শ্যাম গৌরবর্ণা
হইলেন, গুহ্র সলিলে অবস্থিতি সময়ে দেবী শরৎকালীন মেঘে তড়িদ্মালার
শ্যাম শোভা পাইয়াছিলেন । ১০৮

শঙ্কুশাঙ্গীচকারাও নাহং ত্তো বিনা প্রিয়ে ।
মনসাপি গ্রহীষ্টামি নাত্যাং সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ১০৯

ওঁর্ক উবাচ—

অথ তোয়াং সমুত্তীর্ণা পার্বতী মোদসংযুতা ।
তপঃক্লেশপরিভ্যক্তা চন্দ্রিকৈব বিধোর্মথা ॥ ১১০
অথ তাং পার্বতীং দেবীমাদায় বৃষভধ্বজঃ ।
জগাম শৈলং কৈলাসং স্বমাপ্রমদং লঘু ॥ ১১১
তদা গতা হরে। দেবীমধিবাস্য বিভূত চ ।
পূর্ববন্মোদয়ামাস নর্মহাসকথাদিভঃ ॥ ১১২
সাপি সৌবর্ণগৌরাজী বীক্ষ্য রূপং মনোহরম্ ।
গৃহীতসময়ং শঙ্কুং প্রাপ্যাতীব মুমোদ হ ॥ ১১৩
এবং তয়োস্ত শিবমোরগোত্তরমমাণয়োঃ ।
জগাম সুচিরং কালং কৈলাসে পর্বতোত্তমে ॥ ১১৪
অথৈকদা মহাদেবসমীপে হিমবৎসুতা ।
আসীনা দদৃশে তস্য স্বাং ছায়ামুরসি স্থিতাম্ ॥ ১১৫
ক্ষটিকাভ্রসমে স্বচ্ছে হৃদি শঙ্কোর্মনোহরে ।
যোগিজ্ঞানাদর্শতলে চার্কজাং প্রতিবিম্বিতাম্ ॥ ১১৬
আত্মছায়াং গিরিসুতা বামভাগে মনোহরে ।
দদর্শ বনিতারূপাং স্মিতবস্ত্রাং মনোহরাম্ ॥ ১১৭

তৎপরে শঙ্কু অঙ্গীকার করিলেন, প্রিয়ে । তোমাকে সত্য বলিতেছি,
আমি তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে মনের দ্বারাও গ্রহণ করিব না । ১০৯

ওঁর্ক বলিলেন, অনন্তর পার্বতী তোয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত
হইলেন এবং শরৎকালীন চন্দ্রের চন্দ্রিকার শ্যায় তাঁহার তপঃক্লেশ পরিভ্যক্ত
হইল । ১১০

অনন্তর বৃষধ্বজ দেবী পার্বতীকে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় আশ্রম কৈলাস
পর্বতে শীঘ্র গমন করিলেন । ১১১

কৈলাসে গমন করিয়া হর, দেবীকে বিবিধ বসন ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত
করিয়া পূর্বের শ্যায় হাস্যজনক বিবিধ বাক্যদ্বারা আনন্দ উৎপাদন করিতে
লাগিলেন । ১১২

সুবর্ণেব শ্যায় গৌরাজী গিবিজাও স্বকীয় মনোহর রূপ দর্শন করত এবং
সময়ানুসারে শঙ্কুকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন । ১১৩

এইরূপ শিব ও গৌরী, পরস্পরে ক্রীড়াতে আসক্ত হইলে, কিয়ৎকাল
কৈলাস পর্বতেই অতীত হইল । ১১৪

অনন্তর একদিন হিমালয়সুতা মহাদেবসমীপে উপবেশন করিয়া দেখিলেন,
স্বীয় ছায়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে । ১১৫

গিরিজা—ক্ষটিকের শ্যায় শুভ্র, মনোহর, যোগিগণের জ্ঞানের আদর্শস্থল
শঙ্কুর বক্ষঃস্থলে পতিত বামভাগে প্রতিবিম্বিতা মনোহরাজী ছায়ায় হৃদয়স্থ
মনোহরবদনা বনিতার স্বরূপ দর্শন করিলেন । ১১৬

তাঁহার দৃষ্টির বিজ্রমবশতঃ ছায়াতে বনিতাজ্ঞান এই বুদ্ধি হইল,—গিরিশ

ভাষ্য দৃষ্ট্যর্থ পার্শ্বভ্যাস্তদা জ্ঞানমজায়ত ।
 কৃতসন্তোষপি গিরিশঃ কিমগ্নাং বনিভাং দধৌ ॥ ১১৮
 মায়য়া স্থাপিতাং গাজে বীক্ষন্তীং কুটিলক মাম্ ।
 ইতি তস্যাস্তদা বস্ত্রং মলিনং ক্রকুটীযুতম্ ।
 বভূব বৃষকেতুশ্চ স্তাম উৎপাতকো যথা ॥ ১১৯
 সা দৃষ্ট্যর্থ তদা ছায়াং বিমুঃমায়া-বিমোহিতা ।
 অপহৃতং গিরেঃ শৃঙ্গং মানাদ্রোষাঘ্রিবেশ হ ॥ ১২০
 অথ তাং মার্গমাণস্ত শঙ্করো বিরহাকুলঃ ।
 চিরাদপহৃত্যং দেবীমাসসাদ ততো হরঃ ॥ ১২১
 ভামাসাদ মহাদেবো বিবর্ণবদনাং প্রিয়াম্ ।
 উবাচ রোষণে হেতুং জাতুমিচ্ছূৰ্ঘথাভথম্ ॥ ১২২

ঈশ্বর উবাচ—

কিমর্থস্ত্বং বরারোহে মহা কুপ্যসি কোপনে ।
 রোষহেতুমহং বস্ত্রং তবেচ্ছামীহ বল্লভে ॥ ১২৩
 ন তুভ্যমপরাধামি বাচা বা মনসাথবা ।
 কায়েন বা কথং কোপং কৰ্ত্তুমর্হসি ভামিনি ॥ ১২৪

দেবীবাচ—

সময়েন ময়া পূৰ্ব্বং তথা সম্প্রাধিতো ভবান্ ।
 কথং তং পরিহায় ত্বমগ্নাং ভার্য্যাং সমীহসে ॥ ১২৫
 প্রত্যক্ষ্যেণ ময়া দৃষ্টা তব হৃদন্তরে হর ।
 চার্বকী বনিতা কাচিস্তোয়নির্যাতভস্মনি ॥ ১২৬

সত্য করিয়াও পুনর্ব্বার মায়াধারা শরীরে স্থাপিতা কুটীলা এবং চঞ্চলা অন্ত্রী গ্রহণ করিলেন ? ১১৭-১১৮

এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার বদন মলিন হইল এবং ক্রকুটীত হইল ; মহাদেবও সেই সত্যভঙ্গপাতকেই যেন শ্যামরূপ হইলেন । ১১৯

পার্শ্বভী বিমুঃমায়ায় বিমোহিতা হইয়া ছায়াকে দর্শন করত প্রচ্ছন্নভাবে গিরিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন । ১২০

তৎপরে শঙ্কর বিরহাকুলচিত্তে তাঁহাকে অরেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । কিয়ৎকাল পরে শিব, গিরিকুঞ্জে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন । মহাদেব মলিন-বদনা প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের কারণ যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন । ১২১-১২২

অগ্নি কোপনে ! বরারোহে ! তুমি আমার প্রতি কোপ করিয়াছ কেন ? সেই কোপের কারণ জানিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি, আমি তোমার সমীপে বাক্য মন শরীরের দ্বারা কোন অপরাধ করি নাই ; তবে ভামিনি ! কোপ করিয়াছ কেন ? ১২৩-১২৪

দেবী বলিলেন, পূৰ্বে তপস্যাধারা প্রতিজ্ঞানুসারে আপনি প্রার্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যভার্য্যা গ্রহণ করিলেন ? ১২৫

ভবান্ সৰ্বজ্ঞানময়ঃ সৰ্বগঃ পরমেশ্বরঃ ।
 তোষিতো মে তপোব্রাহ্মণৈর্ন তুষ্টিস্ত্বং মহেশ্বর ॥ ১২৭
 তন্মাদহং তপস্তপ্ত্বং শশ্বদগন্তং সমুৎসহে ।
 অনুজানীহি মাং শঙ্কো মা বিলম্বং বৃথা কৃথাঃ ॥ ১২৮
 ইতি শ্রুত্বা বচন্তম্ভাঃ স্মিতবিস্তারিতাননঃ ।
 শঙ্করঃ পার্শ্বতীং প্রাহ সন্দিগ্ধামিব ভামিনীম্ ॥ ১২৯

ঈশ্বর উবাচ—

নাহমশ্যং স্ত্রিয়ং বোচা নাহং সময়ভেদকঃ ।
 তব মিথ্যামতির্জাতা মুখে মুচ্যতয়াধুন! ॥ ১৩০
 তুমিচ্ছসি যদি শ্রোতুং তত্র হেতুঞ্চ পার্শ্বতি ।
 তদহং কথয়ে তত্ত্বং মানং মানিনি মা কৃথাঃ ॥ ১৩১
 মম বক্ষসি বিস্তীর্ণে দৰ্পণয়চ্ছভাসিনি ।
 তবৈব বপুষশ্ছায়া-বিস্থিতা লোকিতা ত্বয়া ॥ ১৩২
 ইদানীমেব বৃধ্যস্ব ত্রায়তে নাস্তি সা ময়ি ।
 নাত্র মানস্তয়া কার্যো হৃদয়ান্তরসংস্থিতে ॥ ১৩৩

দেব্যাচ—

ময়ি স্থিতায়াং ছায়াস্তি মায়তে নাস্তি সা পুনঃ ।
 কথমেতন্ময়া জ্ঞেয়ং তন্মে বদ বৃষধ্বজ ॥ ১৩৪

হে হর ! আমি প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছি, জলসেকে ভস্ম দূরীভূত হইলে
 বক্ষঃস্থলে মনোহরশরীরী কোন এক বনিভা অবস্থান করিতেছেন । ১২৬

আপনি সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বগ এবং পরমেশ্বর ; হে পরমেশ ! তপঃসমূহে তোষিত
 হইয়াও কি আমার প্রতি তুষ্টি হন নাই ? ১২৭

তাহা হইলে পুনর্বার আমি উপশা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি । হে
 শঙ্কো ! আমাকে তপোবনগমনে অনুমতি করুন, বৃথা বিলম্ব করিবেন না ।
 ১২৮

এইরূপ পার্শ্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যযুক্ত-বদনে শঙ্কর ভামিনী
 পার্শ্বতীকে স্নেহের সহিত বলিলেন । ১২৯

আমি অশু স্ত্রীকে বিবাহ করি নাই এবং আমি সত্যত্রয়ও হই নাই ।
 তোমার মিথ্যা তত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছে এবং তুমি মুগ্ধা হইয়াছ । ১৩০

পার্শ্বতি ! তাহার কারণ, যদি তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে
 মানিনি ! আমি বলিতেছি, তুমি মান করিও না । ১৩১

বিস্তীর্ণ এবং দৰ্পণের ন্যায় স্বচ্ছ আমার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত তোমার
 শরীরের ছায়াকে দেখিয়াছ । ১৩২

তাহা এখন নিশ্চয় অবধারণ কর । তোমা হইতে সে ভিন্ন নহে । অয়ি
 হৃদয়সংস্থিতে, গিরিজে ! এই বিষয়ে মান করা তোমার কর্তব্য নহে । ১৩৩

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ ! আমি থাকিলেই ছায়া আছে, অতএব ছায়া
 আমা হইতে ভিন্ন নহে ; কিন্তু আপনার বক্ষঃস্থলে যে ছায়া পড়িয়াছিল ইহা
 কিরূপে আমি জানিতে পারিব, তাহা আপনি বলুন । ১৩৪

ঈশ্বর উবাচ—

গবাক্ষাভ্যন্তরে স্থিত্বা ভজ্জালেন মনোহরে ।
 পশু তোয়ৌঘনির্যাতভূতিলেপমুরো মম ॥ ১৩৫
 তথা ত্বং মণ্ডিতং দেহং বীক্ষ্যাদর্শতলে পুনঃ ।
 মঞ্চদাসন্নমাসাদ্য তাদৃক্‌ছায়াং বিলোকয় ॥ ১৩৬
 যথা দ্রক্ষ্যসি দেহে স্বং তৎ কুরু ত্বং তথা মম ।
 আলোকয় নিজাং ছায়াং ত্বাং বিনা নাস্তি ত্বং পুনঃ ॥ ১৩৭
 তমেব জ্ঞায়াসি ছায়াং মদক্ষসি মনোহরে ।
 জ্ঞাত্বা বিসৃজ্য মানস্ত মাং ত্বক্ষাপ্যাপংস্তসি ॥ ১৩৮

ওর্ব উবাচ—

এবমুক্তা হরেণাথ পার্শ্বতীন্দ্রকলাভূতঃ ।
 তোয়ৈনির্দ্রাব্য হৃদয়ং স্বাং ছায়াং পুনরৈক্ষত ॥ ১৩৯
 দৃষ্টাদর্শতলে বস্ত্রং নিজং দেহঞ্চ পার্শ্বতী ।
 আলোকয়ামাস তদা শঙ্কচ্ছব্রবক্ষসি ॥ ১৪০
 যথা সা কুরুতে দেবী কাপটাং নেত্রবিভ্রমম্ ।
 তথা সা কুরুতে ছায়াং করকম্পাদিকং তথা ॥ ১৪১
 ততঃ পুনর্গবাক্ষস্ত জালে স্থিত্বা হিমাঙ্গিরা ।
 তথা ব্যালোকয়চ্ছোভদ্রং বীতভূতিকাং ॥ ১৪২
 তয়া তত্র তু পার্শ্বত্যা বৃষভধ্বজবক্ষসি ।
 ন কাপি দৃষ্টা বনিতা দৃষ্টং জালস্য মণ্ডলম্ ॥ ১৪৩
 এবং বহুবৈধৈর্দেবী তদোপায়ৈস্তথৈতরৈঃ ।
 নির্যাতসংশয়া ভূত্বা লজ্জাং প্রাপ বরাঙ্গনা ॥ ১৪৪

ঈশ্বর বলিলেন, অয়ি মনোহরে ! তুমি গবাক্ষের ভিতরে থাকিয়া বিশেষ জ্ঞানপূর্বক আমার শরীরের ভূতিলেপ সলিলরাগী দর্শন কর এবং পুনর্ব্বার আদর্শস্থলে স্বীয় ভূষিত দেহ দর্শন কর ; তাহার পর আমার হৃদয়সমীপে আসিয়া সেইরূপ ছায়া দেখ । ১৩৫-১৩৬

অয়ি মনোহরে ! যেরূপ স্বীয় দেহ দেখিবে, সেই রূপ-বিশিষ্ট নিজ ছায়া আমার বক্ষে দেখিতে পাইবে, কিন্তু সেই ছায়া তোমা হইতে ভিন্ন নহে । ১৩৭
 সেইটি বিশেষরূপে জানিয়া মান পরিত্যাগ করত আমার প্রতি কৃপা কর । ১৩৮

ওর্ব বলিলেন, অনন্তর চল্লিশের শিব, এই কথা বলিলে, পার্শ্বতী জল-দ্বারা হৃদয় ধৌত করিয়া স্বকীয় ছায়া দেখিলেন, পার্শ্বতী আদর্শতলে নিজ বস্ত্র ও দেহ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার শঙ্করবক্ষে দেখিলেন,—যেরূপ দেবী কপট নেত্রবিভ্রম করিলেন, ছায়াও সেইরূপ করিল এবং তদীয় কর-কম্পাদির অনু-করণ করিল । ১৩৯-১৪১

তাহার পর হিমাঙ্গিসুতা পুনর্ব্বার গবাক্ষ-জালসমীপে থাকিয়া ভূতিশূন্য শঙ্কর হৃদয়ে দেখিলেন, কিন্তু সেই বৃষভধ্বজের বক্ষে কোন বনিতা দেখিতে পাইলেন না, কেবলমাত্র জালের মণ্ডল দেখিলেন । ১৪২-১৪৩

ভবান্ধনা দেবী বহুবিধ উপায় দ্বারাও দেখিতে না পাইয়া সংশয় দূরীভূত

তাং লজ্জিতাং গিরিসুতামীযন্তীতামধোমুখীম্ ।
 শঙ্কুরালিন্য পাণিভ্যাং মুখকাস্যাস্চদুশ্চ চ ॥ ১৪৫
 স তামাহ মহাদেবো দেবীমাশ্বাসয়ন্ মুহুঃ ।
 মা ত্রীড়স্ব মহাভাগে ভ্রান্তিঃ কস্য ন জায়তে ॥ ১৪৬
 মানস্ত্বয়ি বরস্ত্রীভিঃ কার্য্যঃ প্রেমকরো যতঃ ।
 ত্বয়াপি বিরলঃ কার্য্যো মানো দেবি ন সর্ব্বদা ॥ ১৪৭
 ইত্যুক্তা দেবদেবেন মৈনাকসহজাস্বিকা ।
 শঙ্করং প্রণয়াৎ প্রাহ স্নুতং মধুরং বচঃ ॥ ১৪৮

দেব্যাবাচ—

যথা তবাহং সততং ছায়েবানুগতা হর ।
 ভবেয়ং সাহচর্য্যেণ তথা মাং কর্ত্তুমহঁসি ॥ ১৪৯
 সর্ব্বগাত্রেণ সংস্পর্শং নিত্যালিঙ্গনবিভ্রমম্ ।
 অহমিচ্ছামি ভবতস্তত্ত্বক্ষেণ কর্ত্তুমহঁসি ॥ ১৫০

ভগবানুবাচ—

রোচতে তপ্তহৃদপি যত্নমিচ্ছসি ভামিনি ।
 তত্রোপায়মহং বক্ষ্যে যদি শক্লোষি তৎ কুরু ॥ ১৫১
 অর্দ্ধং মম গৃহীণ ত্বং শরীরস্য মনোহরে ।
 অর্দ্ধং ভবতু মে নারী তথৈবার্দ্ধং পুমানিতি ॥ ১৫২
 যদি ত্বং হি শক্লোষি কর্ত্তুং তদর্দ্ধমীদৃশম্ ।
 তদাহং তে হরিষ্যামি শরীরার্দ্ধং বরাননে ॥ ১৫৩

হইলে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া অধোমুখী গিরিজাকে শঙ্কু বাহুদ্বারা আলিঙ্গন এবং চুষন করিলেন । ১৪৪-১৪৫

মহাদেব, দেবীকে আশ্বাসবাক্যে বলিলেন, অগ্নি মহাভাগে ! তুমি লজ্জিতা হইও না, কাহার ভ্রান্তি না আছে ? ১৪৬

এবং ত্রীদিগের মানও শ্রেষ্ঠকার্য্য, যেহেতু মানই সুন্দর ও প্রেমাংগপাদক । দেবি । তুমি হঠাৎ মান করিও না । ১৪৭

হে দ্বিজগণ ! মহাদেব, মৈনাক-সহোদরাকে এই কথা বলিলে তিনি শঙ্করকে প্রণয়ের সহিত মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিলেন । ১৪৮

হর ! যেক্রমে আমি ছায়ায় আশ্রয় আপন অনুগতা হইয়া সহচারিণী হইতে পারি, তাহাই করুন । ১৪৯

আমি সর্ব্বদা আপনার শরীর সংস্পর্শ এবং অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনমুখ ইচ্ছা করি, অতএব আমাকে সেই সুখভাগিনী করাই আপনার উচিত । ১৫০

ভগবান বলিলেন, ভামিনি ! যাহা তুমি ইচ্ছা করিয়াছ, যদি আমাতে সেইরূপ সুখভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উপায় আমি বলিতেছি, যদি সক্ষমা হও তবে সেই উপায় অবলম্বন কর । ১৫১

হে মনোহরে ! তুমি আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার অর্দ্ধভাগ নারীরূপ হইবে এবং অর্দ্ধভাগ পুরুষ থাকিবে । ১৫২

যদি তুমিও শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব । ১৫৩

তবৈবার্জং তথা নারী হর্জং ভবতু পুরুষঃ ।
বিদ্যতে তত্র শক্তির্মে ভূমনুজ্জাভুমহঁসি ॥ ১৫৪

দেব্যাবাচ—

তবৈবার্হং হরিষ্যামি শরীরার্জং বৃষধ্বজ ।
কিং ত্বং ত্বেকমিচ্ছামি তদেত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ১৫৫
যদাহমর্জং ভবতো ভূত্বা তিষ্ঠামি ভাবতা ।
ত্যাজ্যামাহং যদা তেহর্জং সম্পূর্ণং স্মাতদা দ্বয়ম্ ॥ ১৫৬
ইত্যর্জভাগহরণং ভবেদ্যদি যথেন্সিতম্ ।
তবৈবার্হং তদা শক্তো শরীরার্জং হরাম্যহম্ ॥ ১৫৭

ঈশ্বর উবাচ—

এবমস্ত ভবেন্সিত্যং যথার্জং হর্জ্তুমহঁসি ।
শরীরস্ফাৰ্জহরণং ভূমন্তব যথেন্সিতম্ ॥ ১৫৮

ঔৰ্ব্ব উবাচ—

অথ গৌরী তদা পূৰ্ব্বমনুভূতং তপঃস্থিতো ।
যোগনিদ্রাস্বরূপং তদাআনোহচিন্তয়চ্ছিন্না ॥ ১৫৯
হরং প্রণমা প্রথমং ব্রহ্মাণঞ্চ ততঃ পরম্ ।
ততস্তিজগতামীশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৬০
চিন্তয়িত্বা তদা তেষামেকতাং সা জগদ্বয়ী ।
আত্মানং যোগনিদ্রাঞ্চ চিন্তয়িত্বা তপস্বিনী ॥ ১৬১
দক্ষিণে স্বশরীরস্য ভাগার্জং শশভূতভূতঃ ।
শরীরস্য তদা বামমতিপ্রেম্না নিজং হরে ॥ ১৬২

তাহা হইলে তোমারই দেহের অর্দ্ধভাগ পুরুষ হউক, অর্দ্ধভাগ নারীরূপই থাকিবে—তোমার সেই শরীরার্জ পুরুষরূপে আমার শক্তিই থাকিবে। তবে সে বিষয়ে আমাকে অনুমতি কর ॥ ১৫৪

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ আমিই আপনার শরীরার্জ গ্রহণ করিব। হে হর! আমি এক অভিলাষ করি, কিন্তু তাহা আপনার অভিলষিত হইলে হয়। ১৫৫

আমি আপনার অর্দ্ধদেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিব, কিন্তু যে সময়ে সেই দেহার্জ পরিত্যাগ করিব, সেই সময়ে উভয় দেহ যেন পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপ হয়। ১৫৬

এইরূপে অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করা যদি অভিমত হয় তবে আমি আপনার শরীরার্জ গ্রহণ করিব। ১৫৭

ঈশ্বর বলিলেন, এইরূপই তোমার ইন্সিত বিষয়, ইহা নিশ্চয় সম্পূর্ণ হইবে, অতএব শরীরার্জ গ্রহণ করাই তোমার কর্ত্তব্য। ১৫৮

ঔৰ্ব্ব বলিলেন, অনন্তর গৌরী পূর্ব্বানুভূত তপস্যা সময়ে স্বীয় যোগনিদ্রা-রূপ চিন্তা করিলেন। ১৫৯

প্রথমতঃ হরকে প্রণাম করিয়া তৎপরে ব্রহ্মা ও জগৎপ্রভু নারায়ণকে প্রণাম করিলেন এবং জগদ্বয়ী তাঁহাদের একরূপতা ও আপনাকে যোগনিদ্রাস্বরূপ চিন্তা

হরোহপি স্বশরীরার্কং গৌরীকায়ৈ তদা স্বয়ম্ ।
 প্রেয়া যবেশয়ত্তস্মাচ্চিকীৰ্ণঃ প্রিয়মম্ভুতম্ ॥ ১৬৩
 অথ স্থিত্বা তদা ভৰ্গঃ কাল্যা সহ চিরং তদা ।
 পরিত্যজ্য শরীরার্কং পৃথগেব বভৌ রুচা ॥ ১৬৪
 কালী ভূত্বা স্বৰ্ণগৌরী শরীরার্কঞ্চ শাক্ষরম্ ।
 প্রাপ্তমোদা তদাত্মানং সন্তুষ্টা চ জগন্ময়ী ॥ ১৬৫
 এবং যদা শরীরার্কমাদায় পরমেশ্বরী ।
 রহস্যে তিষ্ঠতি তদা রাজতেহতীৰ শোভনা ॥ ১৬৬
 অৰ্কং ধ্মিল্লসংযুক্তং জটাজুটাক্ষযোজিতম্ ।
 একস্মিন্ অবশে ভোগী ভাগে জাহ্ননদাৰ্চিতম্ ॥ ১৬৭
 কুণ্ডলং অবশেহতস্মিন্ শীর্ষে তস্যা ব্যরাজত ।
 অৰ্কং যুগাক্ষি চান্ধার্কং বৃষভাক্ষি ব্যাজায়ত ॥ ১৬৮
 অৰ্কং স্থূলনসং চারু তিলপুষ্পনসং পরম্ ।
 দীর্ঘশাৰ্দ্ধং তথৈবাক্ষমৰ্কং শাৰ্দ্ধবিবৰ্জিতম্ ॥ ১৬৯
 আরক্তচাক্রদশনং রক্তোষ্ঠমেকতন্তুধা ।
 অপরং গুরুবিপুলং দীর্ঘাকৃতিরদং পরম্ ॥ ১৭০
 অৰ্কনীলগলং চার্কমপরং হারসংযুক্তম্ ।
 অৰ্কং কঙ্কণকেয়ুর-যুক্তবাহু তথাপরম্ ॥ ১৭১
 নাগকেয়ুরসংযুক্তং স্থূলবাহুনিরুশ্মিকম্ ।
 অৰ্কং বিলোলমুভূজং করিহস্তভূজং পরম্ ॥ ১৭২

করত স্বশরীরের দক্ষিণভাগে শিব-শরীরার্কভাগ ধারণ করিলেন ও তাহাতে
 বাসাদি প্রীতি-সহকারে নিবেশ করিলেন । ১৬০-১৬২

শিবও গৌরীর প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত প্রেমবশতঃ নিজ দেহার্ক গৌরীদেহে
 নিবেশ করিলেন । ১৬৩

তারপর শিব কালীর সহিত চিরকাল এক থাকিয়া শরীরার্ক পরিত্যাগ
 করত যেন পৃথকরূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । ১৬৪

কালী স্বয়ং স্বৰ্ণসদৃশ গৌরবর্ণা হইয়া শঙ্কর-দেহার্ক প্রাপ্ত হইলেন । তাহাতে
 অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । ১৬৫

পরমেশ্বরী এইরূপে হরদেহার্ক গ্রহণ করিয়া হরগৌরীরূপে অতিশয় শোভা
 পাইতে লাগিলেন । ১৬৬

তাঁহার অৰ্কভাগ সংযত-কেশ-পাশযুক্ত, অৰ্কভাগ জটাজুট-বিভূষিত ; এক
 ভাগ স্বৰ্ণখচিত্র অবগলঙ্কারে শোভিত, অপরভাগে ত্রবণকুণ্ডলযুক্ত । অৰ্ক
 যুগলোচন, অৰ্ক বৃষভাক্ষ । ১৬৭-১৬৮

নাসিকা একদিকে স্থূল, অপরদিকে তিল-কুসুর-সদৃশ । একভাগ দীর্ঘ-
 শাৰ্দ্ধযুক্ত অপরভাগ শাৰ্দ্ধ-রহিত । ১৬৯

একদিকে আরক্ত দশন এবং রক্তবর্ণ ওষ্ঠ অপর দিকে গুরুবর্ণ বিপুলনেত্র ও
 দীর্ঘদন্ত । ১৭০

অৰ্ক গলদেশ নীলবর্ণ, অপরার্ক মনোহর হারে শোভিত । তাঁহার এক
 বাহু কনকময় কেয়ুর-ভূষিত, অপর বাহু নাগরূপ কেয়ুর-যুক্ত, স্থূল ও দীপ্তি
 হীন এবং একবাহু যুগল-সদৃশ আয়ত্ত অপরটি কব্জিকর-সদৃশ স্থূল । ১৭১-১৭২

একত্র সৌম্যিকাশাখা করস্তাশ্রিত্তাং বিনা ।
 একস্তনস্ত হৃদয়ং রোমাবল্যর্কসংযুতম্ ॥ ১৭৩
 রস্তান্তস্তসমানোরু সুপার্ষি মৃদুপাদকম্ ।
 একং তথাপরং স্থলং সংহতোরুপদাম্বুজম্ ॥ ১৭৪
 একং চারুমৃদুস্থলজঘনং সুমনোহরম্ ।
 তথাপরং দৃঢ়কটি সংহতোরুপদাম্বুজম্ ॥ ১৭৫
 একং বৈয়াত্রচর্ম্মোঘযুক্তং ভূতিবিলেপনম্ ।
 অপরং মৃদু কোশেয়বসনং চন্দনোক্ষিতম্ ॥ ১৭৬
 এবমর্কং তথা জাতং যোষিলক্ষণসংযুতম্ ।
 অপরং বলবদ্ভূরি সুগুঢ়ং পুরুষাকৃতি ॥ ১৭৭
 এবমর্কং স্মররিপোর্জহার গিরিজা সতী ।
 হিতায় সর্ব্বজগতাং কালিকা কালিকোপমা ॥ ১৭৮
 তস্তাঃ শরীরং রাজেন্দ্র হরতবর্জসংযুতম্ ।
 যেনোপমেয়ং তত্রাস্তি মার্গিতং ভুবনত্রয়ে ॥ ১৭৯
 সন্তানঃ পারিজাতো বা একান্তবিশদস্তরুঃ ।
 অমোঘয়া যথা বল্যা ভৌ চাপি যযতুর্নহি ॥ ১৮০
 বহুধা চ পৃথক্ তেন ভৌ রেমাতে নরেশ্বর ।
 অর্ধনারীশ্বরো ভূত্বা স তু রেমে কদাচন ॥ ১৮১
 ইতি যদ্যপি ভূতেশঃ স্বয়ং শক্রোতি কালিকাম্ ।
 গৌরীং কর্ত্ত্বা তদা সর্ব্বভূত-কারণকারণঃ ॥ ১৮২

একটি হস্ত দীপ্তিশালী শাখাস্বরূপ, অপরটি তাহা নহে, বক্ষের অর্ধভাগ
 এক স্তনযুক্ত, অপরাধ লোমাবলীবিরাজিত । ১৭৩

এক পার্শ্বস্থিত উরু রস্তান্তরু-সদৃশ, পার্শ্ব মনোহর এবং চরণতল অতি
 কোমল, অপরপার্শ্বের উরু স্থল, কটি পর্য্যন্ত বদ্ধ । ১৭৪

একটি জঙ্ঘা মৃদু এবং মনোহর, অপরটি দৃঢ়রূপে পদ ও কটি পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ ।
 ১৭৫

দেবীর শরীরের একাংশ ত্র্য্যাম্রচর্ম্ম ও ভূতিযুক্ত, অপরাংশ চন্দন-সিক্ত মৃদু-
 বস্ত্র শোভিত । এইরূপ অর্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণসম্পন্ন হইল, অপরাধ সুদৃঢ় পুরুষা-
 কৃতি হইল । ১৭৬-১৭৭

কালিকা-সদৃশী গিরিজা সতী কালিকা জগতের হিতের জন্ম শত্ৰুর শরীরার্ধ
 গ্রহণ করিলেন । ১৭৮

হে রাজেন্দ্র ! কালীর শরীরার্ধ হরদেহার্ধযুক্ত হইলে ত্রিভুবনে তাহার
 উপমার উপযুক্ত বস্তু—বিশেষ অন্বেষণেও অপ্রাপ্য হইল । ১৭৯

হে নরেশ্বর ! সন্তান, কল্পবৃক্ষে, পারিজাত এবং অগাধ্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ
 একান্ত বিশদ তরুণ পৃথকরূপে কিংবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে সেবা
 করিবার উপযুক্ত হইল না । শিব অর্ধনারীশ্বর হইয়া বিশেষ সুখাসক্ত
 হইলেন । ১৮০-১৮১

যদিও ভূতপতি স্বয়ং কালীকে তপস্তা ব্যতীতই গৌরবর্ণা করিতে পারিতেন,
 তথাপি সর্ব্বভূতের আদি-কারণ মহাদেব গিরিসূতাকে প্রথমতঃ নানাবিধ ক্রিয়া

তথাপি তাং গিরিসূতাং সংযোজ্য বিবিধৈঃ পুরা ।
 তপস্তযোজ্ঞদেবঃ ক্রিয়োপায়ৈরনেকশঃ ॥ ১৮৩
 তপোনির্জীতসৰ্ব্বাক্ষীং পশ্চাদ্গৌরীমথাকরোৎ ।
 অৰ্দ্ধঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ শরীরস্য মহেশ্বরঃ ॥ ১৮৪
 নৈবাস্য তত্ত্বং জানন্তি শক্রাদ্যাঃ সকলাঃ সুরাঃ ।
 শরীরার্দ্ধপ্রদানস্য তপসে যোজনস্য চ ॥ ১৮৫
 এতস্য তত্ত্বং জানন্তি মহাত্মানো মহাবলাঃ ।
 নন্দী ভৃঙ্গী মহাকালো বেতালো ভৈরবস্তথা ॥ ১৮৬
 অঙ্গভূতা মহেশস্য বীতভীতাস্তপোধনাঃ ।
 যে মানুশগরীরেণ প্রাপিরে তপসো বলাং ।
 গণানামধিপত্যন্ত তে জানন্তি হরং পরম্ ॥ ১৮৭
 এবং সদা ভূয়া যোজ্যাঃ সানুগা নৃপসত্তম ।
 বনিতাঃ সংক্রিয়োপায়ৈস্ততো ভদ্রমবাপ্স্যসি ॥ ১৮৮
 য ইদং শৃণুয়ামিত্যমন্তুতং পুণ্যদায়কম্ ।
 শিরয়োঃ প্রীতিকরণং শরীরার্দ্ধগ্রহং তথা ॥ ১৮৯
 গৌরীত্ৰসাদনকৈব কলিকায়্যাঃ শুভাবহম্ ।
 ন তস্য বিদ্যা জায়ন্তে স চ পুণ্যতমো মতঃ ॥ ১৯০
 দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভূয়াৎ পূত্রপৌত্রসমম্বিতঃ ॥ ১৯১
 সততং পরিশৃণানঃ শিবয়োচ্চরিতং মহৎ ।
 শিবলোকমবাপ্নোতি সূচিরং শিববল্লভঃ ॥ ১৯২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেহর্জনারীশ্বরচরিতে পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

এবং তপস্যা আচরণ করা ইয়া তাঁহার তপোবিশুদ্ধ অঙ্গকে গৌরবর্ণ করিয়াছেন
 এবং শরীরার্দ্ধও প্রদান করিয়াছেন । ১৮২-১৮৪

এইরূপ তপস্যা আচরণ এবং শরীরার্দ্ধ প্রদান,—ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার তত্ত্ব
 কিছুই জানেন না । ১৮৫

কিন্তু মহাত্মা মহাবল নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল ও কালভৈরব প্রভৃতি বীতভয়
 মহাকালের অঙ্গভূত অনুচরবর্গ অর্থাৎ যাহারা তপোবলে মনুষ্যশরীরেই গণের
 আধিপত্য এবং পূর্ণব্রহ্ম ভূতেশকে জানিয়াছেন, সেই তত্ত্ব তাহারাই জানেন ।
 ১৮৬-১৮৭

হে নৃপসত্তম । এইরূপ সানুগতা বনিতাকে সংক্রিয়া ও সত্বপায়ে যোগ
 করিয়া ভাৰ্য্যা পদে প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গলাস্পদ হইবেন ।
 ১৮৮

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর প্রীতিকর শরীরার্দ্ধ গ্রহণ এবং কালিকার
 গৌরীত্ৰ-প্রাপ্তিরূপ পুণ্যকথা নিত্য শ্রবণ করে, সে কোনরূপ বিদ্যাক্রান্ত না
 হইয়া দীর্ঘায়ু, সুখী এবং পুত্র-পৌত্রযুক্তও শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান্ হয় । ১৮৯-১৯১

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর অমৃত চরিত লোকদিগকে শ্রবণ করায়,
 তাহার শিব-লোক-প্রাপ্তি হয় এবং সে শিব-বল্লভ হয় । ১৯২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫

ষট্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ

সগর উবাচ—

কোহসৌ ভৈরবনামাভুৎ কো বা বেতালসংজ্ঞকঃ ।
 কথং বা তৌ শরীরেণ মানুষ্যেণ গণাধিপৌ ।
 অভূতাং দ্বিজশাস্ত্রদ্বয়ং তস্মৈ বদ মহামুনে ॥ ১
 জানামি নন্দিনং বিপ্র সহায়ং শশভৃদৃভূতঃ ।
 যথাভবদগণাধ্যক্ষ-স্তন্মারদমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ২
 যথা ভূজিমহাকালৌ বিজ্ঞাতৌ হি হরাক্ষজৌ ।
 কথং বা তৌ সমুৎপন্নৌ তত্ত্বং জ্ঞাতুং সমুৎসহে ॥ ৩
 যোহসৌ শরভরূপস্য মহাদেবস্য বৈ পুরা ।
 কায়ভাগঃ ক্রান্তঃ পূৰ্ব্বং স মহাভৈরবাস্থয়ঃ ॥ ৪
 স এব কিং ভৈরবাখ্যাঃ কিং বাণ্ডো দ্বিজসত্তম ।
 বেত্তুং তত্ত্বেন তৎ সৰ্ব্বমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম ॥ ৫
 কস্য বা তনয়ৌ ভূতা গণাধ্যক্ষত্বমাগতৌ ॥ ৬
 তচ্চাপি কথয়স্বাস্য যথা তৌ বানরাননৌ ॥ ৭

ঔৰ্ব্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি মহাকালস্য ভূজিণঃ ।
 ভৈরবস্ত্যপি চরিতং বেতালস্য মহাম্বনঃ ॥ ৮
 যোহসৌ ভূজী হরসুভো মহাকালোহপি ভগ্নজঃ ।
 তাবেব গৌরীশাপেন সজ্জয় নরযোনিজৌ ॥ ৯

বেতাল-ভৈরবের উপাখ্যান

সগর বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! বেতাল কাহার নাম ? ভৈরবই বা কাহার নাম ? এবং কিরূপেই বা তাঁহারা মনুষ্য-শরীরে গণাধিপতি হইলেন ? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন । ১

নন্দোকে শিবের সহচর বলিয়া জানি এবং যেক্রমে তিনি গণাধিপতি হইয়াছেন, তাহা নারদমুখে শ্রুত হইয়াছি । ২

হে দ্বিজসত্তম ! এ বিষয় যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি । ইহারা কাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গণাধ্যক্ষ হইলেন ? ৩

মহাভৈরবাখ্য গণাধিপ—শুনিয়াছি—মুগরূপ মহাদেবের শরীরের অংশ-স্বরূপ । ৪

কিন্তু হে দ্বিজোত্তম । সেই ভৈরব এ ভৈরব কি না, তাহাই যথার্থরূপে জানিতে হইয়া করি । ৫

কাহার তনয় হইয়া গণাধিপ হইলেন এবং কি জন্মই বা তাঁহাদের উভয়ের মুগ বানরাকৃতি হইল, তাহাই বলুন । ৬-৭

ঔৰ্ব্ব বলিলেন,—হে রাজন্ ! মহাত্মা মহাকাল, ভূজী, ভৈরব ও বেতালের অন্তত্চরিত বলিতেছি শ্রবণ করুন । ৮

বেতালভৈরবো জাতো পৃথিব্যাং নৃপবেশ্মনি ।
 যথা ভৃঙ্গিমহাকালাব্যংপন্নো প্রাক্ তথা শূন্য ॥ ১০
 ঘোহসো মহাভৈরবাখ্যঃ সকাশঃ শরভো হরঃ ।
 ভৈরবঃ পৃথগেবাযং গণাধ্যক্ষো হরাশ্বজঃ ॥ ১১
 উচ্যামাং হিমবৎপুত্রাং ভগ্নেণ সুমহাশ্মনা ।
 তারকস্য বধার্থায় দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ।
 স্তুতিভিন্নতিভিঃ শঙ্কুং সন্ততির্ঘাচীতা পুরা ॥ ১২
 স যাচিতো দেবগণৈর্ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
 মহামৈথুনমারেভে সন্তানায়োময়া সহ ॥ ১৩
 আরকো মৈথুনে তেন নরবর্ষণে বৈ যমুঃ ।
 দ্বাত্রিংশৎসরা রাজন্ ক্ষণবচ্ছত্রধারিণঃ ॥ ১৪
 স মহামৈথুনং কুর্ক্বৎস্তুপ্তিং নাপ মহেশ্বরঃ ।
 নাপ্যস্য প্রচ্যুতং তেজো ন তুপ্তিং প্রাপ পার্কভী ॥ ১৫
 তন্মহাসঙ্গসময়ে চকম্পে বসুধা ক্ষুটম্ ।
 আকুলাঃ সকলা দেবাঃ সূঃ স্বর্গস্থাশ্চ য়েহপরে ॥ ১৬
 সর্বং জগত্তদা ভূতমাকুলং শিবম্নোন্তয়োঃ ॥ ১৭
 ততো নিবৃত্তিজাতেন মহামৈথুনকর্মণা ।*
 অথ সেন্দ্রাঃ সুরাঃ সর্বো ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্ ।
 শরণাং শরণং জগদুর্ভীতাঃ শঙ্করকেলিভিঃ ॥ ১৮

ভৃঙ্গী হরাশ্বজ এবং মহাকালও হরসূত ; ইহারা উভয়েই গৌরীর শাপে নরযোনিজ হইয়াছেন । ১০

বেতাল ও ভৈরব পৃথিবীতে কোন নৃপভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেভাবে মহাকাল ও ভৃঙ্গী পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করুন । ১১

মহাভৈরব শরভরূপী মহাদেবের কায়ভাগ, কিন্তু ভৈরব পৃথক একজন ;— ইনি গণাধ্যক্ষ এবং হরাশ্বজ । ১২

ইন্দ্রাদি দেবগণ তারকের বধের নিমিত্ত স্তুতিবাক্যে উমার গর্ভে হরের ঔরসে হরসমীপে সন্তান প্রার্থনা করিলেন । ১৩

ভগবান্ বৃষভধ্বজও দেবগণের প্রার্থিত হইয়া পুত্রের নিমিত্ত উমাসহ মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন । ১৪

হে রাজন্ ! চন্দ্রশেখরের সেই মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ হইলে মনুষ্য-পরিমিত বর্ষ-সংখ্যায় বজ্রিণ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইল । ১৫

মহেশ্বর এইরূপ নিধুবনক্রীড়ায় তৃপ্তিলাভ করিলেন না এবং তেজও প্রচ্যুত হইল না, পার্কভীও কিছুই তৃপ্তিলাভ করিলেন না । ১৬

সেইরূপ যৌর নিধুবন সময়ে বসুধা নিরন্তর কম্পিতা হইতে লাগিল এবং স্বর্গস্থ সমস্ত দেবগণ আকুল হইলেন । ১৭

হরগৌরীর সেইরূপ সুরত ব্যাপারে সমস্ত জগৎ আকুলীভূত হইল । ১৮

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ হরের কেলিতে ভীত হইয়া জগৎপতি শরণ্য ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন । ১৯

* ইদমঙ্কং কচিৎস্তুতি ।

তে সঙ্কুৰাথ ষাভারং প্রণম্য চ সুরোত্তমাঃ ।
আকুলাং সৰ্ব্বমাত্ৰকুৰ্হরমৈথুনকৰ্ম্মণা ॥ ১৯
ততঃ সৰ্ব্বান্ দেবগণান্ পশ্চাৎ কৃত্ত্বৈব ব্রজহা ।
স্বয়মাহ বিধাতারং তৎকালভয়ভাষিতম্ ॥ ২০

ইল্ল উবাচ—

আকুলাঃ সকলা লোকা হরমৈথুনকৰ্ম্মণা ।
অহং মহন্তয়ং প্রাপ্য শরণং তামিহাগতঃ ॥ ২১
এবভূতে সঙ্গমে চ শঙ্করস্যোময়া সহ ।
যঃ পুত্রো জায়তে ব্রহ্মন্ স মামভিভবিস্থতি ॥ ২২
তৎক্রিয়াদর্শনাদেব সূৎপন্নাদপি তৎসুভাৎ ।
ভয়ং মে জায়তে^১ ব্রহ্মংস্তারকাদপি চাধিকম্ ॥ ২৩
তন্মাদেবং ত্বং বিধেহি তৎসুতো মাং সুরাশ্রথা ।
ন বাশ্বেত তথা যত্নাত্তারয়ান্মান্নহাভয়াৎ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ—

উমায়াং জায়তে পুত্রো যদি শঙ্করতেজসা ।
অশকাঃ সৰ্ব্বলোকেশৈঃ সৈল্লৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ২৫
তন্মাদ্বরো যথোমায়াং ন প্রসুতো ভবিস্থতি ।
তথাহং সংবিধাস্যামি গদ্বা দেবৈর্হরাস্তিকম্ ॥ ২৬
তারকস্য বিধাতশ্চ যথা স্যাদ্বরতেজসা ।
তচ্চাপ্যহং করিস্থ্যামি ব্যোতু তে মানসো জ্বরঃ ॥ ২৭

সুরোত্তমগণ মিলিত হইয়া বিধাতাকে প্রণামকরত হরক্ৰীড়ায় আকুলচিত্তে সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন । ১৯

তাহার পর ইল্ল সকল দেবগণকে পশ্চাৎ রাগিয়া তৎকালোপস্থিত ভয়-গদগতবাক্যে বিধাতাকে বলিলেন । ২০

ইল্ল বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! হরের সুরতক্ৰীড়ায় সমস্ত জগৎ আকুলিত হইয়াছে এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি । ২১

হে ব্রহ্মন্ ! এইরূপ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সে নিশ্চয় আমাকে অতিক্রম করিবে । ২২

ক্ৰীড়াসক্ত মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র হইতে আমার তারক অপেক্ষাও অধিক ভয় হইতেছে । ২৩

তাহা হইলে সেই হরপুত্র আমাকে ও দেবগণকে পীড়া না দিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করত আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন । ২৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—যদি উমার গর্ভে শঙ্করের তেজে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের পরাক্রম ইল্ল প্রভৃতি দেবগণের ও সমস্ত লোকের দুঃসহ হইবে । ২৫

যাহাতে হর-তেজঃসম্ভূত পুত্র উমাগর্ভে উৎপন্ন না হয়, আমি দেবগণসহ হর-সমীপে গমন করত সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি । ২৬

১। ব্রহ্মন্ জাতং ভয়ং মেহন্ত.....ইতি পাঠান্তবম্ ।

ইত্যান্ত্ৰা সহ দেবোঽথৈঃ কৈলাসাস্ত্রিঃ প্রজাপতিঃ ।
 জগাম রেমে গিরিশো গিরিগুহ্যা সমং ভূশম্ ॥ ২৮
 তত্র গচ্ছা মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিভামহঃ ।
 সৰ্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্কং তুষ্টিব রূষভক্ষজম্ ॥ ২৯

দেবা উচুঃ—

প্রীত্যে যস্য ন রতির্ন কামো যন্ননোভবঃ ।
 ন যস্য জন্মনো হেতুস্তশ্চৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩০
 যস্য লোকহিতায়ৈব জাতো জ্ঞানাপরিগ্রহঃ ।
 ত্র্যম্বকায় নমস্তশ্চৈ স শিবো নঃ প্রসাদতু ॥ ৩১
 যন্নম্মথং বিনা দেবং শৃঙ্গারাদ্যা বিশস্তি চ ।
 স্ববলেনৈব তং দেবং ত্বাং বয়ং প্রণতা হরম্ ॥ ৩২
 হিরণ্যরেতাঃ স্বর্ণাভো যো হিরণ্যভূজাস্থয়ঃ ।
 স ত্বং সর্গহরো দেবো নিত্যং নোহভিপ্রসাদতু ॥ ৩৩
 জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বিম্বুমায়া বলীয়সী ।
 যন্তাভবৎ স্বয়ং জায়া তশ্চৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩৪
 পঞ্চভূতময়ং যস্য পঞ্চশীর্ষং বিরাজতে ।
 তং পঞ্চবদনং দেবং ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামহে ॥ ৩৫
 সন্দোজাতমঘোরঞ্চ বামদেবমুমাপতিম্ ।
 ঈশানং প্রণমামোহন্য যং তৎপুরুষমাহ বৈ ॥ ৩৬

যাহাতে তারকাসুর হর-ভেজঃ-প্রভাবে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তাহারও প্রতি-
 বিধান করিতেছি । ২৭

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণসহ কৈলাসপর্বতে হরগৌরীর সুরতস্থানে
 গমন করিলেন । ২৮

লোকপিভামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণসহ সেইস্থানে গমন করিয়া রূষভক্ষকে
 দেবগণ সহ স্তব করিতে লাগিলেন । ২৯

দেবগণ বলিলেন, যাহার রতি—প্রীতির নিমিত্ত নহে এবং কাম যাহার
 মনোজ নহে, যাহার জন্মের কোনরূপ কারণাদি নাই, তাঁহাকে আমরা প্রণাম
 করি । ৩০

যাহার লোকহিতের নিমিত্ত জ্ঞানাপরিগ্রহ, সেই ত্র্যম্বককে আমরা ভক্তি-
 প্রবণ চিত্তে প্রণাম করি—তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩১

মন্মথ ব্যতীত, শৃঙ্গারাদি যাহার স্মরণমাত্রেই আশ্রয় করে, সেই দেবশ্রেষ্ঠ
 মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি । ৩২

যিনি হিরণ্যরেতা হিরণ্যভ ও হিরণ্য-বাহুরূপে খ্যাতি—সেই সৃষ্টি-সংহার-
 কারী শিব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩৩

জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বলীয়সী বিম্বুমায়া স্বয়ং যাহার পত্নী হইয়াছেন,
 তাঁহাকে আমরা প্রণাম করিতেছি । ৩৪

যাহার পঞ্চভূতরূপ পঞ্চ-বদন শোভা পাইতেছে, সেই পঞ্চবক্ত্র দেবকে
 ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেছি । ৩৫

যোঃসভামশিবো নিত্যং যো বা ভক্তিমভ্যং শিবঃ ।

শিবশিবস্বরূপায় নমস্তস্মৈ শিবায় তে ॥ ৩৭

রূপৈস্তিভির্ঘঃ স্থিতিসৃষ্টিনাশং

বিষ্ণুশাস্তিঃ শত্বুরিত প্রসিদ্ধৈঃ ।

করোতি শঙ্কজগতাং নৃনস্তং

শিবং বিরূপাক্ষমমুং শিবেশম্ ॥ ৩৮

যঃ শূলখট্ভাঙ্গমৃগাক্ষধারী

যো গোক্ষজঃ শক্তিমান্ পররূপী ।

তস্মৈ তুভ্যং জাতবেদঃপ্রভাষ

ভূয়ো ভূয়ো নো নমঃ শঙ্করায় ॥ ৩৯

ব্রহ্মাচ্চিয়ান্ ভোগভূদৈত্যহন্তা

যন্তা যোদ্ধা বীতগর্ভো জগত্যাঃ ।

স ত্বং স্তুতো নঃ প্রসীদত্বনস্তো

নিত্যোদ্ভেকী মুক্তরূপঃ প্রধানঃ ॥ ৪০

পরব্রহ্মরূপী নিয়তৈকমুক্তঃ

পরজ্যোতিরূপী নিয়তস্তনুভঃ ।

পরঃ পাররূপী নিয়তাশ্চভাগী

স নো ভগ্নরূপী গিরিশোহস্ত ভূতৌ ॥ ৪১

উমাপতিং মহামায়ং মহাদেবং জগৎপতিম্ ।

শিবং শিবকরং শান্তং নমামঃ স প্রদৌদতু ॥ ৪২

লোকে যাঁহাকে প্রধানপুরুষ বলে, সেই সদ্যোজাত অধোর বামদেব উমা-
পতি ঈশানকে প্রণাম করিতেছি । ৩৬

যিনি অসং ব্যক্তির অমঙ্গল স্বরূপ এবং ভক্তিশালীর মঙ্গল স্বরূপ—যিনি
মঙ্গল ও অমঙ্গল স্বরূপ, সেই উভয় গুণসম্পন্ন মহাদেবকে আমরা প্রণিপাত
করি । ৩৭

যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিবিধ-রূপসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর জগতের সৃষ্টি,
স্থিতি ও বিনাশাদি বিধান করিতেছেন ; হে বিড়ো ! সেই মঙ্গলাম্পদ বিরূ-
পাক্ষকে আমরা বন্দনা করিতেছি । ৩৮

যিনি শূল, খট্ভাঙ্গ ও মৃগাক্ষাদি ধারণ করিতেছেন, যিনি সর্ব শক্তিমান্,
যাঁহার গোক্ষজ, সেই জাতবেদঃপ্রভাশালী ভগবান্ মহাদেবকে বারংবার
প্রণাম করিতেছি । ৩৯

যিনি ব্রহ্মা ও অগ্নিস্বরূপ, সর্পধারী, দৈত্যহন্তা, নিয়োগের কর্তা এবং যিনি
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের দর্পহারী ; সেই আপনি স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রতি
প্রসন্ন হউন । ৪০

অনন্ত নিত্যোদ্ভেকী, বিবিধ রূপসম্পন্ন প্রধান এবং পরমব্রহ্ম স্বরূপ, নিয়ত
একবিষয়ে লীন, নিত্যজ্যোতীরূপ, নিয়ত অসীম, নিরন্তর আত্মভোগরত, ভগ্ন-
রূপ গিরিশ আমাদের মঙ্গলবর্দ্ধক হউন । ৪১

মহামায়াধার উমাপতি মহাদেব জগৎপতি শান্ত মঙ্গলকর শিবকে আমরা
প্রণিপাত করিতেছি—প্রসন্ন হউন । ৪২

ইতি স্ততো মহাদেবঃ শক্রাষ্টদ্বিদ্ভিঃ স্বয়ম্ ।
 উমাসঙ্গং পরিত্যজ্য ভার্গোহগাঙ্গিদিবৌকসঃ ॥ ৪৩
 যেন ভাবেন স তদা মহামৈথুনতৎপরঃ ।
 আসীন্তেনৈব ভাবেন ব্রহ্মাদীনাং সসাদ হ ॥ ৪৪
 অথ তান্ স সুরান্ গ্রাহ মহাদেবস্তুরয়িব ।
 কিমর্থমাগতা যুয়ং তন্মে বদত নির্জরাঃ ॥ ৪৫
 তমূচুঃস্ত্রিদশাঃ সর্কে ব্রহ্মশক্রপুরোগমাঃ ।
 ভ্রম্যহামৈথুনাস্তর্গ ব্যাকুলং সকলং জগৎ ॥ ৪৬
 পৃথিবী কম্পতেহতীব শৈলবনকাননা ।
 সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্কে নদা নদ্যশ্চ শঙ্কর ॥ ৪৭
 দেবাশ্চ সর্কে দিক্পালা ন শান্তিঃ প্রাপ্নুযুশ্চি বৈ ।
 তস্মাত্ত্বং সর্বলোকেশ সকলাননুকম্পয় ।
 ত্যক্ত্বা মহামৈথুনস্ত রতিমাত্রং নিয়োজয় ॥ ৪৮
 এতচ্ছূড়া বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
 উবাচ শঙ্করো দেবো নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৪৯

ঈশ্বর উবাচ—

ইয়ং প্রবৃতির্ভবতাং শিবায়ামরসন্তমাঃ ॥ ৫০
 ত্যক্তে মহামৈথুনে তু রতিমাত্রং প্রযোজিতে ।
 নোমায়াং ভবিতা পুত্রস্তদর্থময়মুদ্যমঃ ॥ ৫১
 উমাশরীরজঃ পুত্রো যো ভবেন্মম তেজসা ।
 স এব তু রিপুন্ হত্বা ত্রিদশান্ বর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ৫২

মহাদেব, এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের স্তবে প্রসন্ন হইয়া উমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন । ৪৩

যেৰূপে মহাসুরত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ব্রহ্মাদি দেবগণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন । ৪৪

অনন্তর মহাদেব, সুরগণকে সত্বর বলিলেন, হে নির্জরগণ ! আপনারা কিজন্য আগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন । ৪৫

শক্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, মহাদেবকে বলিলেন ; হে ভগ্ন ! আপনার মহাসুরত ক্রীড়াতে সকল জগৎ কম্পিত হইতেছে । ৪৬

পৃথিবী—শৈল কাননাদি সহ নিরন্তর কম্পিত হইতেছে, সমস্ত নদ নদী ও সাগরাদি ক্ষুব্ধপ্রায় । ৪৭

দেবগণ ও দিক্পালগণ নিরন্তর অশান্তি অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন ; অতএব হে সর্বলোকেশ ! সকলের প্রতি কৃপা করুন । মহামৈথুন ত্যাগ করত কেবল মাত্র রতি অবলম্বন করুন । ৪৮

শঙ্কর, পরমাত্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত হৃষ্ট না হইয়া দেবগণকে বলিলেন । ৪৯

হে দেবগণ ! আমার এই প্রবৃতি আপনাদের হিতের জন্য ; মহামৈথুন ত্যাগ করত রতিমাত্র অবলম্বন করিলে উমাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে না । তাই আমার এই উদ্যম । ৫০-৫১

তস্মান্নাহামৈথুনে মেহতীব ভীতাঃ সুরোত্তমাঃ ।
স্বং স্বং স্থানং প্রগচ্ছন্ত অহং তদনুচিন্তয়ে ॥ ৫৩

দেবা উচুঃ—

উমাশরীরজঃ পুত্রো যথা ন ভবিতা হর ।
তথা কুরু জগন্নাথ তস্মাহামৈথুনং ত্যজ ॥ ৫৪

ঈশ্বর উবাচ—

রতিমাজ্ঞেণ নোমায়্যং মৎপুত্রঃ সম্ভবিষ্যতি ।
মহামৈথুনসন্ত্যাগাৎ স্যাদপুত্রী তু পার্শ্বভী ॥ ৫৫
তস্মাদহস্ত দেবানাং বচনাদ্ ব্রহ্মণস্তথা ।
তাস্মৈ মহামৈথুনস্ত কিং ত্বেকং কুরুতামরাঃ ॥ ৫৬
যেন মে প্রসূতং তেজো মহামৈথুনকারণাৎ ।
ধার্য্যং তেজস্বিনং দেবমানয়ন্তুমরাস্ত তম্ ॥ ৫৭
যো নিষ্কম্পো নিব্বিকারো ভূত্বা তেজো গ্রহীষ্যতি ।
তন্মে বদন্ত ত্রিদশাস্ত্যাক্ষ্যো তেজঃ শরীরজম্ ॥ ৫৮

ঔৰ্ব্ব উবাচ—

বৃষধ্বজবচঃ শ্রুত্বা দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ ।
হরতেজো গ্রহায়্যথ বীতিহোত্রং যযুক্তিষ্মা ॥ ৫৯
অথ ব্রহ্মাণমামন্ত্য তথানুজ্ঞাপ্য পাবকম্ ।
সেন্সা দেবগণাঃ সৰ্ব্বে হরমুচুরিদং বচঃ ॥ ৬০

উমার গর্ভে সেই জন্মই আমার তেজে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র, রিপুকুল বিনাশ করত দেবতাদিগকে উদ্ধার করিবে । ৫২

অতএব আমার এই ক্রীড়াতে বীতভয় হইয়া সুরোত্তমগণ স্বস্থানে প্রস্থান করুন,—আমি কর্তব্য কার্য্য চিন্তা করি । ৫৩

দেবগণ বলিলেন,—হে জগন্নাথ ! উমাশরীরজ পুত্র যাহাতে না হয়, সেই অনুষ্ঠান করত মৈথুন পরিত্যাগ করুন । ৫৪

ঈশ্বর বলিলেন, কেবল রতি-মাজ্ঞে উমাতে আমার পুত্র হইবে না, অতএব মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলে পার্শ্বভী অপুত্রা হইবেন । ৫৫

তাহা হইলেও দেবতাদের ও ব্রহ্মার বাক্যানুসারে আমি মহামৈথুন পরিত্যাগ করিতেছি । ৫৬

হে নির্জরগণ ! আপনারা এক কার্য্য করুন, মহামৈথুন জন্ম আমার প্রসূত তেজ, যিনি নিষ্কম্প ও নিব্বিকার হইয়া ধারণ করিতে পারিবেন, সেই তেজস্বী দেবতাকে আপনারা আনয়ন করুন ; হে ত্রিদশগণ ! এরূপ ব্যক্তি দেখাইয়া দিন—আমি শরীরজ তেজ পরিত্যাগ করি । ৫৭-৫৮

ঔৰ্ব্ব বলিলেন, অনন্তর বৃষধ্বজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বুদ্ধিপূৰ্ব্বক বীতিহোত্রসমীপে গমন করিলেন । ৫৯

অনন্তর ব্রহ্মা সহ মন্ত্রণা করত পাবককে তেজোধারণে স্বীকৃত করাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ হরকে এই বাক্য বলিলেন । ৬০

দেবা উচুঃ—

এষ বৈশ্বানরঃ শ্রীমান্ ভুরিতেজোময়ো বলী ।
 মহামৈথুনবীজন্ত যন্তেজঃ সংগ্রহীয়তি ॥ ৬১
 ইত্যুক্ত্বা ত্রিংশাঃ সৰ্বেষাং বীতিহোত্রং পুরঃস্থিতম্ ।
 তস্মৈ নিদেশয়ামাসুঃ শত্বে সৰ্ব্বহেতবে ॥ ৬২
 ততঃ ষড়ঙ্গং স্বং রেতো ব্যাদিতে দহনাননে ।
 উৎসসজ্জ মহাবাহুর্মহামৈথুনকারণম্ ॥ ৬৩
 অগ্নাবুৎসৃজ্যমানস্য তেজসঃ শশভৃদৃভূতঃ ।
 অগ্নুদ্বয়মভিস্বজ্জং গিরিপ্রস্থে পপাত হ ॥ ৬৪
 তস্মোক্ত কণয়োঃ সদাঃ সজ্জতো শঙ্করাশ্বজৌ ।
 একো ভৃঙ্গসমঃ কৃষ্ণো ভিন্নাঞ্জননিভোহপরঃ ।
 ভৃঙ্গাভস্য তদা ব্রহ্মা নাম ভৃঙ্গীতি চাকরোৎ ।
 মহাকৃষ্ণৈকরূপস্য মহাকালেতি লোকভূৎ ॥ ৬৫
 ততস্তৌ পালয়ামাস শঙ্করঃ প্রমথোৎকরৈঃ ।
 অপর্ণয়া চাপি তথা ক্রমাজ্ঞাবতিবর্দ্ধিতৌ ।
 প্রবৃদ্ধৌ ভৌ মহাত্মানৌ হরোমাপ্রতিপালিতৌ ।
 ক্রমাদগণেশৌ কৃত্বা ভৌ হরৌ দ্বারি ঋযোজয়ৎ ॥ ৬৬

সগর উবাচ—

উৎসৃষ্টমগ্নৌ যন্তেজস্তং কিং বৃত্তং দ্বিজোত্তম ।
 তদপ্যহং শ্রোতুমিচ্ছুঃ সজ্জৈপাত্তদ্বদস্য মে ॥ ৬৭

ওর্ব্ব উবাচ—

অগ্নাবুৎসৃজ্য তেজাংসি তাবৎ কালং বৃষধ্বজঃ ।
 আকাশগঙ্গামুদ্दिश্য দেবানিদমুবাচ হ ॥ ৬৮

এই তেজোময় বলী বৈশ্বানর আপনার মহামৈথুনসম্ভূত তেজ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। এই কথা বলিয়া ত্রিংশগণ অগ্রস্থিত বীতিহোত্রকে সর্ব্বকারণ শঙ্কুসমীপে নির্দেশ করিলেন। ৬১-৬২

তাহার পর মহাবাহু ভর্গ, মৈথুন-সম্ভূত স্বকীয় তেজ দহনশীল বহ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। ৬৩

শশি-শেখরের— অগ্নিতে পরিত্যক্ত তেজের পরমাগ্নুদ্বয় পরিমিত অল্পতেজ, গিরি-সানুতে পতিত হইল। ৬৪

সেই পতিত অগ্নুদ্বয়-মাত্র তেজ হইতে শঙ্করের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্বয় মধ্যে একটি ভৃঙ্গ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম ভৃঙ্গী রাখিলেন, অপরটি মর্দ্দিত অঞ্জন-সদৃশ অত্যন্ত কৃষ্ণ, এইজন্য পিতামহ তাহার নাম মহাকাল রাখিলেন। ৬৫

শঙ্কর, তাহাদের উভয়কে প্রমথাদি গণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন এবং অপর্ণাও তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করত বর্দ্ধিত করিলেন। তাহারা হর ও উমার প্রতিপালনে প্রবৃদ্ধ হইল এবং হর তাহাদিগকে গণাধিপতি করিয়া দ্বারে নিয়োগ করিলেন। ৬৬

এতন্তেজো দুরাধ্বং স্ত্রীভিরনৈঃ সুরোত্তমাঃ ।
 যোগনিদ্রামৃতে দেবীং শৈলপুত্রীমৃতেহথ বা ॥ ৬৯
 তস্মাদহং প্রবক্ষ্যামি যথেনং তেজসা সূতঃ
 যত্র বা ভবিতা দেবো যা চ বা তদগ্রহীশ্রুতি ॥ ৭০
 ইয়ং ত্বাকাশগা গঙ্গা শৈলরাজসুতাপরা ।
 উমায়া ভগিনী জ্যোষ্ঠা ততোহপত্যং হতাশনাং ॥ ৭১
 জনিশ্রুতাস্ববীর্যোণ তেজসানুপমদ্রুতিঃ ।
 ভবিশ্রুতি স বঃ স্রীমান্ সেনাপতিরিন্দমঃ ॥ ৭২
 স তারকং বঃ পুরতো বিজেয়তি শিখিধ্বজঃ ।
 অমোঘয়া মহাশক্ত্যা ময়ৈব প্রতিবন্ধিতঃ ॥ ৭৩
 ইতুক্ত্বা স মহাদেবো বিসৃজ্য সকলান্ সুরান্ ।
 পার্বতীমভিসম্মন্ত্য শৌচার্ধং গতবাংস্তদা ॥ ৭৪
 পার্বতী বচনং শ্রুত্বা দেবানামপ্রিয়ং সতী ।
 চুকোপ ত্রিদশোঘায় পুত্রাশা-পরিবর্জিতা ॥ ৭৫
 মন্যুনা দহমানেনব স্মুরদোষ্ঠাধরা তদা ।
 ইদমাহ সুরান্ দৃষ্ট্বা হরঞ্চ ত্যক্তমৈথুনম্ ॥ ৭৬

দেব্যাচ—

যস্মাদ্রিয়োজিতঃ শঙ্কুযুগ্মাভির্মম মৈথুনে ।
 অজাতপুত্রা চ কৃতা বারস্ত্রীবাহমদ্বিতা ॥ ৭৭

সগর বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! যে তেজ, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা কিরূপ হইল ; সেই বিষয় জানিতে আমার অভিলাষ, অতএব সংক্ষেপ-রূপে তাহা বলুন । ৬৭

ওঁর্ব বলিলেন,—বৃষধ্বজ অগ্নিতে তেজঃসমূহ তৎকালে পরিত্যাগ করত আকাশগঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন । ৬৮

হে সুরোত্তমগণ ! দেবী যোগনিদ্রা ভিন্ন এবং শৈলতনয়া ভিন্ন অগ্ন স্ত্রী এই তেজ গ্রহণ করিতে পারিবে না । ৬৯

হে দেবগণ ! আমি এইকথা বলিতেছি যে, এই তেজ যে গ্রহণ করিবে, তাহার পুত্র উৎপাদন হইবে । ৭০

এই আকাশ গঙ্গা শৈলরাজের অপর সূতা, উমার জ্যোষ্ঠা ভগিনী, ইহাঁর গর্ভে হতাশন নিজ প্রভাবে এই তেজ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিবে । ৭১

সেই পুত্র অনুপমদ্রুতিশালী দেবতা এবং অরিন্দম হইয়া সেনাপতি হইবে । সেই শিখিধ্বজ, তারককে আপনাদের সমক্ষে পরাজয় করিবে ; তাহাকে অপ্রতিহত মহাবীর্যের দ্বারা আমিই বন্ধিত করিব । ৭২-৭৩

এই কথা বলিয়া মহাদেব সকল দেবগণকে পরিত্যাগ করত পার্বতীসমীপে নিজের শুদ্ধতার নিমিত্ত গমন করিলেন । ৭৪

সতী পার্বতী, দেবগণের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রের আশা পরিত্যাগ করত দেবসমূহের প্রতি কোপ করিলেন । ৭৫

কোপে দগ্ধপ্রায় হইয়াই যেন তাঁহার অধরোষ্ঠ কল্পিত হইতে লাগিল । তিনি পরিত্যক্তমৈথুন হরকে দেখিয়া সুরগণকে এই কথা বলিলেন । ৭৬

তস্মাৎ সৰ্ব্বৈঃ সুরগণা অদ্যাবধি নিরন্তরম্ ।
 মহামৈথুনবিজ্ঞপ্তা ভবন্ত নিজযোষিতি ॥ ৭৮
 তেষামপি তথা পুত্রা ন জনিস্থন্তি মে যথা ।
 ভাৰ্য্যাশ্চ সন্তপত্যেন হীনা দেব্যো বরাক্ষণাঃ ॥ ৭৯
 যথাহং পরিতপ্যামি পুত্রাশা-পরিবৰ্জিতা ।
 তথা সন্ত সমস্তান্তা দেবাঃ পুত্রাশয়া চ্যুতাঃ ॥ ৮০

ঔৰ্ব্ব উবাচ—

এবং সুরান্ গিরিসূতা শশাপ কুপিতা ভৃশম্ ।
 তৎকালাবধি ন স্বৰ্গে জায়ন্তে দেবপুত্রকাঃ ॥ ৮১
 নান্যাপি সম্প্রজায়ন্তে পুত্রান্তাসু সুধাশিনাম্ ॥ ৮২
 দহনোহপি তথা কালে প্রাপ্তে গজোদরে যম্ ।
 রেতঃ সংক্রাময়ামাস শাস্তবৎ স্বৰ্ণসন্নিভম্ ॥ ৮৩
 সা তেন রেতসা দেবী সৰ্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ।
 পূৰ্ণকালেহথ সুযুবে পুত্রযুগ্মং মনোহরম্ ॥ ৮৪
 একঃ স্কন্দো বিশাখাখ্যো দ্বিতীয়শ্চাকরুণধৃক্ ।
 শক্তিরয়থরৌ হৌ তৌ তেজঃকান্তিবিবৰ্দ্ধিতৌ ॥ ৮৫
 তাবেকত্বং জগামাণ্ড বিশাখঃ স্কন্দ এব চ ।
 শিশুশ্চাপাভবদ্ যাতৌ যথান্যস্য সুতস্তথা ॥ ৮৬
 ততস্তং তনয়ং জাতং তথা দৃষ্ট্বাতিবিস্মিতা ।
 মধ্যে শরবণস্তাত্ত গঙ্গা তং বাসৃজক্ৰুঠাৎ ॥ ৮৭

যেহেতু আপনারা আমার সুরত কার্য্য হইতে শঙ্কুকে বিযুক্ত করিলেন এবং
 আমি অজাতপুত্রা হইয়া বারজীৱ শ্যাম নিতান্ত পীড়িতা হইলাম । ৭৭
 অতএব সুরগণ—অদ্য পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রী সহ মহামৈথুনজ্ঞপ্ত হউন । ৭৮
 ইহীদেরও আর আনন্দদায়ক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে না । বরাক্ষণা
 দেবস্ত্রীসকল পুত্রহীন হউক । ৭৯

যেৰূপে আমি পুত্রের আশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিতেছি, সেইরূপ
 দেবযোঃষদগণও পুত্রাশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিবে । ৮০

গিরিসূতা এইরূপ ক্রোধে হতাশনের শ্যাম হইয়া দেবগণকে শাপ দিলেন ;
 সেই পর্য্যন্ত ত্রিদশভবনে অদ্যাবধিও দেবগণের পুত্র উৎপন্ন হইতেছে না । ৮১-৮২

অগ্নি, কালক্রমে গঙ্গার উদরে হর-সম্বন্ধীয় সুবৰ্ণসন্নিভ রেতঃ সংক্রান্ত
 করিলেন । ৮৩

দেবী গঙ্গা সেই রেত দ্বারা সম্পূর্ণ কালে সৰ্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মনোহর পুত্রদ্বয়
 প্রসব করিলেন । ৮৪

সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম স্কন্দ, অপরটির নাম বিশাখ । তাঁহারা
 রেতঃ-সম্ভূত কান্তিবিবৰ্দ্ধিত হইয়া মনোহর রূপশালী হইলেন এবং উভয়েই শক্তি-
 ধর হইলেন । ৮৫

তৎপরে বিশাখ ও স্কন্দের উভয় দেহ, একভাগে পরিণত হইল, যেমন জগতে
 অশ্ব শিশু হয় । সেই শিশু জন্মগ্রহণ করিমাছে দেখিয়া গঙ্গা, বিস্মিতচিত্তে
 হঠাৎ শরবণমধ্যে নিষ্কেপ করিলেন । ৮৬-৮৭

বিসৃজ্য গর্ভং তং গঙ্গা বহলায়ৈ স্বয়ং তদা ।
 গর্ভবৃত্তান্তমাচখ্যো জাতক ব্যসৃজদ্যথা ॥ ৮৮
 তচ্ছ্রুত্বা বহলা জাত্বা মহাদেবতনুস্তবম্ ।
 পরিগৃহ্য সূতং তস্ত পালয়ামাস কৃত্তিকা ॥ ৮৯
 উমারাঃ শঙ্করস্ত্যপি বিজ্ঞাপ্যানুমতে তয়োঃ ।
 ততো নীভা দদৌ দেবৈব্য তং পুত্রমরিমর্দনম্ ॥ ৯০
 সৌহৃতিবৃদ্ধঃ শক্তিধরো মহাবলপরাক্রমঃ ।
 বর্দ্ধিতঃ শঙ্করেনাত্ত দেবসেনাধিপৌহস্তবং ॥ ৯১
 ততঃ সুরারিং সগগং তারকং লোকতারকম্ ।
 শক্তিহস্তো হরসূতঃ প্রমথ্য মহাবলম্ ॥ ৯২
 এবমগ্নৌ সমুৎসৃষ্টং তেজো ভর্গেণ সঙ্গতম্ ।
 যথা বৃত্তং তথা তেহন্য কথিতং নৃপসন্তম ॥ ৯৩
 সাম্প্রতং প্রাপ্ততং শ্রাব্যং মহাকালয় ভূক্ষিণঃ ।
 বৃত্তান্তং শৃণু রাজেন্দ্র ভৌ ভূতৌ মনুজৌ যথা ॥ ৯৪
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষট্চছারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাদেবী গর্ভের বৃত্তান্ত ও জাত পুত্র পরিত্যাগ—
 সমস্তই বহলার নিকট বলিলেন । ৮৮

বহলা শ্রবণ করত মহাদেবের পুত্র জানিতে পারিয়া অবিলম্বে সেই পুত্র
 গ্রহণ করত প্রতিপালন করিলেন । ৮৯

তৎপরে উমা ও শঙ্করকে জাত করাইয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমে সেই অরি-
 মর্দন পুত্রকে দেবার করে সমর্পণ করিলেন । ৯০

অতিপ্রবুদ্ধ মহাবলপরাক্রম শক্তিধর শঙ্কর-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া দেব-
 সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন । ৯১

তাহার পর মহাবল শক্তি-হস্ত হরতনয় সুরারি তারকাসুরকে স্বগণের সহিত
 অবসাদিত করিলেন । ৯২

হে নৃপোত্তম ! এইরূপে ভর্গের তেজ অগ্নিতে পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ
 হইয়াছিল, তাহা বলিলাম । ৯৩

সম্প্রতি মহাকাল ও ভূঙ্গীর প্রকৃত বৃত্তান্ত আপনাদের শ্রবণ করা কর্তব্য ।
 অতএব হে রাজেন্দ্র ! তাঁহারা উভয়ে যেরূপে মানবযোনি প্রাপ্ত হইলেন, সেই
 বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন । ৯৪

ষট্চছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬

নপুচআরিংশোঃধ্যায়ঃ

ঔৰ্ব উবাচ—

হরো যাবজ্জগত্যর্থং দেববর্গৈঃ প্রসাদিতঃ ।
 তাবন্মহামৈথুনেন হীনোহভূদ্রুময়া সহ ॥ ১
 বর্ততে রতিমাত্রৈণ স্বেচ্ছাং সম্পূরয়ন্ সদা ।
 যথা মনোরথং দেব্যাঃ সততং পূরয়ন্মুদৈঃ ॥ ২
 অথৈকদোময়া সার্কং নিগৃঢ়ে রতিমন্দিরে ।
 নৰ্ম্মাকরোন্মহাদেবো মোদযুক্তো রতিপ্রিয়ঃ ॥ ৩
 যদা সা নৰ্ম্মণে যাতা গৌরী স্মরহরাস্তিকম্ ।
 তদা ভৃঙ্গিমহাকালো দ্বাঃস্খো দ্বারি প্রতিষ্ঠিতো ॥ ৪
 নৰ্ম্মাবসানে সা দেবী মুক্তধম্মিল্লবন্ধনা ।
 বন্ধহীনং গলদগাত্রাদব্রতমালম্বা পাণিনা ॥ ৫
 বাস্তুহারা গন্ধপুষ্পৈরাকুলৈর্নাতিশোভনা ।
 বিলুপ্তকুঙ্কমা দক্ষদর্শনচ্ছদবিভ্রমা ॥ ৬
 নিঃসৃত্য রতিসঙ্কেলি-নিলয়াজ্জলজাননা ।
 ঈষদাঘূর্ণনয়না নিচিতা স্বেদবিন্দুভিঃ ॥ ৭
 তাং নিঃসরন্তীং সদনাত্তথাভূতামনিন্দিতাম্ ।
 অযোগ্যাং বৌদ্ধিকুণ্ডলায়ৈ বৃষধ্বজযুতে পতিম্ ॥ ৮
 দদর্শতুর্মহাশ্বানো নাতিস্থ্যষ্টাশ্বমানসো ।
 ভৃঙ্গী চাপি মহাকালঃ প্রাপ্তকালং চুকোপতুঃ ॥ ৯

ভৃঙ্গী ও মহাকালের শাপবিবরণ

ঔৰ্ব বলিলেন,—জগতের জন্ম হরকে দেবকুল, স্তুতিবাক্যে প্রসাদিত করিলে, মহাদেব উমাসহ মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলেন । ১

কিন্তু কেবল রতিমাত্র অবলম্বন করিয়া অভিলষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং সেইরূপেই দেবীরও মনোরথ পূরণ করিতে লাগিলেন । ২

অনন্তর এক সময়ে মহাদেব উমার সহিত রতিমন্দিরে আমোদযুক্ত হইয়া চাটুবাক্যে সংলাপ করিতেছেন । ৩

যে সময়ে পার্বতী হরসমীপে গমন করেন, সেই সময়ে ভৃঙ্গী ও মহাকাল দ্বাররক্ষক হইয়া দ্বারে প্রতিষ্ঠিত ছিল । ৪

কোতুকাবসান হইলে দেবী বন্ধনমুক্ত কেশপাশে গাত্র হইতে স্থলিত বস্ত্র, হস্ত দ্বারা অবলম্বন করত, বিপর্যাস্ত হার হইয়া, সুগন্ধ পুষ্পে অঙ্গ শোভাসম্পন্ন, অঙ্গে কুঙ্কম লেপন করিয়াছেন বলিয়া মনোহারিনী, অধরপল্লব দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিশেষ বিভ্রমযুক্তা—এইরূপ মনোহর ভাবযুক্তা পদ্মাননা উমা, রতিতে আসক্ত মনেই নিজভবন হইতে নিঃসৃত হইলেন । তাঁহার নয়নদ্বয় ঈষদঘূর্ণিত এবং স্বেদবিন্দু-নিচিত । ৫-৭

প্রিয় বৃষধ্বজ ভিন্ন অতের দর্শনের অযোগ্যা সেই রতি-সময়ের মনোহর অবস্থাপন্ন উমা পুর হইতে নির্গত হইতেছেন । ৮

ভৃঙ্গী! তাং মাতরং দীনৌ তথাভূতাবধৌমুখৌ ।
 চিন্তাক্ষ জগদুত্তীরাং নিশঙ্কসতুরক্তমৌ ॥ ১০
 তৌ পশ্যন্তৌ তদা দেবী দদর্শ হিমবৎসুতা ।
 চূকোপ চ তদাপর্ণা বাক্যকৈতদ্বাচ হ ॥ ১১
 এবভূতাক্ষ মাং কস্মাদসম্বন্ধাবপশ্যতাম্ ।
 ভবন্তৌ তনয়ৌ শুক্লৌ হ্রীমর্যাদাবিবজ্জিতৌ ॥ ১২
 যস্মাদিমাংমর্যাদাং ভবন্তৌ নিরপত্রপৌ ।
 অকুর্ক্বতাং ততো ভৃয়াস্তবতোর্জন্ম মানুষে ॥ ১৩
 মানুষীং যোনিমাসাদ্য মদবেক্ষণদোষতঃ ।
 ভবিষ্যন্তৌ ভবন্তৌ তু শাখামৃগমুখৌ ভূবি ॥ ১৪
 ইতি তারুময়্য শপ্তৌ হরপুত্রৌ মহামতী ।
 ভৃঙ্গী চৈব মহাকালঃ স্মমাতুরন্তিকং তদা ॥ ১৫
 তৌ প্রাপ্তদুঃখৌ তু তদা দুর্শ্বনক্কৌ হরায়জৌ ।
 শাপং তস্যা ন সেহাতে প্রোচতুচ্ছেদমদ্রিজাম্ ॥ ১৬
 অনাগসৌ সনৈবাবাং ভবত্যা হিমবৎসুতে ।
 কথং শপ্তৌ ভৃয়া! মাতর্হীঠাদেবং প্রকোপয়া ॥ ১৭
 নিয়োজিতৌ যথা দ্বারি মহেশেন ভৃয়া সহ ।
 তথা নিয়োগং কুর্ক্বন্তৌ তিষ্ঠাবৌ দ্বারি সংযতৌ ॥ ১৮

মহাত্মা ভৃঙ্গী ও মহাকাল দর্শন করিল; সেই সময়ে তাহারা অত্যন্ত কুপিত হইল । ৯

তৎপরে মাতাকে তদ্রূপাবস্থাপন্ন দেখিয়া অতি দীনভাবে অশোবদন হইল এবং তাহাদিগের ভীত চিন্তাবেগ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল । ১০

তাহারা সেইরূপ অবস্থাতে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে বলিয়া হিমালয়সুতা অপর্ণা ক্রোধপরবশা হইয়া এইরূপ বাক্য বলিলেন । ১১

অহো! আমাদের এইরূপ অসম্বন্ধ অবস্থা কিজন্ম ইহার! দেখিল!—তোমরা তনয় হইয়া ও এইরূপ লজ্জা-মর্যাদা-বজ্জিত হইয়াছ! ১২

যেহেতু তোমরা এইরূপ নির্লজ্জ হইয়া আমাদের অমর্যাদা করিয়াছ, অতএব তোমাদের জন্ম মনুষ্যযোনিতে হইবে । ১৩

মাতৃ-অবেক্ষণদোষে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়া বানরমুখসদৃশ তোমাদের মুখকান্তি হইবে । ১৪

এইরূপে মহামতি ভৃঙ্গী ও মহাকাল উমাদত্ত অভিশাপগ্রস্ত হইয়া মাতৃ-সমীপে গমন করিল । ১৫

হর-তনয়-দ্বয় শাপজনিতদুঃখার্ভ হইয়া বিমর্ষচিত্তে তাঁহার শাপবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া গিরিজাকে বলিল । ১৬

হে গিরিজে! আমরা সর্বদা নিরপরাধ, অতএব মাতঃ! ইঠাৎ একরূপ কুপিত হইয়া আমাদের অভিশাপ দিলেন কেন? ১৭

আপনার সহিত একত্র হইয়া মহাদেব আমাদের দ্বারে নিয়োগ করিয়াছেন। সেই নিয়োগক্রমে আমরা দ্বারেই সংযতরূপে অবস্থান করিতেছি।

হঠাৎনিঃসরণং গেহান্তবৈব ন হি বুজ্যতে ।
 আগচ্ছত্যা ভবত্যা তু দৃষ্টাবাবাং সুসংযতো ॥ ৯
 তস্মান্নিরর্থকঃ কোপঃ কো দোষস্তত্র চাবয়োঃ ।
 তস্মাস্তত্র প্রতীকারং শূন্য মাভরনিন্দিতে ॥ ২০
 ত্বং মানুষী ক্ষিভো ভূম্বা হরো ভবতু মানুষঃ ।
 মানুষস্য হরস্তাথ জাম্বায়াম্ হরতেজসা ॥ ২১
 ভবত্যাশ্চাপি মানুষ্যা ভবিষ্যাবন্তোধোদরে ॥ ২২
 যদি সত্যং হরসুভাবাবাং যদি নিরাগসৌ ।
 তদাবয়োরিদং বাক্যং সত্যমস্ত গিরেঃ সুতে ॥ ২৩
 ইত্যাক্ষোমথো শাপং দত্ত্বা দত্ত্বা সুদারুণম্ ।
 বিবিস্তনুপশাদ্দুল গৌরী হরসুতো চ তো ॥ ২৪
 অথ কালে ব্যতীতে তু সর্বজ্ঞো বৃষভধ্বজঃ ।
 তস্তাবি কর্ম জ্ঞাত্বৈব মানুষে হ্রদবৎ স্বয়ম্ ॥ ২৫
 ব্রহ্মণো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাদক্ষো ব্রহ্মসুতোহি ভবৎ ।
 অদিতিস্তৎসুতা জাতা ততঃ পুষ্যাহবোহি ভবৎ ॥ ২৬
 পুষ্যঃ পুত্রোহি ভবৎ পৌষ্যঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ।
 যস্য তুলো নৃপো ভূমো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৭
 স পুত্রহীনো রাজাজুৎ পৌষ্যো নৃপতিসত্তমঃ ।
 শেষে বয়সি সম্প্রাপ্তে ভার্য্যাভিস্তিসুভিঃ সহ ।
 পৌষ্যঃ পরময়া ভক্ত্যা ব্রহ্মাণং পর্য্যতোষয়ৎ ৬ ২৮

গৃহ হইতে হঠাৎ নিঃসৃত হওয়া আপনারই অনুচিত হইয়াছে ; আপনি
 আপন করিয়াই সুন্দর সংযতাবস্থায় আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছেন । ১৯

আমাদের তাহাতে দোষ কি ? অতএব আপনি নিরর্থক কোপ করিয়াছেন,
 বাহা ইউক মাতঃ ! তাহার এক প্রতীকার আছে, তাহা শ্রবণ করুন । ২০

আপনি মানুষীরূপে ক্ষিভিতে অবতরণ করুন এবং হর মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ
 হউন ; তাহার পর মনুষ্যরূপী হরের তেজে তাঁহার জায়া মনুষ্যরূপিণী আপনার
 গর্ভে আমরা উভয়ে জন্মগ্রহণ করিব । ২১-২২

হে গিরিসুতে ! আমরা যদি নিশ্চয় হরাস্বজ এবং নিরপরাধ হই, তাহা
 হইলে আমাদের এই বাক্য সত্য ইউক । ২৩

হে নৃপশাদ্দুল ! এইরূপ পরস্পরকে পরস্পরে ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান
 করত ভূঙ্গী ও মহাকাল প্রস্থান করিলেন । ২৪

অনন্তর কিঞ্চিৎকাল অতীত হইলে সর্বজ্ঞ বৃষধ্বজ ভবিষ্যৎ-কার্য জানিতে
 পারিয়া স্বয়ং মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন । ২৫

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মসূত দক্ষ জন্মগ্রহণ করিলেন, তৎপরে তাঁহার
 কন্যা অদিতি জন্মগ্রহণ করিলেন । ২৬

তাহার পর পুষ্য নামক দক্ষসূত উৎপন্ন হইল । পুষ্যর পুত্র পৌষ্য জন্মগ্রহণ
 করিয়া সর্ব শাস্ত্র-পারদর্শী হইলেন । ২৭

তাহার সমসংখ্য নৃপতি হয় নাই ও হইবেও না ; নৃপতিসত্তম পৌষ্যরাজ
 পুত্রহীন হইলেন, তাহার পর বয়ঃ-পরিণামাবস্থায় পৌষ্য ভার্য্যাভ্রম্নের সহিত
 পরম ভক্তিভাবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন । ২৮

ভস্য প্রসম্নো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
তম্বাচ রাজানং কিমিচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ২৯
প্রসম্নোহস্মি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রদাত্যামি যথেন্সিতম্ ।
যদিকিং তব জায়ানং তদ্বদিত্যসি সান্ধ্রতম্ ॥ ৩০

পৌষ্য উবাচ—

হিরণ্যগর্ভাপুত্রোহহং পুত্রার্থী ভামুপাস্মহে ।
ত্বয়ি প্রসম্নে পুত্রো মে ভূয়ান্নক্ষসংস্থতঃ ॥ ৩১
এতদর্থে সভার্যোহহং ভক্ত্যা ত্বাং সমুপস্থিতঃ ।
যথা মে জায়তে পুত্রস্তথা কুরু জগৎপতে ॥ ৩২
পুন্নাম্নো নরকাং পুত্রস্তায়তে পিতরং প্রসূম্ ।
অতস্তস্মান্দুরং ব্রহ্মংস্ত্বং নাশয়িতুমর্হসি ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ—

শুশ্রু পৌষ্য যথা ভাবী পুত্রস্তব কুলোত্তমঃ ।
ভদহং তে বনাম্যদ্য ভাৰ্য্যাভিস্তং সমাচর ॥ ৩৪
ইদং ফলং গৃহাণ ত্বং মম্বা দত্তং নৃপোত্তম ।
অজীর্ণং বহুলে কালে প্রাপ্তেহপি সুরসং সদা ॥ ৩৫
ফলমেতৎ সমাদায় যাবৎ সংবৎসরম্বয়ম্ ।
আরাধয় মহাদেবং স প্রসম্নো ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
যথা সস্তায়তে ভর্গঃ ফলমেতৎ তথা ভবান্ ।
করিস্বতি ফলং রাজন্ ভাৰ্য্যাভিস্তিসৃতিঃ সহ ॥ ৩৭

লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন আমাকে বলুন, আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব সেই অভিলষিত বস্তু আপনাকে প্রদান করিব। সন্ধ্রতি আপনার জায়াগণের যাহা অভিলষিত, তাহা আমাকে বলুন। ২৯-৩০

পৌষ্য বলিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! আমি অপুত্র, পুত্রার্থী হইয়া আপনাকে উপাসনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইলে, সর্ব্ব-সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইবে। ৩১

ইহার নিমিত্ত ভাৰ্য্যার সহিত্ৰু ভক্তিপূর্ব্বক আপনার আরাধনায় রত আছি। হে জগৎপতে! যাহাতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই করুন। ৩২

পুত্র—পিতা ও মাতাকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে, অতএব ব্রহ্মন্! সেই ঘোর নরকভয় নিবারণ করুন। ৩৩

ব্রহ্মা বলিলেন, হে পৌষ্য! আপনার কুলোত্তম-পুত্র ভবিষ্যতে হইবে, তজ্জন্ত আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনার ভাৰ্য্যাগণসহ তাহা আচরণ করুন। ৩৪

হে নৃপোত্তম! আমি এই ফল আপনাকে প্রদান করিতেছি—গ্রহণ করুন। সুরবর্ণের বহুকালেও জীর্ণের অযোগ্য এই রসযুক্ত ফল গ্রহণ করত বৎসরম্বয় পর্যন্ত মহাদেবকে আরাধনা করুন। তিনি প্রসন্ন হইবেন। ৩৫-৩৬

তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া যাহা বলিবেন, আপনিও তাহা করিবেন এবং হে

ততন্তে লক্ষণোপেতন্তনয়ঃ কুলবর্ধনঃ ।
 ভবিষ্যতি স্বয়ং শান্তা চক্রবর্তী বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৮
 ইত্যুক্তা প্রযযৌ ব্রহ্মা রাজাপি সহ ভীকৃভিঃ ।
 হরং যক্ষিং সমারোভে ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৩৯
 নিরাশীঃ সংযতাহারঃ কদাচিৎ ফলভোজনঃ ।
 দৃষদ্বতীনদীতীরে ফলং সংস্থাপ্য চাগ্রতঃ ॥ ৪০
 পুষ্পার্ঘদীপধূপৈশ্চ বৃষধ্বজমতর্পয়ৎ ॥ ৪১
 স তু বর্ষদ্বয়েহতীতে মহাদেবো জগৎপতিঃ ।
 পৌষাশ্চ নৃপতেঃ সমাক্ প্রসসাদার্ষসিদ্ধয়ে ॥ ৪২
 প্রসন্নঃ প্রাহ নৃপতিং মহাদেবো হসন্নিব ।
 উপাসসে কিমর্থং মাং তন্মো বদ দদানি তে ॥ ৪৩

পৌষ্য উবাচ—

অপুত্রোহহং পুত্রকামশুচক্রগুপ্ত বৃষধ্বজ ।
 যথাহং পুত্রবান্ বৈ স্যাৎ বৃষধ্বজ তথা কুরু ॥ ৪৪
 ইতি স শৃণুদব্রাজা ভার্য্যাভিঃ সহ ইযিতঃ ।
 প্রণম্য স্তুতিপূর্ব্বকং ভক্তিনব্রাহ্মণমানসঃ ॥ ৪৫
 ততঃ পুত্রাধিনং ভূপং প্রসন্নো বৃষধ্বধ্বজঃ ।
 ব্রহ্মদত্তফলং হস্তে কৃত্বদং তমুবাচ হ ॥ ৪৬

ঈশ্বর উবাচ—

ইদং ফলং ব্রহ্মদত্তং বিভজ্য নৃপতে ত্রিধা ।
 ভোজয়েথাঃ স্বজায়াস্ত্বং প্রহৃষ্টঃ সুস্থমানসঃ ॥ ৪৭

রাজন্ ! ভার্য্যাভ্যয়ের সহিত মিলিত হইয়া ভর্গের উপদেশমতে অনুষ্ঠান করি-
 যেন । ৩৭

তাহা হইলেই লক্ষণসম্পন্ন কুলবর্ধন আপনার যে তনয় উপন্ন হইবে, সে
 চক্রবর্তী লক্ষণাক্রান্ত হইবে । ৩৮

ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন ; রাজাও সস্ত্রীক পরম
 ভক্তির সহিত হরের আরাধনায় রত হইলেন । ৩৯

নিরাহারে সংযতাহারে এবং কোন সময়ে ফলভোজন করত দৃষদ্বতী-নদী-
 তীরে সেই ব্রহ্ম-প্রদত্ত ফল অগ্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ দীপাদি
 দ্বারা বৃষধ্বজের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন । ৪০-৪১

এইরূপে বর্ষদ্বয় অতীত হইলে, জগৎপতি মহাদেব, পৌষ্যরাজের অভিলাষ
 পূরণের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া সর্হর্ষ-চিত্তে নৃপতিকে
 বলিলেন, আমাকে কি জন্ত উপাসনা করিতেছ বল, আমি তোমাকে তাহা
 প্রদান করিব । ৪২-৪৩

পৌষ্য বলিলেন, হে বৃষধ্বজ ! আমি পুত্র-হীন, অতএব সেই পুত্র কামনায়
 আরাধনা করিতেছি, যেক্রমে আমি পুত্রবান্ হই, তাহাই করুন । ৪৪

রাজা ভার্য্যাগণের সহিত ভক্তি-প্রবণচিত্তে স্তুতিবাক্যে এই কথা বলিলেন ।
 তাহার পর বৃষধ্বজ, প্রসন্নচিত্তে ব্রহ্মদত্ত ফল হস্তে করিয়া পুত্রার্থী রাজাকে
 এই কথা বলিলেন । ৪৫-৪৬

ভভঃ প্রবৃন্তে ভবত এতাসু ঋতুসঙ্কমে ।
 আধাস্থিত্তি তু গৰ্ভাস্তু ভার্য্যাগ্ন্তে যুগপন্নপ ॥ ৪৮
 কালপ্রাপ্তে চ যুগপৎ প্রসবো যোষিতাং ভব ।
 ভবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ তত্রৈতৎ ত্বং করিষ্যসি ॥ ৪৯
 একাস্মা জঠরে শীর্ষভাগস্তে সম্ভবিষ্যতি ।
 অপরম্যাস্তদা কুক্ষের্মধ্যভাগো ভবিষ্যতি ॥ ৫০
 অথো নাভ্যাস্তু যো ভাগঃ সোহপরম্যাং ভবিষ্যতি ।
 তচ্চ খণ্ডত্রয়ং ভূপ যথাস্থানং পৃথক্ পৃথক্ ।
 যোজয়িষ্যসি পশ্চাত্তে পুত্র একো ভবিষ্যতি ॥ ৫১
 তস্মা শীর্ষে চন্দ্ররেখা সহজা সম্ভবিষ্যতি ।
 তৈনৈব নাম্না স খ্যাতিং গমিষ্যতি চ ভূতলে ॥ ৫২
 ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্তাসাং গৰ্ভান্ স্বয়ং তদা ।
 সংস্কৃত্বাং জাহ্নবীতোয়মাখ্যবাসায় বৈ শ্যামং ॥ ৫৩
 ততঃ ফলে স্বয়ং দেবঃ প্রবিবেশ বৃষধ্বজঃ ।
 তৎক্ষণাত্ত্বং ফলং ভূতং ত্রিভাগং স্বয়মেব হি ॥ ৫৪
 পৌশ্যস্তৎফলমাদায় মুদিতঃ সহ ভার্য্যয়া ।
 প্রযযৌ মন্দিরং হৃষ্টৌ অনুজ্ঞাপ্য বৃষধ্বজম্ ॥ ৫৫
 ততঃ সমুচিত্তে কালে প্রাপ্তে তাভিস্তু ভক্ষিতম্ ।
 তৎফলং নৃপশার্দূল গৰ্ভাশ্চাপ্যারিতা শুভাঃ ॥ ৫৬

হে নৃপতে । এই ব্রহ্মদত্ত ফল ত্রিভাগ করত অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার পত্নী-দ্বয়কে ভোজন করাও । ৪৭

তাহার পর তোমার সহিত ইহাদের রতি সঙ্গম প্রবৃত্ত হইলে হে নৃপ ! তোমার পত্নীদ্বয় এক সময়ে গর্ভবতী হইবে । ৪৮

তাহার পর কালক্রমে তোমার ভার্য্যাগণ এক সময়ে প্রসব করিবে । হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তাহাতে তুমি এক কার্য্য করিও । ৪৯

তোমার এক স্ত্রীর গর্ভে শিরোভাগ হইবে, অপর এক ভার্য্যার গর্ভে কুক্ষি ও মধ্যভাগ হইবে এবং অবশিষ্ট এক ভার্য্যার জঠরে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত উপন্ন হইবে, সেই প্রসূত খণ্ডত্রয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে যথাস্থানে সংযোগ করিতে হইবে । ৫০-৫১

পরে সেই ভাগ্যত্রয় যোগে তোমার এক পুত্র হইবে, তাহার শিরোদেশে স্বভাবতঃ চন্দ্রলেখা হইবে, সেই বালক, সেই নামেই ভূতলে খ্যাত হইবে । ৫২

এই কথা বলিয়া, মহাদেব স্বয়ং নিজের নিবাসযোগ্য তাহাদের গর্ভসংস্কার করিবার নিমিত্ত তাহা শ্বরিরস্থ জাহ্নবীজলে নিহিত করিলেন । ৫৩

তাহার পর সেই ফলে মহাদেব প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিবামাত্রই ফল স্বয়ং ত্রিভাগ হইল । ৫৪

পৌষ্য সেই ফল গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাগণ-সহ হৃষ্টান্তঃকরণে এবং হরের অনুমতিক্রমে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন । ৫৫

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে পৌষ্য-ভার্য্যাগণ সেই ত্রিভাগ ফল তিনজননে ভক্ষণ করিলেন, তাহাতেই তাহাদের গর্ভসংস্কার হইল । ৫৬

সম্পূর্ণে গৰ্ভকালে তু গৰ্ভেভ্যঃ সমজায়ত ।
 খণ্ডত্রয়ং পৃথগ্ৰাজংস্থতা ভর্গেণ ভাষিতম্ ॥ ৫৭
 তচ্চ খণ্ডত্রয়ং পৌষ্যো যথাস্থানং নিযোজ্য চ ।
 একপিণ্ডং চকারান্ত তত্র পুত্রো ব্যাজায়ত ॥ ৫৮
 তস্য শীর্ষে তদা রাজন্ সহজেন্দুকলা শুভা ।
 বিররাজ যথা বৃহা শরৎকালে কলা বিধোঃ ॥ ৫৯
 তং সর্বলক্ষণোপেতং পীনোরঙ্কং সুনাসিকম্ ।
 সিংহগ্রীবং বিশালাঙ্কং দীর্ঘায়তভুজং তদা ॥ ৬০
 দৃষ্ট্বা পৌষ্যোহথ ভাৰ্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সহ সমুদয়ম্ ।
 লেভে দরিদ্রঃ সংকোষং প্রাপ্যেব বিপুলং ততঃ ॥ ৬১
 তস্য নামাকরোদ্রাজ্ঞা ব্রাহ্মণৈঃ স্বৈঃ পুরোহিতৈঃ ।
 চন্দ্রশেখর ইত্যেব কান্ত্যা চন্দ্রমসঃ সমঃ ॥ ৬২
 ববৃধে স মহাভাগঃ প্রত্যহং চন্দ্রবৎ সূতঃ ।
 কলাভিরিব তেজস্বী শরদীব নিশাকরঃ ॥ ৬৩
 এবং তিসৃশাময়ানং গৰ্ভে জাতো যতো হরঃ ।
 অভ্যন্ত্যম্বকনামাভুৎ প্রথিতো লোকবেদয়োঃ ॥ ৬৪
 স রাজপুত্রঃ কৌমারীমবস্থ্যং প্রাপন্নতদা ।
 সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বিষ্ণোস্তুল্যো বভূব হ ॥ ৬৫
 বলে বীৰ্য্যে প্রহরণে শাস্ত্রে শীলে চ তৎসমঃ ।
 নাট্যোহভুৎ নৃপশার্দূল নো বা ভূমৌ ভবিষ্যতি ॥ ৬৬

গৰ্ভকাল সম্পূর্ণ হইলে খণ্ডত্রয় প্রসব হইল ; শিবের সেই বাক্যানুসারে পৌষ্য রাজা খণ্ডত্রয় পৃথকরূপে যথাস্থানে যোগ করিয়া এক পিণ্ড করিলেন, তাহাতেই একপুত্র উৎপন্ন হইল । ৫৭-৫৮

হে রাজন্ ! তাহার শিরোভাগে আকাশস্থ শারদীয় চন্দ্রের কলার স্থায় ইন্দুকলা বিরাজ করিতে লাগিল । ৫৯

অনন্তর পৌষ্য, ভাৰ্য্যাত্রয়ের সহিত সর্বলক্ষণসম্পন্ন, বিস্তারিত-বক্ষঃস্থল, সুন্দর-নাসিকায়ুক্ত, সিংহের স্থায় গ্রীবা, বিশাল-নেত্র, দীর্ঘভুজ সেই পুত্রকে দেখিয়া, বিপুল ধনাগারপ্রাপ্ত দরিদ্রের স্থায়, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন । ৬০-৬১

তাহার পর রাজা ব্রাহ্মণবর্গ ও স্বীয় পুরোহিতের দ্বারা সংস্কার পূর্বক তাহার ‘চন্দ্রশেখর’ এই নাম রাখিলেন; পুত্রও স্বয়ং চন্দ্রের স্থায় সুন্দর লাভ্যময় হইলেন । ৬২

সেই মহাভাগ বাল্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া তেজস্বিতাবে যেরূপ শারদীয় নিশাকর, কলাসমূহ দ্বারা নিরন্তর বুদ্ধি পায়, সেইরূপ বুদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ৬৩

এইরূপে মাতৃত্বয়ের গৰ্ভে তাহার জন্ম হইয়াছে বলিয়া জগতে এবং বেদে হরের ত্র্যম্বক নাম খ্যাত হইল । ৬৪

রাজপুত্র কৌমারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব-শাস্ত্রার্থপারদর্শী বিষ্ণুতুল্য তত্ত্বজ্ঞ হইলেন । ৬৫

তিনি বল, বীৰ্য্য, শাস্ত্রপারদর্শিতা ও সুশীলতাতেও বিষ্ণুসম হইলেন । হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তাহার সমান সংস্কারপায় ব্যক্তি জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না । ৬৬

অভিষিচ্যাথ তং রাজ্যে কুমারং বলবন্তরম্ ।
 দশপদৈকবর্ষীয়ং সর্বরাজগুণৈর্ভূতম্ ॥ ৬৭
 তিসৃভিঃ সহভর্যাভি বনং পৌশ্ণো বিবেশ হ ।
 বৃদ্ধোচিতক্রিয়াং কর্ত্ত্বং রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৬৮
 গতে পিতরি রাজা স বনবাসং মহাবলঃ ।
 সর্বাং ক্ষিতিং বশে চক্রে সামাত্যচন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
 সার্কবভৌমো নৃপো ভূত্বা রাজভিঃ পরিসেবিতঃ ।
 অমরৈরিব দেবেন্দ্রো বিজহার শ্রিয়া যুতঃ ॥ ৭০
 এবং পৌশ্ণসুতো ভূত্বা ত্রাহকঃ পুণ্যানির্ভূতঃ ।
 ব্রহ্মাবর্ত্তাহস্মৈ রম্যে করবীরাহস্মৈ পুরে ।
 দৃষত্বতীনদীতীরে রাজা ভূত্বা মুমোদ হ ॥ ৭১
 অথৈকদা স পিতরং বনবাসগতং স্বয়ম্ ।
 মাতৃশ্চাপি নৃপশ্চেষ্টে দ্রষ্টুকমোহভবন্নৃপঃ ॥ ৭২
 স একস্মন্দনৈব একাকী চন্দ্রশেখরঃ ।
 বিপুলং ধনুরাদায় সমাগলগলং তদা ॥ ৭৩
 তপোবনং পুণ্যময়ং বিষয়াস্তে ব্যবস্থিতম্ ।
 আসসাদ দিদ্মুঃ স তাতং বৃদ্ধং সমাতৃকম্ ॥ ৭৪
 স গচ্ছন্ পিতুরভ্যাসং নৃপতিং চন্দ্রশেখরঃ ।
 দর্শনম্মুচং নাম তপস্বন্তং মহামুনিম্ ॥ ৭৫
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ সংবীতং সূর্যাসল্লিভম্ ।
 উক্ক'গাভির্জটাবিশিষ্টং সংযুতং ধ্যানিনং কৃশম্ ॥ ৭৬

তৎপরে পৌশ্ণ রাজা, বলশালী সমস্ত রাজগুণসম্পন্ন ষোড়শবর্ষীয় পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । ৬৭

পরম ধার্ম্মিক সেই রাজা, বৃদ্ধ-কালোচিত কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত ভার্যাগণ সহ বনে গমন করিলেন । ৬৮

পিতার বন গমনের পর চন্দ্রশেখর, অমাত্যগণের সহিত সমস্ত রাজ্য স্বীয় আয়ত্তাধীন করিলেন । ৬৯

সার্কবভৌম নৃপতিরূপে রাজবর্গের পূজিত হইলেন এবং অমরগণসেবিত দেবেন্দ্রের স্থায় শোভাসম্পন্ন হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন । ৭০

পুণ্যশীল ত্রাহক এইরূপে পৌশ্ণ-সুত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে দৃষত্বতীনদী-তীরে করবীরনামক পুরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন । ৭১

হে নৃপশ্চেষ্ট ! অনন্তর একদা রাজার, বনবাসগত মাতা-পিতার দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষ হইল । চন্দ্রশেখর একাকী এক-রথাক্রুত হইয়া, বাণ-সংযোজিত শরাসন গ্রহণ করিলেন । ৭২-৭৩

কৃষ্ণ পিতা-মাতার দর্শনাভিলাষে বিষয় বাসনার অবসানে ব্যবস্থিত পুণ্যময় তপোবনে গমন করিলেন । ৭৪

নৃপতি চন্দ্রশেখর, পিতার সমীপে গমন করিয়া তপস্কারত নমুচ নামক মহামুনিকে দর্শন করিলেন । ৭৫

ভাঁহার কলেবর, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় দ্বারা সংবীত, সূর্যাসদৃশ-প্রভাশীল উক্কগামী-জটাবাহুস্ত ; তিনি কৃশ ও ধ্যান-নিরত । ৭৬

তপসা দ্যোতিততনুং নিশ্চলং কুশজাসনম্ ।
 তং দৃষ্ট্বা দূরতো বীরো রথোপহ্বাদবাতরং ॥ ৭৭
 উপত্যক্তে চ বিপ্ৰেভ্যঃ বিনয়ানতকঙ্করঃ ।
 প্রণমাম মুনিং তঞ্চ বাক্যমেতদ্ভদ্রদীরয়ন্ ॥ ৭৮
 পৌষ্যস্ত তনয়ো ব্রহ্মন্ নান্নাহং চন্দ্রশেখরঃ ।
 প্রণমামি মহাভক্ত্যা ভবন্তং মুনিসত্তমম্ ॥ ৭৯
 ইত্যুক্ত্বা প্রাজলিস্তন্বৌ মুনেস্তয়াগ্ৰতো নৃপঃ ।
 নমুচ্য মুখং বীক্ষ্য ভক্তিনম্রান্বিতমানসঃ ॥ ৮০
 পূৰ্ব্বমেব যদা রাজা প্রাবিশত্তপসে বনম্ ।
 তদৈব সহভাৰ্য্যাভিস্তং মুনিং প্রত্যপূজয়ং ॥ ৮১
 চিরমারাধ্য নমুচং পৌষ্যঃ পরমপণ্ডিতঃ ।
 প্রসাদয়ামাস মুনিং পুত্রার্থে স্নাতাকরৈঃ ॥ ৮২
 বিষম্বাস্তে তপঃ কুৰ্ব্বন্ মুনিশ্ৰেষ্ঠেহ তিষ্ঠসি ।
 একস্ত প্রার্থয়ে ত্বতো যদি মাং দয়সে মূনে ॥ ৮৩
 শিশুৰ্মে তনয়ো রাজা চন্দ্রশেখরসংজ্ঞকঃ ।
 সহজেন্দুকলামুক্তো বালভাবাচ্চ চঞ্চলঃ ॥ ৮৪
 স স্তেজবন্তমাসাদ্য কদাচিদপরাধ্যতি ।
 তব! ক্ষমিষ্যসি মূনে ময়েতৎ প্রার্থিতং ত্বয়ি ॥ ৮৫
 পৌষ্যস্ত বচনং শ্রুত্বা মুনিশ্চাক্ষীচকার হ ।
 দৃষ্ট্বা তত্তনয়ং বিপ্রঃ পৌষ্যবাক্যমন্বরং ॥ ৮৬

তাহার শরীর তপঃপ্রভাবে অত্যন্ত প্রদীপ্ত এবং নিশ্চল। তিনি কুশময় আসনে উপবিষ্ট; রাজা রথ হইতে সেই মুনিকে দর্শন করিলেন। ৭৭

আদরের সহিত বিনয়ান্বিত মস্তকে মুনিকে কিঞ্চিৎ স্তুতিবাক্য বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ৭৮

হে ব্রহ্মন্! আমি পৌষ্যের পুত্র, আমার নাম—চন্দ্রশেখর; আমি ভক্তি-পূৰ্ব্বক আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৭৯

এই কথা বলিয়া নৃপতি বদ্ধাজলি হইয়া মুনির মুখ দর্শন করত ভক্তি-নম্র-মস্তকে তাহার অগ্রস্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮০

পরম পণ্ডিত পৌষ্যরাজ, তপস্যার জগৎ যে সময়ে তপোবনে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে ভাৰ্য্যাগণসহ মুনিকে পূজা করেন। তাঁহাকে অনেক সময় আরাধনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ৮১-৮২

তিনি বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি বিষয়-ভোগান্তে তপস্যা করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন; আমি একটা প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে দান করুন। ৮৩

হে মূনে! আমার পুত্র চন্দ্রশেখর রাজা হইয়াছে। সে শিশু—স্বাভাবিক ইন্দুকলামুক্ত এবং বালভাববশতঃ চঞ্চল। ৮৪

অতএব যদি সে আপনার সমক্ষে কোন দিন অপরাধ করে, তবে আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। ৮৫

পৌষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি তাহাই স্বীকার করিলেন। রাজ-তনয়কে দেখিয়া মুনি পৌষ্যবাক্য শ্রবণ করিলেন। ৮৬

শ্রুত্বাঃ স্থিতং নম্রং সূচিরং চন্দ্রশেখরম্ ।
 ইদং প্রোবাচ স মুনি দয়াবান্মুচাহ্বয়ঃ ॥ ৮৭
 বিনয়েনাদ তুষ্টোহস্মি ভবতঃ চন্দ্রশেখর ।
 বরং বরয় দাস্যামি বাঞ্ছিতং মে মহত্তরম্ ॥ ৮৮
 তস্য শ্রুত্বা ততো বাক্যং নৃপতিচন্দ্রশেখরঃ ।
 পুনঃ প্রণম্য নমুচ-মিদমাহাতিসূতম্ ॥ ৮৯
 কায়েন মনসা বাচা যদত্যাং দ্বিজোত্তম ।
 তৎ সর্বং বিষয়ে মেহস্তু ত্বাদৃশা যস্য দক্ষিণাঃ ॥ ৯০
 মনোগতং মে দুষ্প্রাপং বাঞ্ছনীয়ং ন বিদ্যতে ।
 তদেব বরণীয়ং মে যদদাতি স্বয়ং ভবান্ ॥ ৯১

নমুচ উবাচ—

ত্বং সপ্তদশবর্ষাণাং প্রাপ্তে সংবৎসরে পরে ।
 ভবিষ্যসি নৃপশ্রেষ্ঠ বররামাপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৯২
 যথা গিরিসূতা শম্ভোর্যথা লক্ষ্মীগদাভূতঃ ।
 যথা সুরেশস্য শচী তথা তেহপি ভবিষ্যতি ॥ ৯৩
 ইত্যুক্ত্বা স মুনিভূপং নমুচস্তপসাং নিধিঃ ।
 বিসর্জয়ামাস তদা স চাপ মুদিতো যথো ॥ ৯৪
 স গত্বা পিতরং প্রাপ্য মাতৃশ্চ চন্দ্রশেখরঃ ।
 অপূজয়দ্ যথার্থৈস্ত তৈরপ্যাহ্বাসিতঃ সূতঃ ॥ ৯৫
 অথাগতো নৃপঃ স্বীয়ং করবীরপুরীং প্রতি ।
 মুদিতঃ সচিবৈঃ সার্কিং রেমে দেবেন্দ্রসান্নভঃ ॥ ৯৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

স্মরণ করত দয়াশীল মুনি নম্রভাবে অগ্রস্থিত চন্দ্রশেখরকে এই কথা বলিলেন ;—হে চন্দ্রশেখর । তোমার বিনয়ে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি । বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি দান করিব । ৮৭-৮৮

রাজা চন্দ্রশেখর, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া নমুচ মুনিকে এই কথা বলিতে লাগিলেন । ৮৯

হে দ্বিজসত্তম ! শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা যাহা প্রার্থনা করিব, সে সমস্তই আমার বিষয়ে আছে এবং সমস্তই আমার অনুকূল । ৯০

আমার দুষ্প্রাপ্য মনোগত বিষয় বিদ্যমান দেখিতে পাই না ; অতএব আপনি যাহা স্বয়ং দান করিবেন, সেইটাই আমার পক্ষে বরণীয় । ৯১

নমুচ বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! বর্ত্তমান সময়ে তুমি সপ্তদশবর্ষীয় ; আর এক বৎসর অতীত হইলে উৎকৃষ্টা জ্ঞীর পতি হইয়া অত্যন্ত সুখী হইবে । ৯২

যে রূপ শঙ্কর গিরিসূতা, গদাধরের লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী ; তোমার পত্নী সেই-রূপ হইবে । এই কথা বলিয়া তপোনিধি নমুচ রাজাকে বিদায় করিলেন, রাজাও হৃষ্টান্তঃকরণে গমন করিলেন । ৯৩-৯৪

চন্দ্রশেখর, পিতা মাতার নিকট গমন করিয়া যথাযোগ্য তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন । ৯৫

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

ওৰ্ব উবাচ—

অবতীৰ্ণে মহাদেবে পৌষজায়াসুখেচ্ছায়া ।
মানুষেণ প্রমাণেন গতে সংবৎসরত্রেয়ে ॥ ১
গিরিজাপি ককুৎস্থস্য রাজ্ঞো ভাৰ্য্যায়জায়ত ।
মেনকায়াং যথা পূৰ্ব্বং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী ॥ ২
অৰ্য্যাবৰ্ত্তবিষয়ে ব্রহ্মণ্যঃ শূরসত্তমঃ ।
ইক্ষাকুবংশজো রাজা ককুৎস্থো নাম ধাৰ্ম্মিকঃ ॥ ৩
ভোগবত্যাংস্বায়াং তু পুৰ্য্যাং রিপুনিষ্দ্দনঃ ।
সৰ্ব্বলক্ষণসম্পন্নো ভূপালশুণসংযুতঃ ॥ ৪
তস্য ভাৰ্য্যা মহাভাগা ভৰ্গদেবস্য পুত্রিকা ।
সো মনোন্নথিনী নাম্ভা পুজিতা পতিবল্লভা ॥ ৫
তয়াঃ পুত্রশতং যজ্ঞে দেবগৰ্ভাভিমূঢ়তম্ ।
বলবীৰ্য্যসমায়ুক্তং ককুৎস্থনৃপসত্তমাং ॥ ৬
পুত্রী ন বিদ্যতে তয়াস্তদর্থং সা গৃহান্তরে ।
নিভৃতং স্থণ্ডিলং কৃতা চণ্ডিকাং সমপূজয়ং ॥ ৭

অনন্তর রাজা চন্দ্রশেখর স্বীয় করবীরপুরে গমন করিয়া সচিবগণের সহিত
আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রের শ্রায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । ১৬

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৭

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

চন্দ্রশেখরের বিবাহ

ওৰ্ব বলিলেন, মহাদেব পৌষজায়াতে ইচ্ছাবশতঃ অবতীৰ্ণ হইলে এবং
মনুষ্য-পরিমাণে দুই বৎসর অতীত হইলে, গিরিজা যেরূপ পূৰ্ব্বে মেনকার
জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ককুৎস্থ রাজার ভাৰ্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করিলেন । ১-২

আৰ্য্যাবৰ্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নামে নগরীতে ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠান-রত মহা-
বীৰ্য্যশালী ককুৎস্থ নামে অতি ধাৰ্ম্মিক অত্যন্ত রিপুনিষ্দ্দনকারী, সৰ্ব্বলক্ষণ-
সম্পন্ন; সমস্ত রাজগুণ-যুক্ত ইক্ষাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন । ৩-৪

মহাভাগ্যশালিনী ভৰ্গদেবের তনয়া মনোন্নথিনী নামে তাঁহার প্রেয়সী
ভাৰ্য্যা ছিলেন । ৫

ককুৎস্থ নৃপতি হইতে তাঁহার দেবগণের শ্রায় অচ্যুত বলবীৰ্য্যযুক্ত এক শত
পুত্র জন্মিল ; একটীও কন্যা প্রসূতা হইল না । ৬

সেইজন্য ককুৎস্থ-পত্নী গৃহান্তরে নিভৃত স্থানে চণ্ডিকাকে পূজা করিতে
আরম্ভ করিলেন । ৭

পূজ্যমানা মহাদেবী চণ্ডিকা রাজভার্যায়া ।
 প্রসন্না সা ত্রিভিবর্ষেভ্যং স্বপ্নে চাত্রবৌদিদম্ ॥ ৮
 যোষিল্লক্ষণসম্পন্না সার্কবভৌমস্য ভামিনী ।
 নক্ষত্রমালয়া যুক্তা পুত্রী তব ভবিষ্যতি ॥ ৯
 সাপি স্বপ্নে বরং প্রাপ্য মুদিতাভূতপাক্ষনা ।
 পার্কব্যাপি স্বয়ং তস্তা গর্ভে কালে বিবেশ হ ॥ ১০
 সা মনোন্নথিনী দেবী প্রযুস্তে ভানুসঙ্গমে^১ ।
 গর্ভং দধৌ মহাসত্ত্বং চল্লিকেমামৃতোৎকরম্ ॥ ১১
 সম্পূর্ণে তু ততঃ কালে প্রাপ্তে নক্ষত্রমালিনীম্ ।
 সা মনোন্নথিনী দেবী সুযুবে তনয়াং শুভাম্ ॥ ১২
 তাং দৃষ্ট্বা হারসংযুক্তাং শরজ্জ্যাংস্ত্রোপমাং শুভাম্ ।
 ককুৎস্থো ভার্যায়া সার্কমত্যর্থমুদিতোহভবৎ ॥ ১৩
 সহজেনাথ হারেণ ভূষিতা তু ককুৎস্থজা ।
 ববৃধে মন্দিরে তস্য বর্ষাস্থিব সুরাপগা ॥ ১৪
 তেনৈব হারচিহ্নেন তস্তাস্তারাবভীতি বৈ ।
 নামাকরোং পিতা কালে যথোক্তে নৃপসত্তম ॥ ১৫
 কালক্রমেণ সা বাল্যং ব্যভীতা বরবর্ণিনী ।
 মঞ্জুলং যৌবনোন্তেদং প্রাপ স্ত্রীরিব মাধবে ॥ ১৬
 সা শ্রিয়া শ্রিয়মম্বেতি শৌচেনাথ সতী শুভা ।
 সুশীলাং শীলচরিতৈঃ স্বরূপেণ চ পার্কবতীম্ ॥ ১৭

মহাদেবী চণ্ডিকা পূজিত হইয়া তিন বৎসরের পর প্রসন্না হইলেন এবং স্বপ্নে ককুৎস্থপত্নীকে বলিলেন । ৮

স্ত্রীলক্ষণ-সম্পন্না সার্কবভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্তা ভোমার একটি কন্যা হইবে । ৯

ককুৎস্থ-পত্নী স্বপ্নে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন ; পার্কবতীও স্বয়ং কালক্রমে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিলেন । ১০

দেবী মনোন্নথিনী ঋতুসঙ্গম বশতঃ অমৃতসমূহ চল্লিকার দ্বারা মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন । ১১

তাঁহার পর, কালপূর্ণ হইলে দেবী মনোন্নথিনী নক্ষত্রমালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন । ১২

শারদীয় চল্লিকার দ্বারা মনোহারিণী এবং হার-সংযুক্তা, সেই নবপ্রসূতা তনয়াকে দেখিয়া ককুৎস্থ, ভার্গ্যার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । ১৩

সহজ হারে ভূষিতা ককুৎস্থতনয়া বর্ষাকালীন সুরনদীর দ্বারা ককুৎস্থের ভবনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ১৪

হে নৃপসত্তম । স্বাভাবিক হারচিহ্ন আছে বলিয়া পিতা উপযুক্ত কালে তাঁহার নাম তারাবভী রাখিলেন । ১৫

সেই বরবর্ণিনী কালক্রমে বাল্যভাব অতিক্রম করিয়া, মাধবের লক্ষ্মীর দ্বারা যৌবনের উদয়মণ্ডলিত শোভা প্রাপ্ত হইলেন । ১৬

তস্মাস্ত যৌবনোত্তমং দৃষ্ট্বা রাজা সূতৈঃ সহ ।
 ককুৎস্থঃ কারয়ামাস সময়েহথ স্বয়ংবরম্ ॥ ১৮
 মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে চন্দ্রবুদ্ধৌ শুভে দিনে ।
 স্বয়ংবরসভাক্ষে তারাবত্যাঃ পিতা সূতৈঃ ॥ ১৯
 বাত্তিকাস্ত বহুন্ রাজা বড়বাভিক্রমেণ বৈঃ ।
 তুর্ণং প্রস্থাপয়ামাস নানাদেশনৃপান্ প্রতি ॥ ২০
 তে রাজানন্তদা ঋত্বা বার্তাং বৈ বাত্তিকাননাং ।
 তুর্ণমেব সমাজগ্নুস্তারাবত্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥ ২১
 তং ঋত্বা পৌশ্বতনয়শ্চতুরঙ্গবলৈর্যুতঃ ।
 স্বয়ংবরং জগামাশু দিব্যালঙ্কারসংযুতঃ ॥ ২২
 তত্র গত্বা নৃপশ্রেষ্ঠাঃ ককুৎস্থেন বিনিম্মিতে ।
 স্বয়ংবরসভামধ্যে যথযোগ্যমুপস্থিতাঃ ॥ ২৩
 আসীনেষথ ভূপেশ্ব ককুৎস্থস্তনয়াং স্বকাম্ ।
 শুভে মুহূর্তে সম্প্রাপ্তে সভাং নেতুং মনোহকল্পে ॥ ২৪
 এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞঃ কুমারী বরবগিনী ।
 বৃদ্ধাং ধাত্রীং নিজাং সম্যকসম্পূর্ণজ্ঞানশালিনীম্ ॥ ২৫
 স্বয়ংবরসভাং দ্রষ্টুং প্রাহিণোং সদসং প্রতি ।
 উবাচ চ তদা ধাত্রীং রাজপুত্রী সুমঙ্গলাম্ ॥ ২৬

তারাবতা, স্বীয় শোভার দ্বারা লক্ষ্মীর অনুকরণ করিলেন এবং শুদ্ধতায়
 সতীর অনুকরণ করিলেন, শাতলতায় সুশীলার ও চরিত্রদ্বারা পার্শ্বতীর অনু-
 করণ করিলেন । ১৭

রাজা ককুৎস্থ, তনয়ার যৌবনোত্তম দর্শন করিয়া সূতগণের সহিত মন্ত্রণা
 করিয়া তাঁহার স্বয়ংবর করাইলেন । ১৮

বৈশাখমাসের প্রারম্ভে বৃদ্ধচন্দ্রে শুভদিনে পিতা সূতগণের সহিত, তারা-
 বতীর স্বয়ংবর সভা করিলেন । ১৯

নানাদেশীয় রাজবর্গের সমীপে স্বয়ংবর-বার্তাবহ বহু দূত অশ্বপৃষ্ঠে শীঘ্র
 প্রেরণ করিলেন । ২০

রাজবর্গ দূতমুখে স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া শীঘ্র তারাবতীর স্বয়ংবর স্থলে
 সমবেত হইলেন । ২১

পৌশ্ব-তনয় চন্দ্রশেখর-রাজ্য তাহা শ্রবণ করত চতুরঙ্গবলের সহিত
 দেবালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ংবর-স্থলে গমন করিলেন । ২২

নৃপশ্রেষ্ঠগণ ককুৎস্থ-নির্ম্মিত স্বয়ংবর-সভা-বেদিকায় উপস্থিত হইয়া যথা-
 যোগ্যাসনে উপবেশন করিল । ২৩

ককুৎস্থ নিজ তনয়াকে শুভলগ্নে শুভমুহূর্তে সভায় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা
 করিলেন । ২৪

ইহার মধ্যে বরবগিনী রাজকুমারী, সম্পূর্ণ জ্ঞানশালিনী স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে
 স্বয়ংবর-সভা দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন । ২৫

সেই সময়ে মঙ্গলযুক্তা রাজনন্দিনী ধাত্রীকে বলিলেন, ধাত্রি । তুমি স্বয়ংবর-

স্বয়ংব্রহ্মসভাং গতা চারুৰূপং সুলক্ষণম্ ।
 নৃপং নিরূপ্য ভো ধাত্ত্বি সমক্ষং মে নিবেদয় ॥ ২৭
 ত্বং মাতর্মম কল্যাণং সৌভাগ্যমপি বাহুসি ।
 যথা সৌভাগ্যদঃ স্বামী মম স্যাত্ত্বং তথা কুরু ॥ ২৮
 এবং তাং প্রেষয়িত্বাথ ধাত্ত্বীং নৃপতিপুত্রিকা ।
 সা মনোন্নতিনি যত্র প্রারাদয়ত চণ্ডিকাম্ ।
 তত্র প্রায়ান্ মহাভাগা শুভা তারাবতী তদা ॥ ২৯
 তত্র গতা মহাদেবীং প্রণম্য কালিকাহর্যাম্ ॥ ৩০
 মানুষ্যেণাথ ভাবেন তাং জ্ঞাত্বান্মনামান্না ।
 প্রণনাম মহাভক্ত্যা বাক্যকৈতদ্বাচ হ ॥ ৩১
 প্রণমামি মহামায়াং যোগনিদ্রাং জগন্ময়ীম্ ।
 সা মে প্রসীদতাং গৌরী চণ্ডিকা ভক্তবৎসলা ॥ ৩২
 যদি সত্যং জনন্যা মে মদর্থে ত্বং প্রপূজিতা ।
 তেন সত্যেন সুভগঃ পতির্মম নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৩
 স্বয়ংবরেহ্য ভবতু প্রসীদ হরবল্লভে ॥ ৩৪
 ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা চণ্ডিকা হরমোহিনী ।
 মোহয়ন্তী নৃপসুতাং যথান্মানং ন বেত্তি চ ।
 তথা গ্রাহদৃশমুত্তিরিদং সা সূনৃতং বচঃ ॥ ৩৫

দেব্যাবাচ—

পৌষ্য তনয়ো যোহসৌ নান্নাভুজল্লশেখরঃ ।
 স মনোহররূপস্তে প্রিয়ঃ স্বামী ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

সভাস্থলে গমন করিয়া, মনোহর-রূপ-সম্পন্ন সর্বসুলক্ষণশালী রাজাকে বিশেষ-
 রূপে নিরূপণ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বল । ২৬-২৭

হে মাতঃ! তুমিই আমার কল্যাণ ও সৌভাগ্য বিশেষ বাহু কর ।
 অতএব যাহাতে আমি সৌভাগ্যশালী স্বামী পাইতে পারি, তদ্বিষয়ে বিশেষ
 যত্ন কর । ২৮

ধাত্ত্বিকে প্রেরণ করিয়া নৃপতনয়া মনোন্নতিনি যেখানে চণ্ডীর আরাধনা
 করিয়াছেন, সেইখানে গমন করিলেন । ২৯

মহাভাগ্যশালিনী তারাবতী চণ্ডিকার মন্দিরে গমন করিয়া, দেবী কালি-
 কাকে প্রণাম করিলেন । ৩০

মনুষ্যভাবে আপনার প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকাতে মহাভক্তিপূর্বক প্রণাম
 করত তিনি এই কথা বলিলেন ;—মহামায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রাকে আমি
 প্রণাম করিতেছি, সেই ভক্তবৎসলা চণ্ডিকা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩১-৩২

যদি মাতা আমার জন্ম সত্য আপনাকে পূজা করিয়া থাকেন, তবে সেই
 সত্যে অদ্য স্বয়ংবরে আমার নৃপোত্তম সুভগ পতি হউক । ৩৩

হে হরবল্লভে! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩৪

উঁহায় এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হরমোহিনী চণ্ডিকা, যেক্রমে আপনাকে
 না জানিতে পারে, তদ্রূপ নৃপসুতাকে মোহিত করিয়া অদৃশ্যভাবে এই মনোহর
 বাক্য বলিতে লাগিলেন । ৩৫

তমিন্দুকলয়া শীর্ষে চিহ্নিতং নৃপসত্তমম্ ।
 বরষস্ব বরারোহে পার্বতী বৃষধ্বজম্ ॥ ৩৭
 ইত্যুক্ত্য বিবরামাস্ত পার্বতী নৃপপুত্রিকাম্ ।
 সাপি নত্বা তথা দৃষ্টাঃ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনা ।
 জগাম মঙ্গলগৃহং জনন্যা যত্র বাসিতা ॥ ৩৮
 অথাজগাম সা ধাত্রী নিরূপ্য সদৃশং পতিম্ ।
 তারাবত্যান্তদাচর্য ব্রহ্মাং নৃপসত্তম ॥ ৩৯
 দৃষ্ট্য তামগ্রভো ধাত্রীং প্রহৃষ্টাং নৃপভেঃ সূতা ।
 পপ্রচ্ছ নিভৃতং কীদৃক্ কো বা দৃষ্টত্বয়া নৃপঃ ॥ ৪০
 সা প্রাহ ধাত্রী বচনান্তব ভূপা বিলোকিতাঃ ।
 চারুৰূপাঃ কুলীনাশ্চ শাস্ত্রে শাস্ত্রে চ পারগাঃ ॥ ৪১
 তেষামহং ন শক্লোমি প্রবক্তুং সুবহুন্ গুণান্ ।
 যেষু মে রোচতে তাস্তু কথয়ামি শুভপ্রভে ॥ ৪২
 চারুৰূপা ময়া তেষু চত্বারঃ পুরষাঃ শুভে ।
 দৃষ্টান্ত্যাপি নাসত্যো দেবো দ্বাবপরো নরৌ ॥ ৪৩
 দেবয়োঃ কথনে কৃত্যঃ কিঞ্চিন্নাপি ন বিদ্যতে ॥ ৪৪
 যৌ পুনঃ পৃথিবীপালৌ তয়োরেকঃ সদারকঃ ।
 নায়্য সর্বাজকল্যাণোহথাপরশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৪৫

চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যতনয় মনোহররূপ সম্পন্ন ; সেই তোমার প্রিয় স্বামী
 হইবে । ৩৬

হে বরারোহে ! শিরঃস্থিত ইন্দুকলাচিহ্নিত সেই নৃপসত্তমকে, যেক্রমে
 পার্বতী বৃষধ্বজকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও বরণ কর । ৩৭

পার্বতী নৃপতনয়াকে এইকথা বলিয়া নীরব হইলেন ; নৃপতনয়াও অদৃশ-
 রূপা চণ্ডিকাকে প্রণাম করত হর্ষোৎফুল্ল লোচনে মাতৃ-নির্দিষ্ট মঙ্গলগৃহে গমন
 করিলেন । ৩৮

হে নৃপসত্তম ! অনন্তর ধাত্রী তারাবতীর সদৃশ পতি নিরূপণ করত
 গোপনীয় বিষয় বলিতে আগমন করিল । ৩৯

নৃপসূতা ধাত্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিভৃতস্থানে
 জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ধাত্রী ! তুমি কোন্ নৃপতিকে কিরূপ দেখিলে ? ৪০

সেই ধাত্রী বলিতে লাগিল,—তোমার সদৃশ বরের উপযুক্ত বহু রাজা আমি
 দেখিয়াছি ; তাঁহার মনোহররূপসম্পন্ন, কুলান ও সর্বশাস্ত্র-পারদর্শী । ৪১

তাঁহাদের গুণ বর্ণনা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না ; সেই রাজবর্গের
 মধ্যে তাঁহাদিগের সকলকেই আমি ভাল বলি । ৪২

হে শুভপ্রদে ! তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি ;—সেই বহু-রাজার মধ্যে
 চারিটি পুরুষ আমি দেখিলাম, কিন্তু তাঁহার মধ্যে দুইটি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অপর
 দুইটি মনুষ্য । ৪৩

সেই দেবদ্বয়ের কার্য্য বলিবার কোন দরকার নাই । সেই দুইটি ক্ষিত্টি-
 পালের মধ্যে মূলক্ষণ-সম্পন্ন একটি সপত্নীক, নাম সর্বাজকল্যাণ, অপরটির
 নাম চন্দ্রশেখর । ৪৪-৪৫

নাসত্যায়োরেতয়োস্ত বিশেষো নাস্তি কশ্চন ।
 রূপে শরীরসৌভাগ্যে সৰ্ব্বৈ চাৰ্ভিমনোহরাঃ ॥ ৪৬
 নৃপৌ পুনর্মহাসত্ত্বৌ সিংহস্কন্ধৌ মহাভুজৌ ।
 আরক্তপাণিনয়নমুখপাদকরোস্তবৌ ॥ ৪৭
 পীনোরন্ধৌ বিশালাক্ষৌ লগ্নজয়ুগলাবুভৌ ।
 সৰ্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণৌ দেবালঙ্কারমণ্ডিতৌ ॥ ৪৮
 তয়োৱপি বয়ঃস্থত্বাং প্রশস্তচন্দ্রশেখরঃ ।
 সুশীলঃ সূতবচাঃ শাস্ত্রে শাস্ত্রে চ সম্মতঃ ॥ ৪৯
 ঈষদুত্তিমরোয়া তু নীলেন চাকু নির্মলম্ ।
 রাজতে বদনং তস্ম লক্ষণেব নিশাকরঃ ॥ ৫০
 দীপ্তিমত্যাপি কলয়া রাজতে স নিশাপতেঃ ।
 সহজেন শিরশ্চেন সাক্ষাৎ স চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫১
 স এব তে পতির্যোগ্যচ্চিহ্নেনানেন সুন্দরি ।
 তৎ ত্বং বরয় রাজানং ভব যোগ্যং শুভোদয়ম্ ॥ ৫২
 ধ্যাত্ৰাশ্চৈবং বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রী জগাদ তাম্ ।
 মৎপার্ষ্ণচারিণী ভূত্বা নিদেশয় নৃপোত্তমম্ ॥ ৫৩
 ধাত্রি স্বয়ংবরসভা-প্রবেশসময়ে মম ।
 তয়োৱায়াস্তদা রাজা ততোঃ ভাষমাণয়োঃ ॥ ৫৪
 সুতাং স্বয়ংবরসভাং নেতুং কালে শুভোদয়ে ।
 স্বয়ং তদা ককুৎস্থস্ত সুতায় মঙ্গলালয়ে ॥ ৫৫

অগ্নিনীকুমারদ্বয়ের সহিত তাহাদের বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই । রূপে শরীরলাবণ্যে সকলেই অত্যন্ত মনোহর । ৪৬

তাহার মধ্যে সেই নৃপদ্বয় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন, সিংহস্কন্ধ ও মহাভুজ-বিশিষ্ট, তাহাদের নয়ন, মুখ, হস্ত ও পদ আরক্ত । ৪৭

বক্ষঃস্থল স্থূল, নয়নদ্বয় বিশাল, জয়ুগল পরস্পর-সংযুক্ত ; তাহারা সৰ্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন এবং দেবালঙ্কারে ভূষিত । ৪৮

তাহাদের মধ্যে বয়ঃস্থত্বোহেতু চন্দ্রশেখরই উপযুক্ত ; তিনি সুশীল, সত্যবাদী, শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী । ৪৯

তাহার ঈষদুদগত-রোমাবলি-বিরাজিত সুনির্মল মনোহর বদন যুগলাঙ্কিত চন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন । ৫০

তিনি শিরঃস্থিত প্রদীপ্ত চন্দ্রকলা দ্বারা সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন । ৫১

হে সুন্দরি ! তিনিই তোমার পতিপদে প্রতিষ্ঠার যোগ্য, অতএব শিরঃস্থিত চন্দ্রকলারূপ চিহ্ন দ্বারা লক্ষ্য করত তোমার যোগ্য সেই শুভোদয় রাজাকে তুমি বরণ কর । ৫২

রাজকুমারী, ধাত্রীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, ধাত্রি ! সেই স্বয়ম্বর স্থলে গমন করত আমার পার্শ্বচারিণী হইয়া সেই রাজকুমারকে তোমায় দেখাইও হইবে । ৫৩

এইরূপ ধাত্রী ও রাজকুমারী পরস্পর আলাপ করিতেছেন, এমন সময় রাজা স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের সমীপে গমন করিলেন । ৫৪

আসাদ্য পুত্রীং দয়িতাং সৌমিত্তিঃ কৃতমঙ্গলাম্ ।
 মালাং সুগন্ধিপুষ্পাণাং করুণাদায় তৎকরে ।
 দত্ত্বা চেন্দ্রযুবাচাত্ত প্রাপয়ন্ মঙ্গলালয়াং ॥ ৫৬
 প্রবিশ্য সমিতৌ মাতুর্মালোনান্যেন সত্তমম্ ।
 যং তুমিচ্ছসি রাজানং বিজং বা তং বরিস্বসি ॥ ৫৭
 এবমুক্তা শিবিকয়া স্বাষ্টৈর্হৃষ্টৈশ্চ পুরুষৈঃ ।
 প্রবেশয়ামাস সূতাং ককুৎস্থঃ সমিতিং মুদা ॥ ৫৮
 ভাষাগতাং সভাং দৃষ্ট্বা শত্রুদ্যাদিন্দিশাস্তদা ।
 অন্তে দিকৃপতয়শ্চাপি সভাং তৎক্ষণমাগতাঃ ॥ ৫৯
 সাবতীৰ্য্য তদাবাপ্য যানান্তারাবতী মুদা ।
 ধাত্বা চানুগয়া যুক্তা ব্যচরং সদসোহস্তরে ॥ ৬০
 সভামধ্যে চিরং সা তু বিহত্যা বরবর্ণিনী ।
 ভাবিত্তান্নিয়তের্থোগচ্ছিতিকায়ঃ প্রসাদতঃ ॥ ৬১
 তয়োঃ সমত্বাদেকত্বাভয়া ধাত্বা বিবোধিতা ।
 গতিশ্বেদজঘন্মান্তঃ-কণিকানিচিহ্নাননা ॥ ৬২
 পতিং পূৰ্ব্বতরং পুত্রী রাজন্তারাবতী সতী ।
 স্বয়ং সা পার্শ্বতী দেবী বরে চ চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৬৩
 বৃতং দৃষ্ট্বা তদা তন্তু ব্রাহ্মণাঃ সামগীতিভিঃ ।
 তয়ৌবৈবাহিকঞ্চকুমঙ্গলং যতমানসাঃ ॥ ৬৪
 বৈতালিকা গায়কাস্চ তথা তৌর্য্যত্রিকা নৃপ ।
 প্রশংসন্তি স্ম গায়ন্তি বাদয়ন্তি চ কৌতুকাৎ ॥ ৬৫

সমস্ত পুরস্কীর্ণ, মঙ্গলগৃহে তনয়ার বিবাহোচিত মঙ্গলাচরণ করিলে ককুৎস্থঃ
 স্বয়ং তাহার সমীপে গমন করিলেন । ৫৫

গন্ধযুক্ত পুষ্প-মালা গ্রহণ করিয়া কন্ঠার করে অপর্ণ করিলেন এবং ক্ষণ-
 কাল অবস্থান করত বলিলেন । ৫৬

মাতঃ। তুমি স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠ রাজা, কি ব্রাহ্মণ,—যিনি
 তোমার অভিলষিত হইবেন, তাঁহাকেই বরণ করিও । ৫৭

এই কথা বলিয়া ককুৎস্থ, রাজতনয়াকে সপ্ত-বৃদ্ধ-পুরুষ-বাহু শিবিকাতে
 আরোহণ করাইয়া সভায় উপস্থিত করিলেন । ৫৮

রাজকুমারী সভায় আগমন করিয়াছেন দেখিয়া শত্রুাদি দেবগণ ও দিকৃ-
 পালগণ সকলেই সেই সময় আগমন করিলেন । ৫৯

তারাবতী, শিবিকা হইতে অবতরণ করত ধাত্রীসহ সভামধ্যে বিচর-
 করিতে লাগিলেন । ৬০

সভামধ্যে ক্ষণকাল বিচরণ করিয়া, ভাবি-নিয়তিবশতঃ চণ্ডিকার প্রসাদে
 এবং তাঁহাদের সমতা ও একতাহেতু ধাত্রীর নির্দেশক্রমে—গমন-জন্তু পরিশ্রম-
 বশতঃ উদ্গত ঘর্শ্ববিন্দু দ্বারা বিরাজিতবদনে ককুৎস্থরাজকুমারী তারাবতী স্বয়ং
 পার্শ্বতীর দ্বায় ভূতপূৰ্ব পতি চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলেন । ৬১-৬৩

বরণ শেষ হইলে ব্রাহ্মণগণ সংযতচিত্তে সাম-গীতি দ্বারা তাঁহাদের বৈবাহিক
 কার্য্য সম্পন্ন করিলেন । ৬৪

সর্ব্বৈ চ ত্রিদশা মোদমবাপুশ্চন্দ্রশেখরে ।
 তারাবত্যা বৃতে চাথ ককুৎস্থোহিপ্যতিহর্ষিতঃ ॥ ৬৬
 বৃত্তান্তং বীক্ষ্য যে ভূপাঃ সুবাহুপ্রমুখাঃ পরে ।
 কুষ্ঠান্তান্ বারয়ামাস সমিতৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৭
 ততো যাতেষু দেবেষু ত্রিদিবং প্রতি স্বেচ্ছয়া ।
 ভূপেযু চ প্রযাতেষু ককুৎস্থেনাচ্চিতেষু চ ॥ ৬৮
 বৈবাহিকেন বিধিনা স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
 তারাবতীং তদা ভাৰ্য্যাং ককুৎস্থানুমতে পুনঃ ।
 সংকৃত্য জ্ঞাপয়ামাস দেবেভ্যো বৈদিকৈর্মথৈঃ ॥ ৭০
 পাণিগ্রহণসংস্কারান্ কৃত্বা তাং সহচারিণীম্ ।
 করবীরপুরায়ান্ত প্রযযৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৭১
 দ্বাবিংশত্ সন্থাপি দাসীনাং প্রদদৌ পুনঃ ।
 ককুৎস্থোহ্যো বিটপতয়ে তস্মিন্দ্বাহকর্ম্মণি ॥ ৭২
 গবাং ষষ্টিসন্থাপি সৌরভীণাং তথৈব চ ।
 দ্বহিত্রে প্রদদৌ দায়ং দাসান্ দাসীঃ প্রমাণতঃ ॥ ৭৩
 অপরা যা নিজা পুত্রী ককুৎস্থাস্থ্য ভূপতেঃ ।
 নাম্না চিত্রাঙ্গদা খ্যাতা রূপৈস্তারাবতীসমা ॥ ৭৪
 দাসীনামধিপা ভূত্বা স্বয়ং চানুযযৌ তদা ।
 তারাবতীং ভূপসুভাং জ্যেষ্ঠাং স্বাং ভগিনীং শুভাম্ ॥ ৭৫
 তান্ দাসান্ সুসমাদায় ককুৎস্থতনয়ো মহান্ ।
 জ্যেষ্ঠা বিশ্বাবসূর্নাম গচ্ছন্তু চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৭৬

হে নৃপ ! তাহার পর বৈভালিকগণ প্রশংসা করিতে লাগিল, গায়কেরা
 সুমধুরতানে গান করিতে লাগিল, বাদকগণ একতান বাদ্য করিতে লাগিল । ৬৫
 তারাবতী চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলে দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন,
 ককুৎস্থও অত্যন্ত হর্ষ হইলেন । ৬৬

সুবাহু প্রভৃতি ভূপতিগণ এইরূপ বরণ দর্শনে অত্যন্ত রোষ-পরবশ হইয়া
 উঠিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাদিগকে সভাতেই নিবারণ করিলেন । ৬৭

তাহার পর দেবগণ ইচ্ছাবশতঃ ত্রিদশভবনে গমন করিলেন এবং ভূপতিগণ
 ককুৎস্থের অর্চনা গ্রহণ করত স্বস্থানে গমন করিলেন । ৬৮

চন্দ্রশেখর ককুৎস্থের অনুমতিক্রমে বৈবাহিক বিধি অনুসারে ভাৰ্য্যা তারা-
 বতীকে পুনর্ব্বার সংস্কার করত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিবাহ-সংস্কার
 দেবতাদিগকে জ্ঞাপন করাইলেন । ৬৯-৭০

চন্দ্রশেখর তারাবতীকে সহচারিণী করিয়া শীঘ্র করবীরপুরে গমন করিবার
 উদ্দেশ্যে কবিলেন । ৭১

ককুৎস্থরাজা চন্দ্রশেখরকে বিবাহে অষ্টাবিংশতি সহস্র দাসী এবং ষষ্টি সহস্র
 সৌরভী গো দান কবিলেন । রাজা দ্বহিতাকে পরিমাণমত দাস দাসী ধন
 প্রভৃতি দান করিলেন । ৭২-৭৩

ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া, রূপে তারাবতী-ভূল্য । ৭৪

সে স্বয়ং দাসীগণের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীর সহিত
 গমন করিল । ৭৫

তারাবত্যা চ সহিতং স্তন্দনেনাঙগামিনা ।
 ধীমানমুযযৌ পশ্চাৎ কববীরপুং প্রতি ॥ ৭৭
 তারাবত্যা সমং রাজা পৌন্ড্রজচ্চন্দ্রশেখরঃ ।
 করবীরপুরে রম্যে রেম্যে নৃপতিশেখরঃ ॥ ৭৮
 ইতি স্বয়ং মহাদেবো মানুযীং যোনিমাপ্রিতঃ ।
 পার্শ্বতী চ স্বয়ং জাতা নরযোনিমনিন্দিতা ॥ ৭৯
 যথা ভৃঙ্গী মহাকাল এতয়োরভবৎ সূতঃ ।
 তথা হুং শৃগু রাজেন্দ্র কথয়ামি সমুদ্ভবম্ ॥ ৮০
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেহষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

বিশ্বাবসু নামে ককুৎস্থরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিবাহে প্রদত্ত ধনসমস্ত গ্রহণ করত
 শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিলেন । ৭৬

তিনি তারাবতীসহ স্বীয় নগরাভিমুখে গমনোদ্ভূত চন্দ্রশেখরের করবীরপুর
 পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন । ৭৭

নৃপশ্রেষ্ঠ পৌন্ড্রজনয় চন্দ্রশেখর, রমণীয় করবীরপুরে তারাবতী সহ সুখে
 কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । ৭৮

এইরূপে মহাদেব স্বয়ং মানবযোনি আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং পার্শ্বতীও
 স্বয়ং এইরূপে মনুষ্য-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ৭৯

হে রাজেন্দ্র ! যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গী ইহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল
 তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন । ৮০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৮

একোনপঞ্চাশোধ্যায়ঃ

ঔরব উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু ককুৎস্থতনয়া সতী ।
 বিধাতুমার্কবং স্নানং যো যিষ্টিঃ পরিবারিতা । ১
 শীতামলজলাং হৃদ্যাং নদীং প্রাপ্তা দৃষদ্বতীম্ ।
 প্রভিল্লাঞ্জনসঙ্কশাং কলদ্বধ্বংসকোবিদাম্ ॥ ২
 কৃতস্নানামনুভীর্ণাযর্জমগ্নাং মহাসতীম্ ।
 দদৃশে স্বর্ণগোরাঙ্গীং কাপোতো মুনিসত্তমঃ ॥ ৩
 কাপোতং বপুর্নাস্থায় প্রাণিনাং বধশঙ্কয় ।
 বিচচার যতঃ পূর্বং কাপোতস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৪
 তাং দৃষ্ট্বা হেমগর্ভাভাং চল্লিকাং শারদীমিব ।
 কাপোতঃ কাময়ামাস কামবাণাদ্বিতো ভূষম্ ॥ ৫
 কামাগ্নিপরিভপ্তঃ স ককুৎস্থতনয়াং মুনিঃ ।
 অভিগম্যাথ কল্যাণীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬
 কা ত্বং কন্যাসি বনিতা পুত্রী বা কন্যা সুনরি ।
 কন্যাং সমাগতা বা ত্বমুপাংস্ত তটিনীজলম্ ॥ ৭
 রূপং তে সৌম্যাহ্লাদি পূর্ণচন্দ্রনিভং মুখম্ ।
 তিলপ্লুপপ্রতীকাশং নাসিকামুগলং তব ॥ ৮

ঋষি-দর্শন

ঔরব বলিলেন, অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ককুৎস্থ-তনয়া, একদা স্বাত্ম-
 স্নানের নিমিত্ত জীর্ণগনসহ, শীতল মনোহর জলরাশি-পূরিত, প্রমুখ-অঞ্জন-সদৃশ
 শোভাসম্পন্ন বিবিধ পাপরাশি-বিনাশিনী দৃষদ্বতী নামে নদীতে গমন
 করিলেন । ১-২

তৎপরে স্নানাদি সম্পাদন করিলে কাপোত নাম কোন এক ঋষি, অর্দ্ধো-
 ভীর্ণ অর্দ্ধজল-মগ্নাবস্থায় সেই স্বর্ণ-গোরাঙ্গী সতী ককুৎস্থাজাকে দর্শন
 করিলেন । ৩

তিনি প্রাণি-বধের আশঙ্কায় পূর্বের কাপোত শরীর ধারণ করত বিচরণ
 করিতেন, এইজন্ত মুনির কাপোত নাম হইয়াছিল । ৪

কাপোত ঋষি, দেবীরূপা এবং শারদীয় চল্লিকার ন্যায় মনোহারিণী
 তারাবতীকে দর্শন করিবামাত্র, কামাদ্বিত হইয়া তাঁহার সন্তোষাভিলাষ
 করিলেন । ৫

কামপীড়িত ঋষি, কল্যাণী ককুৎস্থ-তনয়ার নিকটে গমন করত এই কথা
 বলিলেন । ৬

হে সুনরি ! তুমি কে ? কাহার জ্ঞী ? এবং কাহারই বা কন্যা ? কি
 জন্তই বা এই নির্জল তটিনীজলে আগমন করিয়াছ ? ৭

তোমার রূপ মনোহর এবং আহ্লাদজনক, মুখ পূর্ণ-নিশাকরসদৃশ মনোহর,
 তোমার তিলপ্লুপ-সদৃশ নাসিকা । ৮

বাতকম্পিতনীলজঙ্গমদৃশে লোচনে ভব ।
 বাহু মনোহরো বৃত্তো যুগলমুদ্রায়তো ।
 উরু গজকরপ্রখ্যো মধ্যং বেদিবিলগ্নকম্ ॥ ১
 ঈদৃশেন তু রূপেশ ন ত্বং মানুষভামিনী ।
 দেবী বা দানবী বা জ্বলন্তরোগুণশালিনী ॥ ১০
 অথবা ভাগ্যভোগায় জীত্বং নারীভ্রমগতা ।
 অপর্ণা বা শচী বা ত্বং তন্মৈ বদ মনোহরে ॥ ১১

ঔর্য উবাচ—

ইতি বাক্যং যুনেঃ শ্রুত্বা জলাদৃতীয়া ভামিনী ।
 প্রণম্য তং মুনিং নম্রা বচনক্লেদমব্রবীৎ ॥ ১২
 অহং তারাবতী নাম্না ককুৎস্থস্য সুভা সতী ।
 চন্দ্রশেখরভৃগস্য ভার্য্যাং জানীহি মাং যুনে ॥ ১৩
 নাহং দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ রাক্ষসী ।
 মানুষ্যহং নৃপসুতা চারিভ্রতধারিণী ॥ ১৪

কাপোত উবাচ—

ত্বাং দৃষ্ট্বা মাং স্বয়ং কামঃ সঙ্গতঃ সঙ্গমায় তে ।
 পীড়িতশ্চাতি তেনাহং ত্বয়া শক্ত্যা সমক্ষয়া ॥ ১৫
 স্মরসাগরকল্লোলপতিতং মাং নিরাকুলম্ ।
 তদুদ্রুতরিণা জাহি তুর্ণং ত্বং যুভাষিণী ॥ ১৬
 মম্বঃ পুত্রদ্বয়ং চারু রূপলক্ষণসংযুতম্ ।
 ভবিষ্যতি মহাভাগে বলবীৰ্য্যযুতং মহৎ ॥ ১৭

বাতকম্পিত নীল পদ্মযুগলসদৃশ নয়নদ্বয় ; বাহুযুগল মনোহর এবং সুগোল
 ও যুগলতুল্য মুদ্রল অথচ আয়ত, উরু কব্রি-কর-সদৃশ, মধ্যদেশ বেদিবৎ কৃশ । ৯
 এইরূপ মনোহর রূপ দর্শনে তোমাকে দেবী কি দানবী কিংবা অঙ্গুরা
 বলিয়া বোধ হইতেছে । ১০

অথবা তুমি ভোগ্য বস্তুর ভোগে স্বয়ং লক্ষ্মীই জীর্ণরূপে ধরাভূলে অবতীর্ণ
 হইয়াছ ; অস্মি মনোহারিণী । তুমি অপর্ণা কি শচী ? তাহাই প্রকাশরূপে বর্ণন
 কর । ১১

ঔর্য বলিলেন,—তারাবতী মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত জল হইতে
 উত্তীর্ণ হইলেন এবং মুনিকে প্রণাম করত বলিলেন । ১২

যুনে । আমার নাম তারাবতী, আমি ককুৎস্থ-রাজার তনয়া, চন্দ্রশেখর-
 রাজার পত্নী । ১৩

আমাকে দেবী দানবী যক্ষী কি রাক্ষসী বলিয়া সন্দেহ করিবেন না, আমি
 মানুষী নৃপাঙ্কজা, চারিভ্রত পরিপালন আমার কার্য্য । ১৪

কাপোত বলিলেন,—সুন্দরি । তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার
 সম্বোধনের নিমিত্ত কাম আমাতে সংযত হইয়া আমাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে
 তাহার উপশমে তুমিই সক্ষমা । ১৫

হে যুভাষিণি । নিরাকুল কাম-সাগর-কল্লোলে পতিত হইয়াছি, অতএব
 তোমার উরুরূপ তরলী দ্বারা শীঘ্র আমাকে পরিজ্ঞান কর । ১৬

কাপোতস্য বচঃ শ্রুত্বা ভয়দুঃখসমাকুলা ।

জগাদ গদগদং বাক্যং বাগ্নিশ্চ ককুৎস্থজা ॥ ১৮

তারাবত্যাচ—

বাক্যমশ্রুত্বা কার্যং ন কার্যমতিনিদ্ভিতম্ ।

তস্মান্মা বদ্ যামিহং প্রণম্য ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ ১৯

তবাপি নৈতদ্ যোগ্যং শ্যাম্বুনেরিহ তপোধন ।

তপঃক্ষয়করং গর্হ্যং সতীজ্জবংশকং মম ॥ ২০

কাপোত উবাচ—

ভপোব্যয়ো বা চাশ্রুত্বা দূষণং তন্মমাস্তিত্বহ ।

তথাপি হামহং ত্যক্তুং নেচ্ছামি সুরতোত্তভে ।

অবশ্যং মম কামেভ্যস্ত্রাণং কৰ্ত্তুমিহাৰ্হসি ॥ ২১

অনুথা কামদন্ধেহিহং ত্বয়া ত্যক্তো মনোহরে ।

ভবতীক্স করিষ্ঠামি শাপদন্ধ্যং সবাক্ষবাম্ ॥ ২২

ততস্তত্তচনং শ্রুত্বা দেবী তারাবতী তদা ।

ঋষিশাপভয়াং সাক্ষ্যো ন কিঞ্চিচ্চেত্তরং দদৌ ।

সম্ভাষয়েহং স্বসখীরিহ তিষ্ঠ মহামুনে ॥ ২৩

এবমুক্তা তদা দেবী দাসীনাং মধ্যমাগতা ।

চিহ্নাঙ্গদাং সমাহুয় বচনং চৈদমব্রবীৎ ॥ ২৪

হে মহাভাগে ! আমা হইতে তোমার সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন মহাবলশালী
গুহুদ্বয় উৎপন্ন হইবে । ১৭

মধুরভাষিণী ককুৎস্থাস্বজা কাপোতবাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় ও দুঃখে আকু-
লিতচিত্তে গদগদস্বরে বলিলেন । ১৮

ভাদৃশ সাধু ব্যক্তির পত্নী হইয়া আমার এরূপ নিদ্ভিত কার্য্য করা কর্তব্য
নহে ; অতএব আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না ; প্রসন্নতার নিমিত্ত আপনি
আমার প্রণামার্থ । ১৯

হে তপোধন ! আপনি-মুনি ; অতএব মুনিজন-বিগর্হিত তপঃক্ষয়কর এবং
আমার পাতিব্রত্যা-নাশক এই অসদাচরণ আপনায় অযোগ্য । ২০

কাপোত বলিলেন,—হে শুভে ! আমার তপঃক্ষয় হউক অথবা দোষকর
কার্য্যই হউক, তথাপি তোমাকে সুরতক্রীড়াতে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হই-
তেছে না ; অতএব অবশ্য আমাকে কামপীড়া হইতে পরিত্রাণ করা তোমার
কর্তব্য । ২১

হে মনোহরে ! তোমাকে পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় আমি কামানলে
দগ্ধপ্রায় হইব এবং তোমাকে স-বাক্ষবে শাপ দ্বারা দগ্ধ করিব । ২২

তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাক্ষ্যী তারাবতী ঋষির শাপে ভীতা হইয়া
কোন উত্তর প্রদান করিলেন না এবং বলিলেন, হে মহামুনে ! আপনি কিঞ্চিৎ
অবস্থান করুন, আমি সখীদিগকে বলি । ২৩

দেবী তারাবতী এই কথা বলিয়া দাসীদের মধ্যে গমন করত চিহ্নাঙ্গদাকে
এই কথা বলিলেন । ২৪

চিত্রাঙ্গদে মুনিরসৌ মাং বৈ কাময়তে ভূষম্ ।
 কিং করিস্থে সতীভাবান্ন ভ্রষ্টা স্যামহং কথম্ ॥ ২৫
 পতিং বন্ধুংশ্চ কাপোতঃ সদঃ শাপায়িনা দহেৎ ।
 নাহং মুনিং কাময়ে চেৎ সংশয়ে পতিতা ভূষম্ ॥ ২৬
 ততশ্চিত্রাঙ্গদা প্রাহ মা ভৈলুৎ সত্যভাষিণি ।
 তত্রোপায়মহং বক্ষ্যে যৎ কৃত্বা ত্বং প্রমোক্ষ্যসে ॥ ২৭
 ন জহাতি মুনিশ্চেত্বাং দাসীমেকাং মনোহরাম্ ।
 সুভূষণৈর্ভূষয়িত্বা মুনয়ে ত্বং নিযোজয় ॥ ২৮
 কামাতুরো মুনির্মোহাৎ কৃপণো জ্ঞাস্যতে ন হি ।
 দাসীং তদভূষয়াচ্ছমাং জ্যোৎস্নাচ্ছমাং যুগীমিবা ॥ ২৯
 এবং কুরু মহাভাগে মা ত্বং চিন্তাং গমঃ শুভে ।
 ত্বং চেৎ সতীতি নিয়তং ন জ্ঞাস্যতি তদা মুনেঃ ॥ ৩০
 ততস্তারাবতী প্রাহ তাং রূপগুণশালিনীম্ ।
 চিত্রাঙ্গদাং ভূপপুত্রীং শশ্বদ্বিনয়সূতাং ॥ ৩১
 তমেব গচ্ছ ভগিনি কাপোতাখ্যমনিদ্ভিতে ।
 মন্তুষ্যৈর্ভূষয়িত্বা স্বশরীরং মনস্বিনি ॥ ৩২
 অগ্ন্যাং প্রস্থাপিতাং বিপ্রঃ সন্মুখা ক্রোধবহিনা ।
 ধক্ষ্যত্যবশ্যং সকুলাং মাং তস্মাদ্ গচ্ছ সুন্দরি ॥ ৩৩
 ত্বং মৎসমা সর্বগুণৈঃ সর্বভূষণভূষিতা ।
 মুনিং সঙ্কময়দ্যাদি রক্ষ মাং সকুলাং শুভে ॥ ৩৪

চিত্রাঙ্গদে ! এই মুনি আমার সহিত অভ্যস্ত সম্ভোগাভিলাষ করিতেছে, তাহাতে কি করি এবং কি উপায়ে বা সতীত্ব হইতে ভ্রষ্টা না হই । ২৫

কাপোত, পতি ও বন্ধুবর্গকে নিশ্চয় শাপানলে দহ করিবে ; আমি মুনিসহ সম্ভোগে ইচ্ছা করি না । ইহাতে খুব সংশয়ে পতিত হইয়াছি । ২৬

তাহার পর চিত্রাঙ্গদা বলিল, হে সত্যবাদিনি । তোমার কোন ভয় নাই, সে বিষয়ে আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, তাই অবলম্বন করিলে সেই পতিব্রতা-নাশ অথবা মুনিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । ২৭

মুনি যদি তোমাকে পরিত্যাগ না করে, তুমি এক মনোহারিণী দাসীকে বিবিধভূষণে সজ্জিত করিয়া মুনিসমীপে প্রেরণ কর । ২৮

মুনি, কামবশে মোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্য-চিন্তে বিবিধ-ভূষণ দ্বারা প্রচ্ছন্ন-ভাববিশিষ্টা দাসীকে চন্দ্রস্থিত জ্যোৎস্নার দ্বারা আচ্ছাদিতা যুগীর শায়, কিছুতেই জানিতে সক্ষম হইবেন না । ২৯

হে সুভগে ! তুমি এইরূপ কর, চিন্তা করিও না ; মুনি,—তুমিই যে সেই সতী, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিবে না । ৩০

তাহার পর, তারাবতী, রূপগুণ-শালিনী নন্দা মিষ্টভাষিনী ভূপাখ্যজা চিত্রাঙ্গদাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ভগিনি । আমার বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিতা হইয়া তুমি কাপোত-মুনির নিকট গমন কর । ৩১-৩২

হে সুন্দরি ! অগ্নি কাহাকে প্রেরণ করিলে মুনি জানিতে পারিলে ক্রোধানলে আমাদের বন্ধুবর্গসহ ভস্মীভূত করিবে, তবে তুমিই গমন কর । ৩৩

ততস্তস্মাৎ বচঃ শ্রুত্বা বিনয়ঞ্চ সকাভরম্ ।
 তুষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং তস্থৌ নাভিভ্রষ্টমনা ইব ॥ ৩৫
 জগাদ চ মহাভাগাং চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থজাম্ ।
 করিস্থে বচনং তেহৃদ্য সময়ে মাং স্মরিস্থসি ॥ ৩৬
 মদার্থে পিতরক্লেমং ভূপঞ্চ চন্দ্রশেখরম্ ।
 আশ্বাসয়িস্থতি তথা সমস্তাংশ্চ সখীগণান্ ॥ ৩৭
 এবমুক্ত্বা ভূষণানি তারাবত্যাঃ পিধায় সা ।
 চিত্রাঙ্গদা জগামাতু মুনৈঃ কামোৎসবায় চ ॥ ৩৮
 তারাবতী তদা দীনা বস্ত্রালঙ্কারবজ্জিতা ।
 দাসীমধ্যগতা ভূত্বা তামেবানুযযৌ প্রিয়াম্ ॥ ৩৯
 তামায়াস্তীং ততো দৃষ্ট্বা কপোতঃ কামমোহিতঃ ।
 মুনীনাং পরজায়ামু সন্মার সঙ্গমং তদা ॥ ৪০
 প্রমোচা কামিতা পূৰ্ব্বং বতঙশ্চ সূতেন বৈ ।
 যথা বা কামিতা পদ্মা ভরদ্বাজেন ধীমতা ॥ ৪১
 তথাহং কাময়িস্থামি সাম্প্রভং বরবর্ণিনীম্ ।
 পশ্চাত্তপোবলাং তদ্বজ্জয়াপাপাদ বিমোক্ষয়ে ॥ ৪২
 ইতি চিন্তয়তস্তস্মৈ তদা চিত্রাঙ্গদা শুভা ।
 সমেত্য তং মুনিং লজ্জামুক্তা চৈষাহ কিঞ্চন ॥ ৪৩
 তামাসাদ মহাভাগঃ কপোতো মুনিসত্তমঃ ।
 শৃঙ্গারবেষভাবায় মদনং মনসাম্মরং ॥ ৪৪

তুমি রূপ ও গুণে আমার সমান ; অতএব আমার ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া, মুনিসহ সন্তোগ করত বন্ধুবর্গসহ আমাকে মুনিশাপ হইতে পরিত্রাণ কর । ৩৪

তৎপরে তারাবতীর বাক্য শ্রবণ করত চিত্রাঙ্গদা বিনয় ও কাতরতার সহিত ক্লিষ্টকাল মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কিছু বিমর্ষভাবে নৃপাখ্যজা তারাবতীকে বলিলেন, আমার জগ্ম পিতাকে এবং ভূপতি চন্দ্রশেখরকে আশ্বাস প্রদান করিবে ; আমার আশ্বাসা সখীগণকেও আশ্বাসবাক্য বলিও । ৩৫-৩৭

চিত্রাঙ্গদা এই কথা বলিয়া তারাবতীর ভূষণাদি অঙ্গে পরিধান করত কামোৎসবের নিমিত্ত শীঘ্র মুনিসমীপে গমন করিলেন । ৩৮

তারাবতী বস্ত্রালঙ্কারাদি-বিযোজিতা হইয়া, দাসীগণের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার অনুগমন করিলেন । ৩৯

চিত্রাঙ্গদা আসিতেছে দেখিয়া কপোত, কাম মুগ্ধচিত্তে মুনদিগের পরস্ত্রী-সন্তোগ স্মরণ করিতে লাগিলেন । ৪০

পূৰ্ব্বে উত্থাপ্ত গৌতম প্রমোচার সন্তোগাভিলাষ করিয়াছিলেন এবং বীসম্পন্ন ভরদ্বাজ মুন পদ্মাকে সন্তোগের নিমিত্ত কামনা করিয়াছিলেন । ৪১

সেইরূপ আমিও আগতা এই বরবর্ণিনী-সহ সন্তোগক্রীড়া সম্পাদন করিব, তাহার পর তপোবলে সজ্ঞাত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব । ৪২

চিত্রাঙ্গদা এইরূপ চিন্তামগ্ন ঋষিসমীপে গমন করিয়া কিছু লজ্জিতা হইলেন । ৪৩

শ্রুতমাত্ৰোহম মদনঃ স্বয়মেভ্য মহামুনিম্ ।
 গন্ধমালৈঃ সুবাসোভিরম্বাসাভিহৰিতঃ ॥ ৪৫
 তেনাধিবাসিতো বিপ্রঃ কপোতশাকরূপম্বক্ ।
 জজ্ঞাল ভেজসা চাপি দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৬
 মনোহরং তথা দৃষ্ট্বা কাপোতং মদনোপমম্ ।
 তারাবতীযুতে সৰ্ব্বাঃ সকামাশ্চাভবন্ দ্বিয়ঃ ॥ ৪৭
 তারাবতী মুনিং দৃষ্ট্বা সুন্দরং মদনোপমম্ ।
 বিশ্বয়ং পরমং প্রাপ্তা মুনিং কামমমম্বত ॥ ৪৮
 অথ চিত্রাঙ্গদাং বিপ্রঃ কামুকঃ কামসঙ্গমে ।
 তদা নিয়োজয়ামাস সুপ্রীতশ্চাভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৯
 ততস্তত্যাং সমুৎপন্নং সদ্যোজাতং সূতধ্বম্ ।
 দেবগৰ্ভোপমং দীপ্তজ্ঞানার্কসমপ্রভম্ ॥ ৫০
 জাতে সূতধ্বয়ে তাং তু মুনিঃ সংসৃজ্য পাণিনা ।
 নিনায় পূৰ্ব্ববস্তাবং বচনং চেদয়ন্তবীৎ ॥ ৫১
 মৎসঙ্গমে কিয়ৎকালং প্রিয়ে তিষ্ঠ শুভাননে ।
 মমেচ্ছয়া যাস্যসি ত্বং ভয়ং তে নাস্তি রাজতঃ ॥ ৫২
 এমমস্তিতি সা গ্রাহ ঋষিং শাপভয়াৎ সতী ।
 ততো বিসর্জয়ামাস মুনিরম্বাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫৩

মহাভাগ মুনিসত্তম কপোত, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শৃঙ্গারোচিত বেশ-
 ভাবাদির জন্ত মদনকে স্মরণ করিলেন । ৪৫

স্মরণমাত্র মদন স্বয়ং মুনিসমীপে উপস্থিত হইলে বিপ্র কপোত, গন্ধ মাল্য
 ও উৎকৃষ্ট বসনাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করত স্মিতমুস্ত
 হইলেন । ৪৬

বিপুল ভেজঃপুঞ্জের প্রথরতাবশতঃ মুনি দ্বিতীয় প্রভাকরের সদৃশ দীপ্তি
 পাইতে লাগিলেন । ৪৭

ঋষিবরের সেই মদনসদৃশ রূপরাশি দর্শন করিয়া তারাবতী ভিন্ন সমস্ত
 স্ত্রীগণের সুরভাভিলাষ হইল । ৪৮

তারাবতী, মুনিকে মদনতুল্য মনোহর দর্শন করিয়া বিশ্বয়ের সহিত মুনিকে
 কাম বলিয়াই বিবেচনা করিলেন । ৪৯

অনন্তর মুনি চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিয়া কামব্যাকুলচিত্তে তাহার সঙ্গমসুখে
 রত হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন । ৫০

সঙ্গমাবসানে সদ্যঃপ্রসূত পুত্রধ্ব উৎপন্ন হইল ; তাহারা দেবতুল্য এবং
 প্রদীপ্তপাবক ও ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী । ৫১

পুত্রধ্ব উৎপন্ন হইলে মুনি, চিত্রাঙ্গদাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া পূৰ্ব্বভাব
 অবলম্বন করিলেন এবং বলিলেন, প্রিয়ে ! আমার আশ্রয়ে ক্ষণকাল অবস্থান
 কর, তাহার পর আমার ইচ্ছানুসারে গমন করিবে ; তুমি রাজাকে কোন ভয়
 করিও না । ৫২-৫৩

সতী চিত্রাঙ্গদা, মুনিশাপে ভীতা হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে । তাহার
 পর মুনি অস্ত্র স্ত্রীগণকে প্রহরন করিতে অনুমতি করিলেন । ৫৪

ততস্তারাবতী দেবী দাসীভিঃ পরিবারিতা ।
 ভগিনীমমুশোচন্তী জগাম ভবনং নিজম্ ॥ ৫৪
 গতা তং সৰ্ব্ববৃত্তান্তং কপোতমভূতম্ ।
 ব্রহ্মাবৰ্ত্তাধিপায়াস্ত শশংসাথ ককুৎস্থজঃ ॥ ৫৫
 স ঐহা নৃপশাৰ্দ্বলঃ ক্ষণমাত্রং বিচিন্ত্য চ ।
 চিত্রাঙ্গদায়াঃ সাহায্যং কাপোতানুমতেহকরোৎ ॥ ৫৬
 কপোতোহপি তদা তস্যাং জাতয়োঃ সূতয়োস্তয়োঃ ।
 যথোক্তেনাথ বিধিনা সংস্কারমকরোত্তদা ॥ ৫৭

সাগর উবাচ—

চিত্রাঙ্গদা কথং পুত্রী ককুৎস্থস্যাভবত্তদা ।
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দ্বিজোত্তম ॥ ৫৮

ঔৰ্ব্ব উবাচ—

একদা তু ককুৎস্থোহসৌ হিমমন্তং মহাগিরিম্ ।
 যুগয়ায়ৈ জগামাথ যুগাশ্চাপি নিপাতিতাঃ ॥ ৫৯
 লম্বস্তীং সুরলোকান্ত্ৰ ভূমিং প্রতি তদোৰ্ব্বশীম্ ।
 বিশ্রামায়োপবিষ্টস্ত সানৌ বেষ্ঠাং দদর্শ হ ॥ ৬০
 ভামাসান্দ মহারাজঃ কামবাণ-প্রপীড়িতঃ ।
 অবতীর্ণাং গিরৌ শম্বদঙ্গসঙ্গমযাচত ॥ ৬১
 সা জাত্বা নৃপশাৰ্দ্বলং ককুৎস্থং শক্রসম্মিভম্ ।
 উৰ্ব্বশী রময়ামাস গিরিকুঞ্জে যথেষ্টিতম্ ॥ ৬২

মুনির আদেশক্রমে তারাবতী দাসীগণসহ ভগিনীর বিষয় শোকচিহ্নে
 পর্যালোচনা করিতে করিতে নিজ ভবনে গমন করিলেন । ৫৪

স্বভবনে উপস্থিত হইয়া ককুৎস্থ-তনয়া কপোত-চরিত সমস্ত অভূত বৃত্তান্ত
 ব্রহ্মাবৰ্ত্তাধিপতি চন্দ্রশেখরকে বলিলেন । ৫৫

নৃপশ্রেষ্ঠ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কাপোতের অনুমতি-
 ক্রমে চিত্রাঙ্গদার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৫৬

কপোতও সেই নবজাত সূতবয়ের যথোক্ত বিধি অনুসারে সংস্কার
 করিলেন । ৫৭

সাগর বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থ-রাজের তনয়া হইলেন
 কিরূপে ? তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বিশদরূপে বর্ণন করুন । ৫৮

ঔৰ্ব্ব বলিলেন, একদা ককুৎস্থ, হিমালয়ে ভ্রমণের নিমিত্ত গমন করিয়া
 বহুতর যুগ নিপাত করত বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন । ৫৯

এমন সময়ে স্বৰ্বেষ্ঠা উৰ্ব্বশীকে সুরলোক হইতে ভূমিতে অবতরণ করিতে
 দেখিতে লাগিলেন । ৬০

উৰ্ব্বশী অবতরণ করিলে ককুৎস্থ-রাজা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কামবাণ-
 পীড়িতান্তঃকরণে সেই গিরিসানুতে পুনঃপুনঃ সঙ্গমপ্রার্থনা করিলেন । ৬১

উৰ্ব্বশী, নৃপশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থকে শক্রসদৃশ জানিয়া তাহার সহিত গিরিকুঞ্জে
 ঈপ্সিতরূপ সুরত ক্রীড়া সম্পাদন করিলেন । ৬২

ততো রাজ্ঞঃ ককুৎস্থস্য স্বর্বেশ্বায়াং তদা সূতা ।
 অভবন্ নৃপশাৰ্দীনাং সন্ধ্যোজাতা মনোহরা ॥ ৬৩
 অথ কামেন সন্তুষ্টিং ককুৎস্থং সা তদোর্কশী ।
 যথেষ্টদেশং বিজ্ঞাপ্য গন্তমৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ৬৪
 তামাহ রাজা তনয়াং পরিভ্রাজ্য কথং শুভে ।
 গন্তমিচ্ছসি চার্কক্সি সূতামেনাস্ত পালয় ॥ ৬৫
 সা প্রাহাহং স্বর্গশিক। ময়ি কস্য ন চাভবৎ ।
 তনয়ন্তনয়া বাপি সন্ধ্যোজাতা নৃপাত্মজা ॥ ৬৬
 স্বতেজসা শরীরস্য বিকারো মে ন বিদ্যতে ।
 সূতাশ্চাপি ন পাল্যন্তে বেষ্টাভাবাং স্বভাবতঃ ॥ ৬৭
 দয়াস্তি যদি তে পুত্রাং নীত্বেনাং বর্জয় স্বয়ম্ ।
 গন্তং মামনুজ্ঞনৌহি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬৮
 ইত্যুক্তা সা জগামান্ত যথেষ্টং সৌৰ্কশী নৃপঃ ।
 পুত্রীং তাং সমুপাদায় নগরং স্বং বিবেশ হ ॥ ৬৯
 ত্যাশ্চিত্রাক্ষদা নাম স চকার নৃপঃ স্বয়ম্ ।
 মনোম্মথিষ্ঠে চাদান্তাং ভার্য্যায়ৈ পুত্রিকং শুভাম্ ।
 ইদঞ্চ বচনং দেবীং তদা প্রাহ নৃপোত্তমঃ ॥ ৭০
 দেবি পুত্রী মমেয়ং ত্বমেনাং পালয় সদৃশাম্ ।
 ময়ানীতাং শৈলজাতাং মা হেলাং কর্তুমহিসি ॥ ৭১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তৎপরে ককুৎস্থ রাজা উর্কশীর গর্ভে মনোহররূপ সম্পন্না
 এক তনয়া জন্মগ্রহণ করিল । ৬৩

অনন্তর উর্কশী রাজাকে কাম-ব্যাপারে সন্তোষ করত রাজাকে গমনের
 অভিমতস্থান বলিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন । ৬৪

রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে শুভে ! তনয়াকে পরিভ্রাণ করিয়া যাইতেছ
 কেন ? আমার এই তনয়া তুমিই প্রতিপালন কর । ৬৫

স্বর্কেশ্বা রাজাকে বলিল,—হে নৃপোত্তম ! আমার গর্ভে কাহার তনয় ও
 তনয়া জন্মগ্রহণ না করে । ৬৬

পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলে আমার শরীরে কোন বিকৃতভাব হয় না এবং
 বেষ্টা ভাববশতঃ প্রসূত পুত্র-কন্যাকেও প্রতিপালন করি না, এই আমাদের
 স্বভাব । ৬৭

যদি আপনার কন্যার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া আপনি
 প্রতিপালন করুন, আমি আপনাকে সত্য বলিলাম—আমাকে গমন করিতে
 অনুমতি করুন । ৬৮

হে নৃপ ! এই কথা বলিয়া উর্কশী অভিলষিত স্থানে গমন করিল ; রাজা
 তনয়াকে গ্রহণ করত নিজ ভবনে গমন করিলেন । ৬৯

তাহার পর রাজা স্বয়ং তনয়ার নাম রাখিলেন চিত্রাক্ষদা এবং স্বীয় ভার্য্যা
 মনোম্মথিনীকে সেই তনয়া প্রদান করিয়া নৃপসন্তম এই কথা বলিলেন । ৭০

দেবি ! এই সদৃশসম্পন্না আমার কন্যা, ইহাকে তুমি প্রতিপালন কর,
 ইহার পর্বতে জন্ম হইয়াছে, ইহার প্রতি অবজ্ঞা করিও না । ৭১

ইত্যুক্তা রাজপুত্রী সা পালনে চাকরোন্নতিম্ ।
 ভর্তুরাজ্যং পুরস্কৃত্য নাশ্যৎ কিক্লিষ্টবাচ হ ॥ ৭২
 সা চৈকদা বাল্যভাবদষ্টাবক্রং মহামুনিম্ ।
 ব্রজন্তং জিহ্মমেবান্তু জহাসোপজহাস চ ॥ ৭৩ ॥ ৭৩
 স চকোপ মুনিস্ত্যৈ শাপং পরমদারুণম্ ।
 দদৌ দাসী স্ববংশস্য ভবিতৈতি ককুৎস্থজে ॥ ৭৪
 দাসী ভূত্বা স্ববংশস্য হনুর্দৈব সূতময়ম্ ।
 জনয়িষ্যসি পাপাপঠে ততো ভদ্রমবাপ্যসি ॥ ৭৫
 এবং ককুৎস্থতনয়া জাতা চিত্রাঙ্গদা নৃপ ।
 দাসী চ ভূতা সা তেন তারাবত্যা নিবাসিতা ॥ ৭৬
 অনুচাপ্যলভৎ পুত্রদ্বয়ং মুনিবরাঙ্কুভাৎ ॥ ৭৭
 তৌ চ পুত্রৌ মহাভাগৌ মহাকার্য্যং করিষ্যতঃ ॥ ৭৮
 ইতি তে কথিতং রাজন্ যথাচিত্রাঙ্গদাহভবৎ ।
 ককুৎস্থস্য সূতা সাধ্বী প্রস্তুতং শূণ্ সাস্প্রতম্ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

এই কথা বলিলে রাজ-মহিষী পতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অশ্রু প্রভৃতির করিলেন না । ৭২

চিত্রাঙ্গদা একদিন বাল্যভাববশতঃ মহামুনি অষ্টাবক্রকে কুটিল গতিতে গমন করিতে দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক উপহাস করিলেন । ৭৩

সেই মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীষণ শাপ দিলেন । ৭৪

চপলে ! ককুৎস্থনন্দিনি । তুমি দাসীর ঈশ্বরী হইয়া অনুচাবস্থায় পুত্রদ্বয় প্রসব করিবে । তাহার পর দাসীও হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারিবে । ৭৫

হে নৃপ ! এইরূপে ককুৎস্থাজ্ঞা চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয় এবং পিতা তাহাকে তারাবতীর দাসীর ঈশ্বরী করিয়া দিলেন । ৭৬

অনুচাবস্থায় মুনিবর হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিল । ৭৭

সেই পুত্রদ্বয় মহাভাগ্যশালী হইয়া মহৎকার্য্যানুষ্ঠান করিবে । ৭৮

হে রাজন্ ! যেক্রপে ককুৎস্থাজ্ঞা সাধ্বী চিত্রাঙ্গদার জন্ম হইয়াছে, আপনাকে সমস্তই বলিলাম, সম্প্রতি প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করুন । ৭৯

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৯

পঞ্চাশোধ্যায়ঃ

ওর্ব উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু পুনস্তারাবতী শুভা ।
আর্ন্তবং বিহিতং স্নানং নদাং প্রাপ্তা দৃষদ্বতীম্ ॥ ১
দাসীসহস্রৈঃ সংযুক্তা নানালঙ্কারমণ্ডিতা ।
রম্ভাদিভির্যথেষ্টাণী তথা সা প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২
সাবতীর্ণা জলে দেবী গৌরাক্ষী তড়িৎজ্বলা ।
নদীমুজ্জলয়ামাস তিন্নাজনসমান্তসম্ ॥ ৩
স্থলীং কাচময়ীং স্বচ্ছাং কাঞ্চনী প্রতিমা যথা ।
স্বভাসা জলয়ামাস প্রতিবিম্বেন সা তথা ॥ ৪
অথ তাং পুনরেবাথ কপোতো মুনিসত্তমঃ ।
আনাভিমগ্নাং ভোয়ৌষৈর্দদৃশ সূমনোহরাম্ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা তামথ পপ্রচ্ছ তদা চিত্রাঙ্গদাং মুনিঃ ।
কেয়ং জলে দৃষদ্বত্যামবতীর্ণা সখীশতৈঃ ॥ ৬
শ্রিয়া জলন্তী ঐতুল্যা কিমপর্ণা গিরেঃ সুতা ।
অতীব ভ্রাজতে রূপৈর্ন সংসৌষি চ তাং কিমু ॥ ৭
অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনেশ্চিত্রাঙ্গদা তদা ।
ঋষিশাপভয়াং সাক্ষী সংসৌম্যোতি তদাত্রবীং ॥ ৮
ইয়ং তারাবতী নাম ককুৎস্থস্য সূতা সতী ।
চন্দ্রশেখরভূপাল-ভার্য্যাক্তিরয়িতা শুভা ॥ ৯

নারদের উপদেশে চন্দ্রশেখরের আশ্ব-সাক্ষাংকার

ওর্ব কহিলেন,—কিছুকালের পর আবার সেই সর্বাক্সমুন্দরী সর্বালঙ্কার-ভূষিতা তারাবতী, রম্ভাদি দিব্য বারাজনাপরিবৃত ইন্দ্রাণীর আয় রূপলাবণ্য-সম্পন্ন শতাধিক পরিচারিকার সহিত ঋতুস্নান করিবার নিমিত্ত দৃষদ্বতী নদীতে গমন করিলেন । ১-২

এই নদীর জলরাশি—অতিশয় শীতল, নির্মল এবং সম্যক্ নীলবর্ণ ; বিদ্যাতাকৃতি গৌরাক্ষী দেবী তারাবতী যে সময় সেই নদীর জলে নামিলেন । ৩

হিরণ্ময়ী প্রতিমা, প্রতিবিম্বের দ্বারা কাচময় স্থানকে যেরূপ উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ তিনিও ব্রীষ অঙ্গপ্রভায় দিক্ সকল উজ্জল করিয়াছিলেন । ৪

এই সময় কাপোত মুনি, জলনিমগ্না চারুরূপা তারাবতীকে দেখিলেন । ৫

তৎকালে চিত্রাঙ্গদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, (চিত্রাঙ্গদে !) যিনি এই দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছেন, ইনি কে ? ৬

ইহার সৌন্দর্য্যরাশি অবলোকন করিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া বোধ হয় ; ইনি কি পর্বতরাজপুত্রী অপর্ণা ? যেহেতু ইনি স্বর্গীয় জ্যোতিতে সর্বদা পরিপূর্ণ, তুমি কেন ইহার প্রশংসা করিতেছ না । ৭

তখন পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা ঋষির এই সকল কথা শুনিয়া, পাছে ঋষি শাপ প্রদান করেন, এই ভয়ে প্রশংসাপূর্বক তাঁহার পরিচয় দিতে লাগিলেন । ৮

এষা ত্বয়া কামিতা তু কামার্থং পূর্ব্বতো মুনৈ ।
 স্বালঙ্কারৈরলঙ্কতা মাং দত্ত্বা তে গৃহং গতা ॥ ১০
 সেসং পুনর্নদীং স্নাতুং ভগিনী মে সমাগতা ।
 জ্যেষ্ঠাং ভাস্ত মুনৈ বস্ত্রদং ন তে কিঞ্চিচ্চ যুজ্যতে ॥ ১১
 ত্বমত্র তিষ্ঠ বিপ্রেন্দ্র জ্যেষ্ঠাং তাং ভগিনীং প্রিয়াম্ ।
 সমাভাষ্য সমেষে ত্বামনুজানাসি চেদ্ গতো ॥ ১২
 ইতি শ্রুত্বা বচন্তয়া মুনিঃ স্নেহেন বঞ্চনাম্ ।
 তারাবত্যা কৃতাং পূর্ব্বং মুনিস্তস্মৈ চুকোপ হ' ॥ ১৩
 ইয়ং পাপীয়সী রামা বঞ্চনামকরোন্ময়ি ।
 তস্যাঃ সঙ্কালনকাহং করিষ্যামদ্য নিশ্চিতম্ ॥ ১৪
 ইতুক্ত্বা স তয়া সার্কং মুনিস্চিদ্ভ্রাজদাখ্যয়া ।
 জগাম যত্র সা দেবী স্থিতা তারাবতী শুভা ॥ ১৫
 গত্বা তাং তু সমাসাদ্য কাপোতো মুনিসন্তমঃ ।
 ইদং তারাবতীং প্রাহ কুপিতঃ প্রহসন্নিব ॥ ১৬
 কামার্থং প্রার্থিতা পূর্ব্বং ত্বং ময়া জ্ঞাননা ত্বয়া ।
 বঞ্চিতোহস্মি ত্বরাধর্ষে ফলং তস্য সমাপ্নুতি ॥ ১৭
 মমাপি পুরতঃ পাপে ত্বং সতীতি বিকণ্ঠসে ।
 সতীত্বভ্রংশকং মাং ত্বং নৈব কামিতবতাসি ॥ ১৮

হে মুনিসন্তম । ইনি ককুৎস্থের কন্যা, ইহার নাম তারাবতী, এই দেবী
 চন্দ্রশেখর নামক ভূপতির প্রিয়ভার্য্যা । ১

পূর্ব্বের আপনি এই সুন্দরী রমণীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন,
 কিন্তু ইনি আমাকেই নিজের নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আপনার শ্রীচরণে
 অর্পণপূর্ব্বক গৃহে গমন করেন । ১০

তিনি আমার সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্ব্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসি-
 য়াছেন । হে দ্বিজোত্তম । আপনার ইহাঁকে কিছু বলা উচিত নয় । ১১

আপনি এইখানেই থাকুন, যদি যাইতে অনুমতি করেন ত, প্রিয়জ্যেষ্ঠা
 ভগিনীর সহিত আলাপ করিয়া পরে আপনার নিকট আগমন করি । ১২

তখন সেই কাপোত মুনি চিত্রাঙ্গদার নিকট সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তারাবতীর পূর্ব্বকৃত প্রতারণা জানিতে পারিলেন, পরে তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু হইয়া
 তারাবতীর প্রতি যৎপরনাস্তি কুপিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন । ১৩

এই পাপীয়সীই আমাকে সেই সমস্ত বঞ্চনা করিয়াছিল, আচ্ছা অদাই আমি
 ইহার প্রতিশোধ লইব । ১৪

মুনি এই কথা বলিয়া যেখানে তারাবতী ছিলেন, চিত্রাঙ্গদার সহিত সেই-
 খানে গমন করিলেন । ১৫

তখন কাপোত মুনি, তথায় গমন করিয়া ক্রোধবিজ্জ্বলিত হাশ্য করিয়া
 তারাবতীকে কহিতে লাগিলেন । ১৬

পূর্ব্বের তোমাকে আমি উপভোগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু
 তুমি ছলনা করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ ; অতএব হে দ্বঃসাহসিকে ! তুমি
 শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিবে । ১৭

১। চুকোপাশ্চৈ মুনিস্ত সঃ ।

তস্মাদ্বীভৎসবেমম্ভ্যাং কপালী পলিতো রহঃ ।
 বিরূপো ধনহীনশ্চ কাময়িস্থতি বৈ হঠাৎ ॥ ১৯
 সদ্যোজাতং পুত্রযুগং সঙ্গীকং বানরাননম্ ।
 ভবিষ্যতি চ তে পাপে ত্বেকাভ্যন্তরেহধুনা ॥ ২০
 এতচ্ছ্রদ্ধা মূনেবাক্যং প্রাহ তারাবতী মুনিম্ ।
 কোপাস্তয়াচ্চ সা দেবী স্মুরদোষ্ঠপূটা তদা ॥ ২১
 যদি সা পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাং প্রাপ মাং প্রসূঃ ।
 যদাহং ব্রতিনী নিত্যং ভূপতৌ চন্দ্রশেখরে ॥ ২২
 ককুৎস্থস্য সূতা সত্যং যদাহং দ্বিজসন্তম ।
 তেন সত্যেন মে দেবান্নাগ্নো মাং কাময়িস্থতি ॥ ২৩
 যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমারাধ্যাতে ময়া ।
 তেন সত্যেন মে দেবাদারাদ্যাচ্চন্দ্রশেখরাং ।
 স্বপ্নেহপি মুনিশার্দূল নাগ্নো মাং কাময়িস্থতি ॥ ২৪
 ইত্যুক্ত্বা সা মুনিং নত্বা স্বামিবিগ্ৰহস্তমানসা ।
 যযৌ তারাবতী দেবী স্বস্থানমিতি ভামিনী ॥ ২৫
 তস্মাৎ গতান্নাং দেব্যান্ত চিন্তয়ামাস তং মুনিঃ ।
 মমৈব পুরতশ্চৈষা নির্ভীতাতি প্রবল্লতে^১ ॥ ২৬
 অত্রাণ্ডবিনিগৃঢ়স্ত বীজং শুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ২৭

রে পাপিনি । আমারই সম্মুখে তুই সতী বলিয়া আত্মপ্লাবী করিতেছিস
 এবং আমাকে সতীত্ব-ধর্মনাশক বলিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হও নাই । ১৮

অতএব আমি বলিতেছি, বীভৎসবেশধারী, বিরূপ, ধনহীন, নরকপালশোভী
 পলিতকেশ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে । ১৯

হে পাণ্ডুলে ! অদ্য হইতে এক বৎসরের ভিতর তোর গর্ভে সদাঃ দুইটি
 পুত্র উৎপন্ন হইবে । তাহাদিগের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র লক্ষিত হইবে না ; প্রভূত
 মুখগুলি বানরের ন্যায় হইবে । ২০

দেবী তারাবতী, কাপোত মুনির এই সকল বাক্য শ্রবণে কোপ ও ভয়-
 নিবন্ধন স্মুরিতাধরোষ্ঠে তখন মুনিকে কহিতে লাগিলেন । ২১

হে দ্বিজসন্তম ! যদি চণ্ডী-আরাধনা করিয়া মাতা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন, আর মহারাজ চন্দ্রশেখরের উপর যদি আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে,
 আর যদি আমি বাস্তবিক ককুৎস্থের কন্যা হই, তবে নিশ্চয়ই দেবতা ব্যতিরেকে
 অন্য কেহই আমাকে ইচ্ছা করিবেন না । ২২-২৩

আমি সত্য সত্যই যদি মহাদেবকে অহরহঃ পূজা করিয়া থাকি, হে নর-
 শার্দূল ! সেই সত্য-প্রভাবেই আমার সেবা শিব ব্যতিরেকে অন্য কোন দেব-
 তাই আমাকে স্বপ্নেও অভিলাষ করিবেন না । ২৪

এই কথা বলিয়া পতিব্রতা দেবী তারাবতী ঋষিকে নমস্কারপূর্ব্বক কুপিত
 হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন । ২৫

তখন কাপোত মুনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই তেজস্বিনী
 নারী আমার সম্মুখেই নির্ভয়ে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করিল । ২৬

এবং বিচিন্ত্য স মুনির্ধানসংযুক্তমানসঃ ।
 দিব্যজ্ঞানপরো ভূতা সর্ববৃত্তান্তমাদদে ॥ ২৮
 যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ দেব্যা শশৌ সূতাবুভৌ ।
 প্রতিশাপং যথা ভৌ তু দদতুঃ পার্শ্বতীং হরম্ ॥ ২৯
 যথাবতীর্ণৌ মানুষ্যযোনৌ তৌ তু যদর্থতঃ ।
 চিত্রাঙ্গদা যথা জাতা যদর্থং দেবকন্তকা ।
 দিব্যজ্ঞানেন তজ্জজ্ঞাতা মুনিঃ কিঞ্চন নাকরোং ॥ ৩০
 চিত্রাঙ্গদামাদরেণ সমাদায় মুনিস্ততঃ ।
 স্বস্থানং গতবান্ বিপ্রঃ পূজয়ামাস তাং মুনিঃ ॥ ৩১
 তারাবতী চ তৎসর্বং চন্দ্রশেখরভূপতেঃ ।
 বৃত্তান্তং মুনিশাপস্য কথয়ামাস ভামিনী ॥ ৩২
 তৎসর্বং পৌষজো রাজা স্বগতং চিন্তয়া যুতঃ ।
 আশ্বাস্য দয়িতাং ভার্য্যাং মাতৈর্দেবীতি সোহচিরাং ॥ ৩৩
 সততং সেবয়া পত্ন্যর্শ্মার্থপরিসেবনৈঃ ।
 বর্জনাদপ্রশস্তানাং মুনিশাপোহপনীয়তে ॥ ৩৪
 তস্মাত্ত্বং দেবি সুভগে চারিদ্ভ্রতধারিণী ।
 কল্যাণভাগিনী নিত্যং নাপদং সমবাস্যসি ॥ ৩৫
 এবমুক্ত্বা স রাজা তু করবীরপুৰাষিপঃ ।
 প্রাসাদং কারয়ামাস উচ্চৈরভ্রাংক্ষয়ং বহু ॥ ৩৬

অতএব বোধ হয় ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় ও বিস্তৃত কারণ থাকিবে । ২৭
 এই ভাবিয়া মুনি ধ্যানস্থ হইলেন । পরে দিব্যজ্ঞানবলে পূর্ববৃত্তান্ত সকল
 জানিতে পারিলেন । ২৮

পূর্বকালে ভৃঙ্গী মহাকালনামক দুইটি পুত্র দেবী কর্তৃক শাপগ্রস্ত হন, পরে
 আবার দুইজন হর-পার্শ্বতীকে প্রতিশাপ প্রদান করেন । ২৯

যে জন্ত এই দুইজন যেরূপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দেবকন্তা
 চিত্রাঙ্গদাও যেজন্ত যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, কাপোত ঋষি দিব্যজ্ঞানদ্বারা এই
 সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আর কিছুই কবিলেন না । ৩০

পরে চিত্রাঙ্গদাকে সাদর সম্ভাষণে ডাকিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।
 বাটীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদাকে যথাবিধি সৎকার করিলেন ।
 ৩১

এদিকে তারাবতী স্বস্থানে আসিয়াই ভূপতি চন্দ্রশেখরের নিকট কুপিত
 হইয়া মুনিশাপের আমূল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন । ৩২

সেই পৌষজ বাজা, তারাবতীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে কিছু
 চিন্তিত হইলেন ; কিন্তু চিন্তিত হইলেও তৎক্ষণাৎ ঐয় পত্নীকে আশ্বাস প্রদান
 করিলেন । ৩৩

পতিসেবা, সর্বদা ঋক্ষানুষ্ঠান, অসংসঙ্গপরিবর্জন—এই সকল শুভকর্ম্মদ্বারা
 মুনিশাপ অপনীত হয় । ৩৪

দেবী ভাগ্যবতী ভূমি প্রশস্ত প্রশস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাক, সূতরাং
 ভূমি দেবতাদিগের কল্যাণভাগিনী ; অতএব তোমার বিপদ কখনই হইবে না ।
 ৩৫

উচ্চৈশ্চতুঃশতং ব্যামং ত্রিশদ্যোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৩৭
 রত্নক্ষটিকভূমাস্তঃখচিতং রত্নকৰ্ণদুরৈঃ ।
 বৈদূর্য্যপটলৈঃ শুভ্রৈশ্ছাদিতং সুমনোহরম্ ॥ ৩৮
 স্বর্ণরত্নতুল্যস্তম্ভং বিশ্বকৰ্ম্মবিনির্ম্মিতম্ ।
 রক্ষার্থং কারয়ামাস তারাবত্যাঃ প্রিয়ঙ্করম্ ॥ ৩৯
 রত্নসোপানসংযুক্তং বৈদূর্য্যবলভীযুতম্ ।
 সৌবর্ণনীপসম্বন্ধ সুধৰ্ম্মাসদৃশং শুণৈঃ ॥ ৪০
 তস্যাং সমস্তভোগ্যানি স্বাদুনি চ মৃদুনি চ
 আশ্বেৱাসাদয়ামাস পুরুষৈশ্চল্লশেখরঃ ॥ ৪১
 ততস্তারাবতীং দেবীমাদায় চল্লশেখরঃ ।
 নিতাং প্রাসাদপৃষ্ঠং তমারুহ রমতে নৃপঃ ॥ ৪২
 এবং সংবৎসরং যাবদশৈৱপ্রাপ্যবশ্মনি ।
 আশ্বেৱধিষ্ঠিতদ্বারি তাং দেবীং সমরক্ষত ॥ ৪৩
 একদা তু বিনা তেন করবীরাধিপেন তু ।
 উচ্চৈঃ প্রাসাদমারুহ স্থিতা তারাবতী সদা ।
 চিন্তয়ন্তী নৃপং তস্ত দয়িতং চল্লচেখরম্ ॥ ৪৪
 তৎপদে শ্যস্তমনসা সাবিজীব পতিব্রতা ।
 আরাধ্য চ মহাদেবং পার্শ্বত্যা সহিতং তদা ॥ ৪৫

করবীরপুরাধিপতি রাজা চল্লশেখর, তারাবতীকে এই সকল কথা কহিয়া
 তখন তাঁহার বাসার্থ বিশ্বকৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার মনোমত একটি অট্টালিকা প্রস্তুত
 করাইলেন । ৩৬

ইহার দৈর্ঘ্য চারিশত ব্যাম (বাঁও), বিস্তার ত্রিশ ব্যাম । ৩৭

তলদেশটি রাশি রাশি ক্ষটিক দ্বারা নির্ম্মিত ; তাহার আবার নানাস্থান
 শ্বেত রক্ত পীত নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের বহুতর রত্ন দ্বারা খচিত ; সেই মনোহর
 প্রাসাদ—শুক্লবর্ণপ্রবাল—নিচয়ে আচ্ছাদিত । ৩৮

স্তম্ভগুলি রত্নাদিদ্বারা সংগঠিত, বিশ্বকৰ্ম্মার দ্বারা নির্ম্মিত । রাজা তারাবতীর
 রক্ষার জন্ম এরূপ প্রিয় অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন । ৩৯

সোপানশ্রেণী রত্নপ্রবালাদি দ্বারা প্রস্তুত এবং পুঞ্জ পুঞ্জ বড়ভী প্রবালময়,
 সুতরাং সৌন্দর্য্যদ্বারা সেই অট্টালিকা—স্বর্গীয় পরম রমণীয় দেবসভার নিকট
 কোন ক্রমেই ন্যূন নহে । ৪০

রাজা চল্লশেখর, বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা সেই অট্টালিকা মধ্যে স্বাহ সুকোমল
 সমস্ত ভোজ্যবস্তু পাঠাইয়া দিতেন । ৪১

রাজা, প্রত্যহ সেই প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেবী তারাবতীর সহিত
 ক্রীড়া করিতেন । ৪২

এক বৎসর কাল এই অট্টালিকায় তারাবতীকে রাখিলেন ; যে পর্য্যন্ত
 তারাবতী তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাবৎকাল অট্টালিকার দ্বারগুলি প্রহরি-
 বেক্ষিত হইয়া সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করিয়াছিল । ৪৩

কোন সময়ে সুন্দরহাসিনী তারাবতী, করবীরাধিপতি-বিশ্বস্ত হইয়া একাকী
 এই বৃহৎ অট্টালিকায় উপবেশনপূর্ব্বক ভদ্রগতচিত্তে ভর্তা চল্লশেখরকে চিন্তা
 করিতেছেন । ৪৪

ইষ্টাং দেবীঞ্চ সা দেবী চিন্তয়ন্তী ন্য চ স্থিতা ।
 তত্র সা চিন্তয়ন্তী তু ত্র্যম্বকং চন্দ্রশেখরম্ ।
 বিবেদ ভেদং ন তয়োচ্চন্দ্রশেখরয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪৬
 এবং প্রাসাদপৃষ্ঠে তু স্থিতা তারাবতী সতী ।
 সুধৰ্ম্মামধাগা দেবী শক্রশ্রীরিব ভূষিতা ॥ ৪৭
 অথোময়া স্বয়ং দেবো বিয়তা চন্দ্রশেখরঃ ।
 আজগাম তদা গচ্ছন্ প্রাসাদং প্রতি তং নৃপ ॥ ৪৮
 দদৃশে সূত্তরন্তী সা উমায়াঃ সদৃশী গুণৈঃ ।
 সৰ্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা মাধবশ্চৈব মাধবী ॥ ৪৯
 তাং দৃষ্ট্বা শৃগদন্দেবীং গৌরীং বৃষভকেতনঃ ।
 স্মিতপ্রসন্নবদনঃ প্রহসন্নিব ভামিনীম্ ॥ ৫০

ঈশ্বর উবাচ—

ইয়ন্তে মানুষী মূর্ত্তিঃ প্রিয়ে তারাবতীতি হা ।
 ভৃঙ্গিমহাকালয়োন্তে জন্মনো বিহিতা স্বয়ম্ ॥ ৫১
 তন্তো হানগ্যকান্তোহহং নাস্যং গন্তমিহোৎসহে ।
 তুমিদানীং স্বয়ঞ্চাস্যাং মূর্ত্ত্যাং প্রবিশ ভামিনি ॥ ৫২
 তত উৎপাদয়িষ্যামি মহাকালঞ্চ ভৃঙ্গিনম্ ॥ ৫৩

দেবুবাচ—

মমৈব মানুষী মূর্ত্তিরিগ্যাং বৃষভকেতন ।
 বিশামি তেহত্র বচনাৎপাদয় সূতস্বয়ম্ ॥ ৫৪

সেই সময় পতিব্রতা সাবিত্রীর শাস্ত্র পতিপদে মন রাখিয়া পার্শ্বভীপার্শ্বস্থ মহানীল মহাদেবকে চিন্তা করিলেন । ৪৫

তাহার পর আবার ইষ্টদেবীকে চিন্তা করিলেন । পুনর্বার বৃষভবাহন ত্র্যম্বক চন্দ্রশেখরকে ধ্যান করিলেন । এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে স্বামী চন্দ্রশেখর এবং ভগবান্ চন্দ্রশেখরের পার্থক্য উপলব্ধি হইল না । ৪৬

যখন এইরূপে দেবী তারাবতী দেবসভার মধ্যস্থিত নানালঙ্কার-ভূষিত ইন্দ্রাণীর শ্যার প্রাসাদোপার চিন্তিতান্তঃকরণে বসিয়াছিলেন । এমন সময়ে মহাদেব ভগবতীর সহিত আকাশমার্গের দ্বারা সেই প্রাসাদে আগমন করিলেন । ৪৭-৪৮

তিনি আসিয়া গুণ-বাহুল্যে ভগবতী-সদৃশ সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত নারায়ণের লক্ষ্মীস্বরূপ রাজপত্নীকে দেখিলেন । ৪৯

শিব তারাবতীকে দেখিয়া দেবী গৌরীকে প্রফুল্লচিত্তে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন । ৫০

প্রিয়ে ! এই যে তারাবতীকে দেখিতেছ, এইটি তোমার মানুষীমূর্ত্তি, যাহা ভৃঙ্গী ও মহাকালের জন্মের জন্ম তুমি নিজেই গ্রহণ করিয়াছ । ৫১

আমার আর অশ্রু জ্ঞান নাই । তোমা ভিন্ন অশ্রু স্ত্রীসংসর্গে আমার উৎসাহ হয় না । হে ভামিনি ! এইক্ষণে তুমি স্বয়ং এই মূর্ত্তিতে প্রবেশ কর । ৫২

প্রবেশ করিলে তোমার মানুষী মূর্ত্তির গর্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল পুত্রস্বয় উৎপাদন করিখ । ৫৩

মম ভৃঙ্গিমহাকাল-কপোতানাঞ্চ শাপতঃ ।
এবং মোক্ষো ভবেত্তুর্গ তস্মাদ্ভং কুরু মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫৫

ঔর্য উবাচ—

প্রবিবেশ ততো দেবী স্বয়ং তারাবতীতনৌ ।
মহাদেবোহপি তস্মাস্তু কামার্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ৫৬
ততঃ সাপর্ণয়াবিষ্টা দেবী তারাবতী সতী ।
কাময়ানং মহাদেবং স্বয়মেবাভজন্মদা ॥ ৫৭
তস্মিন্ কালেহভবন্তুর্গঃ কপালী চাস্ত্রিমাল্যধৃক্ ।
বীভৎসবেশো দ্বর্গন্ধঃ পলিতোহতিবিরূপধৃক্ ॥ ৫৮
কামাবসানে তস্মাস্তু সদোজাতং সুতদ্বয়ম্ ।
অভবন্ত্বেশাদ্ভূত তথা শাখামৃগাননম্ ।
তদ্দেহান্নিঃসৃতাপর্ণা জাতয়োঃ সুতয়োস্তয়োঃ ।
মোহয়িত্বা যথাআনং ন জানাতি ককুৎস্থজা ॥ ৫৯
অহং গৌরী তথা ভর্গভাবেন^১ মানুষ্যেণ তু ॥ ৬০
অথ তারাবতী দেবী সূতো দৃষ্টা ক্ষিতিস্থিতৌ ।
পাতিব্রত্যাং পরিভ্রষ্টা আত্মানং বীক্ষ্য ভামিনী ॥ ৬১
তথা বীভৎসবেশস্ত হরং দৃষ্টাগ্রতঃ স্থিতম্ ।
মুনিশাপং তদা মেনে প্রাপ্তং কালান্তকোপমম্ ॥ ৬২

দেবী কহিতে লাগিলেন;—হে বৃষভকেতন! আমারই এই মানুষীমূর্তি, আপনার অনুমতিক্রমে এই মূর্তিতে প্রবেশ করি—আপনি পুত্রদ্বয় উৎপাদিত করুন । ৫৪

তাহা হইলে আমার ভৃঙ্গী ও মহাকাল কাপোতের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবেন । হে পার্শ্বতীনাতথ । আপনি আমার এই প্রিয়কার্য্যটি করুন । ৫৫

ঔর্য করিতে লাগিলেন,—তাহার পর স্বয়ং ভগবতী তারাবতীর দেহে প্রবেশ করিলেন, মহাদেবও উপভোগের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন । ৫৬

অনন্তর দেবীভাবাপন্ন পতিব্রতা দেবী তারাবতী, মহাদেবকে রমণেচ্ছু জানিয়া স্বয়ংই তাঁহার সমীপে গমন করিলেন । ৫৭

সেই সময় ভগবান্ ভবানীপতি কপালী অস্ত্রিমাল্যধারী বীভৎস-বেশ, দ্বর্গন্ধ-দেহ, জরাজীর্ণ অতিবিরূপ হইয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন । ৫৮

হে নরশাৰ্দূল ! তাঁহাদিগের পরস্পরের রতি-ক্ৰীড়া সমাপ্ত হইলে সদাই তারাবতীর গর্ভে বানরমুখ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল । পুত্র দুইটি জন্মিলে ভগবতী, তারাবতীর দেহ হইতে নিঃসৃত হইলেন । ৫৯

তখন মনুষ্যভাবাপন্ন তারাবতীর আত্মা মোহপূর্ণ হওয়ায় তিনি জানিতে পারিলেন না যে, আমি গৌরী আর ইনি মহেশ্বর । ৬০

অনন্তর তেজস্বিনী দেবী তারাবতী, পুত্রদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ দেখিয়া এবং সন্মুখীন বীভৎসবেশধারী মহেশকে অবলোকন করিয়া আপনাকে একটা বিবেচনাপূর্ব্বক তখন পূর্ব্বদত্ত মুনিশাপকে কালপ্রাপ্ত অন্তকের দ্বায় বিবেচনা করিলেন । ৬১-৬২

১। গৌরীতি চ তথা ভাবেন—ইতি পাঠান্তবম্ ।

ইতি শোকবিমূঢ়া চ নিনিদ্র চ সতীব্রতম্ ।
 ইদঞ্চোবাচ তং বীক্ষ্য মহাদেবং ত্রিশূলিনম্ ॥ ৬৩
 মুনিব্রতাদপি বরং নারীণাম্ সতীব্রতম্ ।
 ইতি স্ম সততং ধীরা ব্যাহরন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৬৪
 ন তং সত্যমহং মন্তে যৎ প্রবৃত্তং মমেদৃশম্ ।
 ইতুজ্জ্বলা সা তদা দেবী শুশোচ চ মুমোহ চ ॥ ৬৫
 তামাহাথ মহাদেবো মা কাৰ্ষীত্বং বরাননে ।
 শোকং সতীব্রতঞ্চাপি মা নিদ্র ত্বং সুচেতনে ॥ ৬৬
 কপোভেন যদা শপ্তা ত্বং তদৈব তদগ্রতঃ ।
 উক্তবত্যসি দীর্ঘাক্ষি যতন্তুতং তবানুনা ॥ ৬৭
 যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমারাধ্যতে ময়া ।
 তেন সত্যেন মে দেবাদারাধ্যাচ্চন্দ্রশেখরাং ।
 স্বপ্নেহপি মুনিশার্দূল নাথো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ৬৮
 সোহহমেব মহাদেব আরাধ্যাচ্চন্দ্রশেখরঃ ।
 ত্বং ময়া কামিতা চাপি মা কাৰ্ষীঃ শোকমম্বনে ।
 ইতুজ্জ্বলা স মহাদেবন্তু ত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৯
 মায়ায়া মোহিতা দেবী তত্র তারাবতী সতী ।
 ভূমৌ মলিনবেশেন মনুনা সমুপাবিশং ॥ ৭০
 সুতো চ পতিতো ভূমৌ সা দেবী নাসভাজনং ।
 ভর্তুরাগমনং শশ্বৎ কাঙ্ক্ষন্তী ভগ্নভাষিতম্ ।
 ন রবাজ্জ গৃহে চাপি মুক্তকেশী তথাস্থিতা ॥ ৭১

তখন শোকগ্রস্তা তারাবতী সতীব্রতকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিশূলধারী মহাদেবকে দেখিয়া কহিলেন,—পূর্বতন পণ্ডিতেরা সর্বদাই কহিয়া থাকেন যে, নারীদিগের সতীব্রত—মুনিব্রতাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । ৬৩-৬৪

কিন্তু আমার আজ এরূপ হওয়ায় আমি মুনিদিগের সেই কথাটি সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম না । এই সকল কথা কহিয়া তিনি শোক করিতে লাগিলেন এবং মোহ প্রাপ্ত হইলেন । ৬৫

তখন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন,—হে বরাননে ! তুমি শোক করিও না, সতীব্রতকে নিন্দা করিও না । ৬৬

হে চৈতন্যশালিনি ! যে সময় তুমি কাপোত ঋষি-কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইলে, হে বিশালাক্ষি ! সেই সময়েই তাঁহারই সম্মুখে—এক্ষণে যেটি তোমার ঘটিল, সেইটিই কহিয়াছিলে । ৬৭

যথা—“হে মুনিশার্দূল ! যদি আমি নিত্য মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকি, সেই সত্যবলেই আমার আরাধ্য চন্দ্রশেখর দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ স্বপ্নেও আমাকে অভিলাষ করিবেন না ।” ৬৮

অতএব অবলে ! আমি সেই আরাধ্য মহাদেব চন্দ্রশেখর, আমি কর্তৃকই তুমি উপভূক্ত হইয়াছ, অতএব শোক করিও না । এই কথা বলিয়াই মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন । ৬৯

তখন পতিব্রতা দেবী তারাবতী মায়ামোহিত হইয়া শোকনিবন্ধন মলিনবেশে মৃত্তিকায় বসিয়া রহিলেন । ৭০

অথ ক্ষণায়াভাগঃ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ।
 প্রাসাদপৃষ্ঠমাগচ্ছদ্ ভ্রষ্টং তারাবতীং তদা ॥ ৭২
 স তং প্রাসাদমাক্রুহ জাহ্নাং তারাবতীং তদা ।
 দদর্শ পতিতাং ভূমৌ মুক্তকেশীং নিরুৎসবাম্ ।
 শ্যামাননাং শ্বসন্তীক সত্যগর্হণতৎপরাম্ ॥ ৭৩
 সুভৌ চ পতিতৌ ভূমৌ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তদা ।
 বানরায়ৌ স দদৃশে পদক্ষোভং বৃষত্ চ ॥ ৭৪
 ইতি সর্বমবেক্ষ্যাস্থ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ।
 ভীতশ্চ বিস্মিতশ্চৈব ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ সম্ভবাং ॥ ৭৫
 কিং কিং তারাবতি তব প্রবৃত্তং নির্জনে গৃহে ।
 কো বা ধষিতবাংস্ত্বাং হি শিবঃ সিংহবধূমিব ॥ ৭৬
 কস্য বা পৃথুকাবেভৌ প্রোদ্ধীপ্তৌ বানরাননৌ ।
 তন্নে ক্রুতং সমাচক্ষ কো বা ত্বাং কামিতোহপরঃ ॥ ৭৭

ওঁর্ক উবাচ—

এবমুক্তা তু ভূপেন তদা তারাবতী সতী ।
 বৃত্তান্তং কথয়ামাস সকলং চন্দ্রশেখরে ॥ ৭৮
 যথা সমাগতো ভর্গ উত্তরক যথোক্তবান্ ।
 তৎসর্বং কথয়ামাস বাম্পকণ্ঠা সগদগদা ॥ ৭৯

পুত্রদ্বয় ভূমিতে পড়িয়া রহিল, তথাপি তিনি সে বিষয়ে আক্ষেপও করিলেন না। কেবল আল্লায়িতকেশে প্রতিক্ষণ ভর্তার আগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ; মহাদেবের বাক্যে কিছুমাত্র আদর প্রকাশ করিলেন না। ৭১

অনন্তর কিছুকাল বিলম্বে মহারাজ চন্দ্রশেখর তারাবতীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাসাদপৃষ্ঠে আগমন করিলেন। ৭২

তখন তথায় যাইয়। দেখেন, তারাবতী নিরানন্দে মলিনবদনে আল্লায়িত-কেশে ভূমে পড়িয়া আছেন আর আর্তনাদ ও সত্যের নিন্দা করিতেছেন এবং চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ বানর-মুখ পুত্র দুইটিও পড়িয়া আছে এবং বৃষের পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন। ৭৩-৭৪

তখন মহারাজ চন্দ্রশেখর, এই সকল দেখিয়া ও বিস্মিত হইয়া সমস্ত্রমে ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তারাবতি ! নির্জনগৃহে তোমার কি কি ঘটনা হইয়াছে। শূগল সিংহীকে আক্রমণ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তোমাকে কে আক্রমণ করিয়াছিল ? ৭৫-৭৬

আর বানরমুখ প্রদীপ্ত পুত্র দুইটি বা কাহার ?—তুমি শীঘ্র আমাকে বল, অপর কোন্ ব্যক্তি তোমার কামনায় এইখানে আসিয়াছিল। ৭৭

ওঁর্ক কহিলেন, তখন পতিব্রতা তারাবতী ভূপকর্তৃক এইরূপ পৃষ্ঠ হইলে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। ৭৮

এবং মহাদেব যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরেও যে সকল কথা বলেন, সেই সকল কথাও সজল নয়নে ও গদগদস্বরে ভর্তার নিকট নিবেদন করিলেন। ৭৯

তদ্যন্তরচনং ব্রহ্মা চিন্তয়ন্তঃশ্রুতশেখরঃ ।
 কিং বৃত্তমিতি বিজ্ঞাতুং ভূতলে সমুপাविशत् ॥ ৮০
 স্বগতং চিন্তয়ন্ রাজা চকারেমাং বিচারণাম্ ।
 অনন্তকান্তো গিরিশঃ স নাট্যং পার্কভীমুতে ।
 কাময়িত্বাতি তস্মাৎ স ন ভর্গঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮১
 ঋষিশাপো হি বলবাংস্তচ্ছাপাদেব রাক্ষসঃ ।
 কোহপি মায়াবলোপেতঃ শঙ্করচ্ছগ্ননাগতঃ ॥ ৮২
 এষা সতী প্রিয়া ভার্য্যা রাক্ষসেনাপি দৃষিতা ।
 কথঞ্চেয়ং ময়া গ্রাহ্যা পূর্ববৎ সর্বকর্ষসু ॥ ৮৩
 এতৌ চ তনয়ৌ তস্য সদ্যোজাতৌ চ রাক্ষসৌ ।
 অতথা বা কথঙ্কুতো শাখামৃগমুখৌ সূতো ॥ ৮৪
 এবং চিন্তয়তস্তস্য দেবৌঘবিনিযোজিতা ।
 সরস্বতী বিষংস্থা তু রাজানমিতি চাত্রবীং ॥ ৮৫
 ন ভ্রুয়া সংশয়ঃ কার্যাস্তারাবত্যাং নৃপোত্তম ।
 সত্যমেব মহাদেবো ভার্য্যাং তব সমেয়িবান্ ॥ ৮৬
 এতৌ চ তনয়ৌ তস্য রাজংস্ত্বং পরিপালয় ।
 যোহন্যন্তে সংশয়োহত্রাস্তি নারদস্তং বিনেশ্যতি ॥ ৮৭
 ইত্যুক্ত্বা বিররামাস্ত বাগ্দেবী প্রিয়বাদিনী ।
 জাতসম্প্রত্যায়ো রাজা ভার্য্যামাশ্বাসয়ত্তদা ॥ ৮৮

মহারাজ চন্দ্রশেখর তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ ঘটনা
 চাইয়াছে, সেইটী জানিবার জন্য চিন্তিত হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন । ৮০

তিনি মনে মনে চিন্তা কবিন্দ্ৰা এই ধারণা করিলেন, মহাদেবের ভার্য্যাস্তর
 নাই, তিনি পার্কভা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে আকাজ্ঞাও করেন না; এরূপ না
 হইলেও তিনি পরমেশ্বর হইতেন না । ৮১

অতএব এ ঘটনায় ঋষিশাপই বলবান, সেই শাপবলেই মায়াবী কোন
 বাক্ষস শঙ্করের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এইখানে আসিয়াছিল । ৮২

এক্ষণে আমার প্রিয়পতিভ্রাতা ভার্য্যা রাক্ষসসংস্পর্শে পাপিষ্ঠ হইয়াছে,
 আমি পূর্ববৎ সকল কৰ্ম্মে কিরূপে ইহাকে গ্রহণ করি ? ৮৩

আর তাঁহার সদ্যোজাত এই দুইটি শিশু নিশ্চয়ই রাক্ষস, তাহা না হইলে
 ইহাদিগের মুখ বানরের স্থায় হইবে কেন ? ৮৪

যখন রাজা চন্দ্রশেখর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় সরস্বতী,
 দেবতাগণ কতৃক নিমুক্ত হইয়া আকাশ হইতে রাজা চন্দ্রশেখরকে এই সকল
 কথা বলিলেন । ৮৫

“হে মহারাজ । তারাবতীর প্রতি আপনার সন্দেহ করা উচিত কার্য্য নয়,
 সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন । ৮৬

এই দুইটি পুত্র মহাদেবেরই ; মহারাজ ! এক্ষণে আপনি ইহাদিগকে রক্ষা
 করুন, এ বিষয়ে যে সংশয় থাকে, পরে নারদ তাহা ভঞ্জন করিবেন ।” ৮৭

বাগ্দেবী মধুর-বচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎক্ষণেই অন্তর্হিতা হইলেন ।
 তখন রাজা ভার্য্যার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন । ৮৮

সুতো তু দেবদেবস্য সংক্ৰত্য বিধিনা তদা ।
 পালয়ামাস নৃপতিরাকাক্ষ্মারদাগমম্ ॥ ৮৯
 অথাজগাম দেবর্ষিনারদন্তস্য মন্দিরম্ ।
 পূজাভিবহভিস্তস্ত প্রত্যগৃহ্যং স ভূপতিঃ ॥ ৯০
 পূজয়িত্বা যথাগায়ং তারাবত্যা সমং নৃপঃ ।
 উচৈঃ প্রাসাদমতুলং সুরেশভবনোপমম্ ।
 আরোহয়ামাস তদা তং মূনিং চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৯১
 তত্রোপাংস্ত তদা রাজা সভার্যাক্ষশেখরঃ ।
 পূর্বপ্রবৃত্তবৃত্তান্ত-মপৃচ্ছচন্দ্রশেখরঃ ॥ ৯২
 পুতোহস্মানুগৃহীতোহস্মি ভবতা ব্রহ্মসূনুনা ।
 অন্তর্বহিষ্চ বিপ্রেন্দ্র তুঙ্গপ্রাসাদগামিনা ॥ ৯৩
 একং মে সংশয়ং ব্রহ্মংশ্চেত্তদুর্মহসি হৃদগতম্ ।
 তদন্তঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা নৈবাস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৯৪
 ঋষিশাপেন ভার্যোয়ং মম তারাবতী সতী ।
 বীভৎসবেশাকৃতিনা ধর্মিতা কৃতিবাসসা ।
 তস্মাত্তজৌ সমুৎপন্নৌ সদ্যোজাতাবিমৌ পুনঃ ।
 তত্র মে সংশয়ঃ শঙ্কস্নিত্যাং চিত্তে প্রবর্ততে ॥ ৯৫
 অনন্তকাস্তো গিরিশো গিরিজাং পার্শ্বতীযুতে ।
 কথং সঙ্গময়ামাস মানুষীং হীনজন্মজাম্ ॥ ৯৬
 কথমুৎপাদয়ামাস মনুয্যৌ তনয়ৌ স্বকৌ ।
 এতৎ সর্বং সমাচক্ষ যদি শুহং ন তে ভবেৎ ॥ ৯৭

তিনি মহাদেবের পুত্র দুইটি যথাবিধি সংস্কার করিয়া নারদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ৮৯

অনন্তর দেবর্ষি নারদ, রাজভবনে উপস্থিত হইলে পর রাজা চন্দ্রশেখর অত্যন্ত অভ্যর্থনাপূর্বক তাঁহাকে আনিলেন এবং সস্ত্রীক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া ইন্দ্রভবনসদৃশ নিরুপম আপনার উচ্চ অট্টালিকায় তাঁহাকে বসাইলেন । ৯০-৯১

তিনি সস্ত্রীক নির্জনে তাঁহাকে সেই সকল পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । ৯২

হে দ্বিজোত্তম ! আপনি ব্রহ্মার পুত্র, আপনি আমার বাটী আসিয়াছেন, সুতরাং আমি অনুগৃহীত হইলাম এবং সম্যক প্রীতিলাভ কবিলাম । ৯৩

হে ব্রহ্মন্ ! হৃদয়ে আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ; আপনার তাহা খণ্ডন করিতে হইবে । যেহেতু আপনি ভিন্ন আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি কোথাও নাই । ৯৪

আমার এই পতিব্রতা পত্নী তারাবতী, কাপোত ঋষির অভিসম্পাতে, বীভৎসবেশ বিরূপ যুগচর্মধারী কোন পুরুষকর্তৃক উপভূক্ত হন এবং তাঁহারই গুহ্রসে সদ্যোজাত পুত্র দুইটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে । অতএব এবিষয়ে আমার হৃদয়ে সর্বদাই দুঃপনেনব সংশয় উপস্থিত হইয়া আছে । ৯৫

তাহার কারণ, গিরিজা ভিন্ন মহাদেবের আর দ্বিতীয় পত্নী নাই, আর তিনি কেনই বা নীচ কুলোদ্ভব মানুষ্যের সংসর্গ করিবেন এবং কি নিমিত্তই বা তিনি

ঔৰ্ব উবাচ—

ইতি পৃষ্ঠঃ স তু মুনিশ্চন্দ্রশেখরভূত।
 কথয়ামাস তৎসৰ্বং নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১৮
 যথা ভৃঙ্গিমহাকালো সমুৎপন্নো পুরাতনো।
 যথা শপ্তো চ পার্শ্বত্যা তৌ চোদাহরতাং যথা^১ ॥ ১৯
 যথা পৌষ্যসূতো জাতো ভৰ্গঃ স চন্দ্রশেখরঃ।
 তারাবতী ককুৎস্থস্য গৃহে গৌরী যথাভবৎ ॥ ১০০
 তৎসৰ্বং কথয়ামাস নারদশ্চন্দ্রশেখরে।
 ইদঞ্চ পরমাখ্যানং কথয়ামাস নারদঃ ॥ ১০১

নারদ উবাচ—

ব্যাজহার যদাপর্ণাং কালীতি বৃষভধ্বজঃ।
 তদোমা তপসে যাতা বপুর্গৌরত্বকাজ্জয়া ॥ ১০২
 অমর্ষযুক্তা বচনাচ্ছব্দস্য গিরেঃ সূতা।
 বিনীয়মানা ভর্গেণ সানুং হিমবতো গিরেঃ ॥ ১০৩
 ওষ্ঠাং গতায়াং পার্শ্বত্যাং শঙ্করো বিরহাদ্ধিতঃ।
 কৈলাসাদ্রিং পরিত্যজ্য মেরুপৃষ্ঠং তদা যযৌ ॥ ১০৪
 তত্রাপি শৰ্ম্ম নো লেভে পার্শ্বত্যা চ বিনাকৃতঃ।
 মোহিতঃ কামদেবেন তথা বৈ যোগনিদ্রয়া ॥ ১০৫
 অথৈকদা মেরুপৃষ্ঠ চরন্তীং সুনোহরাম্।
 সাবিজ্রীং দদৃশে শঙ্কুঃ পার্শ্বত্যাঃ সদৃশীং শুণৈঃ ॥ ১০৬

মানুষীর গর্ভে আপনার আত্মজন্ম উৎপাদন করিবেন? এ সকল বিষয় যদি আপনার বলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বলুন। ১৬-১৭

ঔৰ্ব কহিলেন,—তখন মুনিবর নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সকল কথা তাঁহাকে কহিলেন। ১৮

পূর্বকালে ভৃঙ্গী ও মহাকাল নামক দুইটি মহাদেবের অনুচর, পার্শ্বতীকর্তৃক অভিশপ্ত হন এবং তাঁহারাও আবার পার্শ্বতীকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাতেই মহাদেব এই চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌরীও ককুৎস্থের গৃহে তারাবতী নামে কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৯-১০১

নারদ চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিয়া আর একটি সুন্দর উপাখ্যান কহিতে লাগিলেন। মহাদেব, ভগবতীকে যখন শালী (কৃষ্ণাঙ্গী) বলিয়া আহ্বান করেন, তখন পর্বতবাজপুত্রী উমা শঙ্করের অনাদব-বাক্যে নিজে গৌরাঙ্গী হইবার জন্য তপস্চরণে প্রবৃত্তা হইলে মহাদেব, তাঁহাকে হিমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১০২-১০৩

পার্শ্বতী তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে গমন করিলে, বিরহবিধুর মহাদেব তখন কৈলাস পর্বত ত্যাগ করিয়া সুমেরুশৈল-শিখরে গমন করিলেন। ১০৪

তথায় যোনিদ্রাভূত বৃষধ্বজ, মীনধ্বজের শরবিন্ধ হইয়া ভগবতী ব্যক্তি-রেকে কিছুমাত্র সুখী হন নাই। ১০৫

১। তৌ পঞ্চাদাহতুর্ধ্বা—ইতি পঠান্তরম্।

তাং দৃষ্ট্বা মদনাবিষ্টঃ পার্শ্বত্যা বিরহাদ্বিতঃ ।
 অবিদয়া সমাবিষ্টো বভূব প্রাকৃতো যথা ॥ ১০৭
 অথ তাং পার্শ্বতীভ্রাত্যা চরন্তীমবধাবত ।
 এহি মাং পার্শ্বতি শুভে ভবধিরহপৌড়িতম্ ॥ ১০৮
 প্রহরত্যষ মাং কামঃ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ।
 মম তত্র প্রতীকারং কুরু সম্প্রতি বল্লভে ॥ ১০৯
 ইত্যুক্ত্বা বিমুখীং যাতীং সাবিজীং বৃষভধ্বজঃ ।
 স্কন্ধে হস্তেন পস্পর্শ সা চুকোপ ততো ভূশম্ ॥ ১১০
 অথ সা সন্মুখী ভূত্বা সাবিজ্যতিপতিব্রতা ।
 ইদমাহ মহাদেবঃ গর্হয়ন্তী বৃষভধ্বজম্ ॥ ১১১
 কিং ত্বং পশুপতে মূৰ্খ মানুষঃ প্রাকৃতো যথা ।
 নিরস্ত কলহৈর্ভাৰ্য্যামনুনেতুমিহাহসি ॥ ১১২
 বিমূঢ়চেতনঃ কামৈর্ন সংশ্লোষি পরস্ত্রিয়ম্ ।
 অসংস্তুত্বাপি সম্প্রক্টুং মাদৃশীং যুজ্যতে তব ॥ ১১৩
 কিমহং পার্শ্বতী মূঢ় যেন মংস্কন্ধদেশতঃ ।
 হস্তং দদাস্তবিজ্ঞায় সাবিজীং বিদ্ধি মাং সতীম্ ॥ ১১৪
 যস্মান্মানুষবল্যাং ত্বমনুজানাসি বর্করঃ ।
 তস্মাত্ত্বং মানুযীযোগ্যাং সুরতং সংবিধাস্যসি ॥ ১১৫

কোন সময়ে উমাকান্ত, সর্বগুণ-সম্পন্ন। রূপলাবণ্যে ভগবতীর তুল্য সাবিজীকে হিমালয় শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মায়া-মুগ্ধ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় স্মর-শরে জর্জরিত হইলেন । ১০৬

তখন পার্শ্বতী-ভ্রমে সাবিজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে বলিলেন ; হে শুভে পার্শ্বতি ! আমার নিকট এস, আমি তোমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, আর কন্দর্প, পূর্ববৈর-নির্যাতনাভিপ্রায়ে আমাকে বড়ই ক্রেশ দিতেছে ; হে প্রিয়ে ! এক্ষণে তুমি আমার বিপদের প্রতীকার বিধান কর । ১০৮-১০৯

এত অনুনয় বিনয়ের পবণ যখন দেখিলেন, সাবিজী—তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়াই চলিয়া যান, তখন তিনি তাঁহার স্কন্ধে এক হস্ত প্রদান করিলেন । ১১০

তদনন্তর সাবিজী ক্রোধপূর্বক তাঁহার দিক ফিরিয়া কহিলেন, আমি পতিব্রতা সাবিজী । ১১১

হে পশুপতে ! তুমি মূৰ্খ প্রাকৃত মনুষ্যের মত কেন আমার প্রতি অসহ্যবহার করিতেছ ? অগ্রে ভাৰ্য্যাকে তিরস্কারপূর্বক তাড়াইয়া এখন অনুনয় করিতেছ ? ১১২

আর কেনই বা কামের বশবর্তী হইয়া পরস্ত্রী প্রার্থনা করিতেছ ? ওরূপ তোষামোদ না করিয়াই আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সহিত তোমার কথাবার্তা বলা উচিত । ১১৩

মূঢ় ! আমি কি পার্শ্বতী, যে বিশেষ না জানিয়াই আমার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিলে ! তুমি আমাকে জান—আমি পতিব্রতা সাবিজী । হে অদূর-দর্শিন !

গৌরীমুখে নাশ্যকান্তভ্রমশ্যাস্ত সমীহসে ।
 তস্মৈভ্যং ফলিতং ভৰ্গং গচ্ছ মাং ত্বং পরিত্যজ ।
 ইত্যুক্ত্বা সা গতা দেবী স্বমাত্মমপদং সতী ॥ ১১৬
 লজ্জাবিশ্ময়সংব্রুক্তো হরোহিপায়াং নিজাম্পদম্ ।
 অতোহিহং মানুষীযোনৌ সুরতং শঙ্করোহিকরোং ॥ ১১৭
 তস্মান্নিঃসংশয়ং রাজন্নিমাং তারাবতীং সতীম্ ।
 দয়স্ব তনয়াবেতৌ ভৰ্গস্য প্রতিপালয় ॥ ১১৮

ওঁৰ্ব উবাচ—

ততঃ স রাজা ঋতৈব নারদস্য মুখাত্তদা ।
 আত্মনঃ শঙ্করুপভং গৌরী তারাবতীতি চ ।
 মনুষ্যযোনাবুৎপন্নাবুমানুষভকেতনৌ ॥ ১১৯
 ঋত্বাতিহৰ্ষিতো রাজা বিস্মিতো নারদং পুনঃ ।
 পপ্রচ্ছ মুনিশাৰ্দ্বলং বিজ্ঞাতুমিতি চাত্মনঃ ॥ ১২০
 শঙ্করত্বঞ্চ গৌরীভং তারাবত্যাং সমক্ষতঃ ।
 যথাহং তং ন পশ্যামি তং মাং জ্ঞাপয় নিশ্চিতম্ ॥ ১২১

নারদ উবাচ—

অক্লে তারাবতীং কৃত্বা অক্ষিণী ভং নিমীলয় ।
 ক্ষণং তারাবতী চাপি নিমীলয়তু চক্ষুষী ॥ ১২২

তুমি যেহেতু আমাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিলে, অতএব তুমি মানুষ যোনিতে
 সুরতক্রীড়াসক্ত হইবে । ১১৪-১১৫

হে শম্ভো ! যেহেতু তুমি পরস্মী-সংসর্গ-বিমুখ হইয়াও অদ্য গৌরী বিরহে
 অন্ত স্ত্রীকে অভিলাষ করিতেছ, সেই অভিলাষেরই এই ফল জ্ঞানিবে । এক্ষণে
 তুমি স্বস্থানে গমন ও আমাকে পরিত্যাগ কর । তখন পতিব্রতা দেবী সাবিত্রী,
 শঙ্করকে এই সকল কথা বলিয়া নিজের আশ্রমে গমন করিলেন । ১১৬

মহাদেবও লজ্জাবিশ্ময়যুক্ত হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন । তে রাজন্ ।
 এই সকল কারণেই মহাদেব মানুষীতে উপগত হইয়াছেন । ১১৭

অতএব আপনি, পতিব্রতা তারাবতীর প্রতি সন্দেহ করিবেন না । আর
 মহাদেবের এই দুইটি পুত্রকে অপত্য-নির্বিশেষে পালন করুন । ১১৮

ওঁৰ্ব কহিলেন,—অনন্তর রাজা, নারদমুনি হইতে আপনার শিবত্ব ও তারা-
 বতীর ভগবতীত্ব শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন, মনুষ্য-যোনিতেই মহাদেব
 ও ভগবতী উপগত হইয়াছেন । ১১৯

এই সকল কথা শ্রবণের পর রাজা বিস্মিত হইয়া পুনর্বার নারদকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন । ১২০

হে মুনিবর ! আমি নিজের শিবত্ব ও দেবী তারাবতীর ভগবতীত্ব কিরূপে
 জানিতে ও সমক্ষে দেখিতে পাই, তাহা আমাকে সম্যক্রূপে বলিয়া দিন ।
 ১২১

নারদ কহিলেন ; তুমি তারাবতীকে সঙ্গ করিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া
 থাক এবং তারাবতীও ক্ষণকালের নিমিত্ত চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করুন । ১২২

নিমিল্য পশ্চাদ্রাজেস্ক উন্মীলয় ততো ক্রতম্ ।
 ততস্তে শাস্তবং জ্ঞানং রূপঞ্চাপি ভবিষ্যতি ॥ ১২৩
 ইত্যুক্তো নারদেনাথ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ।
 বায়েন পাদিনা ধৃত্বা দেবীং তারাবতীং সতীম্ ॥
 চক্ষুষী চ তন্না সার্কং নিমীল্যোন্মীল্য তৎক্ষণাৎ ॥ ১২৪
 তন্নিমীলনকালে তু তস্যাতৃচ্ছব্দরূপতা ।
 গৌরীরূপাভবদেবী ততস্তারাবতী সতী ।
 অহং শব্দরহং গৌরীতি বিজ্ঞানং তয়োৰভূৎ ॥ ১২৫
 ততঃ প্রোবাচ তং শব্দং নারদঃ প্রহসন্নিব ।
 শব্দঃ সাক্ষাস্তবান্ গৌরী দেবী তারাবতী স্বয়ম্ ।
 প্রত্যক্ষং তে মহাভাগ সম্প্রজ্ঞানমানমায়না ॥ ১২৬
 ততো রাজা ভবত্বেবমিত্যুক্ত্বাথ স্বকং তনুম্ ।
 ব্যাঘ্রচৰ্ম্মপরীধানাং দশভির্বাহভিষ্মু'তাম্ ॥ ১২৭
 ত্রিশূলখট্‌দ্বাঙ্গধরাং শক্ত্যাদিধৃতহস্তকাম্ ।
 বৃষভোপরি সংস্থাস্ত জটাজুটবিভূষিতাম্ ॥ ১২৮
 তারাক্ষ বিদ্বাদৌরাস্কীং পদ্মহস্তাং শুভাননাম্ ।
 বাক্য সম্প্রত্যয়ং প্রাপ জ্ঞানেনাপি তদাঙ্গনি ॥ ১২৯
 ততস্ত নারদঃ প্রাহ শৃণু রাজন্ বচো মম ।
 নৃযো'নৌ বৈষ্ণবী মায়া যুবাং পূৰ্ব্বমমোহয়ৎ ॥ ১৩০
 তেন তেন শরীরেণ শব্দত্বং নৈক্ষিতং ভূম্য ।
 অধুনা দর্শিতা তেহদ্য শব্দানা শব্দরূপতা ॥ ১৩১

মুদ্রিত করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার উন্মীলিত করিবে, হে মহারাজ ! এইরূপ করিলেই তোমার শৈব জ্ঞান ও রূপ হইবে । ১২৩

মহারাজ চন্দ্রশেখর নারদকর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইলে, তখন তিনি, বাম হস্তের দ্বারা তারাবতীকে ধরিয়া স্বয়ং চক্ষু দুইটী তারাবতীর সহিত মুদ্রিত করিয়াই উন্মীলিত করিলেন । ১২৪

নেত্র নিমীলনকালে তাঁহাদিগের শিবত্ব ও ভগবতীত্ব এতাদৃশ জ্ঞান হওয়ায় 'আমি শব্দ', 'আমি ভগবতী' এইরূপ উভয়ের জ্ঞান হইয়াছিল । ১২৫

অনন্তর নারদ, হাসিতে হাসিতে তখন সেই শব্দকে বলিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ মহাদেব ও দেবী তারাবতী সাক্ষাৎ ভগবতী; হে মহাভাগ ! এখন সমক্ষে আপনাতে আপনারা প্রত্যক্ষ করুন । ১২৬

তখন রাজা 'তথাস্তু' এইরূপ বলিয়া স্বীয় শরীর ব্যাঘ্রচৰ্ম্মাচ্ছাদিত, দশহস্ত, হস্তগুলিতে আবার ত্রিশূল খট্‌দ্বাঙ্গ শক্তি প্রভৃতি রহিয়াছে—বৃষাসীন,—জটাজুটশোভী দেখিয়া তারাবতীকেও সুন্দরমুখী পদ্মহস্তা বিদ্বাৎ-সদৃশ গৌরাস্কী দেখিলেন । পরে জ্ঞানবলে সমস্ত বিষয় আপনাতে বিশ্বাস করিলেন । ১২৭-১২৯

পুনর্ব্বার নারদ কহিলেন, হে রাজন্ ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পূৰ্বে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্যযোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । ১৩০

সেই হেতু মনুষ্য শরীরের দ্বারা আপনি আপনার শিবত্ব জানিতে পারেন নাই ; সম্প্রতি শব্দই তোমাকে তোমার শব্দরূপত্ব দেখাইলেন । ১৩১

নিমীল্য নয়নধন্থং পুনস্ত্বং যাহি মৰ্ত্যতাম্ ।
আসাদ্য মানুষং ভাবমাদেহান্তং স্থিরো ভব ।
তথা তারাবতী দেবী ত্বং ভবতু মানুষী ॥ ১৩২

ওঁর্ক উবাচ—

আত্মনো দেবরূপত্বং জ্ঞাত্বা দৃষ্ট্বা চক্ষুষা ।
জাতসম্প্রত্যয়ো রাজা শ্মীলয়ত লোচনে ॥ ১৩৩
ততস্তারাবতী দেবী শ্মীলয়ত চক্ষুষী ।
পুনস্তৌ মানবৌ জাতৌ মহিষী নৃপতিস্তথা ॥ ১৩৪
উন্মীল্য তৌ তু নেত্রাণি মানুষত্বং তদাত্মনোঃ ।
দৃষ্ট্বা আব্যাং তথা মৰ্ত্যাবিতি জ্ঞানভূতয়োঃ ॥ ১৩৫
ততো বিমোহিতৌ তু দম্পতী বিষ্ণুমায়ায়া ।
অহং রাজা চ মহিষী অহমিত্যভবমুত্তিঃ ॥ ১৩৬
তস্যাং সূতো তু জায়ায়াং দেবাংশাবিতি তন্মতী ।
আব্যাং স্থিতা কলা মৃদ্ধি অভূতাং জাতচিহ্নতৌ ॥ ১৩৭
ততঃ স রাজা শৃগদন্তং মুনিং নারদং মুদা ।
সত্যমেতদ্বয়া প্রোক্তং করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৩৮
পালয়িষ্যে শঙ্কুপুত্রৌ সত্যলভো সদৈব তি ।
কিস্ত্বতৌ মুনিশাৰ্দূল ত্বং সংস্করু যথাবিধি ॥ ১৩৯

ওঁর্ক উবাচ—

ততস্তয়োৰ্নাম চক্রে নারদো বচনান্ প ।
জ্যেষ্ঠৌ ভৈরবনামাভূদৌরীপুত্রৌ ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৪০

এখন তুমি আবার নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ কর ; যাবৎকাল তোমার দেহ থাকিবে, তাবৎকাল মনুষ্য-ভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ কর ; এবং দেবী তারাবতীও অবিলম্বে মানুষ্য মূর্তি ধারণ করুন । ১৩২

ওঁর্ক কহিলেন,—রাজা চন্দ্রশেখর আপনার দেবরূপ হইয়া ও স্বচক্ষে দেখিয়া যখন নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন, তখন দেবী তারাবতীর সহিত নেত্র উন্মীলিত করিলেন । ১৩৩

উন্মীলন করিবামাত্র, বিষ্ণুমায়াবলে মোহিত হইয়া আপনাদিগের মনুষ্যত্ব বোধ করিলেন এবং তখন উভয়ে নেত্র উন্মীলন করিয়া আপনাদিগের মনুষ্যভাব দেখিয়া ‘আমরা মনুষ্য’ এইরূপ জানিতে পারিলেন । ১৩৪-১৩৫

তৎপরেই তাঁহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া আমি রাজা, ইনি মহিষী—একপও বোধ করিলেন । ১৩৬

তাহার পরীতে দেবাংশে পুত্রদ্বয় জন্মিয়াছে—এ মতি হইল । যেহেতু জাতকদ্বয়ের মস্তকে চিহ্ন রহিয়াছে । ১৩৭

তখন রাজা আনন্দিত হইয়া নারদ মুনিকে কহিলেন,—আপনার বাক্য আমি সফল করিব, নিধিসদৃশ মহাদেবের সূতদ্বয়কে সর্বদা পালন করিব ; কিন্তু হে মুনিপুত্রব ! আপনি এই দুইটি পুত্রের যথাবিধি সংস্কার করুন । ১৩৮-১৩৯

ওঁর্ক কহিলেন,—হে নৃপ ! তাহার পর নারদ ঋষি, রাজার আজ্ঞানুসারে

বেতালসদৃশঃ কৃষ্ণো বেতালোহভূতথাপরঃ ।
 ইতি চক্রে তয়োর্নাম দেবর্ষিভ্র'ক্ষণঃ সূতঃ ॥ ১৪১
 অগ্নাংশ্চ সর্বান্ সংস্কারান্নারদো মুনিসত্তমঃ ।
 চকার ক্রমশো বাক্যাজ্জলশেখরভূতঃ ॥ ১৪২
 এবং সর্বান্ সংশয়াংস্তু সঙ্কিত মুনিসত্তমঃ ।
 সংস্কৃত্য ভগতনয়ৌ বিসৃষ্টস্তেন ভূতুতা ।
 যযাবাক্যশমার্গেণ নাকপৃষ্ঠং স নারদঃ ॥ ১৪৩
 নারদে তু গতে রাজা মৃদিতশল্লশেখরঃ ।
 তারাবত্যা সমং রেমে করবীরাহ্নয়ে পুবে ॥ ১৪৪
 শম্ভোরংশেহমিত্যেবং গৌর্যাস্তারাবতীতি চ ।
 জাতশ্রদ্ধস্তদা রাজা শশাস সূচিরং ক্ষিতিম্ ॥ ১৪৫
 তনয়ৌ চ হরয়াথ তদা বেতালভৈরবৌ ।
 ববৃধাতে মহাআনৌ শঃচন্দ্রাবিবোধতো ॥ ১৪৬
 চন্দ্রশেখরভূপস্য তারাবত্যাং নৃপোত্তমঃ ।
 ত্রয়ঃ পুত্রা মহাবীৰ্যা রূপসম্পৎ-সমম্বিতাঃ ।
 জ্যেষ্ঠস্ত্রয়োপরিচরো দমনোহলর্ক এব চ ॥ ১৪৭
 বেতালভৈরবাভ্যাস্ত জায়াংসন্তেহভবঃস্তম্বঃ ।
 এবমেতে ত্রয়ঃ পুত্রাশ্চন্দ্রশেখরভূতঃ ॥ ১৪৮

সেই দুইটি পুত্রের নামকরণ সংস্কার করিলেন। বল-প্রদীপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রটির নাম 'ভৈরব' হইল এবং বেতাল-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিলেন 'বেতাল'। ১৪০-১৪১

ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ, দুইজনের নামকরণ যেরূপ করিলেন, সেইরূপ রাজা চন্দ্রশেখরের বচনানুসারে ক্রমশঃ অগ্নাশ্চ সংস্কার সকলও করিলেন। ১৪২

দেবর্ষি নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরের সকল সংশয় ছেদন করিয়া এবং পুত্র-দ্বয়ের কতকগুলি সংস্কারও যথাশাস্ত্র সম্পাদন করিয়া রাজা কর্তৃক অভিলষিত স্থলে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। তৎপরেই নারদ, আকাশমার্গে দ্বারা স্বর্গে গমন করিলেন। ১৪৩

নারদ স্বর্গে গমন করিলে পর, রাজা চন্দ্রশেখর করবীরপুরে তারাবতীর সহিত আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন। ১৪৪

আমি শঙ্করের অংশ, তারাবতী গৌরীর অংশ যখন রাজার এইরূপ জ্ঞান হইল, তখন তিনি ব্রহ্মা সহকারে দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ১৪৫

এই সময়, হরের সেই মহাআ পুত্রদ্বয়ও উদিত শরচ্চন্দ্রের স্তায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৪৬

হে নরোত্তম ! ইহা ভিন্ন তারাবতীর গর্ভসমুত রাজা চন্দ্রশেখরের মহাবল পরাক্রান্ত পরম রূপবান্ তিনটি ঔরস পুত্র; তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন, কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। ১৪৭

ইহারা বেতাল ও ভৈরব হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ! চন্দ্রশেখরের এই তিনটি ঔরস পুত্র, আর এদিকে বেতাল ও ভৈরব, মহাদেবের সন্মোক্ষিত দুইটি

বেতালভৈরবৌ চাপি সদোক্তাভৌ হরায়জ্যৌ ।

সমানভোগা বহুধুশ্চেষ্টেশ্বরভূতঃ ।

পালিতান্ত্র সভার্যোণ সমানানবাহনাঃ ॥ ১৪৯

ইতি পঞ্চসূতা মহাবলাঃ

পঞ্চভূতসদৃশাঃ কৃতা বিধেঃ ।

বহুধিরে প্রথমং সকলং জগৎ

সমস্তীত্য মুদা বলদপিতাঃ ॥ ১৫০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ওর্ব উবাচ -

অথ কালক্রমেণৈব প্রবৃদ্ধান্তে মহাবলাঃ ।

শস্ত্রাস্ত্রজ্ঞানকুশলাঃ শাস্ত্রার্থপরিমিতিভাঃ ॥ ১

সম্প্রাপ্তযৌবনা দীপ্তা দুর্জরীঃ পরিপস্থিভিঃ ।

ধর্ম্যার্থজ্ঞানকুশলা ব্রহ্মণাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২

সদা সহচরৌ তত্র প্রীত্যা বেতালভৈরবৌ ।

অলর্কৌ দমনশ্চৈব তথোপরিচরস্তয়ঃ ।

সদা সহচরা নিত্যং ভ্রাতরশ্চাল্লশেখরাঃ ॥ ৩

ত্রিষাঙ্কজেন্ম নৃপতেঃ সদোপরিচরাদিম্বু ।

মমত্বমধিকং নিত্যং প্রীতিস্নেহৌ তথাধিকৌ ॥ ৪

সন্তান । সর্বসমেত এই পাঁচটি পুত্র সমানভাবে বাড়িতে লাগিল এবং রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই ইহাদিগকে তুল্য ভোজনাদি দ্বারা পালন করিতে লাগিলেন । ১৪৮-১৪৯

বিধাতার পঞ্চভূত-সদৃশ অশেষ শক্তি-সম্পন্ন এই পাঁচটি পুত্র, কালক্রমে সমুন্নত হইয়া স্বীয় ঔদার্য্য ও দর্পে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন । ১৫০

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০

একপঞ্চাশ অধ্যায়

বেতাল ভৈরবের গণাধ্যক্ষতা

ওর্ব কহিলেন,—অতঃপর কালক্রমে ইহারা বলশালী, দীর্ঘকায়, সমুন্নত, সর্ব-শাস্ত্রকুশল, অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ, প্রাপ্তযৌবন, সুন্দরকান্তি, শত্রুদিগের দুর্জয়, বেদপারগ হইয়া উঠিলেন । ১-২

প্রীতিনিবন্ধন বেতাল ও ভৈরব নিত্যসহচর হইলেন, উপরিচর, অলর্ক ও দমন এই তিনটি ভ্রাতাও । ইহারা সর্বদাই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিতেন,—কেহ কাহার সঙ্গ ছাড়িতেন না । ৩

বেতালে ভৈরবে চাপি চন্দ্রশেখরভূতঃ ।
 নান্ত্যেব তাদৃশী প্রীতিরাদৃশী তেষু জায়তে ॥ ৫
 ন তৌ দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ কদাচিচ্চন্দ্রশেখরঃ ।
 অত্যাঙ্কাদম্নতেহজস্রং পুত্রবৃদ্ধোষাতেহথবা ॥ ৬
 তৌ বীরৌ ধর্মকুশলৌ মহাবলপরাক্রমৌ ।
 ত্রৈলোক্যবিজয়ে দক্ষৌ শক্ত্যন্ত্রগ্রামপারগৌ ॥ ৭
 তাভ্যাং বিভেতি চ নৃপঃ কদা কিংবা করিষ্যতঃ ।
 বেতালভৈরবাবেতৌ মাং সুতান্ রাজ্যমেব বা ॥ ৮
 ইতি চিন্তাপরো রাজা নিতামেব নিরীকতে ।
 প্রণতাবপি তৎপুত্রৌ সম্যগ্ বেতালভৈরবৌ ॥ ১০
 অথোপরিচরং রাজা যৌবরাজেহভ্যষেচয়ৎ ।
 জ্যায়াসমৌরসং পুত্রং সর্বরাজগুণৈশ্চৈতম্ ॥ ১১
 যঃ পশ্যৎ সর্বভূপালান্ যোজ্যয়চ্ছতি নীতিভিঃ ।
 রাজোপরিচরো নাম সর্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১২
 দমনায় দদৌ দায়ং তথালকায় ভূমিভূৎ ।
 প্রভূতধনরত্নানি তথাসনরথান্ বহুন্ ॥ ১৩
 তাব স্ত ন দদৌ তাভ্যাং দায়বিত্তানি ভাগশঃ ।
 বেতালভৈরবাভ্যাং তু ভতস্তৌ মন্যুরাবিশং ॥ ১৪
 মনুনাভিপরাভৌ তৌ বিচরন্তাবিতস্ততঃ ।
 ন ভোগমীপ্সতাং বীরৌ উপাসে চ কৃতোদ্যমৌ ।
 অনুভার্যৌ সততং নির্জনে বসতঃ সদা ॥ ১৫

রাজা, উপরিচর প্রভৃতি তিনটি পুত্রের প্রতি সর্বদাই স্নেহ, মমত্ব ও প্রীতি অধিক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ৪

রাজার স্নেহ, ইহাদিগের প্রতি যেরূপ, বেতাল ও ভৈরবের প্রতি তাদৃশ কিছুই হইল না এবং রাজা, এই দুই জনকে দেখিয়া কখন পুত্রজ্ঞানে আনন্দিতও হইতেন না । ৫-৬

কিন্তু এই দুই জনও কালক্রমে ত্রিলোক-জয়ী, সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, মহাবলবান্ হইয়া উঠিলেন । ৭

সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা কখন কি ঘটবে, এই ভাবিয়াই রাজা বেতাল ও ভৈরবের নিকট ভীত হইলেন । আরও ইহাদিগের দ্বারা আমার বা আমার পুত্রদিগের অথবা রাজ্যের কখন কি অনিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ চিন্তায়ুক্ত হইলেন । রাজা, বেতাল ও ভৈরবকে নম্র-স্বভাব ও ধর্মিষ্ঠ দেখিয়াও অতি সাবধানে রহিলেন । ৮-১০

তারপর পরম রূপবান্ ও রাজলক্ষণাক্রান্ত জ্যেষ্ঠপুত্র উপরিচরকেই যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । ১১

যুবরাজ উপরিচর সম্পূর্ণ নীতিতে, সকল রাজ্যকে অনুগত করিলেন । ১২
 রাজা, দমন ও অলককেও ধনাদি প্রদান করিলেন, অথচ রাজ্যকোষে অপরিমিত রত্ন ছিল । ১৩

যত রত্নাদি সিংহাসন প্রভৃতি এবং রথ সকল ছিল, সেগুলির ভাগ-ক্রমে তিনি বেতাল ভৈরবকে কিছুমাত্র দিলেন না । ১৪

স্তথাভূতো তদা পুত্রো দেবো বেতালভৈরবো ।
 বুবুধে চিন্তাম্বিতা দেবী ভারাবতী তদা ।
 রাজোপরিচরাস্তীতা পত্ন্য চন্দ্রশেখরাং ।
 নোবাচ কিঞ্চিদসুদতী চন্দ্রং তৌ বোধয়তাপি ॥ ১৬
 এতস্মিন্তরে বিধান্ কাপোতো মুনিসত্তমঃ ।
 চিত্রাঙ্গদাসঙ্গভোগী সন্তুষ্টঃ সুরভোগসংবৈঃ ।
 চিত্রাঙ্গদাং পরিত্যজ্য সপুত্রাং সহচারিণীম্ ।
 ইযেম গন্তং স প্রোচে তদা চিত্রাঙ্গদাং বচঃ ॥ ১৭

মুনিকুবাচ—

চিত্রাঙ্গদে তপস্তপ্তং গমিষ্ঠ্যামি তপোবনম্ ।
 কিং তে প্রিয়ং করোমীহ তং মে বদ মনোহরে ॥ ১৮

চিত্রাঙ্গদোবাচ—

তুষ্ণকৃষ্ণ সুবর্চাশ্চ তনয়ৌ ভব সুব্রত ।
 এতয়োস্ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রিয়ং কুরু যথোচিতম্ ॥ ১৯
 মাঞ্চাপি ভগিনীগেহে সংস্থাপ্য দ্বিজসত্তম ।
 তদা তপোবনং গচ্ছ যদি তে রোচেতেহনঘ ॥ ২০
 ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ কাপোতো মুনিসত্তমঃ ।
 হিরণ্যার্থং সমালোচ্য কুবেরসদনং যযৌ ॥ ২১
 প্রার্থয়িত্বা কুবেরস্ত সুবর্ণানাং শতানি যট্ ।
 নিষ্কাশান্ত সহস্রাণি স লেভে মুনিসত্তমঃ ॥ ২২

তখন ইহার। নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল ।
 আবার কখনও ভোগ-বঞ্চিত অকৃত-পরিণয় এই বীরদ্বয় নির্জনে বসিয়া তপ-
 শ্রবণে মনোভিনিবেশ করিল । ১৫

যখন দেবী ভারাবতী, বেতাল ভৈরবকে এইরূপ দুর্গতিগ্রস্ত দেখিলেন, তখন
 তিনি চিন্তাম্বিতা হইলেন । যুবরাজ উপরিচর ও পতি চন্দ্রশেখরের নিকট ভীতা
 হইয়া পুত্রদ্বয়ের নির্জনবাস বিদিত হইয়াও তাঁহাদিগের দুইজনকে কিছুই বলেন
 নাই । ১৬

ইত্যবসরে সুরতন্ত্রীড়ানুরাগী স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় যোগবলপ্রদীপ্ত কাপোত মুনি,
 সহচারিণী পুত্রবতী চিত্রাঙ্গদাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্তা করিতে যাইবার
 নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন । ১৭

প্রিয়ে চিত্রাঙ্গদে । আমি তপস্তা করিবার নিমিত্ত তপোবনে গমন করিব ।
 হে সুন্দরি ! তোমার কি প্রিয়কার্য্য এই সময় করিব, তাহা আমাকে বল । ১৮

তখন চিত্রাঙ্গদা কহিতে লাগিলেন, হে তপস্বিন্ ! আপনার তুষ্ণক ও
 সুবর্চ নামে যে দুইটি পুত্র হইয়াছে, হে মুনিসত্তম ! আপনি এই দুই জনের
 যথোচিত প্রিয়কার্য্য করুন । ১৯

হে পুত্ৰহৃদয় দ্বিজোত্তম ! আমাকেও আমার ভগিনীগেহে রাখিয়া, যদি
 আপনার অভিক্রুচি হয়, তবে আপনি তপোবনে গমন করুন । ২০

কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন অর্থ-সংগ্রাহের
 নিমিত্ত অনুসন্ধানপূর্ব্বক কুবেরভবনে গমন করিলেন । ২১

শতং ভাস্বাংশ্চ রত্নানামানীষ চ সবীবধৈঃ ।
 পুত্রাভ্যাং প্রদদৌ বিশ্রো ভার্য্যায়ৈ চ বিশেষতঃ ।
 ততস্তাং সহপুত্রাভ্যাং তৈর্দীনৈষপি তুরিভিঃ ।
 চিত্রাঙ্গদামতেনাথ পুত্রেশ্বরপি সশ্রুতে ॥ ২৩
 সুবর্চসং তুঙ্গরুঞ্চ তথা চিত্রাঙ্গদামপি ।
 আমন্ত্র্য মুনিশার্দুলঃ করবীরপুরং যযৌ ॥ ২৪
 তত্র গচ্ছা স কপোতো রাষ্ট্রানং চন্দ্রশেখরম্ ।
 রাজোপরিচরং চৈব বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ২৫
 ইয়ং ককুৎস্থজা ভূপ তবৈব বিদিতা পুরা ।
 সদ্যজাতৌ তথৈবাস্যামেতৌ মে তনয়ৌ শুচী ।
 এভির্বিভৈঃ সমং পুত্রৌ মম ত্বং প্রতিপালয় ।
 রাজোপরিচরশ্চাপি পালয়ত্বিহ মে সুতৌ ॥ ২৬
 অপুত্রস্য নৃপঃ পুত্রৌ নির্ধনস্য ধনং নৃপঃ ।
 অমাত্যুর্জননী রাজা হৃতাতস্য পিতা নৃপঃ ॥ ২৭
 অনাথস্য নৃপো নাথো হৃভর্ত্তৃঃ পার্থিবঃ পতিঃ ।
 অদৃতস্য নৃপো ভূতো নৃপ এব নৃণাং সখা ।
 সর্বদেবমযৌ রাজা তস্মাত্ত্বামর্থয়ে নৃপ ॥ ২৮

ওর্ব্ব উবাচ—

ততঃ স রাজা তং প্রাহ মুনিমেবং দ্বিজোত্তমম্ ।
 করিস্তে ত্বদ্বচশ্চাহং রাজোপরিচরশ্চ সঃ ॥ ২৯

কুবেরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ছয় শত সুবর্ণমুদ্রা ও হাজার নিজ সংগ্রহ করিলেন । ২২

ব্রাহ্মণ তখন চমরী-পৃষ্ঠে করিয়া সুবর্ণের একশত ভার আনিয়া পুত্রদ্বয়কে দিলেন এবং বিশেষ করিয়া জ্ঞীকে দিলেন । ২৩

মুনিবর,—সুবর্চ, তুঙ্গরু ও চিত্রাঙ্গদাকে আহ্বান করিয়া করবীরপুরে গমন করিলেন । ২৪

কপোতমুনি তথায় গমন করিয়া, রাজা চন্দ্রশেখর ও যুবরাজ উপরিচরকে এই কথা বলিলেন । ২৫

হে রাজন্ । চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থের কন্যা ইহা আপনি জানেন, ইহাঁর গর্ভেই আমার এই সদ্যজাত দুইটি পুত্র হইয়াছে ; হে নৃপ । আপনি এই ধনরাশি-দ্বারা আমার এই পুত্র দুইটিকে সমান-দৃষ্টিতে পালন করুন এবং যুবরাজ উপরিচরও ইহাদিগকে রক্ষা করুন । ২৬

অপুত্রকের রাজাই পুত্র, নির্ধনের রাজাই ধন, মাতৃহীনের রাজাই মাতা, পিতৃহীনের রাজাই পিতা । ২৭

অসহায়ের রাজাই সহায়, পতিহীনার রাজাই প্রভু, দরিদ্রের রাজাই সাহায্যকারী, মনুষ্যের রাজাই বন্ধু, রাজা সর্বদেবময় ; হে রাজন্ ! এই নিমিত্তই আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম । ২৮

ওর্ব্ব কহিলেন,—তখন জারা চন্দ্রশেখর, সেই দ্বিজবর মুনি-প্রধানকে কহিলেন, আমি ও আমার পুত্র যুবরাজ উপরিচর—আমরা উভয়েই আপনার আজ্ঞা পালন করিব । ২৯

অথ চিত্রাজ্ঞদাং রাজা জগ্ৰাহ মুনিসন্মতে ।
 সুতো চ তস্য সধনৌ জ্ঞায়সে স্নবে দদৌ ।
 স চোপরিচরঃ প্রাদাদ্রাজ্যমর্জ্জং সুবর্চসে ।
 তথৈব সচিবাধক্ষ-মকরোত্তম্বুরুং তপা ॥ ৩০
 কাপোতশ্চাপি সূগ্রীতঃ পুত্রার্জিঃ সমবেক্ষ্য চ ।
 জগামামস্তা নৃপতিং তপসে চ তপোবনম্ ॥ ৩১
 পথি গচ্ছন্ স কাপোতঃ শঙ্কুপুত্রৌ মনোহরৌ ।
 একাকিনৌ চরন্তৌ তু সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব ॥ ৩২
 তঃস্বার্দদর্শ চ তদা বদনে বানরাকৃতী ।
 স্মৃতা পূর্ব্বকথাং দৃষ্ট্বা তাবপুঙ্ক্তপোধানঃ ॥ ৩৩
 কো যুবাং দেবগর্ভাভৌ চরন্তৌ বিজ্ঞানে পথি ।
 একাকিনৌ নরজ্ঞেষ্ঠৌ তঃস্ব বদন্তমীরিতম্ ॥ ৩৪
 অথ তৌ প্রণিপত্যানং সস্তাশ্চ চ সমজ্ঞসম্ ।
 কাপোতাখ্যং মুনিশ্রেষ্ঠমুচ্যুতঃ শঙ্করাঙ্কজৌ ।
 চন্দ্রশেখরপুত্রৌ নৌ তারাবতাং সমুদগতো ।
 বিজি জং মুনিশার্দ্ধল প্রণমাবঃ পদং তব ।
 অবজ্ঞাং বীক্ষ্য নৃপতেষাবয়োঃ সততং মুনে ।
 একাকিনৌ নির্জনেষু ভ্রমাতো মন্যুনা সদা ।
 কিমর্থমাত্মজৌ পুত্রৌ প্রণতো সততং নৃপঃ ।
 অবজ্ঞায় মহাভাগ দায়মাত্মং ন দিৎসতি ॥ ৩৫

এই কথা বলিয়া রাজা, মুনিমতানুসারে চিত্রাজ্ঞদাকে গ্রহণ করিলেন এবং কাপোতের দুইটি পুত্র ও তাঁহার প্রদত্ত ধনাদি, নিজপুত্র উপরিচরের নিকট অর্পণ করিলেন । তখন যুবরাজ উপরিচর, রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সুবর্চকে প্রদান করিয়া তুঙ্গুরুকে সচিবাধক্ষ করিলেন । ৩০

অতঃপর কাপোত ঋষি প্রসন্ন হইয়া পুত্রদ্বয়ের মুখাবলোকন ও মহারাজকে সন্তাষণ করিয়া উপশরণের নিমিত্ত তপোবন যাত্রা করিলেন । ৩১

পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, চন্দ্র-সূর্য্যের স্থায় প্রতিভা সম্পন্ন পরম রূপবান্ মহাদেবের দুইটি পুত্র সহায়শৃগু হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । ৩২

আরও দেখিলেন, তাহাদের মুখগুলি বানর-মুখের অনুরূপ । তখন তাপস-প্রধান কাপোতমুনি এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্বকথা সকল স্মরণপূর্ব্বক তাহাদিগের দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৩

দেবসদৃশ মনুষ্য-প্রধান হইয়া একাকী নির্জনে ভ্রমণ করিতেছ, তোমরা দুইজন কে ? তাহা আমাকে বল । ৩৪

অনন্তর শঙ্করের সেই দুইটি পুত্র যথাবিধি প্রণাম ও সন্তাষণ করিয়া কাপোত মুনিকে কহিলেন ; হে মুনিসত্তম ! আমরা তারাবতীর গর্ভ-সন্তৃত রাজা চন্দ্র-শেখরের পুত্র, আমরা আপনাকে প্রণাম করি । হে মুনে ! আমাদের প্রতি রাজার সর্ব্বদা অবজ্ঞা দেখিয়া আমরা একাকী এই নির্জনে ভ্রমণ মনের কষ্টে ভ্রমণ করিতেছি ; হে মহাভাগ ! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের বিশেষ বশীভূত ঔরসপুত্র, তিনি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমাদেরকে কিছু মাত্র ধন দিতে ইচ্ছা করিলেন না । ৩৫

তস্মাদাবাং তপস্তপ্ত-মিচ্ছাবো দ্বিজসত্তম ।
 উপদেশপ্রদানেন চানুগৃহ্ণাতি চেদ্ ভবা ॥ ৩৬-
 ততস্তয়োর্বচঃ ক্রত্বা প্রহস্য মুনিসত্তমঃ ।
 ভূতভব্যভবজ্জ্ঞান-স্তাবিদং মুনিরব্রবীৎ ॥ ৩৭

মুনিকুবাচ—

ন যুবাং তনয়ো তস্য চন্দ্রশেখরভূপতেঃ ।
 তাবাবতাং সমুৎপন্নৌ ভবন্তৌ শঙ্করাশ্বজৌ ॥ ৩৮
 সদ্যো জাতৌ মহাবীর্যৌ বেতালভ্বে চ সম্মতো ॥ ৩৯-
 ভৃঙ্গিমহাকালসংজ্ঞৌ শাপাক্করগিমাগতৌ ।
 যুবল্লোরজ তেনৈব ন দায়ং দিংসতি প্রিয়ম্ ॥ ৪০
 গচ্ছতং শরণং তাতং শঙ্করং বৃষভধ্বজম্ ।
 স এব যুবল্লোঃ সর্বং করিস্থতি মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
 কিং বাত্যাগ্রেণ তপসা চিরকালফলেন বৈ ॥ ৪২
 ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলঃ কপোতঃ পরমায়ুধক্ ।
 ভূতভব্যভবজ্জ্ঞান-স্তাব্যাং সর্বমথোচিবান্ ॥ ৪৩
 যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ শপ্তাববনিমাগতৌ ।
 যথা হরশ্চ গৌরী চ পৃথিবীমাগতৌ নৃপ ॥ ৪৪
 তারাবতী যথা শপ্তা তেনৈব মুনিনা পুরা ।
 যথা তৌ চ সমুৎপন্নৌ তারাবত্বাদরে পুরা ॥ ৪৫

সেই কারণেই হে দ্বিজোত্তম ! আমরা তপস্যা করিবার ইচ্ছা করিতেছি ;
 অতএব আপনি যদি উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদের দুই জনকে গ্রহণ
 করেন । ৩৬

তখন কাপোত মুনি বেতাল ও ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্তপূর্বক
 তাহাদিগকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের ঘটনাগুলি কহিলেন । ৩৭

মুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমরা রাজা চন্দ্রশেখরের ঔরসপুত্র নও ।
 শঙ্করের ঔরসে তারাবতীর গর্ভে তোমাদিগের জন্ম । ৩৮

ভৃঙ্গী ও মহাকালনামক শিবের দুইটি অনুচর অভিষাপগ্রস্ত হইয়া সর্বতত্ত্বে
 বীৰ্য্যবান্ সদ্যোজাত তোমাদিগের দুইটির মুক্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসি-
 ল্লাছেন । ৩৯

এই কারণেই রাজা তোমাদিগকে প্রিয় ধনাদি বস্তু দিতে ইচ্ছা করেন
 নাই । ৪০

এক্ষণে জন্মদাতা মহাদেবের নিকট গমন কর ও তাঁহারই শরণাপন্ন হও ।
 সেই মহেশ্বরই তোমাদিগের বাসনা সফল করিবেন । ৪১

বহুদিনের পর যাহার ফল হয় সে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন কি । ৪২
 ত্রিকালজ্ঞ পরমার্থপরিজ্ঞাত কাপোত মুনি এইরূপ আদেশ করিয়া ভূপরেই
 আবার যেরূপে ভৃঙ্গী মহাকাল শাপাবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন
 এবং যেরূপে হর-পার্বতী মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন । ৪৩-৪৪

ইতিপূর্বে যেরূপেই বা তারাবতী আপনা কর্তৃক অভিষপ্ত হইলেন ; আর
 তারাবতীর গর্ভেই বা যেরূপে এই দুইটি বালক জন্মগ্রহণ করিল । ৪৫

যথা বা নারদেনৈব সংশয়চ্ছেদনং নূপে ।
 তৎ সর্বং কথ্যামাস পুত্রাভ্যাং গিরিশস্য তু ॥ ৪৬
 তচ্ছ্রুত্বা তৌ মহাত্মানৌ তদা বেতালভৈরবৌ ।
 মুদা পরময়া যুক্তৌ বভূবতুরনিন্দিতৌ ॥ ৪৭
 মোদপূর্ণৌ তদা ভূত্বা সিন্ধাবিব সুধারসৈঃ ।
 পুনঃ পপ্রচ্ছ কাপোতং বেতালো ভৈরবোহপি চ ॥ ৪৮
 পিতাবয়োর্মহাদেব-স্তুয়া সত্যমিত্তীরিতম্ ।
 সৌহর্জনীয়ো যথাবাভ্যাং সিদ্ধয়ে মুনিসত্তম ॥ ৪৯
 আবাহ্যাক্ষ যথারাধ্যো যত্র বারাবিতো হরঃ ।
 প্রসাদমেষুত্যাচিরাত্তমো বদ মহামতে ॥ ৫০
 ধন্যাবনুগৃহীতৌ নৌ যজ্ঞয়া মুনিসত্তম ।
 বিজ্ঞাপিতমিদং সর্বং হ্রচ্ছাং চোক্ততঞ্চ নৌ ॥ ৫১
 পুনরাবাং দয়স্ব ত্বং কৃপাময় মুনিশ্বর ।
 প্রাপ্স্যাব্যো নচিরাদ্ ভগং যথা বদ তথৈব নৌ ॥ ৫২

মুনিক্রবাচ—

শুণু তং কথ্যামাদ্য যত্র চারাবিতো হরঃ ।
 নচিরাদেব ভবতোরায়াশ্চিতি সমক্ষতাম্ ॥ ৫৩
 নিত্যং যত্র মহাদেবো বসন্ ভবতি তুষ্টয়ে ।
 যুবাং তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি স্থানং গুহ্যং প্রকাশিতম্ ॥ ৫৪

তাহার পর নারদ আসিয়াই বা যেরূপে রাজা চন্দ্রশেখরের সংশয় সকল
 অপনীত করিলেন, এই সকল কথা তাঁহাদিগকে কহিলেন । ৪৬

তখন সদাশয় বেতাল ও ভৈরব এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যেন সুধাভি-
 যিক্ত হইয়াছেন এইরূপভাবে পরম আনন্দিত হইলেন । বেতাল ও ভৈরব
 এইরূপ প্রমুদিত হইয়া আবার কাপোত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৪৭-৪৮

হে মুনিসত্তম ! মহাদেব আমাদের পিতা, কেন না আপনি সত্য কথা
 কহিলেন ; কিন্তু কার্য্যাসিদ্ধির নিমিত্ত কিরূপভাবে তাঁহার পূজা করিতে হইবে ।
 ৪৯

তিনিই বা আমাদের কিরূপ আরাধা বস্তু ; আর তিনি যেরূপ স্থলে
 পূজিত হইলে শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন,—হে মুনিবর ! সেই সকল উপদেশ আমা-
 দিগকে দিউন । ৫০

হে যোগিরাজ ! অদ্য আপনা কর্তৃক একরূপ অনুগৃহীত হওয়ায় আমরা ধন্য
 হইলাম । আপনি এই সকল নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া আমাদের হৃদয়-
 শল্য উদ্ঘাটিত করিলেন । ৫১

হে মুনিসত্তম ! আপনি আবার আমাদের বলুন, যে উপায়ে আমরা
 যোগীশ্বর ত্রিপুরারিকে অচিরে পাইতে পারিব । ৫২

মুনি কহিলেন, যেরূপ স্থলে শঙ্কর পূজিত হইলে অচিরে তোমরা তাঁহার
 প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, তাহা তোমাদিগকে বলি শ্রবণ কর । ৫৩

মহাদেব যে স্থলে থাকিয়া নিত্য নিত্য আনন্দ ভোগ করেন, সেই গুপ্ত
 অথচ সর্বজন-বিদিত স্থলটি তোমাদিগকে বলি । ৫৪

বারাগসী নাম পুরী গঙ্গাভীরে মনোহরে ।
 বরণায়াস্তথা চান্দে^১র্থো চাপাকৃতিঃ সদা ॥ ৫৫
 স্বয়ং বৃষধ্বজস্তত্র নিত্যং বসতি যোগিনাম্ ।
 সদা প্রীতিকরো যোগী স্বয়ং চাপ্যাস্তিত্তকঃ ॥ ৫৬
 বিষংহা সা পুরী নিত্যং ভগ্নযোগবলাঙ্কতা ।
 দিব্যজ্ঞানং দদাত্যেযা তত্র যো ভ্রিয়তে নরঃ ।
 তন্মৈ স্বয়ং মহাদেবঃ সংসারগ্রস্থিমুক্তয়ে ॥ ৫৭
 স কৃত্বা পরমো যোগী মৃতস্তত্র ভবান্তরে ।
 সুগন্তেনৈব নির্বাণমাপ্নোতি হরসম্মতঃ ॥ ৫৮
 যোগবৃত্তো মহাদেবঃ পার্কত্যা সহিতঃ সদা ।
 দেবগন্ধর্বব্যক্ষাণাং মানুষাণাঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ৫৯
 জ্যেষ্ঠো হরঃ প্রকাশশ্চ ক্ষেত্রং তচ্চ প্রকাশিতম্ ।
 ন তত্র কামদো দেবো নচিরাচ্চ প্রসীদতি ।
 আরামিত্তিরং প্রীত্যা নির্বাণায় প্রসীদতি ॥ ৬০
 গৌর্যা বিবজ্জিতা সা তু পুরী তত্র ন গচ্ছতি ।
 যোগস্থানং মহাক্ষেত্রং কদাচিদপি শাস্করী ।
 আসন্নং যুবয়োঃ ক্ষেত্রমিদং বারাগসী তু যং ।
 কথিতং নাতিদূরে চ বর্ততে নরসম্মতম্ ॥ ৬১
 অপবন্ত প্রবক্ষ্যামি শুভং পীঠং সদাৰ্চিতম্ ।
 হরগৌরীসমায়ুক্তং পরং ধর্মার্থকামদম্ ।
 ভূপসা চাতি তাত্রেণ চিরাভবতি মোক্ষদম্ ॥ ৬২

গঙ্গাভীরে বরুণ ও অগ্নির রক্ষিত চাপাকৃতি পরম মনোহর বারাগসী নামে
 একটি পুরী আছে ! যোগীগণের নিত্য প্রমোদ-প্রদ যোগী মহেশ্বর স্বয়ং
 যেস্থলে আপনি আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন । ৫৫-৫৬
 সেই বাসভূমি মহাদেবের যোগবলে সর্বদা আকাশমার্গে স্থিত । যে মনুষ্য
 এই স্থলে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ; তাহার মুক্তির নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব তাহাকে
 দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন । ৫৭

পরে সেই স্থলে মৃত হইয়া জন্মান্তরে পরম যোগী হইলে তখন অনায়াসেই
 শিব-সম্মত নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৫৮

ভগবতীর সহিত নিত্য সংপৃক্ত যোগরত মহাদেব, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য,
 সকলেরই নিত্য আরাধ্য বস্তু । ৫৯

এখন হরের বিষয় জানিতে পারিলে এবং তাহার ক্ষেত্রও প্রকাশ করিয়াছি ।
 এইক্ষেত্রে শঙ্কর কাহারও অভিলাষ শীঘ্র পূর্ণ করেন না এবং কাহারও প্রতি
 অচিরে প্রসন্নও হন না । বহুকাল ধরিয়া ভক্তির সহিত আরাধিত হইলে তবে
 নির্বাণ প্রদান করেন । ৬০

এই বারাগসী ক্ষেত্র গৌরীর গমনাগমনশূন্য জানিবে এবং মহাক্ষেত্রে যোগ-
 স্থানে গৌরী কখনও গমন করেন না । হে নরসম্মত ! অনতিদূরবর্তী সেই
 বারাগসী ক্ষেত্র যাহা তোমাদিগের নিকট কহিলাম, এখান হইতে তাহা অতি
 নিকট । ৬১

নচিরাং কামদং পুণ্যং ক্ষেত্রং পীঠং নিগদ্যতে ।
 চিত্তাস্তু কামদো দেবো ন চিরাদ্যত্র জ্ঞানদঃ ।
 তৎক্ষেত্রমিতি লোকেষু গদ্যতে পূর্ববন্দিতিঃ ॥ ৬৩
 কামরূপং মহাপীঠং গুহাদগুহতমং পরম্ ।
 সদা সন্নিহিতস্তত্র পার্বত্য্য সহ শঙ্করঃ ।
 নচিরাং পূজিতো দেবস্তস্মিন্ পীঠে প্রসীদতি ॥ ৬৪
 পার্বত্য্য চানুগৃহ্যতি ভগ্নভক্তস্তত্র বৈ ।
 দদাতি নচিরাং কামং ভক্তায় পরমেশ্বরঃ ।
 তত্ পীঠং প্রবক্ষ্যামি শৃণুতং সান্দ্রতং যুযাম্ ।
 করতোয়া নদী পূর্বং যাবদ্বিক্রবাসিনীম্ ।
 ত্রিংশদযোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্ ॥ ৬৫
 ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণং প্রভূতাতলপুরিতম্ ।
 নদীশতসমায়ুক্তং কামরূপং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৬৬
 শঙ্কুনেত্রাগ্নিনির্দগ্ধঃ কামঃ শঙ্কোরনুগ্রহাৎ ।
 তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ত.তাহভবৎ ॥ ৬৭
 তস্য পীঠস্য সায়ব্যাং নৈঋত্যং মধ্যভাগতঃ ।
 ঐশান্যাক্ষ তথাঃপুয়াং মধ্যে পার্শ্বে চ শঙ্করঃ ॥ ৬৮
 স্বমাজ্জমপদং কৃতা যটুসু স্থানেসু শোভনম্ ।
 নিতং বসতি তত্রাপি পার্বত্য্য সহ নন্দিতিঃ ।
 মধ্যে দেবীগৃহং তত্র তদধীনস্ত শঙ্করঃ ।
 নীলাখ্যে পর্বতশ্রেষ্ঠে পার্বত্য্য তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬৯

পরন্তু অপর একটি গুহ পীঠের কথা বলি ;—যাহার নাম কামরূপ ।
 চতুর্ভূগ-ফলপ্রদ, সর্বদা লোক-পূজিত এই পীঠস্থলে হরগৌরী নিত্য বাস
 করেন ; এইখানে থাকিয়া তপস্যা করিলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করা যায় । ৬২

এই জগৎ এই পূণ্যজনক পীঠটী অচিরে ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।
 আর মহাদেব চির-ফলপ্রদ হইলেও তিনি যদি এই স্থলে পূজিত হন, তাহা
 হইলে অতি শীঘ্রই ফল প্রদান করেন । ঋষিরা এই পীঠস্থান অপেক্ষা অল্প
 আর উত্তম পীঠস্থান বলেন নাই । ৬৩

মহাদেব, পার্বত্য্যের সহিত এই গুহাদপি গুহাতর কামরূপ মহাপীঠে নিত্য
 বাস করেন, তিনি এই পীঠে পূজিত হইলে শীঘ্রই প্রসন্ন হন । ৬৪

পার্বত্য্যও এই স্থলে শিবভক্তকে অনুগ্রহ করেন ও পরমেশ্বরও ভক্তদিগের
 অভিলাষ পূর্ণ করেন । এক্ষণে পীঠের বিষয় আরও কিছু বলি, তোমরা দুই-
 জনে শ্রবণ কর । করতোয়া নদী ইহার পশ্চাৎ ভাগে বিরাজিত । দৈর্ঘ্যে ত্রিশ
 যোজন । ৬৫

ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত-পর্বত-বেষ্টিত ; ইহার চতুর্দিকে শত শত
 নদী প্রবাহিত হইতেছে । ৬৬

কাম হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া আবার মহাদেবের অনুগ্রহেই এই পীঠে
 আসিয়া রূপ ধারণ করেন, এই নিমিত্ত তদবধি এই পীঠ “কামরূপ” নামে
 অভিহিত হইলেন । ৬৭

এই পীঠের বায়ুকোণে ও নৈঋত কোণে এবং কোণের মধ্যদেশে আর

ঐশাখ্যং নাটকে শৈলে শঙ্করস্ত মহাশ্রমঃ ।
 নিত্যং বসতি তদ্রেশশুদধীনা চ পার্শ্বতী ॥ ৭০
 অপরে চাশ্রমাঃ সন্তি হরগৌর্যোঃ সদাতনাঃ ।
 নৈতর্যোঃ সদৃশঃ কোহপি বিদ্যতে শঙ্করাশ্রমঃ ।
 যত্রারাম্যো মহাদেবো ভবন্ত্যাং নরসন্তমৌ ।
 তৎস্থানং মনসাদায় প্রসাদম্ বৃষধ্বজম্ ॥ ৭১

বেতাংলবৈরবাবৃঢ়ঃ—

কামরূপং গমিষ্যাবো রহস্যং নাটকাচলম্ ।
 গৌরীহরৌ স্থিতৌ যত্র নিত্যং সন্নিহিতৌ মূনে ॥ ৭২
 আরাধনীয়ো ভূতেশো হৃৎশ্যমিহ চাবয়োঃ ।
 যথৈবারাধয়িষ্যাবস্তথাচক্ষু দ্বিজোত্তম ॥ ৭৩
 যেন মন্ত্ৰেণ বা দেবো নচিরাত্নং প্রসাদতি ।
 তত্ত্বং বদ মহাভাগানুগ্রহোহস্ত্যাবয়োৰ্যদি ॥ ৭৪

ঋষিকবাচ—

নাটকং পর্বতশ্রেষ্ঠং গচ্ছতং নরসন্তমৌ ।
 তত্র নিত্যং মহাদেবো বসতেইপৰ্যয়! সহ ॥ ৭৫
 সঙ্ঘাচলে তত্র মুনিরারাম্যতি শঙ্করম্ ।
 বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তং যুবামনুগচ্ছতম্ ॥ ৭৬

ঈশান কোণে, অগ্নি কোণে এই উভয়ের মধ্যস্থলে, মহাদেব এই জল ও স্থলে
 স্বীয় সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া পার্শ্বতীর সহিত পরম সুখে নিত্য বাস করেন,
 —পীঠের মধ্যস্থলে দেবীর গৃহ, এখানেও শঙ্কর অবস্থান করেন। অত্রত্য
 নীলাখ্য পর্বতে পার্শ্বতী বাস করেন। ১৮ ৬৯

ঈশান-কোণ-স্থিত নাটকশৈলে মহাদেবের সুন্দর আশ্রম আছে, তথায়
 শিব ও শিবা উভয়েই বাস করেন। ৭০

এই পীঠের অনেক স্থানে হরগৌরীর আরও অনেক প্রাচীন আশ্রম আছে ।
 হরপার্শ্বতীর একরূপ পীঠস্থান আর কোথাও নাই ; হে সদাশয় ! মহাদেব-
 আরাধনা করিবার তোমাদিগের সেইটী উপযুক্ত স্থল, অতএব সেই স্থলে গিয়া
 মনের সহিত মহাদেবের উপাসনা কর। ৭১

তখন বেতাংল ও ভৈরব কহিলেন ;—হে মূনে ! আমরা কামরূপে গমন
 করিব এবং যে নাটকশৈলে শঙ্কর, শঙ্করীর সহিত সর্বদা বাস করেন, সেই
 পর্বতেই আমরা ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিব। ৭২-৭৩

দ্বিজোত্তম ! কি প্রণালীতে শিবের আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমা-
 দিগকে বলুন ; এবং কোন্ মন্ত্রদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলে তিনি শীঘ্র প্রসন্ন
 হন, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ ! আমাদিগের প্রতি যদি
 আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে বলুন। ৭৪

ঋষি কহিলেন ;—হে নরসন্তম ! তোমরা নাটকাচলে গমন কর ; তথায়
 মহাদেব দুর্গার সহিত বাস করিতেছেন। ৭৫

ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি, সঙ্ঘা-পর্বতে মহাদেবকে আরাধনা করেন,
 নিকট গমন কর। ৭৬

স চ মন্ত্রং সততঃ হরারাদনকর্মণি ।
 জাপমিচ্ছতি বাং পৃষ্ঠঃ কিল বেতালভৈরবো ।
 তপসে গন্তমিচ্ছামি নৈদানীং কালযাপনা ।
 মুজ্যতে মম তস্মান্মাং ত্যজতং বীরসত্তমো ।
 এবমুক্ত্বা মুনিজ্ঞেষ্ঠঃ কপোতঃ প্রথযৌ বনম্ ।
 তৌ তাং মুনিং নমস্কৃত্য জগ্যতুর্ভবনং নিজম্ ॥ ৭৭
 অথ তৌ সময়ং কৃত্বা দীক্ষিতৌ তপসে তদা ।
 পিতারাবপ্যনুজাপ্য ভ্রাতৃ নশ্যংস্চ বান্ধবান্ ।
 প্রস্থানং কামরূপায় চক্রতুস্তৌ মহামতৌ ॥ ৭৮
 তৌ গচ্ছন্তৌ পরিজ্ঞায় শঙ্করোহপি সহোময়া ।
 দেবান্ সর্বানুবাচেনং সাত্ত্বয়ন্নিব সেন্সকান্ ॥

ঈশ্বর উবাচ—

পুত্রৌ মে তপসে যাতঃ সাম্প্রতং সুরসত্তমাঃ ।
 মমারাদনচিত্তৌ তু তৌ দয়ধ্বং সুরেশ্বর্যঃ ॥ ৭৯
 সংস্কৃত্য তপসা চৈতৌ পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ ।
 গাণপত্যো নিযোক্ষ্যামি তৌ সংস্কৃৎস্তু নির্জরাঃ ॥ ৮০
 অনেনৈব শরীরেণ তৌ গণেশভূমাপ্যাতঃ ।
 তপসা তু তয়োঃ কাযৌ ভাবং ত্যক্ত্বা তু মানুষম্ ।
 যথাপ্নুতঃ সৌরভাবং বিদ্যামি হৃৎ তথা ॥ ৮১
 ইভুক্ত্বা বামদেবোহপি পার্বত্য্য সহ পুত্রকৌ ।
 গচ্ছন্তৌ বিষতা স্নেহাং পশ্চাদনুযযৌ শিবঃ ॥ ৮২

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমাদিগকে তদুপযোগী সরহস্ত মন্ত্র বলিয়া দিবেন । হে বীরাগ্রগণ্য ! এখন আমি তপোবন যাত্রা করি ; তোমরা আমাকে পরিত্যাগ কর ; আর আমার সময়ক্ষেপ করা উচিত নয় । তখন মহাত্মা কপোত মুনি, এই সকল কথা বলিয়া অরণ্যে গমন করিলেন । বেতাল ও ভৈরব কপোত ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন । ৭৭

অনন্তর মহামতি বেতাল ও ভৈরব, একটী শুভদিন দেখিয়া দীক্ষিত হইলেন । পরে পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব—ইহাদের নিকট অনুমতি লইয়া তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে কামরূপে গমন করিলেন । ৭৮

এই সময় হর-পার্বত্যৌ বেতাল-ভৈরবকে তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত দেখিয়া, তখন ইষ্টাদি দেবতাগণকে অনুনয়নপূর্বক এই কথা বলিলেন ; —হে দেবগণ ! সম্প্রতি আমার পুত্রদ্বয় আমার উপাসনার নিমিত্ত তদগত চিত্ত হইয়া কামরূপে গমন করিতেছেন । ৭৯

অতএব হে ত্রিদশবৃন্দ ! বেতাল ও ভৈরব আমার এই পুত্রদ্বয়টিকে তপশ্চরণাধিকারী করিয়া পরে গাণপত্য প্রয়োগের নিমিত্ত সংস্কার বিধান কর । ৮০

ইহারা এই শরীরেই গাণপত্য প্রাপ্ত হইবে ; তপোবলে ইহাদের দেহ মানুষভাব পরিত্যাগপূর্বক যেরূপে দেবভাবাপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে উপায় আমিই করিব । ৮১

শক্রোদ্যাদিশ্রদশাঃ সৰ্ব্বৈৰ্ দিক্‌পালাশ্চ তথাপরে ।
 সৰ্ব্বৈৰ্ হবক্ষানুজগ্মুৰনুগচ্ছন্তমাস্তজৌ ॥ ৮৩
 অথ তৌ তু নদীং প্রাপ্য কৃষ্ণাজিনবরৌ তদা ।
 আদায় তাপসং ভারং গজাভূষাং দৃষন্তীম্ ॥ ৮৪
 তপস্বিনৌ তৌ দেবেন ত্র্যম্বকেণাথ পালিতৌ ।
 দেবৈঃ সহ তদায়াতো কামরূপাহবয়াশ্রমম্ ॥ ৮৫
 আসাদ্য কামরূপস্থ করতোয়ানদীজলে ।
 উপস্পৃশ্য ততঃস্তৌ তু নন্দিকুণ্ডং নৃপোত্তম ॥ ৮৬
 তত্র স্নাত্বাপ্যুপস্পৃশ্য নদীং গম্মা জটোন্তবাম্ ।
 তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য চ তৌ নলিনং তপসা ধৃতম্ ॥ ৮৭
 প্রণম্য জল্লিণং দেবং জগ্মুর্দুর্গাটকাচলম্ ॥ ৮৮
 নাটকাচলমাসাদ্য প্রণম্য বৃষভধ্বজম্ ।
 আরাধনোপদেশায় কাপোতকবচঃ স্মরৌ^১ ।
 জগ্মুর্দক্ষিণাং কাষ্ঠাং যত্র সঙ্ঘাচলঃ স্থিতঃ ॥ ৮৯
 কাষ্ঠা নাম নদী তত্র বশিষ্ঠেনাবতারিতা ।
 তস্যাস্তীবে মহাশৈলঃ স্নিদ্ধচ্ছায়লতাতরুঃ ।
 সঙ্ঘাং বশিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তত্র যস্মাদ্বিধেঃ সূতঃ ।
 অতঃ সঙ্ঘাচলং নাম তদ্য গায়ন্তি দেবতাঃ ॥ ৯০

তখন ভগবতীর সহিত ভগবান্ এই কথা বলিয়া স্নেহনিবদ্ধন আকাশ-মার্গের দ্বারা কামরূপ গমনকারী পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন । ৮২

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দিক্‌পালসকল ও আরও অপর অপর লোক, মহা-দেবকে পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎগামী দেখিয়া তাঁহারা সকলে মহাদেবের অনুগামী হইলেন । ৮৩

অনন্তর যখন বেতাল ও ভৈরব, গঙ্গা সদৃশ দৃষন্তী নদী প্রাপ্ত হইলেন, তখন কৃষ্ণসার-চৰ্ম্ম পরিধান করিয়া যোগিবেশ ধারণ করিলেন । ৮৪

অনন্তর, তখন পশুপতি-পালিত যোগিরূপ-ধারী বেতাল-ভৈরব, দেবতা-দিগের সহিত কামরূপে গমন করিলেন । ৮৫

কামরূপে উপস্থিত হইয়া করতোয়ানদীজলে আচমন করিয়া পরে নন্দিকুণ্ডে স্নান ও আচমনপূর্বক জটোন্তবা নদীতে যাইলেন, তথায়ও আচমনাদি করিয়া নন্দীকুণ্ড-সমীপস্থ জল্লিনাশক দেবতার বন্দনা করিয়া নাটক-শৈলে গমন করিলেন । ৮৬-৮৮

তথায় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কাপোত মুনির বাক্য শ্রবণ হইলে, শিবোপাসনায় নিয়ম জানিবার নিমিত্ত যে ভাগে সঙ্ঘাচল আছে, সেই দক্ষিণ দিকই গমন করিলেন । ৮৯

সেইখানে, বশিষ্ঠকর্তৃক অনীত কাষ্ঠা-নদী রহিয়াছে, সেই নদীর তীবে ছায়া-প্রধান বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ পর্বত, অস্মার যামসপুত্র বশিষ্ঠ—এই পর্বতে বসিয়া সঙ্ঘা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা তাহার নাম সঙ্ঘাচল রাখিয়াছেন । ৯০

ভজাসাদ বসিষ্ঠ সাক্ষাদিষ হতাশনম্ ।
 আরাধ্যস্তং গিরিশং ধ্যানসংযুক্তমানসম্ ।
 তপঃশ্রিয়া দীপ্যমানং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ।
 প্রণম্য পুরভক্তস্য তদা বেতালভৈরবো ।
 প্রাঞ্জলী তস্মদুৎপন্ন বিনয়ানতকঙ্করো ।
 ইদংপূজ্যতুস্তো তু প্রণমন্তো বিধেঃ সূতম্ ।
 তারাবত্যাং সমুৎপন্নো চন্দ্রশেখরভূতঃ ।
 ক্ষেত্রে ভগ্নস্য তনয়াবাবাং জানীহি মানুষো ॥ ১১
 আরাধ্যতুমিচ্ছাষো হরং কার্যস্য সিদ্ধয়ে ।
 বাঞ্ছিতস্য যদি ত্বং নাবনুগৃহাসি সূত্রত ॥ ১২
 তয়োস্তম্বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।
 উবাচেতি যুবাং জ্ঞাতৌ ময়া সত্যং তরাঅজৌ ।
 হরস্যাধাধনং কার্য্যং যুবয়োর্নরনভমৌ ।
 তত্রাস্তি যম কৃত্যং কিং তন্ত্যাতমনিন্দিতৌ ।
 বৃষধ্বজাধনায় যুবয়োস্ত প্রয়োজনম্ ।
 বিদ্যতে তন্নিমিত্তং যন্তং সিদ্ধিমিতি চিন্ত্যতাম্ ॥ ১৩

বেতালভৈরবাবৃচতুঃ—

যেন মন্ত্ৰেণ নচিরাং সমাগারাধিতো হরঃ ।
 প্রসাদমেচ্ছত্যবনৌ তন্নো বদ মহামুনে ॥ ১৪
 যথা চারাদ্যিচ্ছ্যাবস্তত্ত্বং যদ্যাদৃশঃ ক্রমঃ ।
 তৎসর্বং মুনিশার্দূল বক্তুর্মহাসি চোত্তরম্ ॥ ১৫
 যথা ত্বদুপদেশেন প্রাপ্যাবো নচিরাঙ্গরম্ ।
 তথা বাচ্যং মুনিশ্রেষ্ঠ হনুশাধি ন তৌ ত্বয়ি ॥ ১৬

এইখানে যাইয়া তাঁহারা, শিবপূজাপরায়ণ ধ্যানসক্ত-চিত্ত মূর্তিমান অগ্নি-
 স্বরূপ বসিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবনত-মস্তকে বদ্বাজলি
 হইয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা প্রণত হইয়া একথাও বলিলেন
 যে, হে সূত্রত ! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের তারাবতী নামক স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন
 হইয়াছি । আমাদের মহাদেবের মানুষ পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন । ১১

মহাদেবের আরাধনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, যদি আপনি আমাদের
 বাঞ্ছিত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অনুগ্রহ করেন । ১২

তখন যোগেশ্বর বসিষ্ঠ ঋষি, বেতাল ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা
 বলিলেন ;—তোমরা যে মহাদেবের পুত্র, তাহা আমি নিঃসন্দেহে জানিলাম
 এবং হে নরসত্তম । এইক্ষণে তোমাদিগের কর্তব্যকর্ম্ম মহাদেবের উপাসনা ।

হে অরিন্দম । এবিষয়ে আমার কি করিতে হইবে, তাহা তোমরা বল
 এবং মহাদেবের উপাসনার নিমিত্ত যেটী তোমাদিগের প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ
 হইয়াছে বলিয়া বিদিত হও । ১৩

বেতাল-ভৈরব বলিলেন ;—যে মন্ত্র দ্বারা পূজিত হইলে মহাদেব আমাদের
 দুইজনের প্রতি অবিলম্বে পরিতুষ্ট হইবেন, হে মুনে ! তাহাই বলুন । ১৪

আর কোন তত্ত্ব অবলম্বন করিব ? সে তত্ত্বের অনুষ্ঠানক্রমই বা কিরূপ ?
 এই সকল বিষয়ের উপদেশ দিউন । ১৫

বসিষ্ঠ উবাচ—

প্রসন্ন এব ভবতোবৃষকেতুঃ সহোময়া ॥ ৯৭
 নচিরাং স্বয়মেবাত্র প্রসাদক সমেয়াতি ।
 সর্বৈর্দেবগণৈঃ সাক্ষং সভার্যো বৃষভধ্বজঃ ॥ ৯৮
 আকাশমার্গেণায়াতঃ পালয়ন্ স্বমুতো গৃহাৎ ।
 কিন্তু মানুষদেহৌ বামধিবাস্য তপোব্রতৈঃ ॥ ৯৯
 স্বয়মেয়াতি কৈলাসং গানপত্যো নিযোজ্য বাম্ ।
 অহঙ্কাপূপদেক্ষামি যথা ভগং যুবাং ক্রতম্ ।
 গ্রাপ্যথঃ পার্শ্বভৌপুত্রাবেকাগ্রং শূন্যং তু তৎ ॥ ১০০
 চিরাং প্রসাদতি ধ্যানান্নচিরাচ্ছ্যানপূজনায় ।
 তন্মাদ্ধানং পূজনক কথ্যাম্যাদ্য তত্ত্বতঃ ॥ ১০১
 তেজোময়ঃ সদা শুক্লো জ্ঞানায়ুতবিবক্তিতঃ ।
 জগন্ময়শ্চিদানন্দঃ শৌরিরক্ষস্বরূপধ্বক্ ॥ ১০২
 মহাদেবো মহামুত্তি মহাযোগযুতঃ সদা ।
 জগন্তি তদ্য রূপাণি তানি কো গদিতুং ক্ষমঃ ॥ ১০৩
 বিস্ত যৈরিহ কপৈস্ত বিচরতোয শঙ্করঃ ।
 তেষাং যন্মে জ্ঞানগমাং তত্রেষ্টং নিগদামি বাম্ ॥ ১০৪
 প্রথমং শূন্যং মন্তং ততোহনুধানগোচরম্ ।
 ততঃ ক্রমন্ত পূজায়াঃ ক্রমাদবৃত্তং নরর্ষভো ॥ ১০৫

আর হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যে সহপদেশে ভবদাগ্রিত আমরা দুইজন, মহাদেবকে পাইতে পারি, আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ করুন । ৯৬

বসিষ্ঠ বলিলেন ;—আশুতোষ ও ভগবতী উভয়েই তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন । ৯৭

আর এ বিষয়ে তিনি স্বয়ংই অনুরাগ প্রকাশ করিলেন ; যেহেতু তিনি সন্ত্রীক হইয়া সকল দেবগণের সহিত তোমাদিগের রক্ষাপূর্বক স্বর্গ হইতে আকাশমার্গের দ্বারা এইখানে আসিয়াছেন । ৯৮

কিন্তু তোমরা মনুষ্য, ব্রতানুষ্ঠানে তোমাদের সংস্কার বিধান হইলে, তখন স্বয়ং মহাদেব তোমাদিগকে গণেশত্ব লাভ করাইয়া কৈলাসে লইয়া যাইবেন । হে পার্শ্বভীনন্দন ! তোমরা যে উপায়ে অনতিবিলম্বে মহাদেবকে পাইবে, তদ্বিশয়ের উপদেশ প্রদান করি, তোমরা একাগ্র হইয়া তাহা শ্রবণ কব । ৯৯-১০০

মহাদেব ধ্যানে বিলম্বে প্রসন্ন হন, ধ্যান ও পূজা দ্বিবিধ অনুষ্ঠানেই আশু প্রসন্ন হন, অতএব সম্প্রতি যথার্থরূপে ধ্যান ও পূজা-প্রকরণ বলি । ১০১

যিনি তেজোময় নিত্যানিরঞ্জন জ্ঞানসুধাস্রাবক জগন্ময় চিদানন্দ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-স্বরূপ বিশ্বরূপ সর্বদা মহাযোগরত, তাহার যতগুলি মুক্তি আছে, কোন ব্যক্তি সে সকল বলিতে পারে ? ১০২-১০৩

কিন্তু যে যে মুক্তিতে এখানে বাস করেন, তাহার মধ্যে আমার যে মুক্তিটি বোধগম্য আছে, তোমাদিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে সেই মুক্তিটি ইষ্ট বলিয়া জানি ।

সমস্তানাম্ স্বরাণাম্ দীর্ঘাঃ শেখাঃ সবিন্দুকাঃ ।
 ঋলশৃণাঃ সাক্ষিচন্দ্রা উপাস্তেনাভিসংহিতাঃ ॥ ১০৬
 এভিঃ পঞ্চাক্ষরৈর্মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্র্য কং স্তিতম্ ।
 ক্রমাৎ সম্মদসন্দোহ-নাদগৌরব-সংজ্ঞকাঃ ॥ ১০৭
 প্রাসাদস্ত ভবেচ্ছেষঃ পঞ্চমন্ত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 একৈকেন তথৈকৈকং বক্ত্রং মন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১০৮
 একং সমুদিতং কৃত্বা পঞ্চাভবা প্রপূজয়েৎ ।
 প্রসাদেনাতথা পঞ্চবক্ত্রং দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ১০৯
 শম্ভোঃ প্রসাদনেনৈষ যস্মাদ্ বৃত্তস্ত মন্ত্রকঃ ।
 তেন প্রাসাদস্য জ্ঞাহয়ং কথ্যতে মুনিসত্তমৈঃ ॥ ১১০
 তস্মাৎ সৰ্বৈষু মন্ত্রেষু প্রাসাদঃ প্রাতিদঃ পরঃ ।
 আমোদকারকঃ শম্ভোর্মন্ত্রঃ সম্মদ উচ্যতে ।
 মনঃপ্রপূৰ্ণাচাপি সন্দোহঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 আকর্ষকো ভবেন্নাদো গুরুত্বাদ্গৌরবাহুয়ঃ ।
 এতদ্ব্যস্তং সমস্তঞ্চ মন্ত্রং শম্ভোঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১১১
 পঞ্চাক্ষরস্ত যন্মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্র্য কং স্তিতম্ ।
 যুবাং তেনৈব মন্ত্রেণ স্মারাহুয়তমীশ্বরম্ ॥ ১১২
 ধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণুতং সমাগ্বেতালভৈরবো ।
 পঞ্চবক্ত্রং মহাকাযং জটাজুটাবিভূষিতম্ ।
 চারুচন্দ্রকলামুক্তং মুক্তি বালৌঘভূষিতম্ ॥ ১১৩
 বাহুভির্দর্শাভিযুক্তং ব্যাঘ্রচর্মবরাধ্বরম্ ।
 কালকূটধরং কণ্ঠে নাগহারোপশোভিতম্ ॥ ১১৪
 কিরীটবন্ধনং বাহুভূষণঞ্চ ভূজঙ্গমান্ ।
 বিভ্রতং সৰ্ব্বগাত্রেষু জ্যোৎস্নাপিতমুরোচিষম্ ।

প্রথম মন্ত্রের বিষয় শ্রবণ কর, পরে ধ্যানের বিষয় বলিব ; তাহার পর পূজার পরিপাটি বলিব । ১০৫

হে নরর্ভব ! ঋ ও ৯ ছাড়া স্বরবর্ণের সমস্ত দীর্ঘস্বরের সহিত বিসর্গ ও চন্দ্র-বিন্দু যোগ করিয়া পঞ্চাক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র বলা হইয়াছে । এইরূপ ক্রমে অন্যান্য বিষয়ও বলিব । সম্মদ, সন্দোহ, নাদ, গৌরব, প্রাসাদ, নির্দিষ্ট এই পাঁচ মন্ত্রের এক একটি মন্ত্র দ্বারা এক একটি বক্ত্র পূজা করিবে অথবা মাত্র প্রাসাদমন্ত্রের দ্বারাই মহাদেবকে পূজা করিবে । ১০৬-১০৯

সম্মদাদি পাঁচটি মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ নামক মন্ত্রটিই প্রশস্ত ; এই মন্ত্রটি, মহাদেবের প্রসন্নতা হেতু বীৰ্য্যবান্ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব-ঋষিরা ইহার নাম প্রাসাদ রাখিয়াছেন । ১১০

সেই হেতু সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ মন্ত্রটিই প্রভুর প্রীতিপ্রদ । আর সম্মদ মন্ত্রটি, মহাদেবের আনন্দকর জানিবে । আর সন্দোহ ;—মনের অভিলাষ পূরণ করেন বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ নাম হইয়াছে । শকোচ্চারণে ইন্দ্ৰদেব আকৃষ্ট হন, তাঁহার নাম নাদ, আর গুরুত্ব হেতুই মন্ত্রের নাম হইয়াছে গৌরব । তোমরা এই মন্ত্র দ্বারাই ঈশ্বরের আরাধনা কর । ১১১-১১২

এখন ধ্যান বলি, শ্রবণ কর । পঞ্চমুখ, মহাকায, জটাজুট-বিভূষিত, চারু-

ভূতিসংলিপ্তসৰ্ব্বাঙ্গমৈকৈকত্ব ত্ৰিভিঃত্ৰিভিঃ ।
 নৈত্ৰৈস্ত পঞ্চদশভির্জ্যোতিষ্যন্তিবিরাজিতম্ ।
 বৃষভোপরি সংস্থত গজকৃষ্ণিপরিচ্ছদম্ ॥ ১১৫
 সন্মোজাতং বামদেবমঘোরঞ্চ ততঃ পরম্ ।
 তৎপুরুষং তথেশানং পঞ্চবক্ত্ৰং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১১৬
 সন্মোজাতং ভবেচ্চক্ৰং তদ্বক্ষ্যতিকসম্ভিতম্ ।
 পীতবর্ণং তথা সৌম্যং বামদেবং মনোহরম্ ॥ ১১৭
 নীলবর্ণমঘোরস্ত দংষ্ট্রা ভীতিবিবৰ্দ্ধনম্ ।
 রক্তং তৎপুরুষং দেবং দিব্যমূৰ্ত্তিং মনোহরম্ ॥ ১১৮
 শ্যামলঞ্চ তথেশানং সৰ্ব্বদৈব শিবাশ্রকম্ ।
 চিন্তয়েৎ পশ্চিমে দ্বাদশং দ্বিতীয়স্ত তথোত্তরে ॥ ১১৯
 অঘোরং দক্ষিণে দেবং পূৰ্বে তৎপুরুষং তথা ।
 ঈশানং মধ্যতো জ্ঞেয়ং চিন্তয়েত্তুস্তিতংপরঃ ॥ ১২০
 শক্তিঃশূলখট্ভাঙ্গবরদাভয়দং শিবম্ ।
 দক্ষিণেষ্থ হস্তেযু বামেষুপি ততঃ শুভম্ ॥ ১২১
 অক্ষসূত্রং বোজপূরং ভুজগং ডমরুংপলম্ ।
 অষ্টৈশ্বৰ্য্যাসমায়ুক্তং ধ্যায়ন্তু হৃদগুণং শিবম্ ॥ ১২২
 এবং বিচিত্রয়েদ্ ধ্যানেন মহাদেবং জগৎপতিম্ ।
 চিন্তয়িত্বা দ্বারপালান্ গণেশাদীন্ প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৩
 বিত্তুন্ধিং পঞ্চভূতানাং চিন্তয়িত্বা ততো মুহুঃ ।
 অষ্টমূৰ্ত্তীস্ততঃ পশ্চাৎ পূজয়েদষ্টনামভিঃ ॥ ১২৪
 আসনানি চ তস্মাৎ পূজয়েৎ সকলানি তু ।
 ভাবাদীন্তপুষ্পাণি হৃদৈব বিনিয়োজয়েৎ ।
 নারাচমুদ্রয়া তস্মাৎ তাড়নং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১২৫

চক্ৰকলা-শোভী, অহিগণপরিবেষ্টিত-মস্তক, দশ-হস্ত, ব্যাঘ্রচৰ্ম্মধারী, বিষপূর্ণ-
 কণ্ঠ, ফণিভূষণ, এক একটি বস্ত্রে তিনটি তিনটি নেত্র, অতএব পঞ্চদশ নেত্র-
 শোভী, ষড়্ভ্যোতিঃপূর্ণ বৃষবাহন, হস্তচৰ্ম্মাচ্ছাদিত । ১১০-১৫

তাঁহার পাঁচটি মুখের নাম ;—সন্মোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ,
 ঈশান (এই পঞ্চমুখের স্বরূপকথন ।) । ১১৬

নিশ্চলক্ষটিক সদৃশ সন্মোজাত । বামদেব পীতবর্ণ অথচ সৌম্য ও মনোহর ।
 অঘোর, নীলবর্ণ ভয়জনক দন্তবিশিষ্ট । তৎপুরুষ, রক্তবর্ণ দেবমূৰ্ত্তি ও মনোরম ।
 ঈশান, শ্যামবর্ণ নিত্যশিবরূপী । পশ্চিমদিকে সন্মোজাত, উত্তরে বামদেব,
 দক্ষিণে তৎপুরুষ, সৰ্ব্বমধ্যে ঈশান,—এইরূপ ক্রমে ভক্তির সহিত তাঁহাকে ধ্যান
 করিবে । ১১৭-১২০

দক্ষিণদিকের পাঁচ হস্তে শক্তি, ত্রিশূল, খট্ভাঙ্গ, বরদ, অভয় এই পাঁচটি
 রহিয়াছে । বামদিকের পাঁচ হস্তে অক্ষসূত্র, বোজপূর, ভুজঙ্গ, ডমরু, উৎপল
 (পদ্ম) এই পাঁচটি রহিয়াছে । এশিমাদি-অষ্ট ঐশ্বৰ্য্য-যুক্ত মহাদেবের এইরূপ
 মূৰ্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিবে । ধ্যানকালে জগৎপতি মহাদেবকে এইরূপ চিন্তা
 করিয়া গণেশাদি দ্বারপালদিগকে পূজা করিবে । ১২১-১২৩

তাহার পর ভূতভুজ সম্পাদন করিষা মহাদেবের অষ্টমূৰ্ত্তি অষ্টনামের

বিসৰ্জনং ধেনুমুদ্রাং দর্শয়িত্বা বিধানতঃ ।
 নির্মালাধারণং কুর্যাৎ সদা চণ্ডেশ্বরং যিষ্য ॥ ১২৬
 প্রত্যেকং পঞ্চভিন্নৈশ্চৈবদ্বাদশৈশ্চ প্রমার্জয়েৎ ।
 সম্মদাদিভিরেভ্য পূর্বোক্তৈর্জনরসস্তমো ॥ ১২৭
 বালাং জ্যোষ্ঠাং তথা রৌদ্রীং কালীং চ তদনন্তরম্ ।
 কলবিকরিণীং দেবীং বলপ্রমথিনীং তথা ॥ ১২৮
 দমনীং সর্বভূতানাং মনোমুখিনীং তথৈব চ ।
 অষ্টৌ তাঃ পূজয়েদেবীঃ ক্রমাচ্ছেষ্টাশ্চ প্রীতয়ে ॥ ১২৯
 এবং শিবং পূজয়িত্বা ধ্যানতৎপরমানসঃ ।
 জপেন্মালাং সমাদায় মন্ত্রং ধ্যানত্যা তথা গুরুম্ ॥ ১৩০
 একং পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রমেকং প্রাসাদমেব বা ।
 তৎসম্প্রদায়নসৌ জপ্ত্বা শীঘ্রং সিদ্ধিমবাশ্রম্যথ ॥ ১৩১
 ইতি বাৎ কথিতং মন্ত্রং ধ্যানপূজাক্রমে তথা ।
 গচ্ছতং নাটকং শৈলং তত্রাধায়তং হরম্ ॥ ১৩২

বেতালভৈরবাবুচুতঃ

পঞ্চাক্ষরম্ মন্ত্ৰোহ্মং ধৃতস্ত্বংসম্মতে মূনে ।
 অনেনৈব হরং দেবং পূজয়িত্বাবহে মুদা ॥ ১৩৩
 ইত্যুক্ত্বা তন্নমস্কৃত্য তদা বেতালভৈরবৌ ।
 জগত্তুর্নাটকং শৈলং বশিষ্ঠানুমতে নৃপ ॥ ১৩৪
 তত্রাস্তি সরসী রম্যা সুসম্পূর্ণমনোহরা ।
 সর্বদা স্বচ্ছসলিলা প্রফুল্লকমলোৎপলা ॥ ১৩৫

দ্বারা পূজা করিবে; পরে আসন সকলের পূজা করিয়া ভাবাদি অষ্ট পুষ্প
 রচনাপূর্বক তাহাদিগকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিবে। নারাচ মুদ্রা দ্বারা তাড়ন
 করিবে। পরে ধেনুমুদ্রার দ্বারা বিসৰ্জন করিয়া চণ্ডেশ্বর বুদ্ধিতে যথাবিধি
 নির্মালা ধারণ করিবে। ১২৪-১২৬

হে নরোত্তম! পূর্বোক্ত সম্মদাদি পঞ্চ মন্ত্রদ্বারা যাবৎ অঙ্গ এক এক করিয়া
 মার্জনা করিবে, তদনন্তর বামা, জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরিণী, (কলা-
 বিকারিণী) বলপ্রমথিনী, সর্বভূতদমনী, মনোমুখিনী—এই অষ্টদেবীকে শঙ্কর
 প্রীতির নিমিত্ত যথাক্রমে পূজা করিবে। ১২৭-১২৯

এইরূপে ধ্যান-তৎপর হইয়া মহাদেবের পূজা করণানন্তর, গুরু ও মন্ত্র ধ্যান
 করিয়া পরে মালা-গ্রহণপূর্বক জপ করিবে। তদন্ত চিন্তে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র অথবা
 মাত্র প্রাসাদ জপ করিলে শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৩০-১৩১

এখন তোমাদিগকে ধ্যান, মন্ত্র ও অর্চনাক্রম সকলই বলা হইল। অতএব
 নাটকশৈলে গমন কর, সেইখানে শঙ্কর আছেন, তাঁহার আরাধনা কর। ১৩২

বেতাল ও ভৈরব বলিলেন,—হে মূনে! আপনার অনুমতানুসারে এই
 পঞ্চাক্ষর মন্ত্রই অবলম্বন করিলাম, ইহার দ্বারাই মহাদেবকে ভক্তির সহিত
 পূজা করিব। ১৩৩

হে নৃপ! এই কথা বলিয়া তখন বেতাল ও ভৈরব, বসিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম
 করিয়া তাঁহার উপদেশক্রমে নাটকশৈলে গমন করিলেন। ১৩৪

ভস্মান্তীরে তু বিপুলঃ স্তম্ভনোক্তো হরাশ্রমঃ ।
 সৰ্ব্বদা দানবৈর্দেবৈঃ কিম্বৈঃ প্রমথিত্ত্বা ।
 রক্ষাতে নৃপশাঙ্গীল নৃত্যবাদনতৎপরৈঃ ॥ ১৩৬
 যশ্মাম্ভটি তত্রেশো নিত্যং কৌতুকতৎপরঃ ।
 তশ্মাম্ভটিকনায়াসৌ শৈলরাজঃ প্রণীয়তে ॥ ১৩৭
 ছত্রাকারস্ত তং শৈলং মনোজ্ঞং শঙ্করপ্রিয়ম্ ।
 আসাদ যত্র সরসী তত্র গতা তু ভৌ তদা ।
 ন চৈবাপস্থতাং তত্র হরাশ্রমমনুস্তমম্ ॥ ১৩৮
 গন্তং চৈবাপস্থানং তৌ নৈবাপস্থতাং নৃপ ।
 ততো হরং প্রণম্যান্ত তস্মৈব সরসন্তটে ॥ ১৩৯
 নির্ধায় স্থণ্ডিলং চারু বশিষ্ঠোক্তক্রমেণ তু ।
 হরমারাক্ষমাংসে ভেতালা ভৈববোহপি চ ॥ ১৪০
 আরাধ্যন্তৌ ভূতেশং ভৌ তদা শঙ্করাশ্রজৌ ।
 দৃষ্ট্য হরো দেবগণৈঃ সার্কং তস্মিন্স্থ পৰ্বতে ।
 অধিত্যকায়ং শ্রবসং স্বাশ্রমেহপর্ণয়া সহ ॥ ১৪১
 অধোভাগে সরসীতীরে তপস্বন্তৌ হরাশ্রজৌ ।
 স্থিতৌ দৃষ্ট্য দেবগণৈঃ সহিতঃ শঙ্করঃ স্থিতঃ ॥ ১৪২
 নৃত্যমঙ্গলশব্দো যো হরস্ত সততং ভবেৎ ।
 শৃণুতন্তৌ তদা শব্দং গন্তং ব্রহ্মণ্যং ন লভ্যতে ॥ ১৪৩

তথায় চিরনির্মল সলিলপূর্ণ প্রফুল্ল-কমল-কুলবিরাজিত, সুদীর্ঘ পরম-রমণীয় একটি সরোবর আছে । ১৩৫

তাহার তীরেই প্রশস্ত অতি মনোহর মহাদেবের এক আশ্রম আছে । হে নরশাঙ্গীল ! সেইখানে দেব দানব কিন্নর প্রমথাদি, সৰ্ব্বদা নৃত্য ও বাদ করিতেছেন । ১৩৬

ইহাদিগের নৃত্যবাদনাদি-হেতুক মহাদেবও সেস্থলে কৌতুকপর হইয়া নিত্যই নৃত্য করিয়া থাকেন । ইহাদিগের নটনহেতুকই সেই আশ্রম নাটকশৈল নামে পরিচিত হইয়াছে । ১৩৭

এই নাটক-শৈল, ছত্রাকার শঙ্করপ্রিয় ও সুদৃশ্য । তখন বেতাল ও ভৈরব অনুসন্ধানপূর্বক সরোবরে যাইয়া তথায় মহেশ্বরের মহাশ্রম দেখিতে পাইলেন না । ১৩৮

হে নৃপ ! তাহারা তথায় যাইতে সক্ষমও হইলেন না । তদনন্তর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সেই সরোবরের তীরে তৎক্ষণাৎ একটি সুন্দর স্থণ্ডিল (ব্রতানুষ্ঠানের ভূমি) প্রস্তুত করিয়া বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে বেতাল ও ভৈরব, হরোপসনায় নিযুক্ত হইলেন । ১৩৯-১৪০

তখন, সেই পৰ্বতে দেবগণের সহিত, মহাদেব আপনার পুত্রদ্বয়কে শিবোপাসনারত দেখিয়া পার্বতীর সহিত নাটক-শৈলের অধিত্যকায় বাস করিলেন । ১৪১

নিম্নে, সরোবরের তীরে বেতাল-ভৈরব তপস্বী করিতে লাগিলেন, উর্দ্ধে, মহাদেবও দেবগণের সহিত থাকিলেন । ১৪২

হরেণাধিষ্ঠিতঃ শৈলঃ সৰ্বদেবগণৈঃ সহ ।
 রাজতে স্ম তদা ভূপ সুধৰ্ম্মা বাসবী যথা ॥ ১৪৪
 ধ্যায়তোস্ত তদা তত্র ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
 নচিরাদেব তদ্ব্যভূত্যানমার্গেয়ু নিশ্চলঃ ॥ ১৪৫
 ভৌ পূজয়ন্তৌ গচ্ছন্তৌ স্থিতৌ বা চন্দ্রশেখরম্ ।
 নৈব ততাজতুশ্চিস্তৈঃ কদাচিদপি ভূমিপ ॥ ১৪৬
 পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্ৰেণ পূজয়ন্তৌ বৃষধ্বজম্ ।
 ব্যতিচক্রমতুন্তৌ তু সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ১৪৭
 নিরাহাবৌ যতাহারৌ হরসংসক্তমানসৌ ।
 তপসা নিম্ভতুৰ্বর্ষান্ সহস্রং চৈকবর্ষবৎ ॥ ১৪৮
 গতে বর্ষসহস্রে তু স্বয়মেব বৃষধ্বজঃ ।
 প্রসন্নস্ত তয়োভূত্বা প্রত্যক্ষত্মপাগতঃ ॥ ১৪৯
 তস্ত প্রত্যক্ষভৌ দৃষ্ট্ৱা তদা বেতালভৈরবৌ ।
 বৃষধ্বজং তুষ্ট্ববতুৰ্ধ্যানগম্যং পুরঃ স্থিতম্ ॥ ১৫০
 হররূপং যথাধ্যাতং হৃদগতং তেজসোজ্জ্বলম্ ।
 তথা দৃষ্ট্ৱা ততস্তাভ্যাং বশিষ্ঠৌ মনসা নৃতঃ ১ ॥ ১৫১

বেতালভৈরবাবৃচতুঃ

পঞ্চবক্ত্রং মহাকায়ং সৰ্বজ্ঞানময়ং পরম্ ।

সংসারসাগরজাণং প্রণমাবৌ বৃষধ্বজম্ ॥ ১৫২

সেখানে হরের নিত্যই যে নৃত্য ও মাদলের শব্দ হইত, তাহা তাহার
 শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহা দেখিতে বা সেখানে যাইতে পারিত না । ১৪৩

হে ভূমিপ ! মহাদেব, সকল দেবতাদিগের সহিত সেই পর্বতে আক্লষ্ট
 হইলে, পর্বতটী ইন্দ্রসভার শায় শোভা পাইয়াছিল । ১৪৪

পরে মহাদেব, ইহাদিগকে ধ্যান-নিযুক্ত দেখিয়া তৎক্ষণেই ধ্যানমার্গে সুস্থির
 হইয়া বসিলেন । ১৪৫

হে রাজন্ ! বেতাল ও ভৈরব যখন পূজা করেন, কি যখন গমন করেন, বা
 অবস্থান করেন, সকল সময়েই হৃদয়ে মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । ১৪৬

পঞ্চাক্ষর মন্ত্ৰদ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে ইহাদিগের সহস্র বৎসর অতি-
 বাহিত হইয়াছিল । ১৪৭

ইহারা উপবাস, ভোজ্যনিয়ম, মহাদেব-পরিচিন্তন, এই সকল বিষয়ে তৎপর
 হইয়া তপোবলে বর্ষসহস্রকে একবৎসরের মতন জ্ঞান করিয়াছিলেন । ১৪৮

এইরূপে সহস্রবৎসর অতিবাহিত হইলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহা-
 দিগকে দর্শন দিলেন । ১৪৯

তখন বেতাল ও ভৈরব তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানগম্য বৃষ-
 ধ্বজকে স্তব করিতে লাগিলেন । ১৫০

তখন সম্মুখে তেজোময় সম্যক পরিচিন্তিত, হৃদয়স্থিত-হররূপকে দেখিয়া
 মনে মনে বসিষ্ঠকে পূজা করিলেন, পরে বেতাল ও ভৈরব বলিতে আরম্ভ
 করিলেন । ১৫১

১। বশিষ্ঠানুমানতঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্বং পরঃ পরমাত্মা চ পরেশঃ পুরুষোত্তমঃ ।

ত্বং কূটস্থো জগদ্ব্যাপী প্রধানঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫৩

রূপাত্মা ত্বং মহাতত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানালয়ং প্রভুঃ ।

সাংখ্যযোগালয়ঃ শুদ্ধো গুণত্রয়বিভাগবিৎ ॥ ১৫৪

ত্বং নিত্যস্তমনিত্যশ্চ জগৎকর্তা লয়ঃ স্মৃতঃ ।

একোহনৈকস্বরূপশ্চ শাস্ত্রচেষ্ঠো জগদ্ব্যয়ঃ ॥ ১৫৫

নিষ্কিকারো নিরাধারো নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ ।

ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং মহেশ্বস্ত্বং ব্রহ্মা ত্বং জগতাং পতিঃ ॥ ১৫৬

যো রূপরূপেশ্বররত্নমালঃ, সত্ত্বতিভূতো নিরবগ্রহশ্চ ।

কাজ্জ্যাবতীর্ণাবগতপ্রমাথী, যোগেশ্বরো জ্ঞানগতিভুগম্যঃ ॥ ১৫৭

প্রমেয়রূপাশ্রয়ধারাধারভো, ভোগীন্দ্রবন্ধায়তভোগতত্ত্বঃ ।

সূক্ষ্মাক্ষরস্তত্ত্ববিদপ্রমাথী, ত্বং দেবদেবঃ শরণং সুরাণাম্ ॥ ১৫৮

বিকল্পমানাপরিহীনদেহঃ, শুদ্ধান্তধামানুগতৈকবিদঃ ।

বদ্ধিষ্ণুরূপঃ পুরুষঃ পরাত্মা, তুমিচ্ছিয়েষ্যশ্চ বিচারবুদ্ধিঃ ॥ ১৫৯

ত্বং নাথনাথঃ প্রভবঃ পরেমাং, গতিমুর্নীনাং পরযোগিগম্যঃ ।

ত্বং ভূধরো ভাগধরো হনন্তো, বিশ্বাস্তনস্তে বহবঃ প্রপঞ্চাঃ ॥ ১৬০

পঞ্চবক্তৃ প্রশান্ত-শরীর সর্বজ্ঞানময় পরমাত্মা সংসারসাগরের পরিভ্রাণ-কারী মহাদেবকে প্রণাম করি । ১৫২

আপনি পর ও পরমাত্মা এবং পরেশ ও পুরুষোত্তম ; আপনি কূটস্থ পরিবর্তনশূন্য জগদ্ব্যাপী সর্বপ্রধান পরমেশ্বর ; আপনি পরমাত্মা, আপনিই মহাত্মা, আপনি তত্ত্বজ্ঞানময় প্রভু । আপনি সাংখ্যযোগের আলয় ও নির্মল এবং গুণত্রয়বিভাগবিৎ । ১৫৩-১৫৪

আপনি নিত্য, আপনিই অনিত্য, আপনি জগৎকর্তা, আপনিই জগৎ-সংহারক, আপনি এক হইয়া অনেকের স্বরূপ । আপনি নিষ্ক্রিয় ও জগদ্ব্যয় । ১৫৫

আপনি নির্বিকার নিরাধার, নিরানন্দ ও সনাতন ; আপনি বিষ্ণু, আপনি মহেশ্ব, আপনি ব্রহ্মা, আপনি জগৎপতি । ১৫৬

আপনি সবিশেষ রূপবান্ অগিমাди অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত, বন্ধনশূন্য—স্ব-ইচ্ছায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; আপনি সর্ববিদিত ও সর্বসংহারক এবং হৃৎকর্তা, আপনি যোগেশ্বর ও জ্ঞানমার্গানুসারী । ১৫৭

আপনি সামান্য ধবল-বর্ণ গিরির শায় ফণীন্দ্রবেষ্টিত ও অমৃতভোগ-পরায়ণ আপনি সূক্ষ্ম অথচ অব্যয়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের দর্পচূর্ণকারী, আপনি দেবদেব ও সকল দেবতাদির আশ্রয় । ১৫৮

আপনি প্রলয়কালেও অপরিভ্যক্তদেহ ও পুত্ৰাদিগের হৃদয়ে বাস করেন । আপনি মহান্ ও নিত্য । আপনি বদ্ধিষ্ণু অথচ উগ্র এবং মহাত্মা পুরুষ । আপনি একাদশ ইন্দ্রিয়ের চালনায় বিশেষ অভিজ্ঞ । ১৫৯

আপনি প্রভুর প্রভু ; এইজন্ম সকল বস্তুর জন্মহেতু, মুনিগণের গতিকারক এবং পরম যোগীদিগেরও প্রাপ্য । আপনি পৃথিবী-পালক এবং অনন্তরূপে অনন্ত শরীর ধারণ করেন । আপনি বিশ্বরূপী ; আপনার প্রপঞ্চ বহুতর । ১৬০

জ্ঞানায়ুতম্পকপূর্ণচন্দ্রো, মোহান্ধকারস্য পরঃ প্রদীপঃ ।
 ভক্তাশ্চজ্ঞানং পরমঃ পিতা ত্বং, কামে চ পঞ্চাননরূপধারী ॥ ১৬১
 শাস্তাখিলানাং প্রথমো বিবস্বাং-স্তুনুনাং ত্বং তনুযে তুণোযান্ ।
 ত্বং ব্রহ্মরূপেণ করোষি সৃষ্টিং, বিষ্ণুরূপৈঃ সততং স্থিতিঞ্চ ॥ ১৬২
 ত্বং রুদ্ররূপী কুরুষে তথাশ্তং, তন্তো ন চাগ্জগতীহ বস্ত্র ।
 ত্বং রাজিনাথো দিবসেশ্বরশ্চ, ত্বমগ্নিরাপঃ পবনো ধরিতী ॥ ১৬৩
 নভস্তথা ত্বং ক্রতুতত্ত্বহোতা, ত্বমষ্টমূর্তির্ভবতো ন চাত্মনঃ ।
 অনন্তমূর্তিস্ত্বিহ মুখ্যভাবা-ল্লিগদ্যতে চাষ্টময়ী ত্রিমূর্তিঃ ॥ ১৬৪
 অনন্তমূর্তেঃ কথমশ্বথা তে, সংখ্যাস্তি রূপস্য যদষ্টমূর্তিঃ ।
 ত্বং ত্র্যম্বকস্ত্বং ত্রিপুরাস্তকশ্চ, ত্বং শঙ্করীশঃ শমনো বিধাতা ॥ ১৬৫
 সহস্রবাহুশ্চ হিরণ্যবাহুঃ, সহস্রমূর্তিস্ত্বিহ পঞ্চবক্ত্রঃ ।
 প্রভূতনেত্রস্ত্র যড়র্কনেত্রঃ, প্রভূতবাহুর্দশবাহুরীশঃ ॥ ১৬৬
 প্রভূতভোগী মিতভোগযুক্তো, ভোগ্যানুসারো নিরবগ্রহশ্চ ॥ ১৬৭
 নিত্যানিত্যস্বরূপায় নিত্যধামস্বরূপিণে ।
 পরতত্ত্বস্বরূপায় নমস্তভ্যাং শিবাশ্বনে ॥ ১৬৮
 নাশ্তং লিঙ্গস্য যত্নাপ্তং বিষ্ণুনা ব্রহ্মণা তব ।
 তত্শ্যাবাং কিং বিধাত্যাবঃ স্তুতিব্যাক্যং বৃক্ষধ্বজ ॥ ১৬৯

আপনি জ্ঞানায়ুতের ধারাসম্পাদক পূর্ণচন্দ্র । মোহান্ধকারের উজ্জ্বল প্রদীপ ; ভক্ত-পুত্রদিগের পরম-পিতা, আপন ইচ্ছায় পঞ্চানন-রূপ ধারণ করিয়াছেন । ১৬১

আপনি ষাণ্ণলোকের প্রথম শাস্তা (উপদেশক), আপনি সূর্য্য ও বহ্নি এবং সর্ব্বপাপযুক্ত । আপনি ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন ও বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন । ১৬২

রুদ্ররূপ (সংহারমূর্তি) অবলম্বন করিয়া বিনাশ করিতেছেন । অতএব এই জগতে আপনার তুল্য অশ্রু বস্ত্র নাই । আপনি চন্দ্র, আপনি সূর্য্য, আপনি অনিল, অনল, জল ও ক্রিতি । ১৬৩

আপনি আকাশ, আপনি বজ্রস্থলীয় হোতা গজমান, আপনার এই অষ্ট-মূর্তির জগ্য আর কিছুই নাই । আপনি অনন্তমূর্তি ; কিন্তু এই কয়েকটি মূর্তির প্রধানত্ব-নিবন্ধন জগতে এই অষ্টমূর্তিরই কথা বলিয়া থাকে । ১৬৪

আপনি ত্র্যম্বক, আপনি ত্রিপুরারি, আপনি শঙ্কু, ঈশ, শমন ও বিধাতা । ১৬৫

আপনি সহস্রবাহু, হিরণ্যবাহু, আপনি সহস্রমূর্তি ; কিন্তু সম্প্রতি পঞ্চবক্ত্র । আপনি প্রভূত নেত্র হইলেও ত্রিনেত্র এবং প্রভূতবাহু হইলেও দশবাহু । ১৬৬

আপনি ঐশ্বর্য্যশালী, প্রচুরভোগী এবং মিতভোগযুক্ত । আপনি ভোগ্য বস্তুর অনুগত কিন্তু তাহাতে অনাসক্ত । ১৬৭

আপনি নিত্যানিত্য-স্বরূপ এবং নিত্যধামস্বরূপ, আপনি পরতত্ত্বস্বরূপ এবং শিবাশ্বা আপনাকে নমস্কার । ১৬৮

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—আপনার স্বরূপের অস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই । হে বৃক্ষধ্বজ ! আমরা আর আপনাকে কি স্তব করিব ? ১৬৯

স্বরূপং যস্য জানন্তি ন দেবা নাপি দানবাস্ ।
 বালাবাবাং কথন্তু ত্বাং স্তোত্বাবঃ পরমেশ্বর ॥ ১৭০
 ভক্তিমাশ্রয়ে দেবেশ তবাবাং বৃষভধ্বজ ।
 কুর্কঃ প্রণামঃ গৌরীশ ভূরন্তৃত্যং নমো নমঃ ॥ ১৭১

ঔর্য উবাচ—

ইতি স্তুতো মহাদেবো বেতালেন মহাত্মনা ।
 ভৈরবেণাপি রাজেন্দ্র প্রসন্নঃ প্রাহ তৌ তদা ॥ ১৭২

ভগবানুবাচ—

ভূক্টৌহস্মি যুবয়োঃ পূজৌ বৃণুতং বাঞ্ছিতং বরম্ ।
 দাস্যামি যুবয়োরিষ্টং প্রসন্নোহহং তপোব্রতৈঃ ॥ ১৭৩
 স্তুতিভিষ্চ দমৈশ্চাপি তথৈকান্তানুচিন্তনৈঃ ।
 মুহুর্মুহঃ সুপ্রসন্ন ইষ্টং দাস্যামি বাং সুতো ॥ ১৭৪

বেতালভৈরবাবুচতুঃ—

ভূক্টৌহসি যদি সত্যং নৌ সত্যমাবাং সুতো যদি ।
 বৃষধ্বজ তবৈবেহ তদেষ্টং দেহি নৌ বরম্ ॥ ১৭৫
 সূতভাবেন পিতরং ভবন্তং জগতাং পতিম্ ।
 নিত্যং যথাবগচ্ছাবস্তথা দেহি বরং তু নৌ ॥ ১৭৬
 ন রাজ্যমভিকাজ্জীবো ন ধনং নাশ্বদেব বা ।
 ভস্তুক্ত্যা সেবনং কর্তব্যং তবেচ্ছাবো বৃষধ্বজ ॥ ১৭৭

দেবগণ ও দানবেরা যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন নাই, আমরা বালক হইয়া দেবাদি-দুর্লভ পরমেশ্বর আপনাকে কিরূপে স্তব করিব ? ১৭০

হে বৃষধ্বজ ! হে দেবেশ ! আমরা মাত্র ভক্তির সহিত আপনাকে প্রণাম করিতেছি, হে গৌরীশ ! পুনর্ব্বার আপনি আমাদের বার বার প্রণাম গ্রহণ করুন । ১৭১

ঔর্য কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! মহাদেব, মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইলে তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন । ১৭২

হে বৎস ! আমি তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, তোমাদিগকে বর প্রদান করিব । ১৭৩

হে বৎস ! আমি তপোব্রত, স্তুতি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্বদা নির্জ্ঞানধ্যান—এই সকলের দ্বারা সম্যক্ প্রসন্ন হইয়াছি,—তোমাদিগের অভিলାষ পূর্ণ করিব । ১৭৪

বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, হে বৃষবাহন ! যদ্যপি আপনি আমাদের প্রতি সত্যই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমরা আপনার বাস্তবিক পূত্রই হই—তবে আপনি আমাদের অভিলাষিত বর প্রদান করুন । ১৭৫

আপনি আমাদের জগদীশ্বর পিতা, যেরূপে পুত্রভাবে আমরা আপনার সর্বদা অনুগত থাকিতে পারি, সেইরূপ বর আমাদের পিতা প্রদান করুন । ১৭৬

আমরা রাজ্যাভিলাষ করি না, ধন বা অস্ত কিছুই চাহি না ; হে বৃষধ্বজ ! কেবল তদগত ভক্তিতে আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করি । ১৭৭

তৎপাদপঙ্কজদ্বন্দ্বেন্ নিত্যং মধুকরাশ্রিতাম্ ।
 ত্বয়ি প্রসঙ্গে নেত্রাণাং যুগলে প্রাপ্নুতাং সদা ॥ ১৭৮
 ইতোহন্থা ত্বচ্চিহ্নাভিস্কৃৎস্বানন্তং প্রপূজ্যমৈঃ ।
 কল্পকোটিসংস্রাণি যাস্তু সম্যক্ তথাবয়োঃ ॥ ১৭৯
 তত্তন্তুত্বচনং ক্রুদ্ভা মহাদেবো হসস্মিব ।
 সর্কৈর্দেবগণৈঃ সার্কং দেবত্বমকরোত্তমোঃ ॥ ১৮০
 দেবেভ্যসম্মতে নৈব সুধামানীন্ নাকতঃ ।
 বেতালভৈরবো তাস্তু পায়য়ামাস শঙ্করঃ ॥ ১৮১
 পীতেহ্মযুতে ততস্তো তু মর্ত্যতাং নরসন্তমো ।
 অমর্ত্যতাং পরিত্যজ্য প্রাপতুঃ শিবশক্তিতঃ ॥ ১৮২
 তস্মিন্ কালে স্বপন্তো তু দিব্যজ্ঞানবলান্বিতো ।
 দিব্যরূপোপসম্পন্নো বভূবতুরিন্দ্রমো ॥ ১৮৩
 অভিন্নেনৈব দেহেন দেবত্বং গতয়োস্তয়োঃ ।
 প্রাহ শঙ্করো তো তু সূতো পরমহর্ষিতো ॥ ১৮৪

উপবাস্তাচ—

অহং তুষ্টিস্ত সুবয়ো পার্শ্বতীং দদ্যিতাং মম ।
 মদন্তং কামমিচ্ছন্তা-বারাধয়তমীশ্বরীম্ ॥ ১৮৫
 তামৃতে তু ন শক্লোমি দাতুমিচ্ছং সনাতনম্ ।
 সেবিতুং চ সূতো নিত্যং শরণং ব্রহ্মত্বং শিবাম্ ॥ ১৮৬
 অচিরাদ্ যেন ভাবেন প্রীতিং দেবী গমিস্থতি ।
 অত্র বা তত্র বা গতা তেন ভাবেন চার্চ্ছ্যতাম্ ॥ ১৮৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একপঞ্চাশোহ্মাধ্যায়ঃ ॥ ৫১

আপনি প্রসন্ন হইলে আপনার শ্রীপাদ-পদ-দ্বন্দ্বেন্ আমাদিগের নয়নদ্বয় সর্বদা ভ্রমর-স্বভাবত্ব প্রাপ্ত হউক । ১৭৮

আপনার ধ্যান, আপনার অর্চন—এই সকল কর্মের দ্বারা আমাদিগের কোটি কোটি কল্প সম্যক্রূপে অতিবাহিত হউক । ১৭৯

তখন মহাদেব, সকল দেবগণের সহিত হাসিতে হাসিতে বেতাল ও ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবত্ব প্রদান করিলেন । ১৮০

ইন্দের সম্মতিতে স্বর্ণ হইতে অমৃত আনিয়া শঙ্কর তাঁহাদিগকে পান করাইলেন । তখন তাঁহারা হৃইজন অমৃত পান করিয়া শিবশক্তি দ্বারা মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করত অমরত্ব লাভ করিলেন । ১৮১-১৮২

সেই সময়ে বলশালী স্বয়ং বেতাল ও ভৈরব,—দৈবশক্তি, দৈবজ্ঞান, দৈবরূপ লাভ করিলেন । ১৮৩

মহাদেব তখন অভিন্নরূপে দেবত্বপ্রাপ্ত আনন্দযুক্ত পুত্রদ্বয়কে বলিলেন । ১৮৪

আমি তোমাদের প্রতি তুষ্টি হইয়াছি । যদি আমার প্রদত্ত ইচ্ছা ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার দয়িতা ইশ্বরী আদ্যাশক্তির সেবা কর ; আমি তদ্ব্যতিরেকে অব্যয়, ইচ্ছাকল দিতে পারিব না ; অতএব হে বৎস ! তাঁহার আরাধনার নিমিত্ত তাঁহাকে আশ্রয় কর । ১৮৫-১৮৬

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ওৰ্ক উবাচ—

এবং বদন্তি ভূতেশে ভগ্না বেভালভৈরবৌ ।
প্রাহত্বর্ক্যোমকেশং তৌ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনৌ ॥ ১

বেভালভৈরবাবুচতুঃ—

পার্কভ্যা ন হি জানীবৌ ধ্যানং মন্ত্রং বিধিং তথা ।
কথমারাধয়িষ্যাবৌ ভগবন্ সম্যগ্চ্যতাম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—

মহামায়াবিধিং মন্ত্রং কল্পঞ্চ ভবতোঃ সূতো ।
উপদেশ্যামি তত্ত্বেন যেন সর্বং ভবিষ্যতি ॥ ৩

ওৰ্ক উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স মহামায়াধ্যানং মন্ত্রং বিধিং তথা ।
কথয়ামাস গিরিশস্ত্রয়োঃ সম্যক্ত নৃপোত্তম ॥ ৪
যদ্যদাশভিঃ পশ্চাৎপটলৈশ্চ স ভৈরবঃ ।
স নির্ণয়বিধিং কল্পং নিববন্ধ শিবামৃতে ॥ ৫

যাহাতে শীঘ্র তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন । যেখানে সেখানে থাকিয়া
তাঁহার উপাসনা করিতে পার । ১৮৭

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

মন্ত্রোপদেশ আরম্ভ

ওৰ্ক কহিলেন,—মহাদেব এইরূপ উপদেশ দিলে তখন বেভাল ও ভৈরব
হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে ব্যোমকেশকে কহিলেন । ১

হে ভগবন্ ! আমরা পার্কভীর ধ্যান, মন্ত্র, অর্চন-ক্রম, কিছুই জানি না,
কিরূপে তাঁহাকে আরাধনা করিব, তদ্বিষয়ে সম্যক উপদেশ দিউন । ২

ভগবান্ কহিলেন, হে বৎস ! আমি মহামায়ার বিধি, মন্ত্র ও কল্প—
সকলই তোমাদিগকে যথার্থরূপে উপদেশ দিতেছি, তাহাতেই তোমাদিগের
সকল সিদ্ধ হইবে । ৩

ওৰ্ক কহিলেন,—হে নরপতে ! এই কথা বলিয়া মহাদেব তখন মহামায়ার
ধ্যান, মন্ত্র এবং বিধি তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বলিলেন । ৪

মহাদেব পার্কভী-পূজার পশ্চাল্লিখিত অষ্টাদশ পটলের দ্বারা নির্ণয়পূর্বক
বিধি কল্প রচনা করিয়াছেন । ৫

সগর উবাচ—

কীদৃশ্যমন্ত্রং পুরা শঙ্করবোচহৃদয়োন্তয়োঃ ।
যেনারাদ্য মহামায়াং তৌ গণেশভূমাপভুঃ ।
সকলং সরহয়ঞ্চ সাক্ষং তচ্ছোভুয়ংসহে ।
দশাষ্টপটলৈর্যত্ন-নিবন্ধ স ভৈরবঃ ॥ ৬

ওর্ব উবাচ—

বহুতাদ্বদিতুং তস্য চিরেনৈব তু শক্যতে ।
তস্মাৎ সদাঃ সমুদ্ভূত্য যদ্বাহাদেবভাষিতম্ ।
সঙ্ক্ষেপাৎ কথয়ে তত্ত্বং তচ্ছৃণু নৃপোত্তম ॥ ৭
পৃচ্ছন্তৌ পার্শ্বভীমস্ত্রং তদা বেতালভৈরবৌ ।
জগাদ স মহাদেবঃ শূণ্ডতং মন্ত্রকল্লকৌ ॥ ৮

শ্রীভগবান্‌বাচ—

শূণ্ডং মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং পরম্ ।
অষ্টাক্ষরন্তু বৈষ্ণব্যা মহামায়াংসহোৎসবম্ ॥ ৯
অস্ম্য শ্রীবৈষ্ণবীমন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ শঙ্করদেবতা ।
অনুষ্টিপ্‌ছন্দঃ সর্বার্থসাধনে বিনিয়োগঃ ॥ ১০
হাস্তান্তপূর্বো রাস্তান্ত নাস্তো শাস্তান্তথৈব চ ।
কৈকাদশাষ্টাদিষষ্ঠঃ খাস্তো বিষ্ণুপুংসরঃ ॥ ১১
এভিরষ্টাক্ষরৈর্মন্ত্রং শোণপত্রসমপ্রভম্ ।
ওঁকারং পূর্বতঃ কৃত্বা জপ্যং সর্বৈস্ত সাদ্যকৈঃ ॥ ১২

সগর রাজা কহিলেন,—পূর্বের শঙ্কর কিরূপ মন্ত্র, বেতাল ও ভৈরবকে কহিয়াছিলেন, যে মন্ত্র দ্বারা মহামায়াকে আরাধনা করিয়া তাঁহারা গণেশভূ লাভ করেন। আমি সেই কল্ল, সেই মন্ত্র, সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। অষ্টাদশ পটলের দ্বারা মহাদেব, যে মন্ত্র ও যে কল্ল গ্রহণ করিয়াছেন। ৬

ওর্ব কহিলেন,—হে নৃপোত্তম। মহাদেব যে সকল মন্ত্রাদির বিষয় বলিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃত; সম্পূর্ণ বলিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে; অতএব সেই সকলের সারভাগ উদ্ধৃত করিয়া বলি শ্রবণ কর। ৭

যখন বেতাল ও ভৈরব পার্শ্বভীম-মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মহাদেব কহিলেন, তোমরা পার্শ্বভীমন্ত্র ও পার্শ্বভীকল্ল শ্রবণ কর। ৮

ভগবান্‌ কহিলেন,—আমি মহামায়া বৈষ্ণবীর মহোৎসবদায়ক; গুহ্য হইতে অতি গুহ্যতম অষ্টাক্ষর মন্ত্র বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ৯

এই বৈষ্ণবী মন্ত্রের ঋষি নারদ, দেবতা শঙ্ক, ছন্দঃ অনুষ্টিপ্‌ এবং সর্ব-অর্থ-সাধনার্থ ইহার প্রয়োগ হয়। ১০

হাস্তান্ত (ষ), মাস্ত (য), নাস্ত (প), শাস্ত (ত), কৈকাদশ (ট), আদিষষ্ঠ (চ), খাস্ত (ক), বিষ্ণু (অ), ইহা বামাবর্তে পাঠ করিলে “অ ক চ ট ত প য ষ” এই মন্ত্র হয়। ১১

১। মাস্তান্ত—ইতি পাঠান্তরম্।

মহামন্ত্রমিদং গুহ্যং বৈষ্ণবীমন্ত্রসংজ্ঞকম্ ।
 মন্ত্রং কলেবরগতং তস্মাদঙ্গং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৩
 মহাদেবশোভাঙ্কমুখং বীজমেতং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 ওঁকারাক্ষরবীজঞ্চ যকারঃ শক্তিরূচ্যতে ॥ ১৪
 সবীজং কথিতং মন্ত্রং কল্পঞ্চ শৃণু ভৈরব ॥ ১৫
 তীৰ্থে নদ্যাং দেবখাতে গৰ্ভপ্রস্রবণাদিকে ।
 পরকীয়েতরে তোষে স্নানং পূৰ্ব্বং সমাচরেৎ ॥ ১৬
 আচাৰ্য্যঃ শুচিতাং প্রাপ্তঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
 উত্তরাভিমুখে ভূতা স্থণ্ডিলং মার্জ্জয়েৎ ততঃ ॥ ১৭
 করেণানেন মন্ত্ৰেণ যুং সং ক্ষিত্যা ইতি স্বয়ম্ ।
 ওঁ হ্রীং স ইতি মন্ত্ৰেণ আশাপূরণকেন চ ।
 তোমৈরভ্যাক্ষয়েৎ স্থানং ভূতানামপসারণে ॥ ১৮
 ততঃ সর্বোদ্যমেন গৃহীত্বা স্থণ্ডিলং শুচিঃ ।
 মন্ত্রং লিখেৎ সুবর্ণেন যাজ্ঞিকেন কুশেন বা ॥ ১৯
 ওঁ বৈষ্ণবৈ নম ইতি মন্ত্ৰরাজমথাপি বা ।
 ততস্ত্রিমণ্ডলং কুর্য্যাত্তেনৈব সমরেখয়া ॥ ২০
 নিত্যাসু ন হি পূজাসু রজোভিন্নমণ্ডলং লিখেৎ ।
 পুরস্চরণকার্য্যেহু তৎকাম্যেহু প্রযোজয়েৎ ॥ ২১

এই অষ্টাক্ষর দ্বারা ঐ মন্ত্র নিষ্পন্ন হয়, উহার রক্তপদ্ম সদৃশ প্রভা ; পূৰ্বে
 প্রণব উচ্চারণ করিয়া সাধকগণ উহার জপ করিবে । ১২

ইহা একটি অতি গুহ্য মহামন্ত্র, ইহার নাম বৈষ্ণবী মন্ত্র ; ইহা কলেবর-
 বিশিষ্ট বলিয়া উহাকে অঙ্গিমন্ত্র বলা হয় । ১৩

মহাদেবের উক্তমুখ এবং প্রণবের বীজই ইহার বীজ এবং যকার ইহার
 শক্তি । ১৪

হে ভৈরব ! সবীজ মন্ত্র কথিত হইল, এক্ষণে পূজার কল্প শ্রবণ কর । ১৫

তীৰ্থে, নদীতে, দেবখাতে, গৰ্ভে, প্রস্রবণাদিতে এবং পরকীয় জল ভিন্ন যে
 কোন জলাশয়ে প্রথমে স্নান করিবে । ১৬

স্নানান্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া উত্তরাভিমুখে
 স্থণ্ডিলের মার্জ্জনা করিবে । ১৭

‘যুং সং ক্ষিত্যা’ এই মন্ত্র এবং ‘ওঁ হ্রীং স’ এই আশাপূরণক মন্ত্র দ্বারা
 ভূতাপসরণের নিমিত্ত হস্তে জল লইয়া উহা দ্বারা পূজাস্থানের অভ্যাক্ষণ
 করিবে । ১৮

অনন্তর শুচি সাধক, বাম হস্ত দ্বারা স্থণ্ডিল গ্রহণ করিয়া সুবর্ণশলাকা বা
 যাজ্ঞিক কুশ দ্বারা উহাতে মন্ত্র লিখিবে । ১৯

“ওঁ বৈষ্ণবৈ নমঃ” এই মন্ত্র অথবা মন্ত্ৰরাজ অঙ্কিত করিবে । অনন্তর
 উহার সহিত সমরেখায় একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । ২০

নিত্য পূজায় পঞ্চবর্ণগুড়ি দ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিবার আবশ্যক নাই, কাম্য
 পূজায় বা পুরস্চরণাদিতে ঐরূপ করিবে । ২১

রেখামুদীচ্যাং প্রথমং পশ্চিমে তদনন্তরম্ ।
 দক্ষিণে তু ততঃ পশ্চাৎ পূর্বভাগে তু শেষতঃ ॥ ২২
 বর্ণানাক্ সঙ্ঘারৈরৈবমেব ক্রমো ভবেৎ ।
 ওঁ হ্রীং স ইতি মন্ত্রেণ মণ্ডলং পূজয়েত্ততঃ ॥ ২৩
 হস্তেন মণ্ডলং কৃত্বা কুর্যাদ্বিগ্ধজনং ততঃ ।
 আশাবন্ধনমন্ত্রেণ পূর্বোক্তেন যথাক্রমম্ ।
 ফড়ন্তেনাশ্বনাপাড় করৈশ্চৈব নিবন্ধয়েৎ ॥ ২৪
 যবানাম্ ততুলৈরেকমঙ্গুলং চাষ্টভির্ভবেৎ ।
 অদীর্ঘযোজিতৈর্হস্তৈশ্চতুর্বিংশতিরঙ্গুলৈঃ ॥ ২৫
 তৎপ্রমাণেন হস্তেন হস্তকং তস্য মণ্ডলম্ ।
 পদ্মং বিভন্তিমাংসং স্যাৎ কর্ণিকারং তদর্দ্ধকম্ ॥ ২৬
 দলান্ত্র্যোশ্বাস্ত্রানি স্থায়তানি নিযোজয়েৎ ।
 ন নূনাধিকভাগানি সবহিবেষ্টিতানি চ ॥ ২৭
 মধ্যভাগে শসেদ্ দ্বারম্ ন্যূনে নাধিকে তথা ॥ ২৮
 সুবন্ধং মণ্ডলং তচ্চ রক্তবর্ণং বিচিত্রয়েৎ ॥ ২৯
 ইতোহন্থথা মণ্ডলমুগ্রমস্থাঃ
 করোতি যো লক্ষণভাগহীনম্ ।
 ফলং ন চাপ্নোতি ন কামমিষ্টং
 তস্মাদিদং মণ্ডলমত্র লেখ্যম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মহামায়াকল্পেহুঁদশপটলে দ্বিপঞ্চাশত্তমোহ্যায়ঃ ॥ ৫২

তাহার পর পশ্চিমে এবং তদনন্তর দক্ষিণে রেখা অঙ্কন করিবে ; সর্বশেষে পূর্বভাগে রেখা অঙ্কন করিবে । ২২

দ্বার এবং দল অঙ্কন করিবার এইরূপ ক্রম জানিবে । ‘ওঁ হ্রীং স’ এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পূজা করিবে । ২৩

অনন্তর মণ্ডল হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া পূর্বোক্ত ফটু-অস্ত্র দিগ্ধজন মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে দশ দিক্ বন্ধন করিবে এবং স্বহস্ত দ্বারাই দিগ্ধজন করিবে । ২৪

আটটি যবের দ্বারা একটি অঙ্গুলি হয়, অদীর্ঘ অর্থাৎ বিস্তারভাগে যোজিত চতুর্বিংশতি-অঙ্গুলি দ্বারা একটি হস্ত হয় । ২৫

এই প্রমাণ হস্তের নিজের এক হস্ত-পরিমিত মণ্ডল করিবে । উহাতে বিভন্তিপরিমিত পদ্ম এবং অর্দ্ধ বিভন্তি-পরিমিত কর্ণিকার করিবে । ২৬

পদ্মের দলগুলিকে পরস্পর-সংলগ্ন, আয়ত নূনাধিকভাব-শূন্য এবং বহির্বেষ্টিত-যুক্ত করিয়া নির্মাণ করিবে । ২৭

উহার ঠিক মধ্যভাগে ন্যূন বা অধিক ভাগে নহে—একটা দ্বার করিবে । ২৮

সেই মণ্ডলকে বর্জুলাকার রক্তবর্ণ চিত্রা করিবে । ২৯

যে ব্যক্তি উক্ত লক্ষণহীন একটা কিঙ্কৃত-কিমাকার-রূপ মণ্ডল দেবীর পূজার্থ অঙ্কিত করে, সে পূজার ফল ও নিজের অভিলষিত প্রাপ্ত হয় না, অতএব যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । ৩০

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ততো লমিতি মন্ত্রেণ অৰ্ঘ্যপাত্ৰস্ত মণ্ডলম্ ।
 চতুষ্কোণং বিধায়ান্ত দ্বারপদ্মবিবজ্জিতম্ ॥ ১
 ওঁ হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রেণ অৰ্ঘ্যপাত্ৰস্ত মণ্ডলে ।
 বিশ্বেসেৎ প্রথমং তত্র পূজয়িত্বা সমিধাতি ॥ ২
 ওঁ হ্রীং হ্রৌমিতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পে তথা জলম্ ।
 অৰ্ঘ্যপাত্রে ক্ৰিপেত্তত্র মণ্ডলং বিশ্বেসেৎ ততঃ ॥ ৩
 পূৰ্ব্ববন্দ্যমণ্ডলং কৃত্বা অৰ্ঘ্যপাত্রে ততো জলৈঃ ।
 ত্রিভাগৈঃ পুরয়েৎ পাত্ৰং পুষ্পং তত্র বিনিঃক্ৰিপেৎ ॥ ৪
 ততো হ্রীমিতি মন্ত্রেণ আসনং পূজয়েৎ স্বকম্ ॥ ৫
 ততঃ ক্রৌমিতি মন্ত্রেণ আত্মানং পূজয়েদ্ বৃষঃ ।
 গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ শিরোদেশে ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৬
 ওঁ হ্রীং স ইতি মন্ত্রেণ পুষ্পং হস্ততলস্থিতম্ ।
 সংমুখ্য সবাহন্তেন দ্বাভ্যাং বায়বকরেণ তু ।
 ঐশাখ্যাং নিক্ৰিপেদেতৎ পূৰ্ব্বমন্ত্রেণ কাবিদঃ ॥ ৭
 রক্তপুষ্পং গৃহীত্বা তু করাভ্যাং পাণিকচ্ছপম্ ।
 বদ্ধা কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাদ্ধনপ্ৰবনাদিকম্ ॥ ৮

মণ্ডল-নিৰ্ম্মাণাদি

ভগবানু কহিলেন,—তাহার পর ‘নমঃ’ এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অৰ্ঘ্যপাত্ৰ রাখিবার নিমিত্ত পথ ও দ্বার-শৃংগ একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল নিৰ্ম্মাণ করিয়া ‘ওঁ হ্রীং শ্রীং’ এই মন্ত্রদ্বারা স্বীয় আসন পূজা করিবে। ১

তৎপরে ‘ওঁ ঐ’ হ্রী’ শ্রী’ এই মন্ত্রদ্বারা অৰ্ঘ্য পাত্ৰটী পূৰ্ব্বনিৰ্ম্মিত মণ্ডলে স্থাপিত করিয়া প্রথম সেই অৰ্ঘ্য পাত্ৰটী অর্চন করিবে। ২

পরে এই অৰ্ঘ্যপাত্রে ‘ঐ’ হ্রী’ হ্রৌ’ এই মন্ত্র বলিয়া গন্ধ পুষ্প-জল নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে আবাব একটী মণ্ডল রচনা করিবে। ৩

এই অৰ্ঘ্যপাত্ৰ পূৰ্ব্ববৎ একটী মণ্ডল বচনা করিয়া পাত্ৰটীকে ত্রিভাগ জলের দ্বাৰা পূরণ করিবে, তৎপরে ঐ অৰ্ঘ্যপাত্ৰস্থ জলে একটী পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। ৪

তাহার পর ‘হ্রীং’ এই মন্ত্রদ্বারা স্বীয় আসন পূজা করিবে। ইহার পর সাধক, ‘ক্রৌ’ এই মন্ত্রদ্বারা আত্মাকে পূজা করিয়া গন্ধ পুষ্পদ্বারা আপনাব শিরোদেশ অর্চনা করিবে। ৫-৬

অতঃপরঃ ‘ওঁ হ্রীং সঃ’ এই মন্ত্রদ্বারা হস্ততলস্থিত পুষ্পটীকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা পূজা করিয়া আবার তাহা বায় হস্তের দ্বারা গ্রাণ লইয়া সেই পুষ্পটী পূৰ্ব্ব মন্ত্র-দ্বারা ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবে। ৭

দ্বিই হস্তদ্বারা রক্তপুষ্প গ্রহণ করিয়া পাণিতল কচ্ছপাকৃতি করিবে, ইহার পর দহন ও প্রাবনাদি কৰ্ম কর্তব্য। ৮

বামহস্তস্য তর্জ্জয়াং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকাম্ ।
 তথা দক্ষিণতর্জ্জয়াং বামাস্থ্যং নিয়োজয়েৎ ॥ ১
 উন্নতং দক্ষিণাস্থ্যং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ ।
 অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ ॥ ১০
 বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা ।
 অধোমুখে তু তে কুর্যাদ্ধক্ষিণস্য করস্য চ ॥ ১১
 কূর্ণপৃষ্ঠসমং পৃষ্ঠং কুর্যাদ্ধক্ষিণহস্ততঃ ॥ ১২
 এবং বদ্ধঃ সর্বসিদ্ধিং দদাতি পাণিকচ্ছপঃ ।
 কুর্যাত্তদ্বদস্যসন্নং নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্ ॥ ১৩
 সমং কায়শিরোগ্রীবং কৃৎবা স্থিরমনা ব্রুধঃ ।
 ধ্যানং সমারভেদেব্য দাহপ্লবনপূর্বকম্ ॥ ১৪
 অগ্নিং বায়ৌ বিনিষ্কিপ্য বায়ুং তোয়ে জলং হৃদি ।
 হৃদয়ং নিশ্চলে দত্ত্বা আকাশে নিষ্কিপেৎ স্বনম্ ॥ ১৫
 ওঁ হুঁ ফড়িতি মন্ত্ৰেণ ভিত্ত্বা বরুণস্ত মন্ত্ৰকে ।
 শব্দেন সহিতং জীবমাকাশে স্থাপয়েৎ ততঃ ॥ ১৬
 বায়ুগ্নিয়মশক্রাণাং বীজেণ বরুণস্য চ ।
 পরাস্থানপরাস্ঠৈতৈঃ সার্কিচল্লৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥* ১৭
 শোষণং দাহং তথোচ্ছাদং পায়ুর্মাসেচনং পরম্ ।
 যথাক্রমেণ কর্তব্যং চিন্ত্যমাত্রং বিশুদ্ধয়ে ॥ ১৮
 ততস্ত দেব্যা বীজস্ত শুদ্ধজাষ্মদাকৃতিঃ^১ ।
 তত্রাসাদ্য দ্বিধা কুর্য্যাৎ ঐ ত্রীং শ্রীমতি মন্ত্রকৈঃ ॥ ১৯

(কচ্ছপাকার হস্ত করিবার প্রণালী) বামহস্তের তর্জ্জ্বনীর সহিত দক্ষিণ-
 হস্তের কনিষ্ঠের যোগ হইবে এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জ্বনীর সহিত বামাস্থ্যের
 যোগ হইবে । ১

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত থাকিবে, বামহস্তে মধ্যমাদি অঙ্গুলী দক্ষিণ-
 হস্তের ক্রোড়ে (ক) যোগ করিবে এবং বামহস্তের তৃতীয় অঙ্গুলীর সহিত দক্ষিণ-
 হস্তের মধ্যম ও অনামিকা নামক দুইটি অঙ্গুলীকে অধোমুখ করিয়া যোগ
 করিবে । তাহার পর দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠটি কূর্ণপৃষ্ঠের আয় করিবে । ১০-১২

পাণিতল এইরূপ কচ্ছপাকারে বদ্ধ হইলে সকল সিদ্ধি প্রদান করে ; এবং
 নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরকে হৃদয়গত করিবে । ১৩

সাধক ধ্যানকালে শরীর, মন্তক ও গ্রীবাদেশ সমান রাখিয়া সুস্থিরচিত্তে
 দাহন প্লাবনান্তে দেবীর ধ্যানে নিযুক্ত হইবে । বায়ুতে অগ্নি, জলে বায়ু, হৃদয়ে
 জল, নিষ্কিপ্ত করিয়া তখন স্বয়ং হৃদয়কে নিশ্চল করিয়া উহা আকাশে নিষ্কিপ
 করিবে । ‘ওঁ হুঁ ফট্’ এই মন্ত্রদ্বারা মন্তকের ব্রহ্মরূপ ভেদ করিয়া পরে শব্দের
 সহিত জীবকে আকাশে স্থাপন করিবে । ১৪-১৬

চন্দ্রবিন্দুর সহিত বায়ু, অগ্নি, যম, শক্র ও বরুণের বীজের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির
 নিমিত্ত যথাক্রমে শোষণ, পুরণ, অমৃতসিঞ্চন ইত্যাদি কর্ম সকল কর্তব্য । ১৭-১৮

* ইদমঙ্কং কচিদ্ভাস্তি ।

(ক) তন্ত্র-সংগ্রহকার কৃষ্ণানন্দ, পৃষ্ঠ শব্দে ক্রোড় লিখিয়াছেন ।

১। ততস্ত দেবীবীজেন অগ্নুং জাষ্মদাকৃতিম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

তদুর্দ্ধভাগে বিধিনা^১ লোকং স্বর্গঞ্চ ধং তথা ।
 নিম্পাদ্য শেষভাগে তু ভুবং পাতালচারিণীম্ ॥ ২০
 চিত্তয়েত্তত্র সর্বানি সপ্তদ্বীপাঞ্চ মেদিনীম্ ॥ ২১
 তত্রৈক্ষুসাগরাভ্যঃস্থং^২ স্বর্গদ্বীপং বিচিত্রয়েৎ ॥ ২২
 তদ্ব্যধো রত্নপর্যাক্তং রত্নমণ্ডলসংস্থিতম্ ।
 আকাশগজাতোয়ৌবৈঃ সদৈবাসেবিতং ভূতম্ ॥ ২৩
 তৎপর্যাক্তে রত্নপদ্মং প্রসন্নং সর্বদা শিবম্ ।
 চিত্তয়েৎ স্বর্ণমালাঙ্কং সপ্তপাতালনালকম্ ॥ ২৪
 আব্রহ্মভুবনস্পর্শি স্বর্ণবর্ণককণিকম্ ।
 তত্র স্থিতাং মহামায়াং ধ্যায়েদেকাগ্রমানসঃ ॥ ২৫
 শোণপদ্মপ্রতীকাশাং মুক্তমুদ্রাজলহিনীম্ ।
 চলংকাঞ্চনসম্বন্ধ-কুণ্ডলোজ্জ্বলশালিনীম্ ॥ ২৬
 সুবর্ণরত্নসম্বন্ধ-কিরীটধ্বজাচারিণীম্ ।
 গুরুকৃষ্ণারুণৈর্নৈত্রৈস্ত্রিভিষ্কারুবিভূষিতাম্ ॥ ২৭
 সঙ্ঘ্যাচন্দ্রসমপ্রখ্য-কপোলাং লোললোচনাম্ ।
 বিপকদাড়িমীবীজদন্তাং সুজয়গোজ্জ্বলাম্ ॥ ২৮
 বন্ধুকদম্ভবসনাং শিরীষ-প্রভনাসিকাম্ ।
 কঙ্কণীব্যাং বিশালাক্ষীং সূর্য্যাকোটীসমপ্রভাম্ ॥ ২৯

তাহার পর দেবীবিজের দ্বারা সুবর্ণাকার ব্রহ্মণ্ডকে ঐং হ্রীং শ্রীং এইমন্ত্র দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত করিবে । ১৯

ঐ অণ্ডের উর্দ্ধভাগের দ্বারা আকাশ ও স্বর্গ মনের দ্বারা সৃষ্টি করিয়া অপর শেষ ভাগের দ্বারা পৃথিবী ও পাতাল সৃষ্টি করিতে হইবে । ২০

ইহাতে অত্যাশ বস্তু ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী চিন্তা করিবে । এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে আবার ইক্ষুসাগরের মধ্যস্থিত স্বর্গদ্বীপ চিন্তা করিবে । ২১-২২

সেই স্বর্গদ্বীপের মধ্যে আবার সর্বদা মন্দাকিনীজলে কালিত রত্নমণ্ডপস্থিত সুন্দর রত্নপর্যাক্ত বিরাজ করিতেছে । ২৩

এই রত্নপর্যাক্তে একটি প্রফুল্ল কাঞ্চন পদ্ম সর্বদা রহিয়াছে এবং ইহার স্বর্ণমালাকৃতি মৃণাল সপ্তপাতালগামী এবং পদ্মটী পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে । ২৪

ইহার কেশরের বর্ণ কাঞ্চন-বর্ণ-সদৃশ ;—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে । এই কাঞ্চন-পদ্ম-স্থিত মহামায়াকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে । ২৫

শোণ পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠে দোহল্যমান ; কর্ণদ্বয়ে রত্ন-খচিত চঞ্চল কাঞ্চনময় কুণ্ডল শোভা পাইতেছে । ২৬

মস্তকে রত্ন-খচিত হিরণ্য কিরীট রহিয়াছে ; তিনি গুরু-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণ-মিশ্রিত তিনটী নেত্র-দ্বারা অতিশয় মনোজ্ঞা হইয়াছেন । ২৭

তাহার কপোলদ্বয় নবশশধর-সদৃশ ; নয়ন চঞ্চল ও বিশাল ; দন্তপংক্তি পরিপুষ্ট দাড়িমীবীজ-সদৃশ ; জয়গল পরম সুন্দর । ২৮

পরিধেয় বসনধানির বর্ণ বন্ধুক-পুষ্পের ন্যায় ; নাসিকা শিরীষপুষ্প সদৃশ ।

১। তদুর্দ্ধভাগেয়ু হৃদলোং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। তত্রৈক্ষু সাগরাভ্যন্ত—ইতি পাঠান্তরম্ ।

চতুর্ভুজাং বিবসনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥ ৩০
 দক্ষিণোর্দ্ধেন নিদ্রিংশং পরেণ সিদ্ধসূত্রকম্ ।
 বিভ্রতীং বামহস্তাভ্যামভীতিবরদায়িনীম্ ।
 নিম্ননাভিং ক্রমাস্তাত-ক্ষীণমধ্যাং মনোহরাম্ ॥ ৩১
 আনন্দনাগনাসোক্রং^১ গুপ্তগুল্ফাং সুপাঞ্চিকাম্ ।
 বন্ধপর্যাক্ষসঙ্কল্পনিবিড়াসনরাজিতাম্ ॥ ৩২
 গাত্রেণ রত্নসুভঙ্ক সমাগালম্ব্য সংস্থিতাম্ ।
 কিমিচ্ছসীতি বচনং ব্যাহরন্তীং মুহম্মহঃ ।
 পঞ্চাননং পুরঃসংস্থং নিরীক্ষন্তীং স্ববাহনম্ ॥ ৩৩
 মুক্তাবলীম্বর্ণরত্ন-কেশ্বরকঙ্কণাদিভিঃ ॥ ৩৪
 সর্করলঙ্কারগণৈরুজ্জ্বলাং সন্নিভাননাম্ ।
 সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ৩৫
 নবযৌবনসম্পন্নাং তথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ ।
 ঈদৃশীমম্বিকং ধাত্বা নমঃ ফড়িতি মন্তকে ॥ ৩৬
 স্বকীয়ে সুমনো দম্যং সাহমেবং বিচিন্তয়ন্^২ ।
 অঙ্গশ্যাসকরশ্যাসৌ ততঃ কুর্য্যাৎ ক্রমেণ তু ॥ ৩৭
 এভিম্মৈঃ স্বরৈঃ সজ্জৈরাশীভূতৈঃ ক্রমাস্রিতৈঃ ।
 ওম্ ক্রৌম্ চৈতে সপ্রণবা রক্তবর্ণা মনোহরা ॥ ৩৮

গ্রাবাদেশ শঙ্খ-সদৃশ, প্রভা সূর্য্য-কোটি-সদৃশ, তিনি চতুর্ভুজা সুবসনা পীনোন্নত-পয়োধরা । ২৯-৩০

তাঁহার দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধ হস্তে খড়্গ, নিম্ন হস্তে সিদ্ধসূত্রক । বাম হস্তের দ্বারা অভয় বরপ্রদায়িনী । তাঁহার গম্ভীর নাভি ও মধ্যদেশ যথাক্রমে ক্ষীণ জইয়া আসিয়াছে । ৩১

তিনি মনোহরা অতিশয় নম্র-স্বভাবা ; তাঁহার উরুদ্বয় হস্তিগুপ্ত-সদৃশ, গুল্ফদ্বয় অতি নিম্ন, পাঞ্চিভাগ অতি সুন্দর ; তিনি নিবিড় বন্ধ পর্য্যাক্ষাসনে বসিয়া গাত্রদ্বারা একটী রত্নসুভঙ্ক অবলম্বন করিয়া আছেন ; “তুমি কি অভিলাষ কর ?” এইরূপ বাক্য যেন সকলকে বার বার বলিতেছেন, সম্মুখস্থিত নিজ বাহন সিংহটিকে দেখিতেছেন । ৩২-৩৩

তিনি মুক্তামালা স্বর্ণ ও রত্নহার এবং কঙ্কণাদি হস্তভূষণ ও অঙ্গাশ্রয যাবতীয় অলঙ্কারের দ্বারা সমুজ্জ্বল, মুখখানি হাশ্যযুক্ত, তিনি সূর্য্য-কোটি-সদৃশ সমুজ্জ্বল, সর্ব্ব-লক্ষণাক্রান্ত নবযৌবনসম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী । অশ্বিকার এইরূপ ধ্যান করিয়া ও “নমঃ ফট্” এই মন্ত্রদ্বারা কুর্ন্দমুদ্রিত হস্তস্থিত পুষ্পাটী মন্তকে দিয়া দেবার সহিত আপনাকে অভিন্ন চিন্তা করিবে । ৩৪-৩৬

অনন্তর, যথাক্রমে অঙ্গশ্যাস ও করশ্যাস করিবে । প্রধান-মূলে আকার প্রভৃতি দীর্ঘ স্বর ও বিন্দু যোজনা করিয়া তদন্তে “নমঃ” “স্বাহা” ইত্যাদি অঙ্গ-মন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ-পূর্ব্বক অঙ্গ প্রণব দিয়া “ও” আং নমঃ” “ও” ঙং শিরসে স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা, যথাক্রমে উক্ত শ্যাসদ্বয় কর্তব্য । এই সমস্ত মন্ত্র রক্ত-বর্ণ এবং মনোহর । ৩৭-৩৮

১। আনন্দনাগপাশোক্রং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। স্বকীয়ে প্রথমং দম্যং সাহমেবং বিচিন্ত্য চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তঃ মন্ত্রসংবেষ্টনঞ্চ ফট্ ।
 প্রাশ্বেন কুৰ্য্যাদ্বিগ্রাসং পূৰ্ব্বং করতলদ্বয়োঃ ॥ ৩৯
 হৃচ্ছিরঃশিখাংবচনেত্রেষু তৎক্রমাম্ব্যাসেৎ ॥ ৪০
 ততস্ত মূলমন্ত্রস্য নেত্রে পৃষ্ঠে তথোদরে ।
 বাহোৰ্ভুহে পাদয়োশ্চ জঙ্ঘয়োৰ্জঘনে ক্রমাৎ ।
 বিগ্ৰসেদক্ষরাণ্যষ্টৌ ওঙ্কারঞ্চ তথা স্মরন্ ॥ ৪১
 এভিঃ প্রকারৈরতিশুদ্ধদেহঃ, পূজাং সন্নিবাহতি নাশুখা হি ।
 শরীরশুদ্ধিঃ মনসো নিবেশঃ, ভূতপ্রসারণং কুরুতে নৃণাং তৎ ॥ ৪২
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ততোহৰ্ধ্যপাত্রে তন্মন্ত্রমষ্টধাবৃত্য সঞ্জপেৎ ।
 তেন ভোয়েন পুষ্পানি স্বমণ্ডলমথাসনম্ ॥ ১
 আসেচয়েৎ ততঃ পশ্চাৎ পূজোপকরণং সমম্ ॥ ২
 ঐং হ্রীং শ্রীমিতি^১ মন্ত্রেণ শব্দপ্রাণ্ডবিবজ্জিতম্ ।
 দ্বারপালং ততো দেব্যা আসনানি চ পূজয়েৎ ॥ ৩

পঞ্চ অঙ্কুলি গ্রাসের পরে অঙ্কুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত সমস্ত করতল ঘুরাইয়া করতলদ্বয়-যোগে অঙ্কুলিপ্রান্তভাগ দ্বারা “ফট্” উচ্চারণপূর্বক গ্রাস করিবে। ৩৯
 হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ এবং নয়নত্রয়ে পূর্বোক্ত ক্রমে অর্থাৎ “ও” আঃ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গ্রাস করিবে, পরে ঐরূপ করতলে গ্রাস করা কর্তব্য। ৪০

অনন্তর, চক্ষু, পৃষ্ঠ, উদর, বাহু-শৃঙ্গল, হস্ত, পদযুগল, জঙ্ঘাদ্বয় এবং জঘন-দ্বয়ে যথাক্রমে মূলমন্ত্রের অন্তর্গত আটটি অক্ষর ওঙ্কার স্মরণ করত গ্রাস করিবে। ৪১

এইরূপে শরীরশুদ্ধি, ভূতাপসরণ ও মনোনিবেশ করিয়া মনুষ্যগণ, সতত পূজা করিতে অধিকারী হয়। নতুবা পূজা করিতে অধিকারী হইবে না। ৪২

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

পূজা-পারিপাট্য

ভগবান কহিলেন;—তাহার পর সেই অৰ্ধ্যপাত্রে সেই মন্ত্র অষ্টধাব আবৃত্তি করিয়া জপ করিবে। ১

পরে সেই জল দ্বারা পুষ্পাদি সকল ও আপনার মণ্ডল আসন ও পূজোপকরণ স্বয়ং অভ্যাসিত করিবে। ২

১। ওং ঐং হ্রীং শ্রীমিতি.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

নন্দীভৃঙ্গীমহাকাল-গণেশা দ্বারপালকাঃ ।
 উত্তরাধিক্রমাৎ পূজ্যা আসনানি চ মধ্যতঃ ।
 আধারশক্তি-প্রভৃতি হেমাভ্রাস্তান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩
 প্রসিদ্ধান্ সর্বতন্ত্ৰেযু পূজাকল্পেযু ভৈরব ।
 দশদিক্‌পালসহিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকান্‌স্তথা ।
 মণ্ডলাগ্নাদিকোণেষু পূজয়েৎ পার্শ্বদেশতঃ ॥ ৫
 সূর্যাগ্নিসোমমরুতাং মণ্ডলানি চ পদ্মকম্ ।
 রজস্তথা তমঃ সত্ত্বং যোগপীঠং গুরোঃ পদম্ ।
 সারাদীন্‌ ভদ্রপীঠাস্তান্‌ সঙ্কোপাজান্‌ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬
 ব্রহ্মাণ্ডং স্বর্ণডিঘঞ্চ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ।
 সসাগরান্‌ সপ্তদ্বীপান্‌ স্বর্ণদ্বীপং সমগুপম্ ॥ ৭
 রত্নপদ্মং সপর্যঙ্কং রত্নস্তম্ভং তথৈব চ ।
 পঞ্চাননং মণ্ডলয় মধ্যোহবশ্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৮
 হ্রীং মন্ত্ৰেণ ততঃ কুর্ম্মপৃষ্ঠং পাণ্যোনিবধ্য চ ।
 ধ্যয়েচ্চ পূর্ব্ববদ্‌দেবীমাসাদ্যাসনমুত্তমম্ ॥ ৯
 হ্রদ্বাচ্যে চিত্তয়েৎ স্বর্ণদ্বীপং পর্য্যঙ্কসংভূতম্ ॥ ১০
 পশ্চিম্নিব ততো দেবীমেকাগ্রমনসা স্মরেৎ ।
 প্রত্যক্ষীকৃত্য হ্রদয়ে মানসৈরুপচারকৈঃ ॥ ১১
 ষোড়শানাং প্রকারৈরস্তু হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্ ।
 ততস্ত বায়ুবীজেন দক্ষিণেন পুটেন চ ।
 নাসিকায়্য বিনিঃসার্য্য ক্রীং মন্ত্ৰেণ চ ভৈরব ॥ ১২

ও ঐ হ্রী ক্রী এই মন্ত্রদ্বারা অক্ষুটস্বরে দ্বারপাল ও দেবীর আসনগুলি পূজা করিবে । ৩

নন্দীভৃঙ্গী মহাকাল গণেশ দ্বারপাল—ইহাদিগকে উত্তরাধিক্রমে এবং আধারশক্তি হইতে হেমাভ্রি পর্য্যন্ত মধ্য ক্রমে পূজা করিবে । ৪

হে ভৈরব । সর্ব্ব তন্ত্ৰের পূজা প্রকরণে প্রসিদ্ধ দর্শ দিক্‌পাল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি গ্রহগণ মণ্ডলের অগ্নিকোণ হইতে পূজা করিবে । ৫

তাহার পর সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, পবন ও সকল মণ্ডল পদ্ম, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, যোগপীঠ, গুরুপদ, সারাদি ভদ্রপীঠ—ইহাদিগকে সাক্ষোপাজরূপে পূজা করিবে । ৬

তাহার পর ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্ণডিঘ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সকল সমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, সমগুপ স্বর্ণ দ্বাপ ও পর্য্যঙ্ক, রত্নপদ্ম, রত্নস্তম্ভ, সিংহ এই সকলের পূজা মণ্ডল-মধ্যে অবশ্য করিবে । ৭-৮

হ্রী এই মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, হস্ত কুর্ম্ম-পৃষ্ঠাকারে বদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপুত আসনে সমাসীন হইয়া দেবীকে পূর্ব্বং পূজা করিবে । ৯

তাহার পর হ্রংপদ্যে স্বর্ণদ্বীপ ও উত্তম পর্য্যঙ্কখানি চিত্তা করিবে । ১০

অনন্তর তাঁহাকে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপভাবে একাগ্রচিত্তে দেবীকে স্মরণ করিবে । ১১

ইহার পর ষোড়শপ্রকার উপচার দ্রব্যে হ্রদয়স্থ দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে । ১২

স্থাপয়েৎ পদ্মমধ্যে তু তদন্তঃ ন বিযোজয়েৎ ॥ ১৩
 কৃতে বিয়োগে হস্তস্য পুষ্পান্ত্রাচ্চ ভৈরব ॥ ১৪
 গন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যতে দেবী পূজকৈর্নাপ্যতে ফলম্ ॥ ১৫
 আবাহনং ততঃ কুর্যাদ্গায়ত্র্যা শিরসা সহ ।
 মহামায়ায়ৈ বিদ্বাহে হ্রাং চণ্ডিকাখ্যাং ধীমহি ।
 এতদ্বস্ত্রং ততঃ পশ্চাদ্বিধো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৬
 স্নানীয়ং দেবি তে তুভ্যং ও হ্রীং শ্রীং নম ইত্যতঃ ।
 স্নানীয়ঞ্চ ততো দেবী দদ্যাদ্লক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ১৭
 ততস্ত মূলমস্ত্রেণ গন্ধপুষ্পং সদীপকম্ ।
 ধূপাদিকং প্রদদ্যাত্ত্বে মোদকং পায়সং তথা ॥ ১৮
 সিতাং শুভং দধি ক্ষীরং সর্পির্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ ।
 রক্তপুষ্পং পুষ্পমালাং সুবর্ণরজতাদিকম্ ॥ ১৯
 নৈবেদ্যমুত্তমং দেব্যা লাক্ষলং মোদকং সিতাম্ ।
 শাণ্ডিল্যকরতাত্রাখ্য-কুম্মাণ্ডানাং ফলানি চ ॥ ২০
 হরীতকীফলঞ্চাপি নাগরজ্জকমেলকাম্ ।
 বালপ্রিয়ঞ্চ যদ্রুবাং কসেরুকবিসাদিকম্ ।
 তোয়ঞ্চ নারিকেলঞ্চ দেবী দেয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ২১
 রক্তং কৌশেয়বস্ত্রঞ্চ দেয়ং নীলং কদাপি ন ॥ ২২
 দেব্যাঃ প্রিয়াণি পুষ্পাণি বকুলং কেশরং তথা ।
 মাঘাং কহ্লারবজ্জাণি করবীরকুরুন্টকান্ ॥ ২৩
 অর্কপুষ্পং শাল্মলকং দূর্ব্বাঙ্কুরং সুকোমলম্ ।
 কুশমঞ্জরিকা দর্ভা বন্ধুককমলে তথা ॥ ২৪

হে ভৈরব । তাহার পর বায়ু বীজের দ্বারা নাসিকার দক্ষিণপুট দ্বারা বায়ু-
 নিঃসারণ করিয়া সেই কূর্ম্মুদ্রাবদ্ধ হস্ত হইতে দেবীকে পদ্মমাধ্য স্থাপন
 করিবে । ১৩

যাবৎকাল না স্থাপন হইবে, তাবৎকাল হস্তবন্ধন ত্যাগ করিবে না । ১৪

কূর্ম্মুদ্রা-বদ্ধ হস্ত যদি পুষ্পবিযুক্ত করিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা হইলে
 গন্ধর্ব্ব—সেই পূজার ফলপ্রাপ্ত হন, পূজক তাহা প্রাপ্ত হন না । ১৫

তাহার পর “মহামায়ায়ৈ বিদ্বাহে চণ্ডিকাখ্যৈ ধীমহি ষিষো যো নঃ
 প্রচোদয়াৎ” এই গায়ত্রী দ্বারা আহ্বান করিবে । ১৬

তাহার পর “ও হ্রীং শ্রীং নমঃ” এই কথা বলিয়া লক্ষণাক্রান্ত স্নানীয়োদক
 প্রদান করিবে । ১৭

মূলমন্ত্র দ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পায়স, মোদক, শর্করা, শুভ, দধি, ক্ষীর,
 ঘৃত, নানাবিধ ফল, রক্তপুষ্প—মালা, সুবর্ণ, রজত, অতি উত্তম নৈবেদ্য, দেবীর
 আনন্দজনক পক্ষ নাগরজ্জ ফল, বহু কুম্মাণ্ড ফল, হরীতকী ফল, নাগরজ্জ মেথলা,
 বালকপ্রিয় আর আর দ্রব্য সকল, নারিকেল জল এই জল দেবীকে যত্নপূর্ব্বক
 প্রদান করিবে । ১৮-২১

দেবীকে রক্তবর্ণকৌষেয় বস্ত্র দিবে, কখন নীলবর্ণের বস্ত্র দিবে না । ২২

বকুল, নাগকেশর, কুল্ল, মন্দার, বজ্জ (ধনুহী পুষ্প অথবা ভিল পুষ্প),
 করবীর, কুরুন্ট (ঝিট), অর্কপুষ্প (আকন্দ), শাল্মলী (শিমূল), সুকোমল

মানুরপত্রং পুষ্পঞ্চ ত্রিসঙ্খ্যারক্তপর্ণকে ।
 সূমনাংসি প্রিয়াণ্যোভাস্তস্বিকাম্যশ্চ ভৈরব ॥ ২৫
 বন্ধুকং বকুলং মাধ্যং বিল্বপত্রাণি সঙ্খ্যাকম্ ।
 উত্তমং সৰ্ব্বপুষ্পেষু দ্রব্যে পায়সমোদকৌ ॥ ২৬
 মালাং বন্ধুকপুষ্পস্য শিবায়ৈ বকুলস্য বা ।
 করবীরস্য মাধ্যস্য সহস্রাণাং দদাতি যঃ ।
 স কামান্ প্রাপ্য চাভীষ্টান্ মম লোকে প্রমোদতে ॥ ২৭
 চন্দনং শীতলক্লেব কালীয়কসমম্বিতম্ ।
 অনুলেপনমুখ্যস্ত দেব্যা দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ২৮
 কর্পূরং কুঙ্কমং কুর্চং যুগনাভিঃ সুগন্ধিকম্ ।
 কালীয়কং সুগন্ধেষু দেব্যাঃ প্রীতিকরং পরম্ ॥ ২৯
 যক্ষধূপঃ প্রতীবাহঃ পিণ্ডধূপঃ সগোলকঃ ।
 অগুরুঃ সিন্ধুবারশ্চ ধূপাঃ প্রীতিকরা মতাঃ ॥ ৩০
 অঙ্গরাগেষু সিন্দুরং দেব্যাঃ প্রীতিকরং পরম্ ।
 সুগন্ধি শালিজং চাম্রং মধুমাংসসমম্বিতম্ ।
 অপূপং পায়সং ক্ষীরমন্নং দেব্যাঃ প্রশস্ততঃ ॥ ৩১
 রত্নোদকং সর্পপূরং পিণ্ডীলককুমারকৌ ।
 রোচনং পুষ্পকং দেব্যাঃ স্নানীয়ং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৩২
 ঘৃতপ্রদোপো দীপেষু প্রশস্তঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 পুষ্পাঞ্জলিভয়ং দদ্যাৎ মূলমস্ত্রেণ শোভনম্ ॥ ৩৩

দূর্বাঙ্কুর, কুশমঞ্জরী, কুশ, বন্ধুক, পদ্ম, বিল্বপত্র, রক্তপদ্ম এই সকল বস্তু দেবীর প্রিয় । ২২-২৫

হে ভৈরব ! পুষ্পের মধ্যে বন্ধুক, কুন্দ, বকুল বিল্বপত্র এইগুলি বিশেষ প্রিয় । দ্রব্যের মধ্যে পায়স ও মোদক বিশেষ প্রীতিকর । ২৬

যে ব্যক্তি সহস্র বকুল, বন্ধুক, করবীর, কুন্দপুষ্পের মালা দেবীকে প্রদান করেন, সে ব্যক্তি সকল অভীষ্ট কামনা লাভ করিয়া আমার লোকে (শিব-লোকে) আগমনপূর্বক আনন্দভোগ করেন । ২৭

কালীয়কযুক্ত চন্দন ও কুঙ্কম এই দুইটি বস্তু লেপন-দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; অন্যত্র দেবীকে ইহা যত্নপূর্বক দিবে । ২৮

কর্পূর, কুসুম পুষ্প, সুগন্ধ যুগনাভি, কালীয়, গন্ধদ্রব্যের মধ্যে এইগুলি দেবীর প্রীতিকর । ২৯

তীব্রগন্ধী যক্ষধূপ (ধূনা) সুগোল পিণ্ড ধূপ, অগুরু সিন্ধুবার এই সকল ধূপ দেবীর অভিলষিত । ৩০

অঙ্গরাগের মধ্যে সিন্দুর দেবীর আমোদজনক ; মধু মাংসযুক্ত সুগন্ধিশালি তণ্ডুলাংপন্ন, অপূপ (পিষ্টক), পায়স, ক্ষীর এই ভোজনদ্রব্যগুলি দেবীর পক্ষে প্রশস্ত । ৩১

সর্পপূর রত্নোদক, পিণ্ডীলক (ময়না), কুমার (বরুণ), রোচন, এই সকলের পুষ্পমিশ্রিত জল দেবীর স্নানীয় । ৩২

দীপের মধ্যে ঘৃতপ্রদোপই সুপ্রশস্ত । এই সকল দ্রব্য, দেবীকে প্রদান করিয়া পরে মূল মন্ত্রদ্বারা পুষ্পাঞ্জলিভয় উত্তমরূপে প্রদান করিবে । ৩৩

দন্তোপচরানখিলাশ্চৈত্যাঃ প্রপূজয়েৎ ।
 কামেশ্বরীং গুপ্তদুর্গাং বিদ্যাকন্দরবাসিনীম্ ।
 কোটেশ্বরীং দীর্ঘিকাখ্যাং প্রকটীং ভুবনেশ্বরীম্ ।
 আকাশগঙ্গাং কামাখ্যাং তথা দিকরবাসিনীম্ ।
 মাতঙ্গীং ললিতাং দুর্গাং ভৈরবীং সিদ্ধিদাং তথা ।
 বলপ্রমথিনীং চণ্ডীং চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনায়িকাং ॥ ৩৪
 উগ্রাং ভীমাং শিবাং শান্তাং জয়ন্তীং কালিকাং তথা ।
 মঙ্গলাং ভদ্রকালীঞ্চ শিবাং ধাত্রীং কপালিনীম্ ।
 স্বাহাং স্বধামপর্ণাঞ্চ পঞ্চপুষ্করিণীং তথা ॥ ৩৫
 দমনীং সর্বভূতানাং মনঃপ্রোৎসাহকারিণীম্ ।
 দমনীং সর্বভূতানাং চতুষ্ঠিঞ্চ যোগিনীঃ ॥ ৩৬*
 এতাঃ সম্পূজ্য মধ্যে তু মন্ত্ৰেণাঙ্গানি পূজয়েৎ ।
 হৃচ্ছিরস্ত শিখাবর্ণ-নেত্রবাহুপদানি চ ॥ ৩৭
 মূলমন্ত্ৰাদক্ষরৈস্তু ত্রিভিরাদঙ্গপূজনে ।
 একৈকং বর্দ্ধয়েৎ পশ্চান্নম্ন্যগ্যঙ্গৌষপূজনে ॥ ৩৮
 সিদ্ধসূত্রঞ্চ খড়্গাঞ্চ খড়্গমন্ত্ৰেণ পূজয়েৎ ।
 ততোহষ্টপত্রমধ্যে তু পূজয়েদষ্টযোগিনীঃ ॥ ৩৯
 শৈলপুত্রীং চণ্ডঘণ্টাং স্কন্দমাতরমেব চ ।
 কালরাত্রিঞ্চ পূর্বাদি চতুর্দিক্ষু প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০
 চণ্ডিকামথ কুম্ভাণ্ডীং তথা কাত্যায়নীং শুভাম্ ।
 মহাগৌরীং চাণ্ডিকোণে নৈঋত্যাदिষু পূজয়েৎ ॥ ৪১
 মহামায়াং ক্ষময়েতি মূলমন্ত্ৰেণ চাষ্টধা ।
 পূজয়েৎ পদ্যমধ্যে তু বলিদানং ততঃ পরম্ ॥ ৪২

ইত্যবসরে কামেশ্বরী বিদ্যাকন্দর-বাসিনী, গুপ্তদুর্গা, মাতঙ্গী, ললিতা, দুর্গা, সিদ্ধিদা, ভৈরবী, বলপ্রমথিনী, চণ্ডী, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, কোটী-শ্বরী, দীর্ঘিকা, উগ্রা, ভীমা, শিবা, শান্তা, জয়ন্তী, কালিকা, মঙ্গলা, ভদ্রকালী, শিবা, ধাত্রী, কপালিনী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, পঞ্চ-পুষ্করিণী, সর্বভূতদমনী, মনঃপ্রোৎসাহকারিণী—এই সকল দেবীকে পূজা করিয়া, হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র, বাহু, চরণ—মন্ত্ৰদ্বারা এই সকল অঙ্গ পূজা করিবে। ৩৪-৩৭

মূল মন্ত্ৰের প্রথম তিন অক্ষরের দ্বারা প্রথমোক্ত অঙ্গের পূজা কর্তব্য, পরে মন্ত্ৰের এক একটি অক্ষর বাড়াইয়া পর পর এক একটি অঙ্গ পূজা করিবে। ৩৮

সিদ্ধ সূত্র ও খড়্গা মূল মন্ত্ৰদ্বারা পূজা করিবে। তাহার পর পদ্যের অষ্ট-দলে অষ্ট যোগিনী পূজা করিবে। ৩৯

পূর্বাদি চতুর্দিকে শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা ও কালরাত্রির পূজা করিবে। ৪০

অগ্নিকোণাদি চতুষ্কোণে চণ্ডিকা, কুম্ভাণ্ডী, কাত্যায়নী ও মহাগৌরী এই দেবী কয়েকটিকে পূজা করিবে। ৪১

পদ্যমধ্যে “মহামায়াং নমামি” ও মূল মন্ত্ৰদ্বারা মহামায়া অর্চনা করিবে। ইহার পর বলিদান। ৪২

এবং যদা কল্পবিধানমানে:
সম্পূজ্যতে ভৈরব কামদেবী ।
তদা স্বয়ং মণ্ডলমেভ্য দেয়ং
গুহ্যতি কামঞ্চ দদাতি সম্যক্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

বলিদানং ভুতঃ পশ্চাৎ কুর্যাদ্বেব্যাঃ প্রমোদকম্ ।
মোদকৈর্গজবস্ত্রঞ্চ হবিষা তোষয়েদ্রবিম্^১ ॥ ১
তৌর্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ধরিম্^২ ।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা ॥ ২
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহাশ্চাগলাশ্চ বরাহকাঃ ।
মহিষো গোধিকাকোষা তথা নববিধা যুগাঃ ॥ ৩
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পঞ্চাননস্তথা ।
মংগ্যাঃ স্বগাত্রকৃষিরৈশ্চাফ্টধা বলয়ো মতাঃ ॥ ৪
অভাবে চ তথৈবৈবাং কদাচিদ্বয়হস্তিনৌ ।
ছাগলাঃ শরভাশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাং ।
বলির্মহাবলিরিতি বলয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৫

হে ভৈরব ! যে সময় এইরূপ কল্পাদিক্রমে কামদেবী পূজিত হন, তখন তিনি স্বয়ং মণ্ডলে আসিয়া ভক্তের দেয় পদার্থ গ্রহণ করেন এবং ভক্তের অভিলাষ সম্যক্ পূরণ করেন । ৪৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

বলিদান

ভগবান্ বলিলেন, তাহার পর দেবীর প্রমোদজনক বলি প্রদান করিবে । কেননা, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সাধক, মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃতদ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীত বাদ্যদ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিবে । ১-২

(১) পক্ষী (২) কচ্ছপ (৩) কুন্ডীর (৪) নবপ্রকার যুগ যথা—বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোধা, শশক, বায়স, চমর, কৃষ্ণসার, শশ এবং (৫) সিংহ, মংগ্য (৬) স্বগাত্র-কৃষির (৭) এবং ইহাদিগের অভাবে হয় এবং (৮) হস্তী এই আট প্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ৩-৪

ছাগল, শরভ এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অভিবলি নামে প্রসিদ্ধ । ৫

স্নাপয়িত্বা বলিং তত্র পুষ্পচন্দনধূপকৈঃ ।
 পূজয়েৎ সাধকো দেবীং বলিমস্তৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬
 উত্তরাভিমুখো ভূত্বা বলিং পূর্বমুখং তথা ।
 নিরীক্ষ্য সাধকঃ পশ্চাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৭
 বরন্তুং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাচুপস্থিতঃ ।
 প্রণমামি ভক্তঃ সর্বরূপিণং বলিরূপিণম্ ॥ ৮
 চণ্ডিকাপ্রীতিদানেন দাতুরাপঘ্নিনাশনঃ ।
 বৈষ্ণবীবলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৯
 যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।
 অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥ ১০
 ঐ° হ্রী° শ্রী° ইতি মন্ত্রেণ তং বলিং কামরূপিণম্ ।
 চিন্তয়িত্বা শ্বসেৎ পুষ্পং মুষ্ণী তস্য চ ভৈরব ॥ ১১
 ততো দেবীং সমুদ্दिশ্য কামমুদ্दिশ্য চাত্মনঃ ।
 অভিষিচ্য বলিং পশ্চাৎ করবালং প্রপূজয়েৎ ॥ ১২
 রসনা ত্বং চণ্ডিকায়াং সুরলোকপ্রসাধক ।
 ঐ° হ্রী° শ্রী° ইতি মন্ত্রেণ ধ্যাত্বা খড়্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩
 কৃষ্ণং পিনাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিণম্ ।
 উগ্রং রক্তাশ্বনয়নং রক্তমালায়ানুলেপনম্ ॥ ১৪
 রক্তাশ্বরধরং চৈকং পাশহন্তং কুটুশ্বিনম্ ।
 পীয়মানঞ্চ রুধিরং ভূজানং ক্রব্যাসংহতিম্ ॥ ১৫

পুষ্প, চন্দন এবং বন্দনদ্বারা বলিকে স্থাপিত করিয়া সাধক বারংবার বলিদানোক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিবে । ৬

সাধক, স্বয়ং উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং বলিকে পূর্বমুখ স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ করিবে । ৭

তুমি শ্রেষ্ঠ জীব, আমার ভাগ্যে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব সর্বস্বরূপ বলিরূপী তোমাকে আমি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি । ৮

হে বলে ! তুমি চণ্ডিকার প্রীতি উৎপাদন করিয়া দাতার অপং সকল বিনাশ কর, বৈষ্ণবীর বলিরূপী তোমাকে নমস্কার । ৯

ব্রহ্মা, স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত সকল প্রকার বলির সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করি, এই জন্মে যজ্ঞে পশুবধ হিংসার মধ্যে গণ্য নয় । ১০

হে ভৈরব ! সেই বলিকে কামরূপী চিন্তা করিয়া ও ঐ° হ্রী° শ্রী° এই মন্ত্র দ্বারা তাহার মস্তকে পুষ্পদান করিবে । ১১

তাহার পর দেবীর উদ্দেশে আপনার কামনা নির্দেশ করিয়া বলিকে অভিষিক্ত করিয়া করবালের পূজা করিবে । ১২

হে খড়্গ ! তুমি চণ্ডিকার রসনাস্বরূপ এবং সুরলোকের সাধক এই বলিয়া ধ্যান করিয়া ও ঐ° হ্রী° শ্রী° এই মন্ত্রদ্বারা খড়্গকে পূজা করিবে । ১৩

তাহার পর কালরাত্রিস্বরূপ উগ্রমূর্তি রক্তাশ্ব রক্তনয়ন রক্তমালায়ানুলেপন রক্তবস্ত্রধর পাশহন্ত স্কটুশ্ব রুধিরপায়ী মাংসভোজী কৃষ্ণবর্ণ পিনাকীপাণিরও পূজা করিবে । ১৪-১৫

অসিবিংশসনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ ।
 শ্রীগর্ভো^১ বিজয়শৈবঃ ষষ্ঠ্যপাল নমোহস্তু তে ॥ ১৬
 পূজয়িত্বা ততঃ খড়্গং ওঁ আঁ হ্রীং ফড়্টিতি মন্ত্রকৈঃ ।
 গৃহীত্বা বিমলং খড়্গং ছেদয়েন্নলিমুক্তমম্ ॥ ১৭
 ততো বলীনাং রুধিরং তোয়সৈন্ধবসংফলৈঃ ।
 মধুভির্গন্ধপুষ্পৈশ্চ অধিবাস্য প্রযত্নতঃ ।
 ওঁ ঐ^২ হ্রী^৩ শ্রী^৪ কৌশিকীতি রুধিরং দাপয়ামি তে ॥ ১৮
 স্থানে নিয়োজয়েদ্রস্তং শিরশ্চ সপ্রদীপকম্ ॥ ১৯
 এবং দস্তা বলিং পূর্ণং ফলং প্রাপ্নোতি সাধকঃ ॥ ২০
 হীনং শ্যাদীনতামূলং নিষ্ফলং শ্যাদিপৰ্য্যায়ং ॥ ২১
 বলিদানে তু দুর্গায়্য অশ্রুত্রাপি বিধিঃ সদা ।
 অয়মেব প্রযোক্তব্যঃ সন্তির্বেতালভৈরবো ॥ ২২
 জপং সমারভেৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ববদ্যানমাশ্রিতঃ ॥ ২৩
 হস্তেন ব্রজমাদায় চিস্তয়েন্নানসা শিবাম্ ॥ ২৪
 চিস্তয়িত্বা গুরুং মূর্দ্ধি যথা বর্ণাদিকং ভবেৎ ।
 মন্ত্রঞ্চ কণ্ঠতো ধাত্বা সিতবর্ণং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৫
 মহামায়াক্ষ হৃদয়ে আদ্যানং গুরুপাদয়োঃ ।
 আচক্ষেত ততঃ পশ্চাদ্গুরোর্মন্ত্রস্য চাত্মনঃ ॥ ২৬
 দেব্যাশ্চাপোকতাং ধাত্বা সুষুম্নাবর্জনা ভতঃ ।
 তত্ত্বম্বরূপমেকান্ত যট্টচক্রং প্রতি লব্ধয়েৎ ॥ ২৭

হে খড়্গা । তোমার নাম অসি, বিশসন, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় এবং ষষ্ঠ্যপাল, তোমাকে নমস্কার করি । ১৬

তাহার পর আঁং হ্রীং ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গকে পূজা করিয়া সেই বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলিছেদ করিবে । ১৭

তাহার পর ছিন্ন বলির রুধির—জল, সৈন্ধব, সুম্বাহ ফল, মধু, গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা সুবাসিত করিয়া ওঁ ঐ^২ হ্রী^৩ শ্রী^৪ কৌশিকি এই রুধির দ্বারা প্রীতিলভ কর, এই মন্ত্র বলিয়া যথা স্থানে রুধির নিক্ষেপ করিয়া ছিন্ন মস্তকের উপর প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবে, এইরূপে সাধক, বলির পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে । ১৮-২০

কোন বিষয় ন্যূনতা হইলে ফলেরও ন্যূনতা হয় এবং বিপর্য্যয় হইলে কর্ম একবারে নিষ্ফল হয় । ২১

হে বেতাল ও ভৈরব । দুর্গার সকল প্রকার বলিদানে এই একই বিধি জানিবে এবং পণ্ডিতগণ ইহারই অনুষ্ঠান করিবেন । ২২

তাহার পর পূর্ব্বের মত ধ্যানতৎপর হইয়া জপ আরম্ভ করিবে । হস্তে মালা গ্রহণ করিয়া মনে মনে দুর্গাদেবীর চিন্তা করিবে । ২৩-২৪

গুরুবর্ণাদি যেরূপ হইবে, সেইরূপে গুরুকে মন্তকে চিন্তা করিবে, কণ্ঠে পীতবর্ণ হিরণ্ময় মন্ত্রের ধ্যান করিবে । ২৫

হৃদয়ে মহামায়ার ধ্যান করিবে এবং আপনাকে গুরুপদে বলীন বিবেচনা করিবে । ২৬

১। শ্রীগর্ভো—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যট্চক্রেহপি মহামায়াং ক্ষণং ধ্যাভ্য প্রবৃত্ততঃ ।
 লব্ধেয়মূলমাত্রেণ বাদিবোড়শচক্রকম্ ॥ ২৮
 আদিবোড়শচক্রস্থানং সাধকানন্দকারিণীম্ ।
 চিন্তয়ন্ সাধকো দেবীং জপকৰ্ম্ম সমারভেৎ ॥ ২৯
 জুবোরূপরি নাড়ীনাং ত্রয়াণাং প্রাপ্ত উচ্যতে ।
 তৎপ্রাপ্তং ত্রিগুণস্থানং যট্চকোণং চতুরঙ্গুলম্ ।
 রক্তবর্ণস্ত যোগজৈরাজ্যচক্রমিতীৰ্য্যতে ॥ ৩০
 কণ্ঠে ত্রয়াণাং নাড়ীনাং বেষ্ঠনং বিদ্যতে নৃণাম্ ॥ ৩১
 সুকুম্ভেভ্যাপিজ্জলানাং যট্চকোণং তৎষড়ঙ্গুলম্ ।
 তৎযট্চক্রমিতি প্রোক্তং শুক্লং কণ্ঠস্থ মধ্যগম্ ॥ ৩২
 ত্রয়াণামথ নাড়ীনাং হৃদয়ে চৈকতা ভবেৎ ।
 তৎস্থানং বোড়শারং স্যাদ্ সপ্তাঙ্গুলপ্রমাণতঃ ॥ ৩৩
 তৎপ্রযুক্তং তু যোগজৈরাদিবোড়শচক্রকম্ ।
 ধ্যানানামথ মন্ত্রাণাং চিন্তনস্য জপস্য চ ।
 যস্মাদানন্ত হৃদয়ং ভাস্মানাদীতি গদ্যতে ॥ ৩৪
 জপাদৌ পূজয়েন্মালাং তৌরৈরভ্যক্ষ্য যত্নতঃ ।
 নিধায় মণ্ডলস্তম্ভঃ সবাহস্তগতাক্ষ বা ॥ ৩৫
 ও^৩ মালে মালে মহামায়ে সৰ্ব্বশক্তিস্বরূপিণি ।
 চতুর্বর্ণত্বয়ি শ্রুত্বস্তস্মান্মৈ সিদ্ধিদা ভব ॥ ৩৬

তাহার পর সুমুদ্রা-পথ দিয়া গুরু, মন্ত্র, আত্মা এবং দেবীর একতা চিন্তা করিবে। তাহার পর তত্ত্বরূপ একটি যট্চক্রেকে আশ্রয় করিবে। ২৭

বিচক্ষণ সাধক এই যট্চক্রেও ক্ষণকাল মহামায়ার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র, আদি বোড়শচক্রে আশ্রয় করিবে। ২৮

আদি-বোড়শ চক্র-স্থিত, সাধকদিগের আনন্দকারিণী দেবীকে চিন্তা করিয়া সাধক জপকৰ্ম্ম আরম্ভ করিবে। ২৯

জর উপরিভাগ নাড়ীত্রয়ের প্রান্তভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই প্রান্তভাগ ত্রিগুণ যট্চকোণ এবং চতুরাঙ্গুলপরিমিত। রক্ত-চন্দন-যোগজ ব্যক্তিগণ এই স্থানকে আজ্যচক্র বলিয়া অভিহিত করেন। ৩০

মনুজদিগের কণ্ঠে সুমুদ্রা, ইড়া ও পিজ্জলা এই নাড়ীত্রয়ের ষড়ঙ্গুলপরিমিত যট্চকোণ, একটি বেষ্ঠন আছে। উহাও একটি যট্চক্র, উহা কণ্ঠের মধ্যস্থিত এবং শুক্লবর্ণ। ৩১-৩২

হৃদয়ে তিনটি নাড়ীর একত্র মিলন হইয়াছে, এই স্থান সপ্তাঙ্গুল প্রমাণ এবং বোড়শার নামে বিখ্যাত। ৩৩

যোগজ পণ্ডিতগণ এই আদি বোড়শচক্রে পীতবর্ণ বলিয়া নির্দেশ করেন। যেহেতু ধ্যান, মন্ত্র-চিন্তনের এবং জপের হৃদয় আদ্য স্থান, এই নিমিত্ত হৃদয় আদি নামে অভিহিত হয়। ৩৪

জপের প্রথমে জল দ্বারা যত্নপূর্বক মালা ধৌত করিয়া মণ্ডলের মধ্যে অথবা বামহস্তে দক্ষা করিয়া তাহার পূজা করিবে। ৩৫

হে মালে। তুমি মহামায়া সৰ্ব্বশক্তিস্বরূপা, তোমাতে চতুর্বর্ণ শ্রুত হই-
 য়াছে, তুমি আমার সিদ্ধিদাদা হও। ৩৬

পূজয়িত্বা ততো মালাং গৃহীয়াদক্ষিণে করে ।
 মধ্যমায়া মধ্যভাগে বর্জয়িত্বা তর্জনীম্ ।
 অনামিকাকনিষ্ঠাভাং সূতায়া নম্রভাগতঃ ।
 স্থাপয়িত্বা তত্র মালামুষ্ঠাগ্রাণে তদগভম্ ।
 প্রত্যেকং বীজমাণায় জপাদ্ব্যুর্ধ্বেন ভৈরব ॥ ৩৭
 প্রতিবারং পঠেন্নম্রং শনৈরোষ্ঠঞ্চ চালয়েৎ ¹ ।
 মালাবীজন্ত জপব্যং স্পৃশেন্নহি পরস্পরম্ ॥ ৩৮
 পূর্বজাপপ্রযুক্তেন নৈবানুষ্ঠেন ভৈরব ।
 পূর্ববীজং জপন্ যন্ত পরবীজঞ্চ সংস্পৃশেৎ ।
 অনুষ্ঠেন ভবেৎ তস্য নিষ্ফলস্তস্য তজ্জপঃ ॥ ৩৯
 মালাং স্বহৃদয়াসম্নে ধৃত্বা দক্ষিণপাণিনা ।
 দেবীং বিচিন্তয়ন্ জপ্যং কুর্যাদ্ব্যামেন ন স্পৃশেৎ ॥ ৪০
 স্ফটিকেক্সাক্ষরদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীবসমুত্তবৈঃ ।
 সর্বগমণিভিঃ সমাক্ প্রবালৈরথবাঙ্কজৈঃ ।
 অক্ষমালা তু কর্তব্যা দেবীপ্রীতিকরী পরা ।
 জপেতুপাংশু সততং কুশগ্রন্থাথ পাণিনা ॥ ৪১
 মালাবীজেষু সর্বেষু রুদ্রাক্ষৈঃ মৎপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ।
 রুদ্রপ্রীতিকরী যস্মাৎ তেন রুদ্রাক্ষরোচনৌ ॥ ৪২
 প্রবালৈরথবা কুর্যাদফটাবিশ্ণুশ্রীতিবীজকৈঃ ।
 পঞ্চপঞ্চাশতা বাপি ন নূনৈরধিকৈশ্চ বা ॥ ৪৩
 রুদ্রাক্ষৈর্যদি জপ্যেত ইক্ষাক্ষৈঃ স্ফটিকৈস্তথা ।
 নাশ্চ মধ্যে প্রযোক্তব্যং পুত্রজীবাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪৪

হে ভৈরব ! এইরূপে মালায় পূজা করিয়া দক্ষিণ হস্তে তর্জনী ত্যাগ করিয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠার সহিত মিলিত মধ্যমার মধ্যভাগে ঐ মালা গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে মালা ধারণ করিয়া এক একটি বীজ স্পর্শ করিয়া জপ করিবে । ৩৭

প্রতিবার ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ করিবে ; ওষ্ঠ চালিত করিবে না, মালায় এক একটি বীজ গণনা করিয়া জপ করিবে, একদা উভয় বীজ স্পর্শ করিবে না । ৩৮

হে ভৈরব ! পূর্ব জপে প্রযুক্ত অনুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা পূর্ববীজ জপ করত পর বীজ স্পর্শ করিবে না, ঐরূপ করিলে তাহার সেই জপ নিষ্ফল হইবে । ৩৯

যে ব্যক্তি মালাকে হৃদয়ের সম্মিলিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধারণপূর্বক দেবীকে চিন্তা করত জপ করে, তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না । ৪০

স্ফটিক, ইক্ষাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, পুত্রজীব-সমুত্তব বীজ, সূবর্ণ, মণি, প্রবাল অথবা পদ্মের বীজ—ইহার একতরের দ্বারা দেবীর পরম প্রীতিকর অক্ষমালা নির্মাণ করিবে । কুশ-গ্রন্থযুক্ত হস্তদ্বারা সর্বদা অনুচ্চ স্বরে জপ করিবে । ৪১

সমুদয় মালাবীজের মধ্যে রুদ্রাক্ষ আমার প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয় ; যেহেতু রুদ্রের প্রীতি উৎপাদন করে, এই জন্ত উহার নাম রুদ্রাক্ষ । ৪২

প্রবালের অফটাবিশ্ণুশ্রীতি বা পঞ্চপঞ্চাশ বীজদ্বারা মালা রচনা করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক বা নূন সংখ্যা দ্বারা করিবে না । ৪৩

১। ন চালয়েৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যদাশ্বং তু প্রযজ্যেত মালায়াং জপকৰ্ম্মণি ।
 তস্য কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ দদাতি ন প্রিয়ঙ্করী ॥ ৪৫
 মিশ্রীভাবং ততো যাতি চাণ্ডালৈঃ পাপকৰ্ম্মভিঃ ।
 জন্মান্তরে জায়তে স বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৪৬
 একো মেরুস্তত্র দেয়ঃ সর্কেভ্যঃ স্থূলসম্ভবঃ ।
 আদ্যং স্থূলং ততস্তন্মাং নুনং নুনতরং তথা ॥ ৪৭
 বিষ্ণুসেৎ ক্রমতস্তন্মাং সর্পাকারী হি সা যতঃ ।
 ব্রহ্মগ্রস্থিযুতং কুর্যাৎ প্রতিবীজং যথাস্থিতম্ ॥ ৪৮
 অথবা গ্রস্থিরহিতং দৃঢ়রজ্জু-সমন্বিতম্ ।
 দ্বিরাবৃত্ত্যাথ মধ্যেন চার্দ্রাবৃত্ত্যন্তদেশতঃ ।
 গ্রস্থিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স ব্রহ্মগ্রস্থিসংজ্ঞকঃ ॥ ৪৯
 আশ্বনা যোজয়েন্মালাং নামস্তো যোজয়েন্নরঃ ।
 দৃঢ়ং সুত্রং নিযুক্তো জপে ক্রটীতি নো যথা ॥ ৫০
 যথা হস্তান চ্যবেত জপতঃ শ্রক্ তথাচরেৎ ।
 হস্তচ্যুতায়াম্ বিঘ্নং স্যাচ্ছিন্নায়াম্ মরণং ভবেৎ ॥ ৫১
 এবং যঃ কুরুতে মালাং জপঞ্চ জপকোবিদঃ ।
 স প্রাপ্নোতীশ্নিতং কামং হীনে স্যাৎ তু বিপর্যায়ঃ ॥ ৫২
 অগ্ৰতাপি জপেন্মালাং জপ্যং দেবমনোহরম্ ।
 তাদৃশঃ সাধকঃ কুর্যাৎলাগ্য়থা তু কদাচন ॥ ৫৩

রুদ্রাক্ষ, ইল্লাক্ষ, বা স্ফটিক দ্বারা যদি জপমালা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে
 উহার মধ্যে পুত্রপৌত্রাদি অশু কিছু মিশ্রিত করিবে না । ৪৪

জপকৰ্ম্মে মালার মধ্যে যদি অশু কিছু মিশ্রিত করে, তাহা হইলে প্রিয়ঙ্করী
 দেবী তাহাকে কাম বা মোক্ষ দান করেন না । ৪৫

সে জন্মান্তরে বেদবেদাঙ্গ-পারগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে ; কিন্তু পরে পাপ-
 কৰ্ম্মবশে চণ্ডালদিগের সহিত মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় । ৪৬

মালার মূলে একটি পূর্বাপেক্ষা স্থূলবীজ গ্রহণ করিবে, তাহার পর ক্রমশঃ
 অপেক্ষাকৃত কৃশ বীজের বিষ্ণাস করিবে । ৪৭

এইরূপ ক্রমে মালা নির্মাণ করিবে, যাহাতে সেটি একটি সর্পাকারে পরিণত
 হয় । প্রতিবীজ যথাস্থিত ব্রহ্মগ্রস্থি-যুক্ত করিবে । ৪৮

গ্রস্থিশূন্য দৃঢ় রজ্জু যুক্ত করিবে । যে গ্রস্থির মধ্যদেশে দ্বিরাবৃত্তি, অন্তদেশে
 অর্দ্ধাবৃত্তি এবং দক্ষিণাবর্ত্ত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মগ্রস্থি । ৪৯

মালা ধ্বংস যোজিত করিবে, মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া যোজনা করিবে না ।
 এরূপ দৃঢ় সুত্রের যোজনা করিবে যাহাতে জপ করিতে ক্রটিত না হয় । ৫০

এইরূপ দৃঢ় করিয়া মালা ধরিবে, যাহাতে জপ করিতে করিতে হস্ত হইতে
 চ্যুত না হয় । মালা হস্ত হইতে চ্যুত হইলে বিঘ্ন হয় এবং ছিন্ন হইলে মরণ হয় । ৫১

আমার কথানুসারে যে ব্যক্তি মালা প্রস্তুত করে এবং জপ করে, তাহার
 অভীষিত সিদ্ধ হয় ; কোন বিষয়ে হীন হইলে বিপরীত ফল হয় । ৫২

অশু সময়েও অভীষিত দেবকে স্মরণ করিয়া মালা জপ করিবে । পূর্বো
 যেক্রপ উপদেশ করা গেল, সাধক, তদনুসারেই জপ করিবে ; কখনও অগুরুপ
 করিবে না । ৫৩

যথাশক্তি জপং কুর্যাৎ সংখ্যায়ৈব প্রযত্নতঃ ।
 অসংখ্যাতঞ্চ যজ্ঞপুং তস্য তন্নিফলং ভবেৎ ॥ ৫৪
 জপ্তা মালাং শিরোদেশে প্রাণস্থানেহথ বা শ্যসেৎ ।
 স্তুতিপাঠং ততঃ কুর্যাদিষ্টং কামং নিবেদ্য চ ॥ ৫৫
 স্তুতিশ্চাপি মহামন্ত্রং সাধনং সর্বকৰ্মণাম্ ।
 বক্ষ্যে যুবাং মহাভাগৌ সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৫৬
 সৰ্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সৰ্বার্থসাধিকে ।
 শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোহস্ত তে ॥ ৫৭
 সপ্তধাবৰ্ত্তনং কৃত্বা স্তুতিমেনাং চ সাধকঃ ।
 পঞ্চপ্রণামান্ কৃত্বাথ ঐং হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রকৈঃ ।
 অগ্নেমাং পুরভৈশ্চৈব অধিকং বা যথেষ্টয়া ॥ ৫৮
 যোনিমুদ্রাং ততঃ পশ্চাদ্ধর্শ্বিত্বা বিসৰ্জয়েৎ ॥ ৫৯
 ধৌ পাণী প্রসূতীকৃত্য কৃত্বা চোত্তানমঞ্জলিম্ ।
 অঙ্কুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং শ্যস্ত কনিষ্ঠাগ্রদ্বয়োস্ততঃ ॥ ৬০
 অনামিকায়াং বামস্য তৎকনিষ্ঠাং পুরো শ্যসেৎ ।
 দক্ষিণস্থানামিকায়াং কনিষ্ঠাং দক্ষিণস্য চ ॥ ৬১
 অনামিকায়াঃ পৃষ্ঠে তু মধ্যমে দ্বৈ নিবেশয়েৎ ।
 দ্বৈ তজ্জ্যং কনিষ্ঠাগ্রে ভদ্রাগ্রৈশ্চৈব যোজয়েৎ ॥ ৬২
 যোনিমুদ্রা সমাখ্যাতা দেব্যাঃ প্রীতিকরী মতা ॥ ৬৩

যথাশক্তি সংখ্যাপূর্বক যত্ন করিয়া জপ করিবে, সংখ্যাহীন জপ নিফল হয় ।

৫৪

জপ সমাপন করিয়া মালা শিরোদেশে অথবা উচ্চ স্থানে স্থাপন করিবে ।
 তাহার পর আপনার মনোগতভাব নিবেদন করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে । ৫৫

স্তুতি একটি মহামন্ত্র সর্বকর্মের সাধক । হে মহাভাগবদয় ! তোমাদের
 দুজনকে সেই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক স্তুতির কথা বলিতেছি । ৫৬

হে সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে । হে সর্বার্থসাধিকে । হে শরণ্যে ! ত্র্যম্বকে !
 গৌরবর্ণে ! নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার করি । ৫৭

সাধক এই স্তুতি পাঠ করত সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিবে । তাহার পর ঐং
 হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র দ্বারা পাঁচবার প্রাণায়াম করিবে, অথবা অন্য কার্যের পরে
 আপনার ইচ্ছায় অধিকবারও প্রাণায়াম করিতে পারে । ৫৮

তাহার পর যোনিমুদ্রা দেখাইয়া বিসর্জন করিবে । ৫৯

দুইটি হস্ততল বিস্তার করিয়া উর্দ্ধদিকে অঞ্জলি করিবে । দুই কনিষ্ঠার
 অগ্রভাগে দুইটি অঙ্কুষ্ঠের অগ্র সংযোজিত করিবে । ৬০

বাম হস্তের অনামিকার সম্মুখে তাহার কনিষ্ঠার বিস্তার করিবে, এইরূপ
 দক্ষিণ হস্তের অনামিকার সম্মুখভাগে তাহার কনিষ্ঠার বিস্তার করিবে । ৬১

দুই হস্তের দুইটি তজ্জ্যং কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত যুক্ত
 করিবে । ৬২

এইরূপ করিলে একটি যোনিমুদ্রা হইবে, এই যোনিমুদ্রা দেবীর অতিশয়
 প্রীতিকরী । ৬৩

ত্রিবারং দর্শয়েৎ তাস্ত মূলমন্ত্ৰেণ সাধকঃ ।
 তাং মুদ্রাং শিরসি স্ত্য মণ্ডলং বিশ্বেসেৎ ততঃ ॥ ৬৪
 ঐশাণ্যামগ্রহস্তেন দ্বারপদ্ম-বিবৰ্জিতম্ ॥ ৬৫
 তত্র নত্বা রক্তচণ্ডাং হ্রীং শ্রীমন্ত্ৰেণ সাধকঃ ।
 রক্তচণ্ডায়ৈ নম ইতি নির্মাণ্যং তত্র নিক্ষিপেৎ ॥ ৬৬
 উদকে তরুমূলে বা নির্মাণ্যং তত্র সন্ত্যজ্ঞেৎ ।
 এবং যঃ পূজয়েদেবীং বিধানেন শিবাং নরঃ ।
 সোহচিরেণ লভেৎ কামান্ সৰ্বানেন মনোগতান্ ॥ ৬৭
 অর্দ্ধলক্ষজপং জপ্ত্বা প্রথমং চৈব সাধকঃ ।
 পুরশ্চরেষিণেষেণ নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥ ৬৮
 কুণ্ডং মণ্ডলবৎ কৃত্বা চাষ্টম্যাং সমুপোষিতঃ ।
 নবম্যাং গুরুপক্ষ্য রজোভিঃ পঞ্চভির্নরঃ ।
 পূর্ববন্দ্যমণ্ডলং কৃত্বা গুরুপিত্রোশ্চ সন্নিধৌ ॥ ৬৯
 অনৈনৈব বিধানেন পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাম্ ।
 সহিতৈবিল্পপত্রৈশ্চ অষ্টোত্তরশতত্ৰয়ম্ ।
 তিলৈর্হোমং চরেৎ তস্যাং সহস্রজিতম্ জপেৎ ॥ ৭০
 নৈবেদ্যং গন্ধপুষ্পে চ বস্ত্রং দদ্যাচ্চ যৎ প্রিয়ম্ ।
 পূর্বোক্তকামদপ্যাস্তৈ প্রদদ্যাৎ পায়সং তথা ॥ ৭১
 পূজাবসানে দেয়ং স্যাৎ তজ্জাতীয়ং বলিভয়ম্ ।
 সিন্দুরং স্বর্ণরত্নানি যদ্যৎ স্ত্রীণাং বিভূষণম্ ।
 নিবেদয়েদ্ যথাশক্ত্যা পুষ্পমালাঞ্চ ভূরিশঃ ॥ ৭২

সাধক প্রতিমার সম্মুখে তিনবার যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। ঐ মুদ্রা মন্তকে স্থাপিত করিয়া পরে মণ্ডলের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। ৬৪

তাহার পর দ্বারপদ্ম পরিচ্যাগ করিয়া ঈশানকোণে ঐ যোনিমুদ্রার অগ্রভাগ করিয়া সেই স্থানে রক্তচণ্ডাকে নমস্কার করিবে। ৬৫

তদনন্তর সাধক হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক রক্তচণ্ডায়ৈ নমঃ এই বাল্য নির্মাণ্য নিক্ষেপ করিবে। ৬৬

তাহার পর জলেই হউক, অথবা বৃক্ষমূলেই হউক, নির্মাণ্যের বিতাস করিবে। এইরূপ বিধানে যে মনুষ্য সেই মঙ্গলদায়িনী দেবীর পূজা করে, সে সর্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬৭

সাধক, প্রথমে অর্দ্ধ লক্ষ জপ করিয়া বিশেষ নৈবেদ্য দান করিয়া পুরশ্চরণ করিবে। ৬৮

গুরুপক্ষে অষ্টমীর দিবস উপবাস করিয়া মণ্ডল তুল্য একটি কুণ্ড করিবে। নবমীর দিবস পঞ্চবর্ণের গুড়ি দিয়া পিতা এবং গুরুকে নিকটে রাখিয়া পূর্বের স্ত্যায় একটি মণ্ডল করিবে। ৬৯

পূর্বোক্ত বিধানে চণ্ডিকা দেবীর পূজা করিয়া বিল্পপত্র সহিত তিলের দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার হোম করিয়া তিন সহস্রবার জপ করিবে। ৭০

নৈবেদ্য, গন্ধপুষ্প, প্রিয়বস্ত্র, পূর্বোক্ত অগ্ন্যাদি বস্তু এবং পায়স দেবীকে দান করিবে। ৭১

পূজার অবসানে ত্রিজাতীয় তিনটি বলি প্রদান করিবে। তাহার পর

মহাশক্ত্যং সশাল্যম্নং গব্যব্যাঞ্জনসংযুক্তম্ ।
 দেব্যা নবম্যাং সম্পূর্ণং বলিং দদ্যাদ্ যুভাদিভিঃ ॥ ৭৩
 দক্ষিণাং গুরুবে দদ্যাৎ সুবর্ণং গাং তথা তিলম্ ॥ ৭৪
 অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ সাবদ্যং কিতবং তথা ।
 ক্রিয়াহীনমকল্পজং বামনং গুরুনিন্দকম্ ।
 সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং মন্ত্ৰেণ বজ্জ'য়েৎ ॥ ৭৫
 গুরুশ্রুতমূলং শ্রামূলশুদ্ধৌ তদুদগাতম্ ।
 সফলং জায়তে মন্ত্ৰান্নস্তং মৃত্যুং পরীক্ষয়েৎ ॥ ৭৬
 শাঠ্যাং ক্রোধাত্ত্বং মোহাদ্ভা নাসম্মত্যা গুরোর্মুখাৎ ।
 কল্পেয় দুষ্টি, বা মন্ত্ৰং গুরু'য়াচ্ছন্নাতথ বা ॥ ৭৭
 স মন্ত্ৰস্তেষ্মপাপেন ভামিষ্মৈ নরকে নরঃ ।
 মন্বন্তরত্রয়ং স্থিত্বা পাপমোনিম্ম জায়তে ॥ ৭৮
 শঠে ক্রুরে চ মূর্খে চ চ্ছদ্যকাংবিণ্যভক্তিকে ।
 মন্ত্ৰং ন দৃষিতে দদ্যাৎ সুবীজং বিপিনে তথা ॥ ৭৯
 লক্ষ্ণে সাধয়েৎ কামং পুরশ্চরণপূর্বকম্ ।
 পাপক্ষয়ো ভবেদ্ মন্ত্ৰাং পুরশ্চরণকর্মণা ॥ ৮০
 লক্ষদ্বয়েন মন্ত্ৰস্তা জপেন নরসত্তমৌ ।
 ত্রিসম্ভ্যাসু প্রতিদিনং বীজসম্মাত'কেন চ ।
 কবিবাগ্নী পণ্ডিতশ্চ যশস্বী চ প্রজায়তে ॥ ৮১
 সাধকঃ সাধকশ্রেষ্ঠ পূজাস্থানন্ততঃ শূন ॥ ৮২

সিন্দূর, স্বর্ণ, রত্নাদি স্ত্রীদিগের ভূষণ সকল এবং শক্তি অনুসারে ভূরি পরিমাণে পুষ্পমালা প্রদান করিবে । ৭২

নবমীর দিবস শালি অন্ন সহিত মহাশক্ত্যং, ব্যঞ্জনযুক্ত দ্রব্য এবং সন্ধ্যাকালে ঘূতের সহিত বলি দেবীকে দান করিবে । ৭৩

গুরুকে সুবর্ণ, গাভী এবং তিল দক্ষিণা দান করিবে । ৭৪

অভিশপ্ত, অপুত্র, নিন্দনীয়, ক্রিয়াহীন, অকল্পজ, বামন, গুরুনিন্দক, এবং সর্বদা মৎসরযুক্ত এইরূপ গুরুর নিকট মন্ত্ৰ গ্রহণ করিবে না । ৭৫

গুরু,—মন্ত্ৰের মূল, যেহেতু মূল শুদ্ধ হইলে তৎসম্বন্ধীয় অঙ্গ সকল সফল হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে যতপূর্বক পরীক্ষা করিবে । ৭৬

শাস্ত্রে কোন একটি ভাল মন্ত্ৰ দেখিয়া তাহা শাঠ্যাদ্বারা, ক্রোধ-প্রদর্শনপূর্বক মোহ উৎপাদন করিয়া, সম্পত্তির লোভ দেখাইয়া, অথবা ছলনাপূর্বক গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিবে না । ৭৭

সেই-মন্ত্ৰ-চৌর্য্য-রূপ পাপে মনুষ্য মন্বন্তর-ত্রয় নরকে বাস করিয়া পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । ৭৮

যেমন নিবিড় অরণ্য মধ্যে সূর্য্যের বীজ বপন অনুচিত, সেইরূপ শঠ, ক্রুর, মূর্খ, ছলনাকারী, অভক্ত এবং দূষিত ব্যক্তিকে মন্ত্ৰ দান করা উচিত নয় । ৭৯

পুরশ্চরণপূর্বক একলক্ষবার মন্ত্ৰ জপ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; কারণ পুরশ্চরণ কার্য্য দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয় । ৮০

হে নরশ্রেষ্ঠমম্ব ! প্রতিদিন ত্রিসম্ভ্যাসু বীজসংপুট করিয়া দ্বিলক্ষ বার মন্ত্ৰ জপ করিলে মনুষ্য—কবি, বাগ্মী, পণ্ডিত এবং যশস্বী হয় । ৮১

যত্র যত্র নরঃ পূজাং নির্জনে কুরুতে চ যঃ ।
 তত্শাদস্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ॥ ৮৩
 শিলা প্রশস্তা পূজায়াং স্থিতিলং নির্জনং তথা ।
 জপশোপাংস্ত সৰ্বেষামুত্তমঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৮৪
 অন্তর্চিন্ মহামায়াং পূজয়েৎ তু কদাচন ।
 অবশ্যস্ত স্মরেন্নরঃ যোহতিভক্তিযুক্তো নরঃ ॥ ৮৫
 দন্তরস্তে সমুৎপন্নে স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে ।
 সৰ্বেষামেব মন্ত্রাণাং স্মরণান্নরকং ব্রজেৎ ॥ ৮৬
 জানুর্দ্ধে ক্ষতজে জাতে নিত্যং কৰ্ম্ম ন চাচরেৎ ।
 নৈমিত্তিকঞ্চ তদধঃ শ্রবদ্রস্তো ন চাচরেৎ ॥ ৮৭
 সূতকে চ সমুৎপন্নে ক্ষুরকৰ্ম্মণি মৈথুনে ।
 ধুমোদগারে তথা বাস্তুে নিত্যকৰ্ম্মাণি সন্ত্যজেৎ ॥ ৮৮
 দ্রব্যে ভূক্তে জজীর্ণে চ ন বৈ ভুক্ত্য চ কিঞ্চন ।
 কৰ্ম্ম কুর্য্যাম্নরো নিত্যং সূতকে মৃতকে তথা ॥ ৮৯
 পত্রং পুষ্পঞ্চ তাষ্মদলং ভেষজভেন কল্লিতম্ ।
 কণাদিপিপ্লল্যন্তঞ্চ ফলং ভুক্ত্য ন চাচরেৎ ॥ ৯০
 জলস্থাপি নরশ্রেষ্ঠে ভোজনান্তেষজাদতে ।
 নিত্যক্রিয়া নিবৰ্ত্তেত সহ নৈমিত্তিকৈঃ সদা ॥ ৯১

হে সাধকদ্বয়! ইহার পর সাধকদিগের শ্রেষ্ঠ পূজা-স্থান শ্রবণ কর । ৮২
 যে মনুষ্য, যে কোনরূপ নির্জন স্থানে পূজা করে, দেবী স্বয়ং তাহার দত্ত
 পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল গ্রহণ করেন । ৮৩

পূজা বিষয়ে শিলা, স্থণ্ডিল এবং নির্জনে স্থান—সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং
 সকল প্রকার জপের মধ্যে উপাংস্ত জপই সর্ব প্রধান বলিয়া পরিকীর্তিত
 হইয়াছে । ৮৪

অন্তর্চিন্ মনুষ্য, কদাপি মহামায়ার পূজা করিবে না । কিন্তু তাহার অন্তরে
 যদি ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য মন্ত্রের স্মরণ করিতে পারে । ৮৫

দন্ত হইতে রক্ত নির্গত হইলে স্মরণ নিষিদ্ধ । ঐ অবস্থায় কোন প্রকার
 মন্ত্রের স্মরণ করিলেই নরকে গতি হয় । ৮৬

জানুর উর্দ্ধে ক্ষত হইলে কখনও নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না ; জানুর
 অধোদেশে যদি রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে
 না । ৮৭

ক্ষৌরকর্ম্ম বা মৈথুনে লোম বা কেশ হইতে রক্ত বিগলিত হইলে ধুমোদার
 অর্ধাং চৌয়া-ঢেকুর উঠিলে বা বমন হইলে নিত্যকর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিবে ।
 ৮৮

কোন দ্রব্য ভোজন করিয়া জজীর্ণ হইলে অথবা কোন বস্তু ভোজন করিয়া
 —মনুষ্য নিত্য কর্ম্ম করিবে না । জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলেও নিত্য-
 কর্ম্মের পরিত্যাগ করিবে । ৮৯

হে নরশ্রেষ্ঠ । পত্র, পুষ্প এবং তাষ্মদল যাহা ঔষধরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে,
 সেই ঔষধ ভিন্ন যে কোন দ্রব্য, ফল অথবা জলও ভোজন করিয়া কোন নিত্য
 বা নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না । ৯০-৯১

জলৌকাং গৃতপাদঞ্চ কৃমিগণপদাদিকম্ ।
 কামাদ্বৈতেন সংস্পৃশ্য নিত্যকৰ্ম্মাণি সৃশ্যজ্ঞে ॥ ১২
 বিশেষতঃ শিবপূজাং প্রমীতপিতৃকো নরঃ ।
 যাবৎসরপর্য্যন্তং মনসাপি ন চাচরেৎ ॥ ১৩
 মহাগুরুনিপাতে তু কাম্যং কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ ।
 আর্জিয্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ শ্রাদ্ধং দেবযজ্ঞঞ্চ যৎ ॥ ১৪
 গুরুমাক্ষিপ্য বিপ্রঞ্চ প্রহৃতৌব চ পাপিনী ।
 ন কুখ্যান্নিত্যকৰ্ম্মাণি রেতঃপাতে চ ভৈরব ॥ ১৫
 আসনক্ষার্য্যপাত্রঞ্চ ভগ্নমাসাদেয়ম্ তু ।
 উষরে কৃমিসংযুক্তে স্থানে যুষ্টিংপি নার্চয়েৎ ॥ ১৬
 নীচৈঃসনমাসাদ শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
 অর্চয়েচ্চণ্ডিকাং দেবাং দেবমন্ত্যঞ্চ ভৈরব ॥ ১৭
 দিগ্বিভাগে তু কোবেরৌ দিক্ ছিবা প্রীতিদায়িনী ॥ ১৮
 তস্মাৎ তন্মুখ আসীনঃ পূজয়েচ্চণ্ডিকাং সদা ॥ ১৯
 পুষ্পঞ্চ কৃমিসন্নিশ্রং বিশীর্ণং ভগ্নমৃদগতে ।
 সকেশং মুষিকোদ্ধৃতং যত্নেন পরিবর্জ্যয়েৎ ॥ ১০০
 যাচিতং পরকীয়ঞ্চ তথা পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ ।
 অন্ত্যসৃষ্টং পদা স্পৃষ্টং যত্নেন পরিবর্জ্যয়েৎ ॥ ১০১

জলৌকা, গৃতপাদ, কৃমি এবং গণপদাদি জীবকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে নিত্যকৰ্ম্মের অধিকার থাকে না । ১২

বিশেষ যত্ন-পিতৃক মনুষ্য এক বৎসর পর্য্যন্ত শিবপূজা এবং দুর্গাদেবীর মানসিক হইলে এক বৎসর যাবৎ কোন কাম্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না । ১৩

ঝুতুতে কর্তব্য যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং কোন প্রকার দেবকার্য্যও করিবে না । ১৪

হে ভৈরব ! গুরুর নিন্দা কবিলে, ব্রহ্মস্তুে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে এবং রেতঃপাত করিলে নিত্যকৰ্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে না । ১৫

মনুষ্য, ভগ্ন আসন বা অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া পূজা করিবে না । এবং উষর অর্থাৎ ক্ষার ভূমিতে, কৃমিযুক্ত স্থানে অথবা অমার্জিত স্থানেও পূজা করিবে না । ১৬

হে ভৈরব ! নীচ আসনে উপবেশনে করিয়া শুচি এবং পবিত্রমানস হইয়া চণ্ডিকাদেবী এবং অশ্ব দেবতাকে অর্চনা করিবে । ১৭

সমুদয় দিকের মধ্যে কোবেরী (উত্তর) দিক্ চণ্ডিকার প্রীতিকারিণী, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা উত্তরমুখে আসীন হইয়া চণ্ডিকার পূজা করিবে । ১৮

কৌট-ভিন্ন, বিশীর্ণ, ভগ্ন, স্নয়ংপতিত, কেশযুক্ত এবং মুষিকা-চর্বিত পুষ্প যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে । ১৯

এইরূপ বিশীর্ণ, ভগ্ন, উদ্ভাত, কেশযুক্ত এবং মুষিকা-ধৃত দীপ ও আসনও পরিত্যাগ করিবে । ১০০

যে সকল বস্তু যাচিত, যা পরকীয় বা পর্যুষিত অর্থাৎ বাসি, অথবা অন্ত্যজ-জাতিস্পৃষ্ট অথবা পদদ্বারা স্পৃষ্ট এ সকল বস্তু বহু যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে । ১০১

ইদং শিবায়াঃ পরমং মনোহরং
করোতি যোহনেন তদীয়পূজনম্ ।
স. বাহিতার্থং সম্বাপ্য চণ্ডিকা-
গৃহং প্রযাতা নচিরেণ ভৈরব ॥ ১০২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ঔৰ্ব্বসগরসংবাদে পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অস্ম্য^১ মন্ত্ৰস্য কবচং শৃণু বেতালভৈরব ।
বৈষ্ণবাতন্ত্রসংজ্ঞস্য বৈষ্ণব্য্যশ্চ বিশেষতঃ ॥ ১
তত্র মন্ত্ৰাদ্যক্ষরস্ত বাসুদেবস্বরূপধৃক্ ।
বর্ণো দ্বিতীয়ে ব্রহ্মৈব তৃতীয়শ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ২
চতুর্থো গজবক্তৃশ্চ পঞ্চমস্তু দিবাকরঃ ।
শক্তিঃ স্বয়ং পকারশ্চ মায়ামায়া জগন্ময়ী ।
যকারস্ত মহালক্ষ্মীঃ শেষবর্ণঃ সরস্বতী ॥ ৩
যোগিনী পূর্ববর্ণস্য শৈলপুত্রী প্রকৌত্তিতা ।
দ্বিতীয়স্য তু বর্ণস্য চণ্ডিকা যোগিনী মতা ।
চণ্ডঘণ্টা তৃতীয়স্য কুস্মাণ্ডী তৎপরস্য চ ॥ ৪
ক্লন্দমাতা তকারস্য পশু কাত্যায়নী স্বয়ম্ ।
কালরাত্রিঃ সপ্তমস্য মহাদেবাতি সংস্থিতা ॥ ৫

হে ভৈরব! যে মন্ত্ৰস্য উক্তরূপ বিধান অনুসারে চণ্ডিকা দেবীর পরম মনোরম পূজন করে, সে ইহলোকে সমুদয় বাহিত প্রাপ্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যে চণ্ডিকার ভবনে গমন করে। ১০২

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

মন্ত্ৰ-কবচ

ভগবান্ বলিলেন,—হে বেতাল-ভৈরব! বৈষ্ণবী তন্ত্রসংজ্ঞক অঙ্গিমন্ত্রের এবং বিশেষতঃ বৈষ্ণবী দেবীর কবচ শ্রবণ কর। ১

তাহাতে মন্ত্রের আদি অক্ষর বাসুদেবস্বরূপধারী (অ), দ্বিতীয় বর্ণ স্বয়ং ব্রহ্মা (ক) এবং তৃতীয় স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব (চ)

চতুর্থ গণেশ (ট), পঞ্চম দিবাকর সূর্য্য (জ), মহামায়া জগন্ময়ী শক্তি স্বয়ং পকারস্বরূপ, যকার স্বয়ং মহালক্ষ্মীস্বরূপ এবং ষবর্ণ স্বয়ং সরস্বতী। ৩

শৈলপুত্রী প্রথম বর্ণের যোগিনী, দ্বিতীয় বর্ণের যোগিনী চণ্ডিকা, তৃতীয় মন্ত্রের যোগিনী চণ্ডঘণ্টা এবং চতুর্থের কুস্মাণ্ডী। ৪

প্রথমং বর্ণকবচং যোগিনীকবচং তথা ।
 দেবৌষকবচং পশ্চাদ্‌দেবীদিক্‌কবচং তথা ॥ ৬
 ততস্ত পার্শ্বকবচং দ্বিতীয়াস্তাব্যায়শ্চ চ ।
 কবচস্ত ততঃ পশ্চাৎ ষড়্‌বর্ণং কবচং তথা ।
 অভৈদ্যকবচং চেতি সৰ্ব্বজ্ঞাপপরায়ণম্ ॥ ৭
 ইমানি কবচাণ্যকৌ যো জ্ঞানাতি নরোত্তমঃ ।
 সোহহমেব মহাদেবী দেবীরূপশ্চ শক্তিমান্ ॥ ৮
 অশ্ব বৈষ্ণবীতন্ত্রকবচশ্চ নারদ ঋষিরনুষ্টুপ্‌, ছন্দঃ ।
 কাত্যায়নৌ দেবতা সৰ্ব্বকামার্থসাধনে বিনিয়োগঃ ॥ ৯
 অঃ পাতু পূর্ব্বকাষ্ঠায়ামাগ্নেয়াং পাতু কঃ সদা ।
 পাতু চো যমকাষ্ঠায়াং টো নৈঋত্যাঙ্ক সৰ্ব্বদা ॥ ১০
 মাং পাতু তোহসৌ পাশ্চাত্যে শক্তিস্বায়ব্য-দিগ্‌গতা ।
 যঃ পাতু মাং চোত্তরশ্চামৈশাশ্চাং যন্তথাবত্ ॥ ১১
 মৃদ্ধি রক্ষতু মাং সোহসৌ বাহৌ মাং দক্ষিণে তু কঃ ।
 মাং বামবাহৌ চঃ পাতু হৃদি টো মাং সদাবত্ ॥ ১২
 তঃ পাতু কঠদেশে মাং কট্যাঃ শক্তিস্তথাবত্ ।
 যঃ পাতু দক্ষিণে পাদে যো মাং বামপদে তথা ॥ ১৩
 শৈলপুত্রী তু পূর্ব্বশ্চামাগ্নেয়াং পাতু চণ্ডিকা ।
 চণ্ডঘণ্টা পাতু যাম্যাং যমভীতিবিবন্ধিনী ॥ ১৪

তকারের যোগিনী স্কন্দমাতা এবং পকারের যোগিনী স্বয়ং কাত্যায়নী ।
 মহাদেবী নামে প্রসিদ্ধা কালরাত্রি সপ্তম বর্ণের যোগিনী । ৫

প্রথমে বর্ণ-কবচ, তাহার পর যোগিনী-কবচ । তদনন্তর দেবৌষ-কবচ
 এবং তাহার পর দেবী-দিক্‌-কবচ । ৬

তাহার পর পার্শ্ব-কবচ । তদনন্তর দ্বিতীয়াষ্টাঙ্ক-কবচ । তাহার পর
 ষড়্‌ঙ্ক-কবচ । তদনন্তর অভৈদ্য-কবচ । ৭

যে মনুষ্য, এই সকল শ্রেষ্ঠ কবচ পরিজ্ঞাত হয়, সে আমার সহিত অভিন্ন
 শক্তিমান্, মহাদেব এবং দেবীর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় । ৮

এই বৈষ্ণবীতন্ত্র কবচের ঋষি নারদ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্‌, দেবতা কাত্যায়নী এবং
 সকল প্রকার কাম ও অর্থ সাধন বিষয়ে ইহার নিয়োগ হয় । ৯

অ পূর্ব্বদিকে আমার রক্ষাবিধান করুন, ক আমাদের সৰ্ব্বদা অগ্নিকোণে
 রক্ষা করুন, চ দক্ষিণদিকে, ট নৈঋত কোণে । ১০

ত পশ্চিমদিকে, শক্তি (প) বায়ুকোণে, য উত্তরদিকে এবং (য) ঈশান-
 কোণে আমাদের রক্ষা করুন । ১১

য আমার মস্তকে রক্ষা বিধান করুন, দক্ষিণ বাহুতে ক, বাম বাহুতে চ,
 এবং ট সৰ্ব্বদা হৃদয়ে রক্ষা করুন । ১২

ত আমার কঠদেশে, উভয় কটীদেশে শক্তি, য দক্ষিণ পাদে এবং য বাম-
 পাদে রক্ষা করুন । ১৩

শৈলপুত্রী পূর্ব্বদিকে, চণ্ডিকা অগ্নিকোণে, যমভয়-নিবারিণী চণ্ডঘণ্টা দক্ষিণ-
 দিকে রক্ষা করুন । ১৪

নৈঋত্যে ত্বং কুম্ভাণী পাতু মাং জগতাং প্রসূঃ ।
 হ্রদমাতা পশ্চিমায়াং মাং রক্ষতু সदैব হি ॥ ১৫
 কাত্যায়নী মাং বায়বো পাতু লোকেশ্বরী সদা ।
 কালরাত্রি তু কৌবের্যাং সদা রক্ষতু মাং স্বয়ম্ ॥ ১৬
 মহাগৌরী তথৈশাশ্বাং সততং পাতু পাবনী ।
 নেত্রযোর্বাসুদেবো মাং পাতু নিত্যং সনাতনঃ ॥ ১৭
 ব্রহ্মা মাং পাতু বদনে পদ্মযোনিরযোনিজঃ ।
 নাসাভাগে রক্ষতু মাং সর্বদা চল্লশেখরঃ ॥ ১৮
 গজবক্রঃ স্তনযুগ্মে পাতু নিত্যং হরাম্বজঃ ।
 বামদক্ষিণপাণ্যো মাং নিত্যং পাতু দিবাকরঃ ॥ ১৯
 মহামায়ী স্বয়ং নাভৌ মাং পাতু পরমেশ্বরী ।
 মহালক্ষ্মীঃ পাতু গুহ্যে জানুনোচ্চ সরস্বতী ॥ ২০
 মহামায়া পূর্বভাগে নিত্যং রক্ষতু মাং শুভা ।
 অগ্নিজালা তথাগ্ন্যেহ্যাং পায়াম্নিত্যং বরাসিনী ॥ ২১
 রুদ্রাণী পাতু মাং যাম্যাং নৈঋত্যাং চণ্ডনায়িকা ।
 উগ্রচণ্ডা পশ্চিমায়াং পাতু নিত্যং মহেশ্বরী ॥ ২২
 প্রচণ্ডা পাতু বায়বো কৌবের্যাং ঘোররূপিণী ।
 ঈশ্বরী চ তথৈশাশ্বাং পাতু নিত্যং সনাতনী ।
 উর্দ্ধং পাতু মহামায়ী পাত্বধঃ পরমেশ্বরী ॥ ২৩
 অগ্রতঃ পাতু মামুগ্রা পৃষ্ঠতো বৈষ্ণবী তথা ।
 ব্রহ্মাণী দক্ষিণে পার্শ্বে নিত্যং রক্ষতু শোভনা ॥ ২৪

জগৎ-প্রসবিনী কুম্ভাণী নৈঋতে রক্ষা করুন, হ্রদমাতা সর্বদা আমার পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন । ১৫

ত্রিলোকের ঈশ্বরী কাত্যায়নী বায়ুকোণে এবং কালরাত্রি সর্বদা উত্তরদিকে রক্ষা করুন । ১৬

ঈশানকোণে পাবনী মহাগৌরী সতত রক্ষা করুন এবং সনাতন বাসুদেব নেত্রদ্বয়ে রক্ষা করুন । ১৭

পদ্মযোনি এবং অযোনিজ ব্রহ্মা আমার বদনে রক্ষা করুন এবং ভগবান্ চল্লশেখর আমার নাসাভাগ রক্ষা করুন । ১৮

মহাদেবের পুত্র গজানন আমার স্তনযুগ্মে রক্ষা করুন এবং দিবাকর সূর্য্য বাম ও দক্ষিণ হস্তে সর্বদা রক্ষা করুন । ১৯

পরমেশ্বরী মহামায়া স্বয়ং আমার নাভিদেশে রক্ষা করুন, মহালক্ষ্মী গুহ্য-দেশে রক্ষা করুন এবং সরস্বতী জানুদ্বয়ে রক্ষা করুন । ২০

মঙ্গলরূপা মহামায়া নিত্য পূর্বভাগে রক্ষা করুন এবং সুবাসিনী অগ্নিজালা নিত্য অগ্নিকোণে রক্ষা করুন । ২১

রুদ্রাণী আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন এবং নৈঋতকোণে চণ্ডনায়িকা রক্ষা করুন । আমাকে পশ্চিমদিকে মহেশ্বরী উগ্রচণ্ডা সর্বদা রক্ষা করুন । ২২

বায়ুকোণে প্রচণ্ডা এবং ঘোররূপিণী উত্তরদিকে রক্ষা করুন । সনাতনী ঈশ্বরী সর্বদা ঈশানকোণে রক্ষা করুন । উর্দ্ধদিকে মহামায়া এবং অধোদিকে পরমেশ্বরী রক্ষা করুন । ২৩

আহেশ্বরী বামপার্শ্বে নিত্যং পান্নাদৃ বৃষধ্বজা ।
 কৌমারী পর্বতে পাতু বারাহী সলিলে চ মাম্ ॥ ২৫
 নারসিংহী দ্রংষ্টিভয়ে পাতু মাং বিপিনেষু চ ।
 ঐন্দ্রী মাং পাতু চাক্রাণে তথা সর্বজলে স্থলে ॥ ২৬
 সেতুঃ সর্বাঙ্গুলীঃ পাতু দেবাদিঃ পাতু কর্ণয়োঃ ।
 দেবান্ত্চিবুকে পাতু পার্শ্বয়োঃ শক্তিপঞ্চমঃ ॥ ২৭
 হা পাতু মাং তথৈবোর্বো মায়্যা রক্ষতু জজ্বয়োঃ ॥ ২৮
 সর্বেল্লিঙ্গাণি যঃ পাতু রোমকূপেষু সর্বদা ।
 ত্রুচি মাং বৈ সদা পাতু মাং শঙ্কুঃ পাতু সর্বদা ।
 নখদন্তকরোষ্ঠাদৌ রোমাং পাতু সর্দৈব হি ॥ ২৯
 দেবাদিঃ পাতু মাং বস্তৌ দেবান্তঃ স্তনকক্ষয়োঃ ॥ ৩০
 এতদাদৌ তু যঃ সেতুর্বাহে মাং পাতু দেহতঃ ॥ ৩১
 আজ্ঞাচক্রে সূর্য্যায়াম্ ষট্চক্রে হৃদি সন্ধিস্থ ।
 আদিষোড়শচক্রে চ ললাটাকাশে এব চ ।
 বৈষ্ণবীতন্ত্রমস্ত্রো মাং নিত্যং রক্ষংশ্চ তিষ্ঠতু ॥ ৩২
 কর্ণনাড়ীসু সর্বাসু পার্শ্বকক্ষশিখাসু চ ।
 রুধিরস্নায়ুমজ্জাসু মস্তিষ্কেষু চ পর্বসু ।
 দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরেঃ মন্ত্রঃ কবচং পাতু সর্বতঃ ॥ ৩৩
 রেতো বায়ৌ নাভিরক্রে পৃষ্ঠসন্ধিস্থ সর্বতঃ ।
 ষড়ক্ষরতৃতীয়োহয়ং মন্ত্রো মাং পাতু সর্বদা ॥ ৩৪

আমার সম্মুখে উগ্রা এবং পশ্চাত্তানে বৈষ্ণবী সর্বদা রক্ষা করুন এবং
 শোভনা ব্রহ্মাণী নিত্য দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষা করুন । ২৪

বৃষভবাহিনী মহেশ্বরী আমার বাম পার্শ্বে নিত্য রক্ষা করুন । কৌমারী
 পর্বতে এবং বারাহী জলে রক্ষা করুন । ২৫

নারসিংহী অরণ্য মধ্যে দ্রংষ্টিজীবগণের ভয় হইতে রক্ষা করুন এবং ঐন্দ্রী
 আকাশে সমুদয় জল ও স্থলভাগে আমাকে রক্ষা করুন । ২৬

সেতু সকল অঙ্গুলী রক্ষা করুন এবং দেবাদি কর্ণদ্বয় সর্বদা রক্ষা করুন ।
 দেবান্ত চিবুকে এবং শক্তিপঞ্চম পার্শ্বদ্বয়ে রক্ষা করুন । ২৭

ত এবং য আমার উরুদ্বয়ে এবং জজ্বাদ্বয়ে রক্ষা করুন । ২৮

য সর্বেল্লিঙ্গ এবং রোমকূপের রক্ষা বিধান করুন । য সদা সর্বদা আমার
 ত্বকে ওষ্ঠে এবং নখ, দন্ত ও কর আদিতে রক্ষা করুন । ২৯

দেবাদি আমার বস্তিদেয়ে রক্ষা করুন এবং দেবান্ত আমার কক্ষদ্বয়ে রক্ষা
 করুন । য ইত্যাদি সর্বদ্য অবস্থাবে রক্ষা করুন এবং সেতু দেহের বর্হিভাগে
 রক্ষা করুন । ৩০-৩১

এই বৈষ্ণবী তন্ত্র মন্ত্র—আমার আজ্ঞা চক্রে, সূর্য্যায়, ষট্চক্রে, হৃদয়ের
 সন্ধিস্থলে, আদি ষোড়শচক্রে এবং ললাটকোষে নিত্য বিদ্যমান হইয়া রক্ষা
 করুন । ৩২

সমুদয় গর্ভ, নাড়ী, পার্শ্ব কৃষ্ণি, শিরানিচয়, রুধির, স্নায়ু, মজ্জা, মস্তিষ্ক এবং
 সমুদয় পর্বভাগে দ্বিতীয়াষ্টাক্ষর মন্ত্রময় কবচ সর্বতোভাবে রক্ষা করুন । ৩৩

নাসারঞ্জে মহামায়া কঠরঞ্জে তু বৈষ্ণবী ।
 সর্বসন্ধিস্থ মাং পাতু দুর্গা দুর্গাতিহারিণী ॥ ৩৫
 শ্রোত্রয়োহুৎ ফড়িত্যেবং নিত্যং রক্ষতু কালিকা ।
 নেত্রবীজত্রয়ং নেত্রে সদা তিষ্ঠতু রক্ষিতুম্ ॥ ৩৬
 ও ঐ হ্রী হ্রৌ নাসিকায়ং রক্ষন্তী চান্ত চণ্ডিকা ।
 ও হ্রী হ্রী হ্রী মাং সদা তারা জিহ্বামূলে তু তিষ্ঠতু ॥ ৩৭
 হৃদি তিষ্ঠতু মে সেতুজ্ঞানং রক্ষিতুমুত্তমম্ ।
 ও ক্ষৌ ফট্ চ মহামায়া পাতু মাং সর্বতঃ সদা ॥ ৩৮
 যুং সঃ প্রাণান্ কৌশিকী মাং প্রাণান্ রক্ষতু রক্ষিকা ।
 হ্রী হ্রী সৌ ভর্গদয়িতা দেহশূন্যে পাতু মাম্ ॥ ৩৯
 নমঃ সদা শৈলপুত্রী সর্বান্ রোগান্ প্রমুজ্যতাম্ ॥ ৪০
 হ্রী সঃ ক্ষে ক্ষঃ ফড়িত্যয় সিংহব্যাঘ্রভয়াত্রণাং ।
 শিবদূতী পাতু নিত্যং হ্রী সর্বাত্মেষু তিষ্ঠতু ॥ ৪১
 ও হ্রী হ্রী সশচণ্ডঘণ্টা কর্ণচ্ছিত্রে পাতু মাম্ ॥ ৪২
 ক্রীং সঃ কামেশ্বরী কামানভিতিষ্ঠতু রক্ষতু ।
 ও আং হং ফড়গ্রচণ্ডা রিপুন্ বিঘ্নান্ বিমর্দতাম্ ॥ ৪৩

রেতঃ, বায়ু, নাভিরক্ত এবং সকল প্রকার পৃষ্ঠসন্ধিতে তৃতীয় ষড়ক্ষর মন্ত্র
 সর্বদা রক্ষা করুন । ৩৪

মহামায়া আমার নাসারঞ্জে রক্ষা করুন, বৈষ্ণবী কঠরঞ্জে রক্ষা করুন এবং
 দুর্গতিহারিণী দুর্গা আমার সকল সন্ধিস্থলে রক্ষা করুন । ৩৫

শ্রোত্রদ্বয়ে হুৎফট্ এই প্রকারে কালিকা নিত্য রক্ষা করুন এবং নেত্র রক্ষা
 করিতে বীজত্রয় অবস্থান করুক । ৩৬

ও ঐ হ্রী হ্রৌ এই বীজারিতা চণ্ডিকা নাসাভাগ রক্ষা করত অবস্থান
 করুন এবং ঐ হ্রী হ্রী এই বীজাঘ্রিতা তারা সর্বদা জিহ্বামূলে অবস্থান করুন ।
 ৩৭

সেতু আমার হৃদয়ে অবস্থান করত উত্তম জ্ঞান রক্ষা করুন এবং ও ক্ষৌ
 ফট্ এই বীজসম্বলিতা মহামায়া আমাকে সর্বদা সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন । ৩৮

ও যুং সঃ এই বীজারিতা রক্ষাকারিণী কৌশিকী সর্বদা আমার প্রাণ রক্ষা
 করুন এবং ও হুং সৌ এই বীজাঘ্রিতা ভর্গদয়িতা দেহশূন্য স্থানে আমায় রক্ষা
 করুন । ৩৯

ও নমঃ এই বীজাঘ্রিতা শৈলপুত্রী আমার সকল প্রকার রোগের নাশ
 করুন । ৪০

ও হ্রী সঃ ক্ষে ক্ষঃ অস্ত্রায় ফট্ এই বীজযুতা শিবদূতী নিত্য সকল অস্ত্রে
 হিষ্ট হইয়া সিংহ-ব্যাঘ্রভয় হইতে এবং যুদ্ধকালে আমাকে রক্ষা করুন । ৪১

ও হ্রী হ্রী সঃ এই বীজাঘ্রিতা চণ্ডঘণ্টা আমার কর্ণচ্ছিত্র রক্ষা করুন । ৪২

ও ক্রীং সঃ এই বীজাঘ্রিতা কামেশ্বরী আমার কাম অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু-
 সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিদ্যমান হউন । ও আ হুৎ ফট্ এই বীজশালিনী
 উগ্রচণ্ডা আমাদিগের রিপু এবং বিঘ্ন সকলকে বিমর্দিত করুন । ৪৩

*ওঁ অং শূল্যং পাতু নিত্যং বৈষ্ণবী জগদীশ্বরী ।
 কং ব্রহ্মাণী পাতু চক্রাং চং রুদ্রাণী তু শক্তিতঃ ॥ ৪৪
 টং কৌমারী পাতু বজ্রাং তং বারাহী তু কাণ্ডতঃ ॥ ৪৫
 পং পাতু নারসিংহী মাং ক্রব্যাদেভ্যস্তথান্নতঃ ॥ ৪৬
 শস্ত্রাজ্জেভাঃ সমস্তেভ্যো যস্ত্রেভ্যোহনিষ্টমন্ত্রতঃ ।
 চণ্ডিকা মাং সদা পাতু য়ঁ সঁ দেবো নমো নমঃ ॥ ৪৭
 বিশ্বাসঘাতকেভ্যো মামৈশ্বরী রক্ষতু মন্যনঃ ॥ ৪৮
 ওঁ নমো মহামায়ায়ৈ ওঁ বৈষ্ণবো নমো নমঃ ।
 রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যঃ সর্বত্র পরমেশ্বরী ॥ ৪৯
 আধারে বায়ুমার্গে হৃদি কমলদলে চন্দ্রবংশৈরমূৰ্য্যো,
 বস্তো বহৌ সমিচ্ছে বিলতু বরদয়া মন্ত্রমষ্ঠাকরন্তং ।
 যদব্রহ্মা মূৰ্দ্ধি ধন্তে হরিরবতি চন্দ্রচূড়ো হৃদিহুং,
 তং মাং পাতু প্রধানং নিখিলমতিশয়ং পদ্মগুণ্ডাভবীজম্ ॥ ৫০
 আদ্যাঃ শেবাঃ স্বরৌঘৈর্মমযবলবরৈঃ-রস্বরেশাণি শূভৈঃ,
 সানুস্মারাবিসর্গৈরিহরবিদিতং যংসহস্রক সাক্ষম্ ।
 মন্ত্রাণাং সেতুবন্ধং নিবসতি সততং বৈষ্ণবীভক্তমন্ত্রে,
 তন্মাং পায়্যং পবিত্রং পরমপরমজং ভূতলব্যোমভাগে ॥ ৫১
 অজ্ঞানম্ভৌ তথাম্ভৌ বসব ইহ তথৈবাম্ভৌমূর্ত্তির্কলানি,
 প্রোক্তান্ভৌ তথাম্ভৌ মধুমতিরচিতাঃ সিন্ধবোহম্ভৌ তথৈব ।
 অম্ভাবম্ভৌসংখ্যা জগতি রতিকলাঃ ক্ষিপ্ৰাকাষ্ঠাঙ্গযোগা
 মযাম্ভাবক্ষরাণি ক্ষরতু ন হি গণো যদ্ধদো যন্তুম্বাম্ ॥ ৫২

ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং এই বীজান্বিতা কালরাত্রি খড়্গ হইতে আমাকে সর্বদা
 রক্ষা করুন । ওঁ অং এই বীজান্বিতা জগদীশ্বরী বৈষ্ণবী আমাকে শূল হইতে
 রক্ষা করুন এবং ওঁ কং এই বীজান্বিতা ব্রহ্মাণী আমাকে চক্র হইতে আর ওঁ চং
 এই বীজান্বিতা রুদ্রাণী আমাকে শক্তি হইতে রক্ষা করুন ॥ ৪৪

ওঁ টং এই বীজযুক্তা কৌমারী আমাকে বজ্র হইতে রক্ষা করুন এবং ওঁ তং
 এই বীজযুক্তা বারাহী আমাকে কাণ্ড হইতে রক্ষা করুন ॥ ৪৫

ওঁ পং এই বীজযুক্ত নারসিংহী আমাদিগকে ক্রব্যাদ্গণের হস্ত হইতে রক্ষা
 করুন ॥ ৪৬

ওঁ যং এই বীজান্বিতা চণ্ডিকা সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র হইতে এবং নিখিল যন্ত্র এবং
 অনিষ্টকারী মন্ত্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন, দেবাকে নমস্কার করি ॥ ৪৭

যং নমঃ ঐশ্বরী আমাকে বিশ্বাসঘাতকের হস্ত হইতে রক্ষা করুন ॥ ৪৮

মহামায়া বৈষ্ণবী দেবাকে ওঁকার উচ্চারণপূর্বক নমস্কার করি । সেই
 পরমেশ্বরী আমাকে নিখিল ভূতগণ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৪৯

এই সর্বশ্রেষ্ঠ অম্ভাক্ষরায়ক মন্ত্র আমার আধার শক্তিতে বায়ুমার্গে, হৃদয়ে
 এবং চন্দ্ররশ্মি ও সূর্য্যযুক্ত কমলদলে, বস্তিহানে এবং বহ্নিতে অধিষ্ঠান করুন ।
 যাহাকে—ব্রহ্মা মন্ত্রকে, বিষ্ণু গলদেশে এবং মহেশ্বর কর্তে ধারণ করেন, সেই
 ব্রহ্মাণ্ড-বীজ সকলের প্রধান মন্ত্র আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৫০

* 'ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং' কালরাত্রি: খড়্গাং রক্ষতু মাং সদা—ইত্যধিকঃ পাঠঃ কৃতিং ।

ইতি তৎকবচং প্রোক্তং ধৰ্মকামার্থসাধকম্ ।
 ইদং রহস্যং পরমমিদং সৰ্বার্থসাধকম্ ॥ ৫৩
 যঃ সৰ্বং শৃণুয়াদেতৎ কবচং মন্থকোদিতম্ ।
 স সৰ্বান্ লভতে কামান্ পরত্র শিবরূপভাম্ ॥ ৫৪
 সৰ্বদৃ শস্ত্র পঠেদেতৎ কবচং মন্থকোদিতম্ ।
 স সৰ্বযজ্ঞস্য ফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫
 সংগ্রামেষু জয়েচ্ছত্রং মাতঙ্গানিব কেশরী ॥ ৫৬
 দহেৎ তুণং যথা বহ্নিস্তথা শত্রুং দহেৎ সদা ॥ ৫৭
 নাস্ত্রাণি তস্য শস্ত্রাণি শরীরে প্রবিশন্তি বৈ ।
 ন তস্য জায়তে ব্যাধির্ন চ দুঃখং কদাচন ॥ ৫৮
 গুটিকাঞ্জনপাতাল-পাদলেপরসাজ্জনম্ ।
 উচ্চাটনাদাস্তাঃ সৰ্বাঃ প্রসীদন্তি চ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৫৯
 বায়োরিব গতিশ্চ্যুত ভবেদশ্চৈবাবারিতা ।
 দীর্ঘায়ুঃ কামভোগী চ ধনবানভিজায়তে ॥ ৬০
 অষ্টম্যাং সংযতো ভূত্বা নবম্যাং বিধিবচ্ছিবাম্ ।
 পূজয়িত্বা বিধানেন বিচিন্ত্য মনসা শিবাম্ ।
 যো হ্যসেৎ কবচং দেহে তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬১
 জিতব্যাধিঃ শতায়ুষ্ট রূপবান্ গুণবান্ সদা ।
 ধনরত্নৌঘসম্পূর্ণো বিদ্যাবান্ স চ জায়তে ॥ ৬২

যে বৈষ্ণবী মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র সেতুবন্ধ মন্ত্র বিদ্যমান, সেই অ ক চ ট প্রভৃতি অষ্টাক্ষর মন্ত্র স্মরণ, স্বরহীন, সানুস্মার, স-বিসর্গ ইত্যাদি বিধিরূপে আমাকে স্বর্গ, ভূতল ও জলে রক্ষা করুন। ধর্ম কাম এবং অর্থের সাধন এই কবচ আমি তোমাকে বলিলাম। ইহা অতি রহস্য এবং সকল প্রকার অর্থের সাধক ॥ ৫১-৫৩

যে ব্যক্তি আমাকর্তৃক উক্ত এই কবচ একবার শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সমুদয় কাম প্রাপ্ত হয় এবং পরকালে শিবস্বরূপতা লাভ করে ॥ ৫৪

আমাকর্তৃক কথিত এই কবচ যে ব্যক্তি একবার পাঠ করে, সে সকল প্রকার যজ্ঞের ফল লাভ করে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ৫৫

কেশরী যেমন অবলীলাক্রমে হস্তীকে পরাজয় করে, সেইরূপ সে সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাজয় করে ॥ ৫৬

অগ্নি যেমন তুণরশিকে দহন করে, সেইরূপ সেও শত্রুদিগকে দহন করে ॥ ৫৭

তাহার শরীরে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই প্রবেশ করে না এবং তাহার কোন ব্যাধি বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না ॥ ৫৮

গুটীকাজন, পাতাল পাতন, পরমাজন প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধি আছে, সে সকলই ইহা দ্বারা প্রসন্ন হয় ॥ ৫৯

তাহার গতি-বায়ু বতায় হইবে এবং তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না এবং সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ, কামভোগী এবং ধনবান হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ৬০

অষ্টমীতে সংযত হইয়া নবমীতে ভগবতী দুর্গার বিধিবৎ পূজা করিয়া, যে ব্যক্তি নিজদেহে কবচের বিদ্যাস করে, তাহার সম্যক ফল শ্রবণ কর ॥ ৬১

নাগ্নির্দহতি তৎকাষ্মং নাপঃ সংক্লেদয়ন্তি চ ।
 ন শোষয়তি তং বায়ুঃ ক্রব্যাভ্যং ন হিনন্তি চ ॥ ৬৩
 শস্ত্রাণি নৈহিহিন্দন্তি ন তাপয়তি ভাস্করঃ ।
 ন তস্য জ্বালতে বিদ্রো নাস্তি তস্য চ সংজ্বরঃ ॥ ৬৪
 বেতলাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা গণনায়কাঃ ।
 সর্বৈব তস্য বশং যাতি ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ ॥ ৬৫
 নিত্যং পঠতি যো ভক্ত্যা কবচং হরনির্মিতম্ ।
 সোহহমেব মহাদেবো মহামায়া চ মাতৃকা ॥ ৬৬
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ তস্য নিত্যং করে স্থিতাঃ ।
 অশ্রুত বরদঃ সোহর্থৈর্নিত্যং ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৬৭
 কবিত্বং সত্যবাদিত্বং সত্যং তস্য জ্বালতে ।
 বদেৎ শ্লোকসহস্রাণি ভবেচ্ছৃতিধরস্তথা ॥ ৬৮
 লিখিতং যস্য গেহে তু কবচং ভৈরব স্থিতম্ ।
 ন তস্য দুর্গতিঃ কাপি জায়তে তস্য দূষণম্ ॥ ৬৯
 গ্রহাশ্চ সর্বৈব তুষান্তি বশং গচ্ছন্তি ভূমিপাঃ ॥ ৭০
 যদ্রাজ্যে কবচজ্যোহস্তি জ্বালন্তে তত্র নেতয়ঃ ॥ ৭১
 সেতুর্দেবঃ শক্তিবীজং পঞ্চমোহায় তে নমঃ ।
 বায়ুর্বলেন চৈতায়ৈ দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরং ত্রিদম্ ॥ ৭২

তাহার ব্যাধি হয় না, পরমায়ু শতবর্ষ হয় এবং সে রূপবান, গুণবান, ধন এবং রত্নসমূহে পরিপূর্ণ, বিদ্যাবান হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ৬২

অগ্নি তাহার শরীরকে দগ্ধ করে না এবং জলও ক্লিন্ণ করে না, বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না এবং মাংসাশিগণ তাহাকে মারিতে পারে না । ৬৩

শস্ত্র সকল তাহাকে ছেদ করিতে পারে না । সূর্য্য তাহাকে তাপিত করিতে পারেন না । তাহার কোনরূপ বিদ্রু বা পীড়া হয় না । ৬৪

বেতাল, পিশাচ, রাক্ষস এবং গণনায়ক এই চারি প্রকার ভূতযোনি তাহার বশীভূত হয় । ৬৫

যে এই মহাদেব-নির্মিত কবচ নিত্য পাঠ করে, সে আমার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং মহাদেব, মহামায়া, মাতৃকাবর্গ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এ সকল তাহার হস্তের মুষ্টিমধ্যে অবস্থিতি করে । সে পণ্ডিত এবং অপরকে বর দানে সমর্থ হয় । ৬৬-৬৭

সর্বদা তাহার কবিত্ব এবং সত্যবাদিত্ব উৎপন্ন হয় । সে প্রত্যহ এক সহস্র শ্লোক বলিতে পারে ও শ্রুতিধর হয় । ৬৮

হে ভৈরব ! যাহার গৃহে এই কবচ লিখিত হইয়া স্থিতি করে, তাহার কোনরূপ দুর্গতি বা দূষণ হয় না । ৬৯

গ্রহ সকল তাহার উপর তুষ্ট এবং রাজা সকল বশীভূত হয় । ৭০

আর যে রাজ্যে এই কবচ অবস্থান করে, সে রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি উৎপন্ন হয় না । ৭১

সেতু শক্তিবীজ পঞ্চমরূপ, তাহার কখন হীনতা হয় না । তিনি বলে বায়ু-তুল্য এবং দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরাক্ষর । ৭২

(সৈতুর্দেবোহিথ বৈষ্ণবৈষ্য ষড়ঙ্করমিদং স্মৃতম্ ॥ ৭৩
 এতদ্ব্যস্ত জিহ্বাগ্রে সততং যস্য বর্ততে ।
 তস্য দেবী মহামায়ী কায়ৈ তিষ্ঠতি বৈ সদা ॥ ৭৪
 মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুস্তংসেতুঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৫
 করত্যানোদ্ধতঃ পূর্বাং পরস্তাচ্চ বিশীর্ষাতে ॥ ৭৬
 নমস্কারো মহামন্ত্রো দেব ইত্যাচাতে সূরৈঃ ।
 দ্বিজাভীনাং মন্ত্রঃ শূদ্রাণাং সর্বা কৰ্ম্মণি ॥ ৭৭
 অকারং চাপ্যকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ ।
 বেদত্রয়াং সমুদ্ভূত্যা প্রণবং নির্ধমে পুরা ॥ ৭৮
 স উদাত্তো দ্বিজাভীনাং রাজ্ঞাং সাদনুদাত্তকঃ ।
 প্রচিতশ্চোরাঙ্কাতানাং মনসাপি তথা স্মরেৎ ॥ ৭৯)
 চতুর্দশস্বরো যোহসৌ শেষ ঔকারসংজ্ঞকঃ ।
 স চানুস্বারচন্দ্রাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচাতে ॥ ৮০
 নিঃসেতু চ যথা তোয়ং কণাম্মিয়ং প্রসর্পতি ।
 মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতুঃ কণাং করতি যজ্ঞনাম্ ॥ ৮১
 তস্মাৎ সর্বাং মন্ত্রেষু চতুর্বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ।
 পার্শ্বয়োঃ সেতুমাদায় জপকৰ্ম্ম সমারভেৎ ॥ ৮২
 শূদ্রাণামাদিসেতুর্বা ষিঃসেতুর্বা যথেষ্টতঃ ।
 ষিঃসেতবঃ সমাখাতাঃ সর্বা দৈব দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৮৩

বৈষ্ণবীর সেতু ষড়ঙ্করাঙ্ক এবং শুভদায়ক । ৭৩

এই তিনটি সর্বা যাহাব জিহ্বাগ্রে বর্তমান হয় ; দেবী মহামায়ী, সর্বা দা
 তাঁহার শরীরে অধিষ্ঠান করেন । ৭৪

সেতু মন্ত্রের প্রণবস্বরূপ, এই হেতু সেতু প্রণব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । ৭৫
 ইহা পূর্বে অলঙ্কৃত হয় এবং পরে শেষ হয় । ৭৬

নমস্কার মহামন্ত্র—দেবগণ উহাকে দ্বিজাতিদিগের দেবতা বলিয়া নির্দেশ
 করেন এবং শূদ্রদিগের উহা সকল কৰ্ম্মে মহামন্ত্র স্বরূপ । ৭৭

পূর্বাঙ্কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা,—অকার, উকার এবং মকার এই তিনটি
 অক্ষরকে বেদত্রয় হইতে নিষ্কাশিত করিয়া প্রণব নির্মাণ করিয়াছেন । ৭৮

সেই ঔ কার ব্রাহ্মণদিগের উদাত্ত এবং ক্ষত্রিয়দিগের অনুদাত্ত উচ্চারণ করা
 কর্তব্য । বৈশ্ণবো মনে মনে স্মরণ করিলে প্রশস্ত ফল লাভ করে । ৭৯

চতুর্দশ স্রবের মধ্যে শেষকালে যে ঔকার আছে, উহা অনুস্বার এবং চন্দ্র-
 বিন্দু দ্বারা যুক্ত হইয়া শূদ্রদিগের সেতু হয় । ৮০

জল যেমন আলরহিত হইলে নিম্নদিকে গমন করে, মন্ত্রও সেইরূপ সেতু
 রহিত হইলে ক্ষরিত হয় । ৮১

এই নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, সকল মন্ত্রের উভয় পার্শ্বে সেতু স্থাপন
 পূর্বক জপ কৰ্ম্ম আরম্ভ করিবে । ৮২

শূদ্রেরা ইচ্ছানুসারে মন্ত্রের প্রথমে একবার মাত্র সেতু দিতে পারে অথবা
 আদি-অন্ত দুই দিকেই সেতু দিতে পারে । দ্বিজাতিমাজেই “ষিঃ-সেতু” বলিয়া
 প্রসিদ্ধ অর্থাৎ তাহাদের আদি-অন্ত দুই দিকেই সেতু দেওয়া বিধেয় । ৮৩

ওর্ক উবাচ—

এভন্তে সৰ্বমাখ্যাতং কবচং ত্র্যম্বকোদিতম্ ।
 অভেদং কবচং তন্তু কবচাষ্টকমুত্তমম্ ॥ ৮৪
 মহামায়ামন্ত্রকল্পং কবচং মন্ত্রসংযুতম্ ।
 ষড়ঙ্করসমায়ুক্তং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ৮৫
 এতৎ ত্বং নৃপশার্দূল নিত্যভক্তিযুতঃ পঠন্ ।
 জপন্ মন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণব্যাঃ সৰ্বসিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ৮৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মহামায়ামন্ত্রকল্পো
 নাম ষট্-পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রুত্বমং সগরো রাজা সংবাদং ভৈরবেণ বৈ ।
 বেতালেনাপি ভগ্নস্য পুনরৌৰ্ব্বমপৃচ্ছত ॥ ১

সগর উবাচ—

মন্ত্রং কলেবরগতং সাক্ষং প্রোক্তং ত্বয়া দ্বিজ ।
 অঙ্গমস্ত্রাণি মে দেব্যাঃ কথ্যস্তাং ভো দ্বিজোত্তম ॥ ২
 তথা মস্ত্রাণি সৰ্বাণি পূজাস্থানানি সৰ্বশঃ ।
 তথৈবোত্তরমস্ত্রাণি কবচানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩

ওর্ক বলিলেন,—মহাদেব কর্তৃক কথিত সকল কবচই তোমার নিকট
 বলিলাম । এই কবচাষ্টক উত্তম একটি অভেদ কবচ-স্বরূপ । ৮৪

এই মন্ত্রসংযুক্ত ষড়ঙ্কর কবচ মহামায়া মন্ত্রকল্প এবং তিনলোকে দুর্লভ । ৮৫
 হে নৃপশার্দূল ! নিত্য ভক্তিসহকারে এই কবচ পাঠ কর এবং বৈষ্ণবী
 দেবীর মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে সকল বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । ৮৬

ষট্-পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

অঙ্গ-মন্ত্র কথন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মহারাজ সগর বেতাল ও ভৈরবের সহিত ভগ্নের
 এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুনর্বার ওর্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন । ১

হে দ্বিজসত্তম ! আপনি আমাকে সাবয়ব অঙ্গ-মন্ত্র বলিলেন, এক্ষণে
 অঙ্গমন্ত্র সকল কীর্ত্তন করুন । ২

তাহাদের যেরূপ তন্ত্র, যেরূপ পূজাসন, যেরূপ পরিশিষ্ট মন্ত্র এবং যেরূপ
 কবচ এই সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করুন । ৩